

কম্বী সন্মেলন ২০২২

# স্মারকগ্রন্থ

২



বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ

কর্মী সম্মেলন ২০২২  
স্মারকগ্রন্থ-২



বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ

কর্মী সম্মেলন ২০২২  
স্মারকগ্রন্থ-২  
বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ

উপদেষ্টা সম্পাদক  
আব্দুর রশীদ আখতার

প্রধান সম্পাদক  
ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব

সম্পাদক  
মুহাম্মাদ আবুল কালাম

সহকারী সম্পাদক  
ড. মুখতারুল ইসলাম  
ড. ইহসান ইলাহী যহীর  
আসাদুল্লাহ আল-গালিব

প্রকাশক  
বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ  
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী (২য় তলা)  
নওদাপাড়া (আমচত্বর) বিমানবন্দর রোড,  
পোঃ সপুরা, রাজশাহী-৬২০৩  
মোবাইল : ০১৭২১-৯১১২২৩  
ওয়েবসাইট : [www.juboshongho.org](http://www.juboshongho.org)

প্রকাশকাল  
যুলহিজ্জাহ ১৪৪৫ হি./আষাঢ় ১৪৩১ বাৎ/জুলাই ২০২৪ খৃ.

মুদ্রণ  
হাদীছ ফাউন্ডেশন প্রেস, নওদাপাড়া, রাজশাহী

শুভেচ্ছা মূল্য  
২০০ (দুই শত) টাকা মাত্র

# মুদ্রীকৃত

| বিষয়                                           | পৃষ্ঠা |
|-------------------------------------------------|--------|
| ১২ সম্পাদকীয়                                   | ৫      |
| ১২ বাণী                                         | ৭      |
| ১২ কর্মী সম্মেলন ২০২২                           | ১৫     |
| ■ স্বাগত ভাষণ                                   | ১৫     |
| ■ উদ্বোধনী ভাষণ                                 | ১৮     |
| ■ প্রধান অতিথির ভাষণ                            | ২২     |
| ■ বিশেষ অতিথির ভাষণ                             | ২৮     |
| ১২ স্মৃতিকথা                                    | ৩৫     |
| ■ কিছু স্মৃতি ভাবতে অবাক লাগে                   | ৩৭     |
| -অধ্যাপক শেখ মুহাম্মাদ রফীকুল ইসলাম             |        |
| ■ আমার প্রিয় সংগঠন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' | ৪৬     |
| -অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম                          |        |
| ■ পারস্পরিক অকুর্ট ভালবাসার নাম 'যুবসংঘ'        | ৫২     |
| -মুহাম্মাদ আব্দুল হাই                           |        |
| ■ স্মৃতি আয়নায় যুবসংঘ                         | ৫৯     |
| -অধ্যাপক জালালুদ্দীন                            |        |
| ■ স্মৃতির আয়না থেকে...                         | ৬২     |
| -ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম                     |        |
| ■ বেদনাভরা সুখময় স্মৃতির আঙ্গিনায়             | ৬৮     |
| -কাযী হারুণুর রশীদ                              |        |
| ■ রাবি 'যুবসংঘে'র নিবন্ধন প্রাপ্তির প্রেক্ষাপট  | ৭১     |
| -ড. নূরুল ইসলাম                                 |        |
| ■ তাওহীদের ডাক-এর জন্ম ও পুনর্জন্ম              | ৭৪     |
| -ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ হাকিব                      |        |
| ■ পীড়াদায়ক স্মৃতিকথা                          | ৭৭     |
| -আব্দুর রশীদ আখতার                              |        |
| ■ স্মৃতির পাতায় মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়    | ৮০     |
| -মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম                         |        |
| ১২ সাক্ষাৎকার                                   | ৮৫     |
| ■ প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব      | ৮৭     |
| ■ অধ্যাপক মাওলানা মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম         | ১০১    |
| ■ ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন                 | ১১৪    |

|                                                                                    |     |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| ❧ প্রবন্ধ                                                                          | ১২৯ |
| ❑ নবী-রাসূলগণের দাওয়াত দানের পদ্ধতি                                               | ১৩১ |
| -কামারুয়ামান বিন আব্দুল বারী                                                      |     |
| ❑ সাংগঠনিক জীবনে ইখলাছের গুরুত্ব                                                   | ১৩৬ |
| -মুহাম্মাদ আব্দুল ওয়াদুদ                                                          |     |
| ❑ উপমহাদেশে আহলেহাদীছ জামা'আতের সাংগঠনিক ইতিহাস<br>(১৮৯৫-২০২৪ খৃ.) -ড. নূরুল ইসলাম | ১৪৮ |
| ❑ জামা'আত ও বায়'আত সম্পর্কিত কিছু সংশয় পর্যালোচনা                                | ১৭৯ |
| -ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব                                                         |     |
| ❑ বিপ্লবী দ্বীনের প্রসারে আলেম সমাজের ভূমিকা                                       | ২০৩ |
| -মুহাম্মাদ আবুল কালাম                                                              |     |
| ❑ আদর্শ কর্মীর দায়িত্ব ও কর্তব্য                                                  | ২০৮ |
| -ড. মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম                                                         |     |
| ❑ সাংগঠনের অভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা রক্ষা                                                | ২২৩ |
| -মুস্তাকীম আহমাদ                                                                   |     |
| ❑ সংগঠন পরিচালনায় দায়িত্বশীলদের আবশ্যিক গুণাবলী                                  | ২২৬ |
| -ড. ইহসান ইলাহী যহীর                                                               |     |
| ❑ সাংগঠনিক দক্ষতা অর্জনের উপায়                                                    | ২৩২ |
| -আহমাদুল্লাহ                                                                       |     |
| ❑ যুবসমাজের মধ্যে নাস্তিক্যবাদের প্রসার : কারণ ও প্রতিকার                          | ২৩৪ |
| -আব্দুল্লাহ আল-মুছাদ্দিক                                                           |     |
| ❑ ইসলাম বনাম পাশ্চাত্য সভ্যতা                                                      | ২৪১ |
| -মুহাম্মাদ আব্দুর রউফ                                                              |     |
| ❑ বাংলাদেশে কতিপয় ভ্রান্ত ফের্কা                                                  | ২৫৩ |
| -আব্দুল্লাহ আল-মা'রুফ                                                              |     |
| ❑ 'সোনামণি' সংগঠনের সংক্ষিপ্ত জীবন কথা                                             | ২৭৫ |
| -রবীউল ইসলাম                                                                       |     |
| ❑ আল-হেরা শিল্পীগোষ্ঠী : ইতিহাস ও প্রভাব                                           | ২৭৯ |
| -মুহাম্মাদ আজমাল                                                                   |     |
| ❑ আল-'আওন-এর জন্মকথা                                                               | ২৮৫ |
| -আহমাদ আব্দুল্লাহ শাকির                                                            |     |
| ❧ ঘটনা প্রবাহ (১৯৭৮-২০২২ খৃ.)                                                      | ২৮৮ |
| ❧ সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন (২০১৩-২০২২ খৃ.)                                              | ৩০৯ |
| ❧ আহলেহাদীছ যুবসংঘ-এর কর্মপরিষদ তালিকা (১৯৭৮-২০২২ খৃ.)                             | ৩৩৮ |

# সম্পাদকীয়

২০১৩ সালে নির্ভেজাল তাওহীদের ঝাঞ্জবাহী এদেশের অনন্য যুবসংগঠন বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ তার দীর্ঘ পথচলার সংগ্রামী ইতিহাসকে কলমের কালিতে, তুলির পরশে পরবর্তী প্রজন্মের জন্য সুশোভিত করে প্রকাশ করেছিল **স্মারকগ্রন্থ-১**। তারপর অতিক্রান্ত হয় আরও কয়েকটি বছর। পরবর্তী স্মারকগ্রন্থ প্রকাশের জন্য আমরা প্রথম সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি ২০১৯ সালের বার্ষিক কর্মী সম্মেলন শেষে। তবে করোনার প্রাদুর্ভাবে বিশ্বব্যাপী অচলাবস্থা তৈরী হ'লে, সে কাজ থমকে যায়। অতিক্রম করে বেশ আরো কয়েক বছর। অতঃপর গত ১৭ই জুন ২০২২ ঢাকার ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয় বার্ষিক কর্মী সম্মেলন ২০২২। সেই ঐতিহাসিক সম্মেলনকে স্মৃতিপটে রেখে অবশেষে প্রায় এক যুগ পর আল্লাহর অশেষ রহমতে প্রকাশিত হ'ল দীর্ঘ প্রতীক্ষিত **স্মারকগ্রন্থ-২**। *ফালিগ্লাহিল হামদ*।

একটি স্মারকগ্রন্থ মানে ইতিহাসের এমন এক আঙিনা, যাতে ভরপুর আসরজুড়ে ঝলমল করে হাযারো রং ও বর্ণের মেলা, যাকে ছায়া দিয়ে রাখে শতবর্ষজীবী সেই জীবনবৃক্ষ, যার প্রতিটি পাতার কারুকাজে ভেসে ওঠে ইতিহাসের হাযারো প্রাণের অমলিন হাসি-কান্নার সাক্ষ্য। যার দরাজ দহলজে জন্ম নেয় হাযারো নতুন চিন্তারা, যার মর্মর মৃদু-মন্দ দখিনা হাওয়ায় প্রাণ জুড়ায় অবাক চেয়ে থাকা আসরের নতুন দিনের অরণ্য রবির। যার পড়ন্ত বিকেলের আলোয় আপন কর্মভারের স্মৃতিগুলো পাখির ডানায় উড়তে দেখে এককালের দুর্বীর তাজাদম প্রাণেরা।

এই স্মারকগ্রন্থে স্থান পেয়েছে পুরোনো দিনের প্রাণ উছলানো কিছু স্মৃতিকথা, পূর্বসূরীদের অভিজ্ঞতালব্ধ ও অমূল্য ইতিহাসসমৃদ্ধ সাক্ষাৎকার আর সাংগঠনিক জীবনের দিক-নির্দেশনা সম্বলিত প্রবন্ধসমগ্র। ইতিহাসের অলিন্দে জমে থাকা নানা ঘটনা-অনুঘটনা, আনন্দ-বেদনা এবং কিছু নির্মম অব্যক্ত সত্যের সংক্ষিপ্ত উপাখ্যান স্থান পেয়েছে ঘটনা প্রবাহে। সবমিলিয়ে এই স্মারকগ্রন্থটি সংগঠনের অতীত ইতিহাসের এক অনন্য তথ্যভাণ্ডার এবং ঐতিহাসিক দলীল হিসাবে বরিত হবে ইনশাআল্লাহ। এতে আরও যুক্ত হয়েছে এমন কিছু মানুষের তালিকা, যারা যুবসংঘ-এর গুরু থেকে সমাজ সংস্কারের স্থাপদসংকুল পথে রাহবারের ভূমিকা অবতীর্ণ হয়েছিলেন। যাদের অনেকে পরপারে পাড়ি জমিয়েছেন, অনেকে নীরবে হারিয়ে গেছেন, অনেকে আবার আবির্ভূত হয়েছেন ভিন্ন চেহারা, ভিন্ন ভূমিকায়। কিন্তু তাতে কী! ইতিহাস যাকে ঠাঁই দিয়েছিল কালের আবর্তে কিছুসময়, সেসময়টুকুর বরকত

ঝরে পড়ুক না তার আমলনামার চিরন্তন খেরোখাতায়! ঘুচিয়ে দিক না ভুলে ভরা সময়ের ক্লেদ থেকে কিছু কালিমা।

যাদের স্মৃতিচারণ, সাক্ষাৎকার আর লেখনীতে সমৃদ্ধ হয়েছে স্মারকগ্রন্থ-২ তাদের প্রত্যেকের জন্য হৃদয়গভীর থেকে রইল অন্তহীন কৃতজ্ঞতা। সম্পাদনা পরিষদের যে সব কলমসৈনিকরা রাত-দিন এক করে স্মারকগ্রন্থটি পাঠকের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিলেন, তাদের জন্য সীমাহীন জায়ায়ে খায়ের কামনা করছি। বর্তমান সেশনের কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ জোরালো ভূমিকা না নিলে স্মারকগ্রন্থটি বের করা প্রায় অসম্ভবই হয়ে পড়েছিল। তাদের জন্য রইল হৃদয় উজাড় করা ভালোবাসা ও দো‘আ। পরিশেষে মহান রবের নিকট জানাই অসীম কৃতজ্ঞতা, যার অপার রহমত ছাড়া এই দায়িত্ব পালন করা আমাদের পক্ষে মোটেই সম্ভব ছিল না। সেই মহান রবেরই রহমতকে সাথী করে হাযারো বিপদ-বিসংবাদের মধ্যে দীর্ঘ প্রায় অর্ধশত বছর এই হকুপহী যুবকাফেলা বাংলার প্রতিটি আনাচে-কানাচে হক্কের দাওয়াত পৌঁছে দিচ্ছে, ফালিল্লাহির হামদ।

দো‘আ করি আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এই সংগ্রামী যুবকাফেলাকে যেন পূর্ণভাবে কবুল করে নেন এবং এই কাফেলার প্রতিটি সদস্যকে দ্বীনের প্রকৃত মুজাহিদ এবং মুখলিছ দাঈ ইল্লাল্লাহ হিসাবে কবুল করে নিন। আগামী দিনে এই যুবকাফেলা আরও ফুলে-ফলে সুশোভিত হোক, হকুপিয়াসীদের অন্তরে দ্বীনের বিস্তৃত বার্তা আরও দায়িত্বশীলভাবে পৌঁছে দিক, বাংলার যমীনের প্রতিটি প্রান্তর তাওহীদ ও সুন্নাতের সমুজ্জ্বল আলোয় আলোকিত করুক-এই অন্তপ্রাণ কামনাই মহান রবের দরবারে। আল্লাহুমা আমীন, ছুম্মা আমীন!

বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি এবং  
আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ-এর মুহতারাম আমীর  
প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব স্যারের

## বাণী



২০১১ সালের কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্য সম্মেলন উপলক্ষে প্রকাশিত  
স্মারকগ্রন্থ প্রকাশের দীর্ঘ দিন পর 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'  
তাদের 'স্মারকগ্রন্থ-২' প্রকাশ করতে যাচ্ছে জেনে খুশী হ'লাম। এর  
মাধ্যমে বিগত বছরগুলিতে সংগঠনের উল্লেখযোগ্য ও শিক্ষণীয় বহু  
অজানা তথ্য কর্মীরা জানতে পারবে। তাতে তাদের পথ চলা সহজ হবে।  
আল্লাহ তাদের পথ চলা অব্যাহত রাখুন-আমীন!

প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব  
আমীর  
আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ



# বাণী

বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রহীম।

নাহমাদুহু ওয়া নুছল্লী ‘আলা রাসূলিহিল কারীম, আম্মা বা‘দ-

‘বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ’ সর্বযুগের সংগ্রামী সারথি তরুণদের বেগবান করার বাসনা নিয়ে স্মারকগ্রন্থ-২ প্রকাশ হ’তে যাচ্ছে জেনে আল্লাহর দরবারে সিজদায়ে শুকুর জানাচ্ছি। স্মারক মানেই স্মরণযোগ্য অনাদিকালের অশ্লান আমলের আলোকবর্তিকা, যার উজ্জ্বল আলোয় উদ্ভাসিত হবে উদীয়মান তরুণরা। যারা সাফল্যের সিড়ি বেয়ে গৌরবান্বিত হয়ে সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়বে। জেনে নিবে অতীতের ফেলে আসা ইতিহাস। শিরক-বিদ‘আতের বিরুদ্ধে ‘যুবসংঘ’ ও তাদের প্রবীণদের সংগঠন ‘আন্দোলন’র প্রবল প্রতিরোধ আর দৃঢ়চিত্ত মনোবলের অবিস্মরণীয় ইতিকথা। আমার বাসনা এই স্মারকগ্রন্থটি পথপ্রদর্শক হবে সত্যপিয়াসী আদর্শ জীবন গড়ার প্রত্যাশী সাহসী যুবকদের। প্রকৃত দ্বীন চর্চার দৃঢ় প্রেরণা নিয়ে ফিরিয়ে আনবে পথভোলা যুবকদের আপন নীড়ে। আমার আহ্বান মহান আল্লাহর সেই ঘোষণার দিকে, ‘আর তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের ক্ষমা ও জান্নাতের দিকে দ্রুত ধাবিত হও। যার প্রশস্ততা আসমান ও যমীন পরিব্যপ্ত। যা প্রস্তুত করা হয়েছে আল্লাহভীরুদের জন্য’ (আলে ইমরান ৩/১৩৩)।

পরিশেষে স্মারকগ্রন্থের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আল্লাহ তা‘আলা পূর্ণ জাযায়ে খায়ের দান করুন। আমীন!

অধ্যাপক নূরুল ইসলাম

কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক

আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ।

# বাণী

বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রহীম

নাহমাদুহু ওয়া নুছল্লী ‘আলা রাসূলিহিল কারীম, আম্মা বা‘দ-

‘বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ’-এর ‘স্মারকগ্রন্থ-২’ বের হ’তে যাচ্ছে জেনে অত্যন্ত আনন্দ অনুভব করছি। ১৯৭৮ সালের ৫ই ফেব্রুয়ারী ‘বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ’ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল নির্ভেজাল তাওহীদের প্রচার ও প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে। শিরক ও বিদ‘আতের শিকড় উপড়ে ফেলে তাওহীদ প্রতিষ্ঠা করার দুর্বীর আকাজক্ষা নিয়ে যে সংগঠন অগ্রসর হয়েছিল তা আজ ফুলে ফলে সুশোভিত হয়ে বিশাল মহীরুহ আকার ধারণ করেছে। ফলে নব্য জাহেলিয়াত ও অপসংস্কৃতির মুখ থুবড়ে পড়েছে, তাওহীদী আন্দোলন সম্মুখপানে অগ্রসর হচ্ছে। ফালিল্লা-হিল হামদ।

আহলেহাদীছ আন্দোলন একটি আদর্শিক আন্দোলনের নাম। যা কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীগত আন্দোলন নয়। এটা কোন পণ্ডিত, দার্শনিক, পুরোহিত ও পীর-ফকীরের চিন্তাধারার আলোকে গড়ে উঠেনি। এটির একমাত্র উৎস হ’ল- অত্রান্ত অহি পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ। আর এটাই হওয়া উচিত একজন মুসলিমের গাইডলাইন। তাই আমাদেরকে সকল ভেদাভেদ, সংকীর্ণ মনোভাব ও যাবতীয় গোঁড়ামী পরিহার করে সেই সঠিক পথের আলোর দিশারী এই সংগঠনের একনিষ্ঠ কর্মী হ’তে হবে। তরুণ প্রজন্মকে দৃঢ় হিমাদ্রির ন্যায় আকাশচুম্বী ধৈর্যের পাহাড় গড়ে সামনের দিকে অগ্রসর হ’তে হবে।

ইতিমধ্যে ‘আহলেহাদীছ আন্দোলন’-এর দাওয়াত বহুস্থানে পৌঁছে গেছে। বাকী স্থান গুলোতে এই দাওয়াত পৌঁছানোর জন্য কর্মী ও দায়িত্বশীলদেরকে আপ্রাণ প্রচেষ্টা চালাতে হবে। আমি আশা রাখি বর্তমান প্রজন্মের জন্য এটা মোটেও অসম্ভব কিছুই নয়। আমি মহান আল্লাহর নিকট দো‘আ করছি যেন তারা যথাযথভাবে দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে এগিয়ে যেতে পারে। এটাই আমার আন্তরিক কামনা।

জাতির উদ্দেশ্য আমাদের বক্তব্যগুলো তুলে ধরার জন্য প্রকাশিত হ’তে যাচ্ছে ‘স্মারকগ্রন্থ-২’। তাই সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং তাদের জন্য আল্লাহর কাছে উত্তম প্রতিদান কামনা করছি।

অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম

সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি

বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ

# বাণী

বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রহীম

নাহমাদুহু ওয়া নুছল্লী ‘আলা রাসূলিহিল কারীম, আন্না বা‘দ-

নির্ভেজাল তাওহীদের বাণুবাহী অনন্য যুবসংগঠন ‘বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ’ ১৯৭৮ সালের ৫ই ফেব্রুয়ারী প্রতিষ্ঠা লাভের পর দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে ৪৪ বছরে পদার্পণ করেছে। বর্তমান কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ ‘স্মারকগ্রন্থ-২’ প্রকাশ করতে যাচ্ছে শুনে অত্যন্ত খুশী হলাম। এর মাধ্যমে বর্তমান সমাজ ও ভবিষ্যৎ প্রজন্ম অনেক অজানা বিষয় জানতে পারবে বলে আমার বিশ্বাস। এ মহতী উদ্যোগের জন্য ‘যুবসংঘ’-এর কেন্দ্রীয় দায়িত্বশীলগণকে আন্তরিকভাবে মুবারকবাদ জানাই। দো‘আ করি মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সংশ্লিষ্ট সকলকে দুনিয়া ও আখিরাতে জাযায়ে খাইর দান করুন।- আমীন!

অধ্যাপক শেখ মুহাম্মাদ রফীকুল ইসলাম

সাবেক কেন্দ্রীয় ভারপ্রাপ্ত সভাপতি

বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ

# বাণী

বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রহীম

নাহমাদুহু ওয়া নুছল্লী ‘আলা রাসূলিহিল কারীম, আন্মা বা‘দ-

বিশুদ্ধ দ্বীন প্রচারের অনন্য যুব কাফেলা, নির্ভেজাল তাওহীদের ঝাঞ্ঝাবাহী এদেশের অনন্য যুবসংগঠন ‘বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ’ স্মারকগ্রন্থ-২ প্রকাশ করতে যাচ্ছে জেনে অত্যন্ত আনন্দিত বোধ করছি। দেশের যুবসমাজের নৈতিক চরিত্র সংশোধনে এবং তাদের মাঝে দ্বীনের প্রতি অনুপ্রেরণা ও অনুরাগ সৃষ্টিতে এ স্মারকগ্রন্থটি দিগদিশারীর মত কাজ করবে বলে আমাদের একান্ত বিশ্বাস। সেই সাথে জাতির সামনে সমকালীন যুগে আহলেহাদীছদের কর্মতৎপরতা ও তাদের প্রকৃত ইতিহাস তুলে ধরতে এটি অনন্য ভূমিকা পালন করবে। তাদের এই মহতী উদ্যোগকে আমরা স্বাগত জানাই।

দেশের অধিকাংশ যুবক যখন জরাগ্রস্ত এবং প্রগতির নামে জাহেলিয়াতের কুহেলিকায় নিমজ্জিত তখন অহি-র আলোয় উদ্ভাসিত ‘আহলেহাদীছ যুবসংঘ’-এর কর্মীরা পরকালীন মুক্তির লক্ষ্যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশিত পথে সমাজ সংস্কারের কাজ আঞ্জাম দিয়ে যাচ্ছে। আল্লাহ তাদের এই প্রচেষ্টা কবুল করুন এবং এ সংগঠনকে আল্লাহ কিয়ামত পর্যন্ত জারী রাখুন।-আমীন!

ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম

সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি

বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ

ও কেন্দ্রীয় গবেষণা বিষয়ক সম্পাদক

আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ

# বাণী

বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রহীম

নাহমাদুহু ওয়া নুছল্লী ‘আলা রাসূলিহিল কারীম, আন্মা বা‘দ-

নির্ভেজাল তাওহীদের ঝাঙাবাহী এদেশের একক যুবসংগঠন ‘বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ’-এর স্মারকগ্রন্থ-২ প্রকাশের কথা শুনে আনন্দিত ও শুকরিয়া আদায় করছি। আমার বিশ্বাস ‘যুবসংঘ’-এর এই স্মারকগ্রন্থটি ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য সাংগঠনিক জীবন পরিচালনার ক্ষেত্রে একটি ঐতিহাসিক তথ্য ভাণ্ডার হিসাবে কাজ করবে। তাছাড়া তাওহীদের প্রচার ও প্রসারে যে সমস্ত বাধা বিপত্তি আসে, তা নিরসনে মুখ্য ভূমিকা পালন করবে।

‘বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ’ সমাজের রক্তে রক্তে প্রবেশ করা জাহেলিয়াতের বিরুদ্ধে যে আপোসহীন সংগ্রাম পরিচালনা করে আসছে, তা সত্যিই প্রসংশিত ও অবিস্মরণীয়। তাই আমি বর্তমান কমিটিকে স্মারকগ্রন্থ প্রকাশের এই মহতি উদ্যোগ গ্রহণের জন্য স্বাগত জানাই। আল্লাহ সকলের প্রচেষ্টা ও পরিশ্রমকে কবুল করুন।-আমীন!

আব্দুর রশীদ আখতার

সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি

বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ

ও যুববিষয়ক সম্পাদক

আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ

# বাণী

নাহমাদুহু ওয়া নুছাল্লী ‘আলা রাসূলিহিল কারীম। আন্মা-বা’দ-

অতীত স্মৃতি স্মরণ করে, ভবিষ্যতে করণীয় ও বর্তমানের কর্মতৎপরতার বিবরণ সম্পর্কিত ইতিহাস হ’ল ‘স্মারকগ্রন্থ’। সার্বিক জীবনে অহি-র বিধান প্রতিষ্ঠায় দৃঢ় প্রতিজ্ঞ অনন্য যুব কাফেলা ‘বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ’ স্মারকগ্রন্থ-২ প্রকাশ করতে যাচ্ছে জেনে অত্যন্ত খুশি হলাম। এই সাহসী উদ্যোগের জন্য বর্তমান কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদকে ‘সোনামণি’ কেন্দ্রীয় পরিচালনা পরিষদের পক্ষ থেকে জানাই আন্তরিক মুবারকবাদ।

বর্তমান তরুণ সমাজের অনেকেই হকের পথ থেকে বহু দূরে। তাদের কেউবা দুনিয়াবী বিভিন্ন তত্ত্বমন্ত্রের গোলক ধাঁধায় আবদ্ধ। কেউ মাযহাব ও তরীক্বার সংকীর্ণ কোঠরে বন্দী। কেউ লাখ-লাখ, কোটি-কোটি ফযীলতের ধোঁকায় পতিত। আবার কেউ চরমপন্থী আক্বীদায় নিমজ্জিত। এমতাবস্থায় এই দিশেহারা যুব সমাজকে সঠিক পথে ফিরিয়ে আনতে না পারলে দেশ ও জাতি ডুবে যাবে অধঃপতনের অতল তলে। তাই ‘বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ’ আল্লাহ প্রদত্ত ও রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) প্রদর্শিত অভ্রান্ত সত্যের পথে যুবসমাজকে সর্বদা আহ্বান জানাচ্ছে। এই সংগঠন পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ ভিত্তিক ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজ গঠনের এক পবিত্র প্ল্যাটফর্ম। তাই এর কর্মীদেরকে সর্বদা জামা‘আতবদ্ধ হয়ে দাওয়াতী ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। আক্বীদা ও আমলের সংশোধনের মাধ্যমে সমাজের সার্বিক সংস্কার সাধনে সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে। নবী-রাসূলগণের দেখানো পথে নিরবচ্ছিন্নভাবে দাওয়াতের মাধ্যমে সমাজের স্থায়ী পরিবর্তন সাধিত হবে ইনশাআল্লাহ। তবে তাদের মনের রাখতে হবে, হকের পথ কুসুমাস্তীর্ণ নয়-বরং কণ্টকাকীর্ণ। এ দুর্গম পথে অতীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছতে অবশ্যই দরকার দৃঢ় সংকল্প আর খালেছ নিয়ত।

আল্লাহ তা‘আলা আমাদেরকে এই সংগ্রামী দাওয়াতী সংগঠনকে আজীবন একতাবদ্ধ থেকে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের প্রচার-প্রসারে সাধ্যমত ভূমিকা রাখার তাওফীক দান করুন।- আমীন!

ড. মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম

কেন্দ্রীয় পরিচালক, সোনামণি

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ  
أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ

لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ  
وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا ۝

‘নিশ্চয়ই তোমাদের জন্য আল্লাহর  
রাসুলের মধ্যে উত্তম আদর্শ নিহিত  
রয়েছে, যে ব্যক্তি আল্লাহ ও শেষ  
দিবসকে কামনা করে এবং  
আল্লাহকে অধিকশায়ে স্মরণ করে’

-আহযাব ৩৩/২১।

## কর্মী সম্মেলন ২০২২

স্থান : ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন মিলনায়তন, ঢাকা

তারিখ : ১৭ই জুন ২০২২, শুক্রবার।

### স্বাগত ভাষণ

-মুহাম্মাদ আবুল কালাম \*

নির্ভেজাল তাওহীদের বাগুবাহী এদেশের অনন্য যুব সংগঠন ‘বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ’ কর্তৃক আয়োজিত কর্মী সম্মেলন ২০২২-এর সম্মানিত সভাপতি, মাননীয় প্রধান অতিথি, সম্মানিত প্রধান পৃষ্ঠপোষক ‘বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ’-এর প্রতিষ্ঠাতা ও ‘আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ’-এর মুহতারাম আমীরে জামা‘আত প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল গালিব স্যার। এছাড়াও উপস্থিত ‘আন্দোলন’ ও ‘যুবসংঘ’-এর কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ, অতিথিবৃন্দ, আলোচকবৃন্দ এবং দেশের বিভিন্ন যেলা থেকে আগত প্রাণপ্রিয় কর্মীবৃন্দ। সর্বাত্মে আল্লাহ রব্বুল আলামীনের শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি, যার অশেষ রহমতে বৃষ্টিবিম্বিত দিনে বহু বাধা বিপত্তির মধ্য দিয়ে এই সম্মেলন ২ ঘন্টা পরে হলেও আমরা শুরু করতে পেরেছি। আলহামদুলিল্লাহ! অতঃপর দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব, যার আদর্শ ক্বিয়ামত পর্যন্ত বিশ্ববাসীর জন্য অনুকরণীয় ও অনুসরণীয়।

প্রিয় ভ্রাতৃমণ্ডলী! ‘বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ’ হকের অতন্দ্র প্রহর এক অনন্য যুবসংঘঠন। ইসলামের প্রাথমিক যুগ থেকে অদ্যাবধি অহি-র বিধানকে কলুষিত করার জন্য এক শ্রেণীর মানুষ সদা তৎপর। তারা তাওহীদের সাথে শিরক ও সুন্নাতের সাথে বিদ‘আতের সংমিশ্রণ ঘটিয়ে মানুষকে আল্লাহর পথ থেকে বিমুখ করার জন্য সদা তৎপর থাকে। শিরক-বিদ‘আতে নিমজ্জিত ঘুনে ধরা এই সমাজকে পরিবর্তনের লক্ষ্যে ১৯৭৮ সালের ৫ই ফেব্রুয়ারী ‘বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ’-এর যাত্রা শুরু হয়। দীর্ঘ ৪৪ বছর যাবৎ বাংলার যমীনে শিরক-বিদ‘আত, জাহেলিয়াত, কুসংস্কারসহ যাবতীয় অনাচার-পাপাচারের বিরুদ্ধে এই সংগঠন কাজ করে যাচ্ছে।



যুগে যুগে যারাই হকের অনুসারী ছিলেন, তারা হকের দাওয়াতকে মানুষের দ্বারে দ্বারে পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা চালিয়ে গেছেন। ফলে শিরক-বিদ'আতের অনুসারী বাতিলপন্থীদের দ্বারা তাদের উপর পদে পদে বাধা এসেছে। বর্তমানেও 'যুবসংঘ'-এর বিশুদ্ধ দাওয়াতকে বাধাগ্রস্ত করার জন্য এক শ্রেণীর মানুষ ময়দানে কাজ করে যাচ্ছে।

মনে রাখা আবশ্যিক যে, 'যুবসংঘ' কখনও অশান্তি সৃষ্টি করে না। 'যুবসংঘ' কখনও দেশের শান্তি-শৃংখলায় বিঘ্ন ঘটায় না। 'যুবসংঘ' সর্বদা দেশ ও জনগণের পক্ষে কথা বলে। 'যুবসংঘ' সর্বদা তাওহীদ ও সুন্নাহর কথা বলে। এদেশের যত অন্যায়-অনাচার হয়, তার বিরুদ্ধে 'যুবসংঘ'ই সর্বাত্মে সোচ্চার হয়ে থাকে। 'যুবসংঘ' সর্বদা মাদকের বিরুদ্ধে দাওয়াতী তৎপরতা চালিয়ে থাকে। 'যুবসংঘ' কখনই জঙ্গীবাদের সাথে আপোষ করে নি। সারা দেশে যখন জঙ্গীরা ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেছিল, তখন 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ'-এর শাখা থেকে কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ পর্যন্ত সকলেই বক্তব্য ও লিখনীর মাধ্যমে জাতিকে সতর্ক করেছে।

সুতরাং যারা আমাদের সাংগঠনিক গতিপথকে রোধ করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে তারা কখনই সফল হবে না— ইনশাআল্লাহ! কেননা আল্লাহর রাসূল (ছাঃ) ভবিষ্যৎ বাণী করেছেন، *لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقِّ، لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ، حَتَّىٰ* 'আমার উম্মাতের একটি দল সর্বদাই হকের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে। তাঁদের সঙ্গ ত্যাগ করে কেউ তাদের কোন অনিষ্ট করতে পারবে না। এমন কি এভাবে আল্লাহর আদেশ অর্থাৎ ক্বিয়ামত এসে পড়বে আর তারা যেমনটি ছিল তেমনই থাকবে' (মুসলিম হা/১৯২০)। সুতরাং হে বাতিলপন্থীরা সাবধান হয়ে যাও! আল্লাহর রাসূলের এ দ্ব্যর্থহীন ঘোষণা তোমরা মাথায় রাখ। যতই বাধাগ্রস্ত করার চেষ্টা কর, যতই 'আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-কে প্রতিরোধ করার চেষ্টা কর না কেন ক্বিয়ামত পর্যন্ত তা টিকে থাকবেই থাকবে ইনশাআল্লাহ! সুতরাং আমরা দাবি রাখব যারা 'যুবসংঘ'-এর এই শান্তিপূর্ণ প্রোগ্রামে বাধা দিচ্ছেন, প্রতিরোধ করার চেষ্টা করছেন, দয়া করে আমাদের সম্পর্কে জানুন। আমাদের সম্পর্কের যাচাই-বাছাই করুন। মিথ্যা তথ্যের ভিত্তিতে দ্বীনদারদের হয়রানি করবেন না। আমরা ধৈর্য ধরে মেনে নিলেও আল্লাহর কাছে ধরা খেয়ে যাবেন। আল্লাহর কাঠগড়ায় আপনি বাঁচতে পারবেন না।

প্রিয় কর্মী ভাইয়েরা! আমাদের জীবনের লক্ষ্য নির্ধারণ করা উচিত। আমরা বস্তুবাদী দুনিয়ার পিছনে চলব, না-কি আল্লাহর বিধান মেনে জান্নাতের পথে চলব, এই লক্ষ্যটা আমাদের নির্ধারণ করতে হবে। অনেকে সাফল্য বলতে দুনিয়াবী সাফল্যকে বুঝে থাকেন। জীবনের সাফল্য বলতেই কিছু সম্পদ অর্জন, বাড়ী-গাড়ির মালিক হওয়া, দুনিয়াবী শান-শওকতে ডুবে থাকা প্রকৃত সাফল্য নয়। বরং মুমিনের চূড়ান্ত সাফল্য হ'ল পরকালীন সাফল্য। সুতরাং পরকালীন সাফল্য অর্জনের লক্ষ্যে নিজেকে আল্লাহর দাসে রূপান্তরিত করুন, যে উদ্দেশ্যে আল্লাহ আপনাকে আমাকে সৃষ্টি করেছেন।

আল্লাহ বলেন, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ‘আমি মানুষ ও জিনকে সৃষ্টি করেছি একমাত্র আমার ইবাদতের জন্য’ (যারিয়াত ৫১/৫৬)। সুতরাং আমাদের সার্বিক জীবনে আল্লাহর দাসত্ব করার শপথ গ্রহণ করতে হবে। আল্লাহ রব্বুল আলামীন যেন সেই তৌফিক দান করেন। *আল্লাহুহ্মা আমীন!*

বৃষ্টিবিম্বিত আজকের দিনে কষ্ট করে যারা দূর-দূরান্ত থেকে কেন্দ্রীয় আহ্বানে এখানে উপস্থিত হয়েছেন এবং দু’ঘন্টা যাবৎ বৃষ্টিতে ভিজে যে ধৈর্যের পরীক্ষা দিয়েছেন আমরা বিশ্বাস করি, আপনার এই ধৈর্যের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন ইনশাআল্লাহ। আপনারা কেন্দ্রীয় নির্দেশনা মেনে যে শান্তিপূর্ণ ভাব বজায় রেখেছেন, নিঃসন্দেহে এভাবেই যদি বাতিলের বিপক্ষে আল্লাহর উপর পূর্ণ ভরসা নিয়ে ধৈর্যের সাথে দাঁড়িয়ে যান, বাংলার যমীনে তাওহীদের বিপ্লব ঘটবেই ঘটবে ইনশাআল্লাহ।

অবশেষে এই অনুষ্ঠানকে প্রাণবন্ত করার জন্য উপস্থিত সকলকে আবারও কেন্দ্রের পক্ষ থেকে স্বাগত জানাচ্ছি। বিশেষ করে প্রশাসনের ভাইদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি, যাদের আন্তরিক সহযোগিতায় আমরা আজকের এই প্রোথাম মিলানায়তনে করার সুযোগ পেয়েছি। আল্লাহ যেন তাদেরকেও উত্তম জাযা দান করেন। আগামী দিনে আবারও ‘আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ’ ও ‘বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ’-এর যাবতীয় কর্মসূচীকে সফল করার জন্য আমাদের সাথে থাকবেন এবং আমাদেরকে সার্বিক সহযোগিতা করবেন—এই আশাবাদ ব্যক্ত করেই আমার আলোচনা এখানেই শেষ করছি। আল্লাহ তা‘আলা আমাদের সার্বিক প্রচেষ্টাকে কবুল করুন এবং এর মাধ্যমে পরকালীন জীবনে মুক্তিদান করুন- আমীন!!



## উদ্বোধনী ভাষণ

### সমাজ সংস্কারে ‘যুবসংঘে’র অবদান

-ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ হাকিম \*

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ وَحْدَهُ، وَالصَّلَاةَ وَالسَّلَامَ عَلَى مَنْ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ، أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ- بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ- سورة آل عمران ২০০ آية

নির্ভেজাল তাওহীদের ঝাণ্ডাবাহী এ দেশের অনন্য যুব সংগঠন ‘বাংলাদেশ আলহাদীছ যুবসংঘে’র কেন্দ্রীয় উদ্যোগে আয়োজিত আজকের এই ‘কর্মী সম্মেলন-২০২২’-এর সম্মানিত অতিথিবৃন্দ, উপস্থিত ‘আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ’ ও ‘বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ’-এর কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ! উপস্থিত দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত প্রাণপ্রিয় তরুণ ও যুবক ভাইয়েরা! উপস্থিত সম্মানিত সুধীমণ্ডলী! অন্তরের অন্তরস্থল থেকে শুকরিয়া আদায় করছি মহান আল্লাহ রব্বুল আলামীনের, যার অশেষ রহমতে অনেক বাধা-বিপত্তির পরেও আমরা এই অনুষ্ঠানে একত্রিত হতে সক্ষম হয়েছি, আলহামদুলিল্লাহ। দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক শেষনবী মুহাম্মাদ মোস্তাফা (ছাঃ)-এর প্রতি, যার আদর্শ প্রচার-প্রসারের উদ্দেশ্যেই আমাদের এই সার্বিক প্রচেষ্টা।

সুপ্রিয় উপস্থিতি! আমি প্রথমে আন্তরিকভাবে শুকরিয়া আদায় করছি সেসমস্ত প্রাণ প্রিয় তরুণ ও যুবক ভাইদের প্রতি, যারা দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে অত্যন্ত কষ্ট স্বীকার করে এখানে এসে দুর্যোগপূর্ণ পরিবেশেও সুশৃংখলভাবে ধৈর্যধারণ করে এখন পর্যন্ত আমাদের সহযোগিতা করে যাচ্ছেন। আল্লাহ রব্বুল আলামীন তাদের এই ধৈর্যের বদৌলতে উত্তম প্রতিদান দান করুন- আল্লাহুম্মা আমীন! সেই সাথে আরো শুকরিয়া জানাচ্ছি তাদের প্রতি, যারা প্রশাসনের পক্ষ থেকে আমাদেরকে সার্বিক সহযোগিতা করলেন। আমরা বারবার বাধার শিকার হয়েছি। তারপরও আলহামদুলিল্লাহ এসকল ভাইদের সহযোগিতায় আল্লাহর অশেষ রহমতে আমরা আবার আমাদের এ অনুষ্ঠান যথাস্থানে শুরু করতে পেরেছি। এজন্য আবারও আল্লাহ রব্বুল আলামীনের শুকরিয়া আদায় করছি, আলহামদুলিল্লাহ!

প্রিয় উপস্থিতি! আজকে যদি আমরা সারা বিশ্বের দিকে তাকাই তাহলে দেখতে পাব চারদিকে শুধু ফিৎনার ডামাডোল। ঠিক সেই অবস্থাতেও যদি আমরা লক্ষ্য করি,

\* কেন্দ্রীয় সভাপতি (২০১৮-২০/২০২০-২২ সেশন), বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ ও চেয়ারম্যান, হাদীছ ফাউন্ডেশন শিক্ষা বোর্ড, নওদাপাড়া, রাজশাহী।

তাহ'লে দেখতে পাব একটি ভিন্ন ধারার মুসলিম গণজাগরণ যেন সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে। ভারতের নুপুর শার্মা হযত আল্লাহর রাসুলের নামে কটুক্তি করে তাকে অবমাননা করতে চায়, তারা হযত মসজিদ ভেঙ্গে মন্দির নির্মাণ করতে চায়, তারা হযত কিছু মুসলমান মেরে ফেলবে অথবা আমাদের ধর্মীয় তৎপরতাকে বন্ধ করার ষড়যন্ত্র করবে। হযতবা এতে তারা মনে করতে পারে, তারা বিজয়ী হয়ে গেছে। কিন্তু তাদের মনে রাখা উচিত, যত বার আমাদের আঘাত করা হবে, আমরা তত বার নতুন শক্তি নিয়ে আরও বেশি জাতিত হবো ইনশাআল্লাহ। যতবার ইসলামকে পরাজিত করার চেষ্টা করা হবে, ইসলাম ততবার বিজয়ীশক্তি নিয়ে ফিরবে ইনশাআল্লাহ।

প্রিয় উপস্থিতি! আজকের পরিবেশ সম্পর্কে আপনারা সকলেই জানেন। আজকে আহলেহাদীছদের বিরুদ্ধে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে কতভাবে তৎপরতা চালানো হচ্ছে। এখানে অনেক ভাই উপস্থিত আছেন যারা নিজ নিজ এলাকাতে চরম নির্যাতিত অবস্থায় আছেন। শুধু তাই নয়, এখানে এমন ভাই আছেন যাদের মসজিদ পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, যাদের মাদ্রাসা ভেঙ্গে দেওয়া হয়েছে, তাদেরকে প্রতিনিয়ত হুমকির মুখে রাখা হয়েছে। তারপরও আহলেহাদীছদের প্রচার-প্রসার কী বাংলাদেশে কমে গেছে নাকি আরো বৃদ্ধি পেয়েছে? আলহামদুলিল্লাহ দেশের সর্বত্র প্রতিটি প্রান্তরে আল্লাহর রহমতে আহলেহাদীছদের দাওয়াত ছড়িয়ে পড়েছে। ইনশাআল্লাহ যতবার আমাদের বাধা দেয়া হবে ততবার আমরা প্রবল শক্তি নিয়ে ফিরে আসব, যত আঘাতই আসুক না কেন, সে আঘাত প্রতিহত করে আমরা আমাদের অগ্রযাত্রাকে অব্যাহত রাখবই রাখব, এতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই ইনশাআল্লাহ।

প্রিয় উপস্থিতি! আপনাদের স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, আলহামদুলিল্লাহ আজকে যুবসমাজের মধ্যে আমরা যে গণজাগরণ দেখছি, তাদের মাঝে চেতনা ফিরে আসার যে স্রোত দেখতে পাচ্ছি, সেই স্রোত শুধুমাত্র আসলেই হবে না, এটা ধরে রাখার জন্য আমাদের সর্বাঙ্গিক প্রচেষ্টা গ্রহণ করতে হবে। এজন্য আমরা যে দু'টি বিষয়কে চ্যালেঞ্জ হিসাবে গ্রহণ করেতি চাই— ১. লক্ষ্যের শুদ্ধতা ২. লক্ষ্যের দৃঢ়তা। প্রথমতঃ লক্ষ্যের শুদ্ধতা বলতে আমরা বুঝাতে চেয়েছি 'আল ইখলাছ বিন-নিইয়্যাহ। অর্থাৎ নিয়তের খুলুছিয়াত। আমাদের যুবক ভাইদের অন্তরে 'খুলুছিয়াত' নিয়ে আসাটা বর্তমানে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আমরা কিসের জন্য ইসলামে ফিরে এসেছি? কিসের জন্য আমরা ইসলাম প্রতিষ্ঠার তৎপরতা চালাচ্ছি? কিসের জন্য আমাদের জীবনকে ইসলাম অনুযায়ী পরিচালনা করছি? এই লক্ষ্য আমাদের বিশুদ্ধ হ'তে হবে। যদি লক্ষ্য দুনিয়ামুখী হয় কিংবা আল্লাহ রব্বুল আলামীনের সম্ভ্রষ্টি অর্জন বাদ দিয়ে অন্য কোন বিষয় হয়, তাহ'লে আমরা কখনই এই গণজাগরণকে ধরে রাখতে পারব না। এই গণজাগরণ ধরে রাখতে হ'লে সবার আগে ইখলাছ তথা লক্ষ্যের শুদ্ধতা যরুরী। আমরা যে আল্লাহ রব্বুল আলামীনের উদ্দেশ্যেই সব কিছু করছি, এটি সর্বাত্মে নিশ্চিত হ'তে হবে। সূরা মুহাম্মাদ ১৯ নং আয়াতে আল্লাহ বলছেন, فَاعْلَمُوا أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا

إِلَّا اللَّهُ 'তুমি আগে জেনে নাও যে, আল্লাহ ছাড়া ইলাহ নেই'। অর্থাৎ এটা আমাদের জীবনের লক্ষ্যকে প্রকাশ করেছে। শুধুমাত্র আল্লাহ রব্বুল আলামীনকে ইলাহ হিসাবে জানলাম, তার হিফাতগুলিকে আমরা স্বীকার করে নিলাম, এতটুকু যথেষ্ট নয়। বরং আল্লাহ রব্বুল আলামীনের উপর পরিপূর্ণ তাওয়াক্কুল করা; তাঁকে হাযির-নাযীর হিসাবে মানা, তিনি সবকিছুই দেখছেন এ ভয় অন্তরে থাকলেই ইখলাছের পরিপূর্ণতা আসে।

প্রিয় উপস্থিতি! ইখলাছ না থাকার কারণেই আজকের মুসলিম সমাজে চারদিকে নিফাকীর ছড়াছড়ি। আমরা যে কথা প্রকাশ্যে বলি, অন্তরে তা বিশ্বাস করি না। আমরা মুখে এক কথা বলছি, অথচ আমাদের কাজ দ্বারা অন্য কিছু প্রমাণ হচ্ছে—এটাই এখন চরম বাস্তবতা। সব জায়গায় আমরা নিফাকীর স্রোতের মধ্যে ডুবে আছি। এই নিফাক থেকে বাঁচতে হ'লে নিশ্চয়ই আমাদেরকে ইখলাছের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'তে হবে। তবেই আমরা ইনশাআল্লাহ আল্লাহ রব্বুল আলামীনের নিকটে মুক্তি পাব। দুনিয়া এবং আখিরাতে সফলতা পাব। আল্লাহ বলেন, وَمَنْ يَتَصَبَّحْ بِاللَّهِ

—فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ— 'যে ব্যক্তি আল্লাহকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করবে, সে ব্যক্তি অবশ্যই সরল পথে পরিচালিত হবে' (আলে ইমরান ৩/১০১)।

প্রিয় উপস্থিতি! বর্তমানে মুসলিম জাতি হিসাবে আমরা জনসংখ্যায় মোটেও কম নই। ১৭০ বিলিয়ন মুসলমান সারা বিশ্বে অবস্থান করছি। কিন্তু আমাদের শক্তিহীনতার সবচেয়ে বড় কারণ 'ইখলাছুন নিয়্যাহ' তথা আল্লাহকে জীবনের একমাত্র লক্ষ্য হিসাবে নির্ধারণের ক্ষেত্রে দুর্বলতা। অথচ আল্লাহর রাসূল (ছাঃ) বহু আগেই আমাদের সতর্ক করে গিয়েছেন, 'অনতিদূরে সকল বিজাতীয়রা তোমাদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হবে, যেমন ভোজনকারীরা ভোজপাত্রের উপর একত্রিত হয় (চারদিক থেকে ভোজন করে থাকে)। একজন বলল, 'আমরা কি তখন সংখ্যায় কম থাকব হে আল্লাহর রাসূল? তিনি বললেন, বরং তখন তোমরা সংখ্যায় অনেক থাকবে। কিন্তু তোমরা হবে তরঙ্গতড়িত আবর্জনার ন্যায় শক্তিহীন, মূল্যহীন। আল্লাহ তোমাদের শত্রুদের বক্ষ থেকে তোমাদের প্রতি ভীতি তুলে নেবেন এবং তোমাদের হৃদয়ে দুর্বলতা সঞ্চার করবেন। একজন বলল, হে আল্লাহর রাসূল! দুর্বলতা কী? তিনি বললেন, দুনিয়াকে ভালবাসা এবং মরতে না চাওয়া' (আবুদাউদ ৪২৯৯)।

আজকে আমরা সবাই দুনিয়ামুখী হয়ে গিয়েছি, প্রচণ্ড ভোগবাদী হয়ে গিয়েছি। প্রতিটি মুহূর্ত আমরা চিন্তা করি, কিভাবে আমরা দুনিয়ায় ভাল থাকব। পরকালে কী করে ভাল থাকব সেই চিন্তা-ফিকির খুব কমই আমরা করি। সবকিছুর সমাধান লুকিয়ে আছে আমাদের লক্ষ্যের শুদ্ধতার মধ্যে। আর ইখলাছই লক্ষ্যের শুদ্ধতা অর্জনের মূল চাবিকাঠি। দ্বিতীয়তঃ লক্ষ্যের দৃঢ়তা। লক্ষ্যের শুদ্ধতার সাথে লক্ষ্যের দৃঢ়তা না থাকলে অবশ্যই এক সময় না এক সময় আমাদের পদস্থলন ঘটে যাবে। যদি আমরা যাত্রাপথের মাঝ থেকে ফিরে চলে যাই তবে পথভ্রষ্ট হব। এজন্য ইস্তিক্বামাত বা লক্ষ্যের দৃঢ়তা অত্যন্ত যরুরী। আল্লাহ বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا

وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ‘হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা ধৈর্যধারণ কর ও ধৈর্যের প্রতিযোগিতা কর এবং সদা প্রস্তুত থাক। আর আল্লাহকে ভয় কর, যাতে তোমরা সফলকাম হ’তে পার’ (আলে ইমরান ৩/২০০)।

প্রিয় উপস্থিতি! যদি আমরা দুনিয়া ও আখিরাতে সফলকাম হ’তে চাই, তাহ’লে যে কোন মূল্যে দাঁতে দাঁত কামড়ে আমাদেরকে অবশ্যই আদর্শের উপর টিকে থাকতে হবে, নীতির উপর টিকে থাকতে হবে। দ্বীনদারিতার উপরে টিকে থাকতে হবে। যে আদর্শ নিয়ে, যে মিশন নিয়ে আমরা সংগ্রাম করে যাচ্ছি, এর উপর অবশ্যই আমাদেরকে টিকে থাকতে হবে। তাহ’লেই ইনশাআল্লাহ সফলকাম হ’তে পারব। আজকে আমরা ইস্তিক্বামাত অর্থাৎ লক্ষ্যের দৃঢ়তা ধরে রাখতে পারছি না দু’টি কারণে। প্রথমতঃ আমাদের গাফিলতি। দুনিয়া আমাদের প্রচণ্ড গাফেল করে দিচ্ছে। প্রচণ্ড অলস হয়ে যাচ্ছি আমরা। লক্ষ্যহীন বিলাসীতার মাঝে ডুবে যাচ্ছি। আপনারা খরগোশ-কচ্ছপের গল্প জানেন। কচ্ছপ ধীরে ধীরে পথ চলছিল। কিন্তু তার পথের ওপর সে অবিচল ছিল। কিন্তু খরগোশ অনেক দ্রুত এগিয়েছিল। কিন্তু হটাৎ দুনিয়াবী গাফিলতির কারণে সে থেমে গিয়েছিল বলে সে সফল হ’তে পারেনি। আজকে আমরা যতই দৌড়াই না কেন, যতই আবেগ নিয়ে সামনে আগাইনা কেন, যদি লক্ষ্যের দৃঢ়তা না থাকে, যদি স্থিরতা না থাকে, তাহ’লে খরগোশের মত পরাজিত হব।

প্রিয় উপস্থিতি! দ্বিতীয়তঃ বহিরাগত ফিৎনা। বর্তমানে মিডিয়ার যুগে হাজারো ফেতনা এসে আমাদেরকে পথভ্রষ্ট করছে। কখনও আমাদের মাঝে চরমপন্থা চলে আসছে। কখনো আমাদের মাঝে শয়তান নেক সূরতে নানা রকম ধোঁকা দিচ্ছে। কখনও আমাদের সংঘবদ্ধ তৎপরতাকে বিচ্ছিন্ন করার জন্য আমাদেরকে সংগঠন না করার ফৎওয়া দিচ্ছে। কখনও সমাজ সংস্কারের জন্য এক্যবদ্ধ থাকার জায়বাকে নষ্ট করার জন্য বায়’আত হারাম করা হচ্ছে। এভাবে নানা ফিৎনা আমাদেরকে বাধাগ্রস্ত করছে। এসমস্ত ফিৎনা থেকে আমাদের সব সময় সচেতন থাকতে হবে। যেন আমরা এসব ফিৎনায় জড়িয়ে পড়ে পথ না হারিয়ে ফেলি। আল্লাহ আমাদের তাওফীক দান করুন, আমীন!

পরিশেষে সকলের প্রতি আন্তরিকভাবে কামনা রাখছি, আপনারা সম্মেলনের শেষ পর্যন্ত সুশৃংখলভাবে আমাদেরকে এভাবে সহযোগিতা করে যাবেন ইনশাআল্লাহ। এখান থেকে এমন ঈমানী জায়বা নিয়ে যেতে পারি যেন সর্বত্র সুন্নাহ ভিত্তিক জীবন সংগ্রাম চালিয়ে যেতে পারি। আজ আমাদের দৃঢ়বিশ্বাসী শ্লোগান হল— ‘অহি-র আলোয় উদ্ভাসিত হোক বাংলার প্রতিটি ঘর’। হয়তবা আমরা সবাইকে হেদায়েতের পথে আনতে পারব না। কিন্তু প্রতিটি ঘরে হেদায়েতের আলো পৌঁছিয়ে দিতে পারবো ইনশাআল্লাহ। আজকে আমাদের প্রত্যেককে শপথ নিয়ে যেতে হবে আমাদের অধীনে যত ভাই-বোন আছেন তাদের সবার মাঝে আমরা হকের দাওয়াত দেব। কেউ হক গ্রহণ করুক বা না করুক— সেটা আমাদের দেখার বিষয় না। দাওয়াত কবুল করার মালিক আল্লাহ। সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ে আজকের মত এখানেই আমার বক্তব্য শেষ করছি। ওয়াসসালাম!

## প্রধান অতিথির ভাষণ

-প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব ❁

[প্রেক্ষাপট : ২৬শে মে ২০২২ বৃহস্পতিবার ভারতের 'টাইমস নাউ' টেলিভিশন চ্যানেল একটি টকশোতে অংশ নিয়ে সেদেশের হিন্দুত্ববাদী শাসক দল বিজেপির রাষ্ট্রীয় মুখপাত্রী নৃপুর শর্মা (জন্ম ১৯৮৫) ও বিজেপির দিল্লী শাখার মিডিয়া ইনচার্জ নবীন কুমার জিন্দাল (জন্ম ১৯৭০) শেখনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) ও তাঁর স্ত্রী উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রাঃ) সম্পর্কে কটুক্তি ও কুরুচিপূর্ণ মন্তব্য করে (সম্পাদকীয়, মাসিক আত-তাহরীক, জুলাই ২০২২, ২৫/১০ সংখ্যা)। যার বিরুদ্ধে দেশব্যাপী ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়।]

যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ পাকের জন্য যিনি ২০১৯ সালের পর (করোনা শেষে) ২০২২ সালে আমাদের আবারও এই মিলনায়তনে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর বার্ষিক কর্মী সম্মেলনে একত্রিত হওয়ার তাওফীক দান করেছেন।-  
আলহামদুলিল্লাহ!

অতঃপর গত সপ্তাহে (১০ই জুন) নওদাপাড়া মারকায়ে জুম'আর খুৎবায় আমি রাসূল (ছাঃ)-এর বিরুদ্ধে কটুক্তির প্রতিবাদে যথেষ্ট বলেছি। আজ এ যুব সমাবেশে পুনরায় বলছি। সূর্যের দিকে টিল ছুঁড়লে যেমন তা নিজের গায়ে এসে লাগে সূর্যের কিছুই হয়না, তেমনি মরু ভাস্কর মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর বিরুদ্ধে কটুক্তি করলে তা কটুক্তিকারীর উপরেই এসে পড়ে। বিশ্বের প্রতিটি মুসলমানের বুকে যার স্থান তাকে দু'চরটি কথা বলে কি দূর করা সম্ভব?

কুরআন ধ্বংস হয় না। কিন্তু একজন প্রশ্ন করেছেন, বন্যা হ'লে তো কুরআন ডুবে যায়। ঘরে আগুন লাগলে কুরআন পুড়ে যায়। অথচ আল্লাহ বলছেন, আমি কুরআনকে হেফাযত করব (হিজর-মাক্কী ১৫/৯ আয়াত)। তাহ'লে আল্লাহর কথা কি মিথ্যা? নাউযুবিল্লাহ মিন যালেক! মসজিদ আল্লাহর ঘর। তাই মসজিদ আল্লাহ রক্ষা করবেন, আমার কোন দায়িত্ব নেই, এই ব্যাখ্যা করা কি ঠিক হবে? ভারতে বাবরী মসজিদ ভেঙ্গে ধ্বংস করা হ'ল। কিন্তু দুই হাজার মুসলমানের জীবন গেল কেন? এজন্য যে, মসজিদের পবিত্রতা ও মসজিদের সম্মান রক্ষা করার দায়িত্ব মুসলমানের। পৃথিবীর সমস্ত কুরআন যদি পুড়িয়ে ফেলা হয়, সমস্ত মসজিদ যদি গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়, তথাপি প্রত্যেক মুসলিম হাফেযের হৃদয়ে কুরআন অক্ষুণ্ণ থাকবে। আপামর মুসলিম জনসাধারণের হৃদয়ে মসজিদের মর্যাদা অক্ষুণ্ণ থাকবে। তাই পৃথিবীতে যতদিন একজন মুমিন বেঁচে থাকবে, ততদিন আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) ও উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর উচ্চ মর্যাদা অক্ষুণ্ণ থাকবে ইনশাআল্লাহ।

৫৩৭৪টি হাদীছের হাফেয হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) এবং ২২১০টি হাদীছের হাফেযা মা আয়েশা (রাঃ)-এর উচ্চ মর্যাদা কিছু বিদ'আতীর কারণে ক্ষুণ্ণ হয় না। অনেক বিদ'আতী তাঁদের বর্ণিত হাদীছ গ্রহণ করেন না। কিছু বিদ'আতী আনাস বিন মালেক (রাঃ)-এর হাদীছ গ্রহণ করেন না। তাদের মতে, ওনারা ছিলেন গায়ের ফক্বীহ। অথচ ২য় খলীফা ওমর (রাঃ) আবু হুরায়রা (রাঃ)-কে বাহরায়েনের গভর্ণর নিযুক্ত করেছিলেন। তাঁদের সম্পর্কে যারা এই ধরনের বাজে কথা বলেন তারা উপমহাদেশের কথিত প্রসিদ্ধ ওলামা। অথচ পাশাপাশি ইমাম আবু হানীফা (৮০-১৫০ হি.)-এর প্রশংসায় তারা লিখেছেন যে, তিনি একটানা ৪০ বছর এশার ওযুতে ফজরের ছালাত আদায় করেছেন'। যে স্থানে তিনি মারা যান সেখান তিনি ৭ হাজার বার কুরআন খতম করেছেন'। তাহাজ্জুদের প্রতি রাক'আতে তিনি পুরা কুরআন খতম করতেন' (শরহ বেদ্বায়া, দেওবন্দ ছাপা (১৩০৪ হি.) মুক্বাদ্দামা ৩৬ পৃ.)। এসব কথা কোন সুস্থবুদ্ধির মানুষ বিশ্বাস করতে পারে? আরবীতে লেখা এসব ফিক্বহের কিতাব এদেশের মাদ্রাসা ও ইউনিভার্সিটি সমূহে পড়ানো হয়।

সকলে জানেন যে, আনাস (রাঃ) রাসূল (ছাঃ)-এর দশ বছরের গোলাম ছিলেন। তাঁর ঘরের-বাহিরের বহু খবর তিনি জানতেন। তাঁর হাদীছ তাদের পসন্দ হয়নি এজন্য যে তাদের মতে উনিও গায়ের ফক্বীহ। মুশকিল হয়েছে আবু হুরায়রা বা আনাস (রাঃ) বর্ণিত কোন ছহীহ হাদীছে ছালাতে নাতীর নিচে হাত বাঁধার কথা নেই। তাঁরা সহ অন্যান্য ছাহাবীদের বর্ণিত প্রায় চারশ' হাদীছে রাফ'উল ইয়াদায়েন করার পক্ষে কিছু নেই। আয়েশা (রাঃ) ১১ রাক'আত তারাবীহর পক্ষে হাদীছ বলেছেন। তাহ'লে বিরোধীদের রাগটা হবে না কেন? এই মাযহাবী তাক্বলীদের কারণেই যুগে যুগে ইসলামের মহা ক্ষতি হয়ে গেছে। ৬৫৬ হিজরীতে বাগদাদ ধ্বংস হয়েছে হানারী-শাফেঈ এবং শী'আ দ্বন্দের কারণে। লক্ষ লক্ষ মুসলমান নিহত হয়েছে, গৃহহারা হয়েছে, পঙ্গু হয়েছে। আজও এই অন্ধ নীতি অব্যাহত রয়েছে।

আমাকে বলা হয়েছে, 'আহলেহাদীছ আন্দোলন' নাম না রেখে 'ইসলামী আন্দোলন' নাম রাখলে কি ভাল হ'ত না? ইতিপূর্বে যখন 'যুবসংঘ' শুরু করি তখনও আমাকে এরূপ বলা হয়েছিল। বলেছিলাম, 'ইসলামী যুবসংঘ' নাম রাখলে শিরকী-বিদ'আতী সবাইকে প্রবেশের সুযোগ দিতে হবে। কিন্তু 'আহলেহাদীছ যুবসংঘ' নাম রাখলে সেখানে তাদের কোন সুযোগ থাকবে না।

তোমরা চাও রাজনীতি করতে, এমপি হ'তে, তোমাদের ভোটের দরকার। আমরা চাই 'জান্নাত'। ওখানে ভোট লাগে না, শুধু বিশুদ্ধ ঈমান ও আমল লাগে। তোমরা কর ভোটের রাজনীতি, আমরা কর জান্নাতের রাজনীতি। এখানে আহলেহাদীছ ছাড়া কেউ চাপ পাবে না। কোন মুশরিক ও বিদ'আতী জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। যে কপাল মসজিদে সিজদা করে, আবার কবরেও সিজদা করে, ঐ কপাল কি জান্নাতে যাবে? একদিকে ছালাত, অন্যদিকে মীলাদ এই জগাখিচুড়ি, সেই সাথে ইহুদী-নাছারাদের চালান করা তন্ত্র-মন্ত্রের গোলামী করা ব্যক্তি কি জান্নাত পাবে? তাই



পরিস্কার সিদ্ধান্ত নিয়েই তখন আমরা ‘আহলেহাদীছ যুবসংঘ’ প্রতিষ্ঠা করেছিলাম।

‘আহলেহাদীছ যুবসংঘ’ সৃষ্টির উদ্দেশ্য ছিল ‘সমাজ সংস্কার’। আমাদের কর্মসূচী চার দফা : প্রচার, সংগঠন, প্রশিক্ষণ ও সমাজ সংস্কার। বাংলাদেশের যুবকরা এক সময় চার দফা কেন এক দফা কর্মসূচীর কথাও বলতে পারত না। এখন শত কণ্ঠে চার দফা কর্মসূচীর কথা উচ্চারিত হচ্ছে। এটা কিন্তু আমাদের অন্যতম বিজয়। এই চার দফা কর্মসূচীর প্রধান হ’ল সমাজ সংস্কার। কেউ যদি বলে আমাদের প্রধান কর্মসূচী হ’ল তাবলীগ বা প্রচার, তাহ’লে সে ভুল করবে। অথচ ধারাবাহিকতার দিক দিয়ে সেটাই ঠিক।

আসলে বিষয়টা এমন নয়। এম.এ পাস করতে গেলে তাকে অবশ্যই আগে ওয়ান-টু-থ্রি পাস করতে হবে। নীচের দিকে পাস না করলে কি কেউ এম.এ পাস করতে পারবে? ঠিক এমনি করে প্রচার, সংগঠন ও প্রশিক্ষণ না থাকলে আপনি সমাজ সংস্কার করতে পারবেন না। সমাজ সংস্কারের জন্য ব্যক্তিকে শিখতে হয়, বুঝতে হয়, দক্ষতা অর্জন করতে হয়। সেজন্য আমরা সমাজ সংস্কারকে চতুর্থ দফায় রেখেছি। আর সেটাই হ’ল মূল।

তারপরেও সেটাকে আমরা তিনটা ভাগ করেছি। প্রথমে নেতৃত্বের সংস্কার, তারপর শিক্ষা সংস্কার এবং অর্থনৈতিক সংস্কার। নেতৃত্বের সংস্কার আগে কেন? তার কারণ হ’ল, নেতৃত্ব ছাড়া বাকী দু’টি সংস্কার সম্ভব নয়। সমাজে সত্যিকারের দ্বীনী নেতৃত্ব নেই। যা আছে তা এক কথায় প্রবৃত্তিপূজা। এই প্রবৃত্তি পূজা আগে বন্ধ করতে হবে। আগে যুবকদের একটা নেতৃত্বের মধ্যে আনতে হবে, তাকে আনুগত্য শিখতে হবে এবং চেইন অফ কমান্ড মেনে চলার প্রশিক্ষণ নিতে হবে। যারা বিশৃঙ্খল জীবন যাপন করে, তাদের মাধ্যমে কস্মিনকালেও সমাজ সংস্কারের বৃহত্তর লক্ষ্য অর্জন করা যায় না।

আমরা যখন বলছি, আসুন! পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জীবন গড়ি। তখন এই পথ দেখাবে কে? সবাই তো সমান ইলমের অধিকারী নয়। আমাদের কোন কোন যেলা সভাপতি ৮ম শ্রেণী পাস, কোন কোন শূরা সদস্য ৫ম শ্রেণী পাস। আবার একই ‘মজলিসে আমেলা’য় ডক্টরেট ডিগ্রিদারীও আছেন, আবার এম.এ পাস ও কামেল পাসও আছেন। এখানে মূল চেতনা হ’ল তাক্বওয়া এবং যোগ্যতা। আল্লাহ বলেছেন, **إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ**, ‘নিশ্চয়ই তোমাদের মধ্যে আল্লাহর নিকট সর্বাধিক সম্মানিত ঐ ব্যক্তি, যে তোমাদের মধ্যে সর্বাধিক আল্লাহভীরু’ (হুজুরাত-মাদানী ৪৯/১৩)। আমাদের ‘যুবসংঘ’ প্রতিষ্ঠার মূল চেতনাও ছিল এটাই।

তরুণ ও যুবকদের তগু যৌবনকে স্বার্থপর নেতৃবৃন্দ তাদের হীন স্বার্থে কাজে লাগাচ্ছে, ক্যাডার বানাচ্ছে, হাতে অস্ত্র তুলে দিচ্ছে। টাকা-পয়সা দিচ্ছে, লোভ দেখাচ্ছে, তার দল ক্ষমতায় গেলে ঠিকাদারী থেকে শুরু করে সকল ধরনের সুযোগ-

সুবিধা দেয়া হবে, বিপদ-আপদে তাকে রক্ষা করা হবে ইত্যাদি নানা রকম টোপ। ওখান থেকে ফিরিয়ে আনা খুবই কঠিন। কেননা আমরা তাদের দাওয়াত দিচ্ছি ফিরে আসার জন্য। তারা দেখবে এই লোভনীয় সুযোগগুলো ছেড়ে যদি আমরা ‘আহলেহাদীছ যুবসংঘে’ যোগদান করি তাহ’লে এই সুযোগ থেকে আমি বঞ্চিত হব। কিন্তু কী পাব? তখন আমরা তাদের আক্বাবাহর বায়’আতের ইতিহাস শুনাই। প্রথম বারে ৬ জন, পরের বারে ১২ জন এবং শেষে দু’জন নারীসহ ৭৫ জন বায়’আত গ্রহণ করেছিল। এটাকে বলে বায়’আতে কুবরা। হাজী ছাহেবরা হজ্জে গিয়ে মুযদালেফা থেকে ফজরের পর যেখানে গিয়ে বড় জামরায় প্রথম কংকর মারেন, ঐটা হ’ল সেই বরকতমণ্ডিত স্থান। যেটাকে এখন ‘আক্বাবাহ মোড়’ বলে।

রাত্রি আড়াইটা তিনটার দিকে আলো-আঁধারীর মধ্যে ঐখানে আমাদের রাসূল মুহাম্মাদ (ছাঃ) চাচা আব্বাসকে সাথে নিয়ে কিছু লোক বসে আছে দেখে তাদের কাছে দাওয়াত দিতে যান। তাদের মধ্যে সবচেয়ে বয়োজনীষ্ঠ ছিল আস’আদ বিন যুরারাহ। আর ঐ ছোট ছেলেটাই ছিল দলের নেতা। তার সঙ্গে রাসূল (ছাঃ)-এর কথা হ’ল। সে তখন শর্ত দিল আপনার দ্বীনে প্রবেশ করলে আমরা কি পাব? আমাদের বংশ ও গোত্র আমাদের বয়কট করবে, আমাদের নির্যাতন করবে। বিনিময়ে আমরা কি পাব? রাসূল (ছাঃ) সেদিন ছোট্ট একটা জবাব দিয়েছিলেন, ‘আল-জান্নাহ’।

‘আহলেহাদীছ যুবসংঘে’র ছেলেদেরও আমরা পিছনের কথা স্মরণ করিয়ে দিলাম। আজও বলছি, তোমরা যা কিছু করো সামনে লক্ষ্য থাকবে ‘জান্নাত’। দুনিয়াবী কোন লোভ-লালসা যেন তোমাদের স্পর্শ না করে। যেদিন তুমি লোভে পড়বে, সেদিন তুমি ধ্বংস হবে। পদের লোভ, অর্থের লোভ এবং দুনিয়াবী নানা ধরনের লোভ উপেক্ষা করে সবকিছু আল্লাহর উপর ছেড়ে দাও। আল্লাহ বলেছেন, **إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ** ‘নিশ্চয় আল্লাহই তো সবচেয়ে বড় রিযিকদাতা ও প্রবল শক্তির অধিকারী’ (যারিয়াত-মাক্কী ৫১/৫৮)।

মায়ের গর্ভে আমাদের জন্মের পূর্বে চারটা বিষয় কপালে লিখে দেয়া হয়েছে। যেমন কোন ঔষধ যখন বের হয় তখন সেটি বাজারজাত করার পূর্বে ঔষধের গায়ে তার কার্যকারিতা ও মেয়াদ লেখা থাকে। অতএব হে বান্দা! মায়ের গর্ভে যখন তুমি এসেছ, তখনই তোমার আয়ুষ্কাল লেখা হয়ে গেছে। দুই নম্বর ‘আমল’ বা কর্ম। তুমি দুনিয়াতে গিয়ে কি করবে এই কাজগুলো সব ঐ সময় লিখে দেয়া হয়েছে। তোমরা যে ‘যুবসংঘ’ বা ‘আন্দোলনে’ কাজ করছ ওটাও তাক্বদীরের লিখন। যখন তোমরা মায়ের গর্ভে ছিলে তখন লেখা হয়ে গেছে।

তিন নম্বর ‘রিযিক’। দুনিয়ায় তুমি কতটুকু রুখী পাবে, তা সবই সেদিন লেখা হয়ে গেছে। সে রুখীর এতটুকুও বাকি থাকতে তুমি মরবে না। অর্থাৎ রুখী নিয়ে তোমাকে

দুশ্চিন্তা করতে হবে না। যারা রুযীতে হালাল-হারামের তোয়াফা করে না, গরু-ছাগলের মত যেভাবে পারে সেভাবে খায়, এদেরকে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ) ধমক দিয়েছেন। তিনি উদাহরণ দিয়ে বলেছেন, যেমন একজন লোক কষ্টকর জার্নি করে আসল জীর্ণ-শীর্ণ অবস্থায়। অতঃপর আল্লাহর কাছে দো'আ করে বলল, ইয়া রব্বে! ইয়া রব্বে! হে আমার প্রভু! হে আমার প্রভু! আমাকে দাও, আমাকে দাও। অথচ তার মাল হারাম, তার পোষাক হারাম, তার খাদ্য হারাম, তার পানিটাও হারাম। কিভাবে আল্লাহ তার দো'আ কবুল করবেন? (মুসলিম হা/১০১৫; মিশকাত হা/২৭৬০)। অর্থাৎ তুমি হালাল রুযী উপার্জন করবে এবং তাক্বদীর অনুযায়ী ফল পাবে।

অনেকে বলতে চায়, 'যুবসংঘে' তো রাজনীতি নেই। অথচ রাজনীতি দেহের রক্তের ন্যায় অপরিহার্য। আমরা বলি, প্রচলিত ইহুদী-নাছারাদের রাজনীতি পাল্টানোই আমাদের রাজনীতি। আমরা পরিষ্কার বলে দিয়েছি, 'সকল বিধান বাতিল কর, অহি-র বিধান কায়েম কর'।

এক্ষেত্রে কিছু ঘটনা বলতে হয়। যেমন— (১) ইসলামিক ফাউন্ডেশনের ডিজি ছাহেব ১৬টি দল নিয়ে 'সিস্কো' (scisco) নামে একটি সংগঠন করলেন। তাদের মধ্যে আমরা একটা। বাকি ১৫টা অন্যান্য দল। সেখানে তিনি বললেন, আপনারা ইসলামিক ফাউন্ডেশনের উন্নতির স্বার্থে প্রস্তাব করণ কার কি বলার আছে। সেদিন আমার সাথে একজন মাত্র কর্মী ছিল আব্দুর রহীম। সে আমার সাথে যাত্রাবাড়ী মাদ্রাসায় থাকত। সাতক্ষীরার তাল্লা থানায় বাড়ী। মোট ৫টি প্রস্তাব দিলাম, চারটি গৃহীত হ'ল। প্রথম প্রস্তাব ছিল যে, বায়তুল মুকাররমের গুম্বজের মাথায় আরবীতে যে 'আল্লাহ' লেখা আছে। ওখান থেকে 'আল্লাহ' হঠাতে হবে। ডিজি ছাহেব বললেন, তাতে জনমনে মন্দ প্রতিক্রিয়া দেখা দিবে। বললাম, শুধু 'আল্লাহ' লেখা যাবে না। অন্তত আল্লাহর সাথে 'আকবর' যোগ করতে হবে। উনি বাকি ১৫ দলকে বললেন, আপনারা কি রাযী আছেন? তাদের ইচ্ছা ছিল 'আল্লাহ' ও 'মুহাম্মাদ' লেখা। আমি বললাম সেটা শিরক হবে। 'আল্লাহ' ও 'মুহাম্মাদ' এক নয়। একজন সৃষ্টিকর্তা, অপরজন সৃষ্টি। ওনারা পাল্টা জবাব দিতে না পারায় সেটা পাস হয়ে গেল। যা এখনো বায়তুল মুকাররমের গুম্বজের উপর দৃশ্যমান। আলহামদুলিল্লাহ, এটা জাতীয় পর্যায়ে যুবসংঘের প্রথম অবদান।

দ্বিতীয়ত বলেছিলাম, এখানে দক্ষিণ গেট বরাবর বারান্দায় বড় পীর আব্দুল কাদের জীলানীর গেলাফ কাঁচের মধ্যে ঘিরে রাখা হয়েছে। ভক্তরা সেখানে আগরবাতি-মোমবাতি জ্বালায় এবং প্রতিদিন সেখানে কিছু না কিছু পয়সা দেয়। আমি বললাম, ওখানে পূজা হচ্ছে। আল্লাহর ঘরে বান্দার পূজা হ'তে পারে না। ওটা হঠাতে হবে। মাযার ভক্তরা আপত্তি করলেন। কিন্তু টিকতে পারলেন না। ফলে সেটাও পাস হ'ল। এখন আর ওটা নেই।

তৃতীয় প্রস্তাব দিলাম, বায়তুল মুকাররম মার্কেট গুরুবাবে বন্ধ রাখতে হবে। কারণ নারী-পুরুষের ভিড়ের মধ্যে মুছল্লীরা জুম'আর ছালাত আদায় করতে মসজিদে যাবে

এটা মানানসই নয়। উনি বললেন, আমি অত্যন্ত খুশীমনে প্রস্তাবটি গ্রহণ করছি। বাকিরা কেউ দ্বিমত করলো না। আলহামদুলিল্লাহ, তখন থেকে এখনো শুক্রবারে মার্কেট বন্ধ আছে।

চতুর্থ প্রস্তাব দিলাম, বায়তুল মোকাররমের একটি ফ্লোর মহিলা মুছল্লীদের জন্য বরাদ্দ করতে হবে। ডিজি ছাহেব খুশী হয়ে গ্রহণ করলেন। কিন্তু বাকীরা আমতা আমতা করতে লাগলেন। কেননা তাদের মাযহাবে মহিলারা মসজিদে যেতে পারে না। তখন আমি রাসুলের যামানার অবস্থা এবং হাদীছ শুনলাম। তখন তারা চুপ হয়ে গেলেন। প্রস্তাব পাস হয়ে গেল। আলহামদুলিল্লাহ, মহিলাদের জন্য তখন থেকে অদ্যাবধি একটি ফ্লোর বরাদ্দ আছে।

আমার পঞ্চম প্রস্তাব ছিল, হিল্লা বিবাহ বন্ধ করতে হবে। ডিজি ছাহেব বললেন, এটার ব্যাখ্যা দেন। বললাম, হানাফী মাযহাব অনুযায়ী এক সঙ্গে তিন তালাক দিলে তিন তালাক বায়েন হয়ে যায়। ফলে দু'এক মাস পরে স্বামী-স্ত্রী বিভেদ ভুলে পুনরায় সংসার করতে চাইলে তার সমাধান দেওয়া হচ্ছে যে, অন্য পুরুষের সাথে বিয়ে দিয়ে অন্তত একরাত তার সঙ্গে থাকতে হবে, সকালে গোসল করলো কিনা সেটাও দেখতে হবে। তারপর পুনরায় পূর্বের স্বামীকে বিয়ে করা যাবে। এটা নাকি ইসলামের সমাধান! আসলে এটা ইসলামের সমাধান নয় বরং হানাফী মাযহাবের সমাধান। কেননা এটি জাহেলী যুগে ছিল। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হিল্লাকারী পুরুষ ও নারী উভয়কে লানত করেছেন। তাছাড়া এক বৈঠকে তিন বার তালাক বললেই তো তিন তালাক হবে না। যেমন এক বৈঠকে পাঁচবার ছালাত বললে পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত আদায় হয় না।

ডিজি ছাহেব বললেন, আপনার সাথে আমি একমত। কিন্তু এটাতে আমার এখতিয়ার নেই। কারণ এদেশের অধিকাংশ মুসলমান হানাফী। তবে সরকার চাইলে এটা পরিবর্তন করতে পারে। যাইহোক এটা সম্ভব না হ'লেও বাকী ১৫টি দলের সামনে তো সত্য তুলে ধরতে পারলাম এটাই ছিল আমাদের বড় বিজয়। সে সময়ে এগুলিই ছিল ঢাকার বুক 'যুবসংঘ'ের প্রথম সংস্কার। এসময় আমি যাত্রাবাড়ী মুহাম্মাদিয়া আরাবিয়া মাদ্রাসায় মুহতামিম ছিলাম।

এখন 'যুবসংঘ' হয়েছে। তোমাদের মাধ্যমে সারা দেশে সংস্কার কার্যক্রম এগিয়ে চলেছে। সেদিন হিসাব করলাম, আমার ছাত্রজীবনের সংস্কারের বাইরে সাংগঠনিক জীবনে ৬৩টি সংস্কার হয়েছে। প্রত্যেকটির পিছনে প্রেক্ষাপট ছিল এবং ঝুঁকিও ছিল। যা এখন বলা সম্ভব নয়। আল্লাহ আমাদেরকে সমাজ সংস্কারের লক্ষ্যে অবিচল রাখুন এবং সবাইকে জানাতুল ফেরদাউসে একত্রিত করুন- আমীন!



## বিশেষ অতিথির ভাষণ

### বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থা : আমাদের প্রস্তাবনা

-অধ্যাপক নূরুল ইসলাম\*

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ وَحْدَهُ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى مَنْ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ، أَمَّا بَعْدُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى  
فِي كَلَامِهِ الْمَجِيدِ وَفُرْقَانِهِ الْحَمِيدِ - اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ - خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ  
عَلَقٍ -

‘বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ’ কর্তৃক আয়োজিত কর্মী সম্মেলন ২০২২-এর সম্মানিত সভাপতি, উপস্থিত প্রধান পৃষ্ঠপোষক প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব, আমীর ‘আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ’, মাননীয় প্রধান অতিথি ও বিশেষ অতিথিসহ ‘আন্দোলন’ ও ‘যুবসংঘ’-এর সর্বস্তরের দায়িত্বশীল এবং কর্মী ভাইয়েরা।

সকালবেলা যখন আমার কাছে ফোন গেল, মিলনায়তনের দরজা খোলা হচ্ছে না। আর এলোমেলো অবস্থা। আমি তখন চিন্তা করলাম যে, এত তাড়াতাড়ি ঘাবড়ে গেলে হবে? ‘যুবসংঘ’ তো তৈরী হয়েছে বাধা অতিক্রম করার জন্য। ‘যুবসংঘ’ যিনি তৈরী করেছেন প্রথম থেকেই তিনি বাধাপ্রাপ্ত হয়েছেন। ছাত্রজীবনে বাধা, কাজ করতে বাধা, ঘর থেকে বাধা, বাহির থেকে বাধা, হাযারও বাধা অতিক্রম করেই আজকে এখানে উপস্থিত। স্যারের কাছে শুনলে বুঝা যায় যে, তিনি কি পরিমাণ বাধা অতিক্রম করেছেন। এত বাধা কেন? আসলে যুবকদের উপর ‘আন্দোলন’-এর বিশাল দায়িত্ব তুলে দেওয়ার জন্যই তাঁর এই আদম্য সাধনা। স্যারের এক বইয়ে দেখলাম উর্দু কবিতার এই চরণগুলো লেখা আছে—

‘হাওয়া কো উলটানা দেশওয়ার,  
মাউজ কো ফিরানা দিশওয়ার,  
লেকিন ইতনা নেহি জিতনা  
ভাটকি হুয়ি কুওম কো  
রাহ পার লানা দেশওয়ার’

বায়ু প্রবাহ ফিরানো কঠিন। সমুদ্রের স্রোতকে ফিরানো কঠিন। কিন্তু এত কঠিন নয় যত না কঠিন পথভ্রষ্ট জাতিকে পথের উপর ফিরিয়ে আনা ॥

\*সেক্রেটারী জেনারেল, আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ।

আর পথভ্রষ্ট জাতিকে পথের উপর ফিরিয়ে আনার জন্যই তিনি ‘যুবসংঘ’ গঠন করেছেন। সুতরাং সহজে ঘাবড়ে গেলে হবে না। সহজেই ভয় পেলে হবে না। আমি সাহস দিলাম, আল্লাহর কাছে প্রার্থনা কর, ইনশাআল্লাহুল আযীয আমীরে জামা‘আতের দেওয়া এই আমানত রক্ষার জন্য তোমাদের আল্লাহ হিকমত দান করবেন। আল্লাহ রব্বুল আলামীন সমস্ত বাধার দুয়ার খুলে দিবেন ইনশাআল্লাহ। আলহামদুলিল্লাহ সমস্ত বাধা দূর হয়ে গেছে। আজকে বাধা ছিল সবদিক দিয়েই। বিদ্যুতের বিদ্রাট, পানির বিদ্রাট। তার পরেও যারা এই বাধাকে অতিক্রম করে সেই সকাল ৯-টা থেকে আছর পর্যন্ত এসে ধৈর্যধারণ করে ‘যুবসংঘ’-এর কর্মী সম্মেলনকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য অবস্থান করছেন আমরা ‘আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ’-এর পক্ষ থেকে সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি, আল্লাহ যেন এই প্রচেষ্টাগুলি ছাদাক্বায়ে জারিয়াহ হিসাবে গ্রহণ করেন।-আমীন!

প্রিয় বন্ধুগণ! আমরা বিশ্বাস করি আল্লাহ প্রেরিত সর্বশেষ অহি পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ হ’ল অশ্রুত সত্যের একমাত্র মানদণ্ড। উক্ত অহি-র সত্যকে মানব জীবনে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য আহলেহাদীছ ‘আন্দোলন’ এবং ‘যুবসংঘ’ চারটি কর্মসূচী হাতে নিয়েছে। তাবলীগ, তানযীম, তারবিয়াত, তাজদীদে মিল্লাত। প্রচার, সংগঠন, প্রশিক্ষণ ও সমাজ সংস্কার। সর্বশেষ এই সমাজ সংস্কারের জন্যই আমাদের আন্দোলন। সমাজ সংস্কারের জন্য আহলেহাদীছ আন্দোলন ৩টি বিষয়ে অগ্রাধিকার দিয়েছে। ১. নেতৃত্বের সংস্কার, ২. শিক্ষা সংস্কার ও ৩. অর্থনৈতিক সংস্কার। আমি শিক্ষা সংস্কার বিষয়ে সংক্ষিপ্ত সময়ে কিছু উপস্থাপন করব ইনশাআল্লাহ।

শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড। অথচ বাংলাদেশে এই মেরুদণ্ড সবসময় ভঙ্গুর। নানা জনের নানা মতে, নানা জনের নানা দিক-নির্দেশনায় এই মেরুদণ্ড কখনো সোজা হয়ে দাঁড়ায় নি। সব সময় বাঁকা হ’তেই আছে। ফলে আমাদের দেশের এই যুবকরা, আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধররা লক্ষ্যহীনভাবে তাদের গতিপথে হাটছে। লেখাপড়া শিখে উদ্ভ্রান্তের মত ঘুরছে। ফলশ্রুতিতে এক সময় শয়তান তাদের মধ্যে ঢুকে পড়ে টোকা দেয় তারা ঠিকঠাক আছে কি-না। মাটির হাড়ি-পাতিল শক্ত হ’তে গেলে টোকা দিলে টনটন করে কি-না দেখা হয়। ভারতের মুসলমানদের উপর শয়তান টোকা মেরে দেখছে গোটা বিশ্বের মুসলমানরা সতেজ আছে কি-না। আপনাদেরও মাঝে-মাঝে প্রশাসন বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন জায়গা থেকে টোকা মারে, এদের তেজ আছে কি-না দেখার জন্য। আপনারা কি ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন? কখনও ভয় পাবেন না। মুসলমান তো ভয় পাবার

জাতি নয়। কবি নজরুল তো বলেছেন,

দুর্গম গিরি কান্তার-মরণ দুস্তর পারাবার  
লঙ্ঘিতে হবে রাত্রি নিশীথে যাত্রীরা হুঁশিয়ার!  
দুলিতেছে তরী, ফুলিতেছে জল, ভুলিতেছে মাঝি পথ,

ছিড়িয়াছে পাল, কে ধরিবে হাল, আছে কার হিম্মৎ?

কে আছ জোয়ান, হও আগুয়ান, হাঁকিছে ভবিষ্যৎ।

এ তুফান ভারী, দিতে হবে পাড়ি, নিতে হবে তরী পার!!

হে যুবক! আহলেহাদীছসহ গোটা বাংলাদেশের যুবকরা যে তরীতে উঠেছে, সেই তরীটাকে সোজা-সঠিক ও জান্নাতের পথে পরিচালনার জন্যই ‘আহলেহাদীছ আন্দোলন’। আর তারই বহিঃপ্রকাশ আজকের এই কর্মী সম্মেলন। এই কর্মী সম্মেলন আপনাদের হিম্মৎ পরীক্ষার সম্মেলন, আপনাদের শক্তি পরীক্ষার সম্মেলন। ধন্যবাদ বর্তমান ‘যুবসংঘ’র দায়িত্বশীলদের। দীর্ঘদিন পরে তারা ঢাকায় এই ইঞ্জিনিয়ারিং ইন্সটিটিউটে সুন্দর একটি সম্মেলনের ব্যবস্থা করেছে। সেজন্য আন্দোলনের তরফ থেকে আমি ‘যুবসংঘ’-এর সবাইকে প্রাণঢালা অভিনন্দন জানাচ্ছি এবং দোয়া করছি আল্লাহ যেন এদের মাধ্যমেই বাংলাদেশে প্রকৃত শিক্ষা সংস্কারের কাজ করার তাওফীক দান করেন-আমীন!

বন্ধুগণ! মুহতারাম আমীরে জামা‘আত ১৯৭৫ সাল থেকেই এই শিক্ষা সংস্কারের বিষয়ে কথা বলে আসছেন। তিনি বিভিন্ন সেমিনারে, বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় নিবন্ধ লেখা এবং বিভিন্ন সম্মেলনের ভাষণের মাধ্যমে অনেক কিছু প্রস্তাব পেশ করেছিলেন। তিনি বলেন, উচ্চ নৈতিকতাসম্পন্ন দক্ষ দেশপ্রেমিক জনশক্তি তৈরী করাই হবে শিক্ষার জাতীয় লক্ষ্য। সেই লক্ষ্য অর্জনের জন্য আমাদের প্রথম দায়িত্ব হ’ল তাওহীদ, রেসালাত ও আখেরাত ভিত্তিক জাতীয় শিক্ষানীতি নির্ধারণ করা। কেননা আল্লাহ রব্বুল আলামীন বলেন, أَفْرَأَ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ‘তুমি পড়, সেই প্রভুর নামে যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছে’ (আলাক্ব ৯৬/১)। আসলে মানবজাতি এই লক্ষ্য ভুলে গেছে যে আমরা লেখাপড়া শিখব কার নামে? কি করব? কিসের মাধ্যমে করব? এগুলো আমাদের বাংলাদেশের শিক্ষানীতিতে নেই। মানব শিশু যদি প্রথম থেকেই জানে আমাকে তৈরী করছেন আল্লাহ রব্বুল আলামীন। আমাকে আল্লাহ্র কাছে ফিরে যেতে হবে। আমার জীবনের প্রতিটা বিষয় আল্লাহ্র কাছে হিসাব দিতে হবে। তখন সে লেখাপড়া শিখে, বড় পদে চাকরি করে, এদেশের তেল চুরি করবে না। রূপপুরের মত বালিশ কাণ্ড ঘটাতে না। বড় বড় সেতু তৈরীতে হাযার হাযার টাকার ভাউচার জালিয়াতি করবে না। ও জানে! আমার এই জীবন আল্লাহ দিয়েছেন। আমার রিয়িকের মালিক আল্লাহ। আমার জীবনের মালিক আল্লাহ। তিনি সবকিছু দেখছেন।

কিন্তু বাংলাদেশের শিক্ষা নীতি প্রথম থেকেই ভুল পথে চলছে। তাদেরকে শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে মানুষ আপনা-আপনিই সৃষ্টি হয়েছে। মানুষ যেন আকাশ থেকে একটি খণ্ড সমুদ্রের মধ্যে পড়ে সেখানে ফেলা হয়ে গেল। তার মধ্যে কীট-পতঙ্গ তৈরী হ’ল। এরপরে বানর হ’ল। তারপর লাফাতে লাফাতে লেজটা খসে পড়ল। অতঃপর মানুষ হয়ে দাঁড়িয়ে গেল। এই মিথ্যা থিওরী যদি আমাদের ছেলে-মেয়েরা শেখে তাহ’লে কখনও এই দেশে যতই চেষ্টা করেন না কেন, র‍্যাব বাহিনী লাগান না কেন,

গোয়েন্দা বাহিনী লাগান না কেন, ও চুরি করবেই করবে। ও দেশটাকে নষ্ট করার জন্য চেষ্টা করবেই করবে। সুতরাং আমাদের কথা হ'ল, শিক্ষার মূল বিষয় হবে তাওহীদ ভিত্তিক। মুহতারাম আমীরে জামা'আত শিক্ষানীতির উপরে ইতিমধ্যেই একটি বই প্রকাশ করেছেন, আপনারা তা দেখেছেন।

তিনি জাতির কাছে কিছু প্রস্তাব পেশ করেছেন। ১. দেশের প্রচলিত ধর্মীয় ও সাধারণ শিক্ষার দ্বিমুখী ধারাকে সমন্বিত করে কুরআন ও সুন্নাহ ভিত্তিক একক পূর্ণাঙ্গ ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করা। আমাদের এই দেশে প্রথমেই মানুষকে লেখাপড়ার জন্য দুই ভাগে ভাগ করেছে। একটা হ'ল ধর্মীয় শিক্ষা আরেকটা হ'ল সাধারণ শিক্ষা। ধর্মীয় শিক্ষার্থীরা ধর্মীয় শিক্ষা গ্রহণ করে মসজিদ-মাদ্রাসায় খিদমত করবে। অন্যান্য শিক্ষার্থীরা ডারউইনের নাস্তিক্যবাদী শিক্ষা গ্রহণ করবে। আবার ধর্মীয় শিক্ষাকেও দুই ভাগে ভাগ করেছে। প্রথম হ'ল সরকারী অনুদান নিয়ে যারা সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় লেখাপড়া শেখায়। ফলে এই শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে মাথার উপরে শিরক বুলছে, তাও টাকার জন্য তারা শিরকের বিরুদ্ধে কথা বলতে পারছে না।

আর একটা হ'ল কওমী শিক্ষা। তারাও এদেশে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ ভিত্তিক শিক্ষা না দিয়ে ব্যক্তিগতমত ও বিভিন্ন মায়হাবী ফিক্বহের বেড়া জালে ইসলামের মৌলিক শিক্ষার বিপরীত কাজ করছে। মুহতারাম আমীরে জামা'আত প্রস্তাব দিয়েছেন, এটা চলবে না। ধর্মীয় এবং সাধারণ শিক্ষা এই দুই ভাগে ভাগ করা যাবে না। এটাকে সমন্বয় করে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ ভিত্তিক একক পূর্ণাঙ্গ ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করতে হবে। সরকারী-বেসরকারী কিন্ডারগার্টেন, ও লেভেল, প্রি-ক্যাডেট ইত্যাদি নামে পুঁজিবাদী শিক্ষাব্যবস্থা বাতিল করে বৈষম্যহীন ও সকলের জন্য সহজলভ্য শিক্ষাব্যবস্থা চালু করতে হবে। ছেলে ও মেয়েদের পৃথক শিক্ষা পরিবেশ নিশ্চিত করার মাধ্যমে উভয়ের জন্য উচ্চশিক্ষা, পৃথক কর্মক্ষেত্র ও কর্মসংস্থান প্রকল্প গ্রহণ করতে হবে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যাবতীয় রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড নিষিদ্ধ করতে হবে এবং প্রয়োজনবোধে সেখানে বয়স, যোগ্যতা ও মেধাভিত্তিক প্রতিনিধিত্ব ব্যবস্থা চালু করতে হবে। ইসলামী আক্বীদা বিনষ্টকারী সকল প্রকার সাহিত্য ও সংস্কৃতি বর্জন করতে হবে এবং ছহীহ আক্বীদা ভিত্তিক সাহিত্য ও সংস্কৃতি চালু করতে হবে। এ লক্ষ্যে এই প্রস্তাবগুলো বাস্তবায়ন করার জন্য আমরা ইতিমধ্যে কিছু কাজ হাতে নিয়েছি।

আপনারা জানেন, আমীরে জামা'আত ইতিমধ্যেই দারুলহাদীছ বিশ্ববিদ্যালয় এবং ইজতেমার ময়দানের জন্য ১০০ একর জমি ফ্রয়ের প্রকল্প হাতে নিয়েছেন। সেখানে দ্বীনশিক্ষার সর্বোচ্চ কেন্দ্র হিসাবে প্রস্তাবিত দারুল হাদীছ বিশ্ববিদ্যালয়ের বৃহত্তর ক্যাম্পাস প্রতিষ্ঠা করা হবে। সেখানে কুরআন ও হাদীছভিত্তিক আন্তর্জাতিক গবেষণা কেন্দ্র থাকবে। সেখানে শিক্ষার সর্বস্তরে যত রকমের সংস্কার আছে সব গ্রহণ করা হবে ইনশাআল্লাহ।



ইতিমধ্যে আপনারা দেখেছেন ছেলে-মেয়ে এক জায়গায় সহশিক্ষার কারণে দুর্ঘটনা ঘটে যাচ্ছে। এটা প্রতিহত করে পৃথক পৃথক শিক্ষাদান কিভাবে করা যায় তার নমুনাস্বরূপ নওদাপাড়া মারকায়ে ২৯৭ শতক জমির উপরে বিশাল মহিলা মাদ্রাসা শোভা পাচ্ছে। সেখানে মহিলাদের পৃথক পরিবেশে শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। বাংলাদেশে এত বড় মহিলা মাদ্রাসা আর নেই। এই সমস্ত কাজ করার জন্য এবং এই দারুলহাদীছ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করার জন্য বিপুল পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন। তাই এদেশের ধনিক শ্রেণীর কাছে এবং দেশ ও বিদেশের ভাইদের কাছে আবেদন রাখব, শিক্ষাব্যবস্থার আমূল পরিবর্তনে মুহতারাম আমীরে জামা'আতের এই স্বপ্ন বাস্তবায়ন করার জন্য আপনারা এগিয়ে আসুন।

একদিন আমরা থাকব না। মুহতারাম আমীরে জামা'আত থাকবেন না। কিন্তু 'আহলেহাদীছ আন্দোলনের' এই বিশাল মারকায ক্বিয়ামত পর্যন্ত থাকবে ইনশাআল্লাহ। আর যত মানুষ এখান থেকে ছহীহ হাদীছ শিখবে, জানবে, আমল করবে, তার ছওয়াবের একটা অংশ আমরা কবরে শুয়ে পেতে থাকব। এজন্য সবার প্রতি আমার আবেদন, এই বিরাট প্রকল্প বাস্তবায়ন করার জন্য যার যতটুকু সাধ্য আছে সহযোগিতা করুন।

'যুবসংঘ'-এর কাছে আমার আবেদন রইল, তোমরা যদি মাঠে-ময়দানে মুহতারাম আমীরে জামা'আতের দিক-নির্দেশনা মোতাবেক কাজ কর, তাহ'লে আমাদের এই দেশে একদিন সুন্দর সমাজ প্রতিষ্ঠিত হবে। সেদিন আমাদের ছেলে-মেয়েরা সোনার মানুষ হয়ে গড়ে উঠবে। আল্লাহ রক্বুল আলামীন যেন আমাদেরকে সোনার মানুষ তৈরী করার জন্য বিশেষ করে 'দারুল হাদীছ বিশ্ববিদ্যালয়' প্রকল্প বাস্তবায়ন করার তাওফীক দান করেন।-আমীন! সর্বশেষে আমি আবাবো যুবকদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি এই বিশাল কর্মী সম্মেলন আয়োজনের জন্য। এর ব্যবস্থাপনার সাথে জড়িত সবাইকে মোবারকবাদ জানিয়ে শেষ করছি।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,  
'সেই ব্যক্তি সফলকাম যে ইসলাম গ্রহণ করেছে,  
তাকে প্রয়োজন মারফিক রিয়িক দেওয়া হয়েছে  
এবং আল্লাহ তাকে যতটুকু দিয়েছেন  
ততটুকুতে পরিতুষ্ট রাখাছেন'।

-মুসলিম হা/১০৫৪।

## বিশেষ অতিথির ভাষণ

### রাসূল (ছাঃ)-এর আদর্শ ধারণ করতে হবে

-সালমান এফ রহমান\*

আমি আজ আপনাদের মাঝে আসতে পেরে অনেক আনন্দিত। আপনারা জানেন কোভিড-১৯ মহামারীর কারণে আমরা প্রায় দু'বছর পর শারীরিকভাবে কোন জন সমাবেশে অংশগ্রহণ করতে পারছি—আলহামদুলিল্লাহ! আমি সব সময় বলি আল্লাহ তা'আলার ক্ষমতা অসীম। কোভিড-১৯ জিনিসটা কি ছিল? কোভিড-১৯ এমন একটা সূক্ষ্ম ভাইরাস যেটা একটা আলপিনের ডগায় এক সাথে ১ লক্ষ করোনা ভাইরাস অবস্থান করতে পারে। এই সূক্ষ্ম ভাইরাসটি পৃথিবীর ছোট-বড়, শক্তিশালী-দুর্বল, ধনী কিংবা দরিদ্র কোন দেশকেই ছাড়েনি। যার প্রভাবে সমস্ত পৃথিবী স্থবির হয়ে পড়েছিল। তাহ'লে এখানেই বুঝা যায়, সূক্ষ্ম ভাইরাসের যদি এত ক্ষমতা হয়, তাহ'লে সেই ভাইরাসের সৃষ্টা আল্লাহ তা'আলার কত ক্ষমতা! আল্লাহ তা'আলা কোভিড-১৯ এর মাধ্যমে তাঁর ক্ষমতা পৃথিবীবাসীকে দেখিয়ে দিয়েছেন।

আমরা অনেকেই নিজেকে শক্তিদর মনে করি। প্রযুক্তির উৎকর্ষতার যুগে অনেকেই মনে করি আল্লাহ তা'আলা যা করতে পারেন, আমরাও বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি দিয়ে তা করতে পারি। নাউযবিলাহ! অথচ আল্লাহ সূক্ষ্ম ভাইরাস দিয়ে বুঝিয়ে দিলেন কার ক্ষমতা বেশী। আমাদের উচিত ছিল এখান থেকে শিক্ষাগ্রহণ করা। কিন্তু দুঃখজনক হ'লেও সত্য যে, আমরা সেই শিক্ষা নেইনি। বরং পরিবেশ স্বাভাবিক হওয়ার পরে পুনরায় আমাদের পূর্বের অব্যবহার্য কার্যাবলীতে ফিরে গিয়েছি।

আমি ২০১৯ সালে একবার আপনাদের সম্মেলনে এসেছিলাম। তখন বলেছিলাম, ইসলামের ভুল ব্যাখ্যা দিয়ে পৃথিবীতে যারা জঙ্গী কার্যক্রম চালাচ্ছে, তাদের কারণে ইসলামের অনেক ক্ষতি হয়েছে। এটা খুবই দুঃখজনক। তারা ভুল ব্যাখ্যা দিয়ে ক্ষতি করে দিল। কিন্তু প্রভাবটা কার উপর পড়ল? আজকে সিরিয়া, লিবিয়া, ইরাকের কি অবস্থা? কোমলমতি ছোট শিশুরা উদ্বাস্ত হয়ে বিভিন্ন দেশের সীমান্তে ঘুরছে। শুধুমাত্র ইসলামের ভুল ব্যাখ্যার কারণে আজ তাদের এই অবস্থা।

আমাদের দেশেও এক সময় জঙ্গীবাদের প্রভাব পড়েছিল। আলহামদুলিল্লাহ, এখন অনেকটাই কম। এটার জন্য আপনাদেরকে বিশেষভাবে উপস্থিত যুবকদেরকে ধন্যবাদ জানাতে চাই। আপনাদের আমীর প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব ছাহেব বিশেষভাবে জুম'আর খুৎবায় কুরআন ও হাদীছের দলীল দিয়ে জঙ্গীবাদের বিরুদ্ধে কথা বলেছেন। তাঁর সেই কথাগুলো আহলেহাদীছ ছাড়াও অন্যান্যদের মাঝে প্রচার হয়েছে। ফলে জঙ্গীবাদকে আমরা নিয়ন্ত্রণের মধ্যে আনতে পেরেছি। এটার পিছনে আপনাদের বড় অবদান রয়েছে।

আমি মনে করি, আমরা যদি সম্মিলিতভাবে কাজ করতে পারি তাহ'লে আমাদের প্রিয় বাংলাদেশে এই সমস্যাটার সমাধান করতে পারব। আপনারা জানেন যে, আমাকে অনেক লোকের সাথে কথা বলতে হয়। অনেকে আমাকে ছালাতে জোরে আমীন

\*প্রধানমন্ত্রীর বেসরকারী শিল্প ও বিনিয়োগ উপদেষ্টা ও সংসদ সদস্য, ঢাকা-১ আসন।

বলতে, রাফাদায়েন করতে দেখে বলে আপনি কি আহলেহাদীছ? আমি তাদের বলি, আমি মুসলিম। আমি কুরআন ও সুন্নাহ অনুসরণ করি। আপনারা পড়াশোনা করে দেখেন কোনটা সঠিক। আমি কিন্তু নিজেই দুইটা মসজিদ কমিটির চেয়ারম্যান। আমি সে মসজিদগুলোতে ছালাত আদায়ের সময় জোরে আমীন বলি। কিন্তু আমি কখনও সেখানকার ইমাম কিংবা খতীবকে বাধ্য করিনি। আমি মনে করি, এটাই হিকমত। আপনি হাদীছ পড়লে দেখতে পাবেন আমাদের নবী (ছাঃ) ইসলাম প্রতিষ্ঠা করার জন্য কত হিকমত অবলম্বন করেছেন। সেটাই আমাদের সবচেয়ে বড় কাজ।

আজকে আমি আপনাদের সামনে কি বিষয়ে কথা বলব, সেটা ভাবছিলাম। ভাবলাম, জঙ্গীবাদ, আহলেহাদীছ এগুলো নিয়ে তো অনেক কথাই হয়। তবে একজন মুসলমান হিসাবে নবীজী আমাদের যে আখলাক শিক্ষা দিয়েছেন সেটা নিয়ে তেমন আলোচনা হয় না এবং আমরা নবীজীর আখলাক অনুসরণও করি না। আমরা তাওহীদ, আক্বীদা, ছালাত আদায়ের পদ্ধতি ইত্যাদি বিষয় আলোচনা করি। তবে এগুলোর পাশাপাশি আমার মনে হয় নবীজীর জীবন থেকে প্রথমে আখলাক শিখতে হবে। তিনি গোলামের সাথে, খাদেমের সাথে, ছাহাবীদের সাথে, ছোট ও বড়দের সাথে এবং পরিবারের সদস্যদের সাথে কেমন আচরণ করেছেন সবই হাদীছে রয়েছে। কিন্তু এগুলো থেকে আমরা শিক্ষা গ্রহণ করি না। আমি মনে করি, আমরা যদি শুধুমাত্র তাঁর এ সমস্ত আখলাক থেকে শিক্ষা নিতাম এবং সমাজে তা বাস্তবায়ন করতাম, তাহ'লেই আমাদের সমাজের সমস্যা দূর হয়ে যেত। শুধু তাই নয় ব্যক্তি জীবনে রাসূল (ছাঃ)-এর আখলাক ধারণ করার জন্য ক্বিয়ামতের কঠিন দিনে আমরা যখন আল্লাহর সামনে দাঁড়াব, তখন তিনি আমাদের ক্ষমা করবেন এবং জান্নাতুল ফেরদাউসে একটা জায়গা দিবেন ইনশাআল্লাহ।

শেষ করার আগে বলতে চাই, আপনারা ড. গালিব ছাহেবের কাছে শুনেছেন আমাদের প্রথম সাক্ষাৎ হয় বগুড়া যেলা কারাগারে। রাত দুইটার সময় আমাকে কারাগারে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। আমি দায়িত্বশীলদের বললাম, আমার সাথে আর কে থাকবে? তখন তারা গালিব ছাহেবের নাম বলল। আমি তাকে চিনতাম না। তাঁর নামও জানতাম না। বললাম, আমি কিন্তু ফজরের ছালাত আদায় করব। তারা বলল সমস্যা নেই, গালিব ছাহেব ছালাত আদায় করেন। আপনার এবং তাঁর রুম কাছাকাছি হবে। আমরা ফজরের সময় রুম খুলে দিব, আপনি উনার সাথে দেখা করতে পারবেন।

সেই দিন ফজরের ছালাতে তাঁর সাথে আমার প্রথম সাক্ষাৎ হয়। তিনি ফজরের ছালাত আদায় শেষে অভ্যাস অনুযায়ী একটি হাদীছ পাঠ করে ৫/৭ মিনিট সে হাদীছের উপর আলোচনা করলেন। আমার মনে কিছু প্রশ্ন ছিল। পরে আমি তাঁর রুমে গিয়ে মুসলমানদের মধ্যে বিভিন্ন মাযহাবের সৃষ্টির কারণ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি দু'মিনিটের মধ্যেই সমাধান দিলেন। যার উত্তর আমি গত দু'বছরেও ঢাকা কারাগারে থাকা অবস্থায় বিভিন্ন আলেমের কাছে পাইনি। আমার সেদিন মনে হয়েছিল সেই প্রশ্নগুলোর সঠিক উত্তর আজ আমি পেলাম। আমরা দু'জন ৬ রাত ৭ দিন এক সাথে ছিলাম। আমি মনে করি, আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে পরস্পরের সাথে সাক্ষাৎ করাবেন, সেজন্যই জেলখানায় এনেছিলেন। সেই ৬ রাত ৭ দিনে আমি উনার কাছ থেকে অনেক কিছু শিখেছি, আলহামদুলিল্লাহ।

পরিশেষে বলতে চাই, আজকের এই সম্মেলন থেকে আমরা যা কিছু শুনলাম এবং শিখলাম আল্লাহ যেন আমাদেরকে সেগুলো আমল করার তাওফীক দান করেন।-আমীন!



# স্মৃতি কথা



আল্লাহ বলেন,  
 إِنَّ يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ  
 مِثْلُهُ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ  
 وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ  
 شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ

‘যদি তোমাদের আঘাত লেগে থাকে, তবে  
 তাদেরও অনুরূপ আঘাত লেগেছিল। এরূপ  
 দিনগুলিকে আমরা লোকদের মধ্যে আবর্তন  
 ঘটিয়ে থাকি। যাতে আল্লাহ জেনে নিতে পারেন  
 ঈমানদারগণকে এবং গ্রহণ করে নিতে পারেন  
 তোমাদের মধ্য থেকে শহীদগণকে। আর  
 আল্লাহ যালেমদের ভালবাসেন না’।

-আলে ইমরান ৩/১৪০।

## কিছু স্মৃতির কথা ভাবতে অবাক লাগে

- অধ্যাপক শেখ মুহাম্মাদ রফীকুল ইসলাম\*

‘বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ’-এর ১৯৮৭ সাল থেকে ১৯৯৩ সাল পর্যন্ত কেন্দ্রীয় বিভিন্ন পদে দায়িত্ব পালন করায় পুরানো দিনের সাংগঠনিক কর্মকাণ্ড ও ঘটনার কিছু স্মৃতিচারণ করি। আমার স্মৃতিশক্তি খুব প্রখর নয়। তাছাড়া অনেক ঘটনার সঠিক সাল-তারিখ স্মরণে নেই। সংগঠনের অনেকে আমাকে নানা বিশেষণে ভূষিত করে থাকেন। আবার অনেকে বলেন, সংগঠনে তার কি অবদান আছে? তার তো তেমন কোন ভূমিকাই ছিল না? ইত্যাদি। আসলে আমি নিজেকে সর্বদা সংগঠনের একজন নগণ্য কর্মী ছাড়া কিছু মনে করি না। আজও তাই মনে করি। সংগঠনে দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে যা কিছু করেছি বা বলেছি তা শুধুমাত্র সংগঠনের স্বার্থে ও আল্লাহর সম্ভষ্টির জন্য করা বা বলার চেষ্টা করেছি।

আমি ১৯৮৭ সালের জানুয়ারী মাসে কাগজে কলমে ‘বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ’-এর প্রাথমিক সদস্য, ফেব্রুয়ারীতে কর্মী ও একই বছর কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্য হই। ১৯৮৭-১৯৮৯ ও ১৯৮৯-১৯৯১ সেশনে কেন্দ্রীয় অফিস সম্পাদক এবং ১৯৯১-১৯৯৩ সেশনে কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি (এই সেশন থেকে ‘যুবসংঘ’-এর গঠনতন্ত্রে সাধারণ সম্পাদক পদ বিলুপ্ত করা হয় ও পরবর্তীতে যা পুনরায় বহাল করা হয়) হিসাবে দায়িত্ব পালন করি। যতদূর মনে পড়ে ১৯৯১-১৯৯৩ সাংগঠনিক সেশন শুরুর ৬/৭ মাস পর একজন দায়িত্বশীলের সাথে মনোমালিন্যের কারণে তৎকালীন কেন্দ্রীয় সভাপতি সউদী মাবুউছ শায়েখ আব্দুর রশীদ ভাই সভাপতির দায়িত্ব পালন না করায় বাকী দেড় বছর ভারপ্রাপ্ত সভাপতি হিসাবে আমাকে দায়িত্ব পালন করতে হয়। এ দায়িত্ব পালনকালে সাংগঠনিক কর্মকাণ্ডের এমন কিছু ঘটনা আছে যেগুলো যখন মানসপটে ভেসে উঠে তখন নিজেই বিস্মিত হই এবং ভাবতে অবাক লাগে।

বর্তমান সময়ের মত সে সময় উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা ছিল না। তখন দায়িত্বশীল কর্মী ভাইয়েরা পায়ে হেঁটে, বাই সাইকেল চালিয়ে এবং পরবর্তীতে মটর সাইকেল যোগে দূর-দূরান্তে সফর করেছেন। চরম প্রতিকূলতার মাঝেও অবিচল থেকেছেন। যেগুলো প্রত্যেক কর্মী ভাইয়ের জন্য স্মরণীয় ঘটনা। অতীত ঘটনাবলী বর্তমান প্রজন্মের যুবক ও তরুণদের জন্য শিক্ষণীয় বিষয় বললেও অতুষ্টি হবে না। তেমনই কিছু অতীত স্মৃতি এখানে তুলে ধরার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ!

### পদব্রজে সফর :

নিকট অতীতে ‘যুবসংঘ’-এর দায়িত্বশীলদের প্রয়োজনে পায়ে হেঁটে দূর দূরান্তে সফর করতে হ’ত। হেঁটে সাংগঠনিক সফরের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হ’ল লালমনিরহাট যেলার

\* সাবেক ভারপ্রাপ্ত সভাপতি, বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ, ১৯৯১-১৯৯৩ সেশন।

মহিষখোচা স্কুল মাঠের প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ। নিজের কাছে যা ভাবতে অবাক লাগে। যতদূর মনে পড়ে ১৯৮৮ সালের অক্টোবর বা নভেম্বর মাসের ঘটনা। তখন উত্তরাঞ্চলে শীতের আমেজ শুরু হয়েছে। রংপুর সেন্ট্রাল রোডে অবস্থিত জামে'আ সালাফিইয়া মাদ্রাসার প্রোগ্রাম শেষ করে হারাগাছ সাদা মসজিদে কয়েকজন যুবক ভাইয়ের সাথে সাক্ষাতের জন্য বেলা ১০/১১ টার দিকে আমি ও সাথী ভাই 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্য, গাইবান্ধা যেলার গোবিন্দগঞ্জ উপেলার ফুলবাড়ী মাদ্রাসার তৎকালীন শিক্ষক ও বর্তমান লালমনিরহাট যেলা আন্দোলনের সভাপতি মুহাম্মাদ শহীদুর রহমান সেখানে পৌঁছাই। হারাগাছ সাদা মসজিদে যাওয়ার পর জানতে পারলাম রংপুর থেকে লালমনিরহাট যাওয়ার জন্য বাস চলাচল কারণবশত বন্ধ আছে। অবশ্য এর পূর্বেই ফুলবাড়ী মাদ্রাসার মুহতামিম শিহাবুদ্দীন সুনী ছাহেব প্রোগ্রামে অংশগ্রহণের জন্য মহিষখোচায় পৌঁছে গেছেন। আমার একটা অভ্যাস হ'ল কোন কাজে নেমে পিছপা না হওয়া। মাগরিবের পর প্রোগ্রাম আরম্ভ হবে। আমরা উভয়ে চিন্তায় পড়ে গেলাম। কিভাবে মাগরিবের পূর্বে মহিষখোচায় পৌঁছানো যায়। শহীদুর রহমান ভাই বললেন, এই মাঠ পেরিয়ে তিস্তা নদীর কিনারা বেয়ে পায়ে হেঁটে মাগরিবের পূর্বে পৌঁছানো সম্ভব হবে।

যেমন কথা তেমন কাজ। সিদ্ধান্ত নিলাম পায়ে হেঁটে হ'লেও প্রোগ্রামে অংশ গ্রহণ করব। বাকী আল্লাহ ভরসা। দেরি না করে দু'জন যোহর ও আছরের ছালাত জমা ও কুছর করে বেলা ১.০০টার পরপরই মহিষখোচার উদ্দেশ্যে পদব্রজে রওয়ানা দেই। একটানা চার ঘন্টার বেশী হেঁটে আল্লাহর মেহেরবানীতে মাগরিবের পূর্বেই আমরা মহিষখোচায় পৌঁছে যাই। প্রোগ্রামে অংশগ্রহণের জন্য হারাগাছ থেকে মহিষখোচায় হেঁটে যাওয়ায় উপস্থিত সবাই শুনে অবাক। প্রোগ্রাম খুব সুন্দর হয়েছিল। মাওলানা মানছুরর রহমানকে আহ্বায়ক করে সর্বপ্রথম লালমনিরহাট যেলায় 'যুবসংঘ'-এর একটি আহ্বায়ক কমিটি গঠন করা হয়।

অবশ্য এর পূর্বে সংগঠনের তখনকার সহ-সভাপতি বর্তমান চাঁপাই নবাবগঞ্জ যেলার শিবগঞ্জ উপেলার চাতরা সিনিয়র ফায়িল মাদ্রাসায় অধ্যক্ষ মাওলানা মুহাম্মাদ এনামুল হক ভাই ও আমি ১৯৮৭ সালে নাটোরের গুরদাসপুর উপেলায় পায়ে হেঁটে প্রোগ্রাম করেছি। ১৯৮৭ ও ১৯৮৮ সালে তৎকালীন কেন্দ্রীয় সভাপতি মেহেরপুরের গাংনী উপেলার হাড়াভাংগা সিনিয়র ফায়িল মাদ্রাসার অধ্যক্ষ ভাই মাওলানা মুহাম্মাদ আবু বকর ও আমি বগুড়া এবং গাইবান্ধা যেলার প্রত্যন্ত অঞ্চলে দু'বার একাধারে ৪/৫ দিন যাবৎ ঘন্টার পর ঘন্টা ধূলাবালি ও কাদাপানির মধ্যে হেঁটে প্রোগ্রাম করেছি। তাছাড়া আমি একাকী গাইবান্ধার সাঘাটা উপেলার ধনারুহা ও তৎপার্শ্ববর্তী এলাকায় কখনও শুকনায় কখনও কাদা পানিতে হেঁটে প্রোগ্রাম করে শাখা গঠন করেছি।

তাছাড়া রাজশাহী ঝিনা এলাকায় কখনও কাকনহাট আবার কখনও তানোর থেকে হেঁটে প্রোগ্রাম করেছি। গোদাগাড়ি উপেলার কোদালকাটি গ্রামে 'আন্দোলন'-এর আমীর প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব, প্রাক্তন নায়েবে আমীর শায়েখ

আব্দুছ ছামাদ সালাফীসহ আমরা ১০/১২ জনের একটা টিম পদ্মা নদী ট্রলারে পার হয়ে পায়ে হেঁটে প্রোথ্রামে অংশগ্রহণ করেছি। এখনও মাঝে-মাঝে ভাবলে অবাক হই একটানা ৪ ঘণ্টারও বেশী সময় হেঁটে সেদিনের মহিষখোচার প্রোথ্রামে নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে উপস্থিত হওয়া কিভাবে সম্ভব হয়েছিল? একান্ত আল্লাহর রহমতই আমাদেরকে সেই সাহস যুগিয়েছিল। ফালিগ্লাহিল হাম্দ।

### বাই সাইকেলে সফর :

যতদূর মনে পড়ে ১৯৮৭ সালের এপ্রিল মাসের কোন একদিনের ঘটনা। রাজশাহী যেলার মোহনপুর উপযেলার মৌগাছী গ্রামের ভাই আব্দুল আযীয ছাহেব তাঁদের গ্রামে ‘যুবসংঘ’-এর শাখা গঠনের জন্য রাণীবাজার মাদ্রাসা মার্কেটের ওয় তলার ‘যুবসংঘ’ কার্যালয়ে এসে দাওয়াত দেন। মাগরিবে সংগঠন সম্পর্কে আলোচনা সভা হবে। আলোচক হিসাবে তিনি তৎকালীন ‘যুবসংঘ’-এর কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা ও রাণী বাজার মাদ্রাসার অধ্যক্ষ সউদী মাবউছ শায়েখ আব্দুছ ছামাদ সালাফী, প্রচার সম্পাদক গোলাম কিবরিয়া ও আমাকে দাওয়াত দেওয়া হ’ল। সালাফী ছাহেবের প্রস্তাব মোতাবেক সাইকেল যোগে প্রোথ্রামে অংশগ্রহণ করা হবে। সালাফী ছাহেব একা একটা সাইকেলে এবং আমি ও গোলাম কিবরিয়া ‘যুবসংঘ’-এর ফনিব্ব সাইকেলে বেলা ১১ টার দিকে রাণীবাজার থেকে রওয়ানা দিয়ে প্রায় দু’ঘণ্টা পর আমরা মৌগাছী পৌঁছি। প্রোথ্রাম শেষে ভাই আব্দুল আযীযকে সভাপতি করে শাখা গঠন করা হয়। পরদিন বাদ ফজর সাইকেল যোগে রাজশাহী ফিরে আসি। এখানে উল্লেখ্য যে, উক্ত সফরে আমরা সালাফী ছাহেবের সাথে সাইকেল চালিয়ে পেরে উঠিনি। এর পূর্বে ও পরে ‘যুবসংঘ’-এর কেন্দ্রীয় বাই সাইকেলে রাজশাহী ও তৎপার্বর্তী এলাকায় প্রোথ্রাম করেছি। যখন পুরাতন স্মৃতি রোমন্থন করি তখন সাইকেল চালিয়ে মৌগাছী সফরের কথা খুব মনে পড়ে।

### মোটর সাইকেলে সফর :

১৯৮৮ সালের সেপ্টেম্বরে কেন্দ্রের জন্য ১০০ সিসি হোণ্ডা মোটর সাইকেল ক্রয় করা হয়। নওগাঁ প্রোথ্রামে যাওয়ার পথে হালকা বৃষ্টি ও বাতাসের মধ্যে মোটর সাইকেল চালাতে গিয়ে কখন যে তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়ি তা বুঝতে পারিনি। পিছনে সিটে বসা সউদী মাবউছ আব্দুর রহমান আল-কারামী। গাড়ীর গতিবেগ ৫০-৬০ কি.মি. হবে। মোহনপুর উপযেলার আগে বামদিকে মৌগাছী পৌঁছে গাড়ি ডান দিকে কাদায় নেমে যাওয়ার ধাক্কায় তন্দ্রা ছুটে যায়। সাথে সাথে ব্রেক করায় সামনের চাকা রাস্তার পাশের গর্তে আটকে যায়। কারামী ভাই ৭/৮ হাত দূরে কাদায় ছিটকে পড়েন এবং আমি বাম পাশে মটর সাইকেলসহ পিচের উপর পড়ে বেহুঁশ হয়ে যাই। কারামী ভাই মারাত্মক আঘাত না পেলেও আমার বাম কাঁধের জয়েন্টে প্রচণ্ড আঘাত লাগে, বাম পা সাইকেলশারে পুড়ে যায়, ডান হাতের বৃদ্ধ আঙ্গুল জয়েন্ট থেকে ছাড়িয়ে যায়, ডান পায়ের উরু ও কুচকীর মাঝে কেটে যায়। প্রায় তিন মাস চিকিৎসার পর সুস্থ হ’লেও



বর্তমানে বাম কাঁধের জয়েন্টে মাঝে-মাঝে খুব যন্ত্রণা করে। দ্রুত গতিতে মোটর সাইকেল চালিয়ে সে সময়ে ‘যুবসংঘ’-এর বিভিন্ন প্রোগ্রামে অংশগ্রহণের অনেক ঘটনা আছে। তন্মধ্যে কয়েকটি ঘটনা উল্লেখযোগ্য। যেমন-

১৯৮৯ বা ১৯৯০ সালের জুন-জুলাই মাসের ঘটনা। তখন দেশের রাজনৈতিক অবস্থা খুবই নাজুক। প্রেসিডেন্ট হুসাইন মুহাম্মাদ এরশাদ বিরোধী আন্দোলন তখন তুঙ্গে। সে সময় দিনাজপুর যেলার খানসামা উপেলার কোন এক এলাকার একজন বিশিষ্ট আহলেহাদীছ ভাই তার এক নিকট আত্মীয়ের ভর্তি সংক্রান্ত কাজে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে আসেন। তারপর মুহতারাম আমীর ছাহেবের সাথে সাক্ষাৎকালে তাদের এলাকায় ‘যুবসংঘ’-এর একটা প্রোগ্রামের আহ্বান জানান। তিনি প্রোগ্রামের একটা দিন দিয়ে আমাকে উক্ত প্রোগ্রামে যাওয়ার জন্য বলেন। দিনটা ছিল শুক্রবার। বাদ আছর থেকে প্রোগ্রাম হবে। উক্ত তারিখের পূর্বেই দেশের রাজনৈতিক দলগুলো ৭২ ঘণ্টার কঠোর হরতাল আহ্বান করায় প্রোগ্রামে যাওয়ার ক্ষেত্রে দারুণ প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়। আমীর ছাহেবের কথা হ’ল যেভাবে পার, প্রোগ্রামে যেতে হবে। নইলে সংগঠনের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ হবে। সে অনুযায়ী বৃহস্পতিবার দিবাগত সন্ধ্যার পর থেকে রাজশাহী শহরের রেলগেটে রাত প্রায় ১২টা পর্যন্ত অপেক্ষা করেও দিনাজপুরগামী কোন ট্রাকের সন্ধান না পেয়ে অগত্যা রাণীবাজার অফিসে ফিরে আসি এবং সকালে বিষয়টি উনাকে বাসায় জানালে বললেন, রফীককে (সাতক্ষীরা) সাথে নিয়ে মোটর সাইকেলে চলে যাও। সকাল ৮ টার দিকে মটর সাইকেল নিয়ে দু’জন আল্লাহর উপর ভরসা করে বের হই। অতঃপর সৈয়দপুর গিয়ে চা-বিস্কুট খেয়ে রেলওয়ে জংশন জামে মসজিদে জুম’আর ছালাত আদায় করি। দুপুরের খাওয়া সেরে দিনাজপুরের রাণীবন্দর হয়ে মেইন রোড ছেড়ে উত্তরে খানসামার দিকে বেশ কিছুক্ষণ মোটর সাইকেল চালিয়ে গন্তব্যস্থলে পৌঁছি। তখন আছরের জামা’আত শেষ হয়ে গেছে।

আমাদের পৌছানোর খবর পেয়ে তারা এসে যখন শুনলেন কেবলমাত্র একটা প্রোগ্রামের জন্য মোটর সাইকেল চালিয়ে রোদ-বৃষ্টির মধ্যে রাজশাহী থেকে সেখানে এসেছি, সবাই হতবাক। একটু পরে জানলাম ৭২ ঘণ্টার হরতালের কারণে তারা প্রোগ্রাম বন্ধ ঘোষণা করেছেন। চরম প্রতিবন্ধকতার মাঝেও পূর্ব ঘোষিত প্রোগ্রাম বন্ধ ঘোষণার কথা কেন্দ্রকে না জানাতে পারায় তারা বার বার দুঃখ প্রকাশ করতে থাকেন। আমরা বললাম, পার্শ্ববর্তী মসজিদগুলোতে সংবাদ দিয়ে মাগরিবের পর প্রোগ্রাম করা যায় কি-না। প্রস্তাবটা তারা সানন্দে গ্রহণ করেন এবং সঙ্গে-সঙ্গেই আশ-পাশের ৪/৫টা মসজিদে সংবাদ দেওয়ার জন্য লোক পাঠিয়ে দেন। যথারীতি মাগরিবের ছালাতে মসজিদ পূর্ণ হয়ে গেল এবং আনুমানিক রাত ১১টা পর্যন্ত দু’জনে ‘যুবসংঘ’-এর লক্ষ্য-উদ্দেশ্য, মূলনীতি ও কর্মসূচীর উপরে আলোচনা রাখি এবং শেষে একটা আহ্বায়ক কমিটি গঠন করি।

পরদিন সকালে রাজশাহীর উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিয়ে নীলফামারী যেলার কৈমারী বাজারে সিরাজুল ইসলাম ভাইসহ অন্যান্যদের সাথে সাক্ষাৎ করে বৃষ্টির মাঝে রাজশাহী ফিরে আসি। ফেরার পথের একটা ঘটনা না বললে নয়। এ সফরে যতদূর মনে পড়ে কোন গাড়ি আমাদেরকে ওভারটেক করতে পারেনি। এমনকি ফেরার পথে নাটোর পার হওয়ার পর একটা প্রাইভেট কার আমাদেরকে ওভারটেক করার চেষ্টা করলেও রাজশাহী পৌছানো পর্যন্ত ওভারটেক করতে পারেনি। এখনও সে সফরের ঘটনা স্মৃতির পাতায় বার বার উঁকি দেয় এবং ভাবি সত্যিই কি আমি সেসময় ঐরকম গতিবেগে মোটর সাইকেল চালাতাম?

এ সফরের আগে ১৯৮৯ সালের ফেব্রুয়ারী মাসের শেষ দিকে একটা প্রোগ্রাম করি নীলফামারী যেলার কৈমারী এলাকার মৌজা শৌলমারী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠে। ‘যুবসংঘ’-এর প্রচার সম্পাদক খুলনার মাসউদ বিন ইসহাক ভাইয়ের ড্রাইভে মোটর সাইকেলে সে প্রোগ্রামে যাই। মুহাম্মাদ সিরাজুল ইসলামকে সভাপতি করে কমিটি গঠনের মাধ্যমে নীলফামারী যেলা ‘যুবসংঘ’-এর কার্যক্রম শুরু হয়। এ সফরের একটা উল্লেখযোগ্য ঘটনা হ’ল, মাসউদ ভাইও কোন গাড়ি ওভারটেক করতে দেন নি। এমনকি ফেরার পথে গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জ থেকে ঈগলু কোম্পানির একটা মাইক্রোবাস আমাদেরকে ওভারটেক করার চেষ্টা করলেও নাটোর পর্যন্ত ওভারটেক করতে পারেনি। পরে সেটি পাবনার দিকে চলে যান।

১৯৮৯ সালের ডিসেম্বরে সংগঠনের তৎকালীন উপদেষ্টা পরিষদের নায়েবে আমীর শায়খ আবদুছ ছামাদ সালাফীকে নিয়ে মোটর সাইকেলে বগুড়া, গাইবান্ধা, জয়পুরহাট, সিরাজগঞ্জ ও পাবনা যেলায় সপ্তাহব্যাপী সাংগঠনিক সফর একটা উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

এরপর ১৯৯০ সালের ৩১শে ডিসেম্বর আমীর ছাহেবকে নিয়ে মটর সাইকেলে নাটোর ও বগুড়া যেলার উপর দিয়ে সারিয়াকান্দি হয়ে, দীর্ঘক্ষণ ট্রালায়ে যমুনা নদী পার হয়ে, জামালপুর যেলার বালিজুড়ি সিনিয়র ফাযিল মাদ্রাসার প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ একটা স্মরণীয় ঘটনা। পরদিন ১লা জানুয়ারী ১৯৯১ সালে ঐ এলাকার বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সাথে সাক্ষাৎ শেষে সন্ধ্যার পর রাজশাহী ফিরে আসি।

এখানে একটা বিষয় উল্লেখ না করে পারছি না। আমীর ছাহেব ও নায়েবে আমীর ছাহেবকে নিয়ে মটর সাইকেল ড্রাইভে পার্থক্য হ’ল, আমীর ছাহেব সর্বোচ্চ ৭৫-৮০ কি. মি. গতি হ’লে পিছন থেকে জামা টান দিয়ে বলতেন আস্তে চালাও। আর নায়েবে আমীর ছাহেবকে নিয়ে চলার সময় কোন গাড়ি ওভারটেক করলেই বলতেন বেটা কেমন চালাচ্ছ, পিছনের গাড়ী আগে চলে গেল। তবে নায়েবে আমীর ছাহেব একদিন ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন। ১৯৮৯ সালের ডিসেম্বরে সপ্তাহব্যাপী সফরে সিরাজগঞ্জ যেলার কামারখন্দ উপেলার বড়কুড়া গ্রামে অধ্যাপক আলমগীর হোসেনের বাসায় প্রোগ্রাম শেষে আছরের কিছু পর রাজশাহীর উদ্দেশ্যে রওয়ানা দেই। কামারখন্দ, সিরাজগঞ্জ হয়ে উল্লাপাড়ার উপর দিয়ে শাহজাদপুর অতিক্রম করে রাতে যখন আমরা

নগরবাড়ী পাবনা মহাসড়কে উঠেছি তখন গাড়ির গতিবেগ ১০০ কিলোমিটারেরও উপরে। একদিকে প্রচণ্ড ঠাণ্ডা ও অপরদিকে সামনের দিক থেকে ঢাকাগামী পরিবহন ও ট্রাকসহ অন্যান্য যানবাহন ক্রসিংয়ের সড়াৎ শব্দ। আমার উদ্দেশ্য ছিল যত দ্রুত সম্ভব রাজশাহী পৌঁছানো। বিরামহীন দুরন্ত গতিতে চলার পর পাবনা বাস টার্মিনালে যখন আসলাম তখন উনি বললেন, বেটা গাড়ি থামাও, ভাত খেয়ে নেই। অতঃপর বললেন, পাবনা যেলা সভাপতি বেলাল ভাইয়ের বাসায় যাই। আমি বললাম, পাবনায় তো প্রোথাম হবে না। রাজশাহী যাবেন না? উনি বললেন, থাক কাল সকালে যাব। রাত ১০টার দিকে বেলালের বাসায় গিয়ে তাকে ঘুম থেকে উঠিয়ে উনার বাসায় রাত্রি যাপন করি। সকালে উনি হাসতে হাসতে বললেন, বেটা! তোমার মোটর সাইকেলে উঠে আমি কোনদিন ভয় পাইনি। কিন্তু গত রাতে সত্যিই আমি ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। সেজন্য বেলালের বাসায় এসেছি। অতঃপর বাদ যোহর কুলুনিয়াতে প্রোথাম করে রাজশাহী ফিরে আসি।

১৯৯০ সালের রামায়ান মাসের শেষের দিকের ঘটনা। যশোর যেলার কেশবপুর সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে বাদ যোহর আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল। ‘যুবসংঘ’-এর সে সময়ের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ সিরাজুল ইসলাম ভাই ও আমার উক্ত অনুষ্ঠানে যোগদান করার কথা। সিরাজ ভাইয়ের পরামর্শ মোতাবেক ফজর ছালাতের পর মোটর সাইকেলে রাজশাহী থেকে রওয়ানা দিয়ে আনুমানিক বেলা ১১ টার দিকে আমরা কেশবপুর পৌঁছি। এসে শুনলাম ‘যুবসংঘ’-এর প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ মনিরুল ইসলামসহ জমঙ্গয়ত নেতৃবৃন্দ কোন অবস্থাতেই ‘যুবসংঘ’-এর প্রোথাম করতে দিবে না। এর পূর্বে আরও অনেক ঘটনা ঘটে গেছে। এমনকি তারা ইফতার মাহফিলের গরু ছিনতাই করে নিয়ে গেছে। কেশবপুর পৌঁছানোর পর জামা-কাপড় ছেড়ে আমি পাশের পুকুরে গোসল করতে যাই। সে সময় মনিরুল ইসলাম আমার জামার পকেট থেকে মোটর সাইকেলের চাবি বের করে স্টার্ট দেওয়ার চেষ্টা করে, তৎক্ষণাত্ আমি ভেজা কাপড়ে পুকুর থেকে দ্রুত উঠে এসে মটর সাইকেলের হ্যান্ডেল ধরে জোর গলায় বললাম, পেয়েছেন কি? মটর সাইকেলে হাত দেয়ার অনুমতি আপনাকে কে দিয়েছে? গাড়ি ছাড়েন? উত্তরে তিনি হুমকি দিয়ে বললেন, এই মুহূর্তে এখান থেকে চলে যান। নইলে ভাল হবে না। আমিও রাগতস্বরে বললাম, প্রোথাম যদি না হয় তাহ’লে তো থাকার জন্য আসিনি। উচ্চস্বরে বললাম, গাড়ি ছাড়েন? পরে গাড়ি ছেড়ে দিলেন। সে দিনের প্রোথাম না হওয়ায় যোহরের পর আমি সাতক্ষীরা গ্রামের বাড়ীতে চলে যাই।

আরেকটি স্মৃতি বলতেই হবে। যা হ’ল আমীরে জামা’আতকে হোণ্ডার পিছনে নিয়ে ১৯৯০ সালের বর্ষাকালে মোহনপুরের কৃষ্ণপুর সফর। ফেরার পথে হঠাৎ বৃষ্টি। ঐন্টেল মাটিতে হোণ্ডা অচল। রাস্তার ধার দিয়ে কাদামাখা হোণ্ডা দু’জনে ঠেলে নিয়ে কোনমতে মাইল দু’য়েক এসে পাকা রাস্তা পেলাম। কিন্তু গাড়ীতে এতবেশী কাদা জড়িয়েছে যে, চালাবার উপায় নেই। তখন গাড়ি ঠেলে এগোতে লাগলাম। এক

পর্যায়ে নওদাপাড়া মারকায়ে এসে পৌঁছলাম। ছাত্ররা এসে হোণ্ডা নিল। কিন্তু আমাদের পায়জামা-পাঞ্জাবী কাদায় একাকার। ছাত্ররা আমীর ছাহেবকে বলল, একজন লণ্ডনের মেহমান এসেছেন। আমীর ছাহেব এ অবস্থায় বারান্দায় গিয়ে তাঁর সাথে মুছাফাহা করলেন। উনি বললেন, হ্যাঁ বার্মিংহামে বসে যেমনটি শুনেছিলাম, তেমনটিই পেলাম। এটি ছিল তখন মারকায়ের পূর্বপার্শ্বস্থ দক্ষিণ পাশের নীচতলার বারান্দা। হঠাৎ আমীর ছাহেব ওনার মুখের দিকে তাকিয়ে অসংখ্য টকটকে লাল দাগ সমূহ দেখে জিজ্ঞেস করলেন, এসব কি অবস্থা? উনি বললেন, মশার কামড়। আমীর ছাহেব বললেন, রাতে ছিলেন কোথায়? বললেন, আপনার প্যাডের ঠিকানা অনুযায়ী রাণীবাজার মাদ্রাসায়। আমীর ছাহেব শিউরে উঠে বললেন, ওরা কি আপনাকে মশারী দেয়নি? পরে যা জানা গেল, তাহ'ল রাণীবাজার মাদ্রাসার ওয় তলায় ওঠার সিঁড়ি ঘরের চৌকিতে উনি কোনমতে ব্যাগ মাথায় দিয়ে প্রচণ্ড মশার কামড়ে রাত কাটিয়েছেন। আমীর ছাহেবের মেহমান হওয়ায় কোনরূপ মর্যাদা পাননি। পাকিস্তানী বংশোদ্ভূত লম্বা দোহারা চেহারার এই সুদর্শন মানুষটি ছিলেন থ্রেট বৃটেন জমঙ্গিয়তে আহলেহাদীছের আমীর (১৯৭৫-১৯৯১) শায়েখ ফযল করীম আছেন। হিংসার আগুন থেকে বিদেশী মেহমান পর্যন্ত বাঁচতে পারলেন না! সে সব দিনের বহু স্মৃতি যখন মানসপটে ভেসে উঠে তখন সত্যিই ভাবতে অবাক লাগে।

### ‘যুবসংঘ’-এর কেন্দ্রীয় কার্যালয় হটানোর ষড়যন্ত্র :

২১শে জুলাই ১৯৮৯। দিনটি ‘বাংলাদেশ আহলেহাদীছ ‘যুবসংঘ’-এর ইতিহাসে একটা দুঃখজনক দিন। প্রায় বার বছর ব্যাপী একটা সম্পর্কের অবসান ঘোষণার দিন। ঐদিন ‘জমঙ্গিয়তে আহলেহাদীস’ ‘যুবসংঘ’-এর সাথে সম্পর্কহীনতা ঘোষণা করে। কি দোষে কোন অপরাধে সম্পর্কহীনতা ঘোষণা করা হ'ল তার কোন সদুত্তর ‘জমঙ্গিয়ত’ দিতে পারেন নি। অনেক জ্ঞানপাপী বলে বেড়ায় ‘যুবসংঘ’-এর সাথে ‘জমঙ্গিয়ত’-এর আদৌ কি কোন সম্পর্ক ছিল? এক্ষেত্রে প্রশ্ন হ'ল ‘যুবসংঘ’-এর সাথে ‘জমঙ্গিয়ত’-এর যদি কোন সম্পর্কই না থাকত তাহ'লে মিটিং করে ঢাক-ঢোল পিটিয়ে সম্পর্কহীনতার ঘোষণা দেয়ার কি দরকার ছিল? গাটরী-বোচকা বেঁধে বিভিন্ন যেলা-উপজেলায় দৌড়-ঝাপের প্রয়োজনই বা হয়েছিল কেন? শুধু শুধু পানি ঘোলা করা সার হয়েছিল। কিন্তু মাছ শিকার করা সম্ভব হয় নি। যুক্তি প্রমাণে ব্যর্থ হয়ে গুরু হয় ‘যুবসংঘ’-এর নেতা-কর্মীদের উপর নানামুখী অত্যাচার ও ক্ষেত্র বিশেষে ক্ষমতা প্রদর্শনের মহড়া। এরই ধারাবাহিকতায় গুরু হয় রাজশাহী রাণীবাজার মাদ্রাসা মার্কেট থেকে ‘যুবসংঘ’-এর কেন্দ্রীয় কার্যালয় হটানোর নোংরা ষড়যন্ত্র, যার বাস্তব স্বাক্ষরী আমি।

মাদ্রাসা মার্কেটের ওয় তলার দু'টা কক্ষ পানি বিদ্যুৎ সরবরাহসহ মাসিক ভাড়ায় একটা কক্ষ অফিস ও অন্যটা বই বিক্রয় কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহৃত হ'ত। গুরু থেকেই ৩ মাস অন্তর ভাড়া প্রদান করা হ'ত। সে সময় অফিস সম্পাদক হিসাবে আমাকে অফিসে থাকতে হ'ত। মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষের অনুমতিক্রমে মাদ্রাসার লিফ্টাং বোর্ডিং-য়ে

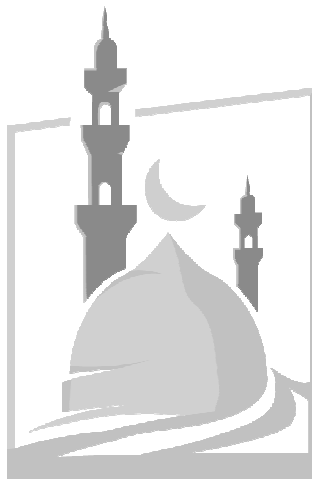
মাসিক নির্ধারিত চাউল দিয়ে ও তরকারীর মূল্য বাবদ নির্ধারিত টাকা দিয়ে দুপুরে ও রাতে আমার খাওয়ার ব্যবস্থা ছিল। মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ প্রথমে আমার খাওয়ার ব্যবস্থা বন্ধ করে দিলেন। অতঃপর বিদ্যুৎ ও পানি বন্ধ করলেন। অফিস কক্ষের দক্ষিণ প্রান্তে টয়লেটের দরজায় তালা দিলেন। নীচে মসজিদের পাশের গলিতে মোটর সাইকেল রাখা বন্ধ করে দিলেন। তারপর নীচ থেকে পানি আনতে বাঁধা প্রদান এমনকি এক পর্যায়ে ট্যাপ থেকে পানি নেওয়ার সময় আমার হাত থেকে পানির পাত্র কেড়ে নিতেও তাদের বিবেকে বাঁধেনি। অন্য দিকে অফিস ভাড়া না নিয়ে অফিস ছেড়ে দেয়ার জন্য উকিল নোটিশ দিলেন। ‘যুবসংঘ’-এর পক্ষ থেকে তার জবাব দেওয়া হয়। তারা কোর্টে কেস ফাইল করলে আইনী লড়াই শুরু হয় এবং প্রতি মাসে ট্রেজারীতে ঘর ভাড়ার টাকা জমা প্রদান করা হয়।

অবশেষে কেসের রায় তাদের পক্ষে গেলে ‘যুবসংঘ’-এর পক্ষ থেকে আমি বাদী হয়ে হাইকোর্টে রিভিউ পিটিশনের মাধ্যমে অর্ডারের কপি নিম্ন আদালতে জমা দেওয়ায় তারা রণে ভঙ্গ দেন। সাথে সাথে স্থানীয় কিছু বখাটে লোক দিয়ে আমাদেরকে মারধর করা এমনকি অফিস থেকে জোরপূর্বক বের করে দিয়ে অফিস দখলের হুমকি-ধমকি দিতে আরম্ভ করে। কেন্দ্রীয় কর্মপরিসদের দায়িত্বশীলগণের প্রায় সকলেই মাসিক মিটিং শেষে স্ব স্ব এলাকায় ফিরে যেতেন। তাছাড়া সে সময়ের প্রচার সম্পাদক গোলাম কিবরিয়া প্রথমই সংগঠন থেকে চলে যান। তারপর সহ-সভাপতি মাওলানা এনামুল হকও কেন্দ্রে আসা বন্ধ করে দেন। সবশেষে সভাপতি মাওলানা মুহাম্মদ আবু বকর ভাইও ১৯৯১-এর সম্মেলনের দিন ট্রেন ধরে বাড়ীতে চলে যান। আর ফিরে আসেনি। কিন্তু আমাকে অফিসে থাকতে হ’ত। সেজন্য তাদের সব রাগ আমার উপর। স্থানীয় মামুন নামে এক ব্যক্তি এসে হুমকি-ধামকি ও গালিগালাজ করতে থাকায় আমিও তাকে উদ্দেশ্য করে বলছিলাম, ‘যতক্ষণ দেহে প্রাণ থাকবে ততক্ষণ হুমকি-ধমকিতে কাজ হবে না। আল্লাহর উপর ভরসা করে এমনি এক বিব্রতকর পরিস্থিতিতে কেন্দ্রীয় কার্যালয় রক্ষার চেষ্টা করা হয়। সর্বোপরি ১৯৯১ সাথে ‘যুবসংঘ’-এর ২য় জাতীয় সম্মেলন ও তাবলীগী ইজতেমার ৩/৪ দিন আগে আমার নামে ভুলভাল তথ্য পরিবেশিত হওয়ায় গোলাম কিবরিয়ার নেতৃত্ব ৮/১০টি ছেলে রাণীবাজার মাদ্রাসার মসজিদ চত্বর থেকে বের হয়ে খারাপ ভাষা ব্যবহার করে বলতে থাকে— একে মারো। একে সরাতে না পারলে ‘যুবসংঘ’-এর অফিস দখল করা যাবে না। এ হ’ল মূল হোতা ইত্যাদি কথা বলতে বলতে তেড়ে আসে।

এমন সময় মসজিদের ভিতর থেকে প্রফেসর এ. কে. এম শামসুল আলম ছাহেব বের হয়ে আসেন এবং তার হস্তক্ষেপে সেদিন তাদের মিশন ব্যর্থ হয়। সে সময় রাজশাহী শহরে বসবাসকারীদের মধ্যে যারা আমাদেরকে সর্বাঙ্গিক সহযোগিতা করেছিলেন তাদের মধ্যে শায়েখ আব্দুছ ছামাদ সালাফী ছাহেব অন্যতম। একই বাসায় বসবাসরত তারই জামাতা গোলাম কিবরিয়া তখন ‘যুবসংঘ’-এর চরম বিরোধী। আর সেই দুঃসময়ে শ্বশুর সালাফী ছাহেবের ভূমিকা লেখনীর মাধ্যমে প্রকাশ করা অসম্ভব।

মুহতারাম আমীরে জামা‘আত প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল গালিব ছাহেবের জীবননাশের হুমকি প্রদান ও পরিবারসহ তাকে রাতারাতি সাধুর মোড়ের বাসা ছাড়তে বাধ্য করা, ‘যুবসংঘ’-এর কেন্দ্রীয় কার্যালয় হটানোর সর্বমুখী ষড়যন্ত্র, রাজশাহী ও তৎপার্শ্ববর্তী এলাকায় ‘যুবসংঘ’-এর কার্যক্রম পদে পদে বাধাগ্রস্ত করাসহ নানামুখী প্রতিকূল পরিবেশের বিপরীতে সালাফী ছাহেবের অকুপণ সহযোগিতা ভোলার নয়। অথচ ২০০৬ সালে কারাগার থেকে বেরিয়ে এসে সেই তিনিও একসময় বদলে গেলেন। সংগঠনে থাকলেন না। উল্টো সংগঠনের বিরুদ্ধে নিতে লাগলেন একের পর হঠকারী পদক্ষেপ! পৃথিবী বোধহয় এমনই! কেউ জানে না কার গন্তব্য কোথায়! জীবন কাকে কখন কোনদিকে নিয়ে যায়! মুনির চৌধুরীর ভাষায়—‘মানুষ মরে গেলে পচে যায়, বেঁচে থাকলে বদলায়, কারণে-অকারণে বদলায়’। আল্লাহ আমাদের হেফায়ত করুন, আমীন!

দীর্ঘ সাংগঠনিক জীবনে এতটুকু বুঝেছি যে, সংগঠন করার ত্যাগের প্রয়োজন সবচেয়ে বেশী। যাদের ত্যাগ নেই, কুরবানী নেই; যাদের মধ্যে লোভ ও স্বার্থের বিষ ঢুকেছে, হোক তা অর্থ কিংবা পদবীর, তার পক্ষে আর সংগঠনে টিকে থাকা সম্ভব নয়। যতই তিনি জ্ঞানী বা ডিগ্রিধারী হন না কেন। একজন নির্লোভ ব্যক্তির পক্ষেই কেবল নিঃস্বার্থভাবে দ্বীনের খেদমত সম্ভব। নতুবা একসময় সে যাত্রাপথ থেকে ছিটকে পড়বেই। তাই আগামী প্রজন্মের সমাজ সংস্কারকদের প্রতি আমার একটাই অনুরোধ—নির্লোভ থেকে দাঁতে দাঁত চেপে সততা ও ধৈর্যের সাথে লক্ষ্যপানে এগিয়ে চলুন। ইনশাআল্লাহ দুনিয়া ও আখেরাতে সর্বত্র আমরা বিজয়ী হবই। আল্লাহ আমাদের কবুল করুন। আমীন!



## আমার প্রিয় সংগঠন ‘বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ’

-অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম (যশোর)\*

তখন ১৯৭৯ সাল। শুনলাম ১৯৭৮ সালে অর্থাৎ বিগত বছরের ৫ই ফেব্রুয়ারীতে ঢাকার উত্তর যাত্রাবাড়ীতে আহলেহাদীছ যুবকদের জন্য একটি যুবসংগঠন গঠিত হয়েছে। মনের ভিতর একটি সুপ্ত অনুভূতি আন্দোলিত হ’ল। কারণ অনেক দিন থেকেই এ রকম একটি সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করতাম।

সে সময় আমি একটি তাক্বলীদপন্থী ইসলামী সংগঠনের কর্মী ছিলাম। এদের সঙ্গে বিভিন্ন কারণে দূরত্ব ছিল। তারা আমার আমলকে বৈঠক মনে করত না; কিন্তু তাদের মাযহাবী আমলকেও ছাড়তে রাব্বী ছিল না। এজন্য তারা বলত এটাও ঠিক ওটাও ঠিক। সব চাইতে বড় কথা হ’ল, আমি যখন প্রশ্ন করতাম দেশের রাষ্ট্র ক্ষমতা কিসের ভিত্তিতে হবে? তখন আমাকে সন্তুষ্ট করার জন্য বলতেন, আগে আন্দোলন সফল হোক তারপর সবাই মিলে দেশের আইন তৈরী করা যাবে। আমাকে বলতেন, এত চিন্তা করছ কেন? আমরা সবাই তো সেখানে থাকব। কোন সমস্যা হবে না।

তবু মনের ভিতর সব সময় একটি বিষয় উঁকি দিত। তারা সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং আমরা সংখ্যালঘু। যাহোক ‘বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ’ সংগঠনের কথা যখন কানে এল তখন মনে করলাম নিজের সংগঠন পেয়ে গেছি। সঙ্গে সঙ্গে কয়েকটি শাখা গঠন করলাম। যদিও তখন কিছুই জানতাম না। সংগঠনের আহ্বায়ক কে? গঠনতন্ত্র কি? কর্মপদ্ধতিই বা কি?

শাখা গঠন দ্রুত এগিয়ে চলল। কেশবপুর, মনিরামপুর থানায় প্রায় ১৫-২০টি শাখা গঠন করা হ’ল। প্রত্যেক শাখাতে দেখেছি যুবকদের ভিতরে একটা দারুণ উদ্দীপনা। তখন মনে করলাম যে, কেন্দ্রীয় দায়িত্বশীলদের এনে একটি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা যাক। অনুষ্ঠানের আয়োজন হ’ল অত্যন্ত জাঁকজমক সহকারে। ১৯৮০ সালের শেষের দিকে এ অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ছিলেন তখনকার ‘যুবসংঘ’-এর আহ্বায়ক মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব এবং বিশেষ অতিথি ছিলেন সরকারী বি.এল কলেজের অধ্যাপক এ এইচ এম শামসুর রহমান। যিনি কেশবপুরের লোক। অনুষ্ঠানে যুবকদের উৎসাহ-উদ্দীপনা ছিল সত্যিই অনন্য। যা পরবর্তীতে পথ চলার ক্ষেত্রে অত্যন্ত সহায়ক হবে বলে মনে করলাম।

আমাদের এলাকায় একটি বিষয় লক্ষ্য করলাম, অনেকেই সংগঠনের জন্য উৎসাহ দেখালেন এবং বললেন, আপনাদের তো আর অনেকদিন খুঁজে পাওয়া যাবে না।

তাদের কথার যৌক্তিকতা খুঁজে পেলাম। দীর্ঘদিন আহলেহাদীছ গ্রামগুলোতে কোন সফর নেই। কোন রকম প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয় না। এমনকি সংগঠনের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য, কর্মসূচী ও কর্মপদ্ধতি সম্পর্কেও ধারণা কারও নেই। সেজন্য যাদের ভিতর সামান্যতম কর্মচাঞ্চল্য আছে, তারা অন্যদের ঘরে আলো জ্বালাচ্ছে। অথচ নিজের ঘরে কোন আলো নেই।

শুধু কি তাই। আমাদের এলাকায় ২৭ গ্রামের সর্দার ছিলেন খলীল মুসী। শুনেছি তার নেতৃত্বে গ্রামগুলি পরিচালিত হ'ত। তিনি তাদেরকে সঠিকভাবে তত্ত্বাবধান করতেন। কিন্তু তার মৃত্যুর পর দুর্বল উত্তরাধিকারীদের কারণে সবকিছু নিঃপ্রভ হয়ে গেল। এমনকি আক্বীদা ও আমলেও ভেজাল ঢুকে পড়ল। আমি ২৭ গ্রাম শনাক্ত করার জন্য প্রচেষ্টা চালালাম। অনেকটা সফল হ'লাম। কিন্তু কয়েকটা গ্রামে আক্বীদা ও আমলের ক্ষেত্রে বৈপরীত্য লক্ষ্য করলাম। চেষ্টা চলল সংশোধনের জন্য। অনেক ক্ষেত্রে কৃতকার্য হওয়া গেল। ইতিমধ্যে আমাদের এলাকায় একটি সাংগঠনিক যেলা প্রতিষ্ঠাও করলাম।

এরপর রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির সুবাদে সংগঠনের মুহতারাম আহ্বায়কের সাথে ঘনিষ্ঠতা সৃষ্টি হ'ল। প্রচলিত ইসলামী আন্দোলনের সঙ্গে আহলেহাদীছ আন্দোলনের পার্থক্য ভালভাবে বুঝার সুযোগ হ'ল। সংগঠনের সাথে সম্পর্ক আরও গভীর হ'ল। তখন শহীদ শাসসুজ্জোহা হলে স্যার এসিস্ট্যান্ট হাউস টিউটর হিসাবে কর্মরত ছিলেন। ঐ রুমে আমরা সাপ্তাহিক নিয়মিত বৈঠক করতাম। জমঈয়তে আহলেহাদীসের সভাপতি ড. আব্দুল বারী স্যারের ছোট ছেলে হাবীব নবাব আব্দুল লতীফ হলে থাকত। আমরা তাকে বৈঠকে দাওয়াত দিলে সে আসত এবং উচ্ছসিত প্রশংসা করে বলত 'এ ধরনের বৈঠক আমাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ'। দেখতে দেখতে কয়েকটা বছর কেটে গেল। ১৯৮৪ সাল। বছরটি আন্দোলনের খুবই স্মরণীয়।

**প্রথমত :** সে বছর আহলেহাদীছদের দু'জন মহান ব্যক্তিত্ব মৃত্যুবরণ করেন। একজন ছিলেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের প্রতিষ্ঠাতা প্রফেসর ও ডবল ডক্টরেট ডিগ্রিধারী বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলেহাদীসের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি এবং 'যুবসংঘ' কে যিনি সবসময় অনুপ্রেরণা যোগাতেন সেই শ্রদ্ধেয় স্যার ড. আফতাব আহমাদ রহমানী। দ্বিতীয়জন ছিলেন বক্তৃতা জগতে ক্ষেত্রে আলোড়ন সৃষ্টিকারী উজ্জ্বল নক্ষত্র, 'যুবসংঘ'-কে যিনি প্রাণ দিয়ে ভালবাসতেন সেই বাগ্মী সম্রাট মাওলানা আব্দুল্লাহ ইবনে ফযল। দু'জন পরম শ্রদ্ধেয় মুরব্বীর জন্য আল্লাহর কাছে জান্নাতুল ফিরদাউস কামনা করছি-আমীন!

**দ্বিতীয়ত :** আহ্বায়ক কমিটি হ'তে পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠন ও কেন্দ্রীয় কার্যালয় স্থাপন। ১৯৮৪ সালের ৩০শে মে রাজশাহী রাণীবাজার মাদ্রাসা মার্কেটে কেন্দ্রীয় কার্যালয় স্থাপিত হয়। ১৯৮৪ সালের ৩১শে আগষ্ট শুক্রবার 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ



যুবসংঘ'-এর নব স্থাপিত কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে পূর্বের কেন্দ্রীয় এডহক কমিটি বাতিল করে পরবর্তী দু'বছরের জন্য মজলিসে শূরা ও কর্মপরিষদ নির্বাচিত ও অনুমোদিত হয়। গুরু হ'ল যেলাসমূহকে সাংগঠনিক যেলায় রূপান্তরের প্রক্রিয়া। যেলাসমূহে যুবকদের ভিতরে উৎসাহ, উদ্দীপনা ও মুরব্বীদের ব্যাপক সহযোগিতা পাওয়া গেল। সবাই খুশীতে বাগবাগ হয়ে উঠল। কিন্তু একটি মহলকে সব সময় বিভিন্ন কূটতর্কের ভিত্তিতে প্রশ্ন করতে দেখেছি। প্রশ্নের উত্তর দিলেও তাদের মনঃপুত হয় না। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বিভিন্ন ভঙ্গিতে প্রশ্ন আরও জটিল করে তোলার চেষ্টা করতেন তারা।

এরপর ১৯৮৫ সালের ২৮শে ফেব্রুয়ারী, ১লা ও ২রা মার্চ তিন দিন ব্যাপী 'বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলেহাদীস'-এর ৫ম জাতীয় কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হ'ল ঢাকার ৭৮ নং উত্তর যাত্রাবাড়ী জমঈয়ত মিলনায়তন প্রাঙ্গণে এবং শেষদিন বংশাল সাউথ সেন্ট্রাল রোডে উন্মুক্ত জনসভা। উক্ত সম্মেলনে শেষ দিনের আলোড়ন সৃষ্টিকারী বক্তা ছিলেন পাকিস্তান জমঈয়তে আহলেহাদীছের সেক্রেটারী শায়েখ ইহসান ইলাহী যহীর। তিনি উর্দুতে জ্বালাময়ী ভাষণ দিলেন। অনুবাদ করলেন আমাদের বিভাগের স্যার ড. মুজিবুর রহমান। জনাব যহীর বক্তৃতার এক পর্যায়ে দুঃখ করে বললেন, আমি কয়েকটা ভাষায় বক্তৃতা করতে পারি। আপনাদের ভাষা না জানার কারণে আমাকে আমার মাতৃভাষা উর্দুতে বক্তৃতা করতে হচ্ছে। যদি আগামীতে আসার সৌভাগ্য হয় তবে আপনাদের ভাষা শিখে বক্তৃতা করব ইনশাআল্লাহ!

'যুবসংঘ'-এর কর্মীরা ওনার বক্তৃতায় উৎসাহিত হ'ল। পরবর্তী সম্মেলনে তাঁকে আনার জন্য সিদ্ধান্ত হ'ল। জমঈয়তের কাছে লিখিত অনুমতিও চাইলাম। কিন্তু অনুমতির গড়িমসির কারণে দেরী হয়ে গেল। পরে ১৯৮৭ সালের ২৩শে মার্চ লাহোরে আহলেহাদীছ ইয়ুথ কনফারেন্সে বিরোধীদের পেতে রাখা টাইম বোমা বিস্ফোরণে তিনি নিহত হ'লেন। ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন। জমঈয়ত কনফারেন্সের এক পর্যায়ে দেখা গেল আমাদের একটা ব্যানার ময়দানে নেই। তাছাড়া শোনা গেল যাত্রাবাড়ী মাদ্রাসায় গিয়ে স্বয়ং জমঈয়ত সভাপতি ও তার ছোট ভাই কতক ছাত্রকে দিয়ে (আব্দুল ওয়াহাব, আলাদীপুর) যুবসংঘের ব্যানার নামিয়ে দিয়েছেন এবং অনেক বাজে কথা বলেছেন। স্যারের নির্দেশক্রমে ডক্টর হাছেবের কাছে ব্যানার নামানোর বিচার চেয়ে দরখাস্ত দিলাম। কিন্তু কোন কাজ হ'ল না।

গুরু হ'ল নির্যাতন। বিভিন্ন চক্রান্তের মাধ্যমে সংগঠনকে ধ্বংস করার পায়তারা। কারণ আক্বীদাগতভাবে সবাই আহলেহাদীছ হলেও যুবসংঘ ও জমঈয়ত-এর মধ্যে আদর্শিক পার্থক্যটা তখন দিনে দিনে স্পষ্ট হয়ে উঠছিল। ধর্মীয়ভাবে এক অবস্থান এবং রাজনৈতিকভাবে আরেক অবস্থান নিয়ে জমঈয়ত নেতৃত্ব যেন 'আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-কে তাদের জন্য স্পষ্ট হুমকি ভাবছিল। ফলে যা হবার তাই হ'ল। চক্রান্ত আরও তীব্রতর হ'ল। অবশেষে ১৯৮৯ সালের ২১শে জুলাই কোন রকম আগাম নোটিশ ছাড়াই 'যুবসংঘ'-এর সাথে জমঈয়ত 'সম্পর্কহীনতা' ঘোষণা করল।

জমঙ্গীত নেতারা কেবল বলেন, এটা কেন্দ্রের সিদ্ধান্ত। এরপর তারা ২৮শে নভেম্বর ১৯৮৯ ঢাকার বংশাল মসজিদে ‘যুবসংঘ’-এর বিপরীতে পাল্টা সংগঠন হিসাবে ‘শুস্বান’ গঠন করেন। ‘শুস্বান’ গঠনের পর সারা দেশে যেন একটা ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করা হয়।

আমরা কেশবপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে নিয়মিত মাসিক বৈঠক করতাম। বৈঠকের দিন মসজিদে গিয়ে দেখি তালা দেওয়া। খোঁজ নিয়ে দেখা গেল মসজিদের একজন নিয়মিত মুছল্লীর নিকট চাবি আছে। তার কাছে চাবি আনতে গেলে তিনি বললেন, তোমরা যাও আমি আসছি। আমরা দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকেও চাবির কোন খোঁজ পেলাম না। অবশেষে মসজিদের জমিদাতা আমাদের দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে সবকিছু শুনে বললেন, দাঁড়াও আমি ব্যবস্থা করছি। মসজিদের দরজার একটি কপাট ময়বুত ছিল না। তিনি একটা লাথি দিয়ে সেটি খুলে দিলেন এবং বললেন, যাও ভিতরে গিয়ে তোমাদের বৈঠক কর। আমরা মনে করলাম, উনি মসজিদের জমিদাতা তাঁর জমির উপর মসজিদ প্রতিষ্ঠা হয়েছে। সুতরাং কেউ কিছু বলতে পারে এটা আমাদের চিন্তাতেই ছিল না।

অতঃপর জমঙ্গীত নেতাদের আগমন ঘটল। এসেই বিভিন্ন রকম কথাবার্তা শুরু করলেন। মনে হচ্ছিল যেন তারা কোন যুদ্ধের ময়দানে এসেছেন। প্রথমে তারা বললেন, মসজিদের দেয়ালে ঘড়ি কই? তোমরা চুরি করেছ? আমাদের ঘড়ি এনে দাও। তোমাদেরকে জমঙ্গীত বহিষ্কার করেছে।

আরেকজন বলল, ওরা কি মসজিদে ছালাত পড়তে পারবে? তখন একজন বলল, ছালাত পড়তে পারবে কিন্তু মসজিদে বসতে পারবে না ইত্যাদি। যে দুর্ব্যবহার তারা সেদিন দেখিয়েছিল কলমের ডগায় তা আনা যাবেনা। যে মসজিদ আমরা নিজেরা টাকা দিয়ে, টাকা উঠিয়ে নির্মাণ করলাম। আজ সেই মসজিদেই আমরা চরম অবহেলিত হলাম। আল্লাহর উপরেই সবকিছু সমর্পণ করলাম। শুধু এতটুকুতে তারা নিবৃত্ত হ’ল না। নিজের গ্রাম থেকে তাড়ানোর জন্য তারা জোর প্রচেষ্টা চালাতে লাগল। দু’জন ব্যক্তির মধ্যে মারামারি হয়েছে। অথচ তার আসামী আমি। আমি নাকি তাকে ইট মারতে বলেছি। আমার বিচার করার জন্য খুলনায় বসবাসরত জনৈক ব্যক্তিকে নিয়ে আসা হ’ল।

ঐ সময়ে তার উপরে কথা বলার কেউ ছিল না। তিনি যা বলবেন তাই আমাকে মেনে নিতে হবে। যদি প্রতিবাদ করি তাহ’লে তিনি আমাকে গ্রাম থেকে বের করে দিবেন। আমার এক চাচাতো ভাই বললেন, আজ কোন কথা বলা যাবে না। ওরা যা বলে শুধু শুনে যেতে হবে। ছোট ছোট ছেলেদের কাছে বাঁশের লাঠি বানিয়ে দিয়েছিল এবং বলেছিল, ‘যখন হুকুম দেওয়া হবে তখন তোরা মারা শুরু করবি’। যাহোক চাচাতো ভাইয়ের কথা রাখলাম। নীরবতা পালন করলাম। আল্লাহই হেফযত করলেন। কিন্তু অত্যাচারের মাত্রা দিন দিন বাড়তে লাগল। তারা ভেবেছিল এভাবে নির্যাতন চালালে

এক সময় ‘যুবসংঘ’ শেষ হয়ে যাবে। কিন্তু আল্লাহ যাদের হেফাযতকারী নির্যাতন তাদের কাছে ইব্রাহীম (আঃ)-এর আগুনের ন্যায় শীতল।

কেশবপুর নূরপুর মসজিদে ইফতার মাহফিল থেকে বের করে দেয়া হ’ল। ফলে রাস্তায় বসে ইফতার করতে হ’ল। ইফতার মাহফিলের গরু ছিনতাই করেছিল আলতাপোল গ্রামের কয়েকজন সম্ভ্রাসী। আমাদের দু’খানা সাইকেলও তারা লুট করল। কেশবপুর জামে মসজিদে রক্ষিত প্রায় ১৫০০০ টাকার বইও তারা লুট করল। শুধু তাই নয়, কেন্দ্রীয় মেহমানদের সাথে অসৌজন্যমূলক ব্যবহার এবং গালিগালাজ করতেও তারা দ্বিধা করেনি। এরকম হিংসাত্মক আচরণ এবং ন্যাকারজনক পদক্ষেপকেই তারা দ্বীনের কাজ মনে করতে লাগল। তবে গায়ের জোরে অনেক কিছু করা গেলেও প্রকৃত সত্যকে নির্মূল করা আদৌ সম্ভব নয়।

এ অবস্থা কেবল যশোরে নয়, তারা সমস্ত বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল পর্যন্ত সৃষ্টির পায়তারা চালিয়েছিল। কুমিল্লাতে দু’জন কর্মীকে কেন্দ্রীয় নেতাদের সামনেই মর্মান্তিকভাবে পিটানো হয়েছিল। যার ফলে একজনের মলদ্বার দিয়ে রক্ত প্রবাহিত হয়েছিল। এ অবস্থায় হাসপাতালে সে ২৬ ঘণ্টা অজ্ঞান ছিল। বগুড়ার আইয়ুব ভাই যখন খারাপ পথে চলত তখন কেউ তাকে ভাল পথে চলার জন্য আহ্বান করেনি। কিন্তু যখন সে ‘যুবসংঘ’ যোগদান করে ভাল কাজের দিকে যুবকদের আহ্বান করছে, তখন তার উপর অকথ্য নির্যাতন হয় সম্মিলিত মুনাজাত না করার অপরাধে। অথচ এখন তো আহলেহাদীছ মসজিদে শুধু নয় অনেক হানাফী মসজিদ থেকেও ফরয ছালাতান্তে দলবদ্ধ মুনাজাত উঠে গেছে। এভাবে অত্যাচার এবং নির্যাতনের মাধ্যমে সমস্ত বাংলাদেশ থেকে তারা ‘যুবসংঘ’-কে উৎখাত করতে চেয়েছিল।

তত শত বাধার মাঝেও ‘বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ’ সর্বদা যুবসমাজকে কুরআন ও ছহীহ হাদীছের দিকে আহ্বান জানিয়ে এসেছে এবং তাদেরকে সকল প্রকার বাতিল মতাদর্শ ত্যাগ করে নির্ভেজাল আহলেহাদীছ হিসাবে গড়ে উঠার কর্মসূচী দিয়েছে। তারা কখনই যুবসমাজকে অন্যায় ও যুলুমের দিকে উৎসাহিত করেনি। হিংসা-প্রতিহিংসা, বিভক্তি ও অনৈক্যের দিকে প্ররোচিত করেনি। মাননীয় জমঈয়ত সভাপতিকে তারা সর্বদা প্রধান উপদেষ্টার মর্যাদা দিয়ে এসেছে। ১৯৮৯ সালের ১৭ই ফেব্রুয়ারী রাজশাহীতে অনুষ্ঠিত ‘যুবসংঘ’-এর ৫ম কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সম্মেলনে নব নির্বাচিত কর্মপরিষদ ও কাউন্সিল সদস্যদেরকে প্রধান উপদেষ্টা হিসাবে তিনিই শপথ বাক্য পাঠ করান, যার ক্যাসেট ও ছবি আজও রয়েছে। সাপ্তাহিক আরাফাতে রিপোর্টও রয়েছে। তবুও হঠাৎ ১৯৮৯ সালের ২১শে জুলাই তিনি ‘যুবসংঘ’-এর সাথে কোনরূপ আলোচনা ছাড়াই বিনা কারণে সম্পর্কহীনতা ঘোষণা করে ‘জমঈয়ত’ অত্যন্ত অদূরদর্শীভাবে আহলেহাদীছ জামা’আতকে দ্বিধাবিভক্ত করে। অতঃপর ২৮শে নভেম্বর ১৯৮৯-তে ‘শুব্বান’ গঠনের দুঃখজনক সিদ্ধান্ত নিয়ে বিভক্তিকে স্থায়ীত্ব দান করে।

ওয়ার্কিং কমিটির উক্ত সিদ্ধান্তে ক্ষুব্ধ হয়ে খ্যাতনামা আলেম ও বাগ্মী খুলনা-বাগেরহাট জেলা জমঙ্গিয়তে আহলেহাদীছের মাননীয় সভাপতি খ্যাতনামা বাগ্মী ও মুনাযির মাওলানা আব্দুর রউফ সরাসরি মাননীয় জমঙ্গিয়ত সভাপতিকে লেখা এক পত্রে বলেন, ‘আহলেহাদীছ যুবশক্তিকে বিভক্তকরণ গীবতের চাইতেও জঘন্য মিল্লাত বিধ্বংসী অপরাধ। আপনি ‘যুবসংঘ’-এর উপরে প্রভুত্ব ও প্রাধান্য বিস্তারে ব্যর্থ হয়ে নতুন করে যুবসংঘ তৈরীর চেষ্টায় মেতে উঠেছেন। এই দলাদলি করার অধিকার কুরআনের কোন আয়াত বা মারফু মুত্তাসিল হাদীছ আপনাকে দিয়েছে?’

এমনিভাবে জমঙ্গিয়তের সহ-সাধারণ সম্পাদক ও খুলনা বি এল সরকারী কলেজের হিসাব বিভক্তানের প্রভাষক জনাব সৈয়দ আনোয়ারুল ইসলাম এক চিঠিতে বলেন, ‘১৯৭৮ সালের ৫ই ফেব্রুয়ারী থেকে ১৯৮৯ সালে ২১শে জুলাই’ পর্যন্ত যুবসংঘ ছিল আহলেহাদীছদের প্রাণপ্রিয় সংগঠন। জমঙ্গিয়তের নেতারা ই ছিলেন যার প্রধান পৃষ্ঠপোষক ও উপদেষ্টা। হঠাৎ করে কোন কারণ দর্শানো নোটিশ ছাড়াই বা কোন লিখিত বা সাংগঠনিক অভিযোগ ছাড়াই জমঙ্গিয়ত ‘যুবসংঘ’-এর সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করে নতুন সংগঠন তৈরীতে মনোনিবেশ করল।

কোন কর্মী কোন অন্যায় করলে তার বিচার হবে। কিন্তু তাই বলে জামা‘আতকে বিভক্ত করা চলে না। জমঙ্গিয়ত নেতা তাই করেছেন। জামা‘আতের অবিসংবাদিত নেতা হবার দাবীদার হিসাবে ক্বিয়ামতের মাঠে তাকে অবশ্যই আল্লাহর নিকট এর কৈফিয়ত দিতে হবে। আহলেহাদীছ আন্দোলনের প্রতি তরুণ সমাজ যেভাবে এগিয়ে আসছিল তার চেয়ে দ্বিগুণ গতিতে এখন পিছিয়ে যাবে। এর জন্য দায়ী হবে কে?’ (যুবসংঘের জাতীয় সম্মেলন স্মরণিকা ৯১. ৭ ও ৮ পৃষ্ঠা)।

প্রকৃতপক্ষে আহলেহাদীছ আন্দোলন যখন নিজেদের মূল আন্দোলন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বাতিলপন্থী রাজনৈতিক আন্দোলনে ঢুকে পড়েছিল। তখন তাদের তরফ থেকে ‘যুবসংঘ’ বেশী বাধা প্রাপ্ত হয়েছে। তবুও এটাই পৃথিবীর নিয়ম। বাধার প্রাচীর ডিঙ্গিয়ে সফলতার দ্বার প্রাপ্তে পৌছাতে হয়। সেজন্য আল্লাহ পাক বলেন, وَلَا تَهِنُوا

وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ‘আর তোমরা হীনবল হয়ো না, চিন্তিত হয়ো না। তোমরাই বিজয়ী যদি তোমরা মুমিন হও’ (আলে ইমরান ৩/১৩৯)। পার্থিব বিজয় লাভ মুমিনের লক্ষ্য নয়। পরকালীন সফলতা মুমিনের জন্য সবচেয়ে বড় পাওয়ার। এ লক্ষ্যে ‘বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ’ কাজ করে যাচ্ছে। আল্লাহ তুমি এ সংগঠনকে কবুল কর এবং আমাদের পরকালীন জীবনে মুক্তির অসীলা বানিয়ে দাও।-আমীন!



## পারম্পরিক অকুষ্ঠ ভালবাসার নাম ‘যুবসংঘ’

-মুহাম্মাদ আব্দুল হাই\*

আমার খুব মনে পড়ে সে দিনগুলির কথা, যখন আমি রাজশাহী রাণীবাজার মাদ্রাসা ইশা‘আতে ইসলামে ছাত্র ছিলাম। সেখানেই ওয় তলায় ছিল ‘বাংলাদেশ আহলেহাদীছ ‘যুবসংঘ’-এর কেন্দ্রীয় অফিস। সেই সুবাদে ‘যুবসংঘ’-এর অফিসে আমার নিয়মিত যাতায়াত ছিল। বিভিন্ন স্তরের দায়িত্বশীলদের সাথে প্রায়ই সাক্ষাৎ ও মতবিনিময় হত। সাংগঠনিক কার্যক্রমে তেমন জড়িত ছিলাম না। ভাললাগা থেকে ভালবাসা। ফলে মনে-প্রাণে ভালবাসতে লাগলাম সংগঠনকে। সাধ্যমত সহযোগিতা করার মানসিকতা রাখতাম।

১৯৮৫ ও ৮৬ সনের ‘যুবসংঘ’-এর কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সম্মেলনে কাউন্সিলর ভাইদের খাদ্যের আয়োজনে রান্না ও পরিবেশনায় সামান্য ভূমিকা রাখার চেষ্টা করেছিলাম একান্তই আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আশায়। যদিও তৎকালীন ‘যুবসংঘ’-এর সভাপতি মাওলানা আবু বকর আমাদের জন্য কিছু উপহারের ব্যবস্থা করেছিলেন।

১৯৯৩-৯৫ সেশনে নিজের অনিচ্ছা ও অযোগ্যতা সত্ত্বেও আমার উপর ‘যুবসংঘ’-এর কেন্দ্রীয় সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদকের দায়িত্ব অর্পিত হয়। সফলতার সাথে উক্ত দায়িত্ব পালন করতে পেরেছি বলে দাবী করতে পারব না। তবে সাংগঠনিক পরিবেশে জবাবদিহিতার মধ্যে থাকায় নিজের জীবনে শৃংখলা, নিয়ম-নীতি, অধ্যবসায় ও সময়ানুবর্তিতা লক্ষ্য করেছি। যদিও অলসতা পূর্ণভাবে কাটিয়ে উঠতে পারিনি। ‘যুবসংঘ’-এর প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি মুহতারাম আমীরে জামা‘আত প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব স্যার আমাকে বলেছিলেন, ‘তুমি এত অলস কেন? আলসেমী ছাড়! অলস মানুষ নিজের জীবনেও কিছু করতে পারে না, জাতির জন্যও কিছু রেখে যেতে পারে না’। রাজশাহী দারুস সালাম আলিয়া মাদ্রাসার ভিপি নির্বাচিত হওয়ার পর হুড়াহুড়ি স্যারের বাসায় দেখা করতে গিয়েছিলাম। তখন তিনি আরেকটি কথা বলেছিলেন, ‘তুমি এত হাসো কেন? এত হাসলে Administration চালাবে কিভাবে? তার এই উপদেশ দু’টি আমি আজও প্রায়ই স্মরণ করি। কিন্তু সে তুলনায় জীবনে তেমন কোন পরিবর্তন আনতে পারিনি।

ঐ সময় ‘যুবসংঘ’-এর কেন্দ্রীয় অফিসে কিছু নিবেদিত প্রাণ কর্মী ও দায়িত্বশীল ছিলেন যারা কখনও শুনকো চিড়া ও ছাত্তু খেয়ে ও সাইকেলে চড়ে, কখনও পায়ে হেঁটে, মাঠে ময়দানে নিরলসভাবে দাওয়াতী কাজ করতেন। আশে-পাশে বিদ্যুৎ ও

\* সাবেক কেন্দ্রীয় সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদক, বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ, ১৯৯৩-৯৫ সেশন এবং দাঈ, বাংলা বিভাগ, ছানা‘ইয়া ক্বাদীমা, রিয়াদ, সউদী আরব।

পানির ব্যবস্থা থাকলেও কোন এক অদৃশ্য কারণে ‘যুবসংঘ’ অফিসের বিদ্যুৎ ও পানি বিচ্ছিন্ন করা হ’ল। এত প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও তারা নিরলসভাবে দাওয়াতী কাজ চালিয়ে যেতেন। এরূপ অবস্থা দেখে আমি অনুপ্রেরণা পেতাম। তাদের মধ্যে কেউ এখনও ‘আন্দোলন’-এর কেন্দ্রীয় দায়িত্ব পালন করছেন। আল্লাহ তাদের আমল ও ইখলাছে বরকত দান করুন।-আমীন!

(১) একদিন রাজশাহীর দুর্গাপুরের ফারুক আহমাদ ভাইয়ের সাথে বিনা এলাকার উপরবিল্লি গ্রামের আব্দুল খালেক মাস্টারের উদ্যোগে আয়োজিত আঞ্চলিক তাবলীগী ইজতেমায় যোগদানের জন্য রাণীবাজার থেকে দুপুরের পরে বের হলাম। সম্ভবত তখন জুলাই মাসের প্রচণ্ড গরম। বায়া পার হয়ে চান্দুড়িয়া (তানোর) এলাকায় পৌঁছার পূর্বেই হঠাৎ গুরু হ’ল প্রবলবেগে ঝড় ও মেঘের গর্জন। সেই সাথে অন্তর কাঁপানো বজ্রপাত। সূর্যাস্তের পূর্বেই কালো অন্ধকারে ছেয়ে গেল সর্বত্র। রাস্তার আশ-পাশে কোন বাড়ি-ঘর, দোকান-পাট কিছুই নেই। গুরু হয়ে গেল বৃষ্টি। দ্রুত সাইকেল চালিয়ে ভিজতে ভিজতে কোন রকমে গিয়ে চান্দুড়িয়া গ্রামে পৌঁছলাম। রাস্তার ধারে বুপড়ি এক বাড়ির ছোট্ট এক বারান্দায় আশ্রয় নিলাম। অনেক পরে বৃষ্টি থামল। তখন সাইকেল দু’টি ঐ বাড়িতে রাখার জন্য অনুরোধ করলাম। কিন্তু জরাজীর্ণ বাড়ি থেকে সাইকেল দু’টি চুরি হয়ে যাওয়ার আশংকায় বাড়ীর মহিলা কোনভাবেই রাযী হলেন না। পাশে এক বাড়ি দেখিয়ে বললেন, ঐ বাড়িতে রাখেন, ঐটা চৌকিদারের বাড়ি। কাদার মধ্যে সাইকেল ঠেলতে ঠেলতে নিয়ে গেলাম সে বাড়িতে। সে বাড়ির অবস্থাও একই রকম। যাহোক, অনেক অনুরোধ করায় রাযী হলেন। রাস্তার ধারেই বাড়ি। ছোট্ট দরজা দিয়ে সাইকেল দু’টি ভিতরে চুকিয়ে ডান দিকে ছোট্ট একটি খড়ের ছাউনির বারান্দায় কোন রকমে রেখে আসলাম।

সূর্যাস্তের পূর্বেই ঘুটঘুটে অন্ধকার। পায়জামা হাঁটু পর্যন্ত গুটিয়ে নিয়ে কাদা মাড়িয়ে চলতে থাকলাম। পেছনে ফিরে দেখার কোন সুযোগ নেই। আমি এলাকার ছেলে হলেও ঐদিকে কখনও যাওয়া হয় নি। পথ-ঘাটও তেমন ভাল চিনি না। মাথার উপরে কালো মেঘ গুড় গুড় করছে। মাঝে মাঝেই গর্জন হচ্ছে ও বিদ্যুৎ চমকচ্ছে। আমরাও দ্রুত এগিয়ে চলছি। আমি অলস প্রকৃতির। ভাল হাঁটতে পারছিলাম না। ফারুক ভাই আমাকে বিভিন্নভাবে সাহস যুগিয়ে এগিয়ে নিচ্ছেন। গন্তব্যস্থল মসজিদের নিকটে পৌঁছার পর অন্ধকারের মধ্যে চকচকে রাস্তা দেখে পা দিতেই ডান পা হাঁটু পর্যন্ত তলিয়ে গেল। ঝড়বৃষ্টির কারণে আমাদের পৌঁছাতে বিলম্ব হলেও অনেক লোকজন তখনও বসে ছিলেন। স্থানীয় দায়িত্বশীলগণ আলোচনা করছেন। রাতে প্রোথ্রাম শেষ হ’ল। পরের দিন সকাল থেকেই গুরু হ’ল এলাকার দায়িত্বশীলদের সাথে নিয়ে বিভিন্ন মহল্লায় দাওয়াতী কাজ। সে সময়ের অনেকের অকৃত্রিম ভালবাসা আজও মনে পড়ে। আল্লাহ আমাদের সকল প্রকার নেক আমল কবুল করুন।-আমীন!

(২) ‘বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ’-এর কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা পরিষদের উদ্যোগে আয়োজিত ১৯৯৩ সালের কেন্দ্রীয় তাবলীগী ইজতেমা’র প্রচার-প্রচারণা ও প্রস্তুতি চলছে খুব জোরেসোরে। অপরদিকে ভিতর ও বাহির থেকে বিভিন্ন বাধাও আসছে। আমি বিনা এলাকার তৎকালীন দায়িত্বশীল উদ্যমী নেতা মুসলিম চাচার সাথে প্রচারণার কাজে সঙ্গী হলাম। উনি আমার পিতার খুব কাছের বন্ধু হিসাবে আমাকে খুবই আদর করতেন।

সকাল ৯-টার দিকে ইজতেমার একগাদা পোষ্টার ও নিজেদের তৈরী করা বড় এক ডিব্বা ময়দার আঠার পাত্র মোটর সাইকেলের পিছনে বেঁধে নিয়ে রাণীবাজার থেকে বের হলাম বাগমারা এলাকার উদ্দেশ্যে। রেলগেটে যেতেই ট্রাফিক পুলিশ আমাদের আটকিয়ে মোটর সাইকেলের অরিজিনাল কাগজপত্র তলব করল। তখন আমাদের সাথে কাগজপত্র ছিল না। অনেক কথার পর চাচাকে সেখানে রেখে রিক্সা যোগে গিয়ে ‘যুবসংঘ’ অফিস থেকে কাগজপত্র নিয়ে আসলাম। অতঃপর চলতে থাকলাম। চলতে চলতে এক পর্যায়ে পাকা রাস্তা শেষ হয়ে গুরু হ’ল আঁকা-বাঁকা, চিকন-সরু মেঠো পথ। কোথাও কোথাও রাস্তায় নতুন মাটি ফেলা হয়েছে বা ফেলা চলছে। কখনও বড় বড় ঢিলের আঘাত দু’পায়ে লাগছে। স্লিপ করে পড়ে যাওয়ার আশংকায় মাঝে মাঝেই ভয়ে ভীত হয়ে বুক কাঁপছিল। কিন্তু চাচাজীর পিছন থেকে যোগানো সাহসে অবিরাম গতিতে চলতে থাকলাম।

বাগমারার আহলেহাদীছ অধ্যুষিত বিস্তীর্ণ এলাকায় গিয়ে মসজিদে মসজিদে পোস্টার লাগাতে থাকি। লোকজনের সাথে মিশে গণযোগাযোগ ও দাওয়াতী কাজ চলছে, কোথাও মৃদু বাধা, কোথাও উৎসাহ মিলছে। আমাদের নির্দিষ্ট কোন ব্যক্তি বা গ্রাম নিশানা ছিল না। কোথায় খাব, কোথায় বিশ্রাম নেব এরূপ কোন সিদ্ধান্ত নেই। এভাবেই অনেক গ্রাম ঘুরলাম। আমার এ মুহূর্তে কোন গ্রামেরই নাম মনে আসছে না। তবে আবছা আবছা মনে হয় তাহেরপুর, হামির কুৎসা, খাজাপাড়া ইত্যাদি। একজন ভাইয়ের নাম মনে পড়ে মনছুর ভাই। কোন গ্রামের তা এখন মনে পড়ছে না। এভাবে ঘুরে ঘুরে দু’দিন কাজ করে ফিরে আসলাম। ইতিমধ্যেই ইজতেমার সময় ঘনিয়ে এসেছে। কর্মীদের মাঝে দৌড়ঝাঁপ আর নানামুখী ব্যস্ততা সর্বত্র সাজ সাজ রব।

ঐ বছরের ইজতেমার কথা মনে হলেই আমার খুব স্মরণীয় ও হৃদয় বিদারক একটি ঘটনা সামনে এসে যায়। সেসময় ‘যুবসংঘ’-এর অফিসে বিভিন্ন দায়িত্ব পালনে ব্যস্ত ছিলেন একাধিক রফীক। এ যেন রফীকের সমাহার। পরিচয়ের জন্য ভাইয়েরা একাধিক উপাধি ঠিক করেছিলেন। যেমন- শেখ রফীক, ধলা রফীক, বগুড়া রফীক, মান্দা রফীক ও রফীকুল ইসলাম মাদানী। ইজতেমায় লোকদের খাবারের সার্বিক দায়িত্ব অর্পিত হয় আমীনুল ইসলাম, মান্দা রফীক এবং আমার উপরে। খুব সম্ভবত গাইবান্ধা এলাকার এক নতুন আহলেহাদীছ ভাই রান্নার কাজে অনেক সহযোগিতা করেছিলেন। তার নামটা এমুহূর্তে মনে নেই।

‘যুবসংঘ’-এর তৎকালীন ভারপ্রাপ্ত সভাপতি শেখ মুহাম্মাদ রফীকুল ইসলাম (১৯৯১-৯৩) আমার এ দায়িত্ব পালনসহ বিভিন্ন সাংগঠনিক বিষয়ে আমাকে হাতে-কলমে সহযোগিতা করেছেন। তিনি আমার মরহুম বাপজানের সাথেও অনেক ভাল সম্পর্ক তৈরী করেছিলেন। খাবার পরিবেশনের ক্ষেত্রে মান্দা রফীক টানা দু’দিন যে অতুলনীয় খেদমত দিয়েছিল তা আমার জীবনে স্মরণীয় হয়ে আছে। ঠিকমত খাবার পরিবেশনের জন্য তার যে অবিরাম ছুটাছুটি ও ব্যস্ততা ছিল তা এখনও আমার চোখে ভাসে। সকাল থেকেই দুপুরের রান্নার জন্য প্রস্তুতি, দুপুরের খাবার শেষ হ’তে না হ’তেই আবার রাতের রান্নার প্রস্তুতি, এভাবে বিরামহীন চলছে তো চলছেই।

আমার মরহুম বাপজান ঐ বছরের ইজতেমায় এলাকার গণ্যমান্য অনেক লোক নিয়ে হাযির হয়েছিলেন। খাবার এন্তেজামের দায়িত্বশীলদের মধ্যে আমার পদচারণা দেখে তিনি তো অভিভূত। পরে শুনলাম বাড়িতে গিয়ে আমার কাছে অনেক কিছুই গল্প করেছেন। আমাকে নিয়ে অনেক আশা ও স্বপ্নের কথা বলেছেন। বিভিন্ন চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে ইজতেমা আল্লাহর রহমতে অনেক ভাল ও সুশৃঙ্খলভাবে শেষ হয়েছিল। আলহামদুলিল্লাহ!

ইজতেমা শেষের আনুমানিক দু’মাস পরেই ঘটে গেল এক হৃদয় বিদারক ও মর্মস্পর্শী ঘটনা। তারিখটি আমার মনে নেই। হঠাৎ সকাল সাড়ে নয়/দশটার দিকে খবর পেলাম মান্দা রফীক খুব অসুস্থ। এ মুহূর্তে মেডিকেলে নিতে হবে। তখন সে কোর্ট বাজার এলাকার হড়গ্রামে থাকত। রাজশাহী দারুস সালাম আলিয়া মাদ্রাসায় লেখাপড়া করত। মুহূর্তের মধ্যে ছুটে গিয়ে তাকে রাজশাহী মেডিকেলে ভর্তি করা হ’ল। তার বাড়িতে খবর পাঠলাম। দুপুর অতিক্রম হ’তে না হ’তেই তার মা ও ভাইসহ আরও কয়েকজন এসে উপস্থিত হলেন।

সে ছিল খুবই আনন্দপ্রিয়, সদা হাস্যোজ্জ্বল, রসিক ও কৌতুহলী প্রকৃতির ছেলে। সে হড়গ্রাম থেকে সপ্তাহের প্রায় প্রতিদিনই বিকেলে আমার কাছে আসত। আমার ছাত্রাবাসটি ছিল রাজারহাতা সিটি কলেজের উঁচু বাউণ্ডারীর পিছনে। সবুজ ঘাসে ভরা কলেজ মাঠের নিরিবিলা পরিবেশে বসে বিভিন্ন গল্প হ’ত, খেলাধুলা হ’ত, বেশ ভালই লাগত। দুর্ঘটনার আগের দিনও সে বিকেলে এসেছিল। কেন যেন সেদিন বলেই দিল ‘আপনার কাছে একদিন আসতে না পারলে ভাল লাগে না’। আসলে তার সাথে মহব্বতের সূচনা হয়েছিল রাণীবাজার মাদ্রাসায় পড়ালেখার সময়ে। সে সময় প্রায় দিন বিকেলে ও ছুটির দিন সকালে রাজশাহী কলেজ মাঠে দীর্ঘ সময় ধরে ফুটবল খেলা হ’ত। কখনও বা খেলতে পদ্মার বালুচরেও চলে যেতাম।

তার বর্ণনা অনুযায়ী দুর্ঘটনার ঘটনা খানেক পূর্বে মুহতারাম আমীরে জামা’আতের বাসায় সামান্য কিছু বাজার করে দিয়ে আসে। ঐ সময় আমীর ছাহেব রাজশাহীর কোর্ট বাজার এলাকার হড়গ্রামেই থাকতেন। অতঃপর সে তার আর এক বন্ধুর সাথে গোসলের জন্য পাশের পুকুরে যায়। সে সাঁতার কাটার উদ্দেশ্যে মাথা নীচের দিকে



করে পানিতে লাফ দেয়। এরপর সে আর মাথা উঠাতে পারে না। পা দু'টি নাড়ানাড়ি করে চিৎকার করছে, আমাকে বাঁচাও, আমাকে বাঁচাও। কিন্তু তার ঐ বন্ধু এসব কিছুই বুঝে উঠতে পারেনি। সে ভাবছে পানিতে সে তো প্রায়ই ডুব দেয়। কিন্তু ঐভাবে বেশ কিছুক্ষণ দেখতে পেয়ে সে তার পা ধরে টেনে উপরে উঠিয়ে নিয়ে আসে। এভাবেই আল্লাহ তার প্রাণ বাঁচালেন।

কিন্তু তার ঘাড়ে মারাত্মকভাবে আঘাত লাগার কারণে মেডিকলে ভর্তির পর অতি দ্রুত এক্সরে করা হ'ল। চিকিৎসা শুরু হ'ল। আমি এক পর্যায়ে চিকিৎসকের রুমে গিয়ে বিনয়ের সাথে জিজ্ঞাসা করলাম, ভাই তার আসলে কি হয়েছে একটু বলবেন? তিনি বললেন, সে আপনার কে হয়? অতঃপর বললেন, ঘাড়ের স্পাইনাল কর্ড ছিড়ে গেছে। এতে রোগী বেশীদিন বাঁচে না। বাঁচলেও কর্মক্ষমতা চিরতরে হারিয়ে ফেলবে। এসব শুনে আমি নির্বাক হয়ে গেলাম। কিন্তু তার ভাই ও মাকে এসব কিছুই বললাম না।

সন্ধ্যার দিকে মুহতারাম আমীরে জামা'আত ও শেখ রফীকুল ইসলাম ভাই মেডিকলে আসলেন। সব অবস্থা শুনে চিকিৎসকের সাথে কথা বললেন। চিকিৎসক তাদেরকেও একই কথা বললেন। অবশেষে আমীরে জামা'আত ডাক্তারদের বললেন, এখানে যদি সুচিকিৎসার ব্যবস্থা না থাকে তাহ'লে আমরা বাইরে কোথাও নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করি। ডাক্তার বললেন, স্যার! কোথাও নিয়ে গিয়ে লাভ হবে বলে মনে হয় না। দো'আ করুন আল্লাহ যেন এখানে তাকে সুস্থ করে দেন।

পরেরদিন খুব সকালে মেডিকলে গেলাম। তখনও সে ভাল আছে, কথাবার্তা ঠিক আছে, গলায় নেক টাই পরানো রয়েছে। ইতিমধ্যে তার আরও আত্মীয়-স্বজন এসে উপস্থিত হ'ল। যোহরের পূর্ব মুহূর্তে আমি বেরিয়ে আসলাম। তখন সে বলছিল, ভাই! খুব তাড়াতাড়ি আসবেন। আপনি না থাকলে ভাল লাগছে না।

আমি তার জন্য আরডিএ মার্কেট থেকে স্যুপ খাওয়ানোর জন্য একটি গোল বাটি, চামচ ও কিছু শুকনো খাবার ও ফলমূল নিয়ে আমার রুমে আসলাম। তাড়াতাড়ি করে দুপুরের খাওয়া শেষ করে ঐসব নিয়ে আবারও মেডিকলে গেলাম। অতঃপর দেখি ঐ সিট খালি। কোন লোকজন নেই। আমি তো বিস্ময়ভিত্তে পড়ে গেলাম। আমি কি ওয়ার্ড ও বেড নম্বর ভুল করলাম? আমার এরূপ পেরেশানী দেখে পাশের সিটের লোকটি আমাকে চিনতে পেরে, বললেন, আপনার রোগী তো মারা গিয়েছে। আর তাকে নিয়েও চলে গেছে। কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে বুকে চাপা বেদনা নিয়ে ছাত্রাবাসে ফিরে আসলাম। ছাত্রাবাসের মালিকের বাসায় গিয়ে নওদাপাড়ায় ফোন দিলাম। জানতে পারলাম সেখানে লাশ নিয়ে অতি অল্প সময়ে গোসল, কাফন ও জানাযা সম্পন্ন করে এইমাত্র নওদাপাড়া ছেড়ে গেল লাশের গাড়ি। কান্না ধরে রাখতে পারলাম না। আর কখনই দেখা হ'ল না সেই রফীকের সাথে। কিন্তু অনেক স্মৃতি বিজড়িত ঘটনাই বিভিন্ন সময় মনে বেদনা দেয়। তার সাথে আমার একটা চামচের কাহিনী আছে। এখন পর্যন্ত ঐ রকম চামচ আমি বাসায় ব্যবহার করতে পারি না।

অনেক পরে আমীনুল ইসলাম ভাইয়ের সাথে গিয়ে তার মাকে সমবেদনা জানিয়ে এসেছি। তার কবরের পাশে দাঁড়িয়ে নিরবে দো'আ ছাড়া আর কিছুই করতে পারি নি। মহান আল্লাহ তাকে জান্নাতুল ফেরদাউস দান করুন।- আমীন!

অতঃপর মহান আল্লাহর রহমতে, মায়াময়ী পিতা-মাতা ও শ্রদ্ধাভাজন শিক্ষকমণ্ডলীর দো'আ ও মুহতারাম আমীরে জামা'আত প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল গালিব স্যারের প্রচেষ্টায় আমার জীবনে নেমে আসল এক কুদরতী নে'মত। ২৬ অক্টোবর ১৯৯৩ সনে হঠাৎ মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখাপড়ার সুযোগ লাভে ধন্য হয়ে মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে চলে যাই।

আমার বাপজান ছিলেন খুবই সদালাপী, মিষ্টভাষী আহলেহাদীছ প্রিয় ব্যক্তিত্ব। তিনি অতি সহজেই মানুষের সাথে মিশতে পারতেন। কোন ব্যক্তির মধ্যে আহলেহাদীছ প্রীতি দেখতে পেলে তাকে হৃদয়ের গভীরে আশ্রয় দিতেন। মন উজাড় করে তাকে ভালবাসতেন। আহলেহাদীছ আলেমদের অনেক শ্রদ্ধা করতেন এবং ভালবাসতেন। পড়ন্ত বয়সে কোথাও আহলেহাদীছ কনফারেন্স কিংবা ওয়াজ মাহফিলের কথা শুনলেই সেখানে ছুটে যাওয়ার চেষ্টা করতেন। আমাদের বাড়ি থেকে অনেক দূর নাচোল থানা। প্রচণ্ড শীত উপেক্ষা করে কাঁথা কম্বল বেঁধে গরুর গাড়িতে চড়ে তার দু'জন বন্ধুকে সাথে নিয়ে সেখানকার কনফারেন্সে হাজির হন। আমিও রাজশাহী রাণীবাজার মাদ্রাসা থেকে রেলপথে সেখানে যাই। ঐ কনফারেন্সে শায়খ আব্দুল মতীন সালাফীও উপস্থিত ছিলেন।

পরবর্তী ১৯৯৪ সনের তাবলীগী ইজতেমাতেও বাপজান এলাকার অনেক লোকজনকে নিয়ে আসার ব্যবস্থা করেন। ইজতেমা প্যাঞ্জেলে তৎকালীন 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি হারুন ভাইয়ের বিবাহ সম্পন্ন হয়। আমীরে জামা'আত তার বিবাহ পড়ান। এরূপ বিবাহের দৃশ্য দেখে বাপজান খুব অভিভূত ও অনুপ্রাণিত হন। আমাদের কাছে এ বিষয়ে অনেক গল্প করে বলেন, আমিও ইজতেমার ময়দানে আব্দুল হাই-এর বিয়ে এভাবেই করাব ইনশাআল্লাহ। ১৯৯৪-এর মাঝামাঝিতে দেশে গিয়ে আমাদের কাছে এসব গল্প শুনলাম। সেপ্টেম্বর-৯৪ এর তৃতীয় সপ্তাহে ছুটি শেষে মদীনা আসার সময় রাজশাহী বিমান বন্দরে ইমিগ্রেশন শেষে ভিতরে প্রবেশ মুহূর্তে বাপজানের হাতে হাত মিলিয়ে বিদায় নেওয়ার সময় তিনি হঠাৎ বললেন, আমার জানাযা কে পড়াবে? আকস্মিক এরূপ প্রশ্নে আমি একটু হতচকিত হয়ে গেলাম। কি বলব কিছু বুঝে উঠতে পারছিলাম না। অজ্ঞাতসারে বলেছিলাম, এসব নিয়ে এত চিন্তা করতে হবে না। ভাগ্যে থাকলে আমিই পড়াব, নইলে অন্য কেউ পড়াবেন। তখন তাঁর মলিন মায়াবী চাহনী ও চেহারার দিকে আমি আর তাকাতে পারছিলাম না। দ্রুত সামনের দিকে অগ্রসর হ'লাম।

পরবর্তী ১৯৯৫ সনের ইজতেমা শেষ করে বাড়ি গিয়ে আমাদের নাকি প্রায়ই বলতেন, আব্দুল হাই-এর বিয়ে মনে হয় আমি আর দেখতে পাব না। তুমি বেঁচে থাকলে দেখবে ইনশাআল্লাহ। সাত ভাইয়ের মধ্যে আমিই শুধু মাদ্রাসা পড়ুয়া। তিনিসহ

পরিবারের সবাই আমাকে নিয়ে একটু ভিন্ন রকম চিন্তা করতেন। এপ্রিলের প্রথম দিকে আমার চিঠি বাড়িতে পৌঁছে। ছোট বোন মুর্শিদা আগেই চিঠি পড়ে ফেলে। বাপজান দুপুরে বাসায় আসলেই ছোট বোন অবহিত করে যে, বাপজান! আপনার মৌলভী ছেলে চিঠি দিয়েছে। আর আপনার জন্য সুসংবাদ আছে। সুসংবাদের বিষয়টি না শুনেই আলহামদুলিল্লাহ পাঠ করেন এবং বলেন, বাইরে কাজের লোকজন দাঁড়ানো আছে তাদের বিদায় করে এসে আস্তে-ধীরে শুনব। কিন্তু এতই ব্যস্ত হয়ে গেলেন যে, সে চিঠি আর পড়াও হ'ল না, শোনাও হ'ল না।

বিকেলে কবরস্থানে গিয়েছেন কোন বাঁশ নিজের কবরে দেয়া যায় তা দেখার জন্য। ঐদিন রাতে এশার ছালাত আদায় শেষে একটু বিলম্বে বাসায় ফেরার পথে হঠাৎ তিনি ব্রেইন স্ট্রোক করেন। কোনভাবে বাসাতে রাত্রি অতিক্রম করে অতি সকালে এ্যাম্বুলেন্স যোগে রাজশাহী মেডিকেল ভর্তি করা হয়। অনেক আত্মীয়-স্বজন, শুভাকাংখী ও তৎকালীন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় দায়িত্বশীল ও বিভিন্ন স্তরের কর্মীগণ সেখানে দেখা করেন।

৪ঠা এপ্রিল মঙ্গলবার তিনি সেখানেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। অতঃপর নিজ গ্রাম ধানতৈড়, তানোরে পারিবারিক কবরস্থানে দাফন করা হয়। মুহতারাম আমীরে জামা'আত মরহুমের জানাযার ছালাতে ইমামতি করেন। জানাযার প্রাক্কালে তিনি বলেন, 'আমি উনাকে চিনতে বিলম্ব করেছি, ইজতেমা উপলক্ষে এক বস্তা আলু তলব করলে তিনি চার/পাঁচ বস্তা আলু পাঠিয়ে দিয়েছেন। জানাযায় উপস্থিত লোক সংখ্যা দেখে আমি অবাক হ'লাম। অনুভব করলাম তার জনপ্রিয়তার কথা। তিনি আমাকে বহুবার ডেকেছেন কিন্তু আমার আসা হয়নি। গতবারের ইজতেমার মঞ্চের কাছে গিয়ে তিনি আব্দুল হাইকে আমার হাতে সোপর্দ করেছিলেন। আমি এখন তার কারণ বুঝতে পারছি ইত্যাদি আরো অনেক কথাই তিনি সেদিন বলেছিলেন।

খুব সম্ভবত সেদিন ১২ই এপ্রিল মদীনা বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাস বিরতির সময় আমানুল্লাহ ভাই, মিয়া হাবীবুর রহমান ভাই, আব্দুছ ছামাদ ভাইসহ বেশ কয়েক ভাই আমার রুমে এসে মুহতারাম আমীরে জামা'আতের লেখা একটা চিঠি আমার হাতে তুলে দিলেন এবং সকলের উপস্থিতিতেই আমাকে পড়তে বললেন। পড়তে শুরু করলাম, এক পর্যায়ে পেলাম 'তোমার আব্বাকে দাফন করে এইমাত্র ফিরে এসে তোমাকে লিখতে বসলাম। তোমার জীবিত আব্বার ডাকে সাড়া দিয়ে তার বাড়ি যেতে পারিনি। কিন্তু আজকে মৃত্যু পরবর্তী ডাকে সাড়া না দিয়ে পারলাম না।' আমার পড়া এখানেই থেমে গেল। দু'চোখের অশ্রু আর আটকাতে পারলাম না। হে আল্লাহ আপনি আমীরে জামা'আতকে সুস্থ রাখুন এবং এই সংগঠনকে ক্বিয়ামত পর্যন্ত কবুল করুন।- আমীন!



## স্মৃতি আয়নায় যুবসংঘ

-অধ্যাপক জালালুদ্দীন\*

وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُذَوِّلُهَا بَيْنَ النَّاسِ ‘এসব দিনগুলো আমরা লোকদের কাছে পালাক্রমে এনে থাকি’ (আলে ইমরান ৩/১৪০)। বর্ষ পরিক্রমায় ৩৪ বছর পর আমার এই স্মৃতিচারণ মনের গহীন থেকে প্রকাশ করতে পেরে মহান আল্লাহর দরবারে শুকরিয়া আদায় করছি, আলহামদুলিল্লাহ।

ব্যাঙের ছাতার মত অসংখ্য দল ও সংগঠন আছে আমাদের এই দেশে। ইসলামের নামে অনেকেই দুনিয়াবী ফায়দা লাভ করতে চায়। এদের আন্দোলন ও ক্ষমতা দুনিয়া কেন্দ্রিক। বঙ্গভবন দখলই এদের মূল উদ্দেশ্য। তাওহীদ কেন্দ্রিক আন্দোলনের মাধ্যমে জান্নাত লাভ এদের মূল উদ্দেশ্য নয়। ব্যক্তি স্বার্থ চরিতার্থ করাই এদের কাজ। এ উদ্দেশ্য লাভে তারা সবকিছু ত্যাগ করতে পিছপা হয় না। তাওহীদ ও সুন্নাহ ভিত্তিক একমাত্র ও অনন্য সংগঠন হ’ল ‘বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ’। এই তাওহীদী কাফেলা ১৯৭৮ সালের ৫ই ফেব্রুয়ারী প্রতিষ্ঠা লাভ করে। তারপর সারাদেশে তাদের কার্যক্রম শুরু হয়। ১৯৮৮ সালে এই সংগঠনের দাওয়াত পাই। তখন আমি কুমিল্লার ঐতিহ্যবাহী দ্বীনী প্রতিষ্ঠান জগৎপুর এ.ডি. এইচ ফাযিল মাদ্রাসার ৮ম শ্রেণীর ছাত্র। পাশাপাশি আমি তথাকথিত অন্য ইসলামী সংগঠনের দাওয়াত পাই। মহান আল্লাহ আমাকে তাওহীদী কাফেলা ‘যুবসংঘ’-এর জন্য কবুল করেন। ফালিল্লাহিল হামদ!

এক্ষেত্রে যাদের অবদান আমি শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করি তাদের মধ্যে কুমিল্লা যেলা ‘আহলেহাদীছ আন্দোলন’-এর একনিষ্ঠ কর্মী জগৎপুর এ.ডি.এইচ ফাযিল মাদ্রাসার ভাইস প্রিন্সিপ্যাল (অবঃ) আমার প্রিয় শিক্ষক মাওলানা মুহাম্মাদ হুফিউল্লাহ ছাহেব। যিনি আমাকে গড়ে তুলতে বিভিন্ন পর্যায়ে পরামর্শ ও দিক-নির্দেশনা দিয়েছেন। যা এখন পর্যন্ত অব্যাহত রয়েছে। মহান আল্লাহ আমার এই প্রিয় শিক্ষককে দুনিয়া ও আখেরাতে উত্তম প্রতিদান দান করুন। অতঃপর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করি জনাব আহমাদ শরীফ বি.এস.সি, বি.এড (মৃত) এবং বড় ভাই হারুন (সিলেট)-কে। তাঁদের আন্তরিক দাওয়াতে ১৯৮৮ সালে সংগঠনের প্রাথমিক সদস্য ফরম পূরণ করি। তারপর ধাপে ধাপে এক পর্যায়ে ‘কর্মী’ থেকে ‘কেন্দ্রীয় কাউন্সিল’ সদস্য মনোনীত হই। মানুষের সার্বিক জীবনকে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে পরিচালনার গভীর প্রেরণাই হ’ল ‘আহলেহাদীছ আন্দোলন’-এর নৈতিক ভিত্তি।

\*সাবেক কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ, ১৯৯৯-২০০১ ও ২০০১-২০০৩ সেশন।

আলহামদুলিল্লাহ এই ভিত্তির উপর আমি আমার জীবনকে দাঁড় করিয়েছি এবং পরিবার ও সমাজকে গড়ে তোলার চেষ্টা করছি। মহান আল্লাহ আমাকে এই কাজে জান-মাল কুরবানী করার তাওফীক দান করুন।

সাংগঠনিক জীবনে অনেক স্মৃতি আমার মনে পড়ে। যা আমাকে আনন্দিত ও ব্যথিত করে। বিশেষ করে কেন্দ্রীয় দায়িত্বশীল থাকা অবস্থায় (১৯৯৯-২০০৩) ‘আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ’-এর মুহতারাম আমীর প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব স্যারকে দীর্ঘ সময় কাছ থেকে দেখার ও শুনার সুযোগ পাই। আমার দেখা মুহতারাম আমীরে জামা‘আত সত্যিকারের সমাজ সংস্কারক, জনদরদী ও নির্লোভ নেতা। আমি তার নির্মল চরিত্র ও গভীর পাণ্ডিত্য দেখে মুগ্ধ হই। আবার এটা ভেবে থমকে যাই মানুষ কী করে উনার শানে মিথ্যা কথা বলতে পারে! কিভাবে নিন্দুকরা নিন্দা করতে পারে? অপবাদদানকারীরা কিভাবে অপবাদ রটাতে পারে?

মুহতারাম আমীরে জামা‘আত এ জাতিকে জাগিয়ে তোলার জন্য দিন-রাত কুরআন ও ছহীহ হাদীছের দাওয়াত দিয়ে যাচ্ছেন। কথা, কলম ও সংগঠন জিহাদের ত্রিমুখী হাতিয়ার নিয়ে ঘরে ও বাইরে কাজ করছেন। ‘সকল বিধান বাতিল কর অহি-র বিধান কায়ম কর’ ‘মুক্তির একই পথ দাওয়াত ও জিহাদ’ ‘আমাদের রাজনীতি ইমারত ও খেলাফত’ এইসব শ্লোগান বাতিলের ভীত কাঁপিয়ে তুলেছে। ‘আসুন! পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জীবন গড়ি’। এই দাওয়াত আজ বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়েছে। তাঁর সরাসরি তত্ত্বাবধানে সমাজের খেদমতে ‘আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ’ ‘বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ’ ‘আহলেহাদীছ মহিলা সংস্থা’ ‘সোনা মনি সংগঠন’ ‘আহলেহাদীছ ওলামা পরিষদ’ ‘আহলেহাদীছ পেশাজীবী ফোরাম’ ‘ধর্ম সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা মাসিক আত-তাহরীক’ ‘তাওহীদের ডাক’ ‘সোনা মণি প্রতিভা’ সহ তিনটি পত্রিকা এবং অন্যান্য বিভাগ সহ ‘হাদীছ ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ’ ও ‘হাদীছ ফাউন্ডেশন শিক্ষা বোর্ড’ কাজ করে যাচ্ছে। স্বচ্ছাসেবী নিরাপদ রক্তদান সংস্থা ‘আল-‘আওন’ বিপন্ন মানুষের সেবায় কাজ করে যাচ্ছে। সংগঠনের একনিষ্ঠ খিদমতে দিশেহারা মানুষ আজ সার্বিক পথের দিশা পেয়েছে।

হাযার হাযার মানুষ শিরক, বিদ‘আত, কুফর ও জাহেলিয়াতের জাল ছিন্ন করে অশ্রান্ত সত্যের উৎস অহি-র বিধানের কাছে মাথা নত করছে। এ জাতির ঘুমন্ত ঈমানকে জাগানোর জন্য মুহতারাম আমীরে জামা‘আত একের পর এক লেখনী উপহার দিয়েছেন। ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) সহ প্রায় ৮০টির অধিক বই বের হয়েছে। ফলশ্রুতিতে ছহীহ দ্বীনের পক্ষে অভূতপূর্ব জাগরণ শুরু হয়েছে। ফালিল্লাহিল হামদ। মুহতারাম আমীরে জামা‘আতের জন্য প্রাণ খুলে দো‘আ করি, মহান আল্লাহ তাকে যেন দুনিয়া ও আখেরাতে সম্মানের মুকুট দান করুন-আমীন!

মুহতারাম আমীরে জামা‘আতের দূরদর্শিতা দেখতে পাই ২০০০ সালে। আমি তখন ‘যুবসংঘ’-এর কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী। দেশে তখন জঙ্গীদের আনাগোনা। রাষ্ট্র তখন

ঘুমাচ্ছে। মুহতারাম আমীরে জামা'আত রাস্ত্রকে সাবধান করছেন। একদিন তিনি আমাকে নির্দেশ দিলেন, 'কেন্দ্রীয় সংগঠনের পক্ষ থেকে সারা দেশে সার্কুলার দিয়ে দাও তথাকথিত কিতালপন্থী জঙ্গীদের সাথে কোন কর্মী ও দায়িত্বশীল যাতে কোনরূপ সম্পর্ক না রাখে এবং জঙ্গীদের কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে জনগণকে সচেতন করে তুলে। কারণ এই জঙ্গীরা 'ইক্বামতে দ্বীনে'র ভুল ব্যাখ্যা দিয়ে এদেশের বহু তরুণকে বিপদগামী করছে। ধর্মের নামে অন্যায়ভাবে মানুষ হত্যা করা, বোমা মারা এটা কোন জান্নাতের পথ নয়। এটা ধ্বংসাত্মক পথ'।

তিনি এ বিষয়ে 'ইক্বামতে দ্বীনে'র একাডেমিক ব্যাখ্যা দিয়ে ২০০৩ সালে বই লিখে জাতি ও রাস্ত্রকে সাবধান করলেন। অথচ তদন্ত ছাড়াই উক্ত অপবাদ দিয়েই ২০০৫ সালে সম্পূর্ণ অন্যায়ভাবে মুহতারাম আমীরে জামা'আতকে গ্রেফতার করা হ'ল। অপরদিকে রাস্ত্রের পক্ষ থেকে তার বিরুদ্ধে রাতারাতি ১০টি মিথ্যা মামলা দায়ের করা হ'ল। সেই সাথে অনেক নেতা ও কর্মীকে গ্রেফতার করা হ'ল এবং তাদের উপর নেমে আসল রাস্ত্রীয় নির্যাতন। অথচ তখন ক্ষমতায় ছিল 'ইক্বামতের দ্বীনে'র সরকার। শুরু হ'ল ধরপাকড়, কতিপয় হলুদ সাংবাদিক ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ার মাধ্যমে প্রকৃত সত্যকে আড়াল করে ছিল। ময়লুম নেতা ও কর্মীদের চোখের পানি ও কাতর প্রার্থনা আল্লাহ্র আরশে আযীমে গিয়ে পৌঁছে। তাদের কাতর প্রার্থনা আল্লাহ কবুল করেন। অবশেষে মুহতারাম আমীরে জামা'আত ৩ বছর ৬ মাস ৬ দিন পর ২০০৮ সালের ২৮শে আগস্ট বণ্ডা যেলা কারাগার থেকে যামিনে মুক্তি লাভ করেন। যাদের চক্রান্তে মুহতারাম আমীরে জামা'আত কারা ভোগ করেন, পরবর্তীতে তাদের উপর নেমে আসে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে গায়েবী শাস্তি। তারা আজ অনেকে ফাঁসিতে জীবন দিয়েছেন, অনেকে অদ্যাবধি কয়েদ খানায় আছেন। এটাতো দুনিয়াবী শাস্তি, যদি তারা তওবা না করেন তাহলে পরকালের শাস্তি তো রয়েছেই। এভাবেই সত্যের বিজয় হয় এবং মিথ্যা ধ্বংস হয়। হকপন্থী সংগঠনের উপর নেমে আসে মহান আল্লাহ্র গায়েবী মদদ। ফালিল্লাহিল হামদ!

মনটা ব্যথিত হয় যখন দেখি সংগঠনের এই ক্রান্তি লগ্নে একদল কুচক্রী সংগঠনকে ধ্বংস করার জন্য চক্রান্তে মেতে উঠেছে। ফলে অনেক জানবায কর্মী ও নেতা তাদের চক্রান্তের শিকার হয়ে পদস্থলিত হচ্ছে। শয়তান তাদেরকে শুধু সংগঠন থেকে নয়, দ্বীনদারী থেকেও দূরে সরিয়ে দিয়েছে।

পরিশেষে মহান আল্লাহ্র কাছে আমার একান্ত প্রার্থনা হে আল্লাহ! তুমি এই তাওহীদী কাফেলাকে কবুল কর। তাদের কার্যক্রমকে এদেশের মানুষের কাছে গ্রহণীয় করে নতুন প্রজন্মকে দ্বীনের সঠিক দিশা দাও। আমীন! ছুম্মা আমীন! ইয়া রব্বাল 'আলামীন!



## স্মৃতির আয়না থেকে...

-ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম\*

গোপালগঞ্জ যেলার কোটালীপাড়া থানাধীন বর্ষাপাড়া গ্রামে আমার প্রাথমিক শিক্ষা সম্পন্ন হয়। সে সময় ইসলামী সংগঠন সম্পর্কে আমার কোন ধারণা ছিল না। শুধু জানতাম যে, দেশে আওয়ামীলীগ, বিএনপি, জাতীয় পার্টি এসব দল আছে। এসব দলের সাথেও আমার কোন সম্পর্ক ছিল না। গ্রামের শতকরা ৯৮ ভাগ লোক আওয়ামী লীগকে সমর্থন করত। কিন্তু আমি সক্রিয়ভাবে কোন দলের সাথে জড়িত ছিলাম না। ১৯৮৮ সালে আমি ঢাকার ডেমরা থানাধীন উত্তর যাত্রাবাড়ীস্থ ‘মাদ্রাসা মোহাম্মাদিয়া আরাবিয়া’য় ভর্তি হই। তখন থেকে ‘বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ’-এর সাথে আমার সাংগঠনিক জীবন শুরু হয়।

১৯৮৯ সালের ২১শে জুলাই ‘বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলেহাদীস’ ‘যুবসংঘ’-এর সাথে সম্পর্কহীনতা ঘোষণা করে এবং ‘জমঈয়ত শুক্বানে আহলেহাদীস’ নামে একটি যুবসংগঠন গঠন করে। তখন আমার কাছে ‘শুক্বানে’ যুক্ত হওয়ার জন্য ঐ মাদ্রাসা শাখার দায়িত্বশীলরা চাপ দেয়। আমি যুক্ত হইনি। তারা ‘শুক্বানের’ জন্য মাসিক এয়ানত চাইতে আসলে আমি দেইনি। সে সময় আমার এক হিতাকাজক্ষী বড় ভাই বললেন, তুমি ছোট মানুষ, ওরা বড়। এয়ানত চাইতে আসলে যা পার কিছু দিয়ে। ওদের সাথে পাল্লা দিয়ে পারবে না। কিন্তু আমি আমার সিদ্ধান্তে অটল থাকি। ভদ্রতার খাতিরে তাদের প্রকাশ্য অন্যায্যকে সমর্থন করে নিজের বিবেককে অবনত করতে চাইনি।

১৯৯০ সালে ঢাকার নাজিরা বাজারস্থ ‘মাদ্রাসাতুল হাদীসে’ ভর্তি হই। দেখলাম সেখানে অনেক ছাত্রই শিবিরের সাথে জড়িত। কিন্তু কমিটির ভয়ে প্রকাশ্যে কোন সংগঠন করতে পারে না। বছরখানেক এভাবে কেটে গেল। যতদূর মনে পড়ে ১৯৯১ সালে ‘যুবসংঘ’-এর মাদ্রাসা শাখা কমিটি গঠন করা হয়। সভাপতি হ’লেন মুহাম্মাদ আবুল খায়ের (জামালপুর), সহ-সভাপতি হ’লেন রায়হান (গাযীপুর) ও সাধারণ সম্পাদক ইকবাল হাসান (জামালপুর)। আমাকে অর্থ সম্পাদকের দায়িত্ব দেয়া হ’ল। আমাদের মিটিং হ’ত প্রতি শুক্রবার বাদ জুম’আ ঢাকা যেলা ‘যুবসংঘ’-এর অফিসে। এভাবে বছর খানেক চলার পর মাদ্রাসার পরিচালনা কমিটিকে বুঝিয়ে মাদ্রাসাতেই প্রকাশ্যে ‘যুবসংঘ’-এর কার্যক্রম চলতে থাকে। সে সময় কেউ কেউ ‘শুক্বান’-এর সমর্থক থাকলেও ‘যুবসংঘ’-এর কাজ যোরদার হওয়াতে এবং কর্মীরা সক্রিয় হওয়াতে তাদের কার্যক্রম খুব একটা আগাতে পারেনি। ঐ সময় ঢাকা যেলার দায়িত্বশীলদের সাথে ঢাকা-নারায়ণগঞ্জের বিভিন্ন এলাকায় সাংগঠনিক সফর করেছি। ১৯৯৪ সালে

\*সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি, বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ, ২০০৯-২০১১ সেশন।

ঢাকার মানিক মিয়া এভিনিউয়ে খতমে নবুঅত বিষয়ে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে ‘যুবসংঘ’-এর পক্ষ থেকে স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে যোগদান করি। সেখানে আমীরে জামা’আত প্রদত্ত সর্ফক্ষিপ্ত বক্তব্যে মুহূর্মুহু শ্লোগানে মুখরিত হয় সম্মেলনস্থল। প্যাণ্ডেলের যে পাশে আমাদের দায়িত্ব ছিল সেখান থেকে ‘যুবসংঘ’-এর কর্মীদের সহযোগিতায় কয়েকটি বোমা উদ্ধার করে পুলিশ।

তখন বছরে একবার ‘কর্মী’ মানোন্নয়ন পরীক্ষা হ’ত। দু’বার পরীক্ষা দিয়ে ১৯৯৫ সালে ‘কর্মী’ হই। ঢাকার বংশাল, নাজিরা বাজার, বাংলাদুয়ার, সুরিটোলা, মালিটোলা, বংশাল-মালিবাগ প্রভৃতি মহল্লায় গভীর রাতে ‘যুবসংঘ’-এর বিভিন্ন শ্লোগান ও শিরক-বিদ’আতের বিরুদ্ধে গণসচেতনতামূলক বিভিন্ন বাণী গুরুত্বপূর্ণ স্থানে ও দেওয়ালে লেখা হ’ত। এসব লেখা দেখে অনেকে নানা ধরনের কটুক্তি ও গালিগালাজ করত। আবার অনেকে খুশি হয়ে ধন্যবাদ জানাত। একবার সম্মেলনের পোষ্টার লাগাতে গিয়ে এক ব্যক্তি আমাদের এক সাথীকে মারতে উদ্যত হ’ল। তাকে হাতে ধরে অনুরোধ করার পর নিবৃত্ত করতে সক্ষম হই। এভাবে নানা প্রতিকূলতার মাঝে তখন কাজ করতে হ’ত। কিন্তু সেখানে বাধার মুখে কাজ করেও আনন্দ পেতাম। কারণ কর্মীদের সবার মাঝে ছিল সীমাহীন আন্তরিকতা ও অকৃত্রিম ভালবাসার অটুট বন্ধন। মাদ্রাসার হল রুমে কর্মপদ্ধতির নির্দেশনা মোতাবেক অনুষ্ঠিত চা চক্র, পাঠচক্র, সামষ্টিক পাঠ, বিতর্ক প্রতিযোগিতা ইত্যাদি অনুষ্ঠানগুলি ছিল যারপর নেই উপভোগ্য। এতে সকল ছাত্র অংশগ্রহণ করত। নতুন ছাত্র এবং যারা সংগঠন থেকে দূরে থাকত তাদের আকৃষ্ট করার ও মন জয় করার এটা ছিল এক সুন্দর মাধ্যম। তৎকালীন সময়ের আরো কিছু স্মৃতি নিচে ব্যক্ত করছি—

(১) মাদ্রাসাতুল হাদীসে অধ্যয়নকালে ঢাকা যেলার পক্ষ থেকে ঢাকা ছাড়াও নারায়ণগঞ্জ, নরসিংদী, গায়ীপুর ও টাঙ্গাইলের বিভিন্ন এলাকায় সাংগঠনিক সফর করা হ’ত। একবার আমি ও তৎকালীন ঢাকা যেলা ‘যুবসংঘ’-এর সেক্রেটারী মুহাম্মাদ ইকবাল হাসান ভাই ঢাকা থেকে টাঙ্গাইলের সখিপুর থানায় সাংগঠনিক সফরের উদ্দেশ্যে বের হ’লাম। সেদিন টাঙ্গাইল যেলায় হরতাল ছিল, যা আমাদের জানা ছিল না। শীতের মধ্যে আমরা ঢাকা থেকে সখিপুরে যাওয়ার জন্য হাঁটুভাঙ্গা নামক স্থানে পৌঁছলাম। তখন বিকাল প্রায় ৪-টা বাজে। সেখানে পৌঁছে জানতে পারলাম, হরতালের কারণে যানবাহন চলাচল বন্ধ। এমনকি রিক্সা-ভ্যানও চলছে না। স্থানীয় লোকজনের কাছে খোঁজ নিয়ে জানতে পারলাম, সন্ধ্যা ৬-টার পরে একটা বাস হাঁটুভাঙ্গা থেকে সখিপুরের উদ্দেশ্যে ছেড়ে যাবে। সেই বাসের অপেক্ষায় থাকলাম। বাস ছাড়লো প্রায় সাড়ে ৭-টার দিকে। সে সময় ঐ রাস্তার সংস্কার কাজ চলছিল। বাস চলছে শব্দক গতিতে। পুরো রাস্তা বড় বড় খানা-খন্দকে ভরা। প্রায় এক ঘন্টা চলার পর বাস আর সামনে যাবে না বলে সকল যাত্রীকে নামিয়ে দেয়। মাঝপথে এভাবে নামিয়ে দেওয়াতে আমরা ভেবে পাচ্ছিলাম না কি করব। তবুও সখিপুর পৌঁছার লক্ষ্যে আরও প্রায় ১৫/২০ মিনিট সামনের দিকে হেঁটে গেলাম। কিন্তু সারাদিনের সফরের ক্লান্তিতে পা উঠছিল না। তাই নিরুপায় হয়ে সিদ্ধান্ত নিলাম যে,



আমরা ঢাকাতেই ফিরে যাব। ফেরার পথেও কোন যানবাহন পেলাম না। ফলে হাঁটুভাঙ্গা পর্যন্ত পুরা রাস্তা পায়ে হেঁটে ফিরে আসলাম। রাত তখন প্রায় সাড়ে ১১-টা। ঢাকার দিকে যাওয়ারও কোন গাড়ী তখন আমরা পেলাম না।

অনেকক্ষণ ব্যর্থ চেষ্টার পর রাস্তার পশ্চিম পার্শ্বস্থ মসজিদে এসে ওযু করে এশার ছালাত আদায় করে বারান্দায় দু'ভাই দু'টি ইট মাথার নীচে দিয়ে এবং সাথে থাকা একটা লুঙ্গি গায়ে জড়িয়ে রাতে নিদ্রার কোলে ঢলে পড়ে কিছুটা বিশ্রাম নেওয়ার চেষ্টা করলাম। কিন্তু সেটাও ভাগ্যে জুটল না। পেটে ক্ষুধা। রাত গভীর হওয়ায় কোন দোকান খোলা ছিল না। ফলে সারাদিনের ক্লান্ত দেহে সেই রাতের খোরাক হ'ল টিউবওয়েলের পানি। ফ্লোরের নীচ থেকে ওঠা ঠাণ্ডার সাথে বাহির থেকে আসা বাতাসের তীব্র ঠাণ্ডায় গা কাঁপছে। অপরদিকে মশার কামড়ে অস্থির হয়ে উঠছি। ফলে ঘুমও হ'ল না, বিশ্রামও হ'ল না। ঠাণ্ডায় এদিক-ওদিক করে আর গামছা দিয়ে মশা তাড়িয়ে রাত শেষ হয়ে গেল। এক সময় হ'ল ফজরের আযান হ'ল। যেন হাফ ছেড়ে বাঁচলাম। ফজরের ছালাত সেই মসজিদেই জামা'আতের সাথে আদায় করে রওয়ানা হ'লাম ঢাকার উদ্দেশ্যে। ঘণ্টা তিনেক পরে ফিরে আসলাম। সেদিনের মত শেষ হ'ল এক কষ্টকর সফর।

(২) সে সময় ঢাকায় ও রাজশাহীতে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন প্রশিক্ষণে আমি অংশগ্রহণ করেছি। প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষকবৃন্দের বক্তব্য মন্তব্যের মত শ্রবণ করতাম। বিশেষ করে আমীরে জামা'আতের আলোচনা শুনতাম নিষ্পলক নেত্রে। মনে মনে ভাবতাম যদি কখনও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হ'তে পারি, তাহ'লে কেন্দ্রীয় দায়িত্বশীলগণের পাশাপাশি থেকে আরও বেশী জ্ঞান হাছিল করতে পারব এবং আমীরে জামা'আতের পাশাপাশি থাকতে পারলে সংগঠন সম্পর্কে অধিক জানতে ও শিখতে পারব। আল্লাহর রহমতে একদিন সে সুযোগ পেয়ে গেলাম।

১৯৯৬ সালে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার সুবাদে রাজশাহী চলে আসি। তখন কাজলাস্থ হাদীছ ফাউন্ডেশন ভবনে থাকতাম। ঐ বছরে সপ্তাহব্যাপী কর্মী প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করি এবং প্রশিক্ষণ মূল্যায়ন পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করি। ঐ বছর অনুষ্ঠিত দ্বি-বার্ষিক কর্মী সম্মেলনের পোষ্টার রাত জেগে আমি, গোলাম মোছতফা (চাঁপাই নবাবগঞ্জ), নাছির (বগুড়া) ও আরও কয়েকজন মিলে ক্যাম্পাসের বিভিন্ন স্থানে লাগিয়েছিলাম। কারণ ঐসময় প্রসিদ্ধ ইসলামী সংগঠনের প্রভাবে অন্য কোন ইসলামী দলের কাজ করা সেখানে সহজ ছিল না। বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার পর বিভিন্ন ছাত্র সংগঠন বিভিন্ন সময় চাঁদা নেওয়ার জন্য আমার কাছে এসেছে। কিন্তু আমার কাছ থেকে টাকা নিতে পারেনি। এজন্য সহপাঠীদের সাথে কথা কাটাকাটি হয়েছে, আন্তরিকতা বিনষ্ট হয়েছে। আমার একটাই লক্ষ্য ছিল, আমার টাকা কোন শিরক ও বিদ'আতী কাজে ব্যয় হ'তে দেব না।

(৩) ১৯৯৭ সালে গ্রীষ্মকালীন ছুটিতে বাড়িতে ছিলাম। ফেব্রুয়ারী শেষে তাবলীগী ইজতেমার ২য় দিন ১৯৯৭-৯৯ সেশনের জন্য 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় কমিটি গঠিত

হয়। মুহাম্মাদ আমীনুল ইসলাম (রাজশাহী) সভাপতি, আব্দুল লতীফ (পাবনা) সহ-সভাপতি ও মুহাম্মাদ আবুল কালাম আযাদ (জয়পুরহাট) সাধারণ সম্পাদক মনোনীত হন। ঐ সেশনে আমাকে দফতর সম্পাদক মনোনীত করা হয়। কিন্তু এই সংবাদ আমি অনেক দিন পরে মে মাসের ২৩/২৪ তারিখের দিকে পাই। আমি ২৫শে মে রাজশাহী এসে হাদীছ ফাউন্ডেশন ভবনে উঠি। পরের দিন ২৬শে মে আমি দায়িত্বশীলগণের সাথে দেখা করার জন্য ‘যুবসংঘ’-এর কেন্দ্রীয় অফিসে আসি। তখন সভাপতি মুহাম্মাদ আমীনুল ইসলাম ভাই আমাকে বললেন, আপনার যা কিছু হাদীছ ফাউন্ডেশনে আছে, সব নিয়ে আসুন। আমি সেদিন বিকালে এসে উঠলাম টেক্সটাইল মোড়ের পশ্চিম দিকে অবস্থিত (সন্তোষপুরের) এরশাদ ভাইদের বিল্ডিং-এর নীচতলার মেসে। সেখানেই ‘যুবসংঘ’-এর কেন্দ্রীয় দায়িত্বশীলগণ থাকেন।

পরদিন বিকালে ‘যুবসংঘ’ অফিসে গেলাম। সাধারণ সম্পাদক আবুল কালাম ভাই আমার দায়িত্ব বুঝিয়ে দিলেন। যেহেতু সবাই তখন ছাত্র। তাই প্রতিদিন বাদ আছর সকল দায়িত্বশীল অফিসে স্ব স্ব টেবিলে বসে নিজ নিজ সাংগঠনিক কাজ করতেন। অফিসের এই শৃঙ্খলা আমাকে যারপর নেই আনন্দিত করে। কিছু দিন পরে আমি চারঘাট থানায় সগৃহব্যাপী সাংগঠনিক সফরে গেলাম। ৭ দিন থানার বিভিন্ন শাখা ও এলাকায় সফর করলাম। এক শাখায় সকাল ১০-টায়, অন্য শাখায় বাদ যোহর, আরেক শাখায় বাদ আছর এবং অন্যত্র বাদ মাগরিব। এভাবে সারাদিন বিভিন্ন শাখায় প্রোথাম করতাম। এধরনের সগৃহব্যাপী সফরে আমি নীলফামারী, দিনাজপুর-পূর্ব, কুষ্টিয়া-পূর্ব ও পশ্চিম, খুলনা সহ বিভিন্ন যেলাতে গমন করেছি। এভাবে সগৃহব্যাপী সফরে কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ যেলার বিভিন্ন এলাকায় যাওয়ার ফলে ঐ যেলার কর্মীদের মধ্যে কর্মচাপল্য বৃদ্ধি পায়।

(৩) সে সময়ে ‘যুবসংঘ’-এর কেন্দ্রীয় উদ্যোগে আয়োজিত কোন প্রোথামের পত্র যেলাতে পাঠানো হ’লে সেই প্রোথাম বাস্তবায়নের সর্বাত্মক চেষ্টা করা হ’ত। ২০০০ সালের দিকে একবার ফরিদপুরের বোয়ালমারী থানার শেখরে প্রশিক্ষণের জন্য পত্র দেওয়া হয়। সেখানে যাওয়ার কথা ছিল আমার। নির্দিষ্ট দিনে রাজশাহী থেকে রওয়ানা হ’লাম। ট্রেন যোগে রাজবাড়ী নেমে, ফরিদপুর হয়ে বোয়ালমারী পৌঁছতে দুপুর প্রায় ১-টা বেজে গেল। শেখর যাওয়ার কোন গাড়ী পাওয়া যাচ্ছে না। অনেকক্ষণ অপেক্ষার পরে একটা ভ্যান পাওয়া গেল। কিন্তু ভাড়া অনেক বেশী। তারপরও রাযী হয়ে গেলাম। কিছু দূর যাওয়ার পর প্রচণ্ড বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল। ফলে রাস্তার পাশে একটা বাড়ীর বারান্দায় আশ্রয় নিলাম। প্রায় ৩০ মিনিট অপেক্ষার পরও যখন বৃষ্টি থামার কোন লক্ষণ দেখা গেল না। তখন বৃষ্টির মাঝেই রওয়ানা হ’লাম। ড্রাইভার ও আমি দু’জনেই বৃষ্টিতে কাক ভেজা হয়ে গেলাম। প্রায় মাইলখানেক গিয়ে কাচা রাস্তা শুরু হ’ল। ভ্যান কিছু দূর গিয়ে আর সামনে আগাতে পারছে না। তখন আমি ভ্যান থেকে নেমে গেলাম। ড্রাইভার খালি ভ্যান কিছু দূর টেনে নিল। কিন্তু চাকায় এত বেশী পরিমাণ কাদা লেগে গেল যে, ড্রাইভারের একার পক্ষে ভ্যান টেনে নেওয়া সম্ভব হ’ল না। ফাঁকা বিলের মধ্য দিয়ে রাস্তা। এই পথে গন্তব্যে একাকী

যাওয়ার সাহস করতে পারছি না। কারণ রাস্তা একেবারেই নির্জন। সেই সাথে মুশলধারে বৃষ্টি হচ্ছে। তাছাড়া ভ্যান চালককে রেখে গেলে তার পক্ষে একাকী ভ্যান টেনে নিয়ে যাওয়াও সম্ভব হবে না। আর ভ্যান চালকের বাড়ীও আমার গন্তব্য শেখরের পার্শ্ববর্তী গ্রামে। তাই তার সাথে ভ্যান ঠেলে ঠেলে গন্তব্যে পৌঁছতে প্রায় আছরের ছালাতের সময় হয়ে গেল। এভাবে সমাপ্ত হ'ল কষ্টকর এক স্মরণীয় সাংগঠনিক সফর।

(৪) ২০০৫ সালের ২২শে ফেব্রুয়ারী রাত ১টা। সারাদিন তাবলীগী ইজতেমা সংক্রান্ত কাজ ও বাদ মাগরিব থেকে 'আন্দোলন' অফিসে মিটিং করে 'যুবসংঘ' অফিসের পাশের রুমে বসে সেদিনের পত্রিকায় চোখ বুলাচ্ছিলাম। হঠাৎ ছোট্ট একটি আওয়াজ শুনলাম। রাস্তার দিকে তাকিয়ে দেখলাম দুই ভ্যান পুলিশ রাস্তার দু'দিকে সশস্ত্র অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে। যেন কোন বড় অভিযান। সেই রাতে মুহতারাম আমীরে জামা'আত, নায়েবে আমীর, সেক্রেটারী জেনারেল ও 'যুবসংঘ'-এর তৎকালীন সাংগঠনিক সম্পাদক এ. এস. এম আযীযুল্লাহকে পুলিশ ধরে নিয়ে গেল। চোখের সামনে চার নেতাকে পুলিশ তাদের গাড়িতে তুলে নিয়ে গেল। অবাধে বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকলাম। বুকের মাঝে হাতুড়ি পেটানোর শব্দ শুনতে পেলাম। বিভিন্ন স্থানে মোবাইলে যোগাযোগ করে এই দুঃসংবাদ জানালাম। অতঃপর তৎকালীন মহিলা মাদ্রাসা সংলগ্ন মসজিদের বারান্দায় দাঁড়িয়ে নির্ঘুম রাত অতিবাহিত হ'ল। সকালের মধ্যে চারদিকে খবর ছড়িয়ে গেল। মারকাযের ছাত্র, শিক্ষক ও অভিভাবকদের মাঝে এক অজানা আতঙ্ক বিরাজ করতে লাগল। অনেকেই তাদের সন্তানদের নিয়ে শঙ্কিত হয়ে পড়লেন। সংগঠনের দায়িত্বশীলরাও নিরাপদ দূরত্বে অবস্থান করতে লাগলেন।

এ দিকে নেতৃবৃন্দের বিরুদ্ধে পত্রিকায় নানা মিথ্যাচার ছাপা হ'তে লাগল। একেক পত্রিকায় একেক ধরনের কাল্পনিক গল্প ছাপার যেন প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে গেল। দূরে থেকে সেগুলোর জবাব লিখে পত্রিকা অফিসে পাঠানো হ'ত লোক মারফত। এভাবে কয়েক সপ্তাহ চলার পরে আমরা আবার অফিসে ফিরে আসলাম। কিন্তু গোয়েন্দা সংস্থার লোকদের যাতায়াত এবং তাদের চাহিদামত বিভিন্ন তথ্য সরবরাহ, কথা বলা ও তাদেরকে সময় দেয়া নিষ্ঠ-নৈমিত্তিক ব্যাপারে পরিণত হ'ল। তাছাড়া প্রতিদিন পত্রিকার মিথ্যা খবরের প্রতিবাদে বিজ্ঞপ্তি লিখে সংশ্লিষ্ট পত্রিকা অফিসে পাঠানো যেন একটা রুটিন ওয়ার্কে পরিণত হয়ে গেল। এসবের কারণে অফিসের কার্যক্রম যারপর নেই ব্যাহত হ'ত। সারা দিন অফিসের কাজ করলেও পুলিশের অতর্কিত ধ্রুেফতার এড়াতে রাতে কোন নিরাপদ স্থানে রাত কাটাতে। আর নেতৃবৃন্দের মুক্তির দাবীতে বিভিন্ন যেলায় শান্তিপূর্ণ সমাবেশ চলতে লাগল। এভাবেই কেটে গেল প্রায় দেড় বছর।

২০০৬ সালের ৯ই জুলাই। নওগাঁ কারাগার থেকে কেন্দ্রীয় তিন নেতা যথাক্রমে 'আন্দোলন'-এর তৎকালীন নায়েবে আমীর আব্দুছ ছামাদ সালাফী, সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম ও 'যুবসংঘ'-এর তৎকালীন কেন্দ্রীয় সভাপতি

এ.এস.এম. আযীযুল্লাহ মুক্তি পাবেন। আমরা সকাল ১০-টার মধ্যেই রাজশাহী থেকে নওগাঁ পৌঁছে গেলাম। বিভিন্ন কার্যক্রম শেষ করতে দুপুর গড়িয়ে গেল। বিকাল ৫-টায় নেতৃবৃন্দ বের হয়ে আসলেন। আমরা দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিলাম ‘যুবসংঘ’-এর কেন্দ্রীয় সভাপতির জন্য। ‘আন্দোলন’-এর দুই নেতার জন্যও একই ব্যবস্থা ছিল। তিনি এসে বুক জড়িয়ে ধরলেন। আনন্দাশ্রু গড়িয়ে পড়ল গণ্ড বেয়ে। নির্দিষ্ট গাড়িতে নেতৃবৃন্দকে উঠানো হ’ল। কর্মীদের বাঁধভাঙ্গা ঢল রোধ করা গেল না। সবার ইচ্ছা কেবল নেতৃবৃন্দের সাথে একবার মুছাফাহা করা। যারা সবাই সকাল থেকে অপেক্ষমান ছিলেন। এদিকে কেন্দ্রীয় অফিস চত্বরেও নেতাদের অভ্যর্থনা জানানোর অপেক্ষায় কর্মীদের উপচে পড়া ভিড়। মাগরিবের পূর্ব মুহূর্তে মারকায মসজিদে নেতৃবৃন্দ উপস্থিত হয়ে কর্মীদের সাথে মিলিত হ’লেন এবং মসজিদে আবেগঘন এক পরিবেশের অবতারণা হ’ল। তারা কর্মীদের উদ্দেশ্যে নাতিদীর্ঘ বক্তব্য পেশ করলেন।

২০০৮ সালের আগস্ট মাস। সাড়ে তিন বছর কারা ভোগের পর আমীরে জামা’আতের মুক্ত হয়ে বেরিয়ে আসার খবরে সারা দেশের কর্মীদের মাঝে বয়ে যায় আনন্দ-উচ্ছ্বাস। বাধভাঙ্গা জোয়ারের মত সকলে ছুটে আসার অপেক্ষায় নওদাপাড়া মারকায অভিমুখে। রাজশাহী থেকে কয়েকটি মাইক্রো বাস যোগে কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ বগুড়া কারাগারে পৌঁছেন। অবশেষে মুহতারাম আমীরে জামা’আত দীর্ঘ ৩ বছর ৬ মাস ৬দিন কারাভোগের পর সকল বাধা ও ষড়যন্ত্রের জাল ছিন্ন করে ২৮শে আগস্ট বেরিয়ে আসেন। ঐ দিন বাদ মাগরিব তিনি জেলগেট থেকে রওয়ানা দেন এবং রাত্রে নওদাপাড়া মারকাযে পৌঁছেন পুলিশ প্রহরায়। মারকাযের পশ্চিম পার্শ্বের বড় মসজিদে অপেক্ষমান কর্মীদের উদ্দেশ্যে তিনি আবেগঘন বক্তব্য পেশ করেন। কর্মীদের মাঝে ফিরে আসে প্রাণচাঞ্চল্য। নওদাপাড়া আবার পূর্ণ হয় জনারণ্যে। আমীরে জামা’আতের সংস্পর্শ থেকে সংগঠনের কাজে অদ্যাবধি রত আছি। আল্লাহ যেন আমাদের সকলকে সমাজ সংস্কারের ময়দানে আমৃত্যু অবিচল রাখেন। আমীন!

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,  
**আমার উম্মতের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি তারা,  
 যাদেরকে দেখানে আল্লাহকে স্মরণ হয়।**

-আহমাদ, ছহীহাহ হা/২৮৪৯।

## বেদনাভরা সুখময় স্মৃতির আগ্নিনায়

-কায়ী হারুপুর রশীদ\*

‘বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ’-এর স্মারকগ্রন্থ-২ প্রকাশ হ’তে যাচ্ছে জেনে আল্লাহর নিকট শুকরিয়া জানাচ্ছি; সেই সাথে আমার মত নগণ্য বান্দার নিকট স্মৃতিচারণ চাওয়ায় ‘যুবসংঘ’-কে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। সেই সাথে দো‘আ করছি, হে আল্লাহ! আপনি এই সংগঠনকে কবুল করুন এবং এর সাংগঠনিক ও দাওয়াতী কাজে বরকত দান করুন।-আমীন!

গ্রীক দার্শনিক সফ্রেটিসের ভাষায় বলতে হয়, How does time Fly! ‘কিভাবে সময় চলে যায়’! দেখতে দেখতে ‘যুবসংঘ’-এর বয়স ৪৬ বছর পার হয়েছে। আমি এই ৪৬টি বছরের মধ্যে ৪২টি বছর সাংগঠনিক বলয়ে কাটিয়েছি। আলহামদুলিল্লাহ! আমার হৃদয়ের গহীনে লালিত সংগঠনের সুখ-দুঃখের কিছু স্মৃতিচিহ্ন তুলে ধরব ইনশাআল্লাহ।

১৯৮২ সালের মাঝামাঝিতে আল্লাহর অশেষ মেহেরবানীতে বন্ধু মনীরাফাযমান (বর্তমান যুগ্মসচিব)-এর সহযোগিতায় খুলনার মাসউদ বিন ইসহাকের দাওয়াতের মাধ্যমে আমি হকের সন্ধান পাই। আলহামদুলিল্লাহ! সে সময় যদি ‘যুবসংঘ’-এর জন্ম না হ’ত, তাহ’লে আমি সহ বাংলার আনাচে-কানাচে ছড়িয়ে থাকা অনেক সত্যান্বেষী যুবক হকের সন্ধান পেত না। সেজন্য আমার স্মৃতির মণিকোঠায় ‘যুবসংঘ’ চিরভাস্বর হয়ে থাকবে।- ইনশাআল্লাহ!

সে সময় শিল্পনগরী খুলনার খালিশপুর, দৌলতপুর শ্রমিক অধ্যুষিত এলাকাগুলি দাওয়াতের একটা বড় ক্ষেত্রে পরিণত হয়েছিল। ফলে বিভিন্ন জুট মিলগুলোর ৮/১০ দিনের মাহফিলগুলিতে আমাদের আলেমদের পদচারণা শুরু হ’ল। বিশেষ করে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও তেজোদ্বীপ্ত আলোচক ‘যুবসংঘ’-এর প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব স্যারের কদর একটু বেশী ছিল। সে সময় আমরা দাওয়াতী কৌশল হিসাবে শ্রোতাদের কাতারে মিশে শবেবরাত, মিলাদ-ক্বিয়াম, ছালাতে মুজাদ্দীর সূরা ফাতিহা পাঠ, জোরে আমীন বলা, কুলখানী-চেহলাম, জন্ম ও মৃত্যুবার্ষিকী ইত্যাদি বিষয়ে প্রশ্ন করতাম। আর সুযোগমত আলোচকগণ দলীল ভিত্তিক জবাব দিতেন।

ইতিমধ্যে কিছু ব্যক্তির কুনযর পড়ল ‘যুবসংঘ’-এর উপর। তারা সম্ভবত গদি হারানোর ভয়ে হয়ত চাচ্ছিল না যে ‘যুবসংঘ’ মাথা চাড়া দিয়ে উঠুক। সেজন্য বাতিলের সাথে আপোষহীন এই সংগঠনকে তারা গুরু থেকেই নস্যং করতে চেয়েছিল। এর ধারাবাহিকতায় হঠাৎ কোন পূর্বাভাস ছাড়াই ‘যুবসংঘ’-এর

কার্যক্রমকে লণ্ডভণ্ড করে দিতে চেয়েছিল। যাকে বলে বিনা মেঘে বজ্রপাত। কিন্তু যে বটবৃক্ষের শিকড় দেশব্যাপী ছেয়ে গেছে, তা মানুষের ষড়যন্ত্রে কখনই লণ্ডভণ্ড হওয়ার নয়। আল্লাহর সম্ভ্রষ্টই যাদের চাওয়া-পাওয়া দুনিয়াবী বাধা তাদের কাছে কিছুই নয়। এক্ষণে আমার হৃদয়ে সংরক্ষিত কয়েকটি স্মৃতি জানাতে চাই।

১. ১৯৮৯ সালের জুলাই মাসের শেষের দিকে ‘জমঈয়ত’ ‘যুবসংঘ’-এর সাথে (সাপ্তাহিক আরাফাত ৩০/৮ সংখ্যা, ২৪শে জুলাই ১৯৮৯, ৫ম পৃষ্ঠা, ৩য় কলাম) ‘সম্পর্কহীনতা’ ঘোষণা করে। এরপর থেকে ‘যুবসংঘ’-এর যাবতীয় কার্যক্রমকে বাধাগ্রস্ত করা এবং প্রতিষ্ঠাতা সভাপতিকে মসজিদে মিম্বারে অঘোষিত নিষেধাজ্ঞা জারি করার কাজ শুরু হয়। সেই দুঃসময়ে আমরা জামা‘আতের খুলনা সিটি আহলেহাদীছ জামে মসজিদে আসার খবর পেয়ে আমরাও উপস্থিত হ’লাম। কিন্তু সকলকে নিরাশ করে খতীব মাওলানা আলী আকবর রিয়াজী জুম‘আর খুত্বা দিলেন। অথচ যে গালিব ছাহেবের আগমনের কথা শুনলে জমঈয়তের মুরব্বীরা তাঁর খুত্বা শুনার জন্য মুখিয়ে থাকত। সেই চিরচেনা মুখগুলিই আজ অন্তরায় হয়ে গেল! কি নির্ধূর দুনিয়া! আমরা জামা‘আত সালাম ফিরানোর পর দাঁড়িয়ে মুছল্লীদেরকে সুন্নাত ছালাত পর একটু বসার অনুরোধ করলেন। সুন্নাত শেষে মসজিদ ভর্তি মুছল্লীদের উদ্দেশ্যে তিনি বললেন, ‘আমি মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব। আমাকে আপনারা চিনেন ও স্নেহ করেন। ‘জমঈয়ত’ ‘যুবসংঘ’-এর সাথে ‘সম্পর্কহীনতা’ ঘোষণা করেছে। আমি আপনাদেরই সন্তান। মেহেরবানী করে আপনারা জমঈয়ত সভাপতি ছাহেবকে বুঝান। তাঁর এই সিদ্ধান্ত কেবল জমঈয়ত নয়, পুরা আহলেহাদীছ সমাজকে বিভক্ত করে ফেলবে। কারণ সারাদেশে ‘যুবসংঘ’-এর কর্মীরা নিক্রিয় ঘরে বসে থাকবে না। অতএব এখনও সময় আছে জমঈয়ত সভাপতি মহোদয়কে বুঝান’। একটু স্থির মস্তিষ্কে ভেবে দেখুন তো, দল কে ভাঙ্গল, আর অপবাদ দেয়া হ’ল কাকে? এটা কি ‘উদার পিণ্ডি বুদার ঘাড়ে’ চাপানো নয়? মূল বাস্তবতা এই যে, গালিব স্যার ঐক্য না ভাঙ্গার জন্য মানুষের দ্বারে দ্বারে ঘুরেছেন। যার বাস্তব স্বাক্ষর আমিও একজন।

২. নব্বইয়ের দশকে ঢাকার ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিশন মিলনায়তন ‘যুবসংঘ’-এর কর্মী সম্মেলন চলছে। খুলনার মাসউদ ভাই ও আমি দোতলার গ্যালারীতে আমরা জামা‘আতের অগ্নিবরা বক্তব্যের মাঝে শ্লোগান দিতে লাগলাম, ঐক্য চাই! ঐক্য চাই!। তিনি বক্তব্যের মধ্যেই উত্তর দিলেন, পিছনের সারিতে বসে ঐক্য চাই, ঐক্য চাই বলে চিৎকার দিলে ঐক্য হবে না। ঐক্য করতে হ’লে সামনে এসে ঐক্যের প্রস্তাবনা দিতে হবে। আমি সব সময়ই ঐক্যের পক্ষের লোক, ঐক্যের বিপক্ষে নই। সে বছরই জমঈয়তের কনফারেন্সে মাসউদ বিন ইসহাক ও আমি ঐক্যের আহ্বান নিয়ে যাই। একদিন আগে ঢাকা স্টেডিয়াম চত্বরে ড. আব্দুল বারী স্যার আমাদেরকে দেখে বুকে জড়িয়ে ধরে বললেন, বাবারা তোমরা এসেছ? আমি খুব খুশী হয়েছি। পরদিন যাত্রাবাড়ী মুহাম্মাদিয়া আরাবিয়া মাদ্রাসায় বিকাল থেকে অনুষ্ঠান। সেখানে গিয়ে সরাসরি তার হাতে ঐক্যবন্ধ হবার লিখিত আবেদন পেশ করলাম। এবার তিনি রাগান্বিত স্বরে বললেন, ঐক্যের জন্য আমাদের দুয়ার সব সময় খোলা। কিন্তু কোন আমীর-ওমরাদের স্থান জমঈয়তে নাই। ফলে যা বোঝার তা আমরা বুঝে ফিরে আসলাম।

৩. মুহতারাম আমীরে জামা'আত জেল থেকে বের হওয়ার পর ২০০৯ সালের রামাযান মাসে জমঈয়তের কার্য নির্বাহী কমিটির সদস্য রহমতুল্লাহ এমপির আমন্ত্রণে তার পৈত্রিক বাসভবন বেরাইদে গেলেন। সফরসঙ্গী হিসাবে কয়েকজনের মধ্যে আমিও ছিলাম। সেখানে উভয়ের মধ্যে যে আলোচনা হয়েছিল তার সারসংক্ষেপ নিম্নরূপ— আমাদের উভয়ের বয়স ষাটোর্ধ্ব। আমরা যদি আমাদের জীবদশায় জমঈয়ত ও আন্দোলনকে একত্রিত করে দিতে পারি, তবে এটাই হবে আমাদের জীবনের এক বড় সফলতা। আমীরে জামা'আত একটা প্রস্তাব দিলেন, 'আমরা ঐক্য করতে চাই এবং সে ঐক্যের ভিত্তি হবে জমঈয়তের বর্তমান গঠনতন্ত্রের উপরে নয়, বরং আব্দুল্লাহেল কাফী (রহ.)-এর গঠনতন্ত্রের উপর'। তিনি তাৎক্ষণিকভাবে জমঈয়তের তৎকালীন সভাপতি জনাব এ কে এম শামসুল আলমকে মোবাইলে কল দিয়ে তার বাসায় আসার কথা বললে, তিনি মির্জাপুর রেল স্টেশনে আছেন বলেন। আমীরে জামা'আত তাকে বললেন, আপনি ভুল করলেন। আমি এখানে আছি সেকথা আপনার বলা উচিত হয়নি। উনি কখনই এখানে আসবেন না। পরে আমীরে জামা'আত ঐক্যের বিষয়ে তাকে দায়িত্ব নেয়ার কথা বললে তিনি ঐক্যের বিষয়ে স্বতঃস্ফূর্তভাবে ভূমিকা পালনের চেষ্টা করেন। পরে সাভারে জমঈয়ত কনফারেন্সে রহমতুল্লাহ এমপি নিজেই মঞ্চে বসা কয়েকজন মাদানী ও দায়িত্বশীল ব্যক্তিদেরকে উদ্দেশ্য করে বলেন, গালিব ছাহেব স্ট্রেইট ফরওয়ার্ড লোক। তিনি আহলেহাদীছ জামা'আতকে এক করতে চান, কিন্তু হবে না এইসব লোকদের জন্য।

৪. ২০১৩ সালের তাবলীগী ইজতেমায় দাওয়াত দেওয়ার জন্য মুহতারাম আমীরে জামা'আত কর্তৃক স্বাক্ষরিত একটি চিঠি দিয়ে মাওলানা আমানুল্লাহ বিন ইসমাঈল, মাওলানা জাহাঙ্গীর আলম ও আমাকে জমঈয়ত সভাপতি মরহুম ড. ইলিয়াস স্যারের বাসায় পাঠালেন। আমরা ৩ জন ঢাকার আর. কে মিশন রোডে রেলগেট সংলগ্ন তাঁর বাসায় গেলাম। তিনি তো আমাদের দেখে কি যে খুশি। আমরাও তাঁর সাক্ষাৎ পেয়ে আনন্দিত। উনি আমীরে জামা'আতের চিঠি পড়ে মন্তব্য করলেন, 'আজ গালিব ভাই আমাকে চিঠি দিয়ে যে মহত্ত্বের পরিচয় দিয়েছেন, সেজন্য আল্লাহর দরবারে তাঁর জন্য প্রাণ খুলে দো'আ করি। যে মহত্ত্বের পরিচয় উনি দেখিয়েছেন, তা আমারই করার দরকার ছিল। এজন্য যাবতীয় নেকী তাঁর আমলনামায় লেখা হবে ইনশাআল্লাহ। আমি জমঈয়তের ওয়াকিফ কমিটির মিটিং-এ উনার চিঠিটা উপস্থাপন করে সিদ্ধান্ত জনাব ইনশাআল্লাহ। তবে এ ব্যাপারে ব্যক্তিগতভাবে আমার কোন দ্বিমত নাই। বরং আমি এতে খুশী'। কিন্তু দুঃখজনক হ'লেও সত্য যে, কোন অজ্ঞাত কারণে পরবর্তী আর কোন খবর জানতে পারি নি।

**যুবকদের প্রতি সতর্কবাণী :** প্রিয় যুবক ভাইদের প্রতি আমার নছীহত সর্বদা সজাগ থাকতে হবে। কেননা শয়তান নানাবিধ প্রলোভন দেখিয়ে তোমাদেরকে আদর্শচ্যুত করতে সর্বদা প্রস্তুত। ফলে যখনই কেউ তোমাকে 'যুবসংঘ' বা সংগঠনের নীতি আদর্শের বিরুদ্ধে কিছু বলার চেষ্টা করবে, তখন সোচ্চার হ'তে হবে। পরিশেষে বলব, শত বাধা বিপত্তির মধ্যদিয়ে একমাত্র জান্নাতী মানুষ হওয়ার নিমিত্তে তোমাকে দাওয়াতী ময়দানে কাজ চালিয়ে যেতে হবে। আল্লাহ আমাদের সকলের নেক প্রচেষ্টা কবুল করুন।-আমীন!

## রাবি ‘যুবসংঘ’র নিবন্ধন প্রাপ্তির প্রেক্ষাপট

-ড. নূরুল ইসলাম\*

৩রা মে ২০০৫, মঙ্গলবার। ‘বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ’ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় শাখার পক্ষ থেকে ‘আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ’-এর মুহতারাম আমীরে জামা‘আত, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের প্রফেসর, শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব স্যারের মুক্তির দাবীতে আয়োজিত মিছিল ও সমাবেশের নির্ধারিত দিন। ইতিমধ্যে সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন হয়েছে। গত কয়েকদিন যাবৎ বিভিন্ন অনুযদ ভবন ও আবাসিক হলে পোস্টার ও লিফলেট বিতরণ করা হয়েছে। এমনকি ২৯শে এপ্রিল’০৫ শুক্রবার বাদ জুম‘আ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় জামে মসজিদেও লিফলেট বিতরণ করা হয়। আমি নিজেও সেখানে উপস্থিত থেকে লিফলেট বিতরণ করি। এভাবে ব্যাপক প্রচারণার ফলে ক্যাম্পাসে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। নির্ধারিত দিনে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শহীদুল্লাহ কলা ভবনের দক্ষিণ পার্শ্বস্থ আম বাগানে রাবি ‘যুবসংঘ’-এর নেতা ও কর্মীরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে একত্রিত হয়। ভীতি ও শঙ্কার চাদর ছুঁড়ে ফেলে সবার চোখে-মুখে আত্মবিশ্বাসের আভা দীপ্তিমান। কিছুক্ষণ পরেই শুরু হবে মিছিল ও সমাবেশ। কিন্তু বাঁধ সাধল রাবি প্রশাসন। তাসের ঘরের মত ঠুনকো অজুহাত। ‘বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ’ রাবির নিবন্ধিত সংগঠন নয় বলে বন্ধ করে দেওয়া হ’ল আমাদের নির্ধারিত কর্মসূচী।

আমরাও দমবার পাত্র নই। ১০/১৫ জনের একটি দল নিয়ে ছুটে গেলাম রাবি প্রক্টরের দপ্তরে। তখন প্রক্টর ছিলেন প্রফেসর শামসুল আলম। আমরা তার কাছে আমাদেরকে মিছিল করতে না দেওয়ার কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি নিবন্ধন না থাকার আশংকায় আওড়ালেন। তার সাথে আমাদের উত্তপ্ত বাক্য বিনিময় হ’ল। এরপর আমরা রাবির প্রশাসন ভবন-১ এর গেট থেকে মিছিল করতে করতে প্যারিস রোড হয়ে ভিসি স্যারের বাসভবনের গেটে উপস্থিত হ’লাম। নিরাপত্তা প্রহরীদের কাছে আমাদের পরিচয় পেশ করে রাবির তৎকালীন ভাইস চ্যান্সেলর (ভিসি) প্রফেসর ড. ফাইসুল ইসলাম ফারুকী স্যারের সাথে সাক্ষাৎ করতে চাইলাম। তারা আমাদের যে কোন একজনকে ভিতরে যেতে বললেন। আমি বললাম, আমরা দু’জন যাব। এরপর প্রতিনিধি হিসাবে আমি ও শিহাবুদ্দীন আহমাদ ভাই ভিসির বাসভবনে প্রবেশ করলাম। সেখানে দায়িত্বরত কর্মকর্তাকে বললাম, আমরা প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব স্যারের সংগঠন ‘আহলেহাদীছ যুবসংঘ’র পক্ষ থেকে ভিসি

\*সাবেক কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি (২০১২-১৪ সেশন), বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ ও ভাইস প্রিন্সিপাল, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী।



স্যারের সাথে দেখা করতে এসেছি। তিনি ভিসি স্যারকে বিষয়টি জানানোর সাথে সাথেই ভিতরে আমাদের ডাক পড়ে। আমরা তাঁর কাছে নিজেদের পরিচয় পেশ করে আমাদেরকে মিছিল ও সমাবেশ করতে না দেওয়ার কথা জানাই। উনি প্রক্টরকে ফোন করে বললেন, ‘তোমার কাছে ড. গালিব ছাহেবের আহলেহাদীছ যুবসংঘের ছেলেরা গিয়েছিল। As a Proctor তুমি তাদের জন্য কি করেছ?’ প্রক্টরের সাথে কথোপকথন শেষে রিসিভার রেখে ভিসি স্যার আমাদেরকে বললেন, ‘বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন সম্মানীত প্রফেসরকে এভাবে হাতে হ্যাণ্ডকাফ পরিয়ে আদালতে হাযির করা জাতির জন্য চরম লজ্জাজনক ও অবমাননাকর। আমি টিভিতে এ দৃশ্য দেখে অত্যন্ত ব্যথিত ও মর্মান্বিত হয়েছি। আমাকে না জানিয়ে তাঁকে গ্রেফতার করা হয়েছে। আমি নিজেই একজন আহলেহাদীছ’। এ কথা বলে তিনি তাঁর পাশে বসা ২/৩ জন শিক্ষক ও শিক্ষক নেতার দিকে ইশারা করে বললেন, ‘ইনারাও আহলেহাদীছ। কিন্তু আমরা তাঁর জন্য কিছুই করতে পারছি না। আমাদের হাত-পা বাঁধা। তোমরা এখন ধৈর্যধারণ করো। পরিবেশ কিছুটা শান্ত হ’লে আমি তোমাদেরকে মিছিল ও সমাবেশ করার অনুমতি দেব’। কথাবার্তায় ভিসি স্যারকে বেশ আন্তরিক মনে হ’ল। আমরা তাঁর কথায় আশ্বস্ত হয়ে সেখান থেকে বিদায় নিয়ে দুঃখ-ভারাক্রান্ত মনে সাথীদের কাছে ফিরে এলাম। তারা তখনো অধীর আগ্রহে ভিসির বাসভবনের গেটে অপেক্ষমাণ ছিল। ভিসি স্যারের সাথে আলোচনার আদ্যোপান্ত তাদের কাছে বিবৃত করে নিজ নিজ গন্তব্যে ফিরে গেলাম।

বহু কাল্পিত সেই মিছিল ও সমাবেশ না হওয়ায় আমরা দারুণভাবে মর্মান্বিত হয়েছিলাম। রাবি ‘যুবসংঘ’-এর তৎকালীন সভাপতি হাফেয মুহাম্মাদ মুহসিন (সাতক্ষীরা) ও সেক্রেটারী মুহিবুর রহমান হেলাল (মেহেরপুর) এক যৌথ বিবৃতিতে এর তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন। বিবৃতিতে তারা বলেছিলেন, ‘কর্তৃপক্ষের দীর্ঘ দু’মাস প্রশ্নবিক্ত নীরব অবস্থান এহণে আমরা বাধ্য হয়েই আমাদের প্রাণপ্রিয় শিক্ষক সম্পর্কে দু’টি কথা বলার জন্য জমায়েত হওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। এ মুহূর্তে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের এহেন সিদ্ধান্তে আমরা দারুণভাবে মর্মান্বিত’ (রিপোর্ট দ্রঃ আত-তাহরীক, জুন’০৫, পৃঃ ৪৫)।

সেদিন রাবি প্রক্টরের সাথে আলোচনার সময় আমরা যে অপ্রিয় সত্যের মুখোমুখি হয়েছিলাম সেটি হ’ল, আমরা রাবির নিবন্ধিত ছাত্র সংগঠন নই। অথচ ১৯৭৮-৭৯ সেশন থেকেই রাবিতে আমাদের কার্যক্রম চলে আসছে। হয়তো পূর্ববর্তী দায়িত্বশীলবৃন্দ নিবন্ধন নেয়ার প্রয়োজন অনুভব করেননি। যাহোক, ইতিমধ্যে ১৭ই আগস্ট’০৫ দেশের ৬৪টি যেলার মধ্যে ৬৩ যেলায় জঙ্গীরা একযোগে বোমা বিস্ফোরণ ঘটানোর ফলে রাবিতে যুবসংঘ-এর কার্যক্রম স্তিমিত হয়ে পড়ে। অতঃপর ২০০৬ সালে পরিবেশ কিছুটা স্বাভাবিক হ’লে রাবি ‘যুবসংঘ’ের পক্ষ থেকে প্রক্টর বরাবর ‘আহলেহাদীছ যুবসংঘ’ের নাম নিবন্ধন, টেন্ট ও মিছিল-সমাবেশের বার নির্ধারণ প্রসঙ্গ’ শিরোনামে দরখাস্ত জমা দেওয়া হয়। অবশেষে ২৬শে এপ্রিল ২০০৬

রাবির তৎকালীন প্রক্টর ও মনোবিজ্ঞান বিভাগের প্রফেসর ড. মোহাম্মদ এনামুল হক স্যারের আন্তরিক সহযোগিতায় আমরা নিবন্ধন লাভ করি। ফালিল্লাহিল হামদ।

শহীদুল্লাহ কলা ভবনের দক্ষিণ-পূর্ব কর্ণারে আমাদের টেন্ট নির্ধারিত হয় এবং প্রতি মঙ্গলবার সকাল ১১-টা থেকে ১১.৪৫ মিনিট পর্যন্ত মিছিল-সমাবেশের অনুমতি দেওয়া হয়। এরপর আমরা ১৬ই মে '০৬ আমীরে জামা'আত সহ কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের মুক্তির দাবীতে রাবি যুবসংঘের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো মিছিল বের করি। শহীদুল্লাহ কলা ভবনের দক্ষিণ পার্শ্বস্থ আমবাগান থেকে মিছিলের যাত্রা শুরু হয়। কর্মীদের 'সকল বিধান বাতিল কর, অহির বিধান কয়েম কর' 'ড. গালিব জেলে কেন, প্রশাসন জবাব চাই' 'আহলেহাদীছ যুবসংঘ, যিন্দাবাদ যিন্দাবাদ' 'আমীরে জামা'আতের মুক্তি চাই, দিতে হবে' 'কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের মুক্তি চাই, দিতে হবে' 'জিহাদ ও জঙ্গীবাদ, এক নয় এক নয়' প্রভৃতি শ্লোগানে শ্লোগানে সেদিন মতিহারের সবুজ চত্বর প্রকম্পিত হয়েছিল। মিছিল শেষে বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় লাইব্রেরী প্রাঙ্গণে সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশে মাইক ব্যবহারের ফলে আমাদের কথাগুলো সবার কর্ণকুহরে পৌঁছে যায়। সবাই উৎসুক দৃষ্টিতে আমাদের সেদিনের তেজোদীপ্ত ভাষণ শ্রবণ করে। 'যুবসংঘ'-এর তৎকালীন কেন্দ্রীয় সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদক হিসাবে আমিও সেখানে বক্তব্য দিয়েছিলাম। সমাবেশে কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ আমীরে জামা'আত প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব, যুবসংঘের কেন্দ্রীয় সভাপতি এ.এস.এম. আযীযুল্লাহ সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দের মুক্তির দাবী জানিয়েছিল সুউচ্চ কণ্ঠে (রিপোর্ট দ্র. আত- তাহরীক, জুন ২০০৬, পৃঃ ৪৬)। এরপর থেকে নিয়মিতভাবে প্রতি মঙ্গলবার মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হত। আহলেহাদীছ ছাত্ররা ছাড়াও অনেক সাধারণ ছাত্র স্যারের মুক্তির দাবীতে মিছিল-সমাবেশে যোগ দিত। দারুণ কর্মচঞ্চল ছিল ক্যাম্পাসের স্মৃতিময় সেই দিনগুলি।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

مَثَلُ الَّذِي يُعَلِّمُ النَّاسَ الْخَيْرَ وَيَنْسَى نَفْسَهُ  
كَمَثَلِ السَّرَاجِ يُضِيئُ لِلنَّاسِ وَيُخْرِقُ نَفْسَهُ

‘যে ব্যক্তি মানুষকে কল্যাণের শিক্ষা দেয়, নিজে আমল করে না সে ব্যক্তির উদাহরণ সেই মোমবাতির মত, যে মোমবাতি মানুষকে আলো দেয় এবং নিজেকে জ্বালিয়ে দেয়’

-ত্বাবারাগী, ছহীহাহ হা/৩৩৭৯।

## তাওহীদের ডাক-এর জন্ম ও পুনর্জন্ম

-ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ হাকিব\*

বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ-এর মুখপত্র হিসাবে দ্বি-মাসিক তাওহীদের ডাক পত্রিকার জন্ম হয় ১লা জানুয়ারী ১৯৮৫ সালে রাজশাহী রাণীবাজারস্থ কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে। বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ-এর ১ম কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সম্মেলন উপলক্ষ্যে প্রকাশিত পত্রিকাটি ছিল যুবসংঘ-এর প্রথম নিজস্ব কোন মুখপত্র। তৎকালীন যুবসংঘ-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিবের সম্পাদনায় প্রকাশিত তাওহীদের ডাক সে সময় যুবকদের মাঝে বেশ সাড়া ফেলে। তবে সরকারী রেজিস্ট্রেশন না পাওয়ায় এর পরবর্তী কোন সংখ্যা আর বের হয়নি। এর প্রায় এক দশক পর পত্রিকাটি পুনরায় প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয় এবং ১৯৯৬ সালের মার্চ মাসে ৬ষ্ঠ বার্ষিক কেন্দ্রীয় তাবলীগী ইজতেমা উপলক্ষ্যে এর ২য় সংখ্যাটি প্রকাশিত হয়। তারপর আবারো বিরতি। অবশেষে ১৯৯৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে গবেষণা মাসিক আত-তাহরীকের যাত্রা শুরু হলে পত্রিকাটি পাকাপাকিভাবেই লোকচক্ষুর অন্তরালে চলে যায়।

২০১৯ সাল। আমি তখন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে মাস্টার্সে অধ্যয়নরত। ফেব্রুয়ারী মাসে ১৯তম বার্ষিক তাবলীগী ইজতেমা অনুষ্ঠিত হল। নিয়মমাফিক ইজতেমার ২য় দিন ১৩ই ফেব্রুয়ারী সকালে যুবসংঘ-এর কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্য সম্মেলন শুরু হয় এবং এই সম্মেলনে গঠিত হয় যুবসংঘ-এর ২০০৯-১১ সেশনের কেন্দ্রীয় কমিটি। এই কমিটিতে আমাকে আচমকাভাবেই সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদক হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ইতিপূর্বে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় শাখা যুবসংঘ-এর সাধারণ সম্পাদক হিসাবে দায়িত্ব পালন করলেও সেই স্বল্প অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে কেন্দ্রীয় দায়িত্ব পালন করা আমার জন্য মোটেও সহজ ছিল না।

তবুও সাহিত্য ও পাঠাগার বিভাগের দায়িত্ব যখন এল, তখন মনে হল এটা আমার একটা পছন্দের ক্ষেত্র। কেননা লেখালেখি আগে থেকেই আমার আগ্রহ ছিল। তার উপর একটা জিনিস খেয়াল করতাম যে, আমাদের এমন কিছু নতুন লেখক আছেন, যারা বয়সে অতি নবীন হলেও লেখালেখির হাত যথেষ্ট পাকা।

\* সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি (২০১৮-২০/২০২০-২২ সেশন), বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ ও চেয়ারম্যান, হাদীছ ফাউন্ডেশন শিক্ষা বোর্ড, নওদাপাড়া, রাজশাহী।

অথচ বয়সের কারণে তাদের জন্য আত-তাহরীকে লেখক হিসাবে আত্মপ্রকাশ করা কঠিন। এমতবস্থায় যুবকদের মুখপত্র হিসাবে একটি পত্রিকার অভাব বোধ করছিলাম। সেজন্য দায়িত্ব গ্রহণের পর আমার প্রধান চিন্তা ছিল পত্রিকা কিভাবে বের করা যায়, সে ব্যাপারে পরিকল্পনা ও প্রস্তুতি গ্রহণ করা। কেন্দ্রীয় মিটিং-এ প্রস্তাব উত্থাপনের পর সবারই যথেষ্ট আগ্রহ দেখা গেল। এরপর মুরব্বী সংগঠন আন্দোলন-এর অনুমতি নিয়ে আমরা পূর্ণ প্রস্তুতি শুরু করলাম। বিভিন্ন নামের প্রস্তাব এল। তবে আমার আগ্রহ ছিল ‘তাওহীদের ডাক’ নিয়ে। কারণ যুবসংঘ-এর প্রথম মুখপত্র হিসাবে এই নামের একটি বিশেষ আবেদন এবং ঐতিহাসিক সিলসিলা রয়েছে। অবশেষে সবার সম্মতিতে এই নামটিই গৃহীত হল। আমাদের মধ্যে তখন এতটা আবেগ কাজ করছিল যে, এটিকে মাসিক পত্রিকা হিসাবে বের করারই প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম। পরে ভাবা হ’ল, শুরুটা দ্বি-মাসিকই হোক। পরে আমাদের সামর্থ্য ও চাহিদার ভিত্তিতে মাসিক করে ফেলব।

শুরু হল লেখালেখির আয়োজন। প্রথম সংখ্যার জন্য বিষয়বস্তুগুলো নির্ধারণ করলাম। প্রতিটি লেখা যেন নির্দিষ্ট বিভাগের অধীনে হয়, সেটা নিশ্চিত করা হল। কলাম পূরণের জন্য বেশ কয়েকটি লেখা নিজেই লিখলাম। ফাইনাল ট্রেসিং-এর আগের দু’রাত ঘুম হ’ল না। সবাই মিলে দীর্ঘ রাত ধরে প্রফ দেখলেন। ড. কাবীরুল ইসলাম ও ড. নূরুল ইসলামের কথা বিশেষ করে বলতেই হয়। ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ নাজীব রাত জেগে প্রচ্ছদ থেকে শুরু করে পত্রিকার মেকআপ, গেটআপ সব রেডি করল। অবশেষে এল ২০১০ সালের জানুয়ারী মাস। প্রেস থেকে পত্রিকা হাতে এল। দীর্ঘ ২৫ বছর পর তাওহীদের ডাকের পুনর্জন্ম। ভিন্ন এক আবেগ আমাদের মধ্যে কাজ করছিল। পত্রিকার ভেতর, বাহির সবাই খুব পছন্দ করলেন। দীর্ঘদিনের এক লালিত স্বপ্ন পূরণ হ’ল। শ্রম স্বার্থক হ’ল আমাদের। ফালিল্লাহিল হামদ।

প্রথমে ভেবেছিলাম প্রতি মাসে পত্রিকা বের করা এ আর এমন কী কাজ! পরে বুঝতে পারলাম পত্রিকার প্রতিটা লাইনে, প্রতিটা পাতায় কত মেহনত, কত বিনিদ্র রজনীর সংগ্রাম লুকিয়ে থাকে। দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে যখন প্রশংসাবাণী আসত, তখন খুবই পুলকিত বোধ করতাম। সময়ের প্রবাহে পত্রিকার ব্যয়ভার যখন বাড়তে লাগল, তখন একসময় পত্রিকা নিয়মিত চালু রাখব কিনা তা নিয়ে কিছুটা দ্বিধাগ্রস্ত ছিলাম। একবার পত্রিকাটি শুধু অনলাইনে রাখার চিন্তাও করা হয়েছে। সবমিলিয়ে এই আয়াসসাধ্য যুদ্ধের ময়দানে তাওহীদের ডাক আজও অব্যাহতভাবে প্রকাশিত হয়ে যাচ্ছে। ৩য় সংখ্যা থেকে শুরু করে বর্তমানে প্রকাশিত হয়েছে ৭০তম সংখ্যা। পত্রিকাটির বিশেষ

আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু হয়েছে ‘সাক্ষাৎকার’ অংশটি, যাতে স্থান পেয়েছে সংগঠনের এই দীর্ঘ যাত্রাপথের জানবায, ত্যাগী কর্মীদের সংগ্রামী জীবনের ইতিহাস। যা ভাবী প্রজন্মের জন্য এক অনন্য অনুপ্রেরণার দীপশিখা হয়ে থাকবে ইনশাআল্লাহ।

দীর্ঘ এক যুগের এই যুদ্ধে সাথী হিসাবে পেয়েছিলাম বেশ কয়েকজনকে। তাদের মধ্যে বিশেষ করে ড. বয়লুর রহমান, ড. মুখতারুল ইসলাম এবং বর্তমানে আসাদুল্লাহ আল-গালিব সম্পাদনার কাজে নিরবচ্ছিন্নভাবে সময় দিয়েছে। ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ নাজীব একদম শুরু থেকেই বরাবরের মত নীরব খাদেম হিসাবে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব আঞ্জাম দিয়ে গেছে। আইটি বিভাগের প্রচ্ছদশিল্পীদের শৈল্পিক ছোঁয়ায় পত্রিকার প্রচ্ছদগুলো নজরকাড়া থেকেছে। পাঠকখরার এই যুগেও বহু পাঠক/পাঠিকাদের অকৃত্রিম ভালোবাসা আমাদের উজ্জীবিত করেছে। এছাড়া বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ-এর কেন্দ্র, যেলা ও শাখার দায়িত্বশীলগণ অনেক ত্যাগ স্বীকার করে এই পত্রিকার প্রচার ও প্রসার করেছেন। সবার প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা রইল। আল্লাহ তাদেরকে উত্তম প্রতিদান দিন। আমীন!

প্রতিটি জিনিসের ক্ষয়-লয় আছে। একদিন তাওহীদের ডাকেরও হয়ত বিদায়ঘন্টা বাজবে। উত্তম কোন বিকল্পের আবির্ভাব হবে। তবে বিগত ১৫ বছর যাবৎ ‘বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ’-এর সমাজ সংস্কার মিশনের সাক্ষী হয়ে তাওহীদের ডাক যুগের যেসব ইতিহাস-ঐতিহ্য-চেতনা, বিস্ময়-আনন্দ-বেদনাকে বক্ষে ধারণ করেছে এবং জাতিগঠনের ভবিষ্যৎ নায়কদের যেসব চিন্তা ও মননকে শব্দের গাঁথুনিতে প্রকাশ করেছে, তা ভূত-ভবিষ্যৎকালের জন্য এক অনন্য ঐতিহাসিক উপাদান হয়ে থাকবে ইনশাআল্লাহ। আমাদের যৌবনকালের স্বর্ণোজ্জ্বল মুহূর্তগুলো তাওহীদের ডাক এবং তার নবীন লেখকদের স্বপ্নযাত্রার সাথে কাটাতে পেরে নিজেকে ভীষণ ধন্য মনে করছি। তাওহীদের ডাক পত্রিকা আর বহুদিন স্থায়িত্ব লাভ করুক এবং বাতিলের মোকাবিলায় যুবসমাজের প্রতিরোধ সংগ্রামের ইতিহাসকে সযত্নে ধারণ করে চিরজাগরুক রাখুক—এটাই মহান রবের দরবারে কামনা। আল্লাহ রবুল আলামীন তাঁর দীনকে বিজয়ী করার স্বার্থে আমাদের সবার মুখলিখানা কৃতকর্মগুলো কবুল করে নিন। আমীন!



## পীড়াদায়ক স্মৃতিকথা

-আব্দুর রশীদ আখতার\*

২০০৯ সালে আমি প্রথম কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক হিসাবে ‘যুবসংঘের’ কেন্দ্রীয় দায়িত্বে আসি। ২০১৪ সালে তখন আমি কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক হিসাবে দায়িত্বপালন করে আসছিলাম। ২০১৪-২০১৬ সেশনের কেন্দ্রীয় কমিটি গঠনের সময় হয়ে আসল। গঠনতন্ত্রের নিয়ম অনুসারে কেন্দ্রীয় কমিটি গঠনের জন্য কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সম্মেলন হ’ল। বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত্রে মুহতারাম আমীরে জামা’আতের নেতৃত্বে তাঁর প্রতিনিধিদল কাউন্সিলরদের সাক্ষাৎকার নিলেন। শুক্রবার সকাল ১১টার সময় মারকাযের পূর্বপার্শ্বস্থ ছোট মসজিদে কাউন্সিলরদের উপস্থিতিতে আমীরে জামা’আত এক ঐতিহাসিক মর্মস্পর্শী নছীহত প্রদান করেন। এসময় তিনি কাউন্সিলরদের নিকট একটি গুরুতর অভিযোগ পেশ করেন যে, শুনছি সাতক্ষীরা ও জয়পুরহাটের দু’জন কাউন্সিল সদস্যসহ কিছু কাউন্সিল সদস্য অন্যান্য কাউন্সিলরকে মোবাইল যোগে কাকে সংগঠনের পরবর্তী সভাপতি করতে হবে এ ব্যাপারে সমর্থন চেয়েছে!, যা যুবসংঘের ইতিহাসে যা এক দুঃখজনক অধ্যায়। একথা জেনে সবাই মর্মান্বিত হলেন।

অবশেষে তিনি কেন্দ্রীয় সভাপতি হিসাবে আমার নাম ঘোষণা করেন। ঘোষণার সাথে সাথে মনে হ’ল আসমান যেন আমার মাথায় ভেঙ্গে পড়েছে। কোনমতে নিজেকে সামলে নিয়ে মুহতারাম আমীরে জামা’আতের নিকট বায়’আত নিলাম। তৎকালীন কেন্দ্রীয় যুববিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক আমীনুল ইসলাম ভাইকে আমীরে জামা’আত বাকী সদস্যদের মনোনয়ন দেওয়ার জন্য বললেন। ঠিক ঐ মুহূর্তে সদ্য সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি মুযাফফর বিন মুহসিন ভাই আমাকে সাইডে ডেকে বিমর্ষ কণ্ঠে বললেন, ‘ঐ পরামর্শ বৈঠকে আমাকে হয়তো থাকতে দিবে না’। কাকে কোন দায়িত্বে নিতে হবে তার একটি পরামর্শ তিনি দেন। কিন্তু তাঁর মনোনীত ব্যক্তিদের দায়িত্বে আনা সম্ভব হয়নি। এতে করে তাঁর ক্ষোভের মাত্রা আরও বেড়ে যায়। ঐ বৈঠকে উপস্থিত সদস্যদের পরামর্শ ক্রমে বাকী সদস্যদের মনোনয়ন দেওয়া হয়। পরের সপ্তাহে আমরা দারুল ইমারতে আমীরে জামা’আতের নিকটে ‘যুবসংঘের’ গোটা পরিষদ বায়’আত নেই।

\* সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি (২০১৪-১৬/২০১৬-১৮ সেশন), বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ।

এরপর ‘যুবসংঘে’র কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে ১ম বৈঠকে গঠনতন্ত্রের আলোকে নির্দিষ্ট সময়ে যেলা কমিটি পুনর্গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ হয়। যেলা কমিটি পুনর্গঠনের সময় আমরা একটি বিষয় লক্ষ্য করলাম যে, প্রত্যেকটা যেলায় ‘আন্দোলন’ ও ‘যুবসংঘে’র মধ্যে কেমন যেন গ্রুপিং ভাব তৈরী করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় কমিটি যে যেলাতেই গঠন করতে যাচ্ছে সেখানেই নানাবিধ কটু কথা ও অদৃশ্য বাধার সম্মুখীন হ’তে হচ্ছে। আর এর উদ্দেশ্য বোধহয় ছিল যে, এই কমিটি ৬ মাসের মধ্যে যেন অযোগ্য প্রমাণিত হয়, যা আমাদের জান্নাতপিয়াসী এই সংগঠনের আদর্শবিরোধী। আবার কোন কোন যেলায় ‘যুবসংঘে’র মধ্যেও গ্রুপিং তৈরী হয়ে যায়, যার সমাধান করতে আমাদের অনেক পরিশ্রম ও ত্যাগ করতে হয়েছে। অবশেষে আল্লাহর অশেষ রহমতে সকল ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হয় এবং সংগঠনের মুখলিছ, ত্যাগী দায়িত্বশীলদের দো‘আ ও সহযোগিতায় সময়মত সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে সারাদেশে কমিটি গঠন সম্পন্ন হয়। ২০১৪-১৬ গোটা সেশনে কেন্দ্রীয় যুবসংঘকে বিভিন্ন ষড়যন্ত্র মোকাবিলা করা এবং আন্দোলন ও যুবসংঘের মধ্যে সমন্বয় সাধন করতেই ব্যস্ত থাকতে হয়েছিল। এজন্য মজলিসে আমেলা, যুবসংঘের কেন্দ্রীয় কমিটির দায়িত্বশীলগণ এবং যেলা সভাপতিদের সার্বিক সহযোগিতা ছিল। কেন্দ্রীয় দায়িত্বশীলরা মাসিক বৈঠকে নিয়মিত উপস্থিত হতেন এবং পরিকল্পনা মাসিক যেলায় যেলায় প্রচুর সফর করতেন। যার ফলশ্রুতিতে যুবসংঘ আবার তার নিজ গতিতে ফিরে আসে। ফালিগ্লাহিল হামদ।

এই সেশনে সবচেয়ে হতাশাজনক ঘটনা ছিল সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি এবং যুবসংঘ-এর ইতিহাসে অন্যতম দক্ষ ও মেধাবী সংগঠক মুযাফফর বিন মুহসিনের বিস্ময়কর পদস্থলন। আমরা হতবাক হয়েছিলাম তার ধারাবাহিক কিছু সংগঠনবিরোধী পদক্ষেপে, যার কোন ব্যাখ্যা আমি আজও খুঁজে পাইনি। তার মধ্যে জন্ম নিতে দেখেছিলাম নেতৃত্বের প্রতি মোহ। তিনি বিগত ২০১২-১৪ সেশনে যখন কেন্দ্রীয় সভাপতি হলেন, তখন তাঁর বয়সসীমা অতিক্রান্ত হয়েছিল বলে নিজেই দাবী করতেন। কিন্তু পরবর্তী ২০১৪-১৬ সেশনে যখন তাকে কেন্দ্রীয় সভাপতি মনোনীত করা করা হল না, সেই তিনিই তখন আবার ক্ষুব্ধ স্বরে বলা শুরু করলেন যে, ‘আমার এখনও যুবসংঘের বয়স আছে। আমি কেন আন্দোলনের ফরম পূরণ করব!’ তারপর থেকে নিজের প্রিয় সংগঠনের বিরুদ্ধে যেভাবে একের পর পদক্ষেপ নিতে থাকলেন এবং অন্যদেরকে উস্কানি দিয়ে ক্ষেপিয়ে দিতে লাগলেন, তা বর্ণনাভীত। তথাপি আমরা প্রত্যেক কেন্দ্রীয় মাসিক বৈঠকের সময় মুযাফফর ভাইয়ের নিকট যেতাম। পরামর্শ চাইতাম।

যাতে তার ক্ষোভটা প্রশমিত হয়। কিন্তু তিনি কখনও আর খোলামেলা পরামর্শ দিতেন না। কোন সহযোগিতাও করতেন না। আমরা ব্যথিত হয়ে ফিরে আসতাম। মুখে সহযোগিতার আশ্বাস দিলেও কোন প্রোথামে দাওয়াত দিলে ব্যস্ততার অজুহাত দিয়ে আসতেন না। মাঝখানে মিথ্যা অভিযোগে তাকে কারাবরণ করতে হয়। দীর্ঘ চার মাস কারাবরণ করে ফিরে আসার পর তার মাঝে কিছু পরিবর্তন আশা করছিলাম। ২০১৫ সালের যুবসমাবেশ ও কর্মী সম্মেলনে চমৎকার বক্তব্য রাখলেন। কিন্তু ময়দানে তার প্রতিফলন ছিল না। শেষ পর্যন্ত ২০১৬ সালের তাবলীগী ইজতেমার পর মার্চ মাসের দিকে তিনি নিরবে সংগঠনের সাথে সমস্ত যোগাযোগ বন্ধ করে দিলেন। এভাবেই একটি অমিত সম্ভাবনার অকাল পরিসমাপ্তি ঘটল। তবে এটুকু পর্যন্ত হলেও হয়তো মেনে নেয়া যেত। কিন্তু সংগঠন থেকে সরে যাওয়ার পর তিনি যেভাবে সংগঠনের বিরুদ্ধে প্রতিশোধস্পৃহায় মত্ত হয়ে পড়লেন, তা রচনা করল আরো এক দুঃসহ অধ্যায়। সে এমন এক কালিমালিগু ইতিহাস, যার বিবরণ দিতেও বিবেকে বাধে। আল্লাহ আমাদের হেফাযত করুন। আমীন!

একই সময় তার পদাংক অনুসরণ করল সংগঠনের আরো বেশ কয়েকজন দায়িত্বশীলও। ফলে গঠনতন্ত্র বিরোধী অবস্থান নেয়ায় সেসব কেন্দ্রীয় কাউন্সিলর ভাইকে অব্যাহতি দিতে বাধ্য হ'তে হয়েছে। এছাড়াও দাওয়াতের ময়দান থেকে এমনিতেই হারিয়ে গেলেন অনেক যোগ্য কর্মী ও দায়িত্বশীল। শুধু তা-ই নয়, তাদের অনেকেই বর্তমানে তাদের একসময়ের পথনির্দেশক প্রিয় সংগঠনটিকে গলা টিপে রুদ্ধ করার জন্য সর্বশক্তি নিয়ে মাঠে-ময়দানে কর্মরত রয়েছেন। একদিকে তাদের হারানোর বেদনা এবং অপরদিকে তাদের নিষ্ঠুর জিঘাংসা আমাদের ভীষণভাবে পীড়া দেয়। এভাবে কেন্দ্রীয় সভাপতি হিসাবে ২০১৪-১৬ সেশনটা আমার সাংগঠনিক জীবনের এক বিচিত্র ও কষ্টদায়ক অধ্যায় ছিল। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আমাদের সবাইকে আমৃত্যু হেদায়েতের উপর অটুট রাখুন। আমীন!





## স্মৃতির পাতায় মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়

—মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম\*

আমি আহলেহাদীছ পরিবারের সন্তান। এমনকি পূর্বে থেকেই আমাদের গ্রামের সকল মানুষ আহলেহাদীছ। সবাই নিজেদেরকে মুহাম্মাদী পরিচয় দিত। যারা ছালাতে রফউল ইয়াদাইন করত, বুকের উপর হাত বাঁধত, উচ্চ স্বরে আমীন বলত এবং পায়ে সাথে পা মিলিয়ে দাঁড়াত তারা মুহাম্মাদী; আর যারা এর বিপরীত আমল করত তারা হানাফী। সাধারণ মানুষ এর বাইরে তেমন কিছু জানত না বা বুঝত না। সাংগঠনিকভাবে কোন দাওয়াতী কার্যক্রম না থাকার ফলে সমাজের মানুষ শুধুমাত্র ছালাতের ক্ষেত্রে আহলেহাদীছ হলেও অন্যান্য বিষয়গুলিতে বিদ'আতীদের সাথে কোন পার্থক্য ছিল না। যেমন শবেবরাত, কেউ মারা গেলে তার চল্লিশা পালন সহ বহু বিদ'আত আমাদের আহলেহাদীছ সমাজেই বিদ্যমান ছিল। ঐ সময় আমরা কেউ 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'র নামই শুনিনি।

সর্বপ্রথম আমাদের গ্রামের অল্প শিক্ষিত দুইজন ব্যক্তি বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘের দাওয়াত গ্রহণ করেন। তাদের একজন হলেন মুহুতুফা, যিনি পরলোকে পাড়ি জমিয়েছেন। আল্লাহ তাকে জান্নাতের সুউচ্চ মাকাম দান করুন। আমীন! অপরজন হলেন আযহারুল ইসলাম, যিনি বেঁচে আছেন এবং এখনও সংগঠনের সাথে জড়িত আছেন। উল্লিখিত দু'জন ব্যক্তির দাওয়াতের ফলে আমাদের পুরা এলাকা জুড়ে যুবসংঘের দাওয়াত প্রসারিত হয়েছে এবং যাবতীয় শিরক-বিদ'আত দূরীভূত হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ। একটা সমাজ পরিবর্তনের জন্য এক থেকে দু'জন মানুষই যে যথেষ্ট এবং খুব বেশী শিক্ষিত না হয়েও যে সমাজ সংস্কার করা সম্ভব এটা তার সুস্পষ্ট প্রমাণ।

১৯৯৪ সালে আমার মজুব শিক্ষক আব্দুল আযীয ছাহেবের পরামর্শে আমার বাবা আমাকে আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহীতে ভর্তি করেন। তৃতীয় শ্রেণীতে ভর্তি হয়ে সপ্তম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হলে তৎকালীন মারকাযের সুপরিচিত বড় ভাই, সোনামণি সংগঠনের সহ-পরিচালক শিহাবুদ্দীন আহমাদ-এর মাধ্যমে আমার সংগঠনের হাতেখড়ি হয়। তিনি সংগঠন বুঝানোর

\*কেন্দ্রীয় সভাপতি, বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ ও মুহাদ্দিছ, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী।

জন্য আমার পেছনে অনেক সময় ব্যয় করেন এবং এক পর্যায়ে আমাকে সোনামণি সংগঠনের রাজশাহী যেলা পরিচালকের দায়িত্ব দেওয়া হয়। ১৯৯৯-২০০৫ পর্যন্ত সর্বমোট তিন সেশন দায়িত্ব পালন করি। এ সময় সোনামণি পরিচালক জনাব আযীযুর রাহমানের নিকট থেকে সংগঠনের অনেক বিষয় হাতে-কলমে শিক্ষা গ্রহণ করি। বিশেষ করে সততা ও আমানতদারিতার বাস্তব অনুশীলন তার নিকট থেকেই শিখেছি। আল্লাহ তাদেরকে উত্তম প্রতিদান দান করুন। আমীন!

মনের মধ্যে সুপ্ত বাসনা ছিল মদীনা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করব এবং একজন যোগ্য আলেম হব। আল্লাহ হয়ত সে বাসনাই কবুল করেছিলেন। তাঁর অশেষ রহমতে ২০০৫ সালে মদীনা বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চতর শিক্ষা অর্জনের সুযোগ পাই। এমতাবস্থায় মুহতারাম আমীরে জামা'আত প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব স্যার জঙ্গীবাদের ভিত্তিহীন মিথ্যা অভিযোগে জেলখানায় বন্দী। বিদায় নেওয়ার জন্য বগুড়া জেলখানায় গেলাম। স্যার আমাকে ছোট দু'টি বাক্য দু'টি উপদেশ দিলেন, যা আমার জীবনে মাইলফলক হিসাবে কাজ করেছে। (১) বিলাসী হয়ো না। (২) অর্থের লোভে পড় না। উপদেশের বাক্য দু'টি ছোট হলেও এটা যে আমার জন্য কত বড় শিক্ষা ছিল, তা লিখে বা বলে প্রকাশ করা সম্ভব নয়। বিলাসী এবং অর্থলোভী মানুষকে দিয়ে কখনো বিপ্লব হয় না। ত্যাগী মানুষ ছাড়া সমাজ সংস্কার হয় না। বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘের সর্বস্তরের কর্মী, দায়িত্বশীল ও শুভানুধ্যায়ী উল্লিখিত দু'টি উপদেশ ভালভাবে মেনে চললে যুবসংঘের মাধ্যমেই এদেশে প্রকৃত সমাজ সংস্কার আসবে ইনশাআল্লাহ। এরপরে ১০ই সেপ্টেম্বর ২০০৫-এ এল সেই চিরকাংখিত মুহূর্ত। সউদী এয়ারলাইন্সের একটি ফ্লাইটে মদীনা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করি।

১৯৯৪-২০০৫ পর্যন্ত দীর্ঘ ১২ বছর 'আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী' নওদাপাড়া, রাজশাহীতে অধ্যয়নকালে অন্যান্য আহলেহাদীছ সংগঠনগুলোর ব্যাপারে তেমন কিছুই জানতাম না। বর্তমান ছাত্রদেরকে জিজ্ঞেস করলে তারাও ঠিক একই কথা বলবে। কারণ মারকাযের কোন শিক্ষকের নিকট থেকে কখনোই অন্য কোন সংগঠনের বিরুদ্ধে বিষোদগার করতে শুনিনি। এমনকি বাংলাদেশে থাকা অবস্থায় যতদিন সংগঠন করেছিলাম ততদিন অন্যান্য আহলেহাদীছ সংগঠনগুলোর সাথে আহলেহাদীছ আন্দোলন ও যুবসংঘের বিরোধ উপলব্ধি করিনি। কারণ সংগঠনের কোন দায়িত্বশীলের মধ্যে অন্য সংগঠনের বিরুদ্ধে বিষোদগারের চর্চা দেখিনি। মনে পড়ে একদিনের ঘটনা।

আমি তখন মারকাযের দশম শেণীর ছাত্র। মারকায মসজিদে প্রতিদিন বাদ এশা একটি করে হাদীছ পাঠ করা হয়। জনৈক ছাত্র হাদীছ পাঠ করতে গিয়ে বাংলাদেশের ভিন্ন মতাদর্শের জনৈক আলেম সম্পর্কে সামান্য সমালোচনা করতেই মুহতারাম আমীরে জামা'আত সাথে সাথে রাগান্বিত হয়ে ধমক দিয়ে বলেন, 'তোমার কী যোগ্যতা আছে একজন আলেমের সমালোচনা করার? একজন আলেমের সমালোচনা তার সমপর্যায়ের কোন আলেম করতে পারে। একজন ছাত্র কখনোই বড় কোন আলেমের সমালোচনা করতে পারে না। এটা বেয়াদবী'। সেই দিন আমি সহ মারকাযের সকল ছাত্র শিখেছিলাম আলেমদের কিভাবে সম্মান ও সমালোচনা করতে হয়? কিন্তু বড় দুঃখের বিষয় বর্তমানে যুবকদের পক্ষ থেকে আলেমদের প্রতি সম্মান বিলুপ্তপ্রায়। পান থেকে চুন খসলেই সমালোচনার ঝড়। শিশু-কিশোর, তরুণ-যুবকরা অবধি আজ প্রবীন আলেমদের সমালোচনা করছে। কারো কারো কথা শুনে মনে হয় সেই সবজান্তা। প্রবীন আলেমরা কিছুই জানেন না। যে কোনদিন মাদ্রাসার বারান্দা স্পর্শ করেনি, সে-ই বড় শায়খ। যত ফতোয়াই জিজ্ঞেস করা হোক না কেন, তাদের কোন ফতোয়াই অজানা নাই। এমনকি প্রবীন আলেমদের ফতোয়াকে নিয়ে ব্যঙ্গ করতে দ্বিধা করে না। আল্লাহ তাদেরকে হেদায়াত করুন। আমীন!

মদীনার মাটিতে পা দিতেই নতুন এক অভিজ্ঞতা। হিংসা-বিদ্বেষের মুখোমুখি হওয়ার অভিনব অভিজ্ঞতা; যা পারস্পরিক নয়; বরং এককেন্দ্রিক। তাও আবার একটি আহলেহাদীছ সংগঠনের পক্ষ থেকেই। 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর প্রতি তাদের হিংসা-বিদ্বেষের ছোবল এমনই আক্রমণাত্মক ছিল; যা বিষধর গোখরা সাপের ছোবলের চেয়েও মারাত্মক। সাপের বিষ নিষ্ক্রিয় করার জন্য ঔষধ আছে, কিন্তু তাদের হিংসা-বিদ্বেষ থেকে বাঁচার যেন কোন উপায় নাই। আমরা যুবসংঘের কর্মীরা তাদের হিংসা-বিদ্বেষের ছোবলে ক্ষত-বিক্ষত হয়ে অবাকদৃষ্টিতে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকি আর ভাবতে থাকি, কেন আমাদের বিরুদ্ধে এত হিংসা? আমরা যেন সেখানে বন্যপ্রাণী হরিণের মত একেবারে নিরীহ। সবাই তার উপর আক্রমণ করবে, কিন্তু সে আক্রমণ করতে পারবে না। কারণ আক্রমণ করা তার স্বভাব নয় বা আক্রমণ করতে সে শেখেনি। যদিও হিংস্র প্রাণীকে কেউ পছন্দ করে না বা ভালবাসে না; বরং নিরীহ প্রাণী হরিণকেই সবাই পছন্দ করে ও ভালবাসে।

যাহোক ব্যাপক বাধা ও হিংসাত্মক আচরণের মধ্যেও আমরা মোটামুটিভাবে যুবসংঘের দাওয়াতী কাজ অব্যাহত রেখেছিলাম। মসজিদে নববীর মার্কেটে আতর ব্যবসায়ী ফয়লুর রহমান ভাই ছিলেন সাংগঠনিক কাজে অত্যন্ত আন্তরিক

মানুষ। তিনি আমাদের দাওয়াতী কাজে সবচেয়ে বড় উৎসাহদাতা ও সহযোগী ছিলেন। তিনি কয়েক বছর আগে ঢাকায় ক্যাম্পার আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেছেন। আল্লাহ তাঁকে জান্নাতুল ফেরদাউস নছীব করুন। আমীন! আমরা কখনও মসজিদে নববীর ৫নং গেট, কখনও বাইরের চত্বরে, কখনও বিশ্ববিদ্যালয়ে আব্দুল আহাদ ভাইয়ের রুমে সাংগঠনিক বৈঠক করতাম। প্রতি মাসে আমরা ১০ রিয়াল করে এয়ানত দিতাম। কখনও আমরা মদীনার বাইরে জেদ্দা, ইয়াম্মু, রিয়াদ প্রভৃতি শহরে দাওয়াতী কাজে যেতাম। আব্দুল আলীম বিন কাওছার ছিলেন তখন যুবসংঘ-এর সভাপতি। পরে হাফেয আব্দুল মতীন ভাই দীর্ঘদিন সভাপতি ছিলেন।

মুহতারাম আমীরে জামা'আতসহ চার জন শীর্ষস্থানীয় নেতাকে জেলে ঢুকানো হয় ২২শে ফেব্রুয়ারী ২০০৫। আমীরে জামা'আতের মুক্তির জন্য উপর মহলে যোগাযোগ করলে বলা হয় এটা আন্তর্জাতিক ইস্যু। কিছুই করা সম্ভব নয়। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়সহ বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে আমীরে জামাআতের মুক্তির দাবিতে কিছু করতে গেলে প্রত্যক্ষ বাধা আসে। তাও আবার ইসলামপন্থীদের পক্ষ থেকে। যারা 'রাষ্ট্র ক্বায়েমই হ'ল দ্বীন ক্বায়েম' এহেন ভুল থিউরিটে বিশ্বাসী হয়ে ইসলামের নামে রাজনীতি করে। শীর্ষ নেতারা বলে আন্তর্জাতিক ইস্যু। মাঠ কর্মীদের দ্বারা সরাসরি বাধা। তাদের এই স্পষ্ট মুনাফেকী আচরণে বুঝতে বাকি থাকে না কাদের ষড়যন্ত্রে আমীরে জামাআত গ্রেফতার হয়েছেন।

মনে পড়ে এক সময়ের ঘটনা। সালটি ছিল ২০০৭। রাষ্ট্রক্ষমতায় তত্ত্বাবধায়ক সরকার হিসাবে ফখরুদ্দীন আহমাদ সরকার। চলছে সন্ত্রাসবিরোধী চিরুণী অভিযান। শীর্ষ সন্ত্রাসী ধরতে পারলেই ক্রসফায়ার। দেশ থেকে পালানোর চেষ্টা করছে বড় বড় মামলার আসামীরা। আমি তখন মদীনা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত। হঠাৎ শুনতে পেলাম বাংলাদেশের প্রসিদ্ধ মুফাস্সিরে কুরআন ইসলামপন্থী জোট সরকারের শীর্ষ নেতা মাওলানা মুহাম্মাদ দেলাওয়ার হুসাইন সাঈদী (রহ.) মদীনার সাফটকো বাসস্ট্যান্ডের নিকটবর্তী একটি আবাসিক হোটেলে অবস্থান করছেন। আমি ব্যক্তিগতভাবে তাঁকে খুব ভালবাসতাম। ছোটবেলা থেকেই তাঁর তাফসীর শুনে আসছি। তার সুললিত কণ্ঠের চমৎকার উপস্থাপনা হৃদয়ের গহীনে নাড়া দিত। মনের মধ্যে তাকে সরাসরি দেখার সুপ্ত বাসনা ছিল। হঠাৎ যে তাকে এত কাছে পেয়ে যাব ভাবতেই পারিনি। জানতে পারলাম তিনি নিজেই মদীনা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত ছাত্রদের সাথে সাক্ষাত করতে চেয়েছেন। আমি আনন্দে উদ্বেলিত। সাক্ষাত করতে যাওয়ার আগে

আরো একটি বিষয় মাথায় আসল। শুনেছি তাদেরই ষড়যন্ত্রে মুহতারাম আমীরে জামা'আত জেলখানায়। তাই সিদ্ধান্ত নিলাম, আজ এ বিষয়ে সরাসরি প্রশ্ন করব। আমরা কয়েকজন মিলে প্রশ্ন লিখলাম এই মর্মে যে, 'আমরা শুনে থাকি আমীরে জামা'আত প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব স্যারকে থ্রেফতারের ব্যাপারে জামাআতে ইসলামী-এর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ মদদ আছে। একথার সত্যতা কতটুকু? যদি সত্যতা না থাকে, তবে বাংলাদেশের একজন প্রবীন আলেমে দ্বীন ভিত্তিহীন মিথ্যা মামলায় জেলখানায় বন্দী; তার জন্য বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় ক্ষমতাধর ইসলামী দল হিসাবে জামাআতে ইসলামী'র ভূমিকা কি?

সাক্ষাতের জন্য গেলাম আবাসিক হোটেলে। মোট উপস্থিতি প্রায় ৩০ জন। কিছু ইন্ডিয়ান বাংলাভাষী ছাত্ররাও উপস্থিত। একটি চেয়ারে বসে আছেন মাওলানা দেলাওয়ার হুসাইন সাঈদী (রহ.)। পাশেই আরো একটি চেয়ারে ড. সাইফুল্লাহ মাদানী বসা, যিনি মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় শাখা 'জামাআতে ইসলামী'র উর্ধ্বতন দায়িত্বশীল ছিলেন। আমরা বসে গেলাম একেবারে সামনে। আমার হাতে লিখিত প্রশ্নটি। সাঈদী ছাহেব বক্তব্য শুরু করার আগেই প্রশ্ন করার জন্য বললেন। অর্থাৎ প্রথমে প্রশ্নের উত্তর দিবেন তারপর বক্তব্য। সাথে সাথে দেরী না করে আমার হাতে থাকা প্রশ্নটি সাঈদী ছাহেবের হাতে তুলে দিলাম। তিনি প্রশ্নটি ভালভাবে পড়লেন এবং পাশে বসে থাকা ড. সাইফুল্লাহ মাদানীর হাতে দিয়ে দিলেন। হ্যাঁ অথবা না কোন কথাই বললেন না। মুখে কিছু বলতে চাইলাম। কিন্তু তাঁর সম্মানের প্রতি লক্ষ্য করে চুপ করে বসে থাকলাম। তবে সেদিন দিবালোকের ন্যায় উপলব্ধি করলাম যে, তাঁরা আহলেহাদীছ আন্দোলনের শুভাকাংখী তো ননই; বরং ধ্বংসের ষড়যন্ত্রকারী।

অন্যের জন্য গর্ত খুঁড়লে সেই গর্তে নিজেকেই পড়তে হয়। তাই কাউকে ধ্বংসের নেশায় মত্ত না হয়ে তার ভুল থাকলে সংশোধনের চেষ্টা করা উচিত। আর কেউ ধ্বংস করতে চাইলে মহান আল্লাহর উপর ভরসা করে সর্বোচ্চ ধৈর্যধারণ করা উচিত। কারণ আল্লাহই সর্বোত্তম ফায়ছালাকারী। আল্লাহ 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘের' সকল কর্মী, দায়িত্বশীল ও শুভানুধ্যায়ীকে সর্বপ্রকার বিপদে-আপদে আল্লাহর উপর ভরসা করা ও ধৈর্যধারণ করার তাওফীক দান করুন। আমীন!





# মাস্কাংকার





বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি,  
আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ-এর মুহতারাম আমীর

## প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

(১) আহলেহাদীছ যুবসংঘ : ‘বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ’ ৪৪ বছর পূর্তিতে  
আপনার প্রত্যাশা কি?

আমীরে জামা‘আত : সুন্দর মনের তরুণদের দৈনন্দিন আগমনে অহি-র আলোকে  
সমাজ আলোকিত হোক এবং বিশুদ্ধ ইলমে গড়ে ওঠা ‘যুবসংঘ’ তার সার্বিক সমাজ  
বিপ্লবের কাংখিত লক্ষ্যে উপনীত হোক- এই প্রত্যাশা রাখি।

(২) আহলেহাদীছ যুবসংঘ : নানা ফিৎনার মধ্যেও গুরু থেকে অদ্যাবধি আল্লাহর  
রহমতে ‘বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ’ তার আপোষহীন ভাবমূর্তি বজায় রাখতে  
সক্ষম হয়েছে। আপনি কতটা সন্তুষ্ট?

আমীরে জামা‘আত : আল-হামদুলিল্লাহ। আমি এতে সন্তুষ্ট। তবে নেতৃত্বের ৬টি গুণ  
অর্জনে সর্বস্তরের নেতা-কর্মীদের সদা সচেতন থাকতে হবে এবং জান্নাত লাভে  
পরস্পরে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত থাকতে হবে।

(৩) আহলেহাদীছ যুবসংঘ : বর্তমানে দ্বীনের প্রতি যুবসমাজের আগ্রহ ব্যাপক। কিন্তু  
শঙ্কার বিষয় হ’ল অচিরেই তারা নতুন নতুন ফিৎনার সাথে জড়িয়ে যাচ্ছে। যেমন  
জঙ্গীবাদ, চরমপন্থা, বিচ্ছিন্নতাবাদ, আহলে কুরআন প্রভৃতি। এর কারণ কি? এর  
সমাধান কোথায়?

আমীরে জামা‘আত : যখনই যে ফিৎনা আসবে, তখনই তার উত্তর যোগান দিতে  
হবে। সংস্কার আন্দোলন যত এগিয়ে যাবে, তার বিরুদ্ধে শয়তানী প্ররোচনাও তত  
বৃদ্ধি পাবে। নির্ভীকভাবে এর মোকাবিলা করতে হবে। তাতে অবশ্যই হক বিজয়ী  
হবে। বাতিল পরাজিত হবে। আর এটাই আল্লাহর চিরন্তন রীতি।

(৪) আহলেহাদীছ যুবসংঘ : সোশ্যাল মিডিয়ার যুগে মানুষের জ্ঞান আহরণের প্রতি  
ঝোঁক কমে গেছে। তারা কিছু বক্তব্য এবং ভিডিও ক্লিপস দেখেই নিজেদের জ্ঞানী  
ভেবে বসেন। তাদের প্রতি আপনার নছীহত কি?

আমীরে জামা‘আত : সোশ্যাল মিডিয়া মানুষের কল্যাণ করছে, অকল্যাণও করছে।  
মধু মক্ষিকা যেমন ময়লা ছেড়ে সুন্দর ফুলের সন্ধানে সক্ষম হয় ও মধু আহরণ করে।  
জান্নাত পিয়াসীরা তেমনি সত্যের সন্ধানে ‘আহলেহাদীছ আন্দোলন’ের কাছে ছুটে  
আসবে এবং এখান থেকে জান্নাতের পাথ্রেয় সঞ্চয় করবে ইনশাআল্লাহ। তরুণদের  
বলব, সত্যিকারের জ্ঞানার্জনে ব্রতী হও, চিন্তাশীল হও এবং বিনয়ী হও!



(৫) আহলেহাদীছ যুবসংঘ : আপনার সময়কাল এবং বর্তমান সময়কালের ‘যুবসংঘ’-এর কার্যক্রমের মধ্যে কি পার্থক্য দেখেন? বর্তমানে বাইরের বাধার চেয়ে ভিতরের বাধা বেশী মনে হচ্ছে। আহলেহাদীছদের মধ্যেই সংগঠনের শত্রু জন্ম নিচ্ছে। এ ব্যাপারে কি বলবেন?

আমীরা জামা‘আত : সময় ও কালের পার্থক্য থাকলেও রীতির পার্থক্য নেই। ‘যুবসংঘ’ের জোয়ারের সময় তৎকালীন রাফাদানী নেতা ও কোটিপতি সমাজনেতাদের বাধা ছিল। সেই সময় যারা আমার সাথী ছিলেন, তাদের অনেকে আজ বেঁচে নেই। থাকলেও অনেকের সেই জোশ নেই। অতএব সাথীদের পরিবর্তন হবে, কিন্তু সংগঠনের লক্ষ্য যেন পরিবর্তন না আসে। এজন্য নেতা-কর্মীদেরকে উত্তাল তরঙ্গের মধ্যে নৌকার হাল ধরে রাখার মত দৃঢ় মনোবল অর্জন করতে হবে। সংগঠন যত বিস্তার লাভ করবে, ভিতরে-বাইরে শত্রু তত বৃদ্ধি পাবে। এজন্য সীরাতুর রাসূল (ছাঃ) পাঠ করণ এবং রাসূল (ছাঃ)-এর মাক্কী ও মাদানী জীবন থেকে শিক্ষা গ্রহণ করণ!

(৬) আহলেহাদীছ যুবসংঘ : আপনার শিক্ষা জীবন সম্পর্কে কিছু বলবেন কি?

আমীরা জামা‘আত : ছোট থেকেই আব্বার সাথে বাউডাঙ্গা বাজার থেকে অনতিদূরে পাথরঘাটা আহলেহাদীছ জামে মসজিদে থাকতাম। তখন এটি খুলনা-যশোর যেলা জমঙ্গ্যতে আহলেহাদীছের কেন্দ্র ছিল। পরে আব্বা কাকডাঙ্গা সিনিয়র মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। তখনও আমি তাঁর সঙ্গে কাকডাঙ্গা জামে মসজিদে ফাযিল পাস করা পর্যন্ত ১০ বছর ছিলাম। এরপর কামিল পড়ার সময় এল। তখন কলারোয়া থানা সদর থেকে প্রায় সাড়ে তিন মাইল দূরে নব প্রতিষ্ঠিত হামিদপুর সিনিয়র মাদ্রাসায় কামিল ক্লাস খোলার জন্য পীর ছাহেব মাওলানা মোয়েজ্জুদ্দীন হামিদী নিজে আব্বার কাছে এসে আমাকে নেওয়ার জন্য অনুরোধ করেন। তিনি আমার জন্য মাদ্রাসার দোতলায় একটি কক্ষ বরাদ্দ করা এবং খাওয়া সহ সবকিছু ফ্রী করার নিশ্চয়তা দেন। আব্বা তার অনুরোধ মেনে নেন এবং আমাকে সেখানে যেতে বলেন। আমি যাওয়ার পর পরই আগরদাঁড়ি সিনিয়র মাদ্রাসা থেকে পাস করা ইয়াহইয়া সহ অন্যান্য যেলার ৩০ জন ছাত্র ভর্তি হয়। আমি অনতিদূরে আমার মেঝ বোনের বাড়ী পাঁচনল থেকে মাদ্রাসায় যাতায়াত করতাম। আমাদের জন্য নোয়াখালী থেকে আব্বদাউদ পড়ানোর জন্য একজন মুহাদিছ আনা হ’ল। কিন্তু ক্লাসে প্রথম দিনেই আমি তাঁর মতন পড়ায় ভুল ধরলাম। এরপরেও বেশ কয়েকদিন সমস্যা হ’ল। তখন আমি আব্বার সঙ্গে পরামর্শ করে খুলনা আলিয়ায় চলে গেলাম। পরে সব ছেলে চলে যায়। ফলে হামিদপুরে ‘কামিল’ বন্ধ হয়ে যায়।

খুলনা আলিয়ায় গিয়ে কাকডাঙ্গায় আমার লজিংম্যান মাওলানা মুনীরুল হুদার রুমে উঠলাম। ওনার মুখে প্রশংসা শুনে মাদ্রাসার কামিল ক্লাসের ছাত্ররা তাফসীরে বায়যাতীর ‘মুকাদ্দামা’ পড়ে নেবার জন্য আমার কাছে এল। আমি এর আগে কখনও তাফসীরে বায়যাতী দেখিনি। আমি মিনিট পাঁচেক নয়র বুলিয়ে পড়া শুরু করলাম।

মুক্কান্দামাটা অত্যন্ত কঠিন এবং পুরা ন্যাড়া আরবী। আমার সাবলীল পড়া দেখে ও অনুবাদ শুনে ঐ সিনিয়র ছাত্রগুলি হতবাক হয়ে গেল। কিছুক্ষণ পর বলল, ভাই কিছু মনে নিবেন না, ক্লাসে আমরা কখনই ‘মুক্কান্দামা’ পড়িনি কঠিন হওয়ার ভয়ে। উস্তাদরাও পড়ান না। আমরা সত্যি যা শুনেছিলাম, আপনাকে সেভাবেই পেলাম। রাতারাতিই ছাত্র ও শিক্ষকদের মধ্যে বিষয়টি ছড়িয়ে পড়ল। পরদিন গিয়ে হাদীছের ক্লাসে বসলাম। চট্রথামের উস্তাদজী সূরা ফাতিহা শেষে আমীন বলার হাদীছ পড়ালেন এবং অনুবাদ করলেন, ‘চুপে চুপে’ আমীন বলবে। আমি দাঁড়িয়ে গেলাম এবং বললাম, ওস্তাদজী! এখানে ‘চুপে চুপে’ বলার কথা তো হাদীছে নেই। বরং সশব্দে আমীন বলার বহু হাদীছ রয়েছে। তাছাড়া ‘ক্বা-লা’ এর পরে ‘ফা’ আসলে তার অর্থ আরবী ব্যাকরণের নিয়ম অনুযায়ী ‘সশব্দে বলা’ বুঝানো হয়। ওস্তাদজী বললেন, তুমি কে? বললাম, আমি ছাত্র। তখন ওস্তাদজী চুপচাপ উঠে চলে গেলেন।

উল্লেখ্য যে, আলিম পরীক্ষার কেন্দ্র হিসাবে ইতিপূর্বে আমি একবার এখানে এসেছিলাম। তখন বয়স কম দেখে গার্ড আমাকে ঢুকতেই দিচ্ছিলেন না। তখন এডমিট কার্ড দেখালে ঢুকতে দেন। একই রুমে সেই সময়ের নামকরা আমরা ওজন ছাত্রের সীট পড়েছিল। আমার ২ ঘন্টায় লেখা শেষ। ইয়াহইয়ার কাছে গিয়ে দেখি ও দোয়াত-কলম নিয়ে লিখেই চলেছে। দুর্ভাগ্য সে পরীক্ষায় ২য় বিভাগ পেল এবং আমি বোর্ডে ১৬তম স্ট্যাণ্ড করি। এসময় আমার থামে বড় বোনের বাড়ীর সামনের রাস্তায় সাইকেলের রিং ঠেলে খেলা করছিলাম। আমার কাকডাক্সার ক্লাসমেট তলুইগাছার মতীউর সাইকেলে এসে বলল, জান তুমি স্ট্যাণ্ড করেছে। আমি বললাম, স্ট্যাণ্ড মানে কি? ও অনেক প্রশংসার কথা বলল। আমি বললাম, তুমি যাও, আমি খেলা করব।

ইতিমধ্যে আব্বা খুলনায় এসে গেছেন আমাকে ভর্তি করানোর জন্য। কিন্তু আমি বললাম, আব্বা! শিক্ষকদের সাথে তর্ক করে তো এখানে থাকা যায় না। তখন তিনি বললেন, তুমি গাইবান্ধার মহিমাগঞ্জ যাও। আমি বললাম, দু’বার মাদ্রাসা পাল্টালাম। এবার আমি সোজা ঢাকা আলিয়ায় যাব। আমার ধারণা ছিল সরকারী আলিয়া হিসাবে সেখানে সবচাইতে যোগ্য শিক্ষক পাওয়া যাবে। আমি হুদা ভাইয়ের সাথে একই রিক্সায় রেল স্টেশনে রওয়ানা হ’লাম। পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখি আব্বা এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন। স্টেশনে গিয়ে হুদা ভাই টিকিট কাটছেন আর আমি পিছনে দাঁড়িয়ে আছি। এরই মধ্যে আমার পকেট থেকে পকেটমার ২০ টাকা নিয়ে সটকে পড়ল। ভাবলাম, এটা হয়ত আব্বার কথা না শোনার ফল।

ঢাকায় যেয়ে ৮৬, কাজী আলাউদ্দীন রোডে অবস্থিত জমঈয়তে আহলেহাদীছ অফিসের দোতলায় উঠলাম। অফিস সেক্রেটারী পাবনার মাওলানা আব্দুল হক হক্কানীকে পেলাম। ব্যাগেজ ওখানে রেখে পর দিন মাদ্রাসা আলিয়ায় গিয়ে ভর্তি হ’লাম ‘ফিক্‌হ’ বিভাগে। কারণ ইবনে ফযল ছাহেব তার নামের শেষে এম. এম, এম. এফ, লিখতেন। ভাবলাম, আমিও তাই করব। প্রথম ক্লাসেই নোয়াখালীর ওস্ত

দাদী বললেন, আজ আমরা নিজেদের কিতাব পড়ব। আমি বললাম, ওস্তাদজী ফিক্‌হ যদি আমাদের হয়, তাহ'লে হাদীছ কাদের? উনি বললেন, ওটা হ'ল লামাযহাবীদের। শুনে চমকে উঠলাম। কিছু বিতর্ক করে ফিরে এলাম জমদয়িত অফিসে। মাওলানা মুস্তাফির আহমাদ রহমানী বললেন, কোন মাদ্রাসায় তোমার ভর্তি হওয়া সম্ভব হবে না। তুমি আরামনগর যাও। বললাম, সেটা আবার কোথায়? উনি বললেন, সরিষাবাড়ী স্টেশন থেকে অল্প দূরে রেল লাইনের পাশে।

পরদিন ট্রেনে চলে এলাম সরিষাবাড়ী। মাদ্রাসায় ঢুকছি। এমন সময় দেখলাম, সামনের পোর্টে বসে একজন ওস্তাদজী ও চার-পাঁচজন ছাত্র বসে আছে। সামনে এক গাদা ছোলার স্তূপ। ওস্তাদজী লা-ইলাহা, লা-ইলাহা বলছেন আর একটা করে ছোলা সরিয়ে দিচ্ছেন। ছেলেরা সেগুলি গুণছে আর মাঝে মাঝে গামলা থেকে রসগোল্লা খাচ্ছে। এভাবে এক লক্ষ বার হ'লে তার নেকীগুলি মাইয়েতের উপর বখশে দেওয়া হবে। পরদিন ক্লাসে দেখি উনিই আমার ক্লাসে ছহীহ মুসলিমের ওস্তাদ। আমি বললাম ওস্তাদজী! কালকে ওটা কি করছিলেন? উনি তার কথা বললেন। পরপর চার দিন একই বিষয়ে আলোচনার পর উনি বললেন, এটি ঈছালে ছওয়াব। যা হাম্বলী মাযহাবে জায়েয আছে। আমি বললাম, ওস্তাদজী! তাহ'লে কাল থেকে আপনি নিজেকে হাম্বলী পরিচয় দিবেন, আহলেহাদীছ নয়। অথবা ওটা ছাড়বেন। উনি চুপ হয়ে গেলেন। অবশেষে বললেন, ঠিক আছে আমি ওটা ছেড়ে দেব। বললাম, আলহামদুলিল্লাহ। আমরা শুনেছি, আপনি পহেলা বৈশাখে সরিষাবাড়ী বাজারের বড় বড় আহলেহাদীছ দোকানে ছাত্রদের সাথে নিয়ে দো'আর অনুষ্ঠান করেন। ওটাও বাদ দিতে হবে। উনি বললেন, হ্যাঁ দেব। আমি বললাম, ওস্তাদজী! কাল থেকে আমি আপনার কাছে পড়ব। এর পর আমি ভর্তি হ'লাম। কেননা বছরের শেষ সময়। এর পর আর ভর্তির সুযোগ থাকবে না। প্রিন্সিপ্যাল ওস্তাদজী মাওলানা রামাযান আলীকে বললাম, ওস্তাদজী! আমি কিম্ব কোন লজিংয়ে থাকব না। আমাকে আলাদা একটা রুম দিতে হবে। উনি রাযী হলেন এবং আমার জন্য একটা ক্লাস রুম খালি করে দিলেন ও সেখানে টোঁকি ও টেবিল সেট করে দিলেন। কাছে সাতপোয়া গ্রামের হানাফী পাট ব্যবসায়ী আব্দুল হামীদ সরকারের পাটের আড়তে ওস্তাদজী গেলেন। তিনি একবার আমাকে দেখতে চাইলেন। পরদিন তিনি আমাকে তার কাছে নিয়ে গেলেন। দেখেই তিনি রাযী হয়ে গেলেন। অতঃপর তার বাড়ীতে লজিং হ'ল। দুপুরে ও রাতে গিয়ে খেয়ে আসতাম। সকালে নাশতা নিজেই করতাম। পরে উনি ও উনার ছোট ভাই মৌলভী ইউনুস আলী 'আহলেহাদীছ' হয়ে যান। ওস্তাদজীর বর্ণনা মতে আমিই নাকি প্রথম কোন হানাফী বাড়ীতে লজিং পেলাম। বিদায়ের দিন তাদের কান্না আজও কানে ভাসে। স্টেশন পর্যন্ত ছেঁটে আসার সময় ছোট চাচা মৌলভী ইউনুস কাঁদতে কাঁদতে রাস্তায় দু'বার বসে পড়লেন।

আমাদের আলোচনার সময় ক্লাসের ১৬জন আহলেহাদীছ ছাত্র আমার পক্ষে এবং ১০ জন হানাফী ছাত্র ওস্তাদজীর পক্ষে থাকত। এসময় আমার পুঁজি ছিল কেবল আমার আন্নার লেখা 'কোরআন ও কলেমাখানী' বই আর আমার যুক্তি। একবার বললাম,

ওস্তাদজী! আমার ছালাত বা আমার যিকরের নেকী কি আমার ভাইদের জন্য হবে? এগুলি তো দৈহিক ইবাদত। যা অন্যকে দেওয়া যায় না। ছহীহ বুখারীর মুহাদ্দিছ মাওলানা হাবীবুল্লাহ খান রহমানী নিজের ক্লাস বন্ধ রেখে ছাত্রদের পাঠিয়ে দিতেন আমাদের বিতর্ক শোনার জন্য। ছাত্ররা বারান্দা ভরে যেত। ঘটনাটি সর্বত্র রাষ্ট্র হয়ে গেল।

‘কামিল’ ফাইনাল পরীক্ষার রেজাল্ট হ’ল। আমি বোর্ডে ৫ম স্থান অধিকার করেছি। ওস্তাদজীরা মহা খুশী। আমি গেলাম ক্ষেপে। সোজা প্রিন্সিপ্যাল ওস্তাদজীর রুমে গিয়ে বললাম, আমি পরীক্ষার ফল চ্যালেঞ্জ করব। তিনি ও অন্যান্য ওস্তাদজীগণ সকলে বললেন, বাবা! এই মাদ্রাসায় তুমিই প্রথম স্ট্যাণ্ড করলে। এতেই আমরা খুশী। এটি বোর্ডের এক নম্বর কেন্দ্র এবং আহলেহাদীছ হিসাবে পরিচিত। সব পরীক্ষকরাই সেটা জানে। আমরা মনে করি, সঠিকভাবে খাতা দেখলে তুমিই ১ম হ’তে। অতএব তুমি চ্যালেঞ্জ করো না।

এভাবে কামিলে ভর্তি হ’তে গিয়ে হামিদপুর, খুলনা আলিয়া, ঢাকা আলিয়া ৩টি মাদ্রাসা পাল্টিয়ে ৪ নম্বরে এসে আরামনগরে ভর্তি হই।

(৭) *আহলেহাদীছ যুবসংঘ* : মাশাআল্লাহ ছাত্র জীবন থেকেই আপনি সমাজ সংস্কারে ভূমিকা রেখেছেন। সে সম্পর্কে কিছু জানতে চাই।

আমীরে জামা’আত : সমাজ সংস্কারের মন-মানসিকতা ছোটবেলা থেকেই পৈত্রিক সূত্রে ধারণ করেছিলাম। এজন্য উচ্চশিক্ষা গ্রহণকালীন সময়টা আমার জন্য বেশ সংগ্রাম মূখর ছিল। যেমন- (১) সউদী আরবের প্রধান মুফতী শায়েখ বিন বাযের একটা লেখা আমি অনুবাদ করেছিলাম। যা সাপ্তাহিক আরাফাতে বের হয়েছিল। সেটা আমি আমাদের হাজী মুহসিন হলের মসজিদে দিলাম। ফলে ঢাবির ২২ জন কামিল পাস ছাত্র ভীষণ ক্ষিপ্ত হয়ে আমার ৫৩৮ নং রুমের সামনে এল। আমি তাদেরকে বুঝালাম। তখন তারা বলল, আপনাদের বংশালেও তো ‘শবেবরাত’ হয়। গেলাম সেখানে। বিরিয়ানীর সুগন্ধে বংশাল চৌরাস্তা এলাকায় মৌ মৌ অবস্থা। অন্যেরা তো হালুয়া-রুটি খায় আর বলে ওহোদের যুদ্ধে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)-এর দাঁত ভেঙেছিল বিধায় তিনি শক্ত খাবার খেতে পারতেন না, তাই হালুয়া খেতেন। কিন্তু বংশালের আহলেহাদীছরা বিরিয়ানী খায়, তাদের যুক্তি কি? মঞ্চে বড় বড় আলেমরা সাদা কাপড় পরে বসে আছেন। আমি সোজা মঞ্চে উঠে যাচ্ছিলাম। কিন্তু আমার হাত ধরে সুরিটোলা মসজিদের মুতাওয়াল্লী ইউসুফ ছাহেব বললেন, বাবা তুমি উঠো না। আগামীতে আমরা আর এটা করব না। *আলহামদুলিল্লাহ*, পরে আর কখনো হ’তে দেখিনি।

মুহসিন হলে শবেবরাতের অনুষ্ঠান হবে। চীফ গেস্ট আরবী ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের চেয়ারম্যান ড. মুস্তাফীযুর রহমান। আরাফাতে বের হওয়া আমার লেখাটি আগের দিন স্যারের বাসায় গিয়ে তাঁর টেবিলে রেখে এলাম। পরের দিন আমি হল থেকে বের হয়ে গেলাম। স্যার এসে তাঁর বক্তব্যে বললেন, ‘শবেবরাত একটা

বিদ'আতী অনুষ্ঠান। তোমরা এটা করো না'। আর্টিকেলে যা বলা আছে প্রায় সবই উনি বলেছেন। শেষে তিনি বলেন, 'আমি এখানে থাকতে থাকতে তোমরা বের হয়ে যাও। আমি গেলে যে তোমরা আবার ঢুকে ইবাদত শুরু করবে এটা হবে না। অতঃপর সবাইকে বের করে দিয়ে তিনি হলের হাউস টিউটরদের মাধ্যমে মসজিদে তালা মেয়ে চলে গেলেন। সাধারণত এসব ধর্মীয় অনুষ্ঠান আরবী ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের শিক্ষকরাই করে থাকেন (১৯৮০ সালে 'আরবী' স্বতন্ত্র বিভাগে পরিণত হয়)।

পরের দিন বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে শবেবরাত অনুষ্ঠান হয়। সেখানে তাবলীগের মুরব্বী ড. ইসহাক স্যার শবেবরাতের পক্ষে কুরআনের আয়াত দিয়ে অনেক কথা বললেন। ভাইস চ্যান্সেলর ছােব বললেন, আমরা বিভাগীয় চেয়ারম্যান ড. মুস্তাফীযুর রহমানের কাছে থেকে কিছু শুনতে চাই। মুস্তাফীয স্যার ড. ইসহাক স্যারের ছাত্র। উনি উস্তাদের বিরুদ্ধে কি বলবেন? কিন্তু আগের দিন যে 'আরাফাত' দিয়ে এসেছি ওটাতে কাজ হয়েছে। তিনি শবেবরাতের বিপক্ষে যা বলার সব বললেন। শেষদিকে উনি শিক্ষকদের নিকট প্রশ্ন করলেন, আল্লাহর নবী যে কাজ করেননি আপনারা কি সে কাজ করবেন? সবাই একবাক্যে বললেন, কেন আমরা তা করব? অতঃপর সভাপতির ভাষণে মাননীয় ভাইস চ্যান্সেলর মহোদয় বললেন, যতদিন আমি এ বিশ্ববিদ্যালয়ে আছি, ততদিন বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থ ব্যয় করে এই বিদ'আতী অনুষ্ঠান এই ক্যাম্পাসে হবে না। ব্যস বন্ধ হয়ে গেল। পরদিন আমি স্যারের বাসায় গেলে ধমক দিয়ে বললেন, তোমার হলে গেলাম অথচ তুমি ছিলে না কেন? বললাম, কোন বিদ'আতী অনুষ্ঠানে হাযির হওয়াটাও আমরা গোনাহের কাজ মনে করি। বললেন, এটাই তো তোমাদের সঙ্গে আমাদের পার্থক্য। তবে এখন থেকে আমিও আর এরূপ কোন অনুষ্ঠানে যাব না।

(২) মুহসিন হলে একদিন ফজরের পর অর্থনীতি বিভাগের একজন পাগড়ীওয়ালা ছাত্র দাঁড়িয়ে সবাইকে বলল, সামনে আমাদের ফাইনাল পরীক্ষা। আপনারা কি সবাই ফার্স্ট ক্লাস পেতে চান? তাহ'লে বসুন! ৪১ বার সূরা ইয়াসীন খতম করে আমরা আল্লাহর কাছে দো'আ করি। মিনিট দশেক পর দেখলাম ছেলেটি সবার কানের কাছে মুখ লাগিয়ে বলছে, আপনার কি খতম হয়েছে? এক পর্যায়ে আমার কাছে এসে একই কথা বলল। আমি ওর দিকে তাকালাম। তাতে সে আমার মনোভাব বুঝে নিল।

এরপর আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, ৪১ বার খতম করার কথাটি কোথায় আছে? সে বলল, কুরআনে আছে। বললাম, দেখাও তো। তখন সে একটি কুরআন মজীদ এনে তার শুরুর দিকে বাংলায় লেখাগুলি দেখাল। যেখানে ঐকথা লেখা আছে। তখন আমি উঠে দাঁড়ালাম। সবাইকে বললাম, এই বাংলা লেখাগুলি কি কুরআনের অংশ? সবাই বলল, না। বললাম, এই ছেলে আপনাদের ধোঁকা দিয়েছে। যদি ৪১ বার কুরআন খতম করে এম এ ডিগ্রী পাওয়া যেত, তাহ'লে এত টাকা-পয়সা খরচ করে আমরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কেন পড়তে এসেছি? তখন সবার হুঁশ হ'ল। কিন্তু

আমাকে ধরে বসল, ভাই! এখন থেকে আপনাকে সপ্তাহে একদিন তাফসীর করতে হবে। রাযী হ'লাম। কিন্তু ক্ষেপে গেল তাবলীগের ছাত্ররা।

(৩) ঢাকার আহলেহাদীছ মহল্লা বংশাল, নাজিরাবাজারে খাজা বাবার বড় বড় ডেগ চড়ানো হ'ত। রোগ আরোগ্যের ধারনায় লোকেরা সেখান থেকে ভক্তিভরে খিঁচুড়ী খেত। তখন 'খাজা বাবা প্রসঙ্গ' লিফলেট লিখে ছেড়ে দিলাম। ডেগ কমতে শুরু হ'ল। আলহামদুলিল্লাহ, পরে 'খাজা বাবার ডেগ' বন্ধ হয়ে গেল (এ বিষয়ে ২৭শে জুন ১৯৭৭ সাপ্তাহিক আরাফাতে 'ওহে খাজা...' নামে আমার একটি নিবন্ধ প্রকাশিত হয়)। (৪) একই সময়ে ঢাকা সহ দেশের বিভিন্ন আহলেহাদীছ মসজিদের ইমামরা তাবীয লিখে বিক্রি করতেন। তখন ১১ই জুলাই ১৯৭৭ সাপ্তাহিক আরাফাতে 'ঝাড়-ফুক ও তাবীয-কবচ' বিষয়ে আমার একটি নিবন্ধ প্রকাশিত হয়। ফলে এটি বন্ধ হয়ে যায়। একজন ইমাম তো আমাকে বলেই ফেললেন, ভাই আপনি আমাদের পেটে লাথি মারলেন!

(৫) একদিন পত্রিকায় দেখলাম, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু ছেলে রাজধানীর মোড়ে মোড়ে মুক্তিযোদ্ধাদের মূর্তি নির্মাণের আবেদন করেছে। আমি এর বিরুদ্ধে দৈনিক আজাদ পত্রিকায় বিবৃতি দিলাম যে, মসজিদের নগরী ঢাকা শহরকে মূর্তির নগরী বানানো যাবে না। সেই সময় বিষয়টি ছিল অত্যন্ত স্পর্শকাতর। ফলে যা হওয়ার তাই হ'ল। ওরা দল বেঁধে এসে আমার রুমে হামলা করল। কিন্তু আমি বাইরে থাকায় আমার রুম মেটকে বেধড়ক পিটাল। অতঃপর মুখে চুনকালি মাখিয়ে গলায় টিন ঝুলিয়ে অপরাধ স্বীকার করে ক্যাম্পাস ঘুরালো। আমি সন্ধ্যায় হলে ফিরে এলে রিসেপশনের ভাইটি আমাকে হাত জোড় করে বলল, আপনি উপরে যাবেন না। শীঘ্র অন্যত্র চলে যান। চারপাশে ভাঙচুরের দৃশ্য দেখে আমি তো হতবাক। আমি বললাম, ওদের রুম নম্বর কত? সে বলল, ৩৪৮। আমি সোজা গিয়ে সালাম দিয়ে ওদের রুমে ঢুকে পড়লাম। নেতার আমাকে দেখে থ'। আমি দাঁড়িয়ে থেকেই বললাম, আমাকে না পেয়ে আমার নিরীহ রুম মেটকে মারলেন এটা কি ঠিক হ'ল? আমি মওজুদ। বলুন, আপনাদের কি অভিযোগ? ওরা অভিযোগ বলল। আমি বললাম, মূর্তিপূজা উত্তম, না তাদের আদর্শ অনুসরণ করা উত্তম? অতঃপর আমি রবীন্দ্রনাথের 'রথযাত্রা' কবিতাটি শুনলাম। ওরা চুপচাপ শুনল। তখন করাচী থেকে এম. এ. পাস করা ও বর্তমানে রাজনীতি করার জন্য পুনরায় ঢাবির এম. এ. ক্লাসের শিক্ষার্থী পারভেয বলল, বিভিন্ন মাযারে ও কবরে পূজা হয়, এই মৃতপূজা কি এক ধরনের মূর্তিপূজা নয়? এর বিরুদ্ধে কি আপনারা কিছু বলেন? বললাম, অবশ্যই বলি। তখন তিনি বললেন, আমি করাচী থাকতে একদল শিক্ষার্থীকে দেখতাম, তারা এসবের বিরুদ্ধে বলত। তারা নিজেদেরকে 'আহলেহাদীছ' পরিচয় দিত। আমি বললাম, ওরাই ইসলামের সঠিক অনুসারী এবং আমিও আহলেহাদীছ। তখন ওরা আমাকে হাত ধরে বসালা।

এক পর্যায়ে ওদের হল শাখার সহ-সভাপতিকে কঠোরভাবে ধমকিয়ে দিল, যেন তার কাছে থাকা আমার টু-ইন-ওয়ানটি কালকের মধ্যেই ফেরত দেয় অথবা নতুন কিনে

এনে দেয়। ওটা ছিল সউদী থেকে পাঠানো আমার বন্ধু সাতক্ষীরার মৌলবী আব্দুল আযীযের জিনিস। যা তিনি আমার মাধ্যমে সাতক্ষীরা পাঠানোর জন্য অন্যের মাধ্যমে পাঠিয়েছিলেন। আলহামদুলিল্লাহ এরপর থেকে তারা আমার বন্ধু হয়ে গেল এবং আমার সাপ্তাহিক তাফসীরের নিয়মিত শোতা ও মুহন্নী হ'ল। আমি প্রতি ফ্লোরে সাথী নিযুক্ত করলাম। যারা প্রতিদিন ফজরের আযানের পর প্রত্যেক কক্ষের দরজায় টোকা দিয়ে ছালাতের কথা স্মরণ করিয়ে দিত। এগুলি ছিল চাবিতে আমার ছাত্র জীবনের সূচনাকালীন কিছু সংস্কার।

**(৮) আহলেহাদীছ যুবসংঘ : ‘বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ’ প্রতিষ্ঠার প্রেক্ষাপট কি ছিল বলবেন কি?**

আমীরে জামা'আত : জন্মগতভাবেই আমি ছিলাম সংগঠনমুখী। কাকডাঙ্গা আহমাদিয়া সিনিয়র মাদ্রাসা ও ময়মনসিংহের আরামনগর কামিল মাদ্রাসায় পড়ার সময় ছাত্রদের পক্ষ থেকে সর্বদা আমার উপর নেতৃত্ব চাপিয়ে দেওয়া হ'ত। অতঃপর কলেজ লাইফে পা দেওয়ার শুরুতে আমার আব্বা সে সময়ের পাকিস্তানের সবচেয়ে প্রভাবশালী ইসলামী নেতার বাংলায় অনূদিত বই সমূহ পড়তে নিষেধ করে বলেছিলেন, ‘খোকা! ওমুকের বই যেন পড়ো না’। কলারোয়া কলেজে ঢুকেই সেই নেতার অনুসারী ছাত্র সংগঠন আমাকে টার্গেট করে। আমাদের কলেজের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন বামপন্থী। কলারোয়া কলেজে বামপন্থী ছাত্র নেতারা আমাকে প্রথম বই দিল ‘সমাজতন্ত্রকে যেন দেখেছি’। লেখক অধ্যক্ষ রুহুল কুদ্দুস। আমি পাতা উলটিয়েই ওদের বললাম, তোমরা কেমন সংগঠন কর যে ইসলামপন্থীদের লেখা বই আমাকে দিয়েছ? ওরা তো হতবাক। বুঝলাম নেতৃত্বের যোগ্যতাহীন ছেলেরাই নেতা হয়। অতঃপর ২১শে ফেব্রুয়ারী এল। আমাকে বলল, ক্যাম্পাসে জুতা খুলে চলতে হবে। আমি বললাম, ক্যাম্পাসের বাইরে কি হবে? কোন জওয়াব পেলাম না। তখন কলারোয়া হাইস্কুলে কলেজের ক্লাস হ'ত। বললাম, চলো তোমার বাপের দোকানে। যা ছিল কলেজ গেটের অপর পার্শ্বে। যেয়ে বললাম, চাচা আপনার পায়ে জুতা কেন? আজকে না ২১শে ফেব্রুয়ারী! আপনার ছেলেকে সামলান। উনি ওকে ধমকিয়ে দিলেন।

ইসলামের ইতিহাসের ক্লাসে যশোরের কসীমুদ্দীন স্যার ক্লাস নিচ্ছেন। দেখলাম তার হাতে সাপ্তাহিক আরাফাত। যাতে প্রকাশিত হয়েছে আমার লেখা ‘সমাজতন্ত্র ও ইসলাম’। উনি বললেন, আজ আমি তোমাদেরকে বর্তমান সময়ের সবচেয়ে আলোচিত বিষয়টির উপর লেকচার দিব। বক্তব্য শেষে উনি ছাত্রদের বললেন, তোমরা কি চেন কে এই লেখক? সবাই আমাকে দেখিয়ে দিল। আমি উঠে গিয়ে স্যারকে সালাম দিলাম ও হাত ধরে দো'আ নিলাম। সম্ভবত স্যার আগেই আমার নাম জেনেছিলেন।

ইন্টারমিডিয়েট বোর্ড ফাইনাল পরীক্ষার পূর্বে কলেজে টেস্ট পরীক্ষা। আমি পরীক্ষায় ফেল করলাম। সবাই হতবাক। প্রিন্সিপ্যাল আব্দুস সোবহান ছাহেব তাঁর কক্ষে সব শিক্ষককে ডাকলেন। অতঃপর সিভিক্সের লিয়াকত আলী স্যারকে (বাগেরহাট)

জিজ্ঞেস করলেন, আপনি ছাত্রকে ফেল করিয়ে দিলেন কেন? তিনি বললেন, প্রশ্নের বাইরে উত্তর দেওয়ার কারণে। তখন প্রশ্নপত্র বের করে দেখা গেল যে, সেখানে বলা হয়েছে, বাংলাদেশ কি জনসংখ্যাধিক্য দেশ? তোমার মতামত লেখ। তখন প্রিন্সিপ্যাল ছাহেব আমাকে বললেন, তোমার জবাব কি ছিল? আমি বললাম, আমি কুরআন-হাদীছ অনুযায়ী জবাব দিয়েছি। কারণ আল্লাহ বলেছেন, ‘ভূপৃষ্ঠে বিচরণকারী এমন কোন প্রাণী নেই যার রিযিক আল্লাহর যিম্মায় নেই’ (হুদ-মাক্কী ১১/৬)। অতএব বাংলাদেশের জনসংখ্যা যত বাড়বে, সম্পদ তত বাড়বে। তখন প্রিন্সিপ্যাল ছাহেব বললেন, আপনার প্রশ্ন অনুযায়ী ছেলের উত্তর ঠিকই আছে। শিক্ষক সেটি মেনে নিলেন। ফলে আমি টেস্টে ফাস্ট হয়ে গেলাম।

অতঃপর আমি প্রথমে বাম ও পরে ডান নেতাদের বই-পত্রে মনোনিবেশ করি। হেগেলের জীবনী, মার্কস ও মাও সেতুং-এর বই সমূহ লাইন বাই লাইন দাগিয়ে ফেললাম। তারপর ইসলামী নেতাদের বই যা হাতে পেলাম, সবই শেষ করলাম। পার্থক্য বুঝতে দেরী হ’ল না। সেকুলাররা দুনিয়ার লোভ দেখিয়ে মানুষকে দলে ভিড়ায়। কিন্তু সবকিছু পাওয়ার পর তার মানবিক চাহিদা পূরণের উপায় কী? এর উত্তর তাদের কাছে নেই। ইসলামী নেতারা হেকমতের দোহাই দিয়ে ধর্মের নামে প্রচলিত শিরক-বিদ‘আত ও সেকুলার রাজনীতির সাথে আপোষ করে ইসলাম কয়েম করতে চান। তাদের মতে ইসলামী হুকুমত কয়েম না হওয়া পর্যন্ত ইসলামী সমাজ কয়েম হওয়া সম্ভব নয়। খুলনা থেকে জামায়াতপন্থী ছাত্রনেতা আনহার আলীকে আনা হ’ল। বিকরা মসজিদে তিনি আমাকে নিয়ে বসলেন। কিন্তু আমার প্রশ্নের জওয়াব দিতে পারলেন না। পরে শুনেছি, তিনি জামায়াত ত্যাগ করেছেন। এ সময় কলারোয়া হাইস্কুল মাঠে ন্যাপ নেতা কাযী জাফর আহমদ আসেন। তিনি ধনী-গরীবের বৈষম্যের বিরুদ্ধে শ্রেণী সংগ্রামের ডাক দিলেন ও ব্যাপক হাততালি পেলেন। মনে ধাক্কা খেলাম। গরীবদের সাহায্য ব্যতীত ধনীরা চলবে কিভাবে? তাছাড়া মানুষ কি কেবল খেয়ে-পরে বাঁচে? তার কি নৈতিক মূল্যবোধ নেই?

আমার অন্তর বিদ্রোহ করে উঠল, নবীগণ কি তাহ’লে সর্বাত্মে শ্রেণী সংগ্রাম করেছেন? তারা কি সর্বাত্মে হুকুমত কয়েম করেছেন? ইসলাম কি তাহ’লে যুগে যুগে পরিবর্তনশীল? কুরআন-হাদীছ কি অপ্রান্ত সত্যের চূড়ান্ত মানদণ্ড নয়? বাইরে গিয়ে অনুভূতিটা আরও তীব্র হ’ল। এই সময় ‘আরাফাতে’ দেখলাম, মুজিবুর রহমান (রাজশাহী), মুসলিম (দিনাজপুর) ও আশরাফুযযামান (চাঁপাই)-এর নেতৃত্বে ‘আঞ্জুমানে শুক্বানে আহলেহাদীছ’ গঠিত হয়েছে। খুশী হলাম। ফলে ১৯৭৪ সালে খুলনা সিটি কলেজে অধ্যয়নকালে কিছু আহলেহাদীছ ছেলেকে নিয়ে ‘আঞ্জুমানে শুক্বানে আহলেহাদীছ’ গঠন করলাম। ৬৯ খানজাহান আলী রোড ফেরিঘাট আহলেহাদীছ জামে মসজিদ ছিল আমাদের কেন্দ্র। অতঃপর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে ১৯৭৮ সালের ৫ই ফেব্রুয়ারী যাত্রাবাড়ী মাদ্রাসায় অবস্থানকালে প্রতিষ্ঠা করলাম, জাতীয় ভিত্তিক যুব সংগঠন ‘বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ’। আরাফাতে খবর প্রকাশ পাওয়ার সাথে সাথে সারা দেশে ‘যুবসংঘের’ শাখা গঠন শুরু হয়ে গেল।



‘যুবসংঘ’ প্রতিষ্ঠার প্রত্যক্ষ কারণ : জামায়াতের অঙ্গ সংগঠন ঢাবি শাখা ‘ছাত্র ইসলামী মিশন’ কর্তৃক আয়োজিত এক T.S. বা প্রশিক্ষণ শিবিরে ঢাবি কেন্দ্রীয় জামে মসজিদে গেলাম। সঙ্গে ছিল ইংরেজীর শুজাউল করীম (বগুড়া)। রাত ১২-টার দিকে ‘মাসআলা শিক্ষা’ ক্লাস শুরু হ’ল। তাদের দলীয় জনৈক আলেম প্রাইভেট কার হাঁকিয়ে এলেন এক ঘণ্টার ক্লাস নেওয়ার জন্য (সম্ভবত মাওলানা মা’ছুম হবেন)। ৯০ জন ছাত্রের বিভিন্ন প্রশ্নোত্তর চলছে। এক পর্যায়ে একজন ছাত্র বলল, আমি আমার বন্ধুসহ মিরপুরে এক মসজিদে মাগরিব পড়লাম। কিন্তু পরে ঐ বন্ধু আমাকে নিয়ে পুনরায় ছালাত দোহরায়ে পড়লেন। আমি কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন যে, এরা লা-মাহাবী। এদের পিছনে আমাদের ছালাত হয় না’। বন্ধুটি কামেল পাস। আমি তাকে আর কিছু বলার সাহস পেলাম না’। এক্ষণে বন্ধুর কথা কি ঠিক? উত্তরে জবাবদাতা মাওলানা ছাহেব বললেন, আপনার বন্ধু ঠিকই বলেছেন এবং আপনারা ঠিকই করেছেন। তখন ঐ ছেলেটি সহ আরও কয়েকজন বলে উঠলো, আমাদের মামু-খালু অনেক নিকটাত্মীয় আছেন আহলেহাদীছ। আমরা তাদের পিছনে এবং তারা আমাদের পিছনে সর্বদা ছালাত আদায় করেন। তাহ’লে এতদিনে যা করেছি, সব কি পণ্ড হয়ে গেছে? ভবিষ্যতে কি আমরা এটা করা বাদ দিব?

তখন ঐ ছুর ক্ষেপে গিয়ে বলে উঠলেন, আমাকে বেশী ঘাটারেন না। যদি সত্যি কথা বলতে হয়, তবে বলতে হয় যে, ওদের আক্বীদা এত খারাপ যে, ওদের মুসলমানই বলা যায় না’।

একথা শোনার পর আমি পরিচালকের নিকটে সময় চেয়ে আঙ্গুল উঁচু করলাম। কিন্তু আমাকে সময় না দিয়ে তিনি অন্যকে সময় দিলেন। আমি বরদাশত করতে না পেয়ে দাঁড়িয়ে গেলাম ও সরাসরি ঐ ছুরকে লক্ষ্য করে রাগতঃস্বরে বললাম, আপনি কি লেখাপড়া জানেন? না কেবল ডিগ্রী নিয়ে ছুর বনেছেন? বলেই কুরআনের আয়াত ও হাদীছ বলে সবাইকে লক্ষ্য করে বললাম, বন্ধুগণ! কুরআন-হাদীছ মুসলমানদের পরস্পরে ভাই ভাই হয়ে থাকতে বলেছে এবং এক মুসলমানের পিছনে অন্য মুসলমানকে দ্বিধাহীনচিত্তে ছালাত আদায় করতে বলেছে। আমরা সেভাবেই সকলের মধ্যে ঐক্য ও ভালোবাসা সৃষ্টির চেষ্টা করছি। অথচ ‘মাসআলা শিক্ষার’ নামে এই ছুর আমাদেরকে বিভক্ত করে দিচ্ছেন। আমাদের আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করতে উসকানি দিচ্ছেন। আপনারা কি এটা মেনে নিবেন?

সবাই বলে উঠলো, না না। ব্যস, অমনি আমি ঐ ছুরের জামার কলার ধরে টেনে-হিঁচড়ে মসজিদের বাইরে বারান্দায় নিয়ে গেলাম ও উঁচু করে তুলে বারান্দার প্রায় সাড়ে ৩ ফুট উঁচু দেওয়ালের বাইরে ফেলে দিলাম। বেটা ধূলয় গড়াগড়ি দিয়ে উঠে এক দৌড়ে তার গাড়ীতে উঠে দে ছুট। শেষ হয়ে গেল ঐ দলের সাথে সম্পর্ক। ঐ রাতেই আমি আর শুজাউল করীম মসজিদ থেকে বেরিয়ে হলে চলে এলাম। পরদিন থেকে ভাবতে শুরু করলাম এখন কি করা যায়।

একদিন রুমে এসে দেখি আমার বালিশ-বেডশীট কিছুই নেই। রুমমেট একটি চিরকুট দিয়ে বলল, যিনি নিয়ে গেছেন তিনি এটা দিয়ে গেছেন। পড়ে দেখি ৭৮ উত্তর যাত্রাবাড়ী মাদ্রাসা মুহাম্মাদিয়ার মুহতামিম দেওয়ান হাসান শহীদ (টাঙ্গাইল)। আমাকে যাত্রাবাড়ী যেতেই হবে এটাই তার অনুরোধ। ফলে আমি সন্ধ্যার মধ্যেই সেখানে গিয়ে পৌঁছলাম। আমাকে উনি মুহতামিমের দায়িত্ব দিয়ে চলে যাবেন। মাসিক বেতন ৪০০ টাকা। টিনের বেড়া, টিনের চাল পৃথক রুম। বললাম, আমাকে আগে বাড়ী যেতে দিন মায়ের অনুমতি নিয়ে আসি। পরের দিন সাতক্ষীরার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হ'লাম। কমলাপুর থেকে তখন সরাসরি সাতক্ষীরা কোচ চালু হয়েছে। যাত্রিক পরিবহন, পথিক পরিবহন ও সোহাগ পরিবহন। আমি কোনমতে সিঁড়ির মুখে একটা সীট পেলাম। গাড়ী স্টার্ট দিয়েছে। হঠাৎ এক মহিলা হাউমাউ করে এসে গাড়ীতে উঠে পড়ল। ড্রাইভার-কণ্ঠকটরের শত অনুরোধ সত্ত্বেও মহিলা ফ্লোরে বসে পড়ল। মহিলা বিপদগ্রস্ত ছিল। সাতক্ষীরা পর্যন্ত দীর্ঘ পথ উনি কিভাবে যাবেন ভেবে আমি সীট ছেড়ে দাঁড়িয়ে গেলাম এবং ওনাকে বসতে দিলাম। সাতক্ষীরা পর্যন্ত আমি দাঁড়িয়ে গেলাম। একজন যাত্রীকেও বলতে শুনলাম না যে, ভাই আপনি একটু বসেন আমি একটু দাঁড়াই। খারাপ রাস্তায় প্রায় ১২ ঘণ্টার জার্নি এভাবেই কেটে গেল। আল্লাহর শুকরিয়া যে, একজন বিপদগ্রস্ত মহিলার সেবা করতে পারলাম।

সাতক্ষীরা থেকে ফেরার সময় আমার ছোট ভগ্নিপতি লুৎফরের বন্ধু সাইকেল মেকার ওমর আলীর কাছ থেকে ৪৬৭ টাকা দিয়ে একটা পুরনো সাইকেল কিনলাম। অতঃপর সেটা কোচের ছাদে করে ঢাকায় আনলাম। অতঃপর ঐ সাইকেল চড়ে গুরু হ'ল সকালে যাত্রাবাড়ী মাদ্রাসায় ক্লাস টাইম শেষে প্রায় ৬ কি.মি. দূরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাস করার দৈনন্দিন রুটিন। মাথায় জিন্নাহ ক্যাপ থাকত। যার ফলে একদিন ড. মুস্তাফীয স্যার তাঁর গাড়ী থেকে আমাকে দেখে ফেলেন। পরে ক্লাসে আমাকে বেশ মিঠে-কড়া ধমক দিলেন। আমার চুপ থাকা দেখে উনি আর কোন দিন কিছু বলেননি।

ঐ সাইকেলে করে আমি বংশাল-নাজিরাবাজার আহলেহাদীছ মহল্লাগুলির ছেলেদের সাথে যোগাযোগ করতাম। অবশেষে একদিন সবাইকে ডেকে যাত্রাবাড়ী নিয়ে গেলাম। ঐ দিন জমঙ্গিয়ত সভাপতি জনাব ড. আব্দুল বারী রাজশাহী থেকে ঢাকায় এসেছিলেন। আমি ওনার ভায়রা আব্দুস সালামের বাসায় গিয়ে ওনার সাথে 'যুবসংঘ' গঠনের প্রস্তাব দিলাম এবং ওনাকে সেটি উদ্বোধনের জন্য যাত্রাবাড়ী যাওয়ার দাওয়াত দিলাম। উনি খুশী মনে রাযী হলেন। কিন্তু পরে ওনার সেক্রেটারী আরাফাত সম্পাদক আব্দুর রহমান বিএবিটি ও সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যক্ষ মাওলানা আব্দুছ ছামাদ (কুমিল্লা) গেলেন। অতঃপর ছাত্র-শিক্ষক ও বংশাল থেকে আগত যুবক ও মেহমানদের সামনে আমি 'আহলেহাদীছ যুবসংঘ' গঠনের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করলাম। সবাই অত্যন্ত খুশী মনে গ্রহণ করেন এবং আমাকে 'আহ্বায়ক' করে ৩৩ সদস্য বিশিষ্ট কেন্দ্রীয় কমিটি গঠন করা হয়। এভাবে ১৯৭৮ সালের ৫ই ফেব্রুয়ারী

যাত্রাবাড়ীতে প্রথম ‘বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে’-র গোড়াপত্তন হয়। পরের সপ্তাহে সুরীটোলা মসজিদের আড়িনায় মুওয়াযযিনের কোয়ার্টারের সামনে ‘যুবসংঘ’-এর সাইনবোর্ড টাঙ্গানো হয়। জুম‘আর দিন সবাই এটা দেখে দারুনভাবে উচ্ছসিত হয়। তারপর অন্যান্য মহল্লায় শাখা সমূহ গঠিত হয়। আমি ইউনিভার্সিটিতে ক্লাস সেরে মহল্লায় চলে আসতাম ও বিভিন্ন মসজিদে আছরে এবং মাগরিবে দরস দিতাম। সাথে সাথে ‘যুবসংঘে’-র দাওয়াত দিতাম। মাদ্রাসাতুল হাদীছের শিক্ষক মাওলানা শামসুদ্দীন সিলেটীকে যুগ্ম আহ্বায়ক করে অধিকাংশ দিন তার অফিসকেই মহল্লা সমূহের কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহার করতাম।

এক দিনের ঘটনা। আমরা দু’জন অফিসে বসে আছি। এমন সময় জৈনিক ভদ্র লোক এসে বললেন, ‘আহলেহাদীছ যুবসংঘ’-এর আহ্বায়ক ভাই আসাদুল্লাহ আল-গালিব কে? অতঃপর আমার পরিচয় পেয়ে উনি খুশী মনে বললেন, ‘দৈনিক সংগ্রামে’ আপনাদের রিপোর্টটি পড়ে আমি সরাসরি ধন্যবাদ জানানোর জন্য এলাম। আমি দৈনিক সংগ্রামের সহকারী সম্পাদক আবুল আসাদ। আমি আহলেহাদীছ। আমার বাড়ী রাজশাহীর হামিরকুৎসায়। বহু দিন থেকে এমন একটি ক্ষুধা আমার মধ্যে ছিল। আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। বলেই চলে গেলেন। পরে জানলাম, উনি পাশেই বাংলা দুয়ার আহলেহাদীছ মহল্লায় ভাড়া থাকেন।

খবরটি সাপ্তাহিক আরাফাতে প্রকাশ পেলে সারা দেশ থেকে আমার নিকট চিঠির পর চিঠি আসতে থাকে। আর আমিও জবাব লিখতে থাকি এবং সুযোগ মত সফর করতে থাকি। ‘যুবসংঘ’ গঠনের শর্ত ব্যতীত আমি কোথাও জালসার দাওয়াত নিতাম না। আমাদের ব্যাপক চিঠি-পত্রের কারণে নব প্রতিষ্ঠিত যাত্রাবাড়ী পোস্ট মাস্টার ছাহেব একদিন এসে আমাকে ধন্যবাদ দিয়ে যান এই বলে যে, আমাদের পোস্ট অফিস বন্ধ হওয়া থেকে রক্ষা পেয়েছে আপনাদের চিঠি-পত্রের কারণে।

সে সময়ের ইসলামী ছাত্র সংগঠনের নেতারা আমাকে বলেছিল, ভাই ‘ইসলামী যুবসংঘ’ নাম দিলে তো আমরাও এতে যোগ দিতে পারতাম। আমি বলেছিলাম, যারা কুরআন ও সুন্নাহর সর্বোচ্চ অগ্রাধিকারে বিশ্বাসী, কেবল সেইসব ছাত্র ও যুবকরাই এখানে আসবে। সংখ্যাবৃদ্ধি বা ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করা আমাদের কাম্য নয়। আমাদের নিকট আখেরাত মুখ্য। দুর্ভাগ্য, যখন ‘যুবসংঘ’ প্রতিষ্ঠা করি, তখন আব্বা বেঁচে নেই। কিন্তু বেঁচে ছিল তার সেই ছোট কথা- খোকা! সাবধান অমুকের বই পড়ো না!

### (৯) আহলেহাদীছ যুবসংঘ : ‘যুবসংঘ’ প্রতিষ্ঠার পর প্রথম সফর কোথায় করেন?

আমীরে জামা‘আত : প্রথম সফর করি পাঁচরংখী এলাকায়। সঙ্গী ছিল বংশালের তাজুল ইসলাম। তখন পাঁচরংখী মাদ্রাসার মুহতামিম ছিলেন মাওলানা আলীমুদ্দীন (মেহেরপুর)। সেখানে পৌঁছার পর মাদ্রাসার ছাত্রদের গ্রামের মধ্যে পাঠিয়ে দিলাম। আমার নির্দেশনা মোতাবেক তারা বেগুন ক্ষেতে টাঙানো গরুর মাথা, খড় দিয়ে বানানো মানুষের মূর্তি, ঘরের চালের উপর ঝুলানো বাঁটা ইত্যাদি নানাবিধ বিদ‘আতী

সরঞ্জাম মাদ্রাসার ময়দানে জমা করল এবং আছর পর জালসা হবে বলে সর্বত্র ঘোষণা দেওয়া হ'ল। অতঃপর সেখানে আমরা বিদ'আতের বিরুদ্ধে জ্বালাময়ী ভাষণ দিলাম এবং আহলেহাদীছ আন্দোলনের যৌক্তিকতা তুলে ধরলাম। অতঃপর তাৎক্ষণিকভাবে মুরব্বীদের স্বতঃস্ফূর্ত সম্মতিতে সেখানে 'যুবসংঘ'-এর শাখা গঠন করলাম। অতঃপর তারা পাঁচরংখীর অন্যান্য মহল্লাগুলিতে শাখা গঠন করে।

দ্বিতীয় সফর ময়মনসিংহের ভালুকায়। সঙ্গে ছিলেন মাওলানা আব্দুস সাভার ত্রিশালী। জালসার পর আব্দুছ ছামাদকে আহ্বায়ক করে 'যুবসংঘ' গঠন করা হয়। তৃতীয় সফর ঢাকা যেলার ধামরাইতে। সঙ্গে ছিল আমার যাত্রাবাড়ীর এক ছাত্র ধামরাইয়ের আব্দুল কাদের। কিন্তু নদী পার হওয়ার পরেই আমাকে দেখতে পেয়ে খুৎবার ১০ মিনিট আগেই শিবিরের এক খতীব আব্দুল হামীদ খুৎবায় দাঁড়িয়ে গেল। ফলে ছালাতের পর আমি বক্তব্য দিলাম। মুছল্লীদের রোযে পড়ে ঐ খতীব ছেলেটি গায়েব হয়ে গেল। অতঃপর সেখানে 'যুবসংঘ'-এর শাখা হ'ল। স্থানীয় শরীফবাগ ইসলামিয়া ফাযিল মাদ্রাসার প্রিন্সিপ্যাল আব্দুছ ছবুর ছাহেবের ব্যাপক উৎসাহে সবাই এগিয়ে এলেন। পরের বছর আমি উক্ত মাদ্রাসার বার্ষিক জালসায় প্রধান বক্তা হিসাবে যোগদান করি। 'যুবসংঘ'ের এসময়ের কর্মী ছিল আব্দুছ ছবুর (সচিব অব. বাংলাদেশ সরকার), আব্দুস সালাম (অধ্যক্ষ অব. সাভার সরকারী কলেজ), এখলাছ (মিরপুর বাংলা কলেজ) প্রমুখ। এসময় ধামরাই এলাকায় ১৬টি আহলেহাদীছ গ্রামের সবটিতে 'যুবসংঘ'ের শাখা গঠিত হয়। এরপর মিরপুর সাড়ে ১১-এর আহলেহাদীছ মসজিদে সফর করি এবং ব্যাপক সাড়া পাই। ইমাম মুস্তাফীযুর রহমান (মোল্লাহাট)-এর নেতৃত্বে আশ-পাশে ৮টি শাখা গঠিত হয়। তখন চারদিকে সংগঠনের ব্যাপক প্রচার ছিল।

**(১০) আহলেহাদীছ যুবসংঘ :** যুবসংঘের বিরুদ্ধে মানুষের মধ্যে এখনও কিছু ভুল ধারণা রয়েছে। এটা দূর করার জন্য কি করণীয় বলে আপনি মনে করেন?

আমীরে জামা'আত : 'যুবসংঘ' সম্পর্কে ভুল ধারণা দু' কারণে হ'তে পারে। এক- অজ্ঞতার কারণে। ব্যাপকভাবে দাওয়াত ও সংগঠন বৃদ্ধির মাধ্যমে এটা দূর করা সম্ভব। দুই- হিংসার কারণে। এটা দূর হবে না, যতদিন হিংসুকারা থাকবে। আমি মনে করি এরা সংগঠনের জন্য ক্ষতিকর নয়, বরং উপকারী। এদের অপপ্রচারে একদিকে 'যুবসংঘ'ের প্রতি অন্যদের আগ্রহ বৃদ্ধি পাচ্ছে, সেই সাথে সংগঠনের দৃঢ়তা ও অগ্রগতি বৃদ্ধি পাচ্ছে। মনে রাখতে হবে যে, মৃত্যুর একদিন পূর্বেও রাসূল (ছাঃ) শত্রুদের মুকাবিলায় তরফ উসামার মাথায় জিহাদের পাগড়ী পরিয়েছেন। আমরাও বয়সের কারণে অন্যদের মুকাবিলায় 'যুবসংঘ'ের হাতে আন্দোলনের দায়িত্ব অর্পণ করেছি। তোমরা সে দায়িত্ব পালনে দৃঢ়পদে এগিয়ে যাবে- সর্বদা এটাই আমরা কামনা করি।

**(১১) আহলেহাদীছ যুবসংঘ :** বর্তমানে মুসলিম, হুহীহ আক্বীদা ইত্যাদি শব্দগুলোর যথেষ্ট অপব্যবহার লক্ষ্য করা যাচ্ছে। তরফদের অনেকেই আহলেহাদীছ পরিভাষাটি ব্যবহারে আগ্রহী নয়। এর কারণ কি?

আমীরে জামা'আত : সকল আহলেহাদীছ মুসলমান। কিন্তু সকল মুসলমান 'আহলেহাদীছ' নন। ইসলামের প্রথম শতাব্দী থেকেই বিদ'আতীদের বিরুদ্ধে বৈশিষ্ট্যগত নাম হিসাবে 'আহলেহাদীছ' নাম চালু হয়। অতএব যতদিন বিদ'আতী থাকবে, ততদিন তার বিপরীতে 'আহলেহাদীছ' থাকবে। এর বাইরে অন্য কোন নাম প্রয়োজনীয় নয়, গ্রহণীয়ও নয়। 'আহলেহাদীছ' নামটি বিদ'আতী ও সুবিধাবাদীদের বুকে শেল বিদ্ধ করে। আজও করবে। এসব কথায় কান দেওয়া যাবে না।

**(১২) আহলেহাদীছ যুবসংঘ : ছহীহ আক্বীদার দাবীদার কিছু 'শায়খ' রয়েছেন যারা সংগঠন করা নিষিদ্ধ বলতে চান। তাদের উদ্দেশ্য কি?**

আমীরে জামা'আত : 'আহলেহাদীছ আন্দোলন'র জামা'আতবদ্ধ অগ্রগতিকে বাধাগ্রস্ত করাই তাদের উদ্দেশ্য। এর মধ্যে অন্যদের কপট এজেণ্ডা বাস্তবায়নও লক্ষ্য থাকতে পারে।

**(১৩) আহলেহাদীছ যুবসংঘ : বর্তমানে তাক্বলীদের ভিন্নরূপ হিসাবে ব্যক্তিপূজা, শায়খপূজা শব্দগুলো ব্যবহৃত হচ্ছে। এ ব্যাপারে কিছু বলবেন?**

আমীরে জামা'আত : নেতৃত্ব ও আনুগত্য ব্যতীত সমাজ চলে না। এজন্যেই সফরে ও জন থাকলেও রাসূল (ছাঃ) একজনকে নেতা নির্বাচন করতে বলেছেন (আবুদাউদ হা/২৬০৮)। তিনি দ্বীনী উদ্দেশ্যে জামা'আতবদ্ধ জীবনকে 'রহমত' বলেছেন এবং বিচ্ছিন্ন জীবনকে 'আযাব' বলেছেন (তিরমিযী হা/২১৬৫)। আর শারঈ বিষয়ে ছহীহ দলীলকে এড়িয়ে নিজেদের অনুসরণীয় পূর্ব যুগের কোন ধর্মনেতার অন্ধ অনুসরণ করাকে 'তাক্বলীদ' বলে। তার বিপরীতে ছহীহ দলীলের অনুসরণ করাকে 'ইত্তেবা' বলে। এখানে ব্যক্তি বা দল নয়, দলীল মুখ্য। প্রকৃত আহলেহাদীছ ছহীহ দলীলের অনুসরণ করেন, ব্যক্তির নয়। রাসূল (ছাঃ) ইমারত ও বায়'আতের মাধ্যমে সমাজ গঠনের পথে অগ্রসর হয়েছিলেন। আমরাও তাঁর অনুসরণে আখেরাতের লক্ষ্যে জামা'আত গঠন করি। তাতে নেতা ও কর্মী উভয়ে নেকী পাবেন এবং বায়'আত ভঙ্গ করলে পরকালে ক্ষতিগ্রস্ত হবেন (সূরা ফাৎহ ১০ আয়াত)। বায়'আতের এই শক্তিশালী পরকালীন চেতনাকে ধ্বংস করার জন্যই বিরোধীরা নানা কথা বলে থাকেন।

**(১৪) আহলেহাদীছ যুবসংঘ : বর্তমান যুবসমাজের প্রতি আপনার উপদেশ কি?**

আমীরে জামা'আত : সমাজ সংস্কারের অবিচল লক্ষ্যে ঝুঁকি নিয়ে ইখলাছের সাথে ময়দানে কাজ করে যাও। মুহাদ্দেছীনের মাসলাকের উপর দৃঢ় থাক। আহলেহাদীছ আন্দোলনকে জীবনের লক্ষ্য হিসাবে গ্রহণ কর। আল্লাহর তোমাদেরকে কবুল করুন। আমীন!



আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ-এর সেক্রেটারী জেনারেল

## অধ্যাপক মাওলানা মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম

### (১) যুবসংঘ : আপনি কেমন আছেন?

অধ্যাপক নূরুল ইসলাম : আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহ রব্বুল আলামীনের রহমতে সুস্থ আছি।

### (২) যুবসংঘ : আপনার প্রাথমিক জীবন ও শিক্ষা জীবন সম্পর্কে কোথায়, কীভাবে কেটেছে?

অধ্যাপক নূরুল ইসলাম : আমার জন্ম আনুমানিক ১৯৬০ সালে সিরাজগঞ্জ যেলার কামারখন্দ থানার রায়দৌলতপুর গ্রামে। পিতা আব্দুজ জলীল আকুন্দ। দাদা মাওলানা আব্দুল কাদের আকুন্দ। মাতা সোনাভানু। আমার মাতা ১৯৬৭ সালে মহামারি বসন্ত রোগে মারা যান। তখন আমি গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ২য় শ্রেণীর ছাত্র। ১৯৭০ সালে উক্ত স্কুল থেকে ৫ম শ্রেণীতে যেলায় প্রথমস্থান অধিকার করে বৃত্তি প্রাপ্ত হই।

আমার রেজাল্ট ভাল জেনে প্রাইমারী স্কুল সংলগ্ন রায়দৌলতপুর হাইস্কুলের শিক্ষক মহাদয়গণ আমার আব্বাকে অনুরোধ করেন, যাতে আমি তাদের স্কুলে ভর্তি হই। আব্বা তাদের বলেন, ওর মা মৃত্যুকালীন অস্থিত করেছে, তাকে যেন মাদ্রাসায় পড়ানো হয়। মায়ের অস্থিত মোতাবেক আব্বা আমাকে কামারখন্দ আলিয়া মোহাম্মাদিয়া মাদ্রাসায় চতুর্থ শ্রেণীতে ভর্তি করে দেয়। ৫ম শ্রেণী পাশ করে ৪র্থ শ্রেণীতে ভর্তি হওয়ার কারণ আমি আরবী জানতাম না। মাদ্রাসাটি আমাদের গ্রাম থেকে ৪ কি.মি. দূরে অবস্থিত। সেখানেই সপ্তম শ্রেণী পর্যন্ত লেখাপড়া করি।

১৯৭১ সালে পাক বাহিনী মাদ্রাসায় ক্যাম্প স্থাপন করায় অনির্দিষ্ট কালের জন্য ক্লাস বন্ধ হয়ে যায়। যুদ্ধের পরে আমি নাটোর যেলার গুরুদাসপুর থানার মুশিন্দা শিকারপাড়া আলিয়া মাদ্রাসায় ষষ্ঠ শ্রেণীতে ভর্তি হই। ঐদিকে আমার বন্ধুরা সবাই অষ্টম শ্রেণীতে উঠে গেছে। তাই এক বছরের মধ্যে আমি প্রমোশন নিয়ে ৮ম শ্রেণীতে উঠি। এরপর ১৯৭২-১৯৮০ সাল পর্যন্ত এই মাদ্রাসা থেকে দাখিল, আলিম ও ফাযিল পাশ করি। উল্লেখ্য যে, মশিন্দা মাদ্রাসায় কামিলের অনুমোদন না থাকায় পরীক্ষা দেওয়ার জন্য জামালপুরের সরিষাবাড়ী, আরামনগর আলিয়া মাদ্রাসায় ভর্তি হই। আর মশিন্দা মাদ্রাসাতেই ১৯৮০-৮১ সেশনে কামিলের ক্লাস করতে থাকি। অন্যদিকে কামিল ক্লাসে পাঠদানের উপযুক্ত আহলেহাদীছ শিক্ষক খুঁজতে থাকি। মশিন্দা আলিয়া মাদ্রাসার অধ্যক্ষ মাওলানা মুহাম্মাদ মায়হারুল ইসলাম ছাহেব আমাকে বলেন, তুমি জামালপুরের আরামনগর মাদ্রাসায় গিয়ে কোন মুহাদ্দিছের সন্ধান পাও কিনা দেখ।

ওনার কথা মত আমি ১৯৮০ সালের ডিসেম্বর মাসে আরামনগর মাদ্রাসায় যাই। বাদ জোহর অতিশয় বৃদ্ধ এক মুহাদ্দিছকে ছাত্রদের উপদেশ দিতে দেখে আমি জিজ্ঞাসা করলাম, উনি কে? বলা হ'ল, তিনি এই মাদ্রাসার সবচেয়ে প্রবীণ মুহাদ্দিছ মাওলানা রামাযান আলী ছাহেব। আমি ভয়ে ভয়ে তাঁর কাছে গিয়ে বিনয়ের সাথে আবেদন করলাম, আমি নাটোর যেলার গুরুদাসপুর থানার মশিন্দা শিকারপাড়া আলিয়া মাদ্রাসার ছাত্র। আমাদের কামিল শ্রেণীতে পড়ানোর জন্য উপযুক্ত মুহাদ্দিছের সন্ধান না পাওয়ায় আপনার কাছে এসেছি। তিনি বললেন, আমার জীবনে দু'জন ছাত্র পেয়েছি যারা কামিল ক্লাসে পড়াতে পারবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস। একজন হ'ল রাজশাহীর লাল মোহাম্মাদ। তার ঠিকানা আমি জানি না। আর আরেকজন হ'ল সাতক্ষীরার মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব।

এরপর আরামনগর মাদ্রাসা থেকে সাতক্ষীরার উদ্দেশ্যে ছুটলাম। কলারোয়া মসজিদে পৌঁছে সন্ধান পেলাম মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব ঢাকায় থাকেন। ফলে ব্যর্থ হয়েই মশিন্দায় ফিরে আসলাম। ফলে অত্র মাদ্রাসার শিক্ষক মাওলানা এছামুদ্দীন, মাওলানা মায়হারুল ইসলাম, মাওলানা আবুদাউদসহ অন্যান্য মুহাদ্দিছের নিকট ক্লাস করলাম। অবশেষে ১৯৮১ সালে আরামনগর মাদ্রাসা থেকে কামিল পাস করলাম।

সে সময় কামিল পাস করে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়া যেত। আমি ১৯৮১-১৯৮২ সেশনে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে আরবী ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে পড়ার সুযোগ পাই। ফলে আমার কাংখিত ব্যক্তিত্ব মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিবকে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার শিক্ষক হিসাবে পেয়ে যাই। ইতিমধ্যে আরবী ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ পৃথক হওয়ায় ১৯৯০ সালে আমি ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ থেকে এম. এ পাশ করি।

### (৩) যুবসংঘ : মুক্তিযুদ্ধের কোন স্মৃতি কি আপনার মনে পড়ে?

অধ্যাপক নূরুল ইসলাম : হ্যাঁ, আমার পরিষ্কার সব মনে আছে। আমি তখন ৬ষ্ঠ শ্রেণীতে পড়ি। আমার চাচাত ভাইয়েরা মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল। কেউ স্থানীয়ভাবে কেউ ভারতে গিয়ে। সোহরাব হোসেন শামীম ও আনিছ ভারতে যাওয়ার জন্য গোপনে প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। কিন্তু টাকার অভাবে যেতে পারছিল না। এটা জানতে পেরে আমার কাছে জমানো হাত খরচের আট আনা এবং মাদ্রাসায় যাওয়া-আসার পথে রোদ-বৃষ্টি থেকে আত্মরক্ষার জন্য বাবার দেওয়া নতুন গামছা তাদেরকে দিয়েছিলাম। যা আমার স্মৃতিতে এখনো নাড়া দেয়।

সে সময়ের একদিনের দৃশ্য স্মরণ হলে এখনও শরীর শিহরিত হয়। দুপুরের দিকে শুনতে পেলাম ইশ্বরদী থেকে পাক হানাদার বাহিনী রেললাইনের দুই ধারে এক মাইলের মধ্যকার ঘরবাড়ী জ্বালিয়ে দিচ্ছে। ঐ তো দেখা যাচ্ছে আগুনের লেলিহান শিখা ও আকাশচুম্বী ধোঁয়া। যেন এক বিভীষিকা এগিয়ে আসছে। আমাদের পাড়াও রেললাইন থেকে এক মাইলের মধ্যে। শুরু হ'ল আগুনের হাত থেকে আত্মরক্ষার

চেষ্টা। ঘরের চেয়ার-টেবিল, খাট-পালঙ্ক, জানালা-দরজা সহ কাঠ-বাঁশের যাবতীয় আসবাবপত্র বাড়ীর পুকুরের মধ্যে ডুবিয়ে রাখা হ'ল। উঠানের মধ্যে গর্ত করে ধান-চাল সহ খাদ্য-সামগ্রী পুঁতে রাখা হ'ল। কাপড় ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র হাতে নিয়ে কোন পালিয়ে যাওয়ার প্রাণপণ চেষ্টা চালাচ্ছিলাম। আমি আমার পোষাক, বই-খাতা ব্যাগে নিয়ে ছোট চাচাতো ভাইকে কাঁধে নিয়ে বড় চাচার হাত ধরে দৌড়াতে শুরু করলাম। পিছনে তাকিয়ে দেখি এক বৃদ্ধা চাচীজানের কাঁধে কাঁথার পুটলি, বাম হাতে পানের বাটা ও ডান হাতে লাঠিতে ভর দিয়ে দৌড়াচ্ছেন। একসময় জীবন বাঁচানোর তাগিদে কাপড় আর কাঁথার পুটলি ফেলে দিলেন, কিন্তু পানের বাটা হাত ছাড়া করলেন না। ঐ করুণ দৃশ্য এখনো মনের আয়নায়ে ফুটে ওঠে।

**(৪) যুবসংঘ : মুহতারাম আমীরে জামা'আতের আপনার প্রথম সাক্ষাৎ কিভাবে হয়েছিল? আপনি কিভাবে 'যুবসংঘ'র কর্মী হলেন?**

**অধ্যাপক নূরুল ইসলাম :** প্রথম থেকেই আমার মধ্যে সাংগঠনিক প্রেরণা ছিল। আমি যখন মশিন্দা মাদ্রাসায় লেখাপড়া করি তখন দেখতাম মাদ্রাসার ছাত্ররা ছালাতে অভ্যস্ত ছিল না। ১৯৭৭ সালের দিকে 'মোরা আহলেহাদীছ সংশোধনী কমিটি' নামে পাঁচ সদস্যের একটি কমিটি গঠন করি। এরপরে ১৯৭৮ সালে নাম দিলাম 'আহলেহাদীছ সংশোধনী যুবসংঘ'। আমরা প্রথমে মাদ্রাসা ভিত্তিক ও পরে বিভিন্ন মসজিদে গিয়ে যুবকদের মাঝে ছহীহ তরীকায় ছালাত আদায়ের দাওয়াত দিতাম। তখনও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' প্রতিষ্ঠার খবর আমরা জানতাম না।

একটি ঘটনা মনে পড়ে, আমরা পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতের জন্য সবাইকে আহ্বান করছি। কিন্তু কেউ সাড়া দিচ্ছে না। পরবর্তীতে চিন্তা করলাম, আমরা কি সবাই পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত জামা'আতে আদায় করি? দেখা গেল আমাদের কেউ কেউ জামা'আতে ছালাত আদায় করে না। তখন আমরা পবিত্র কুরআনের সূরা ছফের ২ নং আয়াতের আলোকে প্রতিজ্ঞা করলাম যে, আমরা নিজেরাই আগে পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত জামা'আতে পড়ায় অভ্যস্ত হওয়ার পর মানুষকে দাওয়াত দিব। আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহর অলৌকিক মু'জিয়া, যেদিন থেকে আমরা পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত জামা'আতে আদায় করা আরম্ভ করি, ঠিক তার এক সপ্তাহ পরেই আমাদের দাওয়াতে মসজিদ পূর্ণ হয়ে গেল। *ফালিল্লাহিল হামদ!*

ইতিমধ্যে আমরা শুনতে পেলাম যে, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন শিক্ষক রাজশাহী কোর্ট এলাকার হড়গ্রাম মসজিদে যুবকদের নিয়ে আলোচনা করেন। যেদিন সংবাদ পেলাম তার পরদিনই আলোচনা বৈঠক। তখন আমি ও এক দ্বীনী ভাই সেই বৈঠকে উপস্থিত হওয়ার সিদ্ধান্ত নিলাম। কিন্তু আমাদের কাছে টাকা-পয়সা নেই। এদিকে ক্লাসে হাযিরাও দিতে হবে। তাই বৃহস্পতিবার ক্লাসে হাযিরা দিয়ে পায়ে হেঁটে রওনা দিলাম। মশিন্দা থেকে নাটোর শহরে আসতেই প্রায় বিকাল। আর শহরের শেষ প্রান্তে পৌঁছতেই মাগরিব হয়ে গেল। ফলে রাতে একজনের বাড়িতে



ছিলাম। আমরা মাদ্রাসার ছাত্র রাজশাহী যাব শুনে তিনি বেশ আদর-যত্ন করলেন। শুক্রবার বাদ ফজর আমরা রাজশাহীর উদ্দেশ্যে হেটে রওয়ানা দিলাম।

সকাল এগারোটা নাগাদ হড়গ্রাম মসজিদে পৌঁছে দেখি একজন যুবক আলোচনা করছেন এবং চতুর্দিকে ৫০-৬০ জন যুবক মনমুগ্ধ হয়ে শুনছে। আমরাও চুপচাপ পিছনে বসলাম। তিনি চমৎকার আলোচনা করলেন। একটা কথা আমার আজও মনে আছে, তিনি পবিত্র কুরআনের সূরা তওবার ১১১ নং আয়াতাংশ তিলাওয়াত করে বলেছিলেন ‘আল্লাহ মুমিনদের জান-মাল ক্রয় করে নিয়েছেন জান্নাতের বিনিময়ে’। তাঁর আলোচনা শুনে মনে হ’ল, তিনি জান্নাতী মানুষ হওয়ার বিষয়ে আলোচনা করছেন। ঐদিকে তাঁর আলোচনার প্রভাবে অনেকেই কাঁদছিল। জুম‘আর ছালাত পর আয়োজকরা আমাদের খাবারের বন্দোবস্ত করলেন। বিকালে আবার আলোচনায় যোগ দিলাম। পরিশেষে জানতে পারলাম যিনি কথা বলছিলেন, তিনি আর কেউ নন, আমাদের প্রিয় মুহতারাম আমীরে জামা‘আত প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব স্যার।

সেসময় হড়গ্রাম থেকে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের রিকশা ভাড়া ছিল তিন টাকা। আয়োজক কমিটি রিকশাওয়ালাকে ভাড়াটা দিয়ে স্যারকে পাঠিয়ে দিলেন। কিন্তু রিকশাওয়ালাকে ভাড়া দেওয়ার বিষয়টি স্যার জানতেন না। রিকশাওয়ালা স্যারকে বিশ্ববিদ্যালয়ে রেখে এসে আয়োজক কমিটির হাতে একটা কাগজের টুকরা দিল। তখন তারা কাগজটি নিয়ে দেখে যে, ‘যুবসংঘে’র রশীদে তিন টাকা জমা করা হয়েছে। সবাই তখন বলাবলি করছে, দেখছ স্যারকে ভাড়া দেওয়া হয়েছে কিন্তু সেটা গ্রহণ না করে ‘যুবসংঘে’ দিয়েছেন। উপস্থিত লোকজন বললেন, এই রকম সং ও নির্ভিক লোক আমরা কখনও দেখিনি। একজন বললেন, উনার সংগঠনেই যোগ দিতে হবে। সেদিন আমিও এই সংগঠনে যোগ দেওয়ার নিয়ত করে ফেললাম।

পরের বছর বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার পালা। ১৯৮১-৮২ সেশনে ভর্তি পরীক্ষার সার্কুলার হ’ল। ভর্তি হ’তে এসে সহযোগিতা পেলাম বর্তমান ‘আন্দোলন’-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম ভাইয়ের। তিনি প্রশাসনিক ভবনের নিকটে নতুন ছাত্রদের রিসিভ করে ভর্তি ফর্ম পূরণ করে দিচ্ছেন। আমিও নতুন হিসাবে আমার ফর্মটাও তিনি পূরণ করে দিলেন। আমার কাগজপত্র সত্যায়িত না থাকায় সিরাজ ভাই বললেন, চলেন স্যারের কাছে যাই। আমি বললাম, কোন স্যার? তিনি বললেন, গালিব স্যার। আমাকে সাথে নিয়ে সিরাজ ভাই আরবী বিভাগে এসে স্যারকে বললেন, আমাদের দ্বীনী ভাই মেহেরপুর থেকে এসেছে, কাগজগুলো সত্যায়িত করে দেন। স্যার বললেন, মূল কাগজ দেখাও। তখন বললাম, স্যার মূলগুলো আনতে মনে নাই। স্যার বললেন, আমি মূল কাগজ ছাড়া সত্যায়িত করব না। তখন সিরাজ ভাই খুব মন খারাপ করলেন। আমি বললাম, তিনি তো আপনার স্যার। তাঁকে একটু জোর দিয়ে বলতে পারবেন না? তখন সিরাজ ভাই বললেন, ‘না, তিনি নিয়ম বহির্ভূত কোন কাজ করেন না’।

বিষয়টা আমার মনে দাগ কাটল। ভাবলাম, মূল কাগজ ছাড়া সত্যায়িত হয় না, এটা তো হক কথা। তাহ'লে আমি উনার উপর রাগ করছি কেন? তখন থেকে উনার প্রতি আমার শ্রদ্ধাবোধ আরও বেড়ে গেল। বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াকালীন হাড়াভাঙ্গা মাদ্রাসায় শিক্ষকতার কারণে ক্লাস খুব কম করেছি। তখন হাড়াভাঙ্গা মাদ্রাসার সুপার মাওলানা আবুবকর ছাহেব নিয়মিত রাজশাহী আসতেন করতেন। ১৯৮২ সালে তার কাছেই যুবসংঘের ফর্ম পূরণ করি। এরপর ১৯৮৭ সালে আমি কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্য হই। আর আমি ১৯৯১-৯৩ সেশনের 'যুবসংঘ' মেহেরপুর যেলার সভাপতির দায়িত্ব পালন করি।

#### (৫) যুবসংঘ : আমীরে জামা'আতের সরাসরি কোন ক্লাস পেয়েছিলেন কী?

অধ্যাপক নূরুল ইসলাম : স্যার আমাদের ফিক্‌হ-এর ক্লাস নিতেন। ছাত্ররা তাকে খুব ভয় পেত। আমরাও ভয় পেতাম। তিনি ছাত্রদের পরিপূর্ণ উত্তর নিতে চাইতেন। অন্যথায় মেনে নিতেন না। পরে অবশ্য বুঝিয়ে দিতেন। একটা ঘটনা মনে পড়ে। ডিপার্টমেন্টে আহলেহাদীছ ছাত্র হিসাবে সবার কাছে পরিচিত ছিলাম। তখন ডিপার্টমেন্টের চেয়ারম্যান ছিলেন সিরাজগঞ্জের এক আহলেহাদীছ বিদ্বেশী শিক্ষক। তিনি একদিন অফিসের বাইরে আমাকে বলছেন, দেখো! শাফেঈ মাযহাবের লোকেরা ছালাতে রাফ'উল ইয়াদায়েন করে, তোমরাও কর। তাহ'লে তোমাদের ও শাফেঈদের মধ্যে পার্থক্য কী? আমি তখন কী উত্তর দিব ভাবছিলাম। আমীরে জামা'আত অফিসের ভিতর থেকে সব শুনছিলেন। তিনি এগিয়ে এসে বললেন, আব্বীদার পার্থক্য। আমি তৎক্ষণাৎ বুঝে ফেললাম। আমার পরিষ্কার মনে আছে তখন উত্তর দিয়েছিলাম, তারা তাদের ইমাম বলেছেন এজন্য রাফ'উল ইয়াদাইন করেন। আর আমরা নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) বলেছেন এজন্য করি।

#### (৬) যুবসংঘ : আপনি কর্মজীবনে কীভাবে প্রবেশ করলেন?

অধ্যাপক নূরুল ইসলাম : শিক্ষকতা একটি মহৎ পেশা। এ পেশায় ছাত্রদেরকে আদর্শ মানুষ হিসাবে গড়ার সুযোগ হয়। সেকারণে মশিন্দায় পড়াকালীন বনপাড়ার পাশে একটি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করে সেখানে থাকতাম। বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পর ছাত্রমৈত্রী ও ছাত্রশিবিরদের চরম গণ্ডগোলের কারণে অনির্দিষ্টকালের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ হয়ে গেলে হাড়াভাঙ্গা মাদ্রাসায় সহকারী মাওলানা শিক্ষক হিসাবে আমি কর্মজীবন শুরু করি। মাদ্রাসাটি সেসময় ক্ষুদ্র পরিসরে থাকলেও আমাদের প্রচেষ্টায় দাখিল, আলিম ও ফাযিল পর্যন্ত চালু হয়। পরবর্তীতে পদোন্নতি পেয়ে আমি ভাইস প্রিন্সিপ্যাল পদে উন্নীত হয়েছিলাম।

#### (৭) যুবসংঘ : আপনার বৈবাহিক জীবন সম্পর্কে যদি কিছু বলতেন?

অধ্যাপক নূরুল ইসলাম : 'আন্দোলনে'র কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য তরীকুয়ামানের বাবা মক্‌বুল হোসেন শেখ অফিসিয়াল কোন কাজে ঢাকায় গেলে হেলথে চাকরির তার আমার বড় ভাইয়ের সাথে তার পরিচয় হয়। কথা প্রসঙ্গে বড় ভাই জানান, আমার ছোট ভাই

মাওলানা নূরুল ইসলাম মেহেরপুরের গাংনী থানার হাড়াভাঙ্গায় থাকে। মকুবুল ছাহেব আমাকে চিনতে পারেন। বড় ভাই আমার বিবাহের বিষয়টি তার কাছে ব্যক্ত করলে তিনি তরীকুয়ামানের এক মামাত বোনের সংবাদ দেন। এতে আমার বড় ভাই রাযী হয়ে যান। আর এই পুরো বিষয়টাই ছিল আমার অজানা। ফলে বিয়ের দিনের পূর্ব পর্যন্ত আমার স্ত্রীর ব্যাপারে কিছু জানতাম না। নির্ধারিত দিন বিবাহ সম্পন্ন হয়ে গেল। আলহামদুলিল্লাহ আমি যা চেয়েছিলাম তা-ই পেয়েছি। আমার স্ত্রী কামিল পাস এবং লাইব্রেরী সাইন্সে এম.এ করেছে। বর্তমানে সে সক্রিয়ভাবে ‘আহলেহাদীছ মহিলা সংস্থা’র দায়িত্ব পালন করছে।

### (৮) যুবসংঘ : আপনি কলেজে অধ্যাপনায় কিভাবে গেলেন?

অধ্যাপক নূরুল ইসলাম : আমি হাড়াভাঙ্গা মাদ্রাসায় ভাইস প্রিন্সিপ্যাল থাকাকালে মাদ্রাসার প্রিন্সিপ্যাল এবং ‘যুবসংঘ’ের সাবেক সভাপতি জমঈয়তে যোগদান করেন। ফলে তিনি বিভিন্ন কাজে-কর্মে বাধা সৃষ্টি করতে থাকেন। এদিকে মাদ্রাসার ছাত্রও দিন দিন কমতে থাকায় অধ্যাপক আব্দুল খালেক ছাহেব আমাকে কলেজে শিক্ষকতা করার জন্য প্রস্তাব দেন। আমি তার প্রস্তাব কয়েকটি কারণে গুরুত্ব দিলাম। (১) কলেজে ‘ইসলাম শিক্ষা’র শিক্ষার্থীর তুলনা মাদ্রাসার শিক্ষার্থী কম। (২) কলেজটি যেলার মধ্যস্থলে। (৩) কলেজে মাদ্রাসার তুলনা কম ক্লাস নিতে হয়। (৪) তৎকালীন ‘যুবসংঘ’-এর দায়িত্বশীল ও ইংরেজী বিষয়ের কলেজ শিক্ষক গোলাম মোস্তফা যুবসংঘের কাজের গতি বাড়ানোর জন্য আমাকে কলেজে যোগদানের জন্য উদ্বুদ্ধ করেন। ফলে ১৯৯৫ সালের ৩রা মার্চ গাংনী ডিগ্রী কলেজে ইসলামিক স্টাডিজ বিষয়ে প্রভাষক পদে যোগদান করি।

### (৯) যুবসংঘ : মেহেরপুর এবং সিরাজগঞ্জে কিভাবে ‘আহলেহাদীছ আন্দোলন’ের দাওয়াতের এত প্রসার লাভ করল?

অধ্যাপক নূরুল ইসলাম : আমরা যখন দৃঢ়ভাবে বুঝতে পারলাম, ‘যুবসংঘ’ হকের পথে মানুষকে ডাকছে এবং এটাই আমাদের মুক্তির একমাত্র উপায়। আর জমঈয়তের নিক্রিয়তার কারণে আমরা কিছু যুবক মেহেরপুরে দাওয়াতী কাজ শুরু করলাম। ‘আন্দোলন’ের যুববিষয়ক সম্পাদক আমীনুল ইসলাম (যিনি ২০২১ সালের ১৫ই ডিসেম্বর মৃত্যুবরণ করেছেন), মাওলানা আমীনুল ইসলাম, আব্দুল হাই (সাধারণ সম্পাদক, সউদী আরব শাখা), রফীকুল ইসলাম (নগাঁ), অধ্যাপক তোফাযল (যেলা ‘আন্দোলন’ সেক্রেটারী, রাজশাহী-পশ্চিম), আল-আমীনসহ এই ছয় জন যুবক রাজশাহী থেকে হাড়াভাঙ্গায় পর্যায়ক্রমে দাখিল ও আলিম পরীক্ষা দিয়েছিল। এরা রাজশাহী রাণীবাজার মাদ্রাসা থেকে কেউ দাওয়া পাস করেছে অথবা দাওয়া পড়ত। তরীকুয়ামানও তখন ওদের সাথে ছিল। এই কয়েকটা যুবক ‘যুবসংঘ’ের কাজ করত। তারা আমাকে ডেকে নিয়ে বিভিন্ন জায়গায় যেত। ফজর পরপরই আমরা সাইকেল নিয়ে রওনা দিতাম। আমার মনে পড়ে, রামায়ান মাসেও ২০-৩০ কি.মি.

পর্যন্ত সাইকেল চালিয়ে আমরা বিভিন্ন শাখায় গিয়েছি। নতুন শাখা গঠন করেছি। এভাবে সংঘবদ্ধভাবে সাংগঠনিক নিরলস প্রচেষ্টায় মেহেরপুর থেলায় ‘আন্দোলন’ের কাজ বৃদ্ধি পায়। এছাড়াও মেহেরপুরে তাওহীদ ট্রাস্টের মাধ্যমে স্যারের হাতে গড়া ২৮টি মসজিদে ‘আন্দোলন’ ও ‘যুবসংঘ’ের কাজ সক্রিয়ভাবে চালু আছে আলহাদুলিল্লাহ।

আর সিরাজগঞ্জে আমার পৈত্রিক বাড়ি। ভালো ছেলে হিসাবে কামারখন্দ মাদ্রাসায় আমার সুনাম ছিল। তাই আমি যে মসজিদে যেতাম, ‘যুবসংঘ’ের কথা বললে তারা গ্রহণ করত। আলহামদুলিল্লাহ সিরাজগঞ্জে ৮২টি গ্রাম একচেটিয়ে আহলেহাদীছ। আর এসমস্ত এলাকার মসজিদগুলিতে ‘আন্দোলন’ ও ‘যুবসংঘ’ের নিরলস দাওয়াতী প্রচেষ্টায় তারা আজ সুসংগঠিত। আর এসবই সাংগঠনিক প্রচেষ্টার ফসল। ফালিল্লাহিল হামদ।

**(১০) যুবসংঘ : আপনার ‘সাড়ে ১৬ মাসের কারাস্মৃতি’ নামে কারা জীবনের উপরে বই রয়েছে। এই কারাস্মৃতির মধ্যে কোন বিষয়টা আপনার বিবেককে সবচাইতে বেশী নাড়া দেয়?**

**অধ্যাপক নূরুল ইসলাম :** ২০০৫ সাল। ইজতেমার দুই দিন পূর্বেই আমি রাজশাহীতে আসি। ইজতেমার কাজের কর্মপরিকল্পনা তৈরী করছি। খেয়াল করে দেখলাম অন্য বছরের তুলনায় আশে-পাশে সাদা পোষাকধারী পুলিশ অনেক বেশী। দিন শেষ হওয়ার সাথে সাথে পুলিশের সংখ্যা বাড়তে থাকে। রাত নয়-দশটার দিকে দারুল ইমারতের গেটের সামনে পুলিশ অবস্থান নিয়েছে। আমরা জিজ্ঞাসা করলাম, এবারে এত বেশী পুলিশ কেন? তারা বলল, এবারের তাবলীগী ইজতেমায় লোক সংখ্যা বেশী হবে, সেজন্য নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে। আমরা পরিস্থিতি বুঝতেই পারিনি। তাদের সাথে বসে চা-নাস্তা করলাম। রাত গভীর হ’লে মুফাফার ভাইসহ দায়িত্বশীলগণ ‘আন্দোলন’ অফিস থেকে সবাই বাড়ী চলে গেল। অফিসেই আমার ঘুমানোর জন্য বিছানা ঠিক করা হয়েছে।

আমি তখনও লেখালেখি করছি। ইতিমধ্যে রাত দেড়টার বাজল। তখন একজন পুলিশ অফিসে এসে বলছে, স্যার কোথায়? আমি বললাম, স্যার উপরে (২য় তলায়) চলে গেছেন। তখন বলছেন, স্যারকে কি একটু ডাকা যায় না? আমি বললাম, কেন? উনি বললেন, ইজতেমার অনুমোদন বাতিল করা হয়েছে, এজন্য কমিশনার স্যারের কাছে যেতে হবে। তখন আমি উপর তলায় গিয়ে কলিংবেল বাজালাম। স্যার সাদা সূতি গেঞ্জী আর লুঙ্গি পরে বেরিয়ে এসে বললেন, কী হয়েছে? তখন একজন অফিসার সালাম দিয়ে বলল, স্যার! ইজতেমার অনুমতি নিয়ে একটু সমস্যা হয়েছে। তাই কমিশনার স্যার আপনাকে স্মরণ করেছেন। তখন আমীর ছাহেব বললেন, আচ্ছা আমি ডিসি ছাহেবের সাথে কথা বলছি। তখন আরেকজন পিছন থেকে স্যারকে স্যালাউট দিয়ে বলছে, ‘স্যার, আপনাকে আমাদের সাথে যেতে হবে। আমাদের কিছু করার নেই। হাই কমান্ডের নির্দেশ’।

স্যার বুঝে ফেললেন তাকে অ্যারেস্ট করা হচ্ছে। স্যার চুপচাপ ভিতরে চলে গেলেন এবং এক-দেড় মিনিটের মধ্যেই সাদা পায়জামা-পাঞ্জাবী পরে তাড়াতাড়ি বের হয়ে আসলেন। কিন্তু আমি তখনও বুঝতে পারিনি যে, স্যারকে ওরা অ্যারেস্ট করে নিয়ে যাচ্ছে। আমি নিচে নেমে আসলাম। স্যার হেঁটে ওদের সাথে চলে গেলেন। আমি ভাবলাম, স্যার কমিশনার ছাহেবের কাছে যাচ্ছেন, কিছুক্ষণ পরই হয়ত চলে আসবেন। আমি বসে বসে আবারও সেই পরিকল্পনা লেখা আরম্ভ করলাম। এমন সময় আরেকজন পুলিশ এসে আমাকে বলল, স্যার বললেন, ‘কমিশনারের কাছ থেকে উনি একা কিভাবে ফিরবেন। তাই আপনাকে সাথে যেতে হবে’। আমিও তাদের সাথে গেলাম। আমচতুরে গিয়ে দেখি চারটা গাড়ী দাঁড়িয়ে আছে। একটি গাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে আজিজুল্লাহ এবং অন্যত্র আব্দুছ ছামাদ সালাফী ছাহেব, আমীরে জামা‘আত এবং আমিই সর্বশেষ তাদের সাথে যুক্ত হ’লাম। তারা আমীরে জামা‘আতকে এক গাড়ীতে এবং আমাদের তজনকে আরেকটি গাড়ীতে নিয়ে গেল। কোথায় কোথায় ঘুরিয়ে সকালের দিকে শাহমখদুম থানাতে এনে বসিয়ে রাখল। স্যারকেও এদিক-সেদিক কোথায় ঘুরিয়েছে আল্লাহ-ই জানেন। এরপরে আমরা ওখানে বসে থাকলাম। ফজরের ছালাতের পরে দেখি, সালাফী ছাহেবের ছেলেসহ অনেকে আমাদের দেখতে এসেছে এবং ওরা পুলিশদের সাথে কথা-বার্তা বলছে।

যাহোক, আমাদের কোর্টে নিয়ে যাওয়া হ’ল। কোর্টে আমাদের সাথে প্রথম সাক্ষাৎ করলেন বর্তমান মেয়র খায়রুজ্জামান লিটন। স্যারকে দূর থেকে হাতের ইশারায় সালাম দিয়ে বললেন, কোন ভয় নাই আমি আপনাদের সাথে আছি। দেখছি স্যার! কি করা যায়! কোন ভয় নাই! উনি জোরে জোরে বলছিলেন। আমরা দূর থেকে শুনছিলাম। এরপরে নির্দিষ্ট সময় আমাদের জেলখানায় নিয়ে গেল। ঐসময় জেলখানায় স্যারের এক ছাত্র দায়িত্বে ছিল। সম্ভবত তার বাড়ীও সাতক্ষীরায়। স্যার বললেন, একটি ভাল জায়গা দেখে দাও। ওরা নিয়ে গিয়ে আমাদেরকে এমন একটি খারাপ জায়গা দিল যেটা তাদের দৃষ্টিতে সবচেয়ে ভাল। কেউ বলে ষোল সেল, কেউ বলে ছয় সেল, আবার আমি কারও কাছে শুনেছি এটাকে কবর সেলও বলে। সেই কবর সেলে আমাদের রাখল। মাত্র ১০ বাই ৬ হাত জায়গায়।

ইতিমধ্যে সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসল। সে রাতের মশার কামড়ের কথা আমরা কখনও ভুলব না। মনে হচ্ছে যেন মোমাছিরা মধুর চাকে বসেছে। স্যারকে বাঁচানোর জন্য আমি কম্বল দিয়ে বাতাস দিছি। এভাবেই সারারাত কেটে গেল, কারও ঘুম হ’ল না। ফজর পর স্যার নিম্নোক্ত আয়াত দিয়ে দারস দিলেন— ‘ওয়ালা তাহিনু ওয়ালা তাহবানু ওয়া আনতুমুল আলাওনা ইনকুনতুম মুমিনীন’। অতঃপর বললেন, নূরুল ইসলাম! পুলিশের কাছে কখনও মিথ্যা কথা বলবে না। আব্দুল্লাহ আমাদের সংগঠনকে কবুল করে নিয়েছেন। সেজন্য আমাদের ওপরে অত্যাচার নেমে আসছে। যে অত্যাচার নবীদের উপরে এসেছিল, সেই একই অত্যাচার আমাদের উপরেও আসবে। যে অবস্থায় থাক কখনও মিথ্যা কথা বলবে না। হকের ওপরে থাকবে। হয়ত আর

কিছুক্ষণের মধ্যে আমাদের পৃথক করে ফেলবে। আমাদের আর এক জায়গায় থাকতে দিবে না। তোমরা যেভাবেই থাক সর্বদা হক কথা বলবে, হক পথে দৃঢ় থাকবে। ইনশাআল্লাহ বিজয় আমাদেরই হবে। একথা বলতে না বলতেই পুলিশ এসে স্যারকে নিয়ে চলে গেল। এই বিষয়টা আমার মনে খুবই দাগ কেটেছে। স্যারের সেই সময়ের উপদেশ আমার জীবনে আমৃত্যু প্রেরণা হিসাবে থাকবে। সেজন্য সदा সর্বদা যেখানেই থাকি না কেন, হক কথা বলা এবং সত্য গ্রহণের চেষ্টা করি।

**(১১) যুবসংঘ : ২০০৫ সালের রাষ্ট্রীয় ষড়যন্ত্রের কথা আমরা সবাই জানি। সে ঘটনাকে কেন্দ্র করে ‘একেই বলে সত্যের তেজ’ এই উক্তিটি কোথায় কে করেছিলেন?**

**অধ্যাপক নূরুল ইসলাম :** কারাগার কর্তৃপক্ষ আমাদেরকে দিয়ে সব সময় ভুল কথা বলানোর জন্য সংগঠন সম্পর্কে মিথ্যা তথ্য দিতেন। যেমন একদিন এক কর্মকর্তা আমাকে বলেছেন, আমীর ছাহেব বললেন, ইজতেমায় মাত্র দশ-বারো হাযার লোক হয়, আর আপনি বলেছেন লক্ষাধিক? তখন আমি বললাম, আমীরে জামা’আত কখনই এ কথা বলতে পারেন না। যাহোক আমাদের সবার কথা মিলে যেত।

উল্লেখযোগ্য একটি ঘটনা হ’ল, রাজশাহী থেকে আমাদেরকে হাতে-পায়ে বেড়ী পরিয়ে ঢাকায় রিমাণ্ডের জন্য গোয়েন্দা অফিসে নিয়ে যাওয়া হ’ল। সেখানে তৎকালীন নায়েবে আমীর আব্দুছ ছামাদ সালাফী ছাহেব, ড.আযীযুল্লাহ ও আমি ছিলাম। আমীরে জামা’আত সেখানে ছিলেন তা আমরা জানতাম না। তিনি কোনভাবে শুনেছেন যে, আমাদের পায়ে বেড়ী পরানো হয়েছে। এক সময় আমরা স্যারের হুংকার শুনতে পেলাম। কিন্তু কী বলছেন, সেটা স্পষ্ট হচ্ছে না। উনি বলেছিলেন, ‘আমার নায়েবে আমীর আর সেক্রেটারীর পায়ে বেড়ী পরানো থাকবে, আর আমি আপনাদের সাথে কথা বলব? কক্ষণই কথা বলব না। এক্ষুণে খুলে দেন, তারপরে কথা বলব’। তিনি খুব তেজদীপ্ত হুংকার দিয়ে কথাগুলো বলেছিলেন। তার হুংকারের আধা ঘণ্টার মধ্যেই আমাদের বেড়ী খুলে দেওয়া হয়েছিল। মুহতারাম আমীরে জামা’আতের সাহস ও সত্যপ্রিয়ী কণ্ঠের হুংকার শুনে ওনারা পরস্পর বলা-বলি করছিল ‘একেই বলে সত্যের তেজ’।

আর রিমাণ্ড শেষে বলেছিলেন, ধন্যবাদ! যেমন আমীর, তেমনই তার কর্মী। আমীরে জামা’আতের ব্যাপারে বলেছিলেন, ‘ইনি যদি বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট হ’ত, তাহ’লে দেশে শান্তি ফিরে আসত। আপনারা উনার সাথেই থাকবেন’।

**(১২) যুবসংঘ : জেলের ভিতর থেকে আপনারা কিভাবে কর্মীদের দিক নির্দেশনা দিতেন?**

**অধ্যাপক নূরুল ইসলাম :** আলহামদুলিল্লাহ্। যখন আমরা রিমাণ্ড থেকে জেলখানায় চলে আসলাম, তখন বলতে গেলে মুহতারাম আমীরে জামা’আতের সম্মানের কারণে আমরাও সম্মানিত ছিলাম। আমীরে জামা’আতের সাথে থাকার কারণে তিনি যে সুবিধাগুলো পেয়েছেন আমাদেরও সে সুবিধা দেওয়া হ’ত। আমরা সেগুলো ভোগ করেছি। কর্মীরা যখন আমাদের সাথে দেখা করতে যেত তখন সংগঠনের কাজ জোরালোভাবে করার নির্দেশ দিতাম। আমীরে জামা’আতের একটা হুকুম ছিল যে,

তোমরা যেখানে থাক, যেভাবে থাক, সংগঠনকে জোরালো কর। গণজোয়ার সৃষ্টি কর। ইনশাআল্লাহ আমরা মুক্ত হব’। এ কথাটা তিনি সবসময় বলতেন।

(১৩) **যুবসংঘ :** *আপনারা জেলখানায় থাকাবস্থায় ইনছাফ পার্টি নামে একটি রাজনৈতিক দল গঠনের গুঞ্জন উঠেছিল। এ দল সম্পর্কে পার্ঠকদের উদ্দেশ্যে কিছু বলুন।*

**অধ্যাপক নূরুল ইসলাম :** রাজনৈতিক দল গঠন নিয়ে কথা-বার্তা, মিটিং হচ্ছে এমন সংবাদ আমরা জেলখানায় পাই। একদিন মুফাফার হোসাইন ও ড. সাখাওয়াত হোসাইন খবর দিল যে ‘ইনছাফ পার্টি’ নামে রাজনৈতিক দল গঠনের জন্য আলাপ হচ্ছে। আমিরা জামা‘আত শুনে ভীষণভাবে রেগে গেলেন এবং ধমকাতে লাগলেন। আমরা নিশ্চুপ রইলাম। দীর্ঘ সাড়ে ১৬ মাস পর আমিরা জামা‘আতকে বগুড়া জেলখানায় নিয়ে যাওয়া হ’ল। আর আমরা যামিনে মুক্তি পেলাম। জেল থেকে ছাড়া পাওয়ার পর আমাদেরকে বোঝানো হ’ল, স্যারকে বের করতে হ’লে এখন একটা রাজনৈতিক দল গঠন করতে হবে এবং সরকারকে চাপ দিতে হবে। তখন স্যারকে তারা তাড়াতাড়ি ছেড়ে দিবে।

আমরা দীর্ঘ দিন কারা অন্তরীণ থাকার পরে বাইরের আবহাওয়া বুঝে ওঠার আগেই ড. মুহলেহুদ্দীন ভাই আমিরা জামা‘আতের মুক্তির বিষয়ে বিভিন্ন রাজনৈতিক ব্যক্তিদের সাথে পরামর্শের জন্য আমাদেরকে ঢাকায় নিয়ে গেলেন। বিভিন্ন দিন বিভিন্ন ব্যক্তিদের সাথে সাক্ষাৎ করাতে থাকলেন। যেমন রেজ্জাকুল হায়দার চৌধুরী, স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী লুৎফুজ্জামান বাবর, ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব মাওলানা আবুল কালাম আযাদ প্রমুখ। ঐ সমস্ত ব্যক্তিদের সাথে আলোচনান্তে তারা বুঝিয়ে দিল ইনছাফ পার্টি জোরদার করে সরকারের কাছে জোর দাবি জানালে সরকার আমিরা জামা‘আতকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হবে। জানি না এটা তাদের গোপন কুটকৌশল ছিল কি-না। আমরা গভীরভাবে চিন্তা না করেই তাদের পরামর্শের ফাঁদে পা দিলাম এবং মুক্তাঙ্গনে বিশাল সমাবেশে ‘ইনছাফ পার্টি’-এর ঘোষণা আমার মাধ্যমেই দেওয়ানো হ’ল।

কিন্তু জোরালোভাবে বাঁধ সাধলেন ড. সাখাওয়াত হোসাইন এবং ড. মুজাফফর সহ ‘যুবসংঘ’-এর কর্মপরিষদ। তারা রেজুলেশন লিখে আমাদেরকে উক্ত প্রস্তাবের প্রতি অনাস্থা ঘোষণা দিল। পরে আন্দোলনের শূরা ডেকে আমিরা জামা‘আতের আগমন পূর্ব পর্যন্ত ইনছাফ পার্টির মূলতবী ঘোষণা করা হ’ল। আমিরা জামা‘আত এসে অনুমোদন দিলে ইনছাফ পার্টি চালু করা হবে, নইলে বাদ দেওয়া যাবে।

এদিকে আমিরা জামা‘আত জেলখানা থেকে আমাদের এই অসাংগঠনিক, গঠনতন্ত্রবিরোধী, অপরিণামদর্শী পদক্ষেপের প্রতি অনুযোগ সহকারে ইনছাফ পার্টির ভাল-মন্দ দিক উল্লেখ করে ৮ পৃষ্ঠার একটি পত্র লেখেন, যা আমার কাছে এখনও সংরক্ষিত আছে। আমিরা জামা‘আত জেলখানা থেকে বের হয়ে মজলিসে শূরায় কথা উঠল। আমিরা জামা‘আত কঠোরভাবে প্রতিবাদ করলেন এবং বললেন, ‘তোমরা

সবাই চলে গেলেও আমি একাই হকের উপর টিকে থাকব। তাও শিরকী গণতন্ত্রের পক্ষে যাব না। আমিরা জামা'আতের এই দৃঢ় মনোবল দেখে ২২ জন শূরা সদস্যের দু'একজন বাদে আমরা সকলেই আমীরে জামা'আতের অবস্থানকে সমর্থন করলাম এবং অতীতের ভুলের জন্য অনুশোচনা করলাম। এভাবেই ইনছাফ পার্টির বিলুপ্তি হ'ল।

**(১৪) যুবসংঘ : 'আহলেহাদীছ আন্দোলন'র দাওয়াতী কার্যক্রম সমাজে ব্যাপকভাবে পরিচালনার জন্য আপনার পরামর্শ কী?**

**অধ্যাপক নূরুল ইসলাম :** ব্যাপক দাওয়াতী কার্যক্রম পরিচালনা জন্য প্রত্যেকটি যেলায় নিবেদিত প্রাণ কর্মী তৈরী করতে হবে। যাতে করে তাদের প্রচেষ্টায় আমাদের যেলাগুলো সক্রিয় হয়। সাথে সাথে কেন্দ্র থেকে যেলাগুলোতে তদারকি করতে হবে। 'আহলেহাদীছ আন্দোলন'র প্রতি কিছু লোকের এখনো ভুল ধারণা রয়েছে। এটা বলতে দ্বিধা নেই যে, জমঈয়ত আজ এত বছর পরও আমাদের নামে প্রকাশ্যে মাহফিলে এবং খুৎবায় 'সংগঠন ভাঙা'র অপবাদসহ নানা বিষয়ে মিথ্যাচার করে যাচ্ছে, যা অতীব দুঃখজনক। এগুলো অপনোদনের চেষ্টা করতে হবে। মানুষকে বোঝাতে হবে যে, আমরা ধর্মের নামে অথবা সকলকে নিয়ে চলার নামে অন্যায়ের সাথে আপোষকামিতা করি না। এটা জনগণ বুঝলেই আশাকরি তারা মূল বিষয়টি অনুধাবন করতে পারবেন। বর্তমানে মানুষ হক গ্রহণের জন্য উৎসুক হয়ে আছে। কিন্তু হক প্রচার করা এবং এর দাওয়াত দেওয়ার লোক খুবই কম। সেজন্য আমাদের মনেপ্রাণে ইচ্ছা, আমরা যে ক'দিন বাঁচব নিবেদিত প্রাণ কিছু কর্মী তৈরীর চেষ্টা করে যাব ইনশাআল্লাহ, যারা আমাদের পরেও 'আহলেহাদীছ আন্দোলন'র কাজটা চালিয়ে যেতে পারে। আর সেটাই আমাদের জন্য ছাদাক্বায়ে জারিয়া হবে ইনশাআল্লাহ।

**(১৪) যুবসংঘ : আদর্শ সংগঠক হ'লে গেলে কি কি গুণাবলী অর্জন করা যরুরী? আপনার সাংগঠনিক অভিজ্ঞতার আলোকে আমাদেরকে এমন কয়েকটি গুণাগুণ বর্ণনা করুন।**

**অধ্যাপক নূরুল ইসলাম :** ব্যক্তিগতভাবে আমি বলব—(১) আমরা যা কিছু করব পরকালের স্বার্থেই করব। (২) নেতার আদেশ পরিপূর্ণভাবে মেনে চলব। (৩) কখনই অপরের সমালোচনায় সময় নষ্ট করব না। বরং নিজের দাওয়াতী কাজে ব্যস্ত থাকব এবং সংগঠনের গুরুত্ব অপরের কাছে তুলে ধরব। এই তিনটি গুণ যদি কর্মীরা অর্জন করে ইনশাআল্লাহ তারা সফল কর্মী হিসাবে বিবেচিত হবে।

**(১৫) যুবসংঘ : আপনি আন্দোলনের কেন্দ্রীয় দায়িত্বে কখন এসেছিলেন? আর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক হিসাবে কিভাবে দায়িত্ব পেলেন?**

**অধ্যাপক নূরুল ইসলাম :** ১৯৯৯-২০০১ সেশনে আমি আন্দোলনের কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক ছিলাম। সেই সময় জনাব রেযাউল করীম (বগুড়া) আন্দোলনের সেক্রেটারী ও তাওহীদ ট্রাস্টের সদস্য ছিলেন। প্রাক্তন জামায়াতে ইসলামীর কর্মী হিসাবে তার মধ্যে কুটনীতি ও চতুরতার বৈশিষ্ট্য ছিল লক্ষ্যণীয়। আহলেহাদীছ আন্দোলনে প্রবেশের পর থেকেই পরস্পরের ব্যাপারে অহেতুক কু-ধারণা সৃষ্টি ও গ্রহণ করার প্রবণতা তার



মধ্যে দেখা যায়। এছাড়াও তিনি তাওহীদ ট্রাস্টের সদস্য হওয়ার কারণে বগুড়া, জয়পুরহাট, পাবনা, সিরাজগঞ্জ, গাইবান্ধা, রংপুরসহ উত্তরাঞ্চলে ১৫টি যেলায় সমাজকল্যাণমূলক কাজ পরিচালনা করতেন। এসব কাজ পরিচালনার জন্য মুহতারাম আমীরের জামা'আত তাঁকে যানবাহনসহ একটি অফিস ও ফোন প্রদান করেছিলেন। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই তার বিরুদ্ধে বিভিন্ন যেলা থেকে লিখিত অভিযোগ আসতে থাকে। অভিযোগসমূহ তদন্তের পর তাকে সংশোধনের চেষ্টা করা হয়।

অবশেষে তার বিরুদ্ধে টাকা আত্মসাতের গুরুতর অভিযোগ আসে যে, তিনি তৎকালীন সময়ে কয়েক লাখ টাকা ব্যয়ে বগুড়া শহরে জমি ক্রয়সহ ব্যক্তিগত বাড়ি নির্মাণ করেছেন। তৎকালীন সময়ে তার অধ্যাপনার সামান্য বেতন দিয়ে এত স্বল্প সময়ে জমি ক্রয় ও বাড়ী নির্মাণ আদৌ সম্ভব নয়। ফলে অভিযোগের প্রেক্ষিতে আমীরে জামা'আত তার কাছে লিখিত জবাব চান। জবাবে জনাব রেয়াউল করীম তার বিভিন্ন আত্মীয়-স্বজনদের নিকট থেকে কর্য নিয়ে করেছেন বলে জানান, যা তদন্তে মিথ্যা প্রমাণিত হয়।

ফলে সংগঠনের ভাবমূর্তি রক্ষার্থে এবং মসজিদ-মাদ্রাসার দানের অর্থ আত্মসাৎ-এর হাত থেকে রক্ষার জন্য 'আহলেহাদীছ আন্দোলন'ের গঠনতন্ত্রের ৯ (১) ধারার প্রেক্ষিতে আমীরে জামা'আত তাত্ক্ষণিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন এবং ২৩শে মে ২০০১ শনিবার তাকে সংগঠনের সকল পর্যায়ের সকল দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দিয়ে তদন্তুলে আমাকে কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করার জন্য মনোনয়ন দান করেন।

২০০১ সালের ২৬শে মে আমীরে জামা'আত আমাকে দ্রুত রাজশাহী আসার জন্য নির্দেশ দেন। আমি অপ্রস্তুত অবস্থায় আমীরে জামা'আতের হুকুম তামিল করার জন্য দীর্ঘ ছয় ঘণ্টা পথ অতিক্রম করে সন্ধ্যায় দারুল ইমারতে উপস্থিত হলাম। মুহতারাম আমীরের জামা'আত ও আব্দুছ ছামাদ সালাফী ছাহেব তখন দারুল ইমারতে ছিলেন। আমি ভীত স্বল্পস্বত্ব অবস্থায় সালাম দিয়ে টেবিলের সামনে দাঁড়িলাম। আমাকে বসার অনুমতিদানের আগেই সালাফী ছাহেব প্রেক্ষাপট আলোচনা করে আমীরে জামা'আতের মনোনয়নপত্র আমার হাতে তুলে দিলেন। আমি হাত বাড়িয়ে পত্রটি গ্রহণ করতেই আমার মনে হচ্ছিল, আমার মাথার উপর যেন সাত আসমান-যমীনের চেয়ে ভারী বোঝা চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে। হাত-পা থরথর করে কাঁপছে। চোখে ভীতাক্ষ বরছে। আধো আধো কণ্ঠে আরয় করলাম, স্যার! আমার মত ইলম-আমলহীন দুর্বল ব্যক্তির পক্ষে কী এতো বড় দায়িত্বের বোঝা বহণ করা সম্ভব? সালাফী ছাহেব দৃঢ়তার সাথে বললেন, 'যাকে বুদ্ধিমান, সবল, চালাক-চতুর পেয়েছিলাম, তাকে বাদ দিয়ে আপনার মত দুর্বল, নিষ্ঠাবান, আনুগত্যশীল কর্মীকে আমীরে জামা'আত বেছে নিয়েছেন। আমরা দো'আ করি ইনশাআল্লাহ আপনি পারবেন।' আমীরে জামা'আত আদর ভরা ছোট কণ্ঠে বললেন, 'আল্লাহ দুর্বল আনুগত্যশীল ব্যক্তিদের সাথে থাকেন!' সেদিন থেকেই আমীরে জামা'আতের দেওয়া

আমানতের বোঝা নিষ্ঠার সাথে সাধ্যমত বহন করার চেষ্টা করছি আলহামদুলিল্লাহ। প্রতিবার সেশন পরিবর্তনের সময় আমীরের জামা'আতের চোখের পলকের দিকে তাকিয়ে থাকি, হয়তো এবার আমার দুর্বল স্কন্ধের বোঝা সবল কোন দায়িত্বশীলকে দিয়ে আমাকে মুক্তি দিবেন। কিন্তু কই! এভাবেই তো চলছে!

### (১৬) যুবসংঘ : কর্মীদের প্রতি আপনার উপদেশ কী?

**অধ্যাপক নূরুল ইসলাম :** স্মারকগ্রন্থের পাঠকদের প্রতি আমার নছীহত- তোমরা আল্লাহর উপর ভরসা রেখে কাজ করে যাও। রুটি-রুখীর চিন্তায় দাওয়াতী কাজ থেকে পিছিয়ে যেও না। আল্লাহ বলেন, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا - وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, আল্লাহ তার জন্য উপায় বের করে দেন। 'আর তিনি তাকে তার ধারণাতীত উৎস থেকে রিযিক প্রদান করে থাকেন। বস্তুত যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর ভরসা করে, তিনি তার জন্য যথেষ্ট হয়ে যান' (তালাক ৬৫/২-৩)। ওমর ইবনু আব্দুল আযীযের একটি উপদেশ স্মরণে রাখা যেতে পারে—

أَصْلِحُوا آخِرَتَكُمْ تَصْلَحْ لَكُمْ دُنْيَاكُمْ  
وَأَصْلِحُوا سَرَائِرَكُمْ تَصْلَحْ لَكُمْ عَلَانِيَتَكُمْ،

'হে লোক সকল! তোমরা আখেরাত সংশোধনের জন্য কাজ কর, তাহ'লে আল্লাহ তোমাদের দুনিয়া সংশোধন করে দিবেন। তোমাদের গোপন বিষয়গুলি শুধরে নিবে, তাহ'লে আল্লাহ তোমাদের প্রকাশ্য বিষয়গুলো পরিপাটি করে দিবেন'।

### (১৭) যুবসংঘ : পাঠকদেরকে আপনার মূল্যবান সময় দেওয়ার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ।

**অধ্যাপক নূরুল ইসলাম :** স্মারকগ্রন্থের সাথে সংশ্লিষ্ট দায়িত্বশীলদের প্রতি রইল আমার প্রাণঢালা দো'আ। যাদের নিরবচ্ছিন্ন কর্মদক্ষতা ও অক্লান্ত সাধনা আহলেহাদীছ জনগণের জাতীয় ও ধর্মীয় জীবনের নিজীবতাকে সতেজ করে যাচ্ছে। এই সংগঠনের গৌরবময় জিহাদী জাযবা, আমীরে জামা'আতের নিরলস প্রচেষ্টা ও সংকটময় সময়ে সাহসী পদক্ষেপসহ অন্যান্য অতীত ইতিহাসগুলি অনাগত প্রজন্মকে উজ্জীবিত করতে এই প্রয়াস ক্বিয়ামত পর্যন্ত অঙ্গান হয়ে থাকবে ইনশাআল্লাহ। গ্রন্থটি সকল পর্যায়ের কর্মী-দায়িত্বশীল সহ সাধারণ বোদ্ধা পাঠকের অন্তরে নতুন দিগন্তের দিশারী হবে ইনশাআল্লাহ। গ্রন্থটি আমাদের জন্য পরকালীন পাথেয় ও ছাদাক্বায়ে যারিয়া হৌক আল্লাহর কাছে আমাদের এই কামনা। - আমীন!



‘বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ’-এর সাবেক কেন্দ্রীয় সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদক ও ‘আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ’-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক

## ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন

(১) আহলেহাদীছ যুবসংঘ : আপনার পারিবারিক পরিচয় সম্পর্কে জানতে চাই।

ড. সাখাওয়াত হোসাইন : কুমিল্লা যেলার দেবিদ্বার থানাধীন তুলাগাঁও (নোয়াপাড়া) গ্রামে আমার জন্ম। আমার আব্বার নাম শামসুদ্দীন আহমাদ। মা জোবেদা খাতুন। আমরা পাঁচ ভাই চার বোন। আমি ভাই-বোনদের মধ্যে পঞ্চম। আমার আব্বা কর্মজীবনে একজন ব্যবসায়ী ছিলেন। মা ছিলেন গৃহিণী। আশির দশকে আব্বা ইউপি চেয়ারম্যান হিসাবে জনপ্রতিনিধিত্ব করেন। তিনি একজন নিষ্ঠাবান ব্যক্তি ছিলেন। সে সময়ে সামাজিক সমস্যা নিয়ে খুব একটা কোর্ট-কাচারীতে যেতে হ’ত না, সামাজিক বিচারেই তা মীমাংসা হয়ে যেত। সালিশ-মীমাংসায় তিনি ছিলেন অতুলনীয়। শেষ বয়সে তিনি আহলেহাদীছ আন্দোলনের কুমিল্লা যেলাহু তুলাগাঁও শাখার সভাপতি হিসাবেও দায়িত্ব পালন করেন।

(২) আহলেহাদীছ যুবসংঘ : ‘বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ’-এর সাথে কিভাবে আপনার পরিচয় হয়েছিল?

ড. সাখাওয়াত হোসাইন : তুলাগাঁও দাখিল মাদ্রাসার ছাত্র থাকাবস্থায়ই আমি ‘যুবসংঘ’ সম্পর্কে জানতে পারি। তখন একজন সমর্থক হিসাবে মাঝে মধ্যে ‘যুবসংঘ’ের বৈঠকে বসতাম। আমাদের এলাকায় জোরালো কাজ না থাকলেও বুড়িচং থানার জগতপুর ফাযিল মাদ্রাসা ও কোরপাই সিনিয়র মাদ্রাসায় ‘যুবসংঘ’ের বেশ জোরালো কার্যক্রম চলত। ১৯৮৮ সালে দাখিল পরীক্ষা দেওয়ার পর ফল প্রকাশের পূর্বেই আমি আলিম শ্রেণীতে ভর্তির উদ্দেশ্যে জগতপুর মাদ্রাসায় যাই। ‘যুবসংঘ’-এর সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি মুহাম্মাদ হারুণ হোসাইন তখন ঐ মাদ্রাসার সম্ভবত আলিম শেষ বর্ষের ছাত্র ছিলেন। কুমিল্লা যেলা ‘আন্দোলন’-এর সভাপতি মাওলানা মুহাম্মাদ হুফিউল্লাহ একই মাদ্রাসার আরবী প্রভাষক হিসাবে কর্মরত ছিলেন। তাদের অনুপ্রেরণায় আমি ‘যুবসংঘ’ের প্রতি উদ্বুদ্ধ হই। আমি ও হারুণ ভাই একই বাড়ীতে লজিং থাকতাম। এই সুবাধে তার সাথে আমার একটা গভীর দ্বীনী সম্পর্ক গড়ে ওঠে। অতঃপর তার হাতেই প্রাথমিক সদস্য ফরম পূরণের মাধ্যমে নিয়মতান্ত্রিকভাবে ‘যুবসংঘে’ যোগদান করি। অতঃপর ১৯৮৮ সালে দেশব্যাপী বড় ধরনের বন্যা হওয়ার কারণে দাখিলের ফল প্রকাশে বিলম্ব হওয়ায় ৫/৬ মাস পরে আমি পুনরায় বাড়ী চলে আসি এবং ফল প্রকাশের পর কোরপাই মাদ্রাসায় আলিম শ্রেণীতে ভর্তি হই। তবে জগতপুর মাদ্রাসার সেই ৫/৬ মাস হারুণ ভাই ও মাওলানা হুফিউল্লাহ হুযুরের অনুপ্রেরণায় ‘যুবসংঘ’ের প্রতি মহব্বত যেন অন্তরের গহীনে প্রোথিত হয়ে যায়।

(৩) আহলেহাদীছ যুবসংঘ : আপনি কোন সময়ে ‘যুবসংঘ’র কেন্দ্রীয় দায়িত্বে আসেন এবং কখন মাসিক আত-তাহরীক পত্রিকার সাথে সম্পৃক্ত হন?

ড. সাখাওয়াত হোসাইন : আমি তখন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজলাস্থ ‘হাদীছ ফাউন্ডেশন ভবন’র বোর্ডার ছিলাম। বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনার পর্ব সবেমাত্র শেষ করেছি। কর্মজীবনে পা রাখতে হবে। সে লক্ষ্যে রাজশাহী ছেড়ে ঢাকা যাওয়ার প্রস্তুতি নিছি। ১৯৯৭ সালের এমনই এক ক্ষণে ‘যুবসংঘ’-এর তৎকালীন কেন্দ্রীয় সভাপতি জনাব আমীনুল ইসলাম ভাইয়ের ফোন- ‘এখনই রাজশাহী ছেড়ে যাবেন? কিছুদিন দ্বীনের খেদমত করেন। কোন একটা ব্যবস্থা হ’লে না হয় যাবেন’। তার এই আহ্বানে সাড়া দিয়ে আমি তখন কেন্দ্রে চলে আসি। আমাকে ‘যুবসংঘ’র কেন্দ্রীয় সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদকের দায়িত্ব দেয়া হয়। কেন্দ্রে আমি একেবারে নবীন। সাধ্যমত দায়িত্ব পালন করার চেষ্টা করে যাচ্ছি। আত-তাহরীক পত্রিকা তখনও বের হয়নি। কিছুদিন পর সেপ্টেম্বর’৯৭ সালে ‘আন্দোলন’-এর কর্মী সম্মেলন উপলক্ষ্যে আত-তাহরীক-এর প্রথম সংখ্যা বের হয়। হারুণ হোসাইন ভাই তখন সবেমাত্র ‘যুবসংঘ’-এর কেন্দ্রীয় সভাপতির দায়িত্ব থেকে অবসর নিয়েছেন। তিনি আমীরে জামা‘আতের তত্ত্বাবধানে থেকে আত-তাহরীকের প্রথম সংখ্যাটি বের করেন। অতঃপর তিনি সউদী আরব চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলে দ্বিতীয় সংখ্যা থেকে আমি কাজ শুরু করি। ১৪ই অক্টোবর’৯৭ তারিখে আমি আত-তাহরীকে আমার প্রথম কার্যদিবস শুরু করি। সেই থেকে অদ্যাবধি এই মহান খেদমতের সাথে জড়িত আছি। ফালিল্লা-হিল হাম্দ।

(৪) আহলেহাদীছ যুবসংঘ : মাসিক আত-তাহরীকের প্রাথমিক পর্যায়ে কাজ করার কিছু স্মৃতি যদি পাঠকদের উদ্দেশ্যে বলতেন।

ড. সাখাওয়াত হোসাইন : (১) প্রথমদিকে তাহরীকের স্টাফ বলতে তেমন কেউ ছিল না। আনোয়ার হোসাইন নামে মাত্র একজন কম্পিউটার অপারেটর আর আমি। অফিসও ছিল না। আমীরে জামা‘আতের বাসার ছোট গেস্ট রুম। সেখানে ফ্লোরে বসে ছোট ডেস্কের উপরে কাজ করতাম। অপারেটরের অফিস সময় ছিল ৯টা থেকে ৫টা। ফলে বাকী কাজগুলি আমীরে জামা‘আতের সাথে আমাকেই করতে হ’ত। কাজ করতে করতে কখনো রাত ১০টা, ১১টা, ১২টাও বেজে যেত। আমীরে জামা‘আত পাশে বসে বলতেন আর আমি টাইপ ও কারেকশন করতাম। কখনো ক্লান্তিবোধ হ’লে স্যার বলতেন, যাও একটু হেঁটে এসো। আর এ সময়টুকুতে স্যার নিজেই ধীরে ধীরে আরবী টাইপ করতেন অথবা হরকত দিতেন। তখন আমরা এ্যাপল কম্পিউটারে কাজ করতাম। স্যার আরবী টাইপ করতে পারতেন। আবার কাজের চাপ বেশী থাকলে কখনো কখনো ফজরের পরেও কাজ করতে হ’ত।

(২) আমি সে সময় মাদ্রাসার পশ্চিম পার্শ্বস্থ ভবনের দ্বিতীয় তলার লাইব্রেরী রুমে থাকতাম। মাওলানা বদীউয্যামান এবং মাওলানা আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফও একই রুমে থাকতেন। তারা রাতে আগেই ঘুমিয়ে যেতেন। আমি অনেক রাতে এসে লাইট জ্বালিয়ে খাওয়া-দাওয়া করলে তাদের অসুবিধা হ’ত। ফলে রুমে খাবার থাকা সত্ত্বেও মাঝে মাঝে শুধু পানি খেয়ে ঘুমিয়ে যেতাম।

(৩) যেলা সভাপতিদের মাসিক বৈঠকে পত্রিকা দিতে হবে অথবা মাস পেরিয়ে কয়েকদিন অতিক্রান্ত হয়ে গেছে এখনো পত্রিকা বের করতে পারিনি, আবার কখনো কাজ সম্পূর্ণ হওয়ার পর হঠাৎ কম্পিউটার ভাইরাস আক্রান্ত হয়ে কয়েকটি ফাইল নষ্ট হয়ে গেছে বা কম্পিউটারটিই খারাপ হয়ে গেছে- এই সময়গুলোর কষ্ট ভোলা নয়। তখন দিনকে দিন, রাতকে রাত মনে হয়নি। বিরামহীন কষ্ট করে পুনরায় পত্রিকা প্রস্তুত করে প্রেসে দিতে হয়েছে। এই কঠিন মুহূর্তগুলোতে কখনো কখনো নিজের অজান্তেই চোখ দিয়ে অশ্রু নির্গত হয়েছে।

(৪) আমাদেরতো নিজস্ব প্রেস ছিল না। রাণীবাজারের ‘দি বেঙ্গল প্রেস’ থেকে পত্রিকা ছাপা হ’ত। আমাদের অসুবিধার কারণে প্রেসকেও মাঝে মধ্যেই সারা রাত কাজ করতে হয়েছে। রাত ২-টা, ৩-টা এমনকি ফজরের পূর্বেও প্রেসে ট্রেনিং নিয়ে যাওয়ার নথীর আছে। এভাবে অনেক কষ্ট করে তাহরীকের প্রথম দিকের বছরগুলোতে কাজ করতে হয়েছে। উল্লেখ্য, প্রথম দিকে আত-তাহরীক ৪৮ পৃষ্ঠা ছাপা হত, পরবর্তীতে (১৯৯৮ইং এপ্রিল থেকে) ৫৬ পৃষ্ঠা করা হয়।

**(৫) আহলেহাদীছ যুবসংঘ : আমীরে জামা’আতের সাথে আপনার প্রথম সাক্ষাৎ হয়েছিল কখন?**

ড. সাখাওয়াত হোসাইন : যতদূর মনে পড়ে ১৯৮৫ সাল হবে। আমি তখন দাখিল ৭ম শ্রেণীর ছাত্র। বুড়িচং থানার রামপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে দুই দিন ব্যাপী প্রশিক্ষণ ও সম্মেলনের ২য় দিনের উন্মুক্ত প্রোগ্রামে সর্বপ্রথম স্যারকে দেখি কিন্তু কোন পরিচয় হয়নি।

তারপর দ্বিতীয় পর্যায়ে ১৯৯০ সালে ভারতের আব্দুল মতীন সালাফী (রহ.)-কে বাংলাদেশ থেকে বের করে দেওয়ার পর উত্তর যাত্রাবাড়ীতে তাঁর ভাড়া বাসায় দেখা হয়েছিল। বাসার নম্বর ছিল ৮০/৩/৩ উত্তর যাত্রাবাড়ী। এই বাসাটি তখন ‘যুবসংঘ’র অফিস হিসাবে ব্যবহৃত হ’ত। সে সময় ‘যুবসংঘ’ করার অপরাধে যাত্রাবাড়ী মুহাম্মাদিয়া আরাবিয়া মাদ্রাসা থেকে আমানুল্লাহ বিন ইসমাঈল (পাবনা), মিয়া হাবীবুর রহমান (নারায়ণগঞ্জ), আকরামুজ্জামান বিন আব্দুস সালাম (ঠাকুরগাঁও), রঈসুদ্দীন (ঠাকুরগাঁও), দুর্জল হুদা (রাজশাহী) সহ তাদের ব্যাচের প্রায় সকলকে বহিষ্কার করা হয়। রঈসুদ্দীন ভাইসহ বেশ কয়েকজন তখন অস্থায়ীভাবে এই বাসাতে উঠেছিলেন। এ সময় আমিও আলিম পরীক্ষা দিয়ে নাহু-ছরফের কোর্স করার উদ্দেশ্যে ঢাকায় এসে এই বাসাতে উঠি। আমীরে জামা’আত এবং আব্দুছ ছামাদ সালাফী ছাহেব ঢাকায় গেলে এই বাসাতে যেতেন। এখানে কয়েকবার আমীরে জামা’আতের সাথে আমার সাক্ষাৎ হয়। অতঃপর নর্থ সাউথ রোডে ৭নং ছিন্দীক বাজারে ‘যুবসংঘ’র অফিস স্থানান্তর করা হয়। সেখানেও আমি কয়েক মাস ছিলাম। অফিস স্থানান্তরের সময় আমরাই মালামাল ঠেলাগাড়ি দিয়ে পার করেছিলাম। এরপর ভর্তিযুদ্ধে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে উত্তীর্ণ হওয়ায় ১৯৯১ সালে তৎকালীন ‘আরবী ও

ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে'র অধীনে ইসলামিক স্টাডিজ বিষয়ে ১ম বর্ষে ভর্তি হওয়ার মাধ্যমে ঢাকা ছেড়ে সুদূর রাজশাহী শহরে পাড়ি জমাই।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার পরে মূলতঃ আমীরে জামা'আতের সাথে সম্পর্কটা আরো প্রগাঢ় হয়। তখন আরবী ছিল আমাদের সাবসিডিয়ারী বিষয়। স্যার আরবী বিভাগের শিক্ষক হিসাবে আমাদের আরবী ক্লাস নিতেন। কিন্তু ভর্তির দু'বছরের মাথায় আরবী ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ পৃথক হয়ে যাওয়ায় আমরা স্যারের ক্লাস থেকে বঞ্চিত হই।

**(৬) আহলেহাদীছ যুবসংঘ : ২০০৫ সালের ২২শে ফেব্রুয়ারী স্যারকে প্রেফতারের পর সংগঠনের বেহাল অবস্থায় আপনি কিভাবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন?**

**ড. সাখাওয়াত হোসাইন :** ২২শে ফেব্রুয়ারীর দু'দিন পর ২৪শে ফেব্রুয়ারী 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর ১৫তম বার্ষিক তাবলীগী ইজতেমার তারিখ নির্ধারিত ছিল। সকল প্রস্তুতি প্রায় সম্পন্ন। কিন্তু হঠাৎ করে দেখা গেল, মারকায চত্বরে নতুন নতুন লোকের আনাগোনা বৃদ্ধি পেয়েছে। আমাদের সরল মনের সহজ চিন্তা ছিল যেহেতু অতি সম্প্রতি আমীরে জামা'আতকে ঘিরে পত্র-পত্রিকায় কিছু বিভ্রান্তিকর রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে, সেকারণ এবারের ইজতেমার গুরুত্বও বৃদ্ধি পেয়েছে। আর একারণেই হয়তো অচেনা লোকজনের আনাগোনা বৃদ্ধি পেতে পারে। অবশেষে ঘটনার দিন সন্ধ্যার দিকে বুঝতে পারলাম যে, অচেনা ঐ মুখগুলো সরকারী বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থার সদস্য। ধরা দিলেন মাগরিবের ছালাতের পরে। আমার অফিস কক্ষে এসে বসলেন ও নিজেদের পরিচয় দিলেন। সুন্দর বচনে আমাদের জানালেন, ড. গালিব স্যারকে নিয়ে পত্র-পত্রিকায় লেখালেখির কারণে উনার নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য আমরা এসেছি। আপনারা কোন সমস্যা অনুভব করলে আমাদেরকে জানাবেন। এ সময় ইজতেমার প্রস্তুতি সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয় জানতে চাইলেন। আমরাও সরল মনে সবকিছুই বললাম। তাদের চা-নাশতার ব্যবস্থা করলাম।

এভাবে দু'তিন দফায় একাধিক গোয়েন্দা সংস্থার অন্তত ১০/১৫ জন বিভিন্ন পদের কর্মকর্তার সাথে কথা হ'ল। আমাদের ধারণা এটাই ছিল যে, পত্র-পত্রিকায় আমীরে জামা'আতকে নিয়ে লেখালেখির কারণে সরকার এবার বিশেষ নয়র দিয়েছে। তাবলীগী ইজতেমা সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য গোয়েন্দা সংস্থার লোকদেরকে অধিক পরিমাণে পাঠানো হয়েছে। এটা আমাদের জন্য ভাল। এরূপ ইতিবাচক চিন্তা ও মানসিক প্রশান্তি নিয়ে রাত প্রায় ১১-টার দিকে বাসায় ফিরে গেলাম। কখনও ঘুণাক্ষরেও ভাবিনি যে, বাহ্যিক এই খোলসের অন্তরালে ওঁৎ পেতে আছে মানবরূপী হয়েনারা। চিন্তা আসবেই বা কেন? আমীরে জামা'আত তো অপরাধী নন। আমরা তো সর্বদা ইতিবাচক আন্দোলন করি। মানুষকে আখেরাতের দিকে ডাকি। সমাজ সংশোধনের জন্য সার্বিকভাবে চেষ্টা করি মাত্র।

অতঃপর ভোর প্রায় চারটার দিকে ঘুম ভাঙল 'যুবসংঘ'-এর তৎকালীন দফতর সম্পাদক মুযাফ্ফর বিন মুহসিনের ফোন পেয়ে। মুযাফ্ফর ভয়াব্র্ত কণ্ঠে জানাল-

‘পরিস্থিতি খুবই ঘোলাটে। যৌথ বাহিনী (র‍্যাব ও পুলিশ) গোটা মারকায ঘিরে রেখেছে। আমীরে জামা‘আত, আব্দুছ ছামাদ সালাফী ওস্তাদযী, অধ্যাপক নূরুল ইসলাম ও আযীযুল্লাহ ভাইকে ধ্রেফতার করে নিয়ে গেছে’।

এই সংবাদ শুনে যেন মাথায় আকাশ ভেঙ্গে পড়ল। দু’দিন পরে ইজতেমা। আর আজ এ কি মর্মান্তিক সংবাদ! অপ্রস্তুত অবস্থায় লোমহর্ষক এই সংবাদ শুনে সমস্ত শরীরটা যেন হিমশীতল হয়ে গেল। পদযুগল যেন একত্রিত হয়ে যাচ্ছে। সাথে সাথে প্রতিবেশী ও সহকর্মী জনাব শামসুল আলম ভাইকে ফোন করলাম এবং মসজিদে আসতে বললাম। আরও অনেককে জানালাম। ফজরের ছালাত শেষে পরামর্শ অনুযায়ী আমরা কেউ থানায় ও কেউ কোর্টে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলাম। আমীরে জামা‘আতসহ সকলকে ৫৪ ধারায় ধ্রেফতার দেখিয়ে সকালে কোর্টে চালান করা হয়। কোর্টে যামিনের জন্য আমরা এ্যাডভোকেটদের সাথে যোগাযোগ করি। এ্যাডভোকেট শাহনেওয়াজ ভাই এসময় মুখ্য ভূমিকা পালন করেন। তিনি সুন্দর যুক্তিতর্ক উপস্থাপন করে যামিন প্রার্থনা করেন। পক্ষান্তরে সরকারী উকিলরা যামিনের বিরোধিতা করে। অতঃপর আদালত যামিন নামঞ্জুর করে তাদেরকে জেল-হাজতে প্রেরণের নির্দেশ দেয়। রায় শ্রবণে বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে গেলাম।

এ কি হ’তে চলেছে? পরিস্থিতি কোন দিকে গড়াচ্ছে? বিনা অপরাধে কেন এই ধ্রেফতার? ইতিমধ্যে সংবাদ আসল তাবলীগী ইজতেমার প্যাণ্ডেল ভেঙ্গে দিয়েছে যৌথ বাহিনী। ইজতেমা এলাকায় জারি করা হয়েছে ১৪৪ ধারা। অথচ মাত্র ১ দিন পরই ইজতেমা। লাখো জনতার বিশাল সমাবেশ। সারা দেশের আহলেহাদীছদের প্রাণের সমাবেশ। সর্ববৃহৎ তাওহীদী সমাবেশ। অথচ এক নিমিষেই সব পণ্ড! কেন নিরপরাধ নেতা-কর্মীদের উপর এই অযাচিত যুলম-নির্যাতন? এর শেষ কোথায়? ইসলামী মূল্যবোধের সরকারের (বিএনপি-জামায়াত) এই নিষ্ঠুর আচরণ কেন?

যামিন নামঞ্জুরের পরই আমরা কারাগারের গেইটে চলে যাই প্রিয় নেতাদের সাথে সাক্ষাতের জন্য এবং প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র পৌঁছে দেওয়ার জন্য। কিছুক্ষণের মধ্যেই তাদের নিয়ে প্রিজন ভ্যান রাজশাহী কেন্দ্রীয় কারাগারের গেইটের একেবারে সম্মুখে গিয়ে থামে। ফলে দূর থেকে এক ঝলক দেখা ও ইশারায় সালাম বিনিময় ব্যতীত কিছুই করার সুযোগ হ’ল না। অপলক নেত্রে শুধু তাকিয়ে থাকলাম। অতঃপর ধ্রেফতার আতংক মাথায় নিয়ে নিজেদের নিরাপত্তার বিষয় চিন্তা করে জেলখানার গেইট থেকেই দু’তিন জন করে ভাগ হয়ে গন্তব্যের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হ’লাম।

মারকায বা নিজ নিজ বাসায় না ফিরে অধ্যাপক আমীনুল ভাইয়ের ভায়রা ভাই নওদাপাড়ার একেবারে উত্তর সীমান্তে অবস্থিত সেলিম হাজীর বাসায় গিয়ে উঠলাম। ইতিমধ্যে রাত প্রায় ৮-টা। এসে শুনতে পেলাম সরকারী প্রেস নোটের কথা। যা রেডিও-টিভিতে ফলাও করে প্রচার করা হচ্ছে। যেখানে বলা হচ্ছে, ‘দু’টি জঙ্গী সংগঠন ‘জামাআতুল মুজাহিদ্দীন বাংলাদেশ’ (জেএমবি) ও ‘জাফ্রত মুসলিম জনতা বাংলাদেশ’ (জেএমজেবি)-কে সরকার নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে এবং ‘আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ’-এর আমীর ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের

শিক্ষক প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিবকে ৩ শীর্ষ নেতাসহ গ্রেফতার করা হয়েছে’। কি চমৎকার ধোঁকাবাজি! নিষিদ্ধ করা হ’ল এক সংগঠনকে, আর গ্রেফতার করা হ’ল অন্য সংগঠনের কেন্দ্রীয় নেতাদের। যে দু’টি সংগঠনকে নিষিদ্ধ করা হ’ল সে সব সংগঠনের কোন নেতাকে গ্রেফতার করা হ’ল না। এটি যে স্রেফ প্রতারণা ও সাজানো নাটক মঞ্চস্থ হচ্ছে তা আমাদের আর বুঝতে বাকী থাকল না।

সেলিম হাজীর বাড়ীতে রাতের খাবার গ্রহণের পর এক দুইজন করে পৃথক পৃথকভাবে বিভিন্ন বাড়ীতে বিশ্রামের জন্য পাঠালাম। আমি ও আমীনুল ভাই নিকটবর্তী এক ভাইয়ের মাটির খুপড়ি ঘরে আশ্রয় নিলাম। রাত প্রায় সাড়ে ১০-টা। সারা দিনের ক্লান্তি দূর করতে কেবলমাত্র বিছানায় পিঠ লাগিয়েছি। হঠাৎ একটি জাতীয় দৈনিকের রাজশাহী ব্যুরো প্রধান আমার পরিচিত শুভাকাংখী সাংবাদিকের ফোন। ভিতরে নেটওয়ার্ক নেই, তাই বের হয়ে কথা বলছি। তিনি আমাদের খোঁজ-খবর নিলেন এবং বললেন, ঢাকা থেকে একজন আপনাকে ফোন করবে। আপনি উনার চাহিদা মত তথ্য জানাবেন।

ঠিক পাঁচ মিনিট পরই উনার ফোন। পরিচয় জানতে চাইলে আসল পরিচয় গোপন করে তিনি বললেন, আপনাকে যিনি আগে ফোন করেছিলেন তার মতই আমি একজন সাংবাদিক। এই পরিচয় যে সত্য নয় তা আমি বুঝতে পেরেছিলাম এবং এটাও উপলব্ধি করেছিলাম যে, তিনি উচ্চ পদস্থ কোন ব্যক্তি হবেন। যাই হোক তিনি জানতে চাইলেন, ঢাকায় আমাদের উচ্চ পর্যায়ের কেউ আছেন কি-না? যার সাথে সরকারী কোন প্রতিনিধি কথা বলতে পারেন। উনার কথা ভাল বুঝতে না পেরে অন্যান্য রাজনৈতিক দলের মধ্যকার প্রভাবশালী আহলেহাদীছ দু’একজনের নাম বললাম। যেমন ঢাকার মেয়র হানীফ, এম.পি. রহমতুল্লাহ প্রমুখ। তখন তিনি পুনরাবৃত্তি করে বললেন, ওনারা নন, আপনাদের সংগঠনের এমন কে ঢাকায় আছেন যিনি এ বিষয়ে উচ্চ পর্যায়ে কথা বলতে পারেন। তখন আমি ‘আন্দোলন’-এর তৎকালীন সমাজকল্যাণ সম্পাদক ড. মুহলেছদ্দীন ছাহেবের কথা বললে তিনি তার মোবাইল নম্বর চাইলেন। মোবাইল নম্বর দেওয়ার পর কথা শেষ হ’ল। সাথে সাথে আমি বিষয়টি মুহলেছদ্দীন ভাইকে অবহিত করলাম।

ঢাকা থেকে আমীরে জামা’আতের বাসায় ফোন করলেন সাবেক মন্ত্রী ও বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ব্যারিস্টার রফীকুল ইসলাম মিয়া। তিনি বললেন, আপনারা তাড়াতাড়ি ঢাকায় এসে হাইকোর্টে রীট করেন। জামিন হয়ে যাবে।

গ্রেফতারের ২য় দিন সকালের নাশতা সেরে আমরা বেরিয়ে পড়লাম সন্তোষপুর গ্রামের উদ্দেশ্যে। কেননা নওদাপাড়ায় অচেনা মুখের বিচরণ এত পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে যে, যেকোন সময় যে কারও উপর বিপদ নেমে আসতে পারে। নেতাসূন্য বাধাসংকুল পরিবেশে সংক্ষিপ্ত পরামর্শে আমি, আমীনুল ভাই, কাবীরুল ইসলাম, মুযাফফর ও এরশাদ ভাই (সন্তোষপুর) সহ আমরা পাঁচজন এই সিদ্ধান্তে পৌঁছলাম যে, অন্তত এই প্রহসনটি জাতিকে জানানো উচিত। প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়া



যেভাবে আমাদের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছে এ অবস্থায় আমাদের কোন রিপোর্ট এরা ছাপবে না। তাই স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বরাবর একটি আবেদন আমরা বিজ্ঞপ্তি আকারে ২/১টি পত্রিকায় প্রকাশ করতে পারি। এতে জাতি আমাদের সম্পর্কে সঠিক তথ্য জানতে পারবে। অপরদিকে সরকারেরও বিষয়টি নয়রে আসবে। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল সরকার কারও দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে।

অতএব কাগজ-কলম নিয়ে লিখতে বসলাম। অনেক চিন্তা-ভাবনা করে দীর্ঘ সময় ধরে সাথীদের সহযোগিতা নিয়ে একটি বিজ্ঞপ্তি দাঁড় করলাম। শিরোনাম দিলাম ‘প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব ও ‘আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ’ সম্পর্কে মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ’। অতঃপর প্রকাশের জন্য প্রথমতঃ দৈনিক ‘প্রথম আলো’-কে বেছে নিলাম এ কারণে যে, এই পত্রিকাটির প্রচার সংখ্যা বেশী। তাছাড়া বাম ঘরানার এই পত্রিকাটিই আমাদের বিরুদ্ধে প্রথম লেখালেখি শুরু করেছিল। কিন্তু রাজশাহী ব্যুরোর সাথে বিজ্ঞাপন নিয়ে যোগাযোগ করা হ’লে তারা ঢাকার সাথে যোগাযোগ করে নেগেটিভ উত্তর জানিয়ে দিল। অর্থাৎ ‘প্রথম আলো’ আমাদের বিজ্ঞাপন ছাপবে না। আসলে ছাপবেইবা কেন, এরাই তো বিশেষ এসাইনমেন্ট নিয়ে মাঠে নেমেছিল। অবশেষে যোগাযোগ করলাম দৈনিক ইনকিলাবের রাজশাহী ব্যুরো চীফ রেজাউল করীম রাজু ভাইয়ের সাথে। ফোনে উনাকে বিজ্ঞাপনের বিষয়টি জানালে উনি সম্পাদক এএমএম বাহাউদ্দীন ছাহেবের সাথে কথা বলে জানাবেন বললেন। এখান থেকে পজেটিভ উত্তর পাওয়া গেল। বাহাউদ্দীন ছাহেব নাকি বলেছেন, সকলেরই মতপ্রকাশের স্বাধীনতা আছে। অতঃপর ২৮ ফেব্রুয়ারী’০৫ তারিখে দৈনিক ইনকিলাবের ৩য় পৃষ্ঠায় তিন কলাম ব্যাপী ‘আন্দোলন’ ও ‘যুবসংঘের’ যৌথ নামে বিজ্ঞপ্তিটি প্রকাশিত হয়। এর কয়েকদিন পর আমীরে জামা‘আতের বড় ছেলে আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিবের একটি লেখা ‘আমার আব্বাকে গ্রেফতার করা হল কেন?’ ইনকিলাবের উপসম্পাদকীয় কলামে ছাপা হয়। ইনকিলাব সে সময়ে আমাদের যথেষ্ট সহযোগিতা করে। এজন্য ইনকিলাব সম্পাদক ও রাজশাহী ব্যুরো প্রধানকে আন্তরিক ধন্যবাদ।

আমীরে জামা‘আতের গ্রেফতারের পর বেশ কিছুদিন আমরা কয়েকজন গ্রেফতার আতঙ্কে মারকায়ে আসতে পারিনি। এমনকি কোন জায়গায় এক রাতের বেশীও অবস্থান করিনি। এমনও হয়েছে যে, দিনের বেলায় যে বাড়ীতে ছিলাম, রাত্রে আর সেখানে থাকিনি। জায়গা বদল করেছি। কেননা সাদা পোশাকে গোয়েন্দারা চারিদিকে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ছিল। না জানি কেউ তথ্য ফাঁস করে দেয় বা সাদা পোশাকে আমাদের নয়রবন্দী করে ফেলে ইত্যাকার নানা আতঙ্ক। কিন্তু এই অবস্থায়ও আমরা বসে থাকিনি। আমীরে জামা‘আতের জঙ্গীবিরোধী যত লেখনী, বক্তব্য ও তাহরীকের ফৎওয়া আছে তা একত্রিত করে দেশের প্রত্যেক যেলা প্রশাসক ও পুলিশ সুপার এবং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সহ অন্যান্য মন্ত্রণালয়ে ডাক যোগে পাঠানোর ব্যবস্থা করি। একই সাথে সকল প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার সম্পাদক ও বার্তা সম্পাদকদের নিকটেও পাঠানো হয়। এভাবে আত্মগোপনে থেকে আমরা এসব

কাজের আঞ্জাম দিয়েছি। অতঃপর কয়েকদিন পর পরিস্থিতি কিছুটা স্বাভাবিক হলে এবং মারকাযে ক্লাস চালু হলে আমরা অফিসে আসা-যাওয়া শুরু করি। এরপর নেতৃবৃন্দের মুক্তির দাবীতে নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন শুরু করি। আইনি লড়াইয়ের পাশাপাশি শান্তিপূর্ণ মিছিল, মিটিং, সমাবেশ, সাংবাদিক সম্মেলন, মানব বন্ধন ইত্যাদি নানাবিধ কর্মসূচীর মাধ্যমে দীর্ঘ সাড়ে তিন বছর ব্যাপী চলে আমাদের এই সংগ্রাম। অবশেষে মহান আল্লাহর অপার অনুগ্রহে গ্রেফতারের সাড়ে ষোল মাস পর তিন নেতা এবং তিন বছর ছয় মাস ছয় দিন পর মুহতারাম আমীরে জামা'আত যুলুমশাহির বন্দীদশা থেকে মুক্তিলাভ করেন। ফালিল্লাহিল হাম্দ।

**(৭) আহলেহাদীছ যুবসংঘ : ড. মুহলেছদীন হাহেবকে কখন ভারপ্রাপ্ত আমীর করে 'আন্দোলন'-এর কমিটি গঠন করা হয়েছিল?**

ড. সাখাওয়াত হোসাইন : আমীরে জামা'আত জেলখানায় যাওয়ার পর তিনি কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক ড. লোকমান হুসাইনকে ভারপ্রাপ্ত আমীর হিসাবে দায়িত্ব প্রদানের ইচ্ছাপ্রকাশ করেন। কিন্তু ড. লোকমান ভাই রাযী হননি। এমনকি অজ্ঞাত কারণে পরবর্তীতে তিনি আর যোগাযোগও রাখেননি। ফলে তৎকালীন সমাজকল্যাণ সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ মুহলেছদীনকে মজলিসে আমেলার পরামর্শের ভিত্তিতে ঢাকায় এক ঘরোয়া বৈঠকে ভারপ্রাপ্ত আমীরের দায়িত্ব দিয়ে সংগঠনের কার্যক্রম এগিয়ে নেয়ার সিদ্ধান্ত হয়।

অতঃপর কয়েক দফায় প্রায় একমাস জেআইসিতে রিমাণ্ডে রেখে আমীরে জামা'আতকে নওগাঁ কারাগারে পাঠানো হয়। বাকী তিনজনকেও নওগাঁ কারাগারে রাখা হয়। সংবাদ পেয়ে প্রিয় নেতৃবৃন্দকে দেখার জন্য আমরা সেখানে ছুটে যাই। এ সময় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম, সমাজকল্যাণ সম্পাদক ড. মুহলেছদীন, কেন্দ্রীয় মুবাগ্নিগ মুহাম্মাদ আব্দুল লতীফ, নওদাপাড়া মাদ্রাসার কয়েকজন শিক্ষক, মেহেরপুর যেলা সংগঠনের দায়িত্বশীল তরীকুয়ামান সহ আমরা অনেকেই উপস্থিত ছিলাম। সাক্ষাতের এক পর্যায়ে সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম ভাই বললেন, স্যার, আমরা পরামর্শক্রমে ড. মুহলেছদীন ভাইকে 'ভারপ্রাপ্ত আমীর' বানিয়েছি। আমীরে জামা'আত একটু থেমে থাকলেন এবং সিদ্ধান্ত অনুমোদন করে কিছু উপদেশ দিলেন।

পরবর্তীতে সারাদেশে আহলেহাদীছ আন্দোলনের কর্মীদের মধ্যে জাগরণ সৃষ্টিতে ড. মুহলেছদীন ভাই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। বিশেষ করে তার রাজশাহীর সাহেব বাজার, ঢাকার মুক্তাঙ্গন, রাজশাহীর মোহনপুর, সাতক্ষীরার আব্দুর রাজ্জাক পার্কের কালজয়ী ভাষণগুলো সরকারের কাছে শক্তিশালী বার্তা পৌঁছে দিয়েছিল এবং প্রশাসন ও মিডিয়ার অপপ্রচারে ভীত-সন্ত্রস্ত আহলেহাদীছ সমাজে নতুন আশার আলো জ্বালিয়েছিল। তবে মাঠ পর্যায়ের এই সাফল্য তাকে এমন উচ্চাভিলাসী করে তোলে, যা তাকে শেষ পর্যন্ত 'ইনসাফ পার্টি' গঠনের মত আত্মঘাতী ও আদর্শবিরোধী চিন্তার দিকে ধাবিত করে। আর এই বিভ্রান্তিই তার দুঃখজনক বিচ্যুতি ডেকে আনে। অনেক চেষ্টা করেও আমরা আর তাকে ফেরাতে পারিনি।

(৮) আহলেহাদীছ যুবসংঘ : আমীরে জামা'আত জেলখানায় থাকতে আহলেহাদীছ আন্দোলনের রাজনৈতিক শাখা হিসাবে 'ইনসাফ পার্টি'র নাম ঘোষণা করা হয়। এ নিয়ে নেতাদের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দেয় এবং কিছু দায়িত্বশীল সংগঠন থেকে বের হয়ে যান। 'ইনসাফ পার্টি'র ঘোষণা কি আহলেহাদীছ আন্দোলনের নীতি আদর্শের অনুকূলে ছিল? সে সময় আপনাদের বা আত-তাহরীকের ভূমিকা কি ছিল?

ড. সাখাওয়াত হোসাইন : 'আহলেহাদীছ আন্দোলন' একটি আদর্শিক সংগঠন। কোন বাতিল মতবাদ বা তরীকার সাথে এ সংগঠন কখনো আপোষ করে না। আমীরে জামা'আতকে জেলখানায় রেখে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন'কে আদর্শচ্যুত করার মত একটি উদ্যোগ ছিল 'ইনসাফ পার্টি'। আমরা যখন সেটা বুঝতে পারলাম, তখন আর এতে সমর্থন দেইনি। আমীরে জামা'আতকে জেলখানা থেকে বের করতে কিংবা দুনিয়াবী বিপদ থেকে উদ্ধার পেতে রাজনৈতিক দল গঠন করতে হবে, এ ধরনের আপোষকামী পরাজিত মানসিকতা আমরা সংগঠনের মাধ্যমে শিখিনি। প্রচলিত দল ও প্রার্থীভিত্তিক নির্বাচন ব্যবস্থা তথা পাশ্চাত্য থেকে আমদানীকৃত বিজাতীয় মতবাদ 'গণতন্ত্র'র বিরুদ্ধেই তো আহলেহাদীছ আন্দোলনের সংগ্রাম। আমরা যে নেতৃত্ব সংস্কারের প্রস্তাবনা জাতির কাছে পেশ করেছি, তার বিরুদ্ধে কী আমরা নিজেরাই দাঁড়িয়ে যাব! এর চেয়ে বড় পরাজয় আর কী হতে পারে! ইক্বামতে দ্বীনের ব্যাখ্যাগত মতপার্থক্যের কারণেই তো ক্ষমতাসীন ইসলামী দলের বিরাগভাজন হয়েছেন আমীরে জামা'আত। জানি না সেকারণ হয়তো তাদের চাওয়া ছিল, যেকোন ভাবে আহলেহাদীছ আন্দোলনকে রাজনীতির পচা ড্রেনে নামাতে পারলে এ বিষয়ে এদের মুখ বন্ধ করা যাবে। ফলে আমাদের নেতাদের একাংশকে টোপ দিয়ে তারা এ পথে নামায় বলে আমাদের ধারণা।

তারা আমীরে জামা'আতের দোহাই দিয়ে ময়দানে কথা ছড়িয়ে দেন যে, জেলখানা থেকে আমীরে জামা'আত রাজনৈতিক দল করার অনুমতি দিয়েছেন। প্রকৃত সত্য আড়ালে রেখে দেশব্যাপী 'আন্দোলন'-এর কর্মী ও সাথীদের বিভ্রান্ত করতে শুরু করেন। কিন্তু আমরা যারা খুব নিকটে ছিলাম তারা আসল সত্যটা জানতাম। ফলে আমরা আমাদের অবস্থানে দৃঢ় ছিলাম। তারা ঢাকায় মিটিং করে 'ইনসাফ পার্টি'র ঘোষণা দেন। ইনসাফ পার্টি গঠনের রিপোর্ট আত-তাহরীকে প্রকাশের জন্য আমাকে বিভিন্নভাবে চাপ প্রয়োগ করেন। কিন্তু আমরা এ জাতীয় কোন সংবাদ আত-তাহরীকে প্রকাশ করিনি। উপরন্তু ইনসাফ পার্টি তথা প্রচলিত গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে আত-তাহরীকে সম্পাদকীয় নিবন্ধ প্রকাশ করে 'আন্দোলন'-এর সকল পর্যায়ের দায়িত্বশীল, কর্মী ও সমর্থকদের সতর্ক করি। ফলে তারা আমার উপর ক্ষিপ্ত হয়ে একাধিক শোকজ নোটিশ করে। আমি শোকজের যথাযথ জবাব দিয়েছি। কিন্তু তারা তাতে সন্তুষ্ট না হয়ে বরং আরো ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে এবং আমাকে নওদাপাড়া থেকে তাড়িয়ে দেওয়ার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। 'স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে আমার সম্পর্কে খারাপ রিপোর্ট আছে, যেকোন সময় আমি গ্রেফতার হয়ে যেতে পারি, আমার কোন দায়-দায়িত্ব তারা নিবেন না, আমি যেন এখনই ব্যাগ এণ্ড ব্যাগেজ নওদাপাড়া থেকে চলে যাই' ইত্যাদি কথাগুলো ভরপ্রাপ্ত আমীর ও নায়েবে আমীরের মুখ থেকে একই সময়ে একই সুরে উচ্চারিত

হতে থাকে। আমি বুঝতে পেরেছিলাম এটা আরেকটা ষড়যন্ত্র। আমাকে বের করতে পারলে তারা আত-তাহরীক পত্রিকা তাদের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে সেখানে তাদের পসন্দ মত কাউকে সম্পাদক বানিয়ে উদ্দেশ্য হাছিল করবে। সেসময় আমরা শুধু বলেছিলাম, আমাদের দায়িত্ব তো নিয়েছেন মহান স্রষ্টা আল্লাহ। বান্দার কোন দায়িত্ব নেওয়ার দরকার নেই। কারো দায়িত্ব নেওয়া না নেওয়ার কোন তোয়াক্কা আমরা করি না। সর্বাবস্থায় আল্লাহর উপরে তাওয়াক্কুল। ফলে তাদের এ পলিসিও ব্যর্থ হয়।

**(৯) আহলেহাদীছ যুবসংঘ : একটা টালমাটাল অবস্থায় আপনি সংগঠনের সর্বোচ্চ নেতাদের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান নিলেন। এই আদর্শিক লড়াইয়ে কোন ধরনের সাপোর্ট বা শক্তি আপনার মধ্যে কাজ করছিল?**

**ড. সাখাওয়াত হোসাইন :** হ্যাঁ, এটা একটি সুন্দর প্রশ্ন। আমি মূলতঃ অনুপ্রেরণা পেয়েছিলাম আমীরে জামা'আতের সাথে জেলখানায় সাক্ষাতের মাধ্যমে। যখন আমি নিশ্চিত হ'লাম যে, তারা যেগুলো করছে তা আহলেহাদীছ আন্দোলনকে আদর্শচ্যুত করার গভীর ষড়যন্ত্র, তখন আমরা তাদের এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ করলাম। আমীরে জামা'আত তাদের সিদ্ধান্তে মোটেও একমত ছিলেন না। এমনকি সেই সময় জেলখানা থেকে তিনি বরং আমাদেরকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য, আদর্শচ্যুত না হওয়ার জন্য বার্তা পাঠাতেন। তাদেরকেও চিঠি দিয়ে বারণ করেছেন। কিন্তু তারা সেটা প্রকাশ করেননি। তাছাড়া সদ্য কারামুক্ত 'আন্দোলন'-এর সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম, আমেলা সদস্যদের মধ্যে অধ্যাপক আমীনুল ইসলাম ও বাহারুল ইসলাম ভাইদের পূর্ণ সমর্থন ও সহযোগিতা ছিল আমার প্রতি। সমর্থন ও সহযোগিতা পেয়েছি 'যুবসংঘ'-এর তৎকালীন দায়িত্বশীলদের নিকট থেকে। প্রথম দিকে কাবীরুল ইসলাম, মুযাফ্ফর বিন মুহসিন পরবর্তীতে এ এসএম আযীযুল্লাহ সহ 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় কর্মপরিসদ এই সিদ্ধান্তের সাথে একমত ছিলেন না। আমরা তাদের পূর্ণ সমর্থন পেয়েছিলাম। যখন 'আন্দোলন'-এর নেতারা ঢাকাতে শূরা বৈঠক ডাকে ইনসাফ পার্টি ঘোষণার জন্য তখন একই সময়ে মারকাযে 'যুবসংঘ'র শূরা বৈঠক ডাকা হয়। আমি সে সময় 'যুবসংঘ'র শূরা সদস্য হিসাবে ঐ বৈঠকে উপস্থিত ছিলাম। শূরার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তাদেরকে ফোনে সুস্পষ্টভাবে জানিয়ে দেওয়া হয় যে, আপনাদের এই সিদ্ধান্তের সাথে 'যুবসংঘ' একমত পোষণ করে না।

**(১০) আহলেহাদীছ যুবসংঘ : আমীরে জামা'আত ২০০৮ সালে জেলখানা থেকে বের হলে একটি স্বস্তির অবস্থা তৈরী হয়। কিন্তু ইনসাফ পার্টির সমর্থক নেতারা সংগঠন থেকে চলে গেলেন। এর কারণ কী হতে পারে?**

**ড. সাখাওয়াত হোসাইন :** আমার মনে হয় এখানে ব্যক্তিগত যিদ ও উদ্দেশ্য হাছিল না হওয়ায় প্রতিশোধম্পূহা কাজ করতে পারে। যখন মানুষ কোন বিষয়ে যিদ করে তখন অন্ধভাবে যেকোন মূল্যে সেটা প্রতিষ্ঠিত করতে চায়। আর ব্যর্থ হলে তখন অবস্থান পরিবর্তন করে। তাদের ক্ষেত্রেও এমনটি হ'তে পারে। তারা যেটা করতে চেয়েছিলেন সেটা জাতির জন্য এবং 'আহলেহাদীছ আন্দোলন'র জন্য কল্যাণকর কিছুই ছিল না। সেটা করতে না পেরে তারা নিজেরাই নিজেদেরকে গুটিয়ে নেন।

আর কেউ যখন কোন জায়গা থেকে নিজেকে গুটিয়ে নেয়, তখন নিজের ঘাড়ে কখনো দোষ নিয়ে যায় না। ফলে মিথ্যানির্ভর কিছু ইস্যু সৃষ্টি করে বেরিয়ে যায়। তাদের ক্ষেত্রেও এমনটি ঘটেছে। ১৯ দফার উদ্ভট দাবী-দাওয়া পেশ করে তারা সংগঠন থেকে পদত্যাগ করেন। কারণ একটাই তারা যে রাজনৈতিক দল গঠন করতে চেয়েছিলেন, সেটা আমীরে জামা'আত গ্রহণ করেননি। এমনকি তারা ইনছাফ পার্টি গঠনের জন্য ২০০৮ সালের মাঝামাঝি আমীরে জামা'আতের সাথে সর্বশেষ সাক্ষাতে গিয়েও বলেছিলেন, আপনি যদি আমাদেরকে রাজনৈতিক দল গঠন করার অনুমতি না দেন, তাহ'লে আপনাকে আজীবন জেলাখানায় কাটাতে হবে। কেননা রাজনৈতিক দল গঠন না করলে সরকারকে চাপ দেওয়া যাচ্ছে না। সরকারী গোয়েন্দা সংস্থা থেকেও আমাদেরকে দল গঠন করার জন্য ইঙ্গিত দিয়েছেন। আমীরে জামা'আত তখন বলেছিলেন, 'যদি আমাকে সারা জীবন জেলখানায় থাকতে হয়, জেলেই যদি আমার মৃত্যু হয়, তবুও আমি আদর্শচ্যুত হ'তে রাযি নই'।

এখন আমাদের প্রশ্ন তারা বাস্তবে যে উদ্দেশ্যে বের হয়ে গেলেন, পরবর্তীতে আদৌ কি তা বাস্তবায়ন করলেন? বরং আহলেহাদীছ নাম দিয়ে পৃথক আরেকটি সংগঠনের সাইনবোর্ড খাড়া করে বিশৃংখলা তৈরীর চেষ্টা করলেন। জনমনে ব্যাপক বিভ্রান্তি ছড়ালেন। এতেও প্রমাণিত হয় তাদের উদ্দেশ্য মোটেও ভাল ছিল না। মূলতঃ নিজেরা আদর্শচ্যুত হয়ে সংগঠনকেও আদর্শচ্যুত করা ছিল তাদের উদ্দেশ্য। তা না হলে বহুল আলোচিত 'ইনসাফ পার্টি' বাদ দিয়ে আহলেহাদীছ-এর নাম দিয়ে পৃথক সংগঠন হ'ল কেন?

**(১১) আহলেহাদীছ যুবসংঘ :** ইনসাফ পার্টির নামে যে আদর্শচ্যুতির লড়াই শুরু হয়েছিল তার বিরুদ্ধে যাদেরকে গুরুত্বপূর্ণ সহযোগী হিসাবে পেলেন, দুঃখজনকভাবে তারাও এক সময় ব্যক্তিস্বার্থের টানে আদর্শহীনতার পথ বেছে নিলেন। বিষয়টা কীভাবে মূল্যায়ন করেন?

**ড. সাখাওয়াত হোসাইন :** এটা এতটাই দুঃখজনক যে ভাষায় প্রকাশ করার মত নয়। ২০০১ কিংবা ২০০৯ সালের বিপর্যয় দেখেছি, কিন্তু সেসময় ততটা কষ্ট পাইনি, যতটা ২০১৫-১৬ তে পেয়েছি। কেননা তাদেরকে আমরা প্রকৃতই আদর্শ কর্মী হিসাবে জানতাম। সংগঠনের দুঃসময়ে তারা নিষ্ঠার সাথে কাণ্ডারীর ভূমিকাও পালন করেছেন। আমাদের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করেছেন। পরবর্তীতে তাদের পিছু হটে আসাটা শয়তানের কূটকৌশলের কাছে হেরে যাওয়ার মতই মনে হয়েছে। এতে আহলেহাদীছ সমাজ ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। সাধারণ মানুষ চরমভাবে বিভ্রান্তির শিকার হয়েছে। তারা নিজেরাও নৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। মিডিয়ার যুগে মানুষ তাদের কথা ও কাজের অমিল প্রকাশ্যেই দেখেছে, যা আলেমদের প্রতি সাধারণ মানুষের আস্থার সংকট আরো তীব্র করেছে।

২০১৩ সালের দিকে মাওলানা আব্দুর রায্যাক বিন ইউসুফ আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহীর ভারপ্রাপ্ত প্রিন্সিপাল থাকাবস্থায় মাদ্রাসা পরিচালনায় তার কিছু বড় ধরনের ত্রুটি ও অনিয়ম পাওয়া গেলে মাদ্রাসা পরিচালনা

কমিটি এ বিষয়ে তার নিকট কৈফিয়ত তলব করেন। এতে তিনি ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন এবং ব্যক্তিগত যিদের মধ্যে পড়ে যান। কিছুদিন পর কর্তৃপক্ষকে না জানিয়ে নারায়ণগঞ্জে একই সাথে আরেকটি মাদ্রাসা পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তাতে পরিস্থিতি আরো ঘোলাটে হয়। তিনি যথারীতি বেপরোয়াভাবে প্রদর্শন করতে থাকেন এবং দুই দুইবার প্রিন্সিপালের পদ থেকে লিখিতভাবে অব্যাহতি চান। কিন্তু মাদ্রাসা পরিচালনা কমিটি অত্যন্ত ধৈর্যের পরিচয় দিয়ে তাকে বারবার সুযোগ দিয়ে যাচ্ছিল। অবশেষে ৩য় বারে তার পদত্যাগপত্র গ্রহণ করা হ'লে তিনি যেন একেবারেই নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যান। ফলে দ্রুতই তার নৈতিক অবস্থান নড়বড়ে হয়ে যায়। অনিয়ম-বিশৃংখলা যেন তার নিত্যদিনের সাথী হয়ে যায়। আমাদের চেনা আব্দুর রায্যাক বিন ইউসুফ ক্রমেই যেন অচেনা হয়ে উঠতে লাগলেন। সংগঠনের পক্ষে তার বলিষ্ঠ কঠোর সময়ের সাথে সাথে দুর্বল হ'তে লাগল। যিনি মুহতারাম আমীরে জামা'আতের ফ্রেফতারকালীন সময়ে গঠিত 'আহলেহাদীছ জাতীয় ওলামা পরিষদ'-এর আহ্বায়ক হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন এবং মাঠে-ময়দানে জোরালো বক্তব্য প্রদান করেন; যিনি আন্দোলন ও যুবসংঘ-এর প্রশিক্ষণসমূহে ছিলেন নিয়মিত প্রশিক্ষক; সেই তিনিই হঠাৎ ভোল পাটে বিভিন্ন স্থানে বলা গুরু করলেন, তিনি সংগঠনের কেউ নন। এভাবে ক্রমে তিনি সংগঠন বিদ্বেষী হয়ে উঠলেন এবং সংগঠনের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে হঠকারী অবস্থান নিয়ে মাদ্রাসার ছাত্র ও শিক্ষকদের মধ্যে ঝগড় তৈরী করে ফেললেন।

অতঃপর ২০১৫ সালের ৩১শে ডিসেম্বর সঙ্গত কারণে মজলিসে শুরার সিদ্ধান্তে যখন তিনি নওদাপাড়া মাদ্রাসার শিক্ষকতা থেকে অব্যাহতি প্রাপ্ত হ'লেন, তখন থেকে প্রকাশ্যে সংগঠনের বিরুদ্ধে অবস্থান নিলেন, স্থানীয় লোকদের সাথে নিয়ে নতুন নতুন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হ'লেন এবং ন্যাক্কারজনকভাবে সংগঠনের পিছনে লেগে গেলেন। পুরো বিষয়টিই ছিল এতটাই হতবুদ্ধিকর যে, আমরা কল্পনাই করতে পারিনি তিনি কখনও এই পর্যায়ে যেতে পারেন। বলা বাহুল্য, এত বিশৃংখলা তৈরীর পরও তাকে সংগঠন থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়নি। বরং সর্বশেষ সাক্ষাতেও মুহতারাম আমীরে জামা'আত তাকে 'দারুল ইফতা'র মাসিক বৈঠকে এবং বার্ষিক তাবলীগী ইজতেমায় অংশগ্রহণসহ সংগঠনের বিভিন্ন প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ করার জন্য আহ্বান জানিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি এতটাই নিয়ন্ত্রণহীন ও প্রতিশোধপরায়ণ হয়ে পড়লেন যে, সেসব কিছুই ধার ধারলেন না।

বস্তুতঃ ২০১৩ সাল থেকে সর্বপ্রথম যখন তার মধ্যে পরিবর্তন লক্ষ্য করেছিলাম, তখন থেকে সাধ্যমত চেষ্টা চালিয়েছি তাকে সংশোধনের। মুহতারাম আমীরে জামা'আত নিজে তাকে ডেকে অনেকবার বুঝিয়েছেন, মজলিসে আমেলাসহ বিভিন্ন যেলা সংগঠনের শুভাকাঙ্ক্ষীরা তাকে বুঝানোর চেষ্টা চালিয়েছেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত সমস্ত চেষ্টাই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

একইভাবে মুযাফফর বিন মহসিন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতির গুরুদায়িত্ব সফলভাবে শেষ করার পর মুরাব্বী সংগঠন 'আন্দোলনে' ভূমিকা রাখবে, এটাই ছিল

স্বাভাবিক প্রত্যাশা। মাশাআল্লাহ তার সাংগঠনিক প্রজ্ঞা ও সম্ভাবনা যথেষ্ট ছিল। কিন্তু আব্দুর রায্যাক বিন ইউসুফ ইস্যুতে সেও ফেঁসে গেল। হয়তো ওস্তাদের সাথে তার গভীর সম্পর্কটাই এর প্রধান কারণ। সে কেন সংগঠন ছেড়ে গেল এবং বের হয়ে রাতারাতি সংগঠনের ঘোরতর শত্রুতে পরিণত হ'ল, সেটা আমাদের এখনও বোধগম্য নয়। তবে আমি এতটুকু বলব যে, এই আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত এবং অনৈতিক পদক্ষেপের মাধ্যমে সে যেমন নিজের প্রতি অবিচার করেছে, তেমনি অনেক সম্ভাবনাময় কর্মী ও দায়িত্বশীলের ভবিষ্যৎ নষ্ট করেছে। বহু সক্রিয় কর্মীকে নিষ্ক্রিয় করেছে। সর্বোপরি জাতীয়ভাবে ক্ষুণ্ণ করেছে আহলেহাদীছদের ভাবমূর্তি। একজন মানুষের আদর্শিক অবস্থান যে হঠাৎ এভাবে সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী হয়ে যেতে পারে তা কল্পনাতিত। যাহোক ২০০৯ সালে যেমন ড. মুছলেহুদ্দীন ছাহেব নিজের সম্ভাবনাময় ভবিষ্যৎকে নিজ হাতে কবর দিয়ে চলে গিয়েছিলেন, ঠিক ৭ বছর পর ড. মুযাফ্ফরও একই পদাংক অনুসরণ করল। সে যে সম্ভাবনা সৃষ্টি করেছিল, তাতে জাতিগঠনে একজন সুযোগ্য কাণ্ডারীর ভূমিকায় নিঃসন্দেহে আসতে পারত। যদি ধৈর্য ও ইস্তিক্বামাত নিয়ে সে নিজের আদর্শিক অবস্থানে টিকে থাকতে পারত, জাতির খেদমত আরও অনেক বেশী হ'ত। কিন্তু আল্লাহর ইচ্ছা হয়ত ভিন্ন ছিল। আফসোস এজন্য যে, এমন সিদ্ধান্তের মাধ্যমে তারা উভয়ে যেমন নিজেদের ক্ষতি করেছেন, সাথে সাথে সাধারণ জনগণের আস্থা ও বিশ্বাসে কুঠারাঘাত করেছেন। যদিও হয়তো এই অপরিমেয় ক্ষতির দিকটা বোঝার মত অন্তর তাদের আর নেই। আল্লাহ আমাদেরকে সঠিক বুঝ দান করুন। আমীন!

**(১২) আহলেহাদীছ যুবসংঘ : আনুগত্যের ঘাটতিই কি তাদেরকে এই পথে ঠেলে দিয়েছে?**

ড. সাখাওয়াত হোসাইন : হ্যাঁ, আমি এটাকে আনুগত্যের ঘাটতিই বলব, যার পরিণতিতে এই নৈতিক ও সাংগঠনিক পদস্থলন। যদি সংগঠনকে অন্তর দিয়ে মহব্বত করা না হয় বা নিজের মধ্যে খুলুছিয়াতের ঘাটতি থাকে, তাহ'লে সেখানে সমস্যা সৃষ্টি হবে। হৃদয় দিয়ে সংগঠনকে ভালবাসতে না পারলে পদস্থলন ঘটবে এটাই স্বাভাবিক। একটা বাস্তব সত্য কথা বলি, এ যাবত যে বা যারা সংগঠন থেকে বের হয়ে গেছেন, তারা স্রেফ দুনিয়াবী কারণেই বের হয়েছেন। এ কথার সাথে অনেকে একমত নাও হ'তে পারেন। তবুও বলব আলেমদের ক্ষেত্রে একটি বড় সমস্যা হ'ল, তাদের অনেকেই আত্মকেন্দ্রিকতার কারণে একজন আরেকজনের আনুগত্য করতে চান না। তারা প্রায়শই জাতীয় স্বার্থের চেয়ে ব্যক্তি স্বার্থকে বড় করে দেখেন। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, আপনি যদি পাঁচজন আলেমকে একটা মাদ্রাসা করার জন্য অর্থ দিয়ে বলেন, সবাই মিল-মহব্বত করে প্রতিষ্ঠান করেন। দেখবেন যে, পাঁচজনে পাঁচটা মাদ্রাসা করে বসবেন। কিন্তু পাঁচজন সাধারণ মানুষকে যদি দায়িত্ব দেন, তাহ'লে ঠিকই তারা একজন আলেমের শরণাপন্ন হবে এবং কিভাবে মাদ্রাসাটি সবাই মিলে প্রতিষ্ঠা করা যায় সে চেষ্টা করবে। আলেমরা ভাবেন, মানুষ তো আমাকে অনুসরণ করছে, আমাকে দেখে টাকা দিচ্ছে, অতএব আমি কেন অন্যের আনুগত্য করব? আমি যখন সংগঠনের অধীনে থাকব, তখন আমাকে শৃঙ্খলা মেনে চলতে হবে। উর্ধ্বতন দায়িত্বশীলের কথা শুনতে হয়। আর যদি নিজের মত

(১৩) আহলেহাদীছ যুবসংঘ : তারা সংগঠনের মধ্যে এই ভাঙ্গন সৃষ্টির জন্য স্যারের আশে-পাশের লোকদেরকে দায়ী করে। এই অভিযোগ কিভাবে খণ্ডন করবেন?

(১৪) আহলেহাদীছ যুবসংঘ : দেশের ইসলামী পত্রিকার জগতে মাসিক আত-তাহরীক একটি শীর্ষস্থানীয় নাম। সম্পাদক হিসাবে আপনি পত্রিকাটির সফলতার পিছনে কোন কারণকে মূল্যায়ন করবেন?

ড. সাখাওয়াত হোসাইন : প্রথমত: ইখলাছ ধরে রাখা। তাহরীক সমাজ সংস্কারের মহান ব্রত নিয়ে কাজ করে যাচ্ছে। সকল প্রতিবন্ধকতা মোকাবেলা করে দৃঢ় থেকেছে লক্ষ্যপানে। বাতিলের কোন প্রবেশাধিকার নেই আত-তাহরীকে। যার ফলে মহান আল্লাহ পাকের মেহেরবানীতে আত-তাহরীক তার প্রকাশনা অব্যাহত রাখতে সক্ষম হয়েছে। অনেক পত্রিকা দেখেছি মাঝপথে হারিয়ে গেছে। গুরুটা ঢাকঢোল পিটিয়ে হ'লেও লৌকিকতার কারণে এক সময় হারিয়ে গেছে। আলহামদলিল্লাহ আত-



তাহরীক প্রতিষ্ঠা হয়েছিল তাকুওয়া ও খুলুছিয়াতের উপর। আহলেহাদীছ আন্দোলনের মুখপত্র হিসাবে আহলেহাদীছ আন্দোলনের বার্তা জনগণে কাছে পৌঁছে দেয়াই ছিল আমাদের উদ্দেশ্য। তাহরীক পড়ে মানুষ হেদায়াত পাবে, এটিই ছিল আমাদের ঐকান্তিক প্রত্যাশা। লক্ষ্যে অবিচল থাকাই আত-তাহরীকের সফলতার অন্যতম কারণ বলে আমি মনে করি। **দ্বিতীয়ত:** দলীলভিত্তিক লেখনী। আত-তাহরীক পাঠক উপযোগী সাবলীল ভাষায় বিশুদ্ধ দলীলের আলোকে পাঠকদের উদ্দেশ্যে লেখনী উপহার দিয়ে থাকে। এই দু'টি বিষয়ই আত-তাহরীককে এতদূর এগিয়ে দিয়েছে। আল-হামদুলিল্লাহ।

**(১৪) আহলেহাদীছ যুবসংঘ :** এই অবক্ষয়ের যুগে ‘যুবসংঘ’ ও আগামী প্রজন্মের জন্য আপনার নহীহত কী?

**ড. সাখাওয়াত হোসাইন :** আলহামদুলিল্লাহ! ‘যুবসংঘ’ তার লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের উপর দৃঢ় আছে। আমি মনে করি, একজন আদর্শ যুবক হিসাবে নিজেকে গড়ে তুলতে হ’লে ‘যুবসংঘ’ের কোন বিকল্প নেই। আমরা ইসলামের নামে অনেক সংগঠন দেখেছি যাতে বাতিল মিশ্রিত। তাদের আকীদা-আমলসহ সব জায়গায় একটা সংমিশ্রণ আছে। কিন্তু ‘যুবসংঘ’ের একজন কর্মীকে দেখলেই বোঝা যায় সে ‘যুবসংঘ’ের কর্মী। তার সুন্নাহভিত্তিক দাড়ি, পোশাক এটা যে কাউকেই প্রভাবিত করবে। এজন্য যারা ‘যুবসংঘ’ করবে তারা নিঃসন্দেহে নাজাতের পথ খুঁজে পাবে ইনশাআল্লাহ।

অনেকে ইসলামী সংগঠন করেন দুনিয়াবী কিছু পাওয়ার আশায়। সেটা চাকরি-বাকরি, ব্যবসা-বাণিজ্য বা অন্য যেকোন কিছু হোক। কিন্তু ‘যুবসংঘ’ এর ব্যতিক্রম। এখানে ভোগ নেই, আছে শুধু ত্যাগ। এ কারণেই ‘যুবসংঘ’ এগিয়ে যাচ্ছে এবং যাবে ইনশাআল্লাহ। যদি আমরা আখেরাতে মুক্তি পেতে চাই, একটি সুন্দর পথ ধরে জান্নাতের দিকে যেতে চাই, নিজের চরিত্রটাকে সুন্দর করতে চাই এবং আমার মাধ্যমে আমার পার্শ্ববর্তী সকলের কল্যাণ সাধন করতে চাই, তাহ’লে ‘যুবসংঘ’-এর পতাকা তলে সমবেত হয়ে দাওয়াতী ময়দানে কাজ করা উচিত। তাহলে আমাদের পুরো জীবনটা একই লক্ষ্যে পরিচালিত হবে ইনশাআল্লাহ।

**(১৫) আহলেহাদীছ যুবসংঘ :** ‘যুবসংঘ’-এর পক্ষ থেকে স্মারকগ্রন্থ-২ বের হ’তে যাচ্ছে। সেক্ষেত্রে পাঠকের জন্য আপনার বলার কিছু আছে কি?

**ড. সাখাওয়াত হোসাইন :** আলহামদুলিল্লাহ স্মারকগ্রন্থ-২ বের হ’তে যাচ্ছে জেনে খুশী হয়েছি। এটি একটি প্রশংসনীয় উদ্যোগ। কারণ স্মৃতির মণিকোঠায় জমা কথাগুলো উপস্থাপনার জায়গা হ’ল স্মারকগ্রন্থ। মানুষ বিগত স্মৃতি নিয়েই বেঁচে থাকে। বিগত স্মৃতিগুলি মানুষকে আগামী দিনে চলার পথ দেখায়। এজন্য স্মারকগ্রন্থ প্রকাশ করা ‘যুবসংঘ’-এর একটা গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত। এখনও যদি আমরা আগের স্মরণিকাগুলি খুলি তাহ’লে পিছনের স্মৃতি সামনে ভেসে উঠে। ‘যুবসংঘ’ের কেন্দ্রীয় কমিটিকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এই মহতি উদ্যোগ গ্রহণ করার জন্য। আল্লাহ তাদেরকে সফলতা দান করুন-আমীন!



# ପ୍ରବନ୍ଧମୂହ



আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي  
أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى  
وَعِيسَى أَنِ اقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ، كَبُرَ  
عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ  
مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ-

‘তিনি তোমাদের জন্য দ্বীনের ক্ষেত্রে সে পথই  
নির্ধারিত করেছেন, যার আদেশ তিনি দিয়েছিলেন  
নূহকে এবং যা আমরা প্রত্যাদেশ করেছি তোমার  
প্রতি ও যার আদেশ দিয়েছিলাম আমরা ইব্রাহীম,  
মূসা ও ঈসাকে এই মর্মে যে, তোমরা দ্বীনকে প্রতিষ্ঠা  
কর ও তার মধ্যে অনৈক্য সৃষ্টি করো না। তুমি  
মুশরিকদের যে বিষয়ের দিকে আহ্বান জানিয়ে থাক,  
তা তাদের কাছে অত্যন্ত কঠিন মনে হয়। আল্লাহ  
যাকে ইচ্ছা মনোনীত করেন। আর তিনি পথ প্রদর্শন  
করেন ঐ ব্যক্তিকে, যে তাঁর দিকে প্রণত হয়’।

-শূরা-মাক্কী ৪২/১৩।

## নবী-রাসূলগণের দাওয়াত দানের পদ্ধতি

-কামারুন্নাযামান বিন আব্দুল বারী\*

**উপক্রমণিকা :** দ্বীন প্রচার ও প্রতিষ্ঠার সর্বপ্রথম ও সর্বশ্রেষ্ঠ পদ্ধতি হ'ল দাওয়াত। প্রত্যেক নবী-রাসূল গোমরাহ মানুষদের আল্লাহ্র পথে ফিরিয়ে আনার জন্য তাদেরকে দাওয়াত দিয়েছিলেন। আর প্রত্যেক নবী-রাসূলগণের দাওয়াত দানের বিষয় ও পদ্ধতি ছিল প্রায় এক ও অভিন্ন। কারণ তাঁদের দাওয়াতের মূল উপাদান ছিল অদ্রাস্ত সত্যের একমাত্র উৎস আল্লাহ্র অহি। আর এই অহি-ভিত্তিক সার্বজনীন সমাজ বিনির্মাণে তাঁরা ছিলেন বন্ধপরিবর্তক। ফলে প্রতিকূল পরিবেশেও হিমাদ্রির ন্যায় অটল ও অবিচল থেকে বিপদ সংকুল কঠিন পরিস্থিতিতে ধৈর্যের মাধ্যমে প্রজ্ঞার পরিচয় দিয়ে দ্বীনের দাওয়াত দিয়েছেন। নিম্নে তাঁদের দাওয়াত দানের গুটিকয়েক পদ্ধতি জানার চেষ্টা করব।- ইনশাআল্লাহ!

### নবী-রাসূলগণের দাওয়াত দান পদ্ধতি

**১. তাওহীদের দাওয়াত :** প্রত্যেক নবী-রাসূলগণ সর্বপ্রথম মানুষকে তাওহীদ তথা আল্লাহ্র একত্ববাদের প্রতি আহ্বান জানাতেন। যেমন আল্লাহ বলেন, وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ- 'আর তোমার পূর্বে আমরা এমন কোন রাসূল প্রেরণ করিনি যার নিকট আমরা এই অহি করিনি যে, আমি ছাড়া কোন উপাস্য নেই। অতএব তোমরা আমার ইবাদত কর' (আম্বিয়া ২১/২৫)।

সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মাদ (ছাঃ) তিনিও প্রকাশ্যে দাওয়াত দানের প্রাক্কালে বলেছিলেন, قُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ تَفْلِحُوا 'তোমরা বল আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই, তাহ'লে তোমরা সফলকাম হবে'।<sup>১</sup> তিনি মু'আয বিন জাবাল (রাঃ)-কে ইয়ামনে প্রেরণকালে দ্বীনের দাওয়াতের পদ্ধতি সম্পর্কে বলেন, إِنَّكَ سَتَأْتِي قَوْمًا أَهْلَ كِتَابٍ 'তুমি فَإِذَا جِئْتَهُمْ فَادْعُهُمْ إِلَى أَنْ يَشْهَدُوا أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ- আহলে কিতাবের কাছে যাচ্ছে। কাজেই তাদের কাছে যখন পৌঁছবে তখন তাদেরকে এ কথার দিকে দাওয়াত দিবে তারা যেন সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ ব্যতীত প্রকৃত কোন ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ (ছাঃ) আল্লাহ্র রাসূল'।<sup>২</sup> অর্থাৎ প্রত্যেক নবী-রাসূলই তাওহীদ তথা একত্ববাদের দাওয়াত দিয়েছেন।

\* সাবেক কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি, বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ, ২০০৩-০৫ সেশন।

১. আহমাদ হা/১৬০৬৬, সনদ হাসান; হাকেম হা/৩৯, ৪২১৯ সনদ ছহীহ।

২. বুখারী হা/১৪৯৬; ১৩৯৬; মুসলিম হা/১৯।

২. আল্লাহর বিধানাবলী পৌছে দেওয়া : নবী-রাসূলগণ আল্লাহর পক্ষ থেকে অহীকৃত বিধানাবলী মানুষের নিকট পৌছে দিতেন। যেমন নূহ (আঃ) সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, ‘أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَأُنْصَحُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ’-‘আমি আমার প্রতিপালকের পয়গাম সমূহ পৌছে দেই ও তোমাদেরকে উপদেশ দেই। আর আমি আল্লাহর পক্ষ হ’তে যা জানি তোমরা তা জানো না’ (আ’রাফ ৭/৬২)।

একইভাবে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে উদ্দেশ্য করে আল্লাহ বলেন, يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ-‘হে রাসূল! তোমার প্রতি তোমার প্রভুর পক্ষ হ’তে যা নাযিল হয়েছে (অর্থাৎ কুরআন), তা মানুষের কাছে পৌছে দাও। যদি না দাও, তাহলে তুমি তাঁর রিসালাত পৌছে দিলে না। আল্লাহ তোমাকে শত্রুদের হামলা থেকে রক্ষা করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ কাফির সম্প্রদায়কে সুপথ প্রদর্শন করেন না’ (মায়দাহ ৫/৬৭)।

আমরা হলাম সর্বশেষ নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর উম্মত। তাঁর পরে আর কোন নবী আসবে না। আর রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةَ الْأَنْبِيَاءِ، وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يَأْتِ بِشَيْءٍ إِلَّا وَرَثَتُهُ يَنْتَهِونَ عَنْهُ، وَلَا دِرْهَمًا وَرَثَتُوا الْعِلْمَ، فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحِطِّ وَافِرٍ-‘আলেমগণ হ’লেন নবীদের উত্তরসূরী। নবীগণ কোনো দীনার বা দিরহাম মীরাছরূপে রেখে যান না; তারা উত্তরাধিকার সূত্রে রেখে যান শুধু ইল্ম। সুতরাং যে ইল্ম অর্জন করেছে সে পূর্ণ অংশ গ্রহণ করেছে’।<sup>৩</sup> অতএব দাঈদের উচিত জানা বিষয়গুলি পূর্ণাঙ্গরূপে মানুষের নিকট পৌছে দেওয়া। কেননা রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً، ‘আমার পক্ষ থেকে প্রচার কর, যদিওবা একটি আয়াত হয়’।<sup>৪</sup>

৩. ত্বাগূতী কর্ম বর্জনপূর্বক ইবাদতে ব্রত হওয়ার আহ্বান : প্রত্যেক নবী-রাসূল স্ব স্ব জাতির সংস্কারের জন্য যাবতীয় ত্বাগূতী কর্ম বর্জনপূর্বক ইবাদতে ব্রত হওয়ার আহ্বান জানাতেন। যেমন আল্লাহ বলেন, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ، ‘আর নিশ্চয়ই প্রত্যেক জাতির নিকট আমরা রাসূল প্রেরণ করেছি এই মর্মে যে, তোমরা আল্লাহর দাসত্ব কর এবং ত্বাগূত থেকে বিরত হও’ (নাহল ১৬/৩৬)। এভাবেই হুদ, ছালেহ, শো‘আয়েব, ইব্রাহীম (আঃ) প্রমুখ নবীগণ নিজ নিজ জাতিকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন, يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ، ‘হে আমার জাতি! তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর’।<sup>৫</sup>

৩. আবুদাউদ হা/৩৬৪১; তিরমিযী হা/২৬৮২; মিশকাত হা/২১২।

৪. বুখারী হা/৩৪৬১; মিশকাত হা/১৯৮।

৫. সূরা আ’রাফ ৭/৬৫, ৭৩, ৮৫, আনকাবূত ৩৩/১৬।

একইভাবে আল্লাহ রাসূল (ছাঃ)-কে উদ্দেশ্য করে বলেছেন, قُلْ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ، ‘তুমি বল, আমি তো কেবল আদিত্ত হয়েছি-  
 -اللهَ وَلَا أُشْرِكُ بِهِ إِلَيْهِ أَدْعُو وَإِلَيْهِ مَآبٍ-  
 যে আমি আল্লাহর ইবাদত করব এবং তাঁর সাথে কাউকে শরীক করব না। তাঁর  
 দিকেই আমি আত্মান করি এবং তাঁর দিকেই আমার প্রত্যাবর্তন’ (রা’দ ১৩/৩৬)। অন্য  
 আয়াতে এসেছে, إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ-  
 আমার ও তোমাদের পালনকর্তা। অতএব তোমরা তাঁর ইবাদত কর। এটাই হ’ল  
 সরল পথ’ (আলে ইমরান ৩/৫১)।

আর বিদায় হজ্জের ভাষণে রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, اتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ وَصَلُّوا خَمْسَكُمْ وَصُومُوا شَهْرَكُمْ وَأَدُّوا زَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ وَأَطِيعُوا ذَا أَمْرِكُمْ تَدْخُلُوا جَنَّةَ رَبِّكُمْ-  
 ‘তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহকে ভয় কর, তোমাদের পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত আদায়  
 কর। তোমাদের রামায়ান মাসের ছিয়াম পালন কর, তোমাদের ধন-দৌলতের যাকাত  
 আদায় কর এবং তোমাদের আমীরের অনুসরণ কর, তবেই তোমাদের রবের জান্নাতে  
 প্রবেশ করতে পারবে’।<sup>৬</sup>

**৪. সুসংবাদ প্রদান ও ভীতি প্রদর্শন করা :** নবী-রাসূলগণের দাওয়াত দানের অন্যতম  
 একটি পদ্ধতি হ’ল ঈমান ও আমলে ছালেহ-এর বিনিময়ে চির শান্তির নিবাস  
 জান্নাতের সুসংবাদ প্রদান এবং কুফরী ও অসৎ কাজের জন্য মহা যন্ত্রনাদায়ক শাস্তির  
 নিবাস জাহান্নামের ভীতি প্রদর্শন করা। আল্লাহ বলেন, وَمَا تُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا  
 مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ فَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ-  
 ‘আমরা নবীগণকে স্রেফ এজন্যই  
 প্রেরণ করে থাকি যে, তারা (ঈমানদারগণকে জান্নাতের) সুসংবাদ দিবে ও  
 (মুশরিকদের জাহান্নামের) ভয় প্রদর্শন করবে। অতএব যে ব্যক্তি ঈমান আনে ও  
 নিজেকে সংশোধন করে নেয়, তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা চিন্তিত হবে না।  
 পক্ষান্তরে যারা আমাদের আয়াত সমূহে মিথ্যারোপ করে, তাদেরকে তাদের  
 অবাধ্যতার কারণে আযাব স্পর্শ করবে’ (আন’আম ৬/৪৮-৪৯)।

আর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর উদ্দেশ্যে আল্লাহ বলেন, يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا  
 وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا-  
 ‘হে নবী! নিশ্চয়ই আমরা তোমাকে প্রেরণ করেছি, সাক্ষ্যদাতা,  
 সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে। এবং আল্লাহর আদেশক্রমে তাঁর দিকে

আহ্বানকারীরূপে এবং উজ্জ্বল প্রদীপ রূপে। তুমি মুমিনদের সুসংবাদ দাও যে, তাদের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে রয়েছে মহা অনুগ্রহ' (আহযাব ৩৩/৪৫-৪৭)।

৫. দ্বীন গ্রহণের জন্য কাউকে জোর-জবরদস্তি না করা : কোন নবী-রাসূল দ্বীন কবুলের জন্য কাউকে জোর-জবরদস্তি করতেন না। আল্লাহ বলেন, فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرٌ - 'অতএব তুমি উপদেশ দাও। কেননা তুমি উপদেশ মাত্র। তুমি তাদের উপরে দরগা নও' (গাশিয়াহ ৮৮/২১-২২)। অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন, وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدِ - 'আর তুমি তাদের উপর যবরদস্তিকারী নও। অতএব তুমি উপদেশ দাও কুরআন দ্বারা, যে আমার শাস্তি কে ভয় করে' (ক্বাফ ৫০/৪৫)।

৬. সৎ কাজের আদেশ এবং অসৎ কাজের নিষেধ : সৎকাজের আদেশ এবং অসৎ কাজে নিষেধ করা নবী-রাসূলের অন্যতম একটি দাওয়াতী পদ্ধতি। আল্লাহ বলেন, كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ 'তোমরাই হ'লে শ্রেষ্ঠ জাতি। যাদের উদ্ভব ঘটানো হয়েছে মানবজাতির কল্যাণের জন্য। তোমরা সৎকাজের আদেশ করবে ও অসৎকাজে নিষেধ করবে এবং আল্লাহর উপর বিশ্বাস রাখবে। যদি আহলে কিতাবগণ ঈমান আনত, তাহ'লে সেটা তাদের জন্য কল্যাণকর হ'ত। তাদের কিছু লোক মুমিন ও অধিকাংশ ফাসেক-পাপাচারী' (আল-ইমরান ৩/১১০)।

৭. উত্তম পন্থায় বিতর্ক করা : দাওয়াতী ময়দানে অহেতুক ভাষায় তর্ক-বিতর্ক কোন উপকারে আসে না। বরং উত্তম পন্থায় বিতর্ক করতে হবে। আর সে বিষয়েই আল্লাহ বলেন, 'আর তাদের সাথে বিতর্ক কর সুন্দর পন্থায়' (নাহল ১৬/১২৫)। এরপরেও পরিবেশ অনুকূলে না থাকলে সালাম জানিয়ে বিদায় নিতে হবে। আর এটি আল্লাহর উত্তম বান্দার বৈশিষ্ট্য। আল্লাহ বলেন, وَإِذَا خَاطَبَهُمْ 'এবং তাদেরকে যখন অজ্ঞ লোকেরা (বাজে) সম্বোধন করে, তখন তারা বলে 'সালাম' (ফুরক্বান ২৫/৬৩)।

৮. মন্দকে উত্তম দ্বারা প্রতিহত করা : দাওয়াতী কাজে বাধা-বিপত্তি আসবে একথাই দ্রুত সত্য। আর বিরুদ্ধবাদীদের মন্দ আচরণের বিপরীতে উত্তম আচরণেই রয়েছে একমাত্র সফলতা। আর এ গুণ হ'ল আল্লাহ প্রদত্ত এক বিশেষ নে'মত। আল্লাহ বলেন, وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ وَكَانَ هُوَ عَلَىٰ عَدَاوَةٍ كَأَنَّهُ وَكِي حَكِيمٌ - 'ভাল ও মন্দ কখনো সমান নয়। তুমি উত্তম দ্বারা (অনুত্তমকে) প্রতিহত কর। ফলে তুমি দেখবে যে, তোমার সাথে যার শত্রুতা আছে,

সে যেন (তোমার) অন্তরঙ্গ বন্ধু হয়ে গেছে’ (হা-মীম সাজদাহ ৪১/৩৪)।

**৯. হিকমত তথা প্রজ্ঞার সাথে দাওয়াতী কাজ করা :** হিকমত তথা প্রজ্ঞা আল্লাহ প্রদত্ত বিশেষ এক নে’মত। যার মাধ্যমে দাঁড়ি অনায়াসে মানুষের হৃদয় জয় করতে পারে। যার ফলে দাওয়াতী কাজ সহজ হয়ে যায়। এজন্যই প্রজ্ঞার সাথে মানুষকে আল্লাহ পথে আহ্বান করতে হবে। যেমন আল্লাহ বলেন, اذْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ- ‘তুমি মানুষকে তোমার প্রতিপালকের পথে আহ্বান কর প্রজ্ঞা ও সুন্দর উপদেশের মাধ্যমে’ (নাহল ১৬/১২৫)।

**১০. বিনয়-নম্রতার মাধ্যমে দাওয়াতী কাজ করা :** মানবীয় মহৎগুণ সমূহের মধ্যে অন্যতম হ’ল বিনয়-নম্রতা। এ গুণে গুণান্বিত ব্যক্তি সকলের প্রিয়ভাজন ও গ্রহণযোগ্য ব্যক্তিত্বে পরিণত হন। তাই প্রত্যেক নবী-রাসূলকে আল্লাহকে তা’আলা এগুণে গুণান্বিত করেছেন। তচেষ্টা মানুষ তাদের দাওয়াত গ্রহণ করত না। যেমন রাসূল (ছাঃ)-কে উদ্দেশ্য করে আল্লাহ বলেন, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا لَافْتَضُوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ- ‘আর আল্লাহর অনুগ্রহের কারণেই তুমি তাদের প্রতি কোমলহৃদয় হয়েছ। যদি তুমি রুঢ়ভাষী ও কঠিন হৃদয়ের হ’তে, তাহ’লে তারা তোমার পাশ থেকে সরে যেত। অতএব তুমি তাদের মার্জনা কর ও তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর’ (আলে ইমরান ৩/১৫৯)।

**১১. দাওয়াতী কাজে বিনিময় গ্রহণ না করা :** নবী-রাসূলগণ দাওয়াতী কাজে কোনরূপ বিনিময় গ্রহণ করতেন না। স্রেফ তারা পরকালীন মুক্তি জন্যই দাওয়াতী কাজ করতেন। যেমন নূহ (আঃ) তার জাতিকে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন, وَمَا أَسْأَلُكُمْ- ‘আর আমি এর জন্য তোমাদের নিকট কোনরূপ প্রতিদান চাই না। আমার প্রতিদান তো কেবল বিশ্বপালকের নিকটেই রয়েছে’ (শো’আরা ২৬/১০৯)। অনুরূপ হুদ (আঃ) তার জাতির উদ্দেশ্যে বলেছিলেন, يَأْقَوْمَ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى الَّذِي فَطَرَنِي أَفَلَا تَعْقِلُونَ- ‘হে আমার জাতি! আমি তোমাদের কাছে এর কোন বিনিময় চাই না। এর বিনিময় তো কেবল তার কাছেই রয়েছে যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন। তবুও কি তোমরা বুঝবে না?’ (হুদ ১১/৫১)।

**সমাপনী :** নবী-রাসূলদের দাওয়াত দানের পদ্ধতি আমাদের জন্য অবশ্যই অনুসরণীয় ও অনুকরণীয়। কেননা আল্লাহ রব্বুল আলামীন স্বয়ং তাদের দাওয়াত দানের নির্দেশনা দিয়েছেন। অতএব প্রত্যেক দাঁড়ি ইলাল্লাহর উচিত নবী-রাসূলদের দাওয়াত দানের পদ্ধতিতে দাওয়াতী ময়দানে কার্যক্রম পরিচালনা করা। আল্লাহ আমাদের সহায় হোন।-আমীন!



## সাংগঠনিক জীবনে ইখলাছের গুরুত্ব

—মুহাম্মাদ আব্দুল ওয়াদুদ\*

**ভূমিকা :** ‘নির্দিষ্ট নেতৃত্বের অধীনে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে সংঘবদ্ধ একদল মানুষকে একটি জামা‘আত বা সংগঠন বলে’।<sup>১</sup> আর প্রকৃত মুমিনের জন্য জামা‘আতবদ্ধ জীবন যাপন শরী‘আত কর্তৃক নির্ধারিত একটি বিধান’।<sup>২</sup> একজন প্রকৃত মুমিন কখনো একাকী চলতে পারে না। তাকে অবশ্যই জামা‘আতবদ্ধ জীবন যাপন করতে হবে। যাকে বলা হয় সাংগঠনিক জীবন। সাংগঠনিক জীবন একজন ব্যক্তির জন্য বাতিলের বিরুদ্ধে জিহাদের অংশ। আর তাই অন্য সকল ইবাদতের মত সাংগঠনিক জীবনেও ইখলাছ অবলম্বন করা আবশ্যিক। কেননা আল্লাহর কাছে একমাত্র গ্রহণযোগ্য আমল হল, যা ইখলাছপূর্ণ। তাই সাংগঠনিক জীবন যদি ইখলাছপূর্ণ হয়, তাহ’লেই জান্নাতের পথ সুগম হবে। পক্ষান্তরে সাংগঠনিক জীবন যদি দুনিয়াবী কোন স্বার্থে হয়, তাহ’লে তা উল্টো জাহান্নামে যাওয়ার কারণ হবে। নিম্নে সাংগঠনিক জীবনে ইখলাছের গুরুত্ব বিষয়ে আলোচনার প্রয়াস পাব ইনশাআল্লাহ!

**ইখলাছের পরিচয় :** ‘ইখলাছ’ আরবী শব্দ। শব্দটি বিভিন্নভাবে কুরআন ও হযীহ হাদীছে ব্যবহৃত হয়েছে। তথাপি কুরআনের ১১৪টি সূরায় মধ্যে ১১২তম সূরার নাম হ’ল ‘ইখলাছ’। ‘ইখলাছ’ শব্দের আভিধানিক অর্থ- বিশুদ্ধকরণ, আন্তরিকতা, সততা, অকপটতা, বিশুদ্ধতা, যাচাইকরণ ইত্যাদি।<sup>৩</sup> যেমন ইউসুফ (আঃ) সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, — *إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ* ‘নিশ্চয়ই সে আমার খালেছ বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত’ (ইউসুফ ১২/২৪)। আভিধানিক অর্থে আরও বলা হয়েছে, অন্য জিনিসের সংমিশ্রণের থেকে মুক্ত হয়ে নির্মল, পরিচ্ছন্ন ও আলাদা হওয়া, খালি করা, পরিষ্কার করা।<sup>৪</sup>

**ইখলাছের পারিভাষিক পরিচয় :** ইখলাছের পরিচয় বিদ্বানগণ বিভিন্নভাবে প্রদান করেছেন। যেমন ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন, *الإخلاص هو إفراد الحق سبحانه* — *بالقصد في الطاعة* ‘স্বেচ্ছায় একমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যে ইবাদত নিবেদনকে

\*সাধারণ সম্পাদক, আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ, ঢাকা দক্ষিণ।

৭. الجماعة ما اجتمع من الناس على هدف تحت إمارة۔ (মাসিক আত-তাহরীক; ১ম বর্ষ, ৯ম সংখ্যা, পৃ. ৬)।

৮. জামা‘আতবদ্ধ জীবন যাপন আল্লাহর নিদর্শন (আলে ইমরান ৩/১০৩, ১০৪, ১১০) হাদীছে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) জামা‘আতবদ্ধ থাকার নির্দেশ দিয়েছেন (তিরমিযী হা/২৮৬৩, ২১৬৫, হযীহাহ হা/৪৩০)। সাথে সাথে জামা‘আতের ফযীলত ও বিচ্ছিন্নতার ভয়াবহতাও বর্ণনা করেছেন (হযীহুল জামে‘ হা/৬৬৭, তিরমিযী হা/২১৬৭)।

৯. ড. মুহাম্মাদ ফজলুর রহমান; আল-মু‘জামুল ওয়াফী, ঢাকা: রিয়াদ প্রকাশনী, পৃ. ৫৫।

১০. ড. সোলাইমান আশকার: মাকাছিদুল মুকাল্লিফীন, (কুয়েত: মাকতাবুল ফালাহ, ১ম প্রকাশ ১৯৮১) পৃ. ৩৫৯।

ইখলাছ বলে’<sup>১১</sup> কাফাওয়ী (রহঃ) বলেন, إِلَى أَنْ الْقَصْدُ بِالْعِبَادَةِ إِلَى أَنْ يَبْعِدَ الْمَعْبُودُ بِهَا وَحْدَهُ، الْإِحْلَاصُ أَنْ لَا تَطْلُبَ ইবাদতের উদ্দেশ্য হ’ল (বান্দা) একমাত্র তাঁর মা’বুদের ইবাদত করা, যার নাম ইখলাছ’<sup>১২</sup> জুরজানী (রহঃ) বলেন, عَلَى عَمَلِكَ شَاهِدًا غَيْرَ اللَّهِ— ছাড়া অন্য কারো কাছ থেকে তালাশ না করা’<sup>১৩</sup>

সুতরাং ইখলাছ হ’ল যে কোন আমলকে দুনিয়ার লোভ-লালসা, লোক দেখানো, নাম কামানো ও নিজের বড়ত্ব থেকে মুক্ত রেখে একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে ও পরকালে প্রতিদান পাওয়ার জন্য কোন কাজ করা। ‘বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ’ ও ‘আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ’-এর লক্ষ্য উদ্দেশ্যে হ’ল ‘নির্ভেজাল তাওহীদের প্রচার ও প্রতিষ্ঠা এবং জীবনের সর্বক্ষেত্রে কিতাব ও সুন্নাহের যথাযথ অনুসরণের মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা...’<sup>১৪</sup> অর্থাৎ এই সংগঠনের লক্ষ্য উদ্দেশ্যের প্রথমার্শই একনিষ্ঠ ইখলাছের মর্মবানী স্মরণ করিয়ে দেয়। সাংগঠনিক জীবনে কর্মীদের অনেক গুণে গুণান্বিত হ’তে হয়। কর্মীদের গুণাবলীর প্রথম গুণ হ’ল ‘খালেছ তাওহীদে বিশ্বাস’<sup>১৫</sup> অর্থাৎ সকল কথা ও কাজে আল্লাহর একত্বকে বিশ্বাস করা ও বাস্তবায়ন করা তথা ইখলাছ অবলম্বন করা। এছাড়াও দায়িত্বশীলদের গুণাবলীর ১০ গুণের প্রথম গুণটি হ’ল- ‘আল্লাহভীরুতা’<sup>১৬</sup> অর্থাৎ সর্বক্ষেত্রে আল্লাহকে ভয় করে ভাল কাজ করা ও মন্দকাজ থেকে বিরত থাকাই হ’ল ইখলাছ অবলম্বন করা। নিম্নে সাংগঠনিক জীবনে ইখলাছ বজায় রাখার গুরুত্ব ও পদ্ধতি উল্লেখ করা হল—

(১) ইবাদত কবুলের অন্যতম শর্ত ইখলাছ : আল্লাহর নিকট আমল কবুল হওয়ার অন্যতম শর্ত হ’ল যে কোন ইবাদত ইখলাছের সাথে আদায় করা। আবু উমামা বাহেলী (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছঃ) বলেছেন, إِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبَلُ مِنَ الْعَمَلِ إِلَّا مَا كَانَ— ‘নিশ্চয়ই আল্লাহ কোন আমল কবুল করবেন না, যদি তাঁর জন্য তা খালেছ অন্তরে ও তাঁর সন্তুষ্টির জন্য করা না হয়’<sup>১৭</sup>

১১. মাদারিয়াস সালেকীন (বৈরুত : লেবানন) দারুল কিতাব আল-আরাবী ৭ম প্রকাশ ২০০৩ খৃ. ২/৯১।

১২. নায়রাতুন নাদিম (জেদ্দা: সৌদি আরব) প্রথম প্রকাশ ১৯৯৮ খৃ., ২/১২৪ পৃ.।

১৩. নায়রাতুন নাদিম ২/১২৪ পৃ.; ইবনুল ক্বাইয়িম: মাদারিয়াস সালেকীন ২/৯২।

১৪. গঠনতন্ত্র, আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ, ধারা-৪।

১৫. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব, উদাতু আহ্বান (রাজশাহী: হাদীছ ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, তয় প্রকাশ ২০১০) পৃ. ১১। অন্যান্য গুণাবলীগুলো হ’ল- সুন্নাহের পূর্ণ ইত্তেবা, সর্বদা জিহাদী জযবা ও সর্বোপরি আল্লাহর নিকট বিনীত হওয়া।

১৬. গঠনতন্ত্র, আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ: ধারা-১৬; গঠনতন্ত্র, বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ, ধারা-১২।

১৭. নাসাঈ হা/৩১৪০; ছহীহুত তারগীব হা/১৩৩১; জামে’উছ ছগীর হা/১৮২২।

হাফেয ইবনু কাছীর (রহঃ) সূরা কাহাফের ১১০ নং আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, 'ইবাদত কবুল হওয়ার জন্য রক্ষন রয়েছে। অবশ্যই এটা একমাত্র আল্লাহর জন্য খালেছ হবে এবং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর শরী'আত ভিত্তিক হবে'।<sup>১৮</sup> হাফেয ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন, 'كَالْمُسَافِرِ يَمْلَأُ جَرَابَهُ رَمْلًا' 'আল্লাহর প্রতি ইখলাছ ও সুনাতের অনুসরণ ব্যতীত কোন আমল ঐ পথিকের ন্যায়, যে বালু দিয়ে থলে পূর্ণ করে, যা তাকে ভারী করে। কিন্তু তার কোন উপকার করে না'।<sup>১৯</sup>

আল্লাহ যেমন একমাত্র তাঁর ইবাদতের আদেশ দিয়েছেন তেমনি সকল ইবাদত একমাত্র ইখলাছের সাথে আদায়ের আদেশ দিয়েছেন। আল্লাহ বলেন, وَمَا خَلَقْتُ وَإِلَّا لِيَعْبُدُونِ- الْحَنِ وَالْإِنْسِ إِلَّا 'আমি জিন ও ইনসানকে সৃষ্টি করেছি কেবল এজন্য যে, তারা আমার ইবাদত করবে' (যারিয়াত ৫১/৫৬)।

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় ইমাম কুরতুবী (রহঃ) বলেন, 'ইবাদত করা মানে আল্লাহর তাওহীদ প্রতিষ্ঠা করা। অর্থাৎ সকল কাজ ইখলাছের সাথে আদায় করা'।<sup>২০</sup> আর বাস্তবতাও হ'ল আল্লাহ সকল ইবাদত ইখলাছের সাথে আদায়ের নির্দেশ দিয়েছেন (বাইয়েনাহ ৯৮/৫)। তাই সংগঠনের নেতা-কর্মী হিসাবে তাঁর সৃষ্টির উদ্দেশ্যের প্রতি লক্ষ্য করা এবং ইখলাছসহ সকল ইবাদত করা একান্ত কর্তব্য।

সুতরাং ইসলামে এমন কোন আমল নেই, যেই আমল ইখলাছ ছাড়া কবুল হবে। তাই বলা যায় ইসলাম হ'ল ইখলাছের নাম। আল্লাহ বলেন, أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ, 'জেনে রেখ, আল্লাহর জন্যই ইখলাছযুক্ত দ্বীন (ইবাদত-আনুগত্য)' (যুমার ৩৯/৩)। অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন, وَأَدْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ, 'তাঁরই ইবাদতের জন্য একনিষ্ঠ হয়ে তাঁকে ডাক' ('আরাফ ৭/২৯; মুমিন ৪০/১৪)। অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন, وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ- 'এবং তারা আল্লাহর জন্য দ্বীনকে খালেছ করে' (নিসা ৪/১৪৬)। আল্লাহ বলেন, أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ- 'নিশ্চয় আমি তোমার কাছে যথাযথভাবে এই কিতাব নাযিল করেছি; অতএব আল্লাহর ইবাদত কর তাঁরই আনুগত্যে একনিষ্ঠ হয়ে। জেনে রেখ, আল্লাহর জন্যই খালেছ ইবাদত-আনুগত্য' (যুমার ৩৯/২-৩)।

১৮. তাফসীর ইবনু কাছীর, সূরা কাহাফের ১১০ নং আয়াতে ব্যাখ্যা দ্র.।

১৯. আল-ফাওয়ায়েদ, পৃ. ৪৯।

২০. তাফসীরে কুরতুবী, সূরা যারিয়াত ৫৬ নং আয়াতের তাফসীর দ্র.।

اللّٰذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَتَيْكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ الْغَفُورُ- যিনি মৃত্যু ও জীবনকে সৃষ্টি করেছেন তোমাদের পরীক্ষা করার জন্য, কে তোমাদের মধ্যে সর্বাধিক সুন্দর আমল করে। আর তিনি মহাপরাক্রান্ত ও ক্ষমাশীল’ (মূলক ৬৭/২)। এই আয়াতের ব্যাখ্যায় নবাব ছিদ্দীক হাসান খান ভূপালী (রহঃ) বলেন, ‘সুন্দর আমল হ’ল- যে আমলের মধ্যে অধিকমাত্রায় ইখলাছ ও অধিকমাত্রায় সঠিকতা থাকে। অধিকমাত্রায় ইখলাছ হ’ল এটা একমাত্র আল্লাহর জন্য হবে, আর অধিকমাত্রায় সঠিকতা হ’ল সুন্যাহ অনুযায়ী হওয়া’।<sup>২১</sup>

(২) ইখলাছ অবলম্বন করা নবী-রাসূলদের প্রতি আল্লাহর আদেশ : আল্লাহ নবী-রাসূলদেরকে ইখলাছ অবলম্বন করার নির্দেশ দিয়েছেন। আমাদের নবীকে নির্দেশ দিয়ে আল্লাহ বলেন, قُلْ اِنِّي اُمِرْتُ اَنْ اَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لِّهِ الدِّينَ, বল, নিশ্চয়ই আমাকে আদেশ দেয়া হয়েছে যেন আল্লাহর ইবাদত করি তাঁরই জন্য আনুগত্যকে একনিষ্ঠ করে’ (যুমার ৩৯/১১)।<sup>২২</sup> ‘নবীগণের ওয়ারিছ’<sup>২৩</sup> হিসাবে একজন দ্বীনের দাঈর প্রতিও আল্লাহর এ আদেশ সমভাবে প্রযোজ্য হবে। তাই সংগঠনের প্রতিটি কাজ করতে হবে ইখলাছের সাথে।

(৩) ইখলাছই হ’ল ঈমান : ইসলামের ৫টি ভিত্তির প্রথমটি হ’ল ঈমান আনায়ন করা।<sup>২৪</sup> একজন মানুষ যেমন ঈমানের মাধ্যমে ইসলামে প্রবেশ করে তেমনি সংগঠনের প্রত্যেক স্তরের দায়িত্বশীলদেরও অন্যতম দায়িত্ব হ’ল ইখলাছের বিষয়ে গুরুত্বারোপ করা। কারণ ইখলাছই হ’ল ঈমান। আবু ফারাস আল-আসলামী বলেন, نادى رجل فقال يا رسول الله ما الإيمان قال الإخلاصُ এবং বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! ঈমান কী? তিনি (ছাঃ) বললেন, ইখলাছ’।<sup>২৫</sup> অন্য বর্ণনায় এসেছে, রাসূল (ছাঃ) বললেন, ‘তোমরা আমাকে যা ইচ্ছা প্রশ্ন কর’? তখন একজন লোক ডেকে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! ইসলাম কী? তিনি বললেন, ‘ছালাত কায়েম করা ও যাকাত প্রদান করা’। লোকটি বলল, ঈমান কী? তিনি বললেন, ‘ইখলাছ’। লোকটি বলল, ইয়াক্বীন কী? তিনি বললেন, ‘সত্যবাদিতা’।<sup>২৬</sup>

(৪) দ্বীনের মূল হ’ল ইখলাছ : যে দ্বীন কায়েম করার জন্য আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন (শূরা ৪২/১৩) তা রাষ্ট্র কায়েম করা নয়। বরং তা হ’ল ইখলাছ অবলম্বন করা ও

২১. তাফসীর ফাখ্বুল বায়ান, সূরা মূলক ২নং আয়াতের ব্যাখ্যা দ্র.।

২২. এছাড়াও সূরা যুমার ৩৯/২, ১৪; আ’রাফ/২৯; আন’আম/১৬২-১৬৩ নং আয়াতেও এ বিষয়ে আলোচনা এসেছে।

২৩. আবুদাউদ হা/৩৬৪১; তিরমিযী হা/২৬৮২; ইবনু মাজাহ হা/২২২৩।

২৪. বুখারী হা/৮; মুসলিম হা/১৬।

২৫. ছহীহত তারগীব হা/৩।

২৬. প্রাগুক্ত।

তাওহীদ প্রতিষ্ঠা করা। আল্লাহ বলেন, **إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ**, ‘বিধান একমাত্র আল্লাহরই। তিনি নির্দেশ দিয়েছেন যে, তাঁকে ছাড়া আর কারো ইবাদত কারো না’ (ইউসুফ ১২/৪০)। এ আয়াতের ব্যাখ্যা ইবনু জারীর তাবারী (রহঃ) বলেন, ‘দ্বীনের মূল হ’ল আল্লাহর জন্য ইখলাছ অবলম্বন করা, তিনি একক তাঁর কোন শরীক নেই’।<sup>২৭</sup>

**(৫) ইখলাছের কারণে বান্দা সাহায্যপ্রাপ্ত হন :** মুমিনগণ জনবল বা অস্ত্রবলে নয় বরং আল্লাহর রহমতে সাহায্যপ্রাপ্ত হন (বাক্বারাহ ২/২৪৯)। সুতরাং সাংগঠনিক জীবনে আল্লাহর সাহায্য খুবই যরুরী। আল্লাহর সাহায্য পাওয়ার জন্য সংগঠনের সকল পর্যায়ের নেতা কর্মীদের ইখলাছ অবলম্বন করা যরুরী। মুহ‘আব ইবনু সা‘দ (রহঃ) তাঁর পিতার মাধ্যমে বর্ণনা করেন, আল্লাহর রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, **إِنَّمَا يَنْصُرُ اللَّهُ**, ‘আল্লাহ এ উম্মতকে সাহায্য করেন তার দুর্বলদের দ্বারা, তাদের দো‘আ, ছালাত এবং ইখলাছের কারণে’।<sup>২৮</sup>

**(৬) মানুষের দ্বীনদারিতার প্রকাশ হল ইখলাছের সাথে কাজ করা :** আল্লাহ বলেন, **وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ**, ‘আর দ্বীনের ব্যাপারে তার তুলনায় কে উত্তম, যে সৎকর্মপরায়ন অবস্থায় আল্লাহর কাছে নিজেকে পূর্ণ সমর্পণ করল’ (নিসা ৪/১২৫)। এ আয়াতে ব্যাখ্যা ইবনুল কাইয়িম (রহঃ) বলেন, ‘আসলামা ওজহাছ’ হ’ল- বিশ্বাসে ও কাজে আল্লাহর জন্য ইখলাছ অবলম্বন করা। আর এর মধ্যে ইহসান হ’ল রাসূল (ছাঃ)-এর অনুসরণ করা ও তার সুনাত মেনে চলা’।<sup>২৯</sup> এজন্যই রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, **ثَلَاثٌ لَا يُغْلُ عَلَيْهِنَّ قَلْبُ مُسْلِمٍ**, **إِخْلَاصُ الْعَمَلِ لِلَّهِ وَالتَّصِيحَةُ لِلْمُسْلِمِينَ وَكُزُومُ جَمَاعَتِهِمْ** فَإِنَّ دَعْوَتَهُمْ تُحِيطُ مِنْ رَأْيِهِمْ- ‘তিনটি বিষয়ে মুসলিমের অন্তর বিশ্বাসঘাতকতা (প্রতারণা) করতে পারে না। (১) আল্লাহর উদ্দেশ্যে ইখলাছের সাথে কাজ করা (২) মুসলিমদের কল্যাণ কামনা করা এবং (৩) মুসলিমের জামা‘আতকে আঁকড়ে ধরা। কারণ মুসলিমদের দো‘আ বা আহ্বান তাদেরকে পিছন থেকে শামিল করে রাখে’।<sup>৩০</sup>

**(৭) ইখলাছের কারণে বান্দার মর্যাদা উচ্চকিত হয় :** সাংগঠনিক জীবনের উদ্দেশ্যে দুনিয়ার ধন-দৌলত বা পদমর্যাদা অর্জন করা নয় বরং নিজের মর্যাদাকে আল্লাহর দরবারে উচ্চকিত করে নেওয়া। যেসব গুণের কারণে বান্দার মর্যাদা আল্লাহ উচ্চ করেন তার মধ্যে একটি গুণ হ’ল ইখলাছের সাথে কাজ করা। রাসূল (ছাঃ) দীর্ঘ

২৭. তাফসীর জামে‘ আল বায়ান, সূরা ইউসুফ ৪০ নং আয়াতের ব্যাখ্যা দ্র.।

২৮. নাসাঈ হা/৩১৭৮; আলবানী: ছহীছুল জামে‘ হা/২৩৮৮; ছহীহুত তারগীব হা/৬।

২৯. মাদারিযুস সালিকীন ২/৮৯।

৩০. ইবনু মাজাহ হা/২৩০; তিরমিযী হা/২৬৫৮; মিশকাত হা/২২৮।

হাদীছের এক পর্যায়ে সা‘দ ইবনু আবু ওয়াহ্বাস (রাঃ) কে বলেন, إِنَّكَ لَنْ تُخْلَفَ, ‘নিশ্চয়ই তুমি এদের পরে বেঁচে থাকলে তুমি আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য যা কিছু নেক আমল করো না কেন, এর বদলে তোমার মর্যাদা ও সম্মান আরও বেড়ে যাবে’।<sup>৩১</sup>

(৮) প্রত্যেক আমলের ছওয়াব ইখলাছের সাথে সংযুক্ত থাকে : প্রত্যেক মানুষকে তার কর্ম অনুযায়ী ফলাফল দেওয়া হবে। এই ফলাফল বা ছওয়াব যুক্ত থাকবে ইখলাছের সাথে। অর্থাৎ আমলের সাথে ইখলাছ থাকলে গ্রহণযোগ্য, অন্যথায় প্রত্যাখ্যাত। আল্লাহ বলেন, لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ‘তাদের গোপন পরামর্শের অধিকাংশে কোন কল্যাণ নেই। তবে (কল্যাণ আছে) যে নির্দেশ দেয় ছাদাক্বা কিংবা ভালো কাজ করার অথবা মানুষের মধ্যে মীমাংসার। আর যে তা আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে (ইখলাছের সাথে) করবে তবে অচিরেই আমি তাকে মহাপুরস্কার দান করব’ (নিসা ৪/১১৪)। উবাই বিন কা‘ব (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, بِشَرِّ هَذِهِ الْأُمَّةِ بِالسَّنَاءِ وَالرَّفْعَةِ, ‘এই উম্মতকে স্বাচ্ছন্দ্য, সমুন্নতি, দ্বীনসহ সুউচ্চ মর্যাদা, দেশসমূহে তাদের ক্ষমতা বিস্তার এবং বিজয়ের সুসংবাদ দাও। কিন্তু যে ব্যক্তি পার্থিব কোন স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে পরকালের কাজ করবে তার জন্য পরকালে প্রাপ্য কোন অংশ নেই’।<sup>৩২</sup> সুতরাং সংগঠনের উন্নতি-অবনতি যাই হোন না কেন ইখলাছ ঠিক থাকলে আমাদের কল্যাণ রয়েছে। পক্ষান্তরে সংগঠনের উন্নতি হলেও আমাদের ইখলাছ ঠিক না থাকলে, আমাদের কোন উপকার হবে না।

(৯) নবী-রাসূলগণের ইখলাছের দাওয়াত প্রথমে দিতেন : প্রত্যেক নবীর অন্যতম দাওয়াত ছিল ইখলাছ তথা তাওহীদের। কোন ছাহাবীকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কোন এলাকায় পাঠানোর সময় ছালাত ছিয়ামের আগে এই দাওয়াত দেওয়ার অদেশ দিতেন।<sup>৩৩</sup> তাই সংগঠনের একজন দাস্তিকে প্রথমে তাওহীদ তথা ইখলাছের দাওয়াত আগে দিতে হবে। আল্লাহ বলেন, قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ- ‘বল, আমার রব

৩১. বুখারী হা/৬৩৭৩; ছহীহ ইবনু হিব্বান হা/৬০২৬।

৩২. আহমাদ হা/২১২৫৮; হাকেম হা/৭৮৬২; বায়হাক্বী, শু‘আবুল ঈমান হা/৬৮৩৩।

৩৩. বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৭৭২।

ন্যায়বিচারের আদেশ দিয়েছেন আর তোমরা প্রত্যেক সিজদার সময় তোমাদের চেহারা সোজা রাখবে এবং তাঁরই ইবাদতের জন্য একনিষ্ঠ হয়ে তাঁকে ডাক। যেভাবে তিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, সেভাবে তোমরা প্রথমে ফিরে আসবে’ (আ’রাফ ৭/২৯)।

(১০) **ইখলাছযুক্ত আমলেই পুরস্কার** : সংগঠন পরিচালনার সময় আমরা পার্থিব অনেক কাজ করি এবং মনে করি এর কোন পুরস্কার নেই। অথচ ইখলাছের সাথে সম্পাদিত সকল আমলেরই পুরস্কার রয়েছে। ইখলাছের কারণে দুনিয়াবী জীবনের ব্যবসা, চাকুরী, এবং পারিবারিক কা ইবাদতে পরিণত হয়। সা’দ বিন আবী ওয়াক্বাহ (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন, **إِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا أُجِرْتَ عَلَيْهَا، حَتَّى مَا**

বলেছিলেন, **تُجْعَلُ فِي فَمِ امْرَأَتِكَ**—‘তুমি যা কিছু আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের নিয়তে (ইখলাছের সাথে) খরচ করবে অবশ্যই তার পুরস্কার পাবে। এমনকি তোমার স্ত্রীর মুখে যা তুলে দাও, তারও’।<sup>৩৪</sup> এমনকি একজন লোক চোরকে, ধনী লোককে ও বেশ্যাকেও ছাদাক্বা করার পরও তাকে বলা হ’ল (তোমার ছাদাক্বা ব্যর্থ হয়নি বরং) তোমার ছাদাক্বা পেয়ে সবাই উপদেশ গ্রহণ করবে ও ভাল হয়ে যাবে’।<sup>৩৫</sup>

আর ইখলাছযুক্ত আমলেই আল্লাহর দিকে উঠানো হবে। আবু হুরায়রা (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘কোন বান্দা ইখলাছের সাথে ‘লা- ইলা-হা ইল্লাল্লাহ’ বললে তার জন্য আকাশের দরজাগুলি খোলা হয়। ফলে উক্ত কালিমা আরশে আযীম পর্যন্ত পৌঁছে যায়, যতক্ষণ না সে কবীরাহ গুনাহে লিপ্ত হয়’।<sup>৩৬</sup>

(১১) **ইখলাছ ছাড়া দুনিয়ার সবই লানতপ্রাপ্ত** : আবুদদারদা (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, **الدُّنْيَا مَلْعُونَةٌ، مَلْعُونٌ مَا فِيهَا، إِلَّا مَا ابْتَغَى بِهِ وَجْهَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ** (ছাঃ) বলেছেন, ‘পৃথিবী অভিশপ্ত এবং অভিশপ্ত তার মধ্যে যা কিছু আছে সে সকল বস্ত্তও। তবে সেই বস্ত্ত নয় যার মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আশা করা হয়’।<sup>৩৭</sup>

(১২) **ইখলাছের কারণে বান্দা কাজ না করেও ছওয়াব পাবে** : আনাস বিন মালেক হ’তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, **أَعْطَاهُ اللَّهُ الشَّهَادَةَ مُخْلِصًا، وَإِنْ مَاتَ عَلَى فِرَاشِهِ—** ‘যে ব্যক্তি ইখলাছের সাথে শাহাদত লাভের আশায় দো‘আ করবে, আল্লাহ তাকে শহীদদের স্তরে পৌঁছে দিবেন, যদিও সে বিছানায় শুয়ে মারা যায়’।<sup>৩৮</sup> এমনকি জিহাদের মত বড় ইবাদত না করেও ছওয়াব

৩৪. বুখারী হা/৫৬; মুসলিম হা/১৬২৮; মিশকাত হা/৩০৭১।

৩৫. বুখারী হা/১৪২১; মুসলিম হা/২৪০৯।

৩৬. তিরমিযী হা/৩৫৯০; ছহীহুল জামে’ হা/৫৬৪৮; ছহীহত তারগীব হা/১৫২৪।

৩৭. সুয়ুতী : জামে’ হা/৪২৬৭, আলবানী : ছহীহত তারগীব হা/৯।

৩৮. ছহীহ ইবনু হিব্বান হা/৩১৯১; ছহীহত তারগীব হা/১২৭৮।

লাভ করবে। আনাস বিন মালেক (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এক যুদ্ধে বলেছেন, কিছু ব্যক্তি মদীনায়ে আমাদের পেছনে রয়েছে। আমরা কোন ঘাঁটি বা কোন উপত্যকায় চলিনি, তাদের সঙ্গে ব্যতীত। ওয়রই তাদের বাধা দিয়েছে'।<sup>৩৯</sup> মুসলিমের বর্ণনায় এসেছে, 'তারা (প্রতিটি ক্ষেত্রে) ছওয়াবে তোমাদের সাথে শরীক থাকে'।<sup>৪০</sup>

এমনকি দান না করেও দানশীল ব্যক্তির মত ছওয়াব পাবে ইখলাছের কারণে। আবু কাবশা আল-আনমারী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, **مَثَلُ هَذِهِ الْأُمَّةِ، كَمَثَلِ أَرْبَعَةِ نَفَرٍ، رَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا وَعِلْمًا، فَهُوَ يَعْمَلُ، بَعْلِمِهِ فِي مَالِهِ، يُنْفِقُهُ فِي حَقِّهِ، وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ عِلْمًا، وَلَمْ يُؤْتِهِ مَالًا، فَهُوَ يَقُولُ: لَوْ كَانَ لِي مِثْلُ هَذَا عَمِلْتُ فِيهِ مِثْلَ الَّذِي يَعْمَلُ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَهُمَا فِي الْأَجْرِ سَوَاءٌ...**

(১) এক ব্যক্তিকে আল্লাহ ধন-সম্পদ ও জ্ঞান দান করেছেন এবং সে তার জ্ঞান দ্বারা তার মাল ব্যবহার করে, যথার্থ খাতে তা ব্যয় করে। (২) এক ব্যক্তিকে আল্লাহ জ্ঞান দান করেছেন কিন্তু সম্পদ দান করেননি। সে বলে, ঐ ব্যক্তির অনুরূপ আমার সম্পদ থাকলে আমি তার মত তা কাজে লাগাতাম। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, এ দু'জন সমান পুরস্কার লাভের অধিকারী...।<sup>৪১</sup> সুতরাং সংগঠনভুক্ত সকলকে সকল কাজে ইখলাছসহ দীর্ঘ কাজের পরিকল্পনা রাখতে হবে যাতে ইখলাছের কারণে ছওয়াব পাওয়া যায়।

**(১৩) হিংসা থেকে অন্তরকে বিরত রাখা :** সংগঠন তথা জামা'আত ধ্বংসের অন্যতম কারণ হিংসা। এটা পূর্ববর্তী উম্মতদের খারাপ রোগ, যা সম্পর্ক নষ্টের মূল।<sup>৪২</sup> আর ইখলাছ ব্যক্তির অন্তর থেকে হিংসা দূর করে। আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, **ثَلَاثٌ لَا يُغْلُّ عَلَيْهِنَّ قَلْبُ الْمُؤْمِنِ: إِخْلَاصُ الْعَمَلِ، وَالتَّصِيحَةُ لَوْلَاةِ الْأَمْرِ، وَكَزُومُ جَسَاعَتِهِمْ،** 'তিনটি বিষয়ের উপর মুমিনের অন্তর প্রতিহিংসা বা বিদ্বেষ সৃষ্টি হয় না। আব্দুল্লাহর কাজে ইখলাছ অবলম্বন, দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির জন্য নছীহত করা এবং জামা'আতকে আঁকড়ে ধরা'।<sup>৪৩</sup>

৩৯. বুখারী হা/২৮৩৯।

৪০. মুসলিম হা/১৯১১; ইবনু মাজাহ হা/২২৫১।

৪১. ইবনু মাজাহ হা/৪২২৮; ছহীহত তারগীব হা/১৬।

৪২. তিরমিযী হা/২৫০৯; ছহীহত তারগীব হা/২৮৮৮; মিশকাত হা/৫০৩৯।

৪৩. ছহীহত তারগীব হা/৯২; আলবানী : কিতাবুস সুন্নাহ/১০৮৬।



(১৪) শয়তানের চক্রান্ত থেকে রক্ষা : শয়তান মানুষের প্রকাশ্য শত্রু। সে মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য বিভিন্নভাবে ধোঁকা দিয়ে থাকে। ইখলাছের কারণে বান্দা শয়তানের চক্রান্ত থেকে রক্ষা পাবেন। আল্লাহ বলেন, **قَالَ رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ- إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ-** (শয়তান) বলল, হে আমার রব, যেহেতু আপনি আমাকে পথভ্রষ্ট করেছেন। তাই যমীনে আমি তাদের জন্য (পাপকে) শোভিত করব এবং নিশ্চয় তাদের সকলকে পথভ্রষ্ট করব' কিন্তু আপনার খাঁটি বান্দা ব্যতীত' (হিজর ১৫/৩৯-৪০)। সুতরাং ইখলাছ অবলম্বনই হ'ল শয়তান থেকে মুক্তির অন্যতম উপায়।

(১৫) ফিৎনা-ফাসাদ থেকে মুক্তি : বর্তমান যুগ হ'ল সীমাহীন ফিৎনা-ফাসাদের যুগ। সংগঠনের প্রত্যেক নেতা-কর্মীকে এই ফিৎনার যুগে নিজেকে রক্ষা করতে ইখলাছের গুরুত্ব অপরিসীম। ইউসুফ (আঃ) ইখলাছের কারণে যেভাবে ফিৎনা বেঁচে ছিলেন তার বর্ণনা দিয়ে আল্লাহ বলেন, **وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَنْ رَأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ- كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ-** আর সে মহিলা তার প্রতি আসক্ত হ'ল, আর সেও তার প্রতি আসক্ত হ'ত, যদি না তার রবের স্পষ্ট প্রমাণ প্রত্যক্ষ করত। এভাবেই, যাতে আমি তার থেকে অনিষ্ট ও অশ্লীলতা দূর করে নেই। নিশ্চয় সে আমার খালেছ বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত' (ইউসুফ ১২/২৪)।

(১৬) ইখলাছের কারণে স্বল্প আমলও বহুগুণ বৃদ্ধি পায় : ইখলাছের অন্যতম গুরুত্ব হ'ল ইখলাছের কারণে আল্লাহ বান্দার অল্প আমলকে কবুল করে তার মর্যাদা বহুগুণ বৃদ্ধি করে দিবেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'আল্লাহ ক্বিয়ামত দিবসে আমার উম্মতের একজনকে সমস্ত সৃষ্টির সামনে আলাদা করে উপস্থিত করবেন। তিনি তার সামনে ৯৯টি আমলনামার খাতা খুলে ধরবেন। প্রতিটি খাতা দৃষ্টিসীমা পর্যন্ত বিস্তৃত হবে। তারপর তিনি প্রশ্ন করবেন, তুমি কি এগুলো হ'তে কোন একটি (গুনাহ) অস্বীকার করতে পার? আমার লেখক ফেরেশতারা কি তোমার উপর যুলুম করেছে? সে বলবে, না, হে প্রভু! তিনি আবার প্রশ্ন করবেন, তোমার কোন অভিযোগ আছে কি? সে বলবে, না, হে আমার প্রভু! তিনি বলবেন, আমার নিকট তোমার একটি ছওয়াব আছে। আজ তোমার উপর এতটুকু যুলুমও করা হবে না। তখন ছোট একটি কাগজের টুকরা বের করা হবে। তাতে লিখা থাকবে, 'আমি সাক্ষ্য প্রদান করি যে, আল্লাহ ব্যতীত আর কোন প্রভু নেই। আমি আরও সাক্ষ্য দিই যে, মুহাম্মাদ (ছাঃ) আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল'। তিনি তাকে বলবেন, দাঁড়িপাল্লার সামনে যাও। সে বলবে, হে প্রভু! এতগুলো খাতার বিপরীতে এই সামান্য কাগজটুকুর কি আর ওয়ন হবে? তিনি বলবেন, তোমার উপর কোন যুলুম করা হবে না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'তারপর খাতাগুলি এক পাল্লায় রাখা হবে এবং উক্ত টুকরাটি আরেক পাল্লায়

রাখা হবে। ওয়নে খাতাগুলির পাল্লা হালকা হবে এবং কাগজের টুকরার পাল্লা ভারী হবে। আর আল্লাহর নামের বিপরীতে কোন কিছুই ভারী হ'তে পারে না'।<sup>৪৪</sup>

রাব عمل صغير تعظمه النية، ورب عمل كبير تصغره النية. তাইতো ইবনুল মুবারক (রহঃ) বলেন, 'নিয়ত গুণে অনেক ছোট আমলও বড় আমলে পরিণত হয়; আবার অনেক বড় আমলও ছোট আমলে পরিণত হয়'।<sup>৪৫</sup>

(১৭) দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তি ও জীবিকা বৃদ্ধি : সমাজের অনেক মানুষ জীবিকা অন্বেষণ সহ বিভিন্ন কারণে দুশ্চিন্তায় থাকে। বিশেষ করে দুনিয়ার বাহ্যিক লাভহীন সংগঠনের নেতা-কর্মীরা। কিন্তু যারা ইখলাহের সাথে কাজ করে আল্লাহ তাদেরকে দুশ্চিন্তা ও জীবিকার অভাব থেকে মুক্ত রাখবেন। আনাস বিন মালেক (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ كَانَتْ الْآخِرَةُ هَمَّهُ جَعَلَ اللَّهُ غِنَاهُ فِي قَلْبِهِ وَجَمَعَ لَهُ شَمْلَهُ وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ وَمَنْ كَانَتْ الدُّنْيَا هَمَّهُ جَعَلَ اللَّهُ فَقْرَهُ 'যে ব্যক্তির একমাত্র চিন্তার বিষয় হবে পরকাল, আল্লাহ্ সেই ব্যক্তির অন্তরকে অভাবমুক্ত করে দিবেন এবং তার যাবতীয় বিচ্ছিন্ন কাজ একত্রিত করে সুসংযত করে দিবেন, তখন তার নিকট দুনিয়াটা নগণ্য হয়ে দেখা দিবে। আর যে ব্যক্তির একমাত্র চিন্তার বিষয় হবে দুনিয়া, আল্লাহ্ তা'আলা সেই ব্যক্তির ও অভাব-অনটন দু'চোখের সামনে লাগিয়ে রাখবেন এবং তার কাজগুলো এলোমেলো ও ছিন্নভিন্ন করে দিবেন। তার জন্য যা নির্দিষ্ট রয়েছে, দুনিয়াতে সে এর চাইতে বেশী পাবে না'।<sup>৪৬</sup>

(১৮) আল্লাহর চেহারার দর্শন লাভ : ক্বিয়ামতের দিন এবং জান্নাতে মুমিন বান্দার অন্যতম নে'মত হ'ল আল্লাহকে দর্শন লাভ করা।<sup>৪৭</sup> আল্লাহকে দর্শন লাভের অন্যতম আমল হ'ল ইখলাহ। আল্লাহ বলেন, وَسَيُجِيبُهَا أَتَقَى - الَّذِي يُرِي مَالَهُ يَتَزَكَّى - وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى - إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى - وَلَسَوْفَ يَرُضَى 'আর তা থেকে দূরে রাখা হবে মুত্তাকীকে। যে তার সম্পদ দান করে আত্মশুদ্ধির উদ্দেশ্যে, আর তার প্রতি কোন অনুগ্রহ নেই, যার প্রতিদান দিতে হবে। কেবল তার মহান রবের চেহারার প্রত্যাশায়। অচিরেই সে সন্তোষ লাভ করবে'।

৪৪. তিরমিযী হা/২৬৩৯; ইবনু মাজাহ হা/৪৩০০; সিলসিলা ছহীহা হা/১৩৫।

৪৫. জামেউল উলুম ওয়াল হিকাম ১/১৩, আত-তাহরীক, মার্চ ২০১৯, পৃ. ৬১।

৪৬. তিরমিযী হা/২৪৬৫; ছহীছুল জামে' হা/৬৫১০; ছহীছত তারগীব হা/৩১৬৯।

৪৭. ক্বিয়ামাহ ৭৫/২২, ইউনুস ১০/২৬, বুখারী হা/৭৪৩৪।

(লায়েল ৯২/১৭-২১)। এ আয়াতের ব্যাখ্যায় ইবনু কাছির (রহঃ) বলেন, ‘এ ব্যক্তি দান করে কেবলমাত্র এই আকাংখায় যেন আখেরাতে জান্নাতের বাগিচায় তার জন্য আল্লাহর দর্শন লাভের সৌভাগ্য অর্জন হয়’।<sup>৪৮</sup>

(১৯) রাসূল (ছাঃ)-এর শাফা‘আত লাভ : আবু হুরায়রা (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)-কে প্রশ্ন করা হ’ল, হে আল্লাহর রাসূল! কিয়ামতের দিন আপনার সুফারিশ লাভের ব্যাপারে কে সবচেয়ে সৌভাগ্যবান হবে? রাসূল (ছাঃ) বললেন, আবু হুরায়রা! আমি মনে করেছিলাম, এ বিষয়ে তোমার পূর্বে আমাকে আর কেউ জিজ্ঞেস করবে না। কেননা আমি দেখেছি হাদীছের প্রতি তোমার বিশেষ ঝোঁক রয়েছে। أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، ‘কিয়ামতের দিন আমার শাফা‘আত লাভে সবচেয়ে সৌভাগ্যবান হবে সেই ব্যক্তি যে একনিষ্ঠচিত্তে ‘লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ (আল্লাহ ব্যতীত প্রকৃত কোন ইলাহ নেই) বলে’।<sup>৪৯</sup>

(২০) ইখলাছের অভাব জাহান্নামে যাওয়ার কারণ : ইখলাছবিহীন সকল আমলই আল্লাহ বাতিল করে দিবেন এবং জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন। যেমন—কিয়ামতের দিন প্রথম বিচার করা তিনজন লোকের অবস্থা। যাদের একজন ছিলেন শহীদ, আরেকজন আলেম, আর অন্যজন দানশীল। কিন্তু ইখলাছ না থাকার কারণে তাদেরকে আল্লাহ জাহান্নামে দিবেন।<sup>৫০</sup> আবু হুরায়রা (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন، أَن رَّجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! رَجُلٌ يُرِيدُ الْجِهَادَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَهُوَ يَتَغَيَّرُ عَرَضًا ‘এক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহর রাসূল! এক ব্যক্তি জিহাদ করতে চায়, কিন্তু সে তাতে পার্থিব কোন স্বার্থ কামনা করে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, ‘তার জন্য কোন প্রতিদান নেই’। লোকটি এ একই কথা তিনবার বলল। নবী করীম (ছাঃ) প্রত্যেকবারেই উত্তরে বললেন, ‘তার জন্য কোন প্রতিদান নেই’।<sup>৫১</sup>

(২১) জাহান্নাম থেকে রক্ষা ও জান্নাতে প্রবেশ : বান্দা যে সকল কাজের বিনিময়ে জান্নাত লাভ করবে ও জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাবে ইখলাছ মধ্যে তার অন্যতম। إِنَّكُمْ لَذَائِقُو الْعَذَابِ الْأَلِيمِ- وَمَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ- আল্লাহ বলেন,

৪৮. তাফসীরে ইবনু কাছির, সূরা লায়ল ২০ নং আয়াতের তাফসীর দ্রঃ।

৪৯. বুখারী হা/৯৯; ছহীহুল জামে‘ হা/৯৬৭।

৫০. আহমাদ হা/৮২৬০; মুসলিম/১৯০৫; নাসাঈ হা/৩১৩৭; ছহীহুল জামে‘ হা/২০১৪।

৫১. আবুদাউদ হা/২৫১৬; ইবনু হিব্বান হা/৪৬৩৭; মিশকাত হা/৩৮৪৫।

إِلَّا عَبْدَ اللَّهِ الْمُخْلِصِينَ - أُولَئِكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَعْلُومٌ - فَوَآكِهُ وَهُمْ مُكْرَمُونَ - فِي

অবশ্যই তোমরা যন্ত্রণাদায়ক আযাব আশ্বাদন করবে। আর তোমরা

যে আমল করবে শুধু তারই প্রতিদান তোমাদেরকে দেয়া হবে। অবশ্য আল্লাহ্র মুখলিছ বান্দারা ছাড়া, তাদের জন্য থাকবে নির্ধারিত রিয়িক, ফলমূল; আর তারা থাকবে সম্মানিত, নে'মত ভরা জান্নাতে' (ছাফফাত ৩৭/৩৮-৪৩)। অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন, 'কিন্তু তারা তাকে অস্বীকার করেছিল, ফলে তাদেরকে অবশ্যই (আযাবের জন্য) উপস্থিত করা হবে। আল্লাহ্র মুখলেছ বান্দাগণ ছাড়া' (ছাফফাত ৩৭/১২৭-১২৮)।

(২২) জান্নাতবাসীদের অন্যতম গুণ : জান্নাতবাসীদের গুণ বর্ণনা করে আল্লাহ

বলেন, 'إِنَّمَا نَطْعِمُكُمْ لِرِجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكْرًا',

আমরা তো আল্লাহ্র সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে তোমাদের খাদ্য দান করি। আমরা তোমাদের থেকে কোন প্রতিদান চাই না এবং কোন শোকরও না' (দাহ্র ৭৬/৯)। ওমর ইবনুল

খাত্তাব (রাঃ) বলেন, 'إِنِّي لَأَعْلَمُ كَلِمَةً لَا يَقُولُهَا عَبْدٌ حَقًّا مِنْ قَلْبِهِ فَيَمُوتُ عَلَى

ذَلِكَ إِلَّا حُرَّمَ عَلَى النَّارِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

অন্তরে বিশ্বাস করে বলবে এবং এর উপর মৃত্যুবরণ করবে তার জন্য জাহান্নামের আগুন হারাম করা হবে। (বাক্যটি হ'ল) আল্লাহ ছাড়া সত্য কোন ইলাহ নেই'।<sup>৫২</sup>

পরিশেষে বলব, সাংগঠনিক জীবন যাপন করে সম্মিলিত প্রচেষ্টায় দাওয়াতী কাজ করা যেমন যরুরী; তেমনি জীবনের প্রতিটি কাজে ইখলাছ অবলম্বন করা করাও অতীব যরুরী। আল্লাহকে যথাযথভাবে না চেনা, দুনিয়ার লোভ, স্বার্থ, আমিত্ব ও শয়তানের চক্রান্তসহ নানাবিধ কারণে আমাদের ইখলাছ বিনষ্ট হয়। শয়তান যখন মানুষকে সৎআমল থেকে বাধাগ্রস্ত করতে ব্যর্থ হয়, তখনই তার সর্বশেষ চেষ্টা থাকে ইখলাছ নষ্ট করা। সুতরাং সৎআমলকারীদের অন্যতম জিহাদ হল রিয়ার বিরুদ্ধে জিহাদ, ইখলাছ অর্জনের জিহাদ। আল্লাহ্র কাছে সর্বশেষ দো'আ, আল্লাহ আমাদেরকে সাংগঠনিক ও ব্যক্তিগত জীবনের সকল ক্ষেত্রে ইখলাছ অবলম্বনের মাধ্যমে রাসূল (ছাঃ)-এর শাফা'আত লাভের তাওফীক দান করুন এবং জান্নাতে আল্লাহ্র দর্শন লাভে ধন্য করুন।-আমীন!

৫২. আহমাদ হা/৪৪৭; ছহীহ ইবনু হিব্বান হা/২০৪; ছহীহত তারগীব হা/১৫২৮।



## উপমহাদেশে আহলেহাদীছ জামা'আতের সাংগঠনিক ইতিহাস (১৮৯৫-২০২৪)

-ড. নূরুল ইসলাম\*

### ভূমিকা :

বিশ্বে যতগুলি ইসলামী আন্দোলন রয়েছে, তার মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রাচীন এবং নির্ভেজাল হ'ল 'আহলেহাদীছ আন্দোলন'। দুনিয়ার মানুষকে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের মর্মমূলে জমায়েত করার জন্য ছাহাবায়ে কেরামের যুগ হ'তে চলে আসা নির্ভেজাল ইসলামী আন্দোলনের নামই হ'ল 'আহলেহাদীছ আন্দোলন'। এ আন্দোলনের লক্ষ্য আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন। এর ভিত্তি পবিত্র কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ। আহলেহাদীছ আন্দোলন কোন মতবাদ বা School of thought-এর দিকে আহ্বান জানায় না বরং একটি পথের দিকে আহ্বান জানায়। যে পথ আল্লাহ প্রেরিত সর্বশেষ অহি-র পথ। যা পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের পথ। এ পথের শেষ ঠিকানা জান্নাত।

শাহ অলিউল্লাহ মুহাদ্দিছ দেহলভী (১৭০৩-১৭৬২)-এর শিক্ষায় উদ্বুদ্ধ হয়ে সাইয়িদ আহমাদ ব্রেলভী (১৭৮৬-১৮৩১) ও শাহ ইসমাঈল শহীদ (১৭৭৯-১৮৩১) ও তাঁদের অনুসারী পাটনার ছাদিকপুরী পরিবারের নেতৃত্বে পরিচালিত কিঞ্চিদধিক সোয়াশো বছর (১৮১৬-১৯৫১) ব্যাপী জিহাদ আন্দোলন সমগ্র ভারতীয় উপমহাদেশে রাজনৈতিক সচেতনতা সৃষ্টির সাথে সাথে আমল বিল হাদীছের প্রতি মুসলমানদের ঈমানী দায়িত্বানুভূতি সৃষ্টি করে। এর ফলে আহলেহাদীছ আন্দোলন একটি ব্যাপকভিত্তিক সামাজিক আন্দোলনে রূপ নেয়। বিশেষত মিয়াঁ নায়ীর হুসাইন মুহাদ্দিছ দেহলভীর (১৮০৫-১৯০২) প্রায় পোঁণে এক শতাব্দীকাল ব্যাপী (১২৪৬-১৩২০ হি.) শিক্ষকতার জীবনে ভারতবর্ষ ও দক্ষিণ এশিয়ার বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে থাকা তাঁর বিপুল ছাত্রবাহিনী পরবর্তীতে উপমহাদেশে আহলেহাদীছ আন্দোলনকে সাংগঠনিক কাঠামোয় রূপ দেওয়ার চেষ্টা করেন। মিয়াঁ ছাহেবের মৃত্যুর ৭ বছর পূর্বে দিল্লীতে 'জামা'আতে গোরাবায়ে আহলেহাদীছ' প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে যার গুণসূচনা হয়েছিল। আলোচ্য প্রবন্ধে ১৮৯৫-২০২৪ সাল পর্যন্ত উপমহাদেশে আহলেহাদীছ জামা'আতের ১৩০ বছরের সাংগঠনিক ইতিহাসের অথৈ সমুদ্রের সংক্ষিপ্ত বিবরণ উপস্থাপিত হ'ল।-

\*সাবেক কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি (২০১২-১৪ সেশন), বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ ও ভাইস প্রিন্সিপাল, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী।

## ১. জামা'আতে গোরাবায় আহলেহাদীছ (১৮৯৫) :

এটি ভারতবর্ষের সবচেয়ে প্রাচীন ও সর্বপ্রথম আহলেহাদীছ সংগঠন। মিয়াঁ নাযীর হুসাইন মুহাদ্দিছ দেহলভীর (১৮০৫-১৯০২) খ্যাতিমান ছাত্র মাওলানা আব্দুল ওয়াহ্‌হাব মুহাদ্দিছ দেহলভী (১৮৬৬-১৯৩৩) ১৩১৩ হিঃ/১৮৯৫ খ্রিষ্টাব্দে বায়'আত ও ইমারত ভিত্তিক এই সংগঠনটি দিল্লীতে প্রতিষ্ঠা করেন। তদানীন্তন সময়ে শারঈ ইমারতের ভিত্তিতে জামা'আত গঠনের মাধ্যমে ইসলামী শরী'আতের বিধান অনুযায়ী সার্বিক জীবন পরিচালনার চিরন্তন সূন্যাত মুসলিম সমাজ ভুলতে বসেছিল। তারা বিচ্ছিন্ন জীবন যাপনে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিল। ফলে শিরকী, বিদ'আতী ও অনৈসলামিক সামাজিক নেতৃত্বের অধীনে তাদের ঈমান-আমল সব প্রায় খুইয়ে বসেছিল।<sup>৫৩</sup> এহেন পরিস্থিতিতে মাওলানা আব্দুল ওয়াহ্‌হাব মুহাদ্দিছ দেহলভী (রহঃ) জামা'আতী যিন্দেগী সংক্রান্ত কুরআন মাজীদেবর আয়াত ও হাদীছগুলিকে সামনে রেখে আহলেহাদীছ জামা'আতকে সুশৃঙ্খলভাবে ঐক্যবদ্ধ জামা'আতী জীবন গঠনের দাওয়াত দিতে থাকেন এবং তাদের মনোজগতে সাংগঠনিক অনুভূতি জাগ্রত করার প্রয়াস চালিয়ে যান। তিনি উদাহরণ দিয়ে তাদেরকে বুঝাতে থাকেন যে, একাকী জীবন যাপনকারী ব্যক্তি দলছুট ছাগীর ন্যায়, নেকড়ে যাকে খেয়ে ফেলে। আহলেহাদীছদের মন-মগজে মাওলানার এই উদাত্ত আহ্বান ও একনিষ্ঠ দাওয়াত যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে। তারা তাঁকে নেতৃত্ব গ্রহণের জন্য জোরাজুরি করতে থাকেন। কিন্তু তিনি বরাবরই অস্বীকৃতি জানাতে থাকেন এবং বলেন যে, তোমরা আমার চেয়ে ভাল ও যোগ্য নেতৃত্ব খোঁজ কর। অবশেষে শুভানুধ্যায়ী ও ভক্তদের চাপে তিনি নেতৃত্ব গ্রহণ করতে বাধ্য হন এবং 'জামা'আতে গোরাবায় আহলেহাদীছ' নামে সংগঠন কায়ম করেন।<sup>৫৪</sup>

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, **بَدَأَ الْإِسْلَامُ غَرِيبًا وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَأَ فَطُوبَى لِلْغُرَبَاءِ** 'ইসলাম শুরু হয়েছে অল্পসংখ্যক লোকের মাধ্যমে এবং অতিনীঘ সে তার শুরুর অবস্থায় ফিরে আসবে। অতএব সুসংবাদ হ'ল সেই অল্পসংখ্যক লোকদের জন্য'।<sup>৫৫</sup> এই হাদীছে বর্ণিত **فَطُوبَى لِلْغُرَبَاءِ** অনুসারে এই জামা'আতের নাম 'জামা'আতে গোরাবায় আহলেহাদীছ' রাখা হয়।<sup>৫৬</sup>

৫৩. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব, আহলেহাদীছ আন্দোলন উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ দক্ষিণ এশিয়ার প্রেক্ষিত সহ (রাজশাহী : হাদীছ ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১ম প্রকাশ, ফেব্রুয়ারী ১৯৯৬), পৃ. ৩৬২-৬৩, ৩৯৭।

৫৪. মুহাম্মাদ রামাযান ইউসুফ সালাফী, মাওলানা আব্দুল ওয়াহ্‌হাব মুহাদ্দিছ দেহলভী আওর উনকা খান্দান (করাচী : প্রচার ও প্রকাশনা বিভাগ, মারকাযী দারুল ইমারত, জামা'আতে গোরাবায় আহলেহাদীছ, ১ম প্রকাশ, জানুয়ারী ২০১০), পৃ. ৭৬-৭৭।

৫৫. মুসলিম হা/১৪৫, 'ঈমান' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৬৫; মিশকাত, হা/১৫৯, 'ঈমান' অধ্যায়, 'কিতাব ও সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরা' অনুচ্ছেদ।

৫৬. মাওলানা আব্দুল ওয়াহ্‌হাব মুহাদ্দিছ দেহলভী আওর উনকা খান্দান, পৃ. ৭৭।

১৮৯৫ খ্রিষ্টাব্দে দিল্লীতে উপস্থিত কিঞ্চিদধিক ১২জন নেতৃস্থানীয় আহলেহাদীছ আলেম ও সরদার কর্তৃক তাঁর হাতে বায়'আত গ্রহণের মাধ্যমে নবপ্রতিষ্ঠিত এই সংগঠনের যাত্রা শুরু হয়। মাওলানা আব্দুল ওয়াহ্‌হাব এই জামা'আতের 'ইমাম' নিযুক্ত হন। আক্বীদা ও আমলের দিক থেকে এই জামা'আত আহলেহাদীছদের মধ্যে নতুন কোন জামা'আত ছিল না। ভারতবর্ষে সাইয়িদ আহমাদ ব্রেলভী ও শাহ ইসমাঈল শহীদ (রহঃ) প্রতিষ্ঠিত জামা'আতে মুজাহিদীনের পরে এটিই ছিল ভারতের প্রথম ইমারতভিত্তিক ইসলামী জামা'আত বা সংগঠন।<sup>৫৭</sup> এই জামা'আত শরী'আত বিরোধী কোন রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করে না। অবশ্য মুসলিম উম্মাহর সাথে সাধারণভাবে এবং জামা'আতের সাথে বিশেষভাবে সম্পৃক্ত জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিষয়সমূহে মতামত ব্যক্ত করে। এই সংগঠনের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ পাশ্চাত্য গণতন্ত্র সমর্থন করেন না।<sup>৫৮</sup>

কুরআন ও হাদীছের প্রচার-প্রসারের জন্য ১৩৩৮ হিজরীর (১৯২০ খ্রিঃ) শা'বান মাসে 'আহলেহাদীছ' নামে তিনি দিল্লী থেকে একটি মাসিক পত্রিকা বের করেন। এটি ছিল 'জামা'আতে গোরাবায়ে আহলেহাদীছ'-এর মুখপত্র। একই নামে মাওলানা ছানউল্লাহ অমৃতসরীও অমৃতসর থেকে পত্রিকা প্রকাশ করছিলেন। তাই অমৃতসরীর পরামর্শে পত্রিকার নাম পরিবর্তন করে রাখা হয় 'হামদরদে আহলেহাদীছ'। কিছুদিন এ নামেই পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়। কিন্তু 'আহলেহাদীছ' নামে সরকারী রেজিস্ট্রেশন থাকায় ১৩৪০ হিজরীতে উক্ত নাম পরিবর্তন করে 'ছহীফায়ে আহলেহাদীছ' রাখা হয়। যেটি করাচী থেকে পাক্ষিক হিসাবে প্রকাশিত হচ্ছে। বর্তমানে এর প্রধান সম্পাদক মাওলানা আব্দুল জাক্বার সালাফী এবং তত্ত্বাবধায়ক আমীরে জামা'আত মাওলানা আব্দুর রহমান সালাফী। উপমহাদেশে আহলেহাদীছ জামা'আতের এটিই সবচেয়ে প্রাচীন পত্রিকা, যা অদ্যাবধি নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে।<sup>৫৯</sup>

১৯৩৩ সালে মাওলানা আব্দুল ওয়াহ্‌হাব দেহলভী মৃত্যুবরণ করলে তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র মাওলানা আব্দুস সাত্তার দেহলভী (১৯০৫-১৯৬৬) জামা'আতের 'ইমাম' নিযুক্ত হন এবং দীর্ঘ ৩৪ বছর (১৯৩৩-১৯৬৬) নেতৃত্ব প্রদান করেন। তিনি ছিলেন এই জামা'আতের দ্বিতীয় ইমাম। তাঁর মৃত্যুর পর মাওলানা আব্দুল গাফফার সালাফী জামা'আতের ৩য় ইমাম নিযুক্ত হন। যিনি ১৯৬৬ সালের সেপ্টেম্বর মাস থেকে ১৯৭৭ সালের ২১শে অক্টোবর পর্যন্ত ১১ বছর ইমারতের দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পর সংগঠনের কেন্দ্রীয় 'দারুল ইমারত' দিল্লী হ'তে ১নং

৫৭. আহলেহাদীছ আন্দোলন, পৃ. ৩৬২-৬৪, ৩৯৭; মাওলানা আব্দুল ওয়াহ্‌হাব মুহাদ্দিছ দেহলভী আওর উনকা খান্দান, পৃ. ৭৭।

৫৮. আহলেহাদীছ আন্দোলন, পৃ. ৩৬৪।

৫৯. মাওলানা আব্দুল ওয়াহ্‌হাব মুহাদ্দিছ দেহলভী আওর উনকা খান্দান, পৃ. ৭৯-৮০; মাওলানা মুহাম্মাদ মুস্তাক্কিম সালাফী, জামা'আতে আহলেহাদীছ কী ছাহাফাতী খিদমত (বেনারস : আল-ইয্‌যাহ ইউনিভার্সাল, জানুয়ারী ২০১৪), পৃ. ৩০-৩১।

বান্স রোড, করাচীতে স্থানান্তরিত হয় এবং ‘মাদ্রাসা দারুস সালাম’ নামে তার সংলগ্ন কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কয়েম হয়। মাওলানা আব্দুর রহমান সালাফী ১৯৭৭ সাল থেকে উক্ত জামা‘আতের চতুর্থ ইমাম হিসাবে দায়িত্ব পালন করছেন। পাকিস্তানে বর্তমানে এই জামা‘আতের অধীনে ৩০টি দ্বীনী মাদ্রাসা পরিচালিত হচ্ছে। করাচীর গুলশান ইকবাল ব্লক-৬ এ অবস্থিত ‘জামে‘আ সাত্তারিয়া’ (১৯৭৮) এই জামা‘আতের কেন্দ্রীয় মাদ্রাসা। পাকিস্তানে এর একশ’র মত শাখা সংগঠন রয়েছে। আমেরিকার হিউস্টন (টেক্সাস) শহরেও এই জামা‘আতের একটি শাখা ও মসজিদ রয়েছে।<sup>৬০</sup>

উল্লেখ্য যে, দেশ বিভাগের পর মাওলানা আব্দুল ওয়াহ্‌হাব পুত্র মাওলানা আব্দুল ওয়াহিদ সালাফী দেহলভী (১৯১৪-১৯৯৮) শুভাকাজীদেবের অনুরোধে দিল্লীতেই থেকে যান এবং জামা‘আতে গোরাবায় আহলেহাদীছ, হিন্দ-এর আমীর নিযুক্ত হন। আমৃত্যু তিনি সংগঠনের নেতৃত্ব প্রদানের পাশাপাশি পিতার প্রতিষ্ঠিত ‘দারুল কিতাব ওয়াস সুন্নাহ’ মাদ্রাসায় শায়খুল হাদীছ হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন।<sup>৬১</sup>

## ২. অল ইণ্ডিয়া আহলেহাদীছ কনফারেন্স (১৯০৬) :

১৯০৬ সালের ২২ ও ২৩শে ডিসেম্বর ভারতের বিহার প্রদেশের আরাহ শহরে অবস্থিত ‘মাদ্রাসা আহমাদিয়াহ’-এর বার্ষিক জালসা অনুষ্ঠিত হয়। এতে ভারতবর্ষের বহু খ্যাতিমান আহলেহাদীছ আলেম-ওলামা ও আলোচকবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন। দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা আহলেহাদীছ আলেম-ওলামাসহ জনসাধারণকে সুসংগঠিত করার লক্ষ্যে উক্ত জালসায় উপস্থিত সুধীবৃন্দ ও ওলামায়ে কেরামের সর্বসম্মতিক্রমে ১৯০৬ সালে ‘অল ইণ্ডিয়া আহলেহাদীছ কনফারেন্স’ নামে এই সংগঠনটি প্রতিষ্ঠিত হয়।<sup>৬২</sup>

‘উসতায়ুল আসাতিয়াহ’ (শিক্ষককুলের শিক্ষক) মাওলানা হাফেয আব্দুল্লাহ গাযীপুরী এর প্রথম সভাপতি (ছদর), মাওলানা আব্দুল আযীয রহীমাবাদী প্রথম সহ-সভাপতি (নায়েবে ছদর), মাওলানা ছানাউল্লাহ অমৃতসরী প্রথম সাধারণ সম্পাদক (নায়েবে আ’লা), মাওলানা মুহাম্মাদ ইবরাহীম মীর শিয়ালকোটী প্রথম সহ-সম্পাদক (নায়েবে নায়েম) এবং আবুদাউদের বিশ্ববিখ্যাত ভাষ্যগ্রন্থ ‘আওনুল মা‘বুদ’-এর রচয়িতা আল্লামা শামসুল হক আযীমাবাদী প্রথম কোষাধ্যক্ষ (খায়েন) নির্বাচিত হন। এঁরা সবাই মিয়া নায়ীর হুসাইন মুহাদ্দিছ দেহলভীর প্রথম সারির ছাত্র ছিলেন। দিল্লীতে এর সদর দফতর স্থাপনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। বিভিন্ন কারণে সভাপতি পরিবর্তন হ’লেও

৬০. আহলেহাদীছ আন্দোলন, পৃ. ৩৬৩-৬৪; আছিফ জাবেদ, আহলেহাদীছ ফিকর : তাজমিয়াতী মুতালা‘আ, লাহোর : শায়খ য়ায়েদ ইসলামিক সেন্টার, পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়, এম.ফিল থিসিস, সেশন : ২০০৯-২০১১, পৃ. ৩৯।

৬১. নূরুল ইসলাম, মাওলানা আব্দুল ওয়াহ্‌হাব মুহাদ্দিছ দেহলভী, মাসিক আত-তাহরীক, ১৮/৮ সংখ্যা, মে’১৫, পৃ. ৩১।

৬২. মাওলানা মুহাম্মাদ ইসহাক ভাট্টী, বারের ছাগীর মেনে আহলেহাদীছ কী সারগুয়াশত (লাহোর : আল-মাকতাবা আস-সালাফিয়াহ, ১ম প্রকাশ, ফেব্রুয়ারী ২০১২), পৃ. ১৪।



মাওলানা ছানাউল্লাহ অমৃতসরী ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত সম্পাদক ও আল্লামা আযীমাবাদী আমৃত্যু কোষাধ্যক্ষ পদে স্বগৌরবে বহাল ছিলেন।<sup>৬৩</sup>

উপরোক্ত খ্যাতিমান আহলেহাদীছ আলেমগণ সহ মাওলানা আব্দুল জব্বার গযনভী, আল্লামা আব্দুর রহমান মুবারকপুরী, মাওলানা শাহ আয়নুল হক ফলওয়ামী, মাওলানা মুহাম্মাদ হুসাইন বাটালভী, মাওলানা আহমাদুল্লাহ প্রতাপগড়ী, কাযী মুহাম্মাদ সুলাইমান মানছুরপুরী, মাওলানা শারফুদ্দীন মুহাদ্দিছ দেহলভী, হাফেয আব্দুল্লাহ আরাভী, মাওলানা আব্দুল হাকীম (পাটনা), হাফেয আব্দুল মান্নান ওয়াযীরাবাদী, মাওলানা আবুল কাসেম সায়েফ বেনারসী প্রমুখ ওলামায়ে কেরামকে এই সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে গণ্য করা হয়।<sup>৬৪</sup>

সমগ্র ভারতবর্ষে অল ইণ্ডিয়া আহলেহাদীছ কনফারেন্সকে পরিচিতি করানো, দাওয়াতী কাজ বেগবান এবং বিভিন্ন স্থানে এর শাখা গঠনের জন্য মাওলানা আব্দুল আযীয রহীমাবাদীকে প্রধান করে মাওলানা ছানাউল্লাহ অমৃতসরী ও মাওলানা মুহাম্মাদ ইবরাহীম মীর শিয়ালকোটি সমন্বয়ে ৩ সদস্য বিশিষ্ট একটি দাওয়াতী টিম গঠিত হয়।<sup>৬৫</sup> এই তিন বরেন্য আলেমে দ্বীন আড়াই মাস ব্যাপী<sup>৬৬</sup> পাক্কাব থেকে বাংলাদেশ পর্যন্ত দাওয়াতী সফর করে কনফারেন্স গঠনের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য মানুষের সামনে তুলে ধরেন, আহলেহাদীছদেরকে ঐক্যবদ্ধ জামা'আতী জীবন গঠনের দাওয়াত দেন এবং সংগঠনের আঞ্জুমান বা শাখা গঠনের প্রতি উৎসাহিত করেন। এর ফলশ্রুতিতে অল্প দিনের মধ্যেই দেশব্যাপী বহু শাখা গঠিত হয়। মাওলানা ছফিউর রহমান মুবারকপুরী বলেন, 'এই আঞ্জুমানগুলিই সেই সময় ধর্মীয় ও সামাজিক কর্মতৎপরতার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্থানীয় মারকায ছিল'।<sup>৬৭</sup>

মজার ব্যাপার হ'ল, সেই সময় রাজশাহীতে ব্যবসারত হাফেয মুহাম্মাদ আমীন দেহলভীর আস্থানে সাড়া দিয়ে এই দাওয়াতী প্রতিনিধি দলটি রাজশাহী থেকে তাদের দাওয়াতী সফর শুরু করেছিলেন। দীর্ঘ কষ্টকর সফর শেষে তারা এখানে এসে পৌঁছেছিলেন। মাওলানা ছানাউল্লাহ অমৃতসরী জনগণের সামনে উর্দুতে সফরের উদ্দেশ্য বর্ণনা করে বক্তৃতা করছিলেন। কিন্তু গ্রাম-গঞ্জ থেকে আগত বাঙ্গালীরা

৬৩. আহলেহাদীছ আন্দোলন, পৃ. ৩৬৮; হাফেয শাহেদ রফীক, ইয়াদগারে সালাফ (গুজরানওয়ালা : দারু আবিতি ত্বইয়িব, প্রথম প্রকাশ, ২০১৯), পৃ. ২২৬-২৭; মুহাম্মাদ তানযীল ছিদ্বীকী হুসাইনী, বারের ছাগীর মে আছহাবুল হাদীছ : এক মুতালা'আ (গুজরানওয়ালা : দারু আবিতি ত্বইয়িব, ২০২১), পৃ. ২০৯।

৬৪. প্রফেসর ড. আব্দুল গফুর রাশেদ, আহলেহাদীছ মনযিল বা মনযিল (লাহোর : মারকাযী জমঈয়ে আহলেহাদীছ পাকিস্তান, ১ম প্রকাশ, মে ২০০১), পৃ. ৬৯-৭০; ১২০; ইয়াদগারে সালাফ, পৃ. ২২৭।

৬৫. বারের ছাগীর মে আহলেহাদীছ কী সারগুযাশত, পৃ. ১৪-১৫।

৬৬. মুফতী মুহাম্মাদ আব্দুল আল-ফালাহ, তাহরীকে আহলেহাদীছ কে চান্দে আওরাক (ফয়ছালাবাদ, পাকিস্তান : জামে'আ সালাফিয়াহ, ১ম প্রকাশ, ১৯৯১), পৃ. ৯৮।

৬৭. মাওলানা ছফিউর রহমান মুবারকপুরী, ফিতনাকে কাদিয়ানিয়াত আওর মাওলানা ছানাউল্লাহ অমৃতসরী (বেনারস : জামে'আ সালাফিয়াহ, ১৯৭৯), পৃ. ৪৫-৪৬।

মাওলানার বক্তব্য বুঝতে পারছিলেন না। একজন শ্রোতা দাঁড়িয়ে বলেই ফেলে, আমরা মাওলানার কথা বুঝতে পারছি না। এ সময় একজন বাঙ্গালী, যিনি উর্দু বুঝতেন, তিনি মাওলানার বক্তব্য বাংলায় অনুবাদ করে দেন। এতে উপস্থিত জনতা অত্যন্ত উৎফুল্ল হয়। তারা তাদের সাধ্যানুযায়ী প্রতিনিধি দলকে সাহায্য-সহযোগিতা প্রদান করে এবং সংগঠনের কর্মতৎপরতা বৃদ্ধিতে সর্বাভ্যুতকভাবে অংশগ্রহণের অঙ্গীকার ব্যক্ত করে।<sup>৬৮</sup>

অল ইণ্ডিয়া আহলেহাদীছ কনফারেন্সের উদ্যোগে প্রত্যেক বছর সাধারণত তিন দিন ব্যাপী বার্ষিক জালসা অনুষ্ঠিত হ'ত। শীর্ষস্থানীয় ওলামায়ে কেরাম ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ এসব জালসাসমূহে সভাপতির পদ অলংকৃত করতেন। ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পূর্ব পর্যন্ত ভারতের ১৯টি শহরে এর মোট ২৪টি বার্ষিক জালসা অনুষ্ঠিত হয়। ১৯১২ সালের ২৪ ও ২৫শে ফেব্রুয়ারী দিল্লীতে এর প্রথম এবং সেখানেই ১৯৪৪ সালের ৭, ৮ ও ৯ই মার্চ শেষ জালসা অনুষ্ঠিত হয়।<sup>৬৯</sup> তদানীন্তন প্রেক্ষাপটে আহলেহাদীছ জামা'আতের সাংগঠনিক ও দাওয়াতী কর্মতৎপরতা বৃদ্ধি এবং বিভিন্ন বাতিল ফিরকার ভ্রান্ত মতবাদ খণ্ডনে এই জালসা সমূহের প্রভাব ছিল ব্যাপক ও সুদূরপ্রসারী। ফলত এই কনফারেন্সের বদৌলতেই সমগ্র ভারতের আহলেহাদীছ জামা'আত এক মোহনায় এসে মিলিত হয়েছিল। মাওলানা ছানাউল্লাহ অমৃতসরী সম্পাদিত সাপ্তাহিক 'আহলেহাদীছ' এর মুখপত্রের ভূমিকা পালন করেছিল।<sup>৭০</sup> দেশের বিভিন্ন স্থানে মুবাশ্বিগ প্রেরণ, বই প্রকাশ ও ফ্রি বিতরণ, মাদ্রাসা পরিচালনা, সমাজকল্যাণমূলক কর্মকাণ্ড প্রভৃতি মাধ্যমে সংগঠনটি তার দাওয়াতী কর্মতৎপরতা অব্যাহত রেখেছিল।

### ৩. আঞ্জুমানে আহলেহাদীছ লাহোর (১৯০১) :

অল ইণ্ডিয়া আহলেহাদীছ কনফারেন্স গঠনের পাঁচ বছর পূর্বে ১৯০১ সালে 'মারকাযী জমঈয়তে আহলেহাদীছ পাকিস্তান'-এর প্রথম সেক্রেটারী জেনারেল প্রফেসর আব্দুল কাইয়ুমের নানা মৌলভী সুলতান আহমাদ ও পিতা মুনশী ফয়লুদ্দীনের বাড়িতে লাহোরের আহলেহাদীছ আলেমগণ একত্রিত হন এবং 'হালকায়ে আহবাবে আহলেহাদীছ' নামে সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। এর প্রথম ছদর বা সভাপতি নির্বাচিত হন মৌলভী সুলতান আহমাদ।<sup>৭১</sup> ১৯০৬ সালে এর নাম পরিবর্তন করে 'মজলিসে আহলেহাদীছ' রাখা হয়। অতঃপর ১৯০৯ সালের ১০ই এপ্রিল উক্ত সংগঠনের

৬৮. সাপ্তাহিক আহলেহাদীছ, অমৃতসর, ২৯শে নভেম্বর ১৯৪০; আব্দুল মুবীন নাদভী, আশ-শায়খ আল-আল্লামা আবুল অফা ছানাউল্লাহ আল-আমরিতসারী জুহুদুহ আদ-দা'বিয়াহ ওয়া আহারুহ আল-ইলমিহিয়াহ (বেনারস : জামে'আ সালাফিহিয়াহ, ২০১৬), পৃ. ১৪০-১৪১।

৬৯. বারের ছাগীর মৈ আহলেহাদীছ কী সারগুয়াশত, পৃ. ১৫-১৭।

৭০. ফিতনায়ে কাদিয়ানিয়াত আওর মাওলানা ছানাউল্লাহ অমৃতসরী, পৃ. ৪৬।

৭১. বারের ছাগীর মৈ আহলেহাদীছ কী সারগুয়াশত, পৃ. ১৯; আহলেহাদীছ মনযিল বা মনযিল, পৃ. ১৬৪-৬৫।

উদ্যোগে লাহোরে একটি জাঁকজমকপূর্ণ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় এবং সংগঠনের নাম পরিবর্তন করে ‘আঞ্জুমানে আহলেহাদীছ লাহোর’ রাখা হয়।<sup>৭২</sup>

উক্ত সংগঠনটি লাহোরে আহলেহাদীছ আন্দোলনের প্রচার-প্রসারে ও আহলেহাদীছ আলেম-ওলামা ও জনগণকে সুসংগঠিত করার ক্ষেত্রে দিশারীর ভূমিকা পালন করে। এমনকি এর কার্যক্রম সুদূর পাঞ্জাব পর্যন্ত বিস্তৃত হয় এবং পরবর্তীতে আঞ্জুমানে আহলেহাদীছ পাঞ্জাব গঠনের ভিত্তি তৈরী হয়। বার্ষিক জালসা ও অন্যান্য জালসা সমূহের জন্য আঞ্জুমান অনেক বই ও প্রচারপত্র ছাপিয়ে ফ্রী বিতরণ করে। ১৯১৩ সালে ‘মাদ্রাসাতুল কুরআন ওয়াল হাদীছ’ নামে একটি দ্বীনী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কায়মে এই সংগঠনের উল্লেখযোগ্য কীর্তি।<sup>৭৩</sup>

#### ৪. আঞ্জুমানে আহলেহাদীছ পাঞ্জাব (১৯২০) :

১৯০৬ সালে অল ইণ্ডিয়া আহলেহাদীছ কনফারেন্স গঠনের পর পাঞ্জাবের স্থানীয় পর্যায়ে আহলেহাদীছ আঞ্জুমান সমূহ প্রতিষ্ঠিত হ’তে থাকে। বিভিন্ন স্থানে এসব আঞ্জুমান প্রতিষ্ঠায় মাওলানা ছানাউল্লাহ অমৃতসরীর প্রচেষ্টা ও অবদান ছিল অতুলনীয়। তাঁর প্রচেষ্টায় পুরা পাঞ্জাবে যখন বহু আঞ্জুমান প্রতিষ্ঠিত হ’ল তখন তিনি চিন্তা করলেন, পাঞ্জাবে একটি প্রাদেশিক বা কেন্দ্রীয় আঞ্জুমান প্রতিষ্ঠা করা দরকার, যার সাথে বিভিন্ন শহর, এলাকা ও গ্রামীণ জনপদের ছোট-বড় সকল আঞ্জুমান সংযুক্ত থাকবে। এর সদর দফতর হবে লাহোরে। অতঃপর ১৯২০ সালে ‘ছদর আঞ্জুমানে আহলেহাদীছ পাঞ্জাব’ নামে সেই কাঙ্ক্ষিত সংগঠনটি প্রতিষ্ঠিত হল। এর প্রথম সভাপতি ও সেক্রেটারী নির্বাচিত হন যথাক্রমে মাওলানা আব্দুল কাদের কাছুরী ও মাওলানা ছানাউল্লাহ অমৃতসরী। ১৯২৮ সাল পর্যন্ত ৮ বছর তাদের গতিশীল নেতৃত্বে আঞ্জুমানে আহলেহাদীছ পাঞ্জাব তার কার্যক্রম অব্যাহত রাখে। ১৯২৮ সালে মাওলানা কাযী মুহাম্মাদ সুলাইমান মানছুরপুরী ও মাওলানা আব্দুল মজীদ খাদেম সোহদারাভী যথাক্রমে এর নতুন সভাপতি ও সেক্রেটারী নির্বাচিত হন।<sup>৭৪</sup> ‘সীরাতে ছানাঈ’র লেখক মাওলানা আব্দুল মজীদ খাদেম সোহদারাভী (মৃ. ১৯৫৯) বলেন, ‘আঞ্জুমানে আহলেহাদীছ (মসজিদে মুবারক) লাহোর ও ‘ছদর আঞ্জুমানে আহলেহাদীছ পাঞ্জাব’ দু’টি ভিন্ন ভিন্ন সংগঠন ছিল। আঞ্জুমানে আহলেহাদীছ (মসজিদে মুবারক) প্রথম গঠিত হয়েছিল এবং ছদর আঞ্জুমান পরবর্তীতে গঠিত হয়’।<sup>৭৫</sup> তিনি আরও বলেন,

৭২. Amir Khan Shahid, Puritan Shift : Evolution of Ahl-i-Hadith Sect in the Punjab; A Discursive Study (1880-1947), Unpublished Ph.D thesis, GC University Lahore, Session :2008-2011, p. 195-196; আহলেহাদীছ মনযিল বা মনযিল, পৃ. ১৬৫-৬৬; আহলেহাদীছ ফিকর, পৃ. ৪১।

৭৩. আহলেহাদীছ মনযিল বা মনযিল, পৃ. ১৬৫, ১৭০, ১৭২-১৭৪।

৭৪. মাওলানা আব্দুল মজীদ খাদেম সোহদারাভী, সীরাতে ছানাঈ (দিল্লী : আল-কিতাব ইন্টারন্যাশনাল, ১ম প্রকাশ, মে ১৯৮৯), পৃ. ৩০২-০৪; বার্নে ছাগীর যে আহলেহাদীছ কী সারগুয়াশত, পৃ. ২০; তাহরীকে আহলেহাদীছ কে চান্দে আওরাক, পৃ. ৯৯; Amir Khan Shahid, Op.cit. p. 195-96।

৭৫. সীরাতে ছানাঈ, পৃ. ৩০৩, টীকা-১ দ্র.।

‘আঞ্জুমানে আহলেহাদীছ পাঞ্জাব গঠনের উদ্দেশ্য শ্রেফ এটা ছিল যে, কমপক্ষে পাঞ্জাব প্রদেশের সকল আহলেহাদীছ একটি প্লাটফরমে একত্রিত হয়ে সাংগঠনিক শৃঙ্খলা ও ঐক্যের অন্যান্য উদাহরণ সৃষ্টি করতে পারে। আর এই কেন্দ্রীয় আঞ্জুমান পাঞ্জাবে তাওহীদ ও সূন্যাতের পুনরুজ্জীবন ও প্রতিষ্ঠাদানের জন্য সর্বদা সক্রিয় ছিল’।<sup>৭৬</sup>

ঐতিহাসিক মাওলানা মুহাম্মাদ ইসহাক ভাট্টী বলেন, ‘পাঞ্জাবের সকল আহলেহাদীছ আঞ্জুমান আঞ্জুমানে আহলেহাদীছ পাঞ্জাবের সাথে সম্পৃক্ত ছিল এবং পাঞ্জাবের আঞ্জুমানে আহলেহাদীছ অল ইণ্ডিয়া আহলেহাদীছ কনফারেন্স-এর সাথে সংযুক্ত ছিল। এটি ছিল একটি ধারাবাহিকতা, যা নিচ থেকে উপর পর্যন্ত চলে গিয়েছিল এবং তা পুরা হিন্দুস্তানের আহলেহাদীছ জামা‘আতের দৃঢ়তার প্রমাণ ছিল। আহলেহাদীছ জামা‘আতের এই সিলসিলা দেশ বিভাগ পর্যন্ত বলবৎ ছিল। দেশের সকল মাযহাবী গ্রুপ ও মাসলাকী হালকা সমূহে এই সিলসিলাকে সম্মানের চোখে দেখা হ’ত এবং খায়বার থেকে রাসকামারী পর্যন্ত এর ধ্বনি গুঞ্জরিত হ’ত। ছোট-বড় বিভিন্ন স্থানে এর তাবলীগী জালসা সমূহ অনুষ্ঠিত হ’ত। যেখানে ওলামায়ে কেরাম বক্তব্য প্রদান করতেন এবং দূর-দূরান্ত থেকে বিপুলসংখ্যক মানুষ এসে তাদের ওয়ায শুনত ও প্রভাবিত হ’ত’।<sup>৭৭</sup>

#### ৫. জমঈয়াতুল ইত্তিহাদিল ইসলামী (১৯২২) :

১৯২২ সালে ‘জমঈয়াতুল ইত্তিহাদিল ইসলামী’ (Kerala Muslim Aikya Sanghom) নামে দক্ষিণ ভারতের কেরালায় সর্বপ্রথম আহলেহাদীছদের সংগঠন প্রতিষ্ঠা লাভ করে। বৃটিশ আমলে কেরালায় হিন্দু ও খ্রিষ্টানদের তৎপরতা বেড়ে যায়। সেই সাথে শিরক ও বিদ‘আতের বাজারও গরম হয়ে উঠে। এহেন দুঃসন্ধিক্ষণে সাইয়িদ ছানাউল্লাহ মাক্দুদা ছাক্বাফাহ (১৮৪৬-১৯২২) নামে একজন সংস্কারকের জন্ম হয়। তিনি বক্তৃতা ও লেখনীর মাধ্যমে খ্রিষ্টবাদের অসারতা ও তাদের ষড়যন্ত্রের মুখোশ উন্মোচন করতে থাকেন। মৌলবী আব্দুল কাদের ওয়াককামী (১৮৭৩-১৯৩২), আল্লামা গঞ্জ আহমাদ জালিয়াতী (মৃঃ ১৯১৯), শায়খ মুহাম্মাদ মাহীন হামাদানী (মৃঃ ১৯২২), শায়খ গঞ্জী বকর মাসলিয়ার, শায়খ আব্দুর রহমান হীদরুস, কবি সাঈদ আলী মাস্টার, মৌলবী আব্দুল করীম প্রমুখ আহলেহাদীছ ওলামায়ে কেরাম তাঁর সাথে আন্দোলন শুরু করেন। গঞ্জ আহমাদ জালিয়াতী ‘ওয়াযকাদ’ নামক স্থানে মাদ্রাসা দারুল উলুম প্রতিষ্ঠা করেন ও সেখান থেকে আন্দোলন শুরু করেন। এসব আহলেহাদীছ আলেমগণের আন্দোলনের ফলশ্রুতিতে ১৯২২ সালে উক্ত সংগঠন কয়েম হয়। এই সংগঠনের মূল উদ্দেশ্য ছিল পারস্পরিক ঐক্য প্রতিষ্ঠা করা এবং আদালত ও প্রশাসনের নিকটে না গিয়ে নিজেদের সমস্যাবলী শরীয়তের বিধান মোতাবেক নিজেরাই সমাধান করা। এজন্য তাঁরা রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে ও

৭৬. ঐ, পৃ. ৩০৫।

৭৭. বারের ছাগীর মৌ আহলেহাদীছ কি সারগুয়াশত, পৃ. ২০।

গুরুত্বপূর্ণ শহরগুলিতে সভা, সম্মেলন ও সেমিনারের মাধ্যমে গণজাগরণ সৃষ্টি করেন এবং সর্বত্র কুরআন-হাদীছ অনুযায়ী বিশুদ্ধ আকীদা ও আমলের প্রচার ও প্রসার ঘটান।<sup>৭৮</sup>

### ৬. জমঈয়াতুল ওলামা (১৯৩২) :

১৯৩২ সালে ভারতের কেরালায় ‘জমঈয়াতুল ওলামা’ প্রতিষ্ঠা লাভ করে। জমঈয়াতে ইত্তেহাদের ব্যাপক প্রচারণার ফলে আহলেহাদীছ ওলামায়ে কেরামের মধ্যে তীব্র জাগরণ সৃষ্টি হয়। শিরক ও বিদ‘আত দূরীকরণ ও সালাফে ছালেহীনের আদর্শকে পুনরায় সমাজে প্রতিষ্ঠার জন্য তাঁরা এগিয়ে আসেন এবং আলেমদেরকে ঐক্যবদ্ধ করে আন্দোলনকে সমন্বিত করার জন্য ‘জমঈয়াতুল ওলামা’ নামক একটি পৃথক ওলামা সংগঠন কায়েম করেন। ১৯৩৫ সালে ‘আল-মুরশিদ’ নামে আরবী-মালয়ালম ভাষায় তাঁরা সংগঠনটির একটি মুখপত্র প্রকাশ করেন। পত্রিকাটি চার বছর ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। ৮ম বর্ষে এসে অনিয়মিত হয়ে পড়ে। ১৯৪৮ সালের ডিসেম্বর থেকে ১ বছর চলমান থাকার পর বন্ধ হয়ে যায়। এর মাধ্যমে তারা খ্রিস্টানী, কাদিয়ানী ও অন্যান্য বিদ‘আতী ফিত্নাসমূহের রদ করতে থাকেন। এছাড়া অন্যান্য প্রচার কৌশল অবলম্বন করেন। এই জমঈয়াত রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপে অংশগ্রহণ করেনি যাতে নিজেদের মধ্যে অহেতুক মতবিরোধ ও ফিত্না-ফাসাদ সৃষ্টি না হয়। জমঈয়াতে ওলামার প্রচেষ্টায় রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে মাদ্রাসা, মসজিদ প্রতিষ্ঠিত হয়, বই ও পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত হয়, বিভিন্ন মাহফিল-মজলিসে ওয়ায-নছীহতের মাধ্যমে ব্যাপক গণজাগরণ সৃষ্টি হয়।<sup>৭৯</sup>

### ৭. নাওয়াতুল মুজাহিদীন (১৯৫০) :

১৯৫০ সালে কেরালায় এই আহলেহাদীছ সংগঠনটি প্রতিষ্ঠিত হয়। মাওলানা মুহিউদ্দীন আল-কাতেব (মৃঃ ১৯৭১) ও মাওলানা আব্দুস সালাম এর প্রথম সভাপতি ও সম্পাদক হন। ‘নাদওয়াতুল মুজাহিদীন’ কায়েম হওয়ার পর যুবক, ছাত্র ও মহিলাদেরকে পৃথকভাবে তাদের স্ব স্ব ক্ষেত্রে সংগঠিত করার লক্ষ্যে নাদওয়াতুল মুজাহিদীনের যুব, ছাত্র ও মহিলা বিভাগের অধীনে বিভিন্ন সময়ে ‘ইত্তিহাদুশ শুব্বানিল মুজাহিদীন’ (১৯৬৭), ‘হারাকাতুহ তালাবাতিল মুজাহিদীন’ (১৯৭১) ও ‘হারাকাতুন নিসাইল মুসলিমাত’ (১৯৮৭) প্রতিষ্ঠিত হয়।<sup>৮০</sup>

৭৮. আহলেহাদীছ আন্দোলন, পৃ. ৩৭৪; কে. বি. মুহাম্মাদ আহমাদ, আল-হারাকাতুস সালাফিইয়াহ বে-কেরালা (তিরুর-কেরালা : ইন্দো-আরব প্রেস, ১৯৮২), পৃ. ১৩-১৪; এ. নাদওয়াতুল মুজাহিদীন ওয়া আহদাফুহা (প্রেস ও সালবিহীন), পৃ. ৩-৫।

৭৯. আহলেহাদীছ আন্দোলন, পৃ. ৩৭৪-৩৭৫; আল-হারাকাতুস সালাফিইয়াহ বে-কেরালা, পৃ. ১৪-১৫; M. Abdul Samad, Religious groups and movements among the muslims of Kerala during the twentieth century, Ph.D thesis, University of Kerala, October 1993, p. 232-35, 242-44।

৮০. আহলেহাদীছ আন্দোলন, পৃ. ৩৭৫; নাদওয়াতুল মুজাহিদীন ওয়া আহদাফুহা, পৃ. ৮-১০; M. Abdul Samad, Op.cit, p. 256-59।

বর্তমানে (২০০৮ সালের হিসাব অনুযায়ী) এই সংগঠনের তত্ত্বাবধানে প্রায় ১ হাজার মাদ্রাসা, ৯০০টি মসজিদ, ৪০টি কলেজ ও ৩টি বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালিত হয়। উপরন্তু বেশ কিছু বিজ্ঞান কলেজ, আর্টস কলেজ, ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ ও কারিগরি ট্রেনিং কলেজ রয়েছে। এর অধীনে বিভিন্ন ভাষায় ৫টি পত্রিকা প্রকাশিত হয়।<sup>৮১</sup> তন্মধ্যে স্থানীয় মালয়ালম ভাষায় আল-মানার, আশ-শাবাব ও ইকরা উল্লেখযোগ্য। ‘মাতবা’আতুল মুজাহিদ্দীন’ ও ‘মাতবা’আতুশ শাবাব’ নামে দু’টি প্রেস এবং ‘আল-জামঈয়াতুস সালাফিইয়াহ আল-খায়রিয়াহ’ নামে একটি সমাজকল্যাণ সংস্থা রয়েছে। ১৯৮৭ সালের ১-৪ঠা জানুয়ারী কেরালার কুটিপুরাম শহরে জমঈয়াতুল ওলামা, নাদওয়াতুল মুজাহিদ্দীন, ইত্তেহাদুশ শুব্বান ও হারাকাতুত তালাবার সম্মিলিত উদ্যোগে চারদিন ব্যাপী ৩য় আন্তর্জাতিক ‘সালাফী সম্মেলন’ অনুষ্ঠিত হয়। যেখানে দেশ-বিদেশের ৪০,০০০ ডেলিগেট ও ৫ লক্ষ লোকের মহাসমাবেশ হয় বলে অনুমান করা হয়।<sup>৮২</sup>

বর্তমানে উক্ত সংগঠনটি ‘মারকাযী জমঈয়তে আহলেহাদীছ হিন্দ’-এর প্রাদেশিক শাখা হিসাবে কাজ করছে। মাওলানা মুহিউদ্দীন আল-কাতেব ১৯৮৭ সালে মারকাযী জমঈয়তের নায়েবে আমীর ছিলেন।

## ৮. মারকাযী জমঈয়তে আহলেহাদীছ হিন্দ (১৯৫৭) :

‘মারকাযী জমঈয়তে আহলেহাদীছ হিন্দ’ মূলত ‘অল ইণ্ডিয়া আহলেহাদীছ কনফারেন্স’-এর পরিবর্তিত নাম। দেশ বিভাগের সাড়ে ৯ বছর পর ১৯৫৭ সালের ১৮, ১৯ ও ২০শে জানুয়ারী দিল্লীর ফাটক হাবাশ খাঁ নামক স্থানে অনুষ্ঠিত অল ইণ্ডিয়া আহলেহাদীছ কনফারেন্স-এর মজলিসে আমেলার বৈঠকে এর নাম পরিবর্তন করে ‘মারকাযী জমঈয়তে আহলেহাদীছ হিন্দ’ রাখা হয়।<sup>৮৩</sup> তিন কোটির বেশী আহলেহাদীছ এ সংগঠনের সাথে জড়িত রয়েছে।<sup>৮৪</sup> বর্তমানে দিল্লীতে ৪১১৬ উর্দু বাজার, ‘আহলেহাদীছ মনযিল’-এ জমঈয়তের নিজস্ব ভবনে কেন্দ্রীয় অফিস অবস্থিত। সমগ্র ভারতে জমঈয়তের ২২টি প্রাদেশিক শাখা এবং বিভিন্ন শহরে-নগরে ও গ্রামে-গঞ্জে ৪০ হাজারের অধিক শাখা রয়েছে। এই শাখাগুলো মসজিদে প্রত্যহ দরসে কুরআন ও হাদীছ, সাপ্তাহিক ও মাসিক মিটিং এবং বার্ষিক জালসা বা সম্মেলনের আয়োজন করে। জমঈয়তের মজলিসে শূরার সদস্য সংখ্যা ২২০ জন এবং কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য সংখ্যা ৪১ জন।<sup>৮৫</sup>

৮১. জামঈয়াতুল আহলিল হাদীছ আল-মারকাযিইয়াহ বিল হিন্দ (দিল্লী : মারকাযী জমঈয়তে আহলেহাদীছ হিন্দ, ২০০৮), পৃ. ২৯।

৮২. আহলেহাদীছ আন্দোলন, পৃ. ৩৭৬, ৩৭৮।

৮৩. বার্নে ছাগীর মৈ আহলেহাদীছ কী সারগুয়াশত, পৃ. ১৮; মাওলানা আব্দুর রউফ নাদভী, কারওয়ানে সালাফ ২/৪৬৮।

৮৪. আহলেহাদীছ মনযিল বা মনযিল, পৃ. ৩১১; পাক্ষিক তারজুমান, দিল্লী, ৩৯/৫ সংখ্যা, ১-১৫ই মার্চ ২০১৯, পৃ. ২০।

৮৫. জামঈয়াতুল আহলিল হাদীছ আল-মারকাযিইয়াহ বিল হিন্দ, পৃ. ২২-২৩।

মারকাযী জমঈয়ত ৪টি পত্রিকা ও সাময়িকী প্রকাশ করে। এগুলো হ'ল : ১. পাক্ষিক তারজুমান (উর্দু) : ১৯৫২ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। এটি মারকাযী জমঈয়তে আহলেহাদীছ হিন্দ-এর মুখপত্র। ২. আল-ইসতিকামাহ (আরবী মাসিক)। ৩. The Simple truth. ৪. ইছলাহে সমাজ (হিন্দী মাসিক) : ১৯৯০ সালের মে মাসে এটি প্রথম প্রকাশিত হয়।<sup>৮৬</sup>

মারকাযী জমঈয়তে আহলেহাদীছ হিন্দ প্রত্যেক বছর সাড়ম্বরে বার্ষিক কনফারেন্স-এর আয়োজন করে থাকে। তন্মধ্যে দু'টি কনফারেন্স-এর কথা সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। একটি ১৯৬১ সালের ২১শে নভেম্বর নওগড়ে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এই ঐতিহাসিক কনফারেন্সে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ থেকে খ্যাতিমান আহলেহাদীছ ওলামায়ে কেরাম ও নেতৃবৃন্দ ছাড়াও ভারতে নিযুক্ত তৎকালীন সউদী রাষ্ট্রদূত শায়খ ইউসুফ আব্দুল্লাহ আল-ফাওযান উপস্থিত ছিলেন। এই সম্মেলনে মারকাযী জমঈয়তের তত্ত্বাবধানে একটি উচ্চতর কেন্দ্রীয় দ্বীনী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার যুগোপযোগী সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সিদ্ধান্ত মোতাবেক ১৯৬৩ সালের ২৯শে নভেম্বর জমঈয়তের কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান হিসাবে জামে'আ সালাফিইয়াহ, বেনারস-এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হয় এবং ১৯৬৬ সালের ২১শে মার্চ সেখানে পাঠদান শুরু হয়।<sup>৮৭</sup>

আরেকটি হল ১৩, ১৪ ও ১৫ই মার্চ ২০০৪ সালে (২১-২৩শে মুহাররম ১৪২৫ হিঃ) ঝাড়খণ্ডের পাকোড়ে অনুষ্ঠিত বিশাল ইসলামী সম্মেলন। এতে দেশ ও দেশের বাইরে থেকে হাজার হাজার আলেম-ওলামা, ছাত্র-শিক্ষক, মন্ত্রী, সংসদ সদস্য, ডক্টর ও ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার অংশগ্রহণ করেন। সর্বমোট উপস্থিতি ছিল দশ লাখের বেশী। প্রায় ৮ কিলোমিটার ব্যাপী তিল ধারণের ঠাঁই ছিল না। উক্ত সম্মেলনে বিভিন্ন বিষয়ে লিখিত প্রবন্ধ পাঠ করা হয়।<sup>৮৮</sup> মাওলানা মুহাম্মাদ ইসহাক ভাত্তী বলেন, 'আমার জানা মতে উপমহাদেশের আহলেহাদীছ জামা'আতের সম্মেলন সমূহের ইতিহাসে লিখিত প্রবন্ধ পাঠের ধারা এই সম্মেলনে প্রথমবারের মতো শুরু হয়েছিল।'<sup>৮৯</sup> সম্মেলন উপলক্ষ্যে মারকাযী জমঈয়ত 'ইয়াদগারে মাজাল্লা' শিরোনামে একটি স্মারক প্রকাশ করেছিল। উপমহাদেশের আহলেহাদীছদের ইতিহাস-ঐতিহ্য সম্পর্কে এটি একটি ঐতিহাসিক দলীল।

মারকাযী জমঈয়ত প্রতি বছর কেন্দ্রীয় কুরআন হিফয প্রতিযোগিতার আয়োজন করে। ইমাম, দাঈ ও শিক্ষক মণ্ডলীকে প্রশিক্ষণ প্রদান, দুর্যোগ-দুর্বিপাকে মানবিক সহযোগিতা প্রদান ও ত্রাণ বিতরণ, অমুসলিমদের মাঝে বিভিন্ন ভাষায় অনুদিত কুরআন মাজীদ ও অন্যান্য বইপত্র বিতরণ, নলকূপ স্থাপন, ছায়েমদের মাঝে ইফতার

৮৬. জামা'আতে আহলেহাদীছ কী ছাহাফাতী খিদমত, পৃ. ৫৬, ৬০-৬১।

৮৭. জামঈয়্যাতু আহলিল হাদীছ আল-মারকাযিয়াহ বিল হিন্দ, পৃ. ১২; শায়খ মাহফযুর রহমান ফায়যী, তরীখে মারকাযী দারুল উলূম (মৌনাথভঞ্জন : মাকতাবাতুল ফাহীম, অক্টোবর ২০১৩), পৃ. ৪০-৪৭।

৮৮. জামঈয়্যাতু আহলিল হাদীছ আল-মারকাযিয়াহ বিল হিন্দ, পৃ. ১৮-১৯।

৮৯. বার্নে ছাগীর মে আহলেহাদীছ কী সারগুয়াশত, পৃ. ১৮।

বিতরণ, কুরবানীর পশু প্রদান, শীতবস্ত্র বিতরণ প্রভৃতি কার্যক্রম জমঈয়তের অধীনে পরিচালিত হয়।

### ৯. মারকাযী জমঈয়তে আহলেহাদীছ পাকিস্তান (১৯৪৮) :

দেশ বিভাগের পর পাকিস্তানের আহলেহাদীছদেরকে একটি প্ল্যাটফরমে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য সংগঠন প্রতিষ্ঠার তীব্র প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। এ প্রেক্ষিতে মাওলানা মুহাম্মাদ দাউদ গয়নভী, মাওলানা মুহাম্মাদ আতাউল্লাহ হানীফ ভূজিয়ানী ও মাওলানা মুহাম্মাদ ইসমাঈল সালাফী লাহোরের আহলেহাদীছ ব্যক্তিত্ব প্রফেসর আব্দুল কাইয়ুম, হাজী মুহাম্মাদ ইসহাক হানীফ (মৃঃ ১৯৬৯), মিয়া আব্দুল মজীদ (মৃঃ ১৯৯২), মাওলানা মুহাম্মাদ হানীফ নাদভী প্রমুখের সাথে পরামর্শ করে ১৯৪৮ সালের ২৪শে জুলাই পশ্চিম পাকিস্তানের আহলেহাদীছ আলেম-ওলামা ও নেতৃবৃন্দকে শীশমহল রোডে অবস্থিত ‘দারুল উলুম তাকবিয়াতুল ইসলাম’ মাদ্রাসায় উপস্থিত হওয়ার আমন্ত্রণ জানান। দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ২০০/২৫০ আলেম ও নেতৃবৃন্দ সেখানে উপস্থিত হন। সম্মেলনে উপস্থিত বিদ্বৎ ওলামায়ে কেরাম ও নেতৃবৃন্দের আলোচনা-পর্যালোচনার পর ‘মারকাযী জমঈয়তে আহলেহাদীছ মাগরেবী পাকিস্তান’ (পশ্চিম পাকিস্তান কেন্দ্রীয় জমঈয়তে আহলেহাদীছ) নামে এ সংগঠনটি প্রতিষ্ঠা লাভ করে। মাওলানা সাইয়িদ দাউদ গয়নভী সভাপতি, লাহোর সরকারী কলেজের আরবীর প্রফেসর আব্দুল কাইয়ুম সম্পাদক ও মিয়া আব্দুল মজীদ কোষাধ্যক্ষ নির্বাচিত হন। তাঁর পরে আমীর হন প্রখ্যাত আলেমে দ্বীন মাওলানা মুহাম্মাদ ইসমাঈল সালাফী (গুজরানওয়ালা)। ১৯৬৮ সালে তাঁর মৃত্যুর পর আমীর হন শায়খুল হাদীছ মাওলানা মুহাম্মাদ গোন্দলবী। ১৯৮৫ সালে তাঁর মৃত্যুর পরে আমীর হন মিয়া ফয়লে হক। সাপ্তাহিক ‘আল-ই-তিছাম’ (১৯৪৯) এই জামা‘আতের মুখপত্র। ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভের পর সংগঠনের নাম পরিবর্তন করে মারকাযী জমঈয়তে আহলেহাদীছ পাকিস্তান রাখা হয়। ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভের পর সংগঠনের নাম পরিবর্তন করে ‘মারকাযী জমঈয়ত আহলেহাদীছ পাকিস্তান’ রাখা হয়। ১০৬, রাভী রোড, লাহোরে এর কেন্দ্রীয় অফিস অবস্থিত।<sup>৯০</sup>

মারকাযী জমঈয়তে আহলেহাদীছ প্রতিষ্ঠার পর কুরআন-সুন্নাহর প্রচার-প্রসার এবং আহলেহাদীছ জামা‘আতকে সুসংগঠিত ও সুদৃঢ় ভিত্তির উপর দাঁড় করানোর জন্য বিভিন্ন শহরে ২০০৮ সাল পর্যন্ত জমঈয়তের মোট ২২টি কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়েছে। ১৯৪৯ সালের ২৭ ও ২৮শে মে মাওলানা মুহাম্মাদ ইবরাহীম মীর শিয়ালকোটীর সভাপতিত্বে মারকাযী জমঈয়তে আহলেহাদীছ পশ্চিম পাকিস্তান-এর প্রথম কনফারেন্স দারুল উলুম তাকবিয়াতুল ইসলাম মাদ্রাসা, লাহোরে অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে অংশগ্রহণকারী জমঈয়তের প্রথম দফতর সম্পাদক মাওলানা মুহাম্মাদ

৯০. বার্নে ছাগীর মৈ আহলেহাদীছ কী সারগুয়াশত, পৃ. ৬৬-৭১; আহলেহাদীছ আন্দোলন, পৃ. ৩৭৯; আহলেহাদীছ মনযিল বা মনযিল, পৃ. ১৭৬-৭৯; আহলেহাদীছ ফিকর, পৃ. ৪৫-৪৭।



ইসহাক ভাট্টী বলেন, ‘সেই সময় মারকাযী জমঈয়ত গঠনের পর ১০ মাস মতো সময় অতিবাহিত হয়েছিল। তদানীন্তন প্রেক্ষাপটে এটি অত্যন্ত সফল একটি কনফারেন্স ছিল। যাতে আহলেহাদীছ জামা‘আতের অনেক ওলামায়ে কেরাম আগমন করেছিলেন এবং বক্তব্য প্রদান করেছিলেন। সম্মেলনে বিপুলসংখ্যক শ্রোতা উপস্থিত ছিলেন’।<sup>৯১</sup>

### ১০. জমঈয়তে আহলেহাদীছ পাকিস্তান (১৯৮১) :

রাজনৈতিক বিষয়ে মারকাযী জমঈয়তে আহলেহাদীছ পাকিস্তান-এর মৌনতা অবলম্বনে আল্লামা ইহসান ইলাহী যহীর ক্ষুব্ধ হন। ফলে তিনি ও তাঁর অনুসারীগণ ১৯৮১ সালে জামে‘আ মুহাম্মাদিয়া, গুজরানওয়ালেতে বিশাল সম্মেলনের আয়োজন করেন। এই সম্মেলনে জমঈয়তে আহলেহাদীছ নতুনভাবে গঠনের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। চার হাজার আলেমের মধ্য থেকে বাছাইকৃত ৮ জন বিশিষ্ট আলেমের সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠন করা হয়। উক্ত কমিটি ইহসান ইলাহীকে জমঈয়তের আমীর করার সুফারিশ করে। কিন্তু তিনি উক্ত দায়িত্ব নিতে অসম্মতি জ্ঞাপন করে জমঈয়তের একজন সদস্য হিসাবে কাজ চালিয়ে যাওয়াকে প্রাধান্য দেন। ফলে উক্ত সম্মেলনে ‘জমঈয়তে আহলেহাদীছ পাকিস্তান’ নামে গঠিত নতুন এই সংগঠনের প্রথম আমীর হন শায়খুল হাদীছ মাওলানা আব্দুল্লাহ এবং সেক্রেটারী জেনারেল হন মাওলানা মুহাম্মাদ হুসাইন শেখপুরী।<sup>৯২</sup>

১৯৮৩ সালে ইহসান ইলাহী যহীর সম্পাদক হন। তাঁর গতিশীল নেতৃত্বে আহলেহাদীছ আন্দোলনে নতুন প্রাণসঞ্চার হয়। তিনি বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে জমঈয়তকে সুসংগঠিত করে তাতে আন্দোলনের উত্তাল তরঙ্গ ও জাযবা সৃষ্টি করেন। তাঁর তরুণ নেতৃত্বে ঘুমন্ত আহলেহাদীছ সমাজে নবজাগরণ ও নবচেতনার উন্মেষ ঘটে। মানুষের মাঝে কুরআন-সুন্নাহর মর্মমূলে জমায়েত হওয়ার প্রবণতা সৃষ্টি হয়। তাঁর ঈর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব, জ্বালাময়ী বক্তব্য ও দাওয়াতী কর্মতৎপরতার কারণে শনৈঃ শনৈঃ জমঈয়তের উন্নতি ও অগ্রগতি সাধিত হয়। যুবক-বৃদ্ধ, আলেম, মুবাগ্নিগ, শিক্ষক, চিন্তাবিদ সবাই তাঁর তেজীয়ান নেতৃত্বের পতাকাতে ঐক্যবদ্ধ হয়ে দাওয়াতী ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়ে। খতমে নবুঅত কনফারেন্সে তিনি বলেছিলেন, ‘সম্মানিত ভ্রাতৃমণ্ডলী! আহলেহাদীছের একজন সামান্য খাদেম হিসাবে আমার জন্য এটা বড়ই সৌভাগ্যের কথা যে, এমন এক সময় এ ঘরের তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব আমার উপর অর্পণ করা হয়েছিল, যখন ঘরের লোকেরা নিদ্রামগ্ন ছিল।... অল্প কিছুদিন দায়িত্ব পালনের পর আমি অনুভব করছি যে, এখন ঘরের মালিক জেগে উঠেছে। আমার এই বিশ্বাস ছিল যে, ঘুমন্ত সিংহ যখন জেগে ওঠে তখন সে সিংহমূর্তিই ধারণ

৯১. বার্নে ছাগীর মেন্ আহলেহাদীছ কী সারগুশাসত, পৃ. ৭১-৭২, ২১০-২১১।

৯২. মুমতায় ডাইজেস্ট, বিশেষ সংখ্যা-১, সেপ্টেম্বর ১৯৮৭, লাহোর, পাকিস্তান, পৃ. ৫৭-৫৮; বিশেষ সংখ্যা-২, অক্টোবর ১৯৮৭, পৃ. ১১৯; আহলেহাদীছ আন্দোলন, পৃ. ৩৭৯-৮০।

করে। আর আজ এই সিংহ শুধু জেগেই ওঠেনি; বরং স্থায়ী আবাস থেকে বাইরে বেরিয়ে এসেছে’।<sup>৯৩</sup>

পাকিস্তান ও বহির্বিশ্বে জমঙ্গয়তের পরিচিতি বৃদ্ধিতে তিনি অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। তিনি দেশময় বড় বড় সম্মেলনের আয়োজন করে জ্বালাময়ী ভাষণ ও সাংগঠনিক তৎপরতার মাধ্যমে পাকিস্তানে আহলেহাদীছদের নতুন করে গাত্রোথানের জানান দিতে থাকেন। ১৯৮৬ সালের ১৮ই এপ্রিল লাহোরের মুচী দরজায় তিনি এক বিশাল সম্মেলনের আয়োজন করেন। এরপর ধারাবাহিকভাবে রাওয়ালপিন্ডী, হায়দরাবাদ, ফয়ছালাবাদ, সাহিওয়াল, শিয়ালকোট (২রা মে ১৯৮৬), মুলতান এবং গুজরানওয়ালার (৯ই মে ১৯৮৬) সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। এসকল সম্মেলন দারুণভাবে সফল হয়েছিল।<sup>৯৪</sup>

আল্লামা যহীর জমঙ্গয়তকে রাজনৈতিক অঙ্গনে একটি শক্তিতে পরিণত করেন। তদানীন্তন সময়ের পেঞ্চাপটে পাকিস্তানের আহলেহাদীছদেরকে রাজনীতি সচেতন করেন। পাকিস্তানের আহলেহাদীছদের কোন রাজনৈতিক প্ল্যাটফরম না থাকার কারণে তখন দেশীয় রাজনীতিতে তাদের কোন ভূমিকা বা প্রভাব ছিল না। সেজন্য তারা বিভিন্ন রাজনৈতিক দলে ঠাঁই পাবার চেষ্টা করত। আল্লামা যহীরকে এই বিষয়টি ভাবিয়ে তোলে। তিনি ১৮ই এপ্রিল ১৯৮৬ মুচী দরজা লাহোরে, ২রা মে ১৯৮৬ শিয়ালকোটে এবং ৯ই মে ১৯৮৬ গুজরানওয়ালার সম্মেলনগুলোতে জমঙ্গয়তের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি জনসম্মুখে দরাজ কর্ণে অগ্নিবরা বক্তব্যের মাধ্যমে তুলে ধরেন।<sup>৯৫</sup> মূলতঃ ১৯৮৬ সালেই তিনি জমঙ্গয়তকে রাজনৈতিক অঙ্গনে টেনে নিয়ে আসেন।

আল্লামা যহীরের স্পষ্টবাদিতা ও ক্ষুরধার লেখনীর কারণে বিশেষ করে শী‘আ, কাদিয়ানী ও ব্রেলভীগণ সন্তুষ্ট ছিল। বিরোধী রাজনৈতিক মহল আহলেহাদীছ আন্দোলনের এই নওজোয়ান সিপাহসালারকে ভীতির চোখে দেখতেন। ফলে হিংসুকদের চক্রান্তে ১৯৮৭ সালের ২৩শে মার্চ লাহোরের কেন্দ্রা লছমনসিং ফোয়ারা চক রাভী পার্কে ‘আহলেহাদীছ ইয়ুথ ফোর্স’ আয়োজিত এক বিশাল ইসলামী জালসায় বক্তৃতারত অবস্থায় তার ওপর দূরনিয়ন্ত্রিত টাইমবোমার বিস্ফোরণ ঘটানো হয়। এতে ৯ জন ঘটনাস্থলেই শহীদ হন এবং আহত হন ১১৪ জন। মারাত্মকভাবে আহত

৯৩. মির্জা জামীল আহমাদ, ‘খতমে নবুঅত কা কনফারেন্স সে আখেরী খেতাব’, মুমতায় ডাইজেস্ট, বিশেষ সংখ্যা-১, পৃ. ৬৬।

৯৪. প্রফেসর মির্জা মুহাম্মাদ ইউসুফ সাজ্জাদ, তায়কেরায়ে ওলামায়ে আহলেহাদীছ পাকিস্তান (শিয়ালকোট : জামে‘আ ইবরাহীমিয়া, জানুয়ারী ১৯৮৯), ২য় খণ্ড, পৃ. ৫৫; নুরুল ইসলাম, ইহসান ইলাহী যহীর (রাজশাহী : হাদীছ ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১ম প্রকাশ, মার্চ ২০১৫), পৃ. ৩২-৩৫।

৯৫. তায়কেরায়ে ওলামায়ে আহলেহাদীছ পাকিস্তান, ২/৫৫-৫৬; প্রফেসর মুহাম্মাদ ওছমান ও মাসউদ আশ‘আর, পাকিস্তান কী সিয়াসী জামা‘আতৌ (লাহোর : সঙ্গে মীল পাবলিকেশন্স, ১৯৮৮), পৃ. ৭৬১।

যহীরকে উন্নত চিকিৎসার জন্য স্পেশাল বিমানযোগে সউদী আরবে নিয়ে যাওয়া হয়। ৩০শে মার্চ ভোর ৪-টার সময় রিয়াদের বাদশাহ ফয়ছাল সামরিক হাসপাতালে মাত্র ৪২ বছর বয়সে এই অনন্য অসাধারণ আহলেহাদীছ প্রতিভার জীবনপ্রদীপ দপ করে নিভে যায়।<sup>১৬</sup> তাঁর মৃত্যুর পরে মাওলানা ইবরাহীম মীর শিয়ালকোটীর নাতি প্রফেসর সাজেদ মীর (জন্ম : ১৯৩৮) ১৯৮৭ সালে জমঈয়তে আহলেহাদীছ পাকিস্তানের সম্পাদক নির্বাচিত হন। অতঃপর ১৯৯২ সাল থেকে অদ্যাবধি তিনি আমীরের দায়িত্বে নিয়োজিত আছেন।<sup>১৭</sup> ৫০, লোয়ারমাল রোডে জমঈয়তের কেন্দ্রীয় অফিস অবস্থিত। সাপ্তাহিক ‘আহলেহাদীছ’ এই জমঈয়তের মুখপত্র হিসাবে নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে।

### ১১. আহলেহাদীছ ইয়ুথ ফোর্স (১৯৮৪) :

জমঈয়তে আহলেহাদীছ পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার সময়ই আল্লামা ইহসান ইলাহী যহীর গভীরভাবে উপলব্ধি করেছিলেন যে, যুবকদেরকে সুসংগঠিত করা ছাড়া যেকোন আন্দোলন সফল হওয়া অত্যন্ত কঠিন। এই উপলব্ধি থেকেই তিনি জমঈয়তের অঙ্গ সংগঠন হিসাবে ১৯৮৪ সালে ‘আহলেহাদীছ ইয়ুথ ফোর্স’ গঠন করেন। এর প্রথম সভাপতি হন মুহাম্মাদ খান নাজীব ও জেনারেল সেক্রেটারী হন কাযী আব্দুল কাদীর খামোশ। দু’জনই ছিলেন টগবগে তরুণ ও কর্মোদ্যমী।<sup>১৮</sup>

তিনি তরুণদেরকে উপযুক্ত প্রশিক্ষণ দিয়ে ঐক্যবদ্ধ জনশক্তিতে পরিণত করেছিলেন। আহলেহাদীছদের আকীদা-বিশ্বাস এবং চিন্তাধারা লালন ও তার প্রচার-প্রসার, মসজিদ, মাদরাসা ও আলেমদেরকে রক্ষা করা এবং আহলেহাদীছ তরুণদেরকে প্রশিক্ষণ প্রদান করে উপযুক্ত প্লাটফর্ম প্রদান ছিল ইয়ুথ ফোর্স প্রতিষ্ঠার অন্যতম লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।<sup>১৯</sup> প্রতিষ্ঠার পর এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে তারুণ্যদীপ্ত এই সংগঠনটি জোর কদমে যাত্রা শুরু করে। ১৯৮৪ সালের ১৪ই আগস্ট ৩৫ শাহজামাল কলোনীতে অবস্থিত দফতরে আহলেহাদীছ ইয়ুথ ফোর্সের ১ম কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিষ্ঠার এক বছরের মধ্যেই সংগঠনটি যথেষ্ট উন্নতি সাধন করেছিল। সর্বত্রই একটি সংগ্রামী জায়বা পরিদৃষ্ট হচ্ছিল। এরপর ১৯৮৫ সালের ১৪ই আগস্ট দু’দিনব্যাপী কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। আল্লামা যহীর দেশের বাইরে থাকায় এতে অংশগ্রহণ করতে পারেননি। দেশে ফিরে এসে সম্মেলনের সফল বাস্তবায়নের কথা শুনে অত্যন্ত খুশী হন। ১৯৮৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসে লরেন্স রোডে অবস্থিত দফতরে আহলেহাদীছ ইয়ুথ ফোর্সের তৃতীয় বার্ষিক কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। দিনব্যাপী এই কনভেনশনের নাম দেয়া হয়েছিল ‘তারবিয়াতী ক্যাম্প’ (প্রশিক্ষণ

১৬. আহলেহাদীছ আন্দোলন, পৃ. ৩৮০; ইহসান ইলাহী যহীর, পৃ. ৫০-৫২।

১৭. বার্নে ছাগীর মে আহলেহাদীছ কী সারগুয়াশত, পৃ. ২২৫; সাপ্তাহিক আহলেহাদীছ, লাহোর, ২০-২৬ শে মার্চ ২০০০, পৃ. ২।

১৮. আবুবকর কুদ্দসী, সাওয়ানিহে হায়াত আল্লামা ইহসান ইলাহী যহীর (লাহোর : মাকতাবায়ে কুদ্দসিয়া, জানুয়ারী ২০১৬), পৃ. ২৮৩-২৮৪।

১৯. আহলেহাদীছ মনযিল বা মনযিল, পৃ. ৩০৮।

শিবির)। দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে ইয়ুথ ফোর্সের যুবকরা সদলবলে এতে অংশগ্রহণ করে। সকাল ১০-টার দিকে অনুষ্ঠান শুরু হয়। আল্লামা যহীর শুরুর থেকে শেষ পর্যন্ত এতে উপস্থিত থেকে তরুণদের বক্তব্য শোনেন। অবশেষে তিনি দিক-নির্দেশনামূলক ভাষণ প্রদান করেন।<sup>১০০</sup>

## ১২. জামা'আতে আহলেহাদীছ পাকিস্তান (১৯৩১) :

১৯৩১ সালে 'জামা'আতে আহলেহাদীছ পাঞ্জাব' নামে প্রথম এই সংগঠনটি কায়েম হয়। এর প্রথম আমীর হন শাহ মুহাম্মাদ শরীফ ঘাড়ালালী।<sup>১০১</sup> ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত এভাবে চলে। দেশ বিভাগের পর সম্ভবত ১৯৫৫ সালে এটি পুনরায় তার কার্যক্রম শুরু করে। পরবর্তীতে মুলতান, শিয়ালকোট, গুজরানওয়ালা ও পাঞ্জাবের বহু আলেম-ওলামা ও সুধীর সম্মেলনে সর্বসম্মতিক্রমে মাওলানা মুহিউদ্দীন লাখভী আমীর নির্বাচিত হন। কয়েক বছর পর তিনি ইস্তফা দিলে শায়খুল হাদীছ হাফেয মুহাম্মাদ গোন্দলবী অনেক দিন যাবৎ আমীরের দায়িত্ব পালন করেন। অতঃপর তিনি এ সংগঠন থেকে আলাদা হয়ে গেলে হাফেয আব্দুল কাদের রোপড়ী আমীর হন। তারপর তিনি তার জায়গায় মাওলানা মুহাম্মাদ হুসাইন শেইখপুরীকে আমীর হিসাবে নিয়োগ দেন এবং নিজে আজীবন এর তত্ত্বাবধায়ক থাকেন।<sup>১০২</sup> বর্তমানে লাহোরের চকদালগেরা মসজিদে কুদসে এই জামা'আতের কেন্দ্রীয় দফতর অবস্থিত। সাপ্তাহিক 'তানযীমে আহলেহাদীছ' এই সংগঠনের মুখপত্র, যেটি ১৯৩২ সালের ৫ই ফেব্রুয়ারী প্রথম প্রকাশিত হয়।<sup>১০৩</sup>

## ১৩. জামা'আতে মুজাহিদ্দীন পাকিস্তান :

বালাকোট জিহাদের বীর সেনানী আমীরুল মুজাহিদ্দীন সাইয়িদ আহমাদ ব্রেলভী ও শাহ ইসমাঈল শহীদে জিহাদী আদর্শের অনুসারী হওয়ার দাবীদার এই জামা'আতের কেন্দ্রীয় অফিস, কেন্দ্রীয় মাদ্রাসা জামে'আ আবুবকর আল-ইসলামিয়াহ ও কেন্দ্রীয় লাইব্রেরী করাচীতে (ব্লক-৬, গুলশানে ইকবাল) অবস্থিত। বই-পত্র প্রকাশ, মুবাল্লিগ প্রশিক্ষণ ও তাবলীগের মাধ্যমেই এঁরা আহলেহাদীছ আন্দোলনের কর্মতৎপরতা চালিয়ে থাকে। এদের কোন নিজস্ব মুখপত্র নেই। গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে এঁরা সমর্থন করে না। এই জামা'আতের পাকিস্তান শাখার বর্তমান আমীর গাযী আব্দুল করীম এবং নায়েবে আমীর মাওলানা মুহাম্মাদ যাকরুল্লাহ।<sup>১০৪</sup>

১০০. সাওয়ানিহে হায়াত আল্লামা ইহসান ইলাহী যহীর, পৃ. ২৮৪-২৯০।

১০১. মাওলানা মুহাম্মাদ ইসহাক ভাট্টী, রোপড়ী ওলামায়ে হাদীছ (লাহোর : মুহাদ্দিছ রোপড়ী একাডেমী, ৩য় সংস্করণ, মে ২০১১), পৃ. ৮৫; তাহরীকে আহলেহাদীছ কে চান্দে আওরাক, পৃ. ১০০।

১০২. শায়খুল হাদীছ হাফেয ছানাতুল্লাহ মাদানী, 'মেরে আযীম মুহসেন সুলতানুল মুনাযিরীন মাওলানা হাফেয আব্দুল কাদের রোপড়ী', মাসিক মুহাদ্দিছ, লাহোর, মার্চ ২০০০, পৃ. ৪২।

১০৩. রোপড়ী ওলামায়ে হাদীছ, পৃ. ৮৫; মাসিক মুহাদ্দিছ, লাহোর, ২৩/৪ সংখ্যা, আগস্ট ১৯৯৩, পৃ. ১৬৪; আহলেহাদীছ আন্দোলন, পৃ. ৩৮০।

১০৪. আহলেহাদীছ আন্দোলন, পৃ. ৩৮০-৩৮১; প্রফেসর চৌধুরী আব্দুল হাফীয, তা'আরুফে জামা'আতে মুজাহিদ্দীন (লাহোর : জামা'আতে মুজাহিদ্দীন পাকিস্তান, তাবি), পৃ. ১২৬।

## ১৪. আঞ্জুমানে আহলেহাদিস বাঙ্গালা ও আসাম (১৯১৪) :

১৯১৪ সালে (১৩৩২ হিঃ) কলকাতার ১নং মারকুইস লেনে (Marquice Lane) অবস্থিত ঐতিহ্যবাহী মিছরীগঞ্জ আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এই সংগঠনটি প্রতিষ্ঠিত হয়। মিয়ার নায়ীর হুসাইন মুহাদ্দিছ দেহলভীর ছাত্র প্রখ্যাত মুহাদ্দিছ বর্ধমান যেলার কুলসোনার মাওলানা নেয়ামাতুল্লাহ বর্ধমানী (১৮৫৯-১৯৪৩) এর প্রথম সভাপতি এবং হুগলী যেলার বড়ম্বার মাওলানা আব্দুল লতীফ (১৮৭৮-১৯৪৯) প্রথম সেক্রেটারী নির্বাচিত হন।<sup>১০৫</sup>

বাংলা অঞ্চলে এটিই ছিল প্রথম আহলেহাদীছ সংগঠন। পূর্ণাঙ্গ কুরআন মাজীদের প্রথম বঙ্গানুবাদক মাওলানা আব্বাস আলী, মাওলানা ইফাযুদ্দীন, মাওলানা রহীম বখশ, মাওলানা আব্দুল লতীফ, মাওলানা আব্দুন নূর, মাওলানা বাবর আলী, মাওলানা মুনীরুদ্দীন আনওয়ারী, মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহিল বাকী, মাওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ এ সংগঠনের অগ্রগতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। বক্তৃতা, বাহাছ-মুনায়ারা, পত্রিকা ও গ্রন্থ প্রকাশের মাধ্যমে এই সংগঠনটি নির্ভেজাল ইসলাম ও সঠিক আক্বীদার প্রচার-প্রসারে দিশারীর ভূমিকা পালন করে।<sup>১০৬</sup> ১৯১৬ সালের ৯, ১০ ও ১১ই মার্চ অল ইণ্ডিয়া আহলেহাদীছ কনফারেন্স-এর কলকাতা অধিবেশনে একে কনফারেন্স-এর শাখা হিসাবে গণ্য করা হয়।<sup>১০৭</sup>

১৯১৫ সালের সেপ্টেম্বর মোতাবেক বাংলা ১৩২২ সালের আশ্বিন মাসে আঞ্জুমানের মুখপত্র হিসাবে মোহাম্মদ আব্দুল হাকীম (হানাতী) ও ২৪ পরগনার মাওলানা বাবর আলী (আহলেহাদীছ)-এর যৌথ সম্পাদনায় মাসিক ‘আহলেহাদিস’ পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এর এক বছর পর অর্থাৎ ১৩২৩ বঙ্গাব্দের ১৩ই আষাঢ় আঞ্জুমানে আহলেহাদিসের প্রথম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। অতঃপর মাওলানা বাবর আলীর একক সম্পাদনায় ১৩২২ সালের মাঘ হ’তে নিয়মিত প্রকাশিত হ’তে থাকে। ১২ বৎসর মাসিক হিসাবে চলার পর ১৯২৭ সালের ১৫ই ডিসেম্বর (১৩৩৪ বাংলা) সাপ্তাহিকে রূপান্তরিত হয়। ১৯৩০ সালে (বাংলা ১৩৩৬) দিনাজপুরের বিশিষ্ট আলেম ও রাজনীতিবিদ মাওলানা মুনীরুদ্দীন আনওয়ারী সম্পাদক নিযুক্ত হন। ঐ বছরের দ্বাদশ সংখ্যা (২০শে ফেব্রুয়ারী ১৯৩০) থেকে ১৯৩৯ সাল পর্যন্ত প্রায় ১০ বছর নিষ্ঠার সাথে তিনি এর সম্পাদনার দায়িত্ব পালন করেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ডামাডোলে ১৯৩৯ সালে পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যায়। কিছুদিন পরে মালদহের শাহ যামানের সম্পাদনায় মাসিক আকারে এর কয়েকটি সংখ্যা বের হয়। পত্রিকাটি মোট ১৩ বছর

১০৫. আহলেহাদীছ আন্দোলন, পৃ. ৩৮৫, ৪৬৫।

১০৬. আহলেহাদীছ আন্দোলন, পৃ. ৩৮৬; ড. মুহাম্মদ মুহলেহুদ্দীন, আল-হারাকাতুস সালাফিইয়াহ ফিল বাঙ্গাল, মাস্টার্স থিসিস, ইমাম মুহাম্মাদ বিন সউদ বিশ্ববিদ্যালয়, রিয়াদ, সউদী আরব, ১৪১২ হিঃ, পৃ. ১৭৮-১৮০; বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলেহাদীস স্মরণিকা, ১৯৮৫, পৃ. ২১ (বাংলা অংশ), পৃ. ১৫ (আরবী অংশ)।

১০৭. আহলেহাদীছ আন্দোলন, পৃ. ৩৮৬।

(১৯২৭-১৯৩৯) চলার পর অর্থাভাবে বন্ধ হয়ে যায়।<sup>১০৮</sup> পত্রিকাটি পূর্ববঙ্গ তথা বাংলাদেশ, পশ্চিমবঙ্গ ও আসাম অঞ্চলে আহলেহাদীছ আন্দোলনের প্রচার-প্রসারে ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করে। এতে কুরআন ও হাদীছের তরজমা ছাড়াও বিভিন্ন বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ সমূহ প্রকাশিত হ'ত।<sup>১০৯</sup>

### ১৫. নিখিল বঙ্গ ও আসাম জমঈয়তে আহলেহাদিছ (১৯৪৬) :

‘আজ্জুমানে আহলেহাদিস বাঙ্গালা ও আসাম’-এর মুখপত্র ‘আহলেহাদিস’ পত্রিকা বন্ধ হয়ে যাওয়া এবং এ সংগঠনের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের মৃত্যুবরণ সহ বিভিন্ন কারণে আজ্জুমানের কর্মতৎপরতা স্থবির হয়ে পড়ে।<sup>১১০</sup> এদিকে ১৯৪৪ সালের ৭, ৮ ও ৯ই মার্চ দিল্লীতে অনুষ্ঠিত ‘অল ইণ্ডিয়া আহলেহাদীছ কনফারেন্স’-এর বার্ষিক জালসায় মাওলানা আব্দুল্লাহেল কাফী অবিভক্ত বাংলার প্রতিনিধি রূপে যোগদান করেন।<sup>১১১</sup> সম্ভবত সেখান থেকে তিনি বাংলা ও আসাম অঞ্চলে আহলেহাদীছ সংগঠন প্রতিষ্ঠার অনুপ্রেরণা লাভ করেন। সেজন্য দিল্লী থেকে ফিরে এসে তিনি নব উদ্যমে দাওয়াতী কর্মতৎপরতা শুরু করেন। প্রায় ২ বৎসর তিনি বাংলা ও আসামের বিভিন্ন অঞ্চলে সফর করে জনমত গড়ে তোলেন।<sup>১১২</sup> এরপর ১৯৪৬ সালে (বাংলা ১৩৫৩) রংপুর যেলার হারাগাছ বন্দরে মাওলানা আব্দুল্লাহেল কাফীর নেতৃত্বে তিনদিন ব্যাপী (১৮, ১৯ ও ২০শে এপ্রিল) বাংলা ও আসাম বিশাল আহলেহাদীছ কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে পাকিস্তানের মাওলানা মুহাম্মাদ ইসমাঈল সালাফী (গুজরানওয়ালা), বিহারের মাওলানা আব্দুল্লাহ আরাভী, বেনারসের মাওলানা আবুল কাসেম সাযফ বেনারসী, ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের অন্যতম সিপাহসালার মুজাহিদ নেতা মাওলানা ফযলে ইলাহী ওয়াযীরাবাদী প্রমুখ ওলামায়ে কেরাম যোগদান করেন। এই কনফারেন্সে মাওলানা আব্দুল্লাহেল কাফীকে সভাপতি ও মাওলানা মওলা বখশ নাদভীকে (মুর্শিদাবাদ) সেক্রেটারী করে ‘নিখিল বঙ্গ ও আসাম জমঈয়তে আহলেহাদিছ’ গঠিত হয়। কলিকাতার মিছরীগঞ্জ আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এর সদর দফতর স্থাপিত হয়।<sup>১১৩</sup>

১০৮. মহঃ মুনিরুযযামান, পশ্চিম দিনাজপুর জেলায় আহলে হাদীস আন্দোলনের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত, মাসিক আহলে হাদীস, কলিকাতা, ১৫ বর্ষ, ৩য় ও ৪র্থ সংখ্যা, মার্চ-এপ্রিল ১৯৮৭, পৃ. ৭০; আহলেহাদীছ আন্দোলন, পৃ. ৩৮৫; ড. মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ, রাজনীতিতে বঙ্গীয় উলামার ভূমিকা (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২য় সংস্করণ, নভেম্বর ২০০২), পৃ. ১২৯-১৩০; ড. মুহাম্মদ ইকবাল হোছাইন, সাংবাদিকতায় বঙ্গীয় উলামা-মাশায়েখ (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১ম প্রকাশ, ২০১৭), পৃ. ১৯৫-১৯৬।

১০৯. মাসিক তর্জুমানুল হাদীছ, মার্চ ১৯৬৪, পৃ. ৪২২।

১১০. আহলেহাদীছ আন্দোলন, পৃ. ৩৮৫; আল-হারাকাতুস সালাফিইয়াহ ফিল বাঙ্গাল, পৃ. ১৮৪।

১১১. মুহাম্মদ আব্দুর রহমান, আল্লামা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কুরায়শী (রহঃ) সংক্ষিপ্ত জীবনালেখ্য (ঢাকা : আল-হাদীস প্রিন্টিং এণ্ড পাবলিশিং হাউজ, মার্চ ১৯৮৩), পৃ. ১৫।

১১২. সাইফুদ্দীন চৌধুরী, মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১ম প্রকাশ, ফেব্রুয়ারী ১৯৯২), পৃ. ১৮।

১১৩. আহলেহাদীছ আন্দোলন, পৃ. ৩৮৫; মাসিক তর্জুমানুল হাদীছ, ২য় বর্ষ, ৬ষ্ঠ ও ৭ম সংখ্যা, চৈত্র ১৩৫৭ ও বৈশাখ ১৩৫৮, পৃ. ৩০১; ১১/৯ সংখ্যা, মার্চ ১৯৬৪, পৃ. ৪২২; মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী, পৃ. ১৮; ভাট্টী, সাগুয়াশত, পৃ. ২২।

সাংগঠনিক শৃঙ্খলা ও দাওয়াতী কাজের সুবিধার্থে পূর্ববঙ্গ, পশ্চিমবঙ্গ ও আসামকে পাঁচটি সাংগঠনিক বিভাগে বিভক্ত করা হয়।<sup>১১৪</sup> সংগঠনটি প্রতিষ্ঠার পর বুলেটিন, এর মুখপত্র মাসিক ‘তর্জুমানুল হাদীছ’ সহ বাংলা, উর্দু ও ইংরেজীতে সময়োপযোগী পুস্তক-পুস্তিকা প্রকাশ, সভা-সম্মেলন, জালসা, কুরআন ক্লাস, আলোচনা বৈঠক প্রভৃতির মাধ্যমে তার দাওয়াতী ও সাংগঠনিক কার্যক্রম পরিচালনা করে।<sup>১১৫</sup>

দাওয়াতী কাজের অংশ হিসাবে উক্ত সংগঠনটির গঠনতন্ত্রের ২৫ এর (চ) ধারায় বলা হয়েছিল, ‘প্রতি বৎসর বাঙ্গালা ও আসামের যে কোন স্থানে নিখিল বঙ্গ ও আসাম জমঈয়তে আহলে হাদিছের কনফারেন্স বা সাধারণ সভার অধিবেশন হইবে। কনফারেন্সে সকল ধর্ম, সমাজ ও শ্রেণীর লোক আমন্ত্রিত হইবেন এবং আহলে হাদিছ আন্দোলনের উদ্দেশ্য, নীতি আদর্শবাদ ও কর্মযোগের বিবরণ সকলের সম্মুখে উপস্থাপিত হইবে’।<sup>১১৬</sup> সে লক্ষ্যে ১৩৫৫ সালের ২৮শে ফাল্গুন মোতাবেক ১৯৪৯ সালের ১২ই মার্চ শনিবার মাওলানা আব্দুল্লাহেল কাফীর সভাপতিত্বে ‘নিখিল বঙ্গ ও আসাম জমঈয়তে আহলেহাদিছ’-এর ১ম কনফারেন্স ও দ্বিতীয় অধিবেশন অত্যন্ত জাঁকজমকের সাথে রাজশাহী শহরের উপকণ্ঠে নওদাপাড়া<sup>১১৭</sup> অনুষ্ঠিত হয়। এ স্থানেই নিখিল বঙ্গ ও আসাম শব্দ পরিবর্তন করে ‘পূর্ব-পাক জমঈয়তে আহলেহাদীছ’ নামকরণ করা হয়। এই কনফারেন্সে প্রায় ৫০ হাজার মানুষ উপস্থিত ছিল বলে ধারণা করা হয়। পূর্ব পাকিস্তানের প্রায় সকল অঞ্চল হতে পাঁচ শতাধিক আলেম-ওলামা ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ সম্মেলনে যোগদান করেছিলেন।<sup>১১৮</sup> উক্ত কনফারেন্সে পাকিস্তানে ইসলামী শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জোর দাবী জানানো হয়।<sup>১১৯</sup> এ সম্মেলনে মাওলানা কাফী ছাহেব ‘আহলেহাদীছ আন্দোলন’-এর উপর এক সারগর্ভ বক্তব্য প্রদান করেন, যা পরবর্তীতে ধারাবাহিকভাবে মাসিক তর্জুমানুল হাদীছ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। অতঃপর সেই ভাষণটি ‘আহলেহাদীস পরিচিতি’ বইয়ে সন্নিবেশিত হয়।<sup>১২০</sup>

উল্লেখ্য যে, এ সম্মেলনে অভ্যর্থনা কমিটির চেয়ারম্যান ছিলেন জাতীয় চার নেতার অন্যতম এ.এইচ.এম. কামরুজ্জামানের পিতা ও রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের

১১৪. নিখিল বঙ্গ ও আসাম জমঈয়তে আহলেহাদিছের উদ্দেশ্য, গঠনতন্ত্র ও নিয়মাবলী (পাবনা : কোহিনুর প্রেস, ২৭শে জিলকদ ১৩৬৭ হিঃ/১লা অক্টোবর ১৯৪৮ খৃঃ), পৃ. ১৯-২০।

১১৫. মাসিক তর্জুমানুল হাদীছ, ৪র্থ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, চৈত্র ও বৈশাখ ১৩৫৯, পৃ. ১৩৭; ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, পৃ. ৫৩।

১১৬. নিখিল বঙ্গ ও আসাম জমঈয়তে আহলেহাদিছের উদ্দেশ্য, গঠনতন্ত্র ও নিয়মাবলী, পৃ. ১৬।

১১৭. বর্তমানে উক্ত স্থানে হামীদপুর পাইলট স্কুল, নওদাপাড়া গার্লস স্কুল ও আহলেহাদীছ আন্দোলনের মাধ্যমে ১৯৯২ সালে নির্মিত নওদাপাড়া বাজার আহলেহাদীছ জামে মসজিদ অবস্থিত। মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব, দাওয়াত ও জিহাদ (রাজশাহী : হাদীছ ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ৩য় সংস্করণ, ২০১০), পৃ. ৪।

১১৮. মাসিক তর্জুমানুল হাদীছ, ৬ষ্ঠ বর্ষ, ৯ম সংখ্যা, চৈত্র ১৩৬২, পৃ. ৪০৮; ৭ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ডিসেম্বর ১৯৫৬; ১ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা, পৃ. ৬৯।

১১৯. তর্জুমানুল হাদীছ, ৬ষ্ঠ বর্ষ, ৯ম সংখ্যা, চৈত্র ১৩৬২, পৃ. ৪১০।

১২০. মাওলানা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কুরায়শী, আহলেহাদীস পরিচিতি (ঢাকা : আল-হাদীস প্রিন্টিং এণ্ড পাবলিশিং হাউজ, ২য় সংস্করণ, নভেম্বর ১৯৮৩), পৃ. ৪৪-১১০।

বর্তমান মেয়র এ.এইচ.এম খায়রুজ্জামান লিটনের দাদা জনাব আব্দুল হামীদ মিয়া (১৮৮৭-১৯৭৬)। তিনি সম্মেলনে লিখিত ভাষণ পাঠ করেন।<sup>১২১</sup>

### ১৬. আঞ্জুমান আহলেহাদিস পশ্চিমবঙ্গ (১৯৫১) :

১৯৪৬ সালে ‘নিখিল বঙ্গ ও আসাম জমঙ্গয়তে আহলেহাদিছ’ গঠিত হ’লে পশ্চিমবঙ্গ জমঙ্গয়তের ৫ম সাংগঠনিক বিভাগের আওতাভুক্ত ছিল।<sup>১২২</sup> ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পর ১৯৪৮ সালের ৭ই মার্চ জমঙ্গয়তের সদর দফতর কলিকাতা হতে তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানের পাবনায় স্থানান্তরিত হয়।<sup>১২৩</sup> ফলে দেশ বিভাগোত্তর পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে প্রয়োজনের তাকীদে ১৯৫১ সালের ৪ঠা ফেব্রুয়ারী তারিখে কলিকাতার মিছরীগঞ্জ আহলেহাদীছ মসজিদে অনুষ্ঠিত এক সম্মেলনের মাধ্যমে কলুটোলার মাওলানা হাফেয ইসমাঈল দেহলভীকে সভাপতি ও মেটিয়াবুরঞ্জের আলহাজ হারুনুর রশীদ মণ্ডলকে সম্পাদক করে পৃথকভাবে ‘আঞ্জুমান আহলেহাদিস পশ্চিমবঙ্গ’ গঠিত হয়।<sup>১২৪</sup>

১৯৭১ সালে হাকিমপুরের আব্দুল কাইয়ুম খানের সভাপতিত্বে পশ্চিমবঙ্গ আঞ্জুমান আহলেহাদিস পুনর্গঠিত হয়। মাওলানা আব্দুল কাইয়ুম খান ১৯৯০ সাল পর্যন্ত জমঙ্গয়তের সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। তারপর মাওলানা আমীর হুসাইন সভাপতি নির্বাচিত হন। ১৯৭২ সালের জুলাই মাসে উক্ত আঞ্জুমানের মুখপত্র হিসাবে ‘আল-ইসলাম’ নামে একটি বিশেষ সংখ্যা বের হয়। এরপর হাফেয শেখ আয়নুল বারী আলিয়াবীর সম্পাদনায় মাসিক ‘আহলেহাদীস’ ১৯৭২ সালের অক্টোবর মাস থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত নিয়মিত প্রকাশিত হয়। ১৯৭৫ সালে আঞ্জুমানের স্থলে ‘পশ্চিমবঙ্গ জমঙ্গয়তে আহলেহাদীস’ নামকরণ করা হয়। ১৯৭২ থেকে ১৯৯৫ সাল পর্যন্ত মাওলানা আইনুল বারী আলিয়াবী জমঙ্গয়তের সম্পাদক ও ১৯৯৫ সাল থেকে আমৃত্যু (১৫ই মে ২০২০) সভাপতি হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন।<sup>১২৫</sup>

১৯৮৭ সালের ৬ ও ৭ই এপ্রিল পশ্চিম দিনাজপুর যেলার হেমতাবাদ থানার অন্তর্গত শমসপুর গ্রামে পশ্চিমবঙ্গ জমঙ্গয়তে আহলেহাদীসের ৭২তম রাজ্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এতে পশ্চিমবঙ্গের শতাধিক আলেম ছাড়াও মাওলানা ওবায়দুল্লাহ রহমানী কাশ্মীরী, মাওলানা আসলাম কানপুরী, মাওলানা আব্দুল কাইয়ুম বাস্তাবী, মাওলানা আব্দুর রশীদ খানজাহানপুরী, সে সময় বাংলাদেশে নিযুক্ত সউদী মাবউছ মাওলানা আব্দুল মতীন সালাফী, বাংলাদেশ জমঙ্গয়তে আহলেহাদীস-এর সহকারী সেক্রেটারী

১২১. দাওয়াত ও জিহাদ, পৃ. ৪।

১২২. নিখিল বঙ্গ ও আসাম জমঙ্গয়তে আহলেহাদিছের উদ্দেশ্য, গঠনতন্ত্র ও নিয়মাবলী, পৃ. ২০।

১২৩. আহলে হাদীস, কলিকাতা, মার্চ-এপ্রিল ১৯৮৭, পৃ. ৭০।

১২৪. আহলেহাদীছ আন্দোলন, পৃ. ৩৮৭।

১২৫. আহলেহাদীছ আন্দোলন, পৃ. ৩৮৭; আল-হারাকাহুস সালাফিইয়াহ ফিল বাঙ্গাল, পৃ. ১৯১; মাসিক আহলে হাদীস, কলিকাতা, মার্চ-এপ্রিল ১৯৮৭, পৃ. ৭৩; মাসিক আত-তাহরীক, রাজশাহী, জুন ২০২০।



মাওলানা মুহাম্মাদ মুসলিম প্রমুখ বক্তব্য পেশ করেন। এতে প্রায় ৪০ হাজার মানুষ উপস্থিত ছিল।<sup>১২৬</sup>

বর্তমানে কলিকাতার ১নং মারকুইস লেনে অবস্থিত মিছরীগঞ্জ আহলেহাদীছ জামে মসজিদে জমঈয়তের সদর দফতর অবস্থিত। পশ্চিমবঙ্গ জমঈয়ত বর্তমানে মারকাযী জমঈয়তে আহলেহাদীছ-হিন্দ এর প্রাদেশিক শাখা হিসাবে কাজ করে যাচ্ছে।

### ১৭. বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলেহাদীস :

১৯৪৮ সালের ৭ই মার্চ ‘নিখিল বঙ্গ ও আসাম জমঈয়তে আহলেহাদীছ’ এর সদর দফতর কলিকাতা হ’তে তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানের পাবনা যেলা শহরের প্রাণকেন্দ্র বাঁশবাজার আহলেহাদীছ জামে মসজিদ সংলগ্ন দফতরে স্থানান্তরিত হয়।<sup>১২৭</sup> অতঃপর ১৯৫৩ সালের ১০ই ডিসেম্বরে (১৩৭৩ হিঃ/১৩৬০ বাংলা) বাঁশবাজার আহলেহাদীছ জামে মসজিদে অনুষ্ঠিত জেনারেল কমিটির এক সভায় সর্বসম্মতিক্রমে জমঈয়তের নাম পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। গৃহীত প্রস্তাবে বলা হয়, ‘যেহেতু পাকিস্তান কায়ম হওয়ার পূর্বে ‘নিখিল বঙ্গ ও আসাম জমঈয়তে আহলেহাদীছ’ নামে অত্র প্রতিষ্ঠান গঠিত হইয়াছিল এবং যেহেতু বিভিন্ন কারণে এই নামের কোন বাস্তবতা ও সার্থকতা বর্তমানে বিদ্যমান নাই, সুতরাং নিখিল বংগ ও আসাম জমঈয়তে আহলেহাদীছের নাম পরিবর্তন করিয়া অতঃপর এই প্রতিষ্ঠানকে ‘পূর্ব-পাকিস্তান জমঈয়তে আহলেহাদীছ’ রূপে অভিহিত করা হউক’।<sup>১২৮</sup> এভাবে আনুষ্ঠানিকভাবে ‘পূর্ব-পাকিস্তান জমঈয়তে আহলেহাদীছ’ গঠিত হয়।

পূর্ব-পাক জমঈয়ত গঠনের পর ১৯৫৬ সালের সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত প্রায় ৮ বছর ৯ মাস পাবনায় জমঈয়তের সদর দফতর অবস্থিত ছিল। ১৯৫৬ সালের অক্টোবর মাসে কেন্দ্রীয় অফিস পাবনা হতে ঢাকায় চলে, কাযী আলাউদ্দীন রোডে স্থানান্তরিত হয়।<sup>১২৯</sup> ১৯৬০ সালের ৪ঠা জুন জমঈয়ত সভাপতি আল্লামা আব্দুল্লাহেল কাফী মৃত্যুবরণ করলে ১৫ই জুন জমঈয়তের কার্যনির্বাহী কমিটির সভায় তদীয় ভ্রাতুষ্পুত্র প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ, বাগী ও ইসলামী চিন্তাবিদ ড. মুহাম্মাদ আব্দুল বারীকে সভাপতি ও মুহাম্মাদ আব্দুর রহমান বিএবিটি-কে সেক্রেটারী নির্বাচিত করা হয়। যারা উভয়েই আমৃত্যু যথাক্রমে জমঈয়তের সভাপতি ও সেক্রেটারী হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পর বর্তমানে তা ‘বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলেহাদীস’ নামে পরিচিত। এঁদের আমলেই ৯৮, নওয়াবপুর রোড, ঢাকা-১-এ জমঈয়তের নিজস্ব কেন্দ্রীয় দফতরের অফিস ক্রয় করা হয়। পুরান ঢাকার বিশিষ্ট ব্যবসায়ী সরদার আব্দুল মাজেদ নতুন অফিস ক্রয়ে বড়

১২৬. ইবনে আহমাদ, ‘প্রাদেশিক জমঈয়তের ৭২তম রাজ্য সম্মেলন’, মাসিক আহলেহাদীস, কলিকাতা, ১৫তম বর্ষ, ৩য়-৪র্থ সংখ্যা, মার্চ-এপ্রিল ১৯৮৭, পৃ. ৬২-৬৪।

১২৭. আহলেহাদীছ আন্দোলন, পৃ. ৩৯০।

১২৮. মাসিক তর্জমানুল হাদীছ, হুফর ১৩৭৩ হিঃ/কার্তিক ১৩৬০, পৃ. ৩৪৫।

১২৯. তর্জমানুল হাদীছ, ৭/১ সংখ্যা, ডিসেম্বর ১৯৫৬, পৃ. ৪৭, মার্চ ১৯৬৪, পৃ. ৪৩; আহলেহাদীছ আন্দোলন, পৃ. ৩৯০।

ধরনের আর্থিক সহযোগিতা প্রদান করেন।<sup>১৩০</sup> বর্তমানে ৭৯/ক/৩, উত্তর যাত্রাবাড়ী (জমঙ্গয়ত ভবন)-এ জমঙ্গয়তের কেন্দ্রীয় অফিস অবস্থিত।

আল্লামা আব্দুল্লাহেল কাফী ছাহেবের আমলে ১৯৫৮ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত জমঙ্গয়তের ২৩টি এলাকা এবং ৬৩৮টি শাখা গঠিত হয়েছে।<sup>১৩১</sup> জমঙ্গয়ত সভাপতি মাওলানা আব্দুল্লাহেল কাফী ছিলেন জমঙ্গয়তে আহলেহাদীছের প্রাণস্পন্দন। বিচ্ছিন্ন আহলেহাদীছ জামা'আতকে সাংগঠনিক শক্তিতে বলীয়ান করাই ছিল তাঁর জীবন সাধনা। বিরাটসংখ্যক আহলেহাদীছ জনগোষ্ঠীকে জমঙ্গয়তে আহলেহাদীছ-এর মাধ্যমে একটি জাতীয়ভিত্তিক প্লাটফরমে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি করাই আহলেহাদীছ আন্দোলনে তাঁর অন্যতম প্রধান অবদান হিসাবে চিহ্নিত করা চলে। তাঁর অপূর্ব বাগ্মিতা, অতুলনীয় সাংগঠনিক প্রতিভা ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ লেখনীর মাধ্যমে তিনি আহলেহাদীছ আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। ১৯৪৯ সাল হতে ১৯৬০ সাল পর্যন্ত যুগটি ছিল মাওলানার সাহিত্য সাধনার স্বর্ণযুগ। পত্রিকা সম্পাদনা ছাড়াও ১৯১৫ সাল হতে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় বাংলা, ইংরেজী ও উর্দু ভাষায় তাঁর অসংখ্য প্রবন্ধ বের হয়। এজন্য মৃত্যুর পূর্বে ১৯৫৯ সালে তিনি ঢাকার বাংলা একাডেমী কর্তৃক সাহিত্য পুরস্কারে সম্মানিত হন।<sup>১৩২</sup>

১৯৫৬ সালের ৬ ও ৭ই জানুয়ারী তাঁর নেতৃত্বে পাবনা ঈদগাহ ময়দানে বিভিন্ন ইসলামপন্থী দলগুলির 'এছলামী ফ্রন্ট' সম্মেলন অনুষ্ঠান ছিল জমঙ্গয়তের ইতিহাসে এক যুগান্তকারী ঐতিহাসিক ঘটনা। এতে ৫০ হাজারের অধিক মানুষ অংশগ্রহণ করে। তন্মধ্যে পাঁচ শতাধিক মহিলা ছিল। কনফারেন্সের মূল প্যাণ্ডেলের নিকটস্থ মিউনিসিপাল প্রাইমারী স্কুলে পর্দার সাথে তাদের বসার ব্যবস্থা করা হয়েছিল।<sup>১৩৩</sup> এই সম্মেলনে ৭টি প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল। দ্বিতীয় প্রস্তাবে পাকিস্তানে ইসলামী শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জোরালো দাবী জানানো হয়েছিল।<sup>১৩৪</sup>

১৯৮৫ সালের ২৮শে ফেব্রুয়ারী থেকে ২রা মার্চ জমঙ্গয়তের উদ্যোগে ঢাকায় ৩ দিন ব্যাপী পঞ্চম কেন্দ্রীয় কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে সউদী আরব, কুয়েত, ভারত ও পাকিস্তান থেকে বিশিষ্ট ওলামায়ে কেরাম শরীক হন। তন্মধ্যে আল্লামা ইহসান ইলাহী যহীর ছিলেন অন্যতম। সম্মেলনে এই তরুণ আহলেহাদীছ নেতার জ্বালাময়ী ও হৃদয়গ্রাহী ভাষণ শ্রোতাদের হৃদয়ে বাড় তুলেছিল।<sup>১৩৫</sup> কনফারেন্স

১৩০. আহলেহাদীছ আন্দোলন, পৃ. ৩৯০-৩৯১, ৪৭০-৪৭১; আল-হারাকাতুস সালাফিইয়াহ ফিল বাঙ্গলা, পৃ. ১৮৭-১৯০, ১৯২; আহলেহাদীছ মনযিল বা মনযিল, পৃ. ৩১৪-৩১৫; বাংলাদেশ জমঙ্গয়তে আহলেহাদীস স্মরণিকা, ১৯৮৫, পৃ. ২২-২৪।

১৩১. তর্জুমানুল হাদীছ, ৮/৭ সংখ্যা, মার্চ-এপ্রিল ১৯৫৯, পৃ. ৩৪৮।

১৩২. আহলেহাদীছ আন্দোলন, পৃ. ৪৭১।

১৩৩. তর্জুমানুল হাদীছ, পৌষ ও মাঘ ১৩৬২, পৃ. ৩০৫-৩০৭, ৩০১; চৈত্র ১৩৬২, পৃ. ৪১০; আহলেহাদীছ আন্দোলন, পৃ. ৩৯১, ৪৭১।

১৩৪. তর্জুমানুল হাদীছ, পৌষ ও মাঘ ১৩৬২, পৃ. ৩১৩-৩১৪।

১৩৫. মাসিক আহলেহাদীস, কলিকাতা, ১৩/৩য়-৪র্থ সংখ্যা, মার্চ-এপ্রিল ১৯৮৫, পৃ. ১০৭-১০; ইহসান ইলাহী যহীর, পৃ. ৭৮-৭৯।

উপলক্ষ্যে জমঈয়ত একটি স্মরণিকা প্রকাশ করেছিল। এতে বাংলা ও আরবীতে জমঈয়তে আহলেহাদীছের পরিচিতি ও ইতিবৃত্ত তুলে ধরা হয়।

মাওলানা আব্দুল্লাহেল কাফী আহলেহাদীছ আন্দোলনের প্রচার-প্রসারের জন্য ১৯৪৯ সালের অক্টোবর মাসে (মুহাররম ১৩৬৯ হিঃ) উচ্চাঙ্গের সাহিত্যিক মান সমৃদ্ধ মাসিক ‘তর্জুমানুল হাদীছ’ পত্রিকা প্রকাশ করেন, যা ১৯৭০ সাল পর্যন্ত চালু ছিল। তারপর বন্ধ হয়ে যায়। বর্তমানে নতুনভাবে আবার সেটি প্রকাশিত হচ্ছে। ১৯৫৭ সালের ৪ঠা জুলাই জমঈয়তের অর্গানাইজিং কমিটির এক সভায় সাপ্তাহিক ‘আরাফাত’ পত্রিকা প্রকাশ এবং জমঈয়তের তত্ত্বাবধানে একটি ‘দারুল হাদীছ’ তথা মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।<sup>১৩৬</sup> সে মতে ১৯৫৭ সালের ৭ই অক্টোবর থেকে মাওলানা আব্দুল্লাহেল কাফীর সম্পাদনায় সাপ্তাহিক ‘আরাফাত’ প্রকাশিত হয়, যা আজও চালু আছে। তাছাড়া নিরপেক্ষভাবে কুরআন ও হাদীছের উচ্চতর শিক্ষা দানের উদ্দেশ্যে জমঈয়তে আহলেহাদীছের তত্ত্বাবধানে ও মাওলানা আব্দুল্লাহেল কাফীর পরিচালনায় ১৯৫৯ সালের ১৯শে ডিসেম্বর ঢাকা শহরের নাথিরাবাজার আহলেহাদীছ জামে মসজিদের পাশে ‘মাদ্রাসাতুল হাদীছ’ প্রতিষ্ঠিত হয়। মাওলানা শুজাউদ্দীন বাসুদেবপুরী, মাওলানা আবুল কাসেম রহমানী ও হাফেয মৌলভী শামসুদ্দীন সিলেটী এই তিনজন শিক্ষককে দিয়ে মাদ্রাসার পাঠদান শুরু হয়। এখানে মূলতঃ মাদ্রাসার ফাযিল বা কামিল পাশ ও ইসলামিক স্টাডিজের গ্র্যাজুয়েট ছাত্ররা ৩ বৎসর ব্যাপী উচ্চতর শিক্ষা লাভ করত। তাছাড়া বালকদের জন্য হিফয ও কুরআন শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল।<sup>১৩৭</sup>

১৯৭৯ সালে ৭৮ উত্তর যাত্রাবাড়ীতে জমঈয়তের কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান হিসাবে ‘মাদরাসা মুহাম্মাদিয়া আরাবিয়া’ প্রতিষ্ঠিত হয়। জমঈয়তের উদ্যোগে মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের আদলে একটি জামে‘আ বা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য জমঈয়ত সভাপতি ড. এম এ বারীর সময় সাভারের বাইপাইলে ১৫ একর জমি ক্রয় করা হয়।<sup>১৩৮</sup> সেখানে বর্তমানে আল্লামা আব্দুল্লাহেল কাফী মডেল মাদ্রাসা এবং সম্প্রতি ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক ইউনিভার্সিটি অব সাইন্স এণ্ড টেকনোলজি চালু হয়েছে।

‘বাংলাদেশে আহলেহাদীছ যুবসংঘ’-এর সাথে জমঈয়তে আহলেহাদীছ ১৯৮৯ সালের ২১শে জুলাই ‘সম্পর্কহীনতা’ ঘোষণা করলেও জমঈয়তের যুবসংগঠন হিসাবে ‘জমঈয়তে শুকবানে আহলেহাদীস বাংলাদেশ’ ১৯৮৯ সালের ২৮শে ডিসেম্বর গঠিত হয়। যার বর্তমান কার্যালয় ৭৯/ক/৩, উত্তর যাত্রাবাড়ী, ঢাকা-১২০৪ য়ে অবস্থিত।

১৩৬. তর্জুমানুল হাদীছ, ৭ম বর্ষ, ১১তম সংখ্যা, জুলাই ১৯৫৭, পৃ. ৩১২।

১৩৭. তর্জুমানুল হাদীছ, ৭/১১ সংখ্যা, ডিসেম্বর-জানুয়ারী ১৯৫৮, পৃ. ৪৫০; ৮/৬ সংখ্যা, ডিসেম্বর ১৯৫৮, পৃ. ২৬৮; ৮/৭ সংখ্যা, মার্চ-এপ্রিল ১৯৫৯, পৃ. ৩৫০, ১১/৯ সংখ্যা, মার্চ ১৯৬৪, পৃ. ৪২৩।

১৩৮. বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলেহাদীছ স্মরণিকা ১৯৮৫, পৃ. ২৭।

### ১৮. জামা'আতে মুজাহেদীন বাংলাদেশ :

সাইয়িদ আহমাদ ব্রেলাভী ও আল্লামা শাহ ইসমাঈল শহীদ (রহঃ)-এর যুগ হতেই এই জামা'আত চলে আসছে। পাটনা ছাদিকপুরী জিহাদী পরিবারের সঙ্গে এই জামা'আতের সরাসরি যোগাযোগ ছিল। দিনাজপুর যেলার চিরিরবন্দরের মাওলানা যিল্লুর রহমান সালাফী বাংলাদেশ অঞ্চলের আমীর ছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর তদীয় পুত্র মাওলানা নাজমুল হক সালাফী এই জামা'আতের আমীর নিযুক্ত হন। চিরিরবন্দরের নান্দেড়াই দারুল হুদা আলিয়া মাদ্রাসা এই জামা'আতের কেন্দ্রীয় মাদ্রাসা। মাসিক 'আল-মুজাহিদ' এই জামা'আতের মুখপত্র।<sup>১৭৯</sup> ১৯৬৪ সালে পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়। মাদ্রাসায় স্থাপিত একটি প্রেসে হাত মেশিনে পত্রিকাটি মুদ্রিত হ'ত। ব্রিটিশ ভারতে পরিচালিত জিহাদ আন্দোলনের শিক্ষা ও ভাবধারার বাহন ছিল পত্রিকাটি। ইসলামী ইতিহাস, তাহযীব-তমদ্দুন, মাসআলা-মাসায়েল, মুসলিম জাহানের চলতি খবরাখবর প্রভৃতি এই পত্রিকায় প্রকাশিত হ'ত। বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভের পূর্বে পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যায়। ইসলামী ভাবধারাসম্পন্ন মহলে পত্রিকাটির দারুণ জনপ্রিয়তা ছিল। সমাজে অনুরাগী পাঠক সৃষ্টিতে এই পত্রিকার ভূমিকা অনস্বীকার্য।<sup>১৮০</sup>

### ১৯. জামা'আতে গোরাবায় আহলেহাদীছ বাংলাদেশ :

এই জামা'আত মূলতঃ মাওলানা আব্দুল ওয়াহ্‌হাব মুহাদ্দিছ দেহলভী (রহঃ) কর্তৃক ১৮৯৫ সালে প্রতিষ্ঠিত 'জামা'আতে গোরাবায় আহলেহাদীছ'-এর অনুসারী। রংপুরের হারাগাছ-এর দর্জিপাড়ার অধিবাসী মাওলানা আব্দুল হামীদ (মৃঃ ১৯৯৪) আমৃত্যু বাংলাদেশ অঞ্চলে এই জামা'আতের 'ওয়ালী' বা দায়িত্বশীল ছিলেন। এরা বায়'আত ও ইমারতে বিশ্বাসী। বর্তমানে লালমণিরহাটের মহিষখোঁচা অঞ্চল, গাইবান্ধার শিমুলবাড়ী ও ফুলবাড়ী অঞ্চলে এই জামা'আতের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।<sup>১৮১</sup>

### ২০. আহলেহাদীছ তাবলীগে ইসলাম (১৯৮৩) :

সাংগঠনিক মতানৈক্যের কারণে জমঈয়তে আহলেহাদীসের কেন্দ্রীয় জেনারেল কমিটির ঢাকাস্থ কিছু সদস্য তৎকালীন কেন্দ্রীয় ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য, দৈনিক 'আজাদ'-এর সহকারী সম্পাদক খ্যাতনামা আলেম, ঢাকার বংশাল আহলেহাদীছ জামে মসজিদের খতিব মাওলানা মুস্তাফির আহমাদ রহমানী (১৯২৩-১৯৮৯)-কে 'আমীর' নির্বাচন করে ১৯৮৩ সালের ১৫ই জানুয়ারীতে ঢাকার আহলেহাদীছ মহল্লাভিত্তিক এই সংগঠনটি প্রতিষ্ঠা করেন। পরবর্তীতে বেশ কিছু বিখ্যাত আলেম এই সংগঠনে যোগ দেন। মাওলানা হাবীবুল্লাহ খান রহমানী (জন্ম : ১৩২০ বাংলা,

১৩৯. আহলেহাদীছ আন্দোলন, পৃ. ৩৯১-৩৯২।

১৪০. মেহরাব আলী, দিনাজপুরে সাংবাদিকতার একশ বছর (ঢাকা : বাংলাদেশ প্রেস ইন্সটিটিউট, ১৯৯৪), পৃ. ৫৯।

১৪১. আহলেহাদীছ আন্দোলন, পৃ. ৩৯৩-৩৯৪।

মৃঃ ১৯৯৯) এতে প্রধান উপদেষ্টা হিসাবে যোগ দেন। ১৯৮৯ সালের ১২ই নভেম্বরে মাওলানা মুস্তাফির আহমাদ রহমানী মৃত্যুবরণ করলে মাওলানা হাবীবুল্লাহ খান রহমানীর উপর এই সংগঠনের ‘আমীর’-এর দায়িত্ব অর্পিত হয়। ১৯৯৪ সালের শেষ দিকে অসুস্থ হয়ে মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলার পরেও তাঁকে আজীবন আমীর-এর মর্যাদা প্রদান করা হয়। ঢাকা শহরের বংশাল মালিবাগ মহল্লার ১৯৮, হাবীব মার্কেট-এর দোতলায় এই সংগঠনের কেন্দ্রীয় অফিস অবস্থিত। ‘তাবলীগে ইসলাম প্রেস’ নামে সংগঠনের নিজস্ব প্রেস ও ‘দাওয়াতে ইসলাম’ নামে নিজস্ব একটি অনিয়মিত মুখপত্র রয়েছে। সংগঠনের পক্ষ হ’তে সিরিজ আকারে প্রায় দেড় ডজন পুস্তিকা প্রকাশ ও ফ্রি বিতরণ করা হয়েছে।<sup>১৪২</sup> এই সংগঠনের প্রকাশিত পুস্তিকাগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল, বাংলা ভাষায় জুম‘আর খুৎবা, ইসলামের দৃষ্টিতে শা‘বান ও শবেবরাত, ইসলামের দৃষ্টিতে রামায়ান, আহলে হাদীস তাবলীগে ইসলামের আবেদন, ইসলাম এক ও অবিভাজ্য, ইসলামের দৃষ্টিতে হজ্জের নিয়মাবলী, মুসলমানদের পবিত্র স্থান, ইসলামের দৃষ্টিতে ঈদে কুরবান, ইসলামের দৃষ্টিতে মুহাররম, মুসলমানদের দৈনন্দিন আমল প্রভৃতি।

## ২১. বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ (১৯৭৮) :

আহলেহাদীছ আন্দোলনে তরুণ ছাত্র ও যুবকদের সম্পৃক্ত করার উদ্দেশ্যে এবং দেশের যুবশক্তিকে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জ্ঞানাতপিয়াসী যুবশক্তিতে পরিণত করার লক্ষ্যে ১৯৭৮ সালের ৫ই ফেব্রুয়ারী ‘বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ’ গঠিত হয়। যুবসংঘ গঠনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে ১৮.১.৮৬ তারিখে যুবসংঘের ১ম কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্য সম্মেলন ও প্রশিক্ষণ শিবিরে তৎকালীন সভাপতি মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব উদ্বোধনী বক্তৃতায় বলেন, ‘এদেশের যুবসমাজ রাজনৈতিক নেতাদের লোভনীয় শিকার। যৌবনের উদ্দীপনাকে বিভিন্ন রাজনীতির বলি হিসাবে এদেশে ব্যবহার করা হচ্ছে। প্রত্যেক পার্টি নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী এদেরকে শহীদ ও গাযী হিসাবে আখ্যায়িত করছে। দেশী-বিদেশী বিভিন্ন থিওরীর চাকচিক্যে এদের চোখ ধাঁধিয়ে দেওয়া হচ্ছে। ফলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এরা বিভ্রান্ত হচ্ছে। যুবসমাজকে ঐ সকল থিওরীর বেড়াডাল হ’তে মুক্ত করে কুরআন ও হাদীছের অভ্রান্ত সত্যের দিকে দাওয়াত দেওয়ার উদ্দেশ্যেই জন্ম নিয়েছে নির্ভেজাল তাওহীদের ঝাঙকাবাহী যুবসংগঠন ‘বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ’ ১৯৭৮ সালের ৫ই ফেব্রুয়ারী ঢাকাতে’।<sup>১৪৩</sup>

বাংলা ১৩৮৪ সালের ২৩শে মাঘ, ইংরেজী ১৯৭৮ সালের ৫ই ফেব্রুয়ারী মোতাবিক ২৬শে ছফর ১৩৯৮ হিজরী রবিবার বাদ যোহর ৭৮, উত্তর যাত্রাবাড়ীস্থ ‘মাদ্রাসা

১৪২. আহলেহাদীছ আন্দোলন, পৃ. ৩৯৪; মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব, ‘হাবীবুল্লাহ খান রহমানী’, মাসিক আত-তাহরীক, ২য় বর্ষ, ১২তম সংখ্যা, সেপ্টেম্বর ৯৯, পৃ. ২১, ২৩।

১৪৩. বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘের মুখপত্র ‘তাওহীদের ডাক’, নওদাপাড়া, রাজশাহী, ৩য় সংখ্যা, জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী ২০১০, পৃ. ২৪।

মুহাম্মাদিয়া আরাবিয়া'র জামে মসজিদে যুবসংঘ গঠনের উদ্দেশ্যে ঢাকার বিভিন্ন এলাকা হ'তে আগত আহলেহাদীছ যুবকদের একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। জমঈয়তে আহলেহাদীসের কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী মুহাম্মাদ আব্দুর রহমান বিএবিটি-র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ সভায় কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক (অধ্যক্ষ) মুহাম্মাদ আব্দুছ হামাদ উপস্থিত ছিলেন। বিএবিটি ছাহেব সেই বৈঠকের রেজুলেশন নিজ হাতে লেখেন ও তা সাপ্তাহিক 'আরাফাতে' প্রকাশ করেন। উক্ত সভায় সর্বসম্মতিক্রমে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের তৎকালীন ছাত্র জনাব মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব (সাতক্ষীরা)-কে আহ্বায়ক ও মাদ্রাসা মুহাম্মাদিয়া আরাবিয়ার শিক্ষক দেওয়ান হাসান শহীদ (টাঙ্গাইল)-কে যুগ্ম-আহ্বায়ক করে ৩৩ সদস্যের একটি 'প্রস্তুতি কমিটি' গঠিত হয় এবং আহ্বায়ক কর্তৃক রচিত ও উক্ত সভায় পঠিত কর্মসূচীর (গঠনতন্ত্র) ভিত্তিতে দেশব্যাপী সাংগঠনিক কাজ শুরুর পরিকল্পনা ঘোষণা করা হয়। অতঃপর যাত্রাবাড়ী মাদ্রাসায় মাননীয় আহ্বায়কের কার্যালয় থেকেই দেশব্যাপী যুবসংঘের কার্যক্রম পরিচালিত হয়।<sup>১৪৪</sup>

আহলেহাদীছ যুবসংঘ গঠনের পর আহলেহাদীছ যুবক, ছাত্র ও তরুণদের মধ্যে নব উদ্দীপনা ও চৈতন্যের উদয় হয়। তরুণ এই কাফেলা অদম্য স্পৃহা ও সাংগঠনিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে দেশময় কুরআন ও ছহীহ হাদীছের দাওয়াত পৌঁছিয়ে দিতে থাকে।

১৯৮০ সালের ৫ ও ৬ই এপ্রিল 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর ইতিহাসে এক স্মরণীয় দিন। যুবসংঘের ১ম জাতীয় সম্মেলন ও ইসলামী সেমিনার-এর ১ম দিন বেলা ১০-টায় ইসলামিক ফাউন্ডেশন মিলনায়তন, ঢাকায় জমঈয়তে আহলেহাদীস সভাপতি প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আব্দুল বারীর সভাপতিত্বে 'তাওহীদের শিক্ষা ও আজকের সমাজ'<sup>১৪৫</sup> শীর্ষক ইসলামী সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। যুবসংঘের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব সেমিনারে মূল প্রবন্ধ পাঠ করেন। পরদিন ৬ই এপ্রিল রবিবার ঢাকা যেলা ক্রীড়া সমিতি মিলনায়তনে যুবসংঘের ১ম জাতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন জমঈয়ত সভাপতি ড. মুহাম্মাদ আব্দুল বারী। ড. আফতাব আহমাদ রহমানী ছিলেন বিশেষ অতিথি। সম্মেলনে দেশের বিভিন্ন এলাকা থেকে আগত আহলেহাদীছ আন্দোলনে যথাযোগ্য ভূমিকা পালনে আগ্রহী যুবকদের মধ্য হতে ৩৫ সদস্যের একটি শক্তিশালী 'কেন্দ্রীয় এডহক কমিটি' গঠন করা হয়। সেখানে প্রস্তুতি কমিটির আহ্বায়ক জনাব মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিবকে এডহক কমিটির আহ্বায়ক এবং মাওলানা শামসুদ্দীন

১৪৪. গঠনতন্ত্র, বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ কর্তৃক প্রকাশিত ও এম.এ. বারী কর্তৃক আল-হাদীস প্রিন্টিং এণ্ড পাবলিশিং হাউস, ৯৮ নওয়াবপুর রোড, ঢাকা-১ হতে মুদ্রিত, ১ম সংস্করণ, এপ্রিল ১৯৮১, ভূমিকা দ্র.: ঐ গঠনতন্ত্র, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, নভেম্বর ২০২০, পৃ. ৫; যুবসংঘ স্মারকগ্রন্থ ২০১১, প্রকাশকাল : ফেব্রুয়ারী ২০১৩, পৃ. ৪৬, ২৫, ৩১-৩২।

১৪৫. ২০২০ সালের নভেম্বর মাসে উক্ত অমূল্য ভাষণটি একই শিরোনামে হাদীছ ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, রাজশাহী থেকে পুস্তক আকারে ১ম প্রকাশিত হয়। মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা ৬৪।

(সিলেট) ও মুহাম্মাদ বদরুদ্দীনকে যুগ্ম-আহ্বায়ক নিযুক্ত করা হয়। অভূতপূর্ব উৎসাহ-উদ্দীপনা নিয়ে যুবসংঘের নেতা-কর্মীরা নিজ নিজ এলাকায় ফিরে যায়। এ সম্মেলন ছিল ‘যুবসংঘ’-এর অগ্রগতির পথপরিক্রমায় ‘প্রথম মাইলফলক’।<sup>১৪৬</sup>

১৯৮৪ সালের ৩০শে মে যুবসংঘের কেন্দ্র ঢাকা থেকে রাজশাহী রাণীবাজার মাদ্রাসা মার্কেটের তৃতীয় তলায় স্থানান্তরিত হয়।<sup>১৪৭</sup> ১৯৮৪ সালের ৩১শে আগস্ট এখানে যুবসংঘের ৩য় শূরা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এতে যুবসংঘের কেন্দ্রীয় এডহক কমিটি বাতিল করে কেন্দ্রীয় সভাপতি ও কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে ৩৪ জন কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্যকে মনোনয়ন দেওয়া হয়। অতঃপর ১৯৮৫ সালের ১লা জানুয়ারী কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে প্রথম কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৮৫ সালের ২৮শে ফেব্রুয়ারী-২রা মার্চ ঢাকায় তিনদিন ব্যাপী বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলেহাদীসের পঞ্চম কেন্দ্রীয় কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়। এ উপলক্ষ্যে প্রকাশিত স্মরণিকার উপ-কমিটির সদস্য ছিলেন জনাব মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব।<sup>১৪৮</sup> উক্ত কনফারেন্সে জমঈয়তের তৎকালীন জেনারেল কমিটির সদস্য ও যুবসংঘের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি কর্তৃক লিখিত প্রস্তাব ও সকলের অনুমোদনক্রমে জমঈয়ত গঠনতন্ত্র সংশোধিত হয় ও আটটি বিভাগ সৃষ্টি হয়। তন্মধ্যে ‘শুব্বান’ বিভাগ ছিল একটি। যুবসংঘের সভাপতি মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিবকে জমঈয়তের শুব্বান বিভাগের পরিচালক নিয়োগ করা হয়।<sup>১৪৯</sup> ১৯৮৬ সালের ২১ ও ২২শে অক্টোবর কেন্দ্রীয় কার্যালয় সংলগ্ন রাণীবাজার আহলেহাদীছ জামে মসজিদে যুবসংঘের কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্য সম্মেলন<sup>১৫০</sup> অনুষ্ঠিত হয়। যুবসংঘ সভাপতি মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব সম্মেলন উদ্বোধন করেন। এ সম্মেলনে সভাপতি প্রদত্ত অমূল্য ভাষণটি পরবর্তীতে ‘সমাজ বিপ্লবের ধারা’ ও ‘তিনটি মতবাদ’ নামে আলাদা পুস্তক আকারে প্রকাশিত হয়।<sup>১৫০</sup>

১৯৮৯ সালের ১৭ ও ১৮ই ফেব্রুয়ারী রাজশাহীতে যুবসংঘের ৫ম কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। যুবসংঘের প্রধান উপদেষ্টা, জমঈয়ত সভাপতি ড. মুহাম্মাদ আব্দুল বারী রাণীবাজার মাদ্রাসার ৩য় তলায় অবস্থিত যুবসংঘের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে ৮৯-৯১ সেশনের নবনির্বাচিত কেন্দ্রীয় কর্মপরিসদ ও কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্যদের শপথ বাক্য পাঠ করান। সাপ্তাহিক আরাফাতে এ খবর প্রকাশিত হয়েছিল।<sup>১৫১</sup> ১৯৯১ সালের ২৫ ও ২৬শে এপ্রিল বৃহস্পতি ও শুক্রবার রাজশাহী মহানগরীর

১৪৬. গঠনতন্ত্র, বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ, ১ম সংস্করণ, ভূমিকা; ৬ষ্ঠ সংস্করণ, নভেম্বর ২০২০, পৃ. ৫; মুহতারাম আমীরে জামা‘আতের সাক্ষাৎকার, তাওহীদের ডাক, ৪র্থ সংখ্যা, মার্চ-এপ্রিল ২০১০, পৃ. ২৭।

১৪৭. যুবসংঘ গঠনতন্ত্র, পৃ. ৬।

১৪৮. যুবসংঘ স্মরণিকা ২০০০, পৃ. ৪৪; স্মারকগ্রন্থ ২০১১, পৃ. ১৯; জমঈয়ত স্মরণিকা ১৯৮৫, পৃ. ২৬।

১৪৯. যুবসংঘ স্মারকগ্রন্থ ২০১১, পৃ. ২৫, ৩২।

১৫০. যুবসংঘ স্মরণিকা ২০০০, পৃ. ৪৪; স্মারকগ্রন্থ ২০১১, পৃ. ৪৬।

১৫১. যুবসংঘ স্মরণিকা ২০০০, পৃ. ৪৪; স্মারকগ্রন্থ ২০১১, পৃ. ২৬, ৩২।

উপকণ্ঠে আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফীর দক্ষিণ পার্শ্বের বিস্তীর্ণ ময়দানে ২য় জাতীয় সম্মেলন এবং ১ম তাবলীগী ইজতেমা বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠিত হয়।<sup>১৫২</sup> এরই ধারাবাহিকতায় প্রত্যেক বছর আহলেহাদীছ আন্দোলনের উদ্যোগে রাজশাহীতে দু’দিন ব্যাপী বিশাল তাবলীগী ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। যেখানে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে লক্ষাধিক জনতা অংশগ্রহণ করে। ২০২৪ সালের ফেব্রুয়ারীতে এই ইজতেমা ৩৪তম বর্ষে উপনীত হয়েছে। পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের বাণী মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছানোর ক্ষেত্রে তাবলীগী ইজতেমার গুরুত্ব অপরিসীম।

১৯৮৯ সালের ২১শে জুলাই ‘আহলেহাদীছ যুবসংঘ’র সাথে জন্মদ্বয়িত আহলেহাদীছ ‘সম্পর্কহীনতা’ ঘোষণা করেন।<sup>১৫৩</sup> তারপরেও যুবসংঘ তার লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ও আদর্শে অবিচল থেকে দেশব্যাপী সমাজ সংস্কার কার্যক্রম ও দাওয়াতী কর্মতৎপরতা অব্যাহত রেখেছে। বর্তমানে ‘তাওহীদের ডাক’ যুবসংঘের মুখপত্র হিসাবে নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে। ফালিল্লাহিল হামদ!

## ২২. বাংলাদেশ আহলেহাদীছ মহিলা সংস্থা (১৯৮১) :

১৯৮১ সালের ৭ই জুন বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘের আহ্বায়ক জনাব মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব মহিলাদের মাধ্যমে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের দাওয়াত পৌঁছানোর লক্ষ্যে সর্বপ্রথম সাতক্ষীরা শহরে ‘বাংলাদেশ আহলেহাদীছ মহিলা সংস্থা’ গঠন করেন। এর প্রথম সভানেত্রী ছিলেন শিক্ষা হক (এম.এ) এবং সম্পাদিকা ছিলেন হালীমা খাতুন।<sup>১৫৪</sup>

## ২৩. আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ (১৯৯৪) :

মানুষের ধর্মীয় ও বৈষয়িক তথা সার্বিক জীবনকে আল্লাহ প্রেরিত সর্বশেষ অহি পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা ও সুধী পরিষদের সম্মেলনে আগত চার শতাধিক আলেম-ওলামা ও সুধীবৃন্দের উপস্থিতিতে ১৯৯৪ সালের ২৩শে সেপ্টেম্বর আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ গঠিত হয়। বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ-এর প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের তৎকালীন সহযোগী অধ্যাপক জনাব মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব সংগঠনের আমীর এবং আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফীর তৎকালীন প্রিন্সিপাল শায়খ আব্দুছ হামাদ সালাফী নায়েবে আমীর মনোনীত হন।<sup>১৫৫</sup>

প্রতিষ্ঠার পর থেকে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছভিত্তিক ইসলামী সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আহলেহাদীছ আন্দোলন নিরবচ্ছিন্নভাবে সাংগঠনিক কর্মতৎপরতা অব্যাহত রেখেছে। একই লক্ষ্য অর্জনে যুবসমাজের মাঝে ‘বাংলাদেশ আহলেহাদীছ

১৫২. যুবসংঘ স্মরণিকা ১৯৯৩, পৃ. ৫-৭।

১৫৩. সাপ্তাহিক আরাফাত, ৩০তম বর্ষ, ৪৮ সংখ্যা, ২৪শে জুলাই ১৯৮৯, পৃ. ৫, কলাম ৩।

১৫৪. আহলেহাদীছ আন্দোলন, পৃ. ৩৯৪-৯৫; যুবসংঘ স্মরণিকা ২০০০, পৃ. ৪৪।

১৫৫. আহলেহাদীছ আন্দোলন, পৃ. ৩৯৫; যুবসংঘ স্মারকগ্রন্থ ২০১১, পৃ. ১০৫; গঠনতন্ত্র, আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ, ২০১৭, পৃ. ৩।



যুবসংঘ' ও নারীদের মাঝে 'আহলেহাদীছ মহিলা সংস্থা'র মাধ্যমে যুবসমাজ ও নারীসমাজকে আল্লাহর দ্বীনের ধারক ও বাহক হিসাবে গড়ে তোলা হচ্ছে। শিশু-কিশোরদেরকে শৈশব থেকেই ইসলামী আকীদা ও আমলে পরিপুষ্ট করার জন্য ১৯৯৪ সাল থেকে কার্যক্রম চালাচ্ছে 'সোনামণি' সংগঠন। উচ্চস্তরের পেশাজীবীদের সংগঠিত করার জন্য ২০২২ সালের ২৬শে আগস্ট প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে 'আহলেহাদীছ পেশাজীবী ফোরাম'। এছাড়া সংস্কৃতিমনা তরুণ লেখক ও শিল্পীদেরকে ইসলামী আদর্শমূলে সংগঠিত করার জন্য 'তাওহীদের ডাক', 'সোনামণি প্রতিভা' পত্রিকা ও 'আল-হেরা শিল্পী গোষ্ঠী' স্ব স্ব অঙ্গনে কাজ করে যাচ্ছে। বর্তমানে দেশের প্রায় প্রতিটি যেলায় এ সংগঠনের কার্যক্রম রয়েছে। এছাড়া সউদী আরব, কাতার, কুয়েত, সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়াসহ বিভিন্ন দেশে প্রবাসী শাখা রয়েছে।

সংগঠনের মুখপত্র মাসিক আত-তাহরীক পত্রিকা, আত-তাহরীক অনলাইন টিভি, ইন্টারনেট ও ফংওয়া হটলাইনের মাধ্যমে এ সংগঠন মানুষের দৈনন্দিন জিজ্ঞাসার কুরআন ও হুদী হাদীছ ভিত্তিক জওয়াব দানে নিয়োজিত রয়েছে। এছাড়াও গ্রামে ও শহরে জুম'আর খুৎবা, তাবলীগী সফর, দৈনিক ও সাপ্তাহিক তা'লীমী বৈঠক, মাসিক তাবলীগী ইজতেমা ও কেন্দ্রীয়ভাবে বার্ষিক তাবলীগী ইজতেমা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সর্বস্তরের মানুষের নিকট ইসলামের বিপুল দাওয়াত পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।

শিক্ষা সংস্কারের লক্ষ্যে আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ-এর কেন্দ্রীয় শিক্ষা বিভাগের অধীনে ১৯৯৮ সালে সর্বপ্রথম কেন্দ্রীয়ভাবে 'আহলেহাদীছ মাদ্রাসা শিক্ষাবোর্ড' গঠন করা হয়। পরবর্তীতে ২০১৯ সালের ১০ই জানুয়ারী 'হাদীছ ফাউন্ডেশন শিক্ষাবোর্ড' পুনরায় কার্যক্রম শুরু করে, যা অল্প সময়ে সারা দেশে যথেষ্ট সাড়া জাগাতে সক্ষম হয়েছে। বর্তমানে এই বোর্ডের অধীনে দেড় শতাধিক প্রতিষ্ঠান পরিচালিত হচ্ছে। ১৯৯১ সালে প্রতিষ্ঠিত আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী আহলেহাদীছ আন্দোলনের কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। বর্তমানে এখানে বালক ও বালিকা পৃথক শাখায় ১ম শ্রেণী থেকে দাওয়ায়ে হাদীছ পর্যন্ত পাঠদান করা হয়। ২০২৪ সালের জানুয়ারীতে বালক শাখায় 'তাখাছুছ ফিল হাদীছ ওয়াল ফিকহ' বিভাগের যাত্রা শুরু হয়েছে।

২০০০ সালের ৩০শে অক্টোবর আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহীর পশ্চিম পার্শ্বস্থ ময়দানের পশ্চিমপ্রান্ত ঘেঁষে প্রস্তাবিত ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের চারটি প্রকল্পের মধ্যে ১ম প্রকল্প দারুল হাদীছ বিশ্ববিদ্যালয় (প্রাঃ) জামে মসজিদের ভিত্তি স্থাপিত হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের গভর্নিং বডির সভাপতি ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব এই মহান প্রকল্পের ভিত্তি স্থাপন করেন।<sup>১৫৬</sup> ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্লান-এস্টিমেট এমনকি ভিত কাটার সূতাও করা হয়েছিল মারকাযের পশ্চিম পার্শ্বস্থ ময়দানের উত্তর প্রান্ত ঘেঁষে। কিন্তু ২০০৫ সালের ২২শে ফেব্রুয়ারী, মঙ্গলবার দিবাগত রাত ২-টায় আহলেহাদীছ আন্দোলন

বাংলাদেশ-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিবসহ আন্দোলন ও যুবসংঘ-এর কেন্দ্রীয় চার নেতাকে তৎকালীন চার দলীয় জোট সরকার ৫৪ ধারায় গ্রেফতার করলে সবকিছু লণ্ডভণ্ড হয়ে যায়।<sup>১৫৭</sup>

বর্তমানে সেই কাজিত স্বপ্নের বাস্তবায়নের জন্য রাজশাহী বেলপুকুর বাইপাস সড়ক সংলগ্ন স্থানে দারুল হাদীছ বিশ্ববিদ্যালয়, তাবলীগী ইজতেমার স্থায়ী ময়দান ও অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ২০ বিঘা জমি ক্রয় করা হয়েছে। পর্যায়ক্রমে ৩১৩ বিঘা জমি ক্রয়ের পরিকল্পনা রয়েছে। যেখানে গড়ে উঠবে 'দারুল হাদীছ এডুকেশন সিটি'। তাছাড়া ঢাকার আফতাবনগরে 'আহলেহাদীছ মনযিল' নির্মাণ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ সমাজ সংস্কার, শিক্ষা সংস্কার ও দাওয়াতী কর্মতৎপরতার পাশাপাশি সারাদেশে বারো শতাধিক জামে মসজিদসহ ইসলামিক কমপ্লেক্স, মাদ্রাসা, ইয়াতীম খানা ও স্বাস্থ্যকেন্দ্র সমূহ স্থাপন করেছে। বন্যাভ্রাণ ও শীতবস্ত্র বিতরণ, অসহায়দের সাহায্যদান, নলকূপ স্থাপন ও অন্যান্য সমাজকল্যাণ কার্যক্রম সমূহ আঞ্জাম দিয়ে আসছে। এছাড়া যরুরী মানবিক সেবাদানে কাজ করছে স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন ও নিরাপদ রক্তদান সংস্থা 'আল-আওন'। আগামীতে বৃহৎ কলেবরে নারী-পুরুষ পৃথক ব্যবস্থা সম্পন্ন জেনারেল হাসপাতাল ও দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপনেরও পরিকল্পনা রয়েছে।

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর পরিচালনাধীন প্রকাশনা সংস্থা 'হাদীছ ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ'-এর মাধ্যমে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে রচিত গ্রন্থাবলী নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে, যা দেশ-বিদেশে ব্যাপকভাবে সমাদৃত। ইতিমধ্যে প্রকাশিত হয়েছে দেড় শতাধিক গ্রন্থ ও বইসমূহ। তন্মধ্যে বৃহৎ কলেবরে প্রকাশিত হয়েছে তাফসীরুল কুরআন ২৬ থেকে ৩০ পারা, তরজমাতুল কুরআন (১-৩০ পারা একত্রে), নবীদের কাহিনী-১ ও ২, সীরাতুল রাসূল (ছাঃ), ছালাতুল রাসূল (ছাঃ) ও ফৎওয়া সংকলন। চালু রয়েছে 'ফ্রী বই বিতরণ প্রকল্প'। বর্তমানে পূর্ণাঙ্গ তাফসীরুল কুরআনের কাজ এগিয়ে চলেছে এবং অন্যান্য উচ্চতর গবেষণা প্রকল্প 'হাদীছ ফাউন্ডেশন গবেষণা বিভাগ'-এর তত্ত্বাবধানে চলমান রয়েছে। এছাড়াও 'আল-হেরা শিল্পীগোষ্ঠী'র ইসলামী জাগরণী এবং বিশিষ্ট আলেমগণের বিষয়ভিত্তিক বক্তৃতা ও খুৎবা সমূহ নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে।

### উপসংহার :

পরিশেষে বলা যায়, উপমহাদেশে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের বাণী প্রচার, সমাজের বুক থেকে শিরক, বিদ'আত ও কুসংস্কারের মূলোৎপাটন, নির্ভেজাল তাওহীদ প্রতিষ্ঠা এবং মানুষকে ইসলামের সঠিক পথের সন্ধান দানে উপমহাদেশের

আহলেহাদীছ সংগঠনসমূহের ভূমিকা অনস্বীকার্য। সুতরাং পূর্বের যেকোন সময়ের তুলনায় বর্তমানে আহলেহাদীছ আন্দোলনের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা সর্বাধিক। শত বাধা-বিপত্তি সত্ত্বেও কিয়ামত পর্যন্ত এ আন্দোলন টিকে থাকবে ইনশাআল্লাহ। আল্লামা আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কুরায়েশী যথার্থই বলেছেন, ‘যতদিন চন্দ্র সূর্য বিদ্যমান থাকিবে, যতদিন কোরআন ও হাদীছের বিজয় বৈজয়ন্তী উড্ডীন থাকিবে, ততদিন পর্যন্ত আহলেহাদীছ আন্দোলনের অস্তিত্ব ধরাপৃষ্ঠে জীবন্ত-জাগ্রত রহিবেই। নদীর স্রোত যেরূপ সকল ঋতুতেই খরতর থাকেনা, তেমনি আহলেহাদীছ আন্দোলনের স্রোতে কোন কোন সময়ে ভাটা দর্শন করিয়া এই আন্দোলনের পতন ও মৃত্যুর ধারণা পোষণ করা মূর্খজনোচিত ধারণা মাত্র’।<sup>১৫৮</sup> তিনি সাংগঠনিক জীবনের গুরুত্ব সম্পর্কে বলেন, ‘ইছলামী জীবনের অপরিহার্য রূপ হইতেছে তাহার জামাআতী জীবন।...জামাআতী জীবনের রূপায়ণ, সংগঠন ও নিয়ন্ত্রণ আন্দোলনের প্রতীকরূপে সূচিত হইয়া থাকে। জামাআতবিহীন আন্দোলন কায়াবিহীন ছায়ার ন্যায়। জামা‘আতের সাংগঠনিক শক্তি ও দৃঢ়তা আন্দোলনের আদর্শ ও কর্মসূচীকে জীবন্ত ও বলবন্ত করিয়া তোলে’।<sup>১৫৯</sup> সুতরাং ‘আন্দোলন ব্যতীত বেঁচে থাকার আশা প্রাণ ব্যতীত প্রাণীর কল্পনা করার ন্যায়। প্রাণহীন অসাড় দেহের যেমন কোন মূল্য নেই, আন্দোলন বিহীন কিংবা আন্দোলন বিমুখ ব্যক্তি বা জাতির তেমনই কোন মূল্য নেই’।<sup>১৬০</sup>

উল্লেখ্য যে, জামা‘আতবদ্ধ জীবন মানুষের স্বভাব ধর্মের অংশ। একে অস্বীকার করা চিরন্তন সত্যকে অস্বীকার করার ন্যায়। সুতরাং একবিংশ শতাব্দীর নব্য জাহেলী যুগে মুসলমানদের টিকে থাকতে হ’লে মুসলিম উম্মাহকে সকল প্রকার ভেদাভেদ ভুলে গিয়ে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের নিঃশর্ত অনুসরণের মাধ্যমে জামা‘আতবদ্ধ জীবন যাপন করতে হবে। অথচ বর্তমানে কিছু ব্যক্তি সংগঠন করা হারাম মর্মে ফৎওয়া দিয়ে সমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করছেন। এ ধরনের ফৎওয়া প্রদান নিছক আত্মকেন্দ্রিকতা, স্বার্থপরতা ও ঝুঁকি থেকে নিরাপদ দূরত্বে অবস্থান করার মানসিকতা বৈ কিছুই নয়। কারণ উপমহাদেশ তথা ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশে বিগত ১৩০ বছরে আহলেহাদীছ জামা‘আতের দাওয়াতী কর্মতৎপরতা ও সমাজ সংস্কারের মূল ভিত্তি ছিল সাংগঠনিক প্রচেষ্টা। অতএব সংগঠনকে হারাম বলা ও দলাদলি বলে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করা বিগত ১৩০ বছরে আহলেহাদীছ জামা‘আতের দাওয়াত ও অবিস্মরণীয় সংগ্রামের ত্যাগপূত ইতিহাসকে মুছে ফেলার শামিল। সুতরাং আমাদের সর্বদা মনে রাখতে হবে রাসূল (ছাঃ)-এর সেই চিরন্তন বাণী وَالْجَمَاعَةُ رَحْمَةٌ وَالْفُرْقَةُ عَذَابٌ: ‘জামা‘আতবদ্ধ জীবন হল রহমত এবং বিচ্ছিন্ন জীবন হল আযাব’।<sup>১৬১</sup> আল্লাহ আমাদের সহায় হোন! আমীন!!

১৫৮. তর্জমানুল হাদীছ, ৬/১ সংখ্যা, ১৩৭৪ হি./শ্রাবণ ১৩৬২, পৃ. ৪৩।

১৫৯. তর্জমানুল হাদীছ, ৯/১ সংখ্যা, ১৩৭৫ হি./চৈত্র ১৩৬২, পৃ. ৪০৭।

১৬০. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব, ‘আন্দোলন অথবা ধ্বংস’, সাপ্তাহিক আরাফাত, ২২ বর্ষ, ৩০তম সংখ্যা, ৬.১০.১৯৮০; তাওহীদের ডাক, মার্চ-এপ্রিল ২০১৭।

১৬১. আহমাদ হা/১৮৪৭২; ছহীহাহ হা/৬৬৭।

## জামা'আত ও বায়'আত সম্পর্কিত কিছু সংশয় পর্যালোচনা

-ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ হাকিব

**ভূমিকা :**

ইসলাম কেবল কিছু ব্যক্তিগত জীবনাচরণের নাম নয়, কিছু ইবাদত আর আদবের সমষ্টি নয়; বরং এটি একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা। জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে ইসলামের দিক-নির্দেশনা মণ্ডল। ইসলামের প্রতিটি নির্দেশনাই হিকমতপূর্ণ এবং সুশৃংখল। দুর্ভাগ্যজনক হ'ল, পশ্চিমা সভ্যতার আত্মসনে ইসলামী খেলাফত পরবর্তী মুসলিম উম্মাহর মধ্যে যে নেতৃত্বের বিরাট সংকট তৈরী হয়েছে এবং তার ফলশ্রুতিতে ইসলামের সামাজিক শাসন-অনুশাসন, সামাজিক শৃংখলা, নেতৃত্ব-আনুগত্য সম্পর্কে ওলামায়ে কেরাম থেকে গুরু করে সাধারণ মানুষ পর্যন্ত সকলের মাঝে সংশয়, হতাশা ও নৈরাশ্যের এক দীর্ঘ ছায়া প্রলম্বিত হয়েছে। ফলে ইসলামের সামাজিক দর্শন সম্পর্কে তাদের মধ্যে তৈরী হয়েছে অস্পষ্ট ধারণা। দানা বেঁধেছে সীমাহীন তর্ক-বিতর্ক। ছড়িয়েছে অনৈক্যের ডালপালা। একেকজন একেক আঙ্গিক থেকে ফৎওয়া দিয়ে, কখনও দায়িত্বহীন মন্তব্য প্রকাশ করে জনমনে তৈরী করেছেন চরম বিভ্রান্তি। বিষয়টি সামগ্রিকভাবে পর্যালোচনা এবং এ ব্যাপারে জনসাধারণের কাছে সুস্পষ্ট বার্তা পৌঁছানোর নিমিত্তে আমরা ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক নির্দেশনা জামা'আতবদ্ধ জীবন এবং এতদসম্পর্কীয় বিধান বায়'আত বা শপথ সম্পর্কে নাতিদীর্ঘ আলোচনার প্রয়াস পাব ইনশাআল্লাহ।

**ইসলামী জামা'আতের পরিচয় :**

الجماعة শব্দটির উৎপত্তি হ'ল الجمع মূলধাতু থেকে, যার অর্থ কোন জিনিসকে একত্রিত করা।<sup>১</sup> রাসূল (ছাঃ) বলেন, بُعِثْتُ بِجَوَامِعِ الْكَلِمِ 'আমি ব্যাপকার্থবোধক বাক্যসমূহ সহকারে প্রেরিত হয়েছি'।<sup>২</sup> الجماعة অর্থ বহু সংখ্যক মানুষ অথবা এমন এক দল মানুষ যারা একক লক্ষ্যে সংগঠিত।<sup>৩</sup> এর দ্বারা মূলতঃ একটি ঐক্যবদ্ধ বা সংঘবদ্ধ দল উদ্দেশ্য। ইবনু তায়মিয়া (রহঃ) বলেন, জামা'আত হ'ল একতা, যা বিচ্ছিন্নতার বিপরীত। তবে একটি ঐক্যবদ্ধ দলের জন্যই জামা'আত শব্দটি ব্যবহৃত হয়।<sup>৪</sup> এই অর্থেই আরবী لاجمعة শব্দটি এসেছে, যার অর্থ ঐক্যমত পোষণ করা। কোন মাসআলায় আলেমদের ঐক্যমতকে لاجمعة বলা হয়।

১. ইবনু ফারেস, মু'জামু মাক্কায়াসিল লুগাহ, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৭৯।

২. মুসলিম হা/৫২৩।

৩. আল-মু'জামুল ওয়াসীতু ১/১৩৫।

৪. ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমু'উল ফাতাওয়া, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৫৭।

পারিভাষিক অর্থে জামা'আত শব্দের ব্যাখ্যায় ইমাম ত্বাবারী পূর্বসূরীদের বেশ কিছু অভিমত একত্রিত করেছেন। আর তা হ'ল— (১) মুসলমানের মধ্যে বড় দল। (২) ফিরক্বায়ে নাজিয়ার মানহাজ তথা মুক্তিপ্রাপ্ত দলের গৃহীত নীতির অনুসারী ইমাম ও বিদ্বানগণ। (৩) ছাহাবীগণ। (৪) কোন শারঈ বিষয়ে ঐক্যমত পোষণকারী বিদ্বানগণ। (৫) মুসলমানদের জামা'আত, যখন তারা কোন নেতার অধীনে ঐক্যবদ্ধ হয় (الجماعة جماعة المسلمين إذا اجتمعوا على أمر)।<sup>৫</sup> ইমাম শাভেবীও অনুরূপ মত ব্যক্ত করেছেন।<sup>৬</sup> হাদীছে এর প্রতিটি অর্থই পাওয়া যায়। তবে উপরোক্ত মতামতগুলি একত্রিত করলে জামা'আত শব্দের মৌলিক দু'টি অর্থ দাঁড়ায়,<sup>৭</sup> তা হ'ল—

(১) হকপন্থী জামা'আত (جماعة السنة أو جماعة الحق), যেটি আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত তথা হকের অনুসারী এবং বিদ'আত পরিত্যাগকারী জামা'আত। এটা হ'ল সত্য পথ, যার উপর পরিচালিত হওয়া এবং যার অনুসরণ করা প্রত্যেকের জন্য অপরিহার্য। এটাই হ'ল ছাহাবীগণ এবং তাদের পথের অনুসারীদের গৃহীত নীতি ও মানহাজ, যা 'মা আনা আলাইহে ওয়া আছহাবিহী' (আমি (রাসূল) ও আমার ছাহাবীগণ যে নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত)-এর সঠিক রূপ। এই দলের অনুসারীর সংখ্যা কম হোক বা বেশী হোক, এদের অনুসরণ অপরিহার্য। জামা'আতের এই সংজ্ঞা হকের অনুসরণ অর্থে ব্যবহৃত হয়। তাই এই জামা'আতের আমীর বা মা'মুরের প্রয়োজন নেই। যেমন ইবনু মাসউদ (রাঃ) বলেন, إِنَّمَا الْجَمَاعَةُ مَا وَافَقَ الْحَقُّ وَإِنْ، 'জামা'আত হ'ল যা সত্যের অনুগামী হয়, যদিও তুমি একাকী হও না কেন'।<sup>৮</sup>

(২) সামাজিক ক্ষমতাধর জামা'আত (جماعة التمكن), যেটি কিতাব ও সুন্নাত মোতাবেক পরিচালিত একজন নেতার অধীনে ঐক্যবদ্ধ হয়। যাতে নেতৃত্বের প্রতি আনুগত্য থাকা অপরিহার্য এবং তা থেকে বেরিয়ে আসা নিষিদ্ধ। অর্থাৎ এই জামা'আতের একজন প্রকাশ্য নেতা থাকা ও তার অনুসারী থাকা অপরিহার্য। আল-মু'জামুল ওয়াসীত' অভিধানে জামা'আত বা দলের সংজ্ঞায় বলা হয়েছে, الْجَمَاعَةُ الْمَأْمُورَةُ 'একজন নেতার অধীনে কোন নির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনের সংকল্প নিয়ে জনগণের একতাবদ্ধ হওয়াকে জামা'আত বা দল বলে'। মূলতঃ দল বলতে এমন কিছু মানুষের সমষ্টিকে বুঝায় যাদের একজন নেতা এবং কিছু লক্ষ্য-উদ্দেশ্য থাকে। ঐ লক্ষ্য-উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য নির্দিষ্ট কিছু কর্মসূচী

৫. ইবনু হাজার, ফাৎহুল বারী, ১৩/৩৭।

৬. الجماعة راجعة إلى الاجتماع على الإمام الموافق للكتاب والسنة, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৬৩।

৭. ড. ছলাহ আছ-ছাভী, জামা'আতুল মুসলিমীন, মাফহুমুহা ওয়া কায়ফিয়াতুল লুযুমিহা ফী ওয়াক্বিইনাল মু'আখির (কায়রো : দারুছ ছাফওয়াহ, তাবি), পৃ. ২১।

৮. হিবাতুল্লাহ আল-লালকাঈ, শারহ উছুলিল ই'তিক্বাদ, ১ম খণ্ড, পৃ. ১২২।

থাকে। তারা সংঘবদ্ধ চেষ্টার মাধ্যমে কর্মসূচীগুলো বাস্তবায়ন করে এবং লক্ষ্যে পৌঁছার চেষ্টা চালিয়ে যায়।

উল্লেখ্য যে, সুন্নাতবিরোধী কোন ঐক্য এখানে ধর্তব্য নয়। যেমন খারেজী, মু'তামিল ও অন্যান্য দলসমূহ। এই সংজ্ঞাটি সামাজিক ও রাজনৈতিক অর্থে ব্যবহৃত হয়, যা কুরআন ও সুন্নাহর বহু দলীল দ্বারা প্রমাণিত।<sup>৯</sup> যেমন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) জামা'আতবদ্ধ জীবনের প্রতি উৎসাহ প্রদান করে বলেন, **عَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ وَإِيَّاكُمْ وَالْفُرْقَةَ**, 'তোমাদের উপর জামা'আতবদ্ধ জীবন অপরিহার্য করা হ'ল এবং বিচ্ছিন্ন জীবন নিষিদ্ধ করা হ'ল'।<sup>১০</sup> তিনি বলেন, **الْجَمَاعَةُ رَحْمَةٌ وَالْفُرْقَةُ عَذَابٌ**, 'জামা'আতবদ্ধ জীবন হ'ল রহমত এবং বিচ্ছিন্ন জীবন হ'ল আযাব'।<sup>১১</sup>

মোদাকথা উপরোক্ত সংজ্ঞাদ্বয় থেকে বোঝা যায় যে, জামা'আত শব্দের মধ্যে মৌলিক কিছু উপাদান থাকা আবশ্যিক। যেমন তাতে একতাবদ্ধ বহু সংখ্যক মানুষ থাকবে। তা দুনিয়াবী ফিৎনা, ভ্রষ্টতা ও ধ্বংস হওয়া থেকে মানুষকে রক্ষা করবে এবং তা একটি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনে সচেষ্ট হবে। একজন মুসলিমের জন্য ফিৎনা থেকে আত্মরক্ষার্থে উপরোক্ত দুই ধরনের জামা'আত অবলম্বন করাই যরুরী।

তবে হাদীছে জামা'আতবদ্ধ থাকার নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে দ্বিতীয় অর্থেই। যেমন ইবনু জারীর তাবারী অন্যান্য মতামত উল্লেখ করার পর স্পষ্টভাবেই বলেন যে, **وَالصَّوَابُ أَنَّ الْمُرَادَ مِنَ الْخَيْرِ لُزُومُ الْجَمَاعَةِ الَّذِينَ فِي طَاعَةٍ مَنِ اجْتَمَعُوا عَلَى**, 'সঠিক কথা হচ্ছে, হাদীছ দ্বারা উদ্দেশ্য হ'ল ঐ জামা'আতকে আঁকড়ে ধরা, যে জামা'আত কোন আমীরের আনুগত্য করার ব্যাপারে একতাবদ্ধ হয়েছে'।<sup>১২</sup>

অর্থাৎ জামা'আতবদ্ধ জীবন যাপনের প্রধান শর্ত হ'ল নেতৃত্ব ও আনুগত্য। মসজিদ ভর্তি মুছল্লী থাকলেও যদি ইমাম না থাকে, তাকে যেমন জামা'আত বলা হয় না। তেমনি মুক্তাদীবিহীন ইমামকেও 'ইমাম' বলা হয় না। মুসলিম উম্মাহকে সর্বদা জামা'আতবদ্ধ হয়ে সুশৃংখল জীবন যাপন করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এমনকি তিনজনে একটি সফরে বের হ'লেও সেখানে একজনকে 'আমীর' বা নেতা হিসাবে নিযুক্ত করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। জামা'আতে ছালাত হ'ল জামা'আতবদ্ধ জীবনের দৈনন্দিন প্রশিক্ষণের অংশ। জামা'আতবদ্ধ জীবন যাপন করা মানুষের স্বভাব ধর্ম। একে অস্বীকার করা চিরন্তন সত্যকে অস্বীকার করার ন্যায়।

১৯২৪ সালে ইসলামী খেলাফত বিলুপ্ত হওয়ার পর মুসলিম উম্মাহর বৃহত্তর ঐক্যের পথ যখন রুদ্ধ, সেই মুহূর্তে ঐক্যবদ্ধ বাতিল শক্তির বিরুদ্ধে মুসলমানদের টিকে থাকতে হ'লে মুসলিম উম্মাহকে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের নিঃশর্ত অনুসরণের

৯. ড. মুহাম্মাদ ইউসরী, ইলমুত তাওহীদ ইনদা আহলিস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ, পৃ. ২১-২২।

১০. তিরমিযী হা/২১৬৫।

১১. আহমাদ, সিলসিলা ছহীহাহ/৬৬৭।

১২. ইবনু হাজার, ফাৎহুল বারী, ১৩/৩৭।

ভিত্তিতে যে কোন মূল্যে জামা'আতবদ্ধ জীবন যাপন করা অপরিহার্য। নতুবা একবিংশ শতাব্দীর নব্য জাহেলী যুগে বাতিলের বিরুদ্ধে টিকে থাকা অসম্ভব।

**জামা'আতের প্রকারভেদ :**

জামা'আত দুই প্রকার। যথা- (১) الْجَمَاعَةُ الْعَامَّةُ বা রাষ্ট্রীয় জামা'আত, যে জামা'আত শাসন ক্ষমতাসম্পন্ন ও (২) الْجَمَاعَةُ الْخَاصَّةُ বা বিশেষ জামা'আত, যে জামা'আত বিশেষ উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত। কোন স্থানে যদি জামা'আতে আম্মাহ বা রাষ্ট্রক্ষমতার অধিকারী কোন মুসলিম জামা'আত না থাকে, তবুও শারঈ ও সামাজিক দায়িত্বসমূহ পালনের জন্য জামা'আতে খাছুছাহ বা বিশেষ জামা'আত কায়েম করা অবশ্য কর্তব্য, যার মাধ্যমে অন্ততপক্ষে আমার বিল মা'রুফ ও নাহি আনিল মুনকার তথা 'ন্যায়ের আদেশ ও অন্যায়ের নিষেধ'-এর দায়িত্ব পালন করা সম্ভব হয়। যেমনটি রাসূল (ছাঃ) মাক্কী জীবনে প্রতিষ্ঠিত জামা'আতের মাধ্যমে করেছিলেন এবং সেসময় তিনি রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অধিকারী না হওয়া সত্ত্বেও মদীনাবাসীর নিকট আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করেছিলেন।

**দলীলসমূহ :**

মহান আল্লাহ বলেন, وَلَتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ 'আর তোমাদের মধ্যে একটা দল থাকা চাই, যারা মানুষকে কল্যাণের দিকে আহ্বান করবে ও অন্যায় থেকে নিষেধ করবে। বস্তুতঃ তারা ই হ'ল সফলকাম' (আলে-ইমরান ৩/১০৪)। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, لَا يَحِلُّ لثَلَاثَةٍ أَنْ يَكُونُوا بِفَلَاةٍ مِنَ الْأَرْضِ إِلَّا أَمَرُوا عَلَيْهِمْ أَحَدَهُمْ - وَقَالَ : إِذَا خَرَجَ ثَلَاثَةٌ فِي سَفَرٍ فَلْيُؤَمِّرُوا أَحَدَهُمْ 'কোন তিনজন ব্যক্তির জন্যও কোন নির্জন ভূমিতে অবস্থান করা হালাল নয় তাদের মধ্যে একজনকে 'নেতা' নিযুক্ত না করা পর্যন্ত'।<sup>১৭</sup> তিনি আরও বলেন, 'তোমাদের তিনজন যখন সফরে বের হবে, তখন তাদের মধ্যে একজনকে যেন নেতা নির্বাচন করে'।<sup>১৮</sup>

এজন্য ইমাম ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেন, يَجِبُ أَنْ يُعْرَفَ أَنَّ وَلَايَةَ أَمْرِ النَّاسِ مِنْ أَعْظَمِ وَاجِبَاتِ الدِّينِ، بَلْ لَا فَيَامَ لِلدِّينِ وَلَا لِلدُّنْيَا إِلَّا بِهَا، فَإِنَّ بَنِي آدَمَ لَا تَتِمُّ مَصْلَحَتُهُمْ إِلَّا بِالِاجْتِمَاعِ لِحَاجَةِ بَعْضِهِمْ إِلَى بَعْضٍ وَلَا بُدَّ لَهُمْ عِنْدَ الْاجْتِمَاعِ مِنْ رَأْسٍ 'এটি জেনে রাখা ওয়াজিব যে, নেতা নির্ধারণ করা দ্বীনের বড় ওয়াজিব সমূহের অন্যতম। বরং নেতৃত্ব ছাড়া দ্বীন ও দুনিয়ার কোন অস্তিত্বই থাকে না। কেননা মানব সম্প্রদায় তাদের পরস্পরের প্রয়োজন সমূহ পূর্ণ করতে পারে না, সমাজ ব্যতীত। আর অবশ্যই সমাজের জন্য একজন নেতা প্রয়োজন'।

فَأَوْجَبَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَأْمِيرَ الْوَاحِدِ فِي الْجَمْعِ  
 سَفَرِ السَّفَرِ تَنْبِيْهَا بِذَلِكَ عَلَى سَائِرِ أَنْوَاعِ الْجَمْعِ  
 ও অল্প সংখ্যক সাথীদের মধ্যেও একজনকে নেতা নির্বাচনের আদেশ দানের মাধ্যমে  
 রাসূল (ছাঃ) সমাজের অন্য সকল ক্ষেত্রে নেতা নির্বাচন ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে  
 উম্মতকে তাকীদ করেছেন।<sup>১৫</sup>

জগতের বুকে না অতীতে না বর্তমানে এমন কোন জীবনব্যবস্থার কথা জানা যায়, যে  
 তার তিনজন অনুসারীর জন্যও সফরকালে একজন আমীর বা দলনেতা নিয়োগ  
 আবশ্যক করেছে। কেবল ইসলামই তা করেছে। অনুরূপ কোন জায়গায় শ্রেফ  
 তিনজন লোকও বাস করলে ইসলাম সেখানেও একটি জামা'আত বা দল, একজন  
 ইমাম বা নেতা, একটি শৃঙ্খলাপূর্ণ নীতিমালা এবং আনুগত্যশীল অনুসারীবৃন্দ ঠিক  
 করার বিধান দিয়েছে। সারা পৃথিবীতে এমন একটা দ্বীন-ধর্ম ও নিয়ম-নীতি নেই,  
 যেখানে ইসলামের মত তার অনুসারীদের জামা'আতবদ্ধ হওয়ার আদেশ রয়েছে।<sup>১৬</sup>

باب وجوب نصب ولاية القضاء والإمرة  
 نیل الأوطار  
 ইমাম শাওকানী তাঁর  
 (বিচারক, আমীর প্রভৃতি নিয়োগ অপরিহার্য) অধ্যায় রচনা করে লিখেছেন,  
 وفيها دليل على أنه يشرع لكل عدد بلغ ثلاثة فصاعدا أن يؤمروا عليهم أحدهم؛  
 لأن في ذلك السلامة من الخلاف الذي يؤدي إلى التلاف، فمع عدم التأخير يستبد  
 كل واحد برأيه ويفعل ما يطابق هواه فيهلكون، ومع التأخير يقل الاختلاف وتجتمع  
 الكلمة، وإذا شرع هذا الثلاثة يكونون في فلاة من الأرض أو يسافرون فشرعته  
 لعدد أكثر يسكنون القرى والأمصار ويحتاجون لدفع النظام وفصل الخصام أولى  
 (মুসাফির অবস্থায় তিন জনের জামা'আত গঠন) এটা ইঙ্গিত করে যে, তিন  
 বা ততোধিক যত সংখ্যাই হোক না কেন, তাদের উপর একজনের নেতৃত্ব থাকবে।  
 কেননা এতে মতভেদ থেকে নিরাপদ থাকা যায়, যা ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করে।  
 আর যদি নেতা না থাকে, তবে প্রত্যেকে নিজ মতে অটল থাকবে এবং নিজের  
 খেয়াল-খুশী মত কাজ করবে। ফলে তারা ধ্বংস হবে। একজন নেতা নিয়োগের  
 মাধ্যমে এই মতভেদ কমে যায় এবং একতা সৃষ্টি হয়। তিনজনের ক্ষেত্রে শরী'আত  
 যদি নেতৃত্ব নির্বাচনকে অপরিহার্য করে, তবে কোন গ্রামে বা শহরে তা নির্বাচন করা  
 অধিকতর শরী'আতসম্মত এবং পারস্পরিক যুলুম-নির্যাতন ও বিবাদ-বিসম্বাদ  
 মেটাতে অধিকতর আবশ্যক।<sup>১৭</sup>

১৫. ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমু' ফাতাওয়া ২৮/৩৯০।

১৬. আব্দুর রহমান আব্দুল খালেক, শরীআতের আলোকে জামা'আতবদ্ধ প্রচেষ্টা, পৃ. ৩৭।

১৭. শাওকানী, নায়লুল আওতার, পৃ. ৮/২৯৪।



সুতরাং ইসলামী সমাজে জামা'আত একটি সার্বজনীন পরিভাষা, যা ইসলামী খেলাফত, ইসলামী রাষ্ট্র, ইসলামী সংগঠন সর্বক্ষেত্রে পরিস্থিতি মোতাবেক প্রযোজ্য হ'তে পারে, যদি তা পবিত্র কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ মোতাবেক পরিচালিত হয়। ইসলামী সমাজকে সুশৃংখল করার জন্য যা ইসলামের একটি সুস্পষ্ট হেদায়াত। এতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই যে, একক ব্যক্তির চাইতে সংগঠিত একদল মানুষ অবশ্যই শক্তিশালী এবং আমার বিল মা'রুফ ও নাহি 'আনিল মুনকারের জন্য যা অবশ্যই যরুরী।

### হাদীছে বর্ণিত ইসলামী জামা'আত ও ইসলামী সংগঠন :

বিচ্ছিন্ন জনগণ যখন নির্দিষ্ট ইসলামী নেতৃত্বের অধীনে আল্লাহর সন্তুষ্টির লক্ষ্যে পরিচালিত হয়, তখন তাকে ইসলামী সংগঠন বা জামা'আতে খাছছাহ বলা হয়। যেখানে কর্মীদের তাওহীদ ও ছহীহ সুন্নাহর আলোকে গড়ে তোলা উদ্দেশ্য হয়।<sup>১৮</sup> এই জামা'আত দ্বীন কায়েমে সহায়ক শক্তি হিসাবে কাজ করে।

জামা'আতে 'আম্মাহ থাকা সত্ত্বেও বিশেষ বিশেষ জামা'আত বা সংগঠন কায়েমের মাধ্যমে সর্বাঙ্গীয় আমার বিল মা'রুফ ও নাহি 'আনিল মুনকার তথা 'ন্যায়ের আদেশ ও অন্যায়ের নিষেধ'-এর দায়িত্ব পালন করা কর্তব্য। আল্লাহ বলেন, وَلَتَكُنَّ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ - 'আর তোমাদের মধ্যে একটা দল থাকা চাই, যারা মানুষকে কল্যাণের দিকে আহ্বান করবে ও অন্যায় থেকে নিষেধ করবে। বস্তুতঃ তারা হ'ল সফলকাম' (আলে ইমরান ৩/১০৪)।<sup>১৯</sup>

বহু হাদীছে অসংখ্যবার الْجَمَاعَةُ তথা জামা'আতবদ্ধ জীবনের অপরিহার্যতার নির্দেশ এসেছে। এমনকি ফিৎনার যুগে নিজের ঈমান ও আমলকে সুরক্ষা দেয়ার জন্য যরুরী পন্থা হিসাবে রাসূল (ছা.) জামা'আতবদ্ধ হওয়ার নির্দেশ প্রদান করেছেন। যেমন ছহীহুল বুখারী ও অন্যান্য হাদীছ গ্রন্থের 'ফিতান' অধ্যায়ে বহু ফিৎনার সংবাদ দেয়া হয়েছে এবং সেসব ফিৎনা থেকে বাঁচার এই উপায় বলা হয়েছে যে, تَلَزُمُ

حَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ 'তুমি মুসলমানদের জামা'আত এবং তাদের ইমামকে আঁকড়ে ধরবে'। এটিই হ'ল ফিৎনার সময় রাসূল (ছাঃ)-এর বিশেষ অঙ্গীকার। প্রশ্ন হ'ল এই জামা'আত দ্বারা উদ্দেশ্য কী কেবল মুসলমানদের রাষ্ট্রীয় জামা'আত বা ইসলামী খেলাফত, খেলাফতবিহীন অবস্থায় নাকি বিশেষ জামা'আতও এর মধ্যে শামিল? এর উত্তর হ'ল হাদীছে বর্ণিত জামা'আত একই সাথে রাষ্ট্রীয় জামা'আত ও বিশেষ জামা'আত উভয় জামা'আতকেই শামিল করে। আর বর্তমান যুগে বিশেষ জামা'আত ছাড়া জামা'আতে আম্মাহ আর নেই। কেননা ইসলামী খেলাফত পরবর্তী বিশ্বে

১৮. ড. আহমাদ মাহমুদ আলে মাহমুদ (কলা অনুযদ, বাহরায়েন বিশ্ববিদ্যালয়), আল-বায়'আতু ফিল ইসলাম (দারুল রাযী, তাবি) ১৩৪ পৃ.।

১৯. ইসলামী খেলাফত ও নেতৃত্ব নির্বাচন, পৃ. ১০২।

রাষ্ট্রব্যবস্থার ধরন আলাদা হয়ে গেছে। এজন্য বিদ্বানগণ মুসলিমদের সাপেক্ষে বর্তমান বিশ্বের রাষ্ট্রগুলোতে ৩ ভাগে ভাগ করেছেন। যথা- (১) دار الكفر (অমুসলিম বা কাফির রাষ্ট্র), (২) دار المسلمين (মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ রাষ্ট্র), (৩) دار الإسلام (ইসলামী অনুশাসন প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্র)। কোন দেশ ‘দারুল ইসলাম’ হয়ে থাকলে উক্ত ইসলামী রাষ্ট্রই বৃহত্তর মুসলিম জামা‘আত হিসাবে গণ্য হবে। যেমন-সউদী আরব। আর ‘দারুল ইসলাম’ না হ’লে কাফির বা মুসলিমসংখ্যাগরিষ্ঠ রাষ্ট্রে জামা‘আতবদ্ধ থাকার জন্য বিশেষ জামা‘আত গঠন করা আবশ্যিক, যার মাধ্যমে নিজে দ্বীন পালন ও সমাজে দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করে যেতে হবে। এই বিশেষ জামা‘আতই হ’ল الْجَمَاعَةُ الْخَاصَّةُ। এসকল জামা‘আত প্রয়োজনে একাধিক থাকতে পারে। জামা‘আতে আম্মাহ তথা বৃহত্তর মুসলিম জামা‘আত না থাকলে এই জামা‘আতগুলোই جَمَاعَةُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ বা جَمَاعَةُ الْمُسْلِمِينَ হিসাবে গণ্য হবে। এই জামা‘আতগুলো সাধ্যমত শারঈ বিধানসমূহ বাস্তবায়ন করবে। তবে এই জামা‘আতের আমীরগণ যেহেতু বৃহত্তর রাষ্ট্রব্যবস্থার অধীনস্থ থাকেন, তাই তারা হৃদ বাস্তবায়ন করবেন না। কেননা এতে সামাজিক বিশৃংখলা তৈরী হবে, যা কাম্য নয়।<sup>২০</sup>

নিম্নে এ ব্যাপারে সমকালীন বিদ্বানদের বক্তব্য উদ্ধৃত হ’ল-

১. সউদী আরবের স্থায়ী ফৎওয়া বোর্ডসহ বর্তমান বিশ্বের খ্যাতনামা বিদ্বানগণ প্রচলিত আহলেহাদীছ সংগঠনগুলোকে جَمَاعَةُ الْمُسْلِمِينَ হিসাবে আখ্যায়িত করেছেন এবং জনসাধারণকে বিশুদ্ধ আকীদা ও মানহাজের উপর টিকে থাকার জন্য সালাফী সংগঠনগুলোর সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন। যেমন বলা হয়েছে- على الشاب المسلم أن يطلب العلم النافع على العلماء المحققين، ويتمسك بالسنة، ‘মুসলিম যুবকদের জন্য কর্তব্য হবে, মুহাক্কিক আলেমদের কাছে উপকারী জ্ঞান আহরণ করা, সুন্নাতকে আঁকড়ে ধরা এবং সালাফে ছালেহীনের মানহাজ অনুযায়ী পরিচালিত جَمَاعَةُ الْمُسْلِمِينَ বা ইসলামী সংগঠনের সাথে যুক্ত থাকা’।<sup>২১</sup> এছাড়া সুদানের সালাফী সংগঠন আনছারুস সুন্নাহ সম্পর্কে বলা হয়েছে, এই সংগঠনটি মতবাদবিক্ষুদ্ধ এই সমাজে সত্যিই ‘জামা‘আতুল মুসলিমীন’ হিসাবে কাজ করে যাচ্ছে।<sup>২২</sup>

২. শায়খ বিন বায (রহ.) বলেন, أن الواجب على المسلم لزوم جماعة المسلمين، والتعاون معهم في أي مكان سواء كانت جماعة وجدت في الجزيرة العربية، أو في مصر،

২০. ইসলামী খেলাফত ও নেতৃত্ব নির্বাচন, পৃ. ৯৭।

২১. ফাতাওয়া লাজনা দায়েমা, ২৫/২৪১, ফৎওয়া নং : ১৬২৫০।

২২. فهي تمثل جماعة المسلمين الحققة في وسط هذه المجتمعات التي تعج بأنواع الفرق والنحل (ফাতাওয়া লাজনা দায়েমা, ২/৩২১, ফৎওয়া নং : ১৬৮৭২)।

أو في الشام، أو في العراق، أو في أمريكا، أو في أوروبا، أو في أي مكان، فمتى وجد المسلم جماعة تدعو إلى الحق ساعدهم وصار معهم، وأعافهم وشجعهم وثبتهم على الحق والبصيرة، فإذا لم يجد جماعة بالكلية فإنه يلزم الحق: وهو الجماعة، ولو كان واحدًا، 'কোন মুসলিমের উপর ওয়াজিব হ'ল, جماعة المسلمين বা মুসলমানদের জামা'আতের সাথে সম্পৃক্ত থাকা এবং যেখানে থাকুক তাদেরকে সহযোগিতা করা। হোক তা সউদী আরবে বা মিসরে, সিরিয়ার কিংবা ইরাকে, আমেরিকা কিংবা ইউরোপে অথবা যেখানেই হোক। যখনই একজন মুসলিম এমন কোন জামা'আতের সন্ধান পাবে যারা হকের দিকে আহ্বান জানায়, তার উচিত হবে সেই জামা'আতকে সহযোগিতা করা, তাদের সাথে থাকা, তাদেরকে সাহায্য করা, অনুপ্রাণিত করা, তাদেরকে সত্য ও প্রজ্ঞার উপর কায়ম থাকার জন্য সহায়তা করা। আর যদি কোন প্রকারের জামা'আতই খুঁজে না পায়, তবে সত্যকে আঁকড়ে ধরে থাকবে। যদিও সে একাই হোক না কেন'।<sup>২৩</sup>

৩. শায়খ বিন বায (রহ.) অন্যত্র বলেন, جماعة المسلمين هم الملتزمون بأمر الله، العاملون بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، هؤلاء هم جماعة المسلمين 'জামা'আতুল মুসলিমীন হ'ল ঐ জামা'আত, যা আল্লাহর নির্দেশ পালন করে, আল্লাহর কিতাব ও রাসূল (ছাঃ)-এর সুন্যাহর উপর আমল করে। প্রতিটি স্থানে তারাই হ'ল 'জামা'আতুল মুসলিমীন'। তিনি আরো ব্যাখ্যা করে বলেন,

فجماعة المسلمين هم الملتزمون بالإسلام، السَّائرون على نهج النبي عليه الصلاة والسلام، ولو كانوا قليلين، في أي طرفٍ من الأرض، في أي بقعةٍ، فالجماعة الملتزمة في أمريكا هم جماعة المسلمين، والملتزمة في لندن هم جماعة المسلمين، والملتزمة في فرنسا مثلًا أو هولندا أو كذا هم الجماعة، وهكذا الجماعة الملتزمة في أي مكانٍ: في الجزيرة العربية، في مصر، في الشام، في إندونيسيا. المقصود من التزم بأمر الله، واستقام عليه، ودعا إليه؛ هؤلاء هم الجماعة الملتزمة، تلزمهم وتُكثّر سوادهم أينما كنتَ، في الجهة التي أنت فيها .

'অতএব জামা'আতুল মুসলিমীন হ'ল, যেই জামা'আত ইসলামকে ধারণ করে। রাসূল (ছাঃ)-এর প্রদর্শিত পথে চলে। যদিও তারা সংখ্যায় কম হোক না কেন, পৃথিবীর যে প্রান্তেই হোক না কেন, যে কোন ভূখণ্ডেই হোক না কেন। অতএব অনুরূপ যে জামা'আত আমেরিকায় রয়েছে, তারা সেখানকার জামা'আতুল মুসলিমীন, যে জামা'আত লন্ডনে রয়েছে, তারা সেখানকার জামা'আতুল মুসলিমীন, অনুরূপই ফ্রান্স, হল্যান্ডেও। তদ্রূপই সউদী আরব, মিসর, সিরিয়া, ইন্দোনেশিয়ার জন্য প্রযোজ্য। মূলকথা, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হ'ল ঐ জামা'আত, যা আল্লাহর নির্দেশ মেনে চলে, তার

উপর টিকে থাকে এবং তার দিকেই মানুষকে আহ্বান করে। অতএব উচিৎ হবে যে, তাদের সাথে সম্পৃক্ত হোন; যেখানেই থাকেন, তাদের সংখ্যা বৃদ্ধি করুন’।<sup>২৪</sup>

৪. অন্যত্র তিনি বলেন, **هَذَا أَمْرُهُ ﷺ عِنْدَ تَغْيِيرِ الْأَحْوَالِ: أَنْ يُلْزَمَ جَمَاعَةُ الْمُسْلِمِينَ، فَالْجَمَاعَةُ الَّتِي تَرَى أَنَّهَا أَقْرَبُ إِلَى الْحَقِّ وَأَقْرَبُ إِلَى الْهُدَى تَلْزِمُهَا وَتُعِينُهَا، وَلَوْ كَانَ فِيهَا نَقْصٌ، وَلَوْ كَانَ فِيهَا أخطاءٌ، تُعِينُهَا عَلَى الصَّوَابِ، وَتُرْشِدُهَا إِلَى الْخَطَأِ؛ لِأَنَّهَا** ‘পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে রাসূল (ছাঃ)-এর নির্দেশ হ’ল, জামা’আতুল মুসলিমীনকে আঁকড়ে ধরা। যে জামা’আতকে দেখা যাবে যে, হকের অধিক নিকটবর্তী, সঠিকপথের অধিক অনুগামী সেই জামা’আতকে আঁকড়ে ধরতে হবে এবং সহযোগিতা করতে হবে। যদিও তার মধ্যে কিছু ঘাটতি, কিছু ভুল থাকুক না কেন। যদি তারা সঠিক কাজ করে, তবে সহযোগিতা করতে হবে। যদি কোথাও ভুল করে, সঠিক পরামর্শ দেবে। কেননা তা হ’ল জামা’আতুল মুসলিমীন কিংবা মুসলমানদের একটি জামা’আত’।<sup>২৫</sup>

৫. হুযায়ফা (রা.) বর্ণিত হাদীছের ব্যাখ্যায় শায়খ উছায়মীন (রহ.) বলেন, **فاعتزل " تلك الفرق " وهل هذا الأمر على إطلاقه وأن الإنسان إذا لم يجد إماماً عاماً** ‘এই হাদীছে ‘সমস্ত দলসমূহকে ত্যাগ করা’র অর্থ কি এই যে, মুসলিম সমাজে একজন সার্বজনীন একক ইমাম না থাকলে বাকী দলগুলিকে ত্যাগ করতে হবে? এটা স্পষ্ট যে, এ কথা সঠিক নয়’। অতঃপর তিনি বলেন, **لكن على كل حال إذا كانت هذه الفرق آمنة ليس فيها تناحر فاختر** ‘বরং পরিস্থিতি যাই হোক, যদি বিদ্যমান দলগুলো শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানে থাকে এবং পারস্পরিক হানাহানিমুক্ত থাকে, তবে সম্ভব হ’লে যে দলটি আল্লাহর শরী’আত বাস্তবায়নে অধিক অগ্রসর, সেটিকে ধারণ কর’।<sup>২৬</sup>

সুতরাং উক্ত আলোচনায় স্পষ্ট যে, মুসলমানদের প্রতি সাধারণ নির্দেশ হ’ল এই যে, তারা সর্বাবস্থায় সামাজিকভাবে জামা’আতবদ্ধ থাকবে, আর এটাই হ’ল সেই বাস্তবতা যার ঘোষণা দ্বিতীয় খলীফা ওমর ফারুক (রাঃ) অত্যন্ত সুস্পষ্ট ভাবে দিয়েছিলেন যে, **لَا إِسْلَامَ إِلَّا بِجَمَاعَةٍ، وَلَا جَمَاعَةَ إِلَّا بِإِمَارَةٍ، وَلَا إِمَارَةَ إِلَّا بِطَاعَةٍ** ‘ইসলাম হয় না

২৪. **هَذَا أَمْرُهُ ﷺ عِنْدَ تَغْيِيرِ الْأَحْوَالِ: أَنْ يُلْزَمَ جَمَاعَةُ الْمُسْلِمِينَ، فَالْجَمَاعَةُ الَّتِي تَرَى أَنَّهَا أَقْرَبُ إِلَى الْحَقِّ وَأَقْرَبُ إِلَى الْهُدَى تَلْزِمُهَا وَتُعِينُهَا، وَلَوْ كَانَ فِيهَا نَقْصٌ، وَلَوْ كَانَ فِيهَا أخطاءٌ، تُعِينُهَا عَلَى الصَّوَابِ، وَتُرْشِدُهَا إِلَى الْخَطَأِ؛ لِأَنَّهَا** ‘পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে রাসূল (ছাঃ)-এর নির্দেশ হ’ল, জামা’আতুল মুসলিমীনকে আঁকড়ে ধরা। যে জামা’আতকে দেখা যাবে যে, হকের অধিক নিকটবর্তী, সঠিকপথের অধিক অনুগামী সেই জামা’আতকে আঁকড়ে ধরতে হবে এবং সহযোগিতা করতে হবে। যদিও তার মধ্যে কিছু ঘাটতি, কিছু ভুল থাকুক না কেন। যদি তারা সঠিক কাজ করে, তবে সহযোগিতা করতে হবে। যদি কোথাও ভুল করে, সঠিক পরামর্শ দেবে। কেননা তা হ’ল জামা’আতুল মুসলিমীন কিংবা মুসলমানদের একটি জামা’আত’।<sup>২৫</sup>

২৫. **فاعتزل " تلك الفرق " وهل هذا الأمر على إطلاقه وأن الإنسان إذا لم يجد إماماً عاماً** ‘এই হাদীছে ‘সমস্ত দলসমূহকে ত্যাগ করা’র অর্থ কি এই যে, মুসলিম সমাজে একজন সার্বজনীন একক ইমাম না থাকলে বাকী দলগুলিকে ত্যাগ করতে হবে? এটা স্পষ্ট যে, এ কথা সঠিক নয়’। অতঃপর তিনি বলেন, **لكن على كل حال إذا كانت هذه الفرق آمنة ليس فيها تناحر فاختر** ‘বরং পরিস্থিতি যাই হোক, যদি বিদ্যমান দলগুলো শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানে থাকে এবং পারস্পরিক হানাহানিমুক্ত থাকে, তবে সম্ভব হ’লে যে দলটি আল্লাহর শরী’আত বাস্তবায়নে অধিক অগ্রসর, সেটিকে ধারণ কর’।<sup>২৬</sup>

২৬. ছহীহুল বুখারী, কিতাবুল ফিতান ওয়াল মালাহিম-এর ব্যাখ্যা- শায়খ ছালিহ ইবনুল উছায়মীন (দ্র. <https://alathar.net/>)।

জামা'আত ছাড়া, জামা'আত হয় না আমীর ছাড়া এবং ইমারত হয় না আনুগত্য ছাড়া'।<sup>২৭</sup> অর্থাৎ নেতৃত্ববিহীন মুসলিম সমাজ কল্পনা করা যায় না। অতএব ইসলামী খেলাফত বা ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থার অবর্তমানে ইসলামী সংগঠনগুলো জামা'আতুল মুসলিমীন তথা মুসলমানদের জামা'আত হিসাবেই গণ্য হবে।<sup>২৮</sup>

**জামা'আত নিয়ে সংশয়ের কারণ :**

**১. ব্যক্তিগত দুর্বলতা :** জামা'আতবদ্ধ জীবনযাপনকে নেতিবাচক দৃষ্টিতে দেখার পিছনে একটা বড় কারণ ব্যক্তির নিজস্ব দুর্বলতা। যেমন- স্বার্থপরতা, সংকীর্ণতা, স্বভাবজাত অন্তর্মুখিতা, অসামাজিকতা, স্বেচ্ছাচারিতা, জবাবদিহিতা থেকে মুক্ত থাকার ইচ্ছা, উপযুক্ত পরিবেশ না পাওয়া, পারিবারিক বাধা, দায়িত্বহীনতা, উপযুক্ত সংগঠন না পাওয়া, নিফাকী, ঈমানী দুর্বলতা প্রভৃতি। তারা নিজেদের ব্যক্তিগত দুর্বলতা ঢাকার জন্য জামা'আত নিয়ে সংশয়ের জাল বিস্তার করেন। এছাড়া আধুনিক যুগের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ ও পশ্চিমা ভোগবাদী দর্শন দ্বারা প্রভাবিত হয়ে অনেকে ইসলামের এই গুরুত্বপূর্ণ বিধানকে অস্বীকার করে।

**২. ভ্রান্ত ধারণা :** নেতৃত্বের গুরুত্ব সম্পর্কে অজ্ঞতা জামা'আতবদ্ধ জীবনযাপন সম্পর্কে নেতিবাচক ধারণার অন্যতম কারণ। মুসলিম সমাজ থেকে ইসলামী খেলাফত বিলুপ্ত হওয়ার পর থেকে নতজানু ও গোলামী মানসিকতা তাদেরকে এতটাই আচ্ছন্ন করেছে যে, সমাজে ইসলামী নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার স্বপ্নও হারিয়ে তারা ফেলেছে। ফলে নেতৃত্ব দেয়ার ক্ষমতা যেমন তারা হারিয়েছে, তেমনি কোন যোগ্য নেতৃত্বের অধীনে থাকার মত দায়িত্ব ও শৃংখলাবোধও হারিয়েছে। অথচ নেতৃত্ব ছাড়া কোন সমাজই চলতে পারে না। আর আনুগত্যহীন কোন নেতৃত্ব চলে না। সুতরাং ইসলামী সমাজ গড়তে হ'লে জামা'আতবদ্ধ জীবনের কোন বিকল্প নেই। দাওয়াতী ময়দানে সফলতা পাওয়া কিংবা কোন সভ্যতাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করা সংঘবদ্ধ প্রয়াস ছাড়া সম্ভব নয়। অথচ অনেকে রাজনৈতিক বিভিন্ন দলের পরস্পর দ্বন্দ্ব দেখে ধারণা করে যে, ইসলামী সংগঠনগুলোও সমাজে অনৈক্য তৈরী করে, যা একেবারেই অবাস্তব চিন্তা। কারণ অনৈক্য সংগঠন সৃষ্টি করে না, বরং ব্যক্তি বা ব্যক্তিসমষ্টি নিজেরা ব্যক্তিস্বার্থে সৃষ্টি করে। কেউ যদি সংগঠনবিহীন একজন বিচ্ছিন্ন ব্যক্তিও হয়, তবুও সে সমাজে হিংসা-বিদ্বেষ-অনৈক্য সৃষ্টির জন্য দায়ী হ'তে পারে। সর্বোপরি সংগঠন কেবল একটি প্রতিষ্ঠান বা সুশৃংখল ব্যবস্থাপনা মাত্র। যদি কোন দল, সংগঠন বা মাদ্রাসার কমিটি সমাজে হিংসা-বিদ্বেষ সৃষ্টি করে, সেজন্য দায়ী হবে সংশ্লিষ্ট দায়িত্বশীলগণ। যেমন স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কলহ-বিচ্ছেদের জন্য তারা নিজেরাই দায়ী, বিবাহ নয়; মসজিদ-মাদ্রাসা কমিটির পারস্পরিক দ্বন্দের জন্য তারা নিজেরাই দায়ী, মসজিদ-মাদ্রাসা নয়।

২৭. ইবনু আদিল বার, জামেউ বায়ানিল ইলমি ওয়া ফাযলিহি, পৃ. ১/২৬৩।

২৮. বি. দ্র. ড. আহমাদ মাহমুদ আলু মাহমুদ, আল-বায়আতু ফিল ইসলাম (বাহরায়েন : দারুল রাযী, তাবি), ১৩৪ পৃ.।

৩. বিশেষ জামা'আত (জামা'আতে খাছ্‌ছাহ) ও রাষ্ট্রীয় জামা'আত (জামা'আতে আন্মাহ)-এর মধ্যে পার্থক্য করতে না পারা : তারা মনে করে যে, রাষ্ট্র ব্যতীত কোন সংগঠন বা জামা'আত হাদীছে বর্ণিত জামা'আত হ'তে পারে না। খেলাফত ছাড়া নেতৃত্বই নেই। তারা চিন্তাই করতে পারে না যে, রাষ্ট্র ছাড়াও জামা'আত হয় এবং সর্বক্ষেত্রে নেতৃত্বের প্রয়োজন হয়। সবসময় সারা দুনিয়ায় ইসলামী খেলাফত বা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত থাকবে কিংবা সারাবিশ্বে একক খেলাফত থাকবে—এটা অসম্ভব ও অবাস্তব চিন্তা। কিন্তু সর্বাবস্থায় যে ইসলামী জীবন পরিচালনার লক্ষ্যে সংঘবদ্ধ থাকতে হবে—এটাই ইসলামের দাবী। ফলে বৃহত্তর জামা'আত হিসাবে রাষ্ট্র যেমন জামা'আত, তেমনি বিশেষ জামা'আত হিসাবে ইসলামী সংগঠনও জামা'আত। উভয় জামা'আতই ইসলামী শরী'আতে সমান গুরুত্বের দাবীদার। পার্থক্য এটুকু যে, বৃহত্তর জামা'আত একটাই হয় এবং বিশেষ জামা'আত একাধিকও হ'তে পারে। বৃহত্তর জামা'আতের আনুগত্য সবার জন্য ফরয। বিশেষ জামা'আতের আনুগত্য সবার জন্য ফরয নয়।<sup>২৯</sup> আর জামা'আতকে রাষ্ট্রের সাথে খাছ করার একটি বিপদ হ'ল এই যে, তখন জামা'আত বদ্ধ জীবন যাপনের জন্য রাষ্ট্রক্ষমতায় যাওয়ার চেষ্টা করা আমাদের উপর ফরয দায়িত্ব হয়ে যাবে, যেমনটি ইখওয়ানীরা আক্বীদা পোষণ করে। অথচ এই আক্বীদা সঠিক নয়।

৪. অতি উদারতা : অনেকে অতি উদারতা দেখাতে গিয়ে কোন সংগঠনের সাথে সম্পৃক্ত হওয়াকে সংকীর্ণতা মনে করেন। তারা সকল ব্যক্তি ও সংগঠনের প্রতি ভালবাসার দাবী করেন, যা মুনাফিকীর নামান্তর। এই উদারতা শ্রেফ লোক দেখানো হয়ে থাকে। কেননা কার্যক্ষেত্রে প্রত্যেকের নিজস্ব আদর্শ রয়েছে। একজন ভাল মানুষ অপরের প্রতি মানবীয় উদারতা দেখাতে পারেন, কিন্তু আদর্শিকভাবে বাতিল বা অন্যায়ের প্রতি উদারতা দেখাতে পারেন না। কেউ জেনে শুনে কোন অন্যায় কর্মকাণ্ডকে যেমন সমর্থন করতে পারেন না, তেমনি ভ্রান্ত কোন আদর্শকেও উদারভাবে গ্রহণ করতে পারেন না। এটা সম্ভব কেবল তার পক্ষে যে জগাখিচুড়ি অস্পষ্ট চিন্তার অধিকারী, যার কোন আদর্শচিন্তা নেই, ন্যায়-অন্যায় বোধ নেই, ভালো-মন্দ সবই তার কাছে সমান! সুতরাং এই অতি উদারতা মোটেই প্রশংসনীয় নয়; বরং মুনাফিকী, গাফিলতি কিংবা নির্বুদ্ধিতার নামান্তর। একজন জান্নাতপিয়াসী, হকের অনুসারী ব্যক্তির পক্ষে উদারতার নামে এই অসচেতনতা কাম্য নয়।

৫. কিছু দলের নেতিবাচক কর্মকাণ্ড : কোন দল বা সংগঠন অন্যায় করলে কিংবা কুরআন-সুন্নাহ বিরোধী নেতিবাচক কাজ করলে বা আভ্যন্তরীণ কোন্দলে জড়িয়ে পড়লে সেটাকে অনেকে সুযোগ হিসাবে নেন এবং সেটাকে কেন্দ্র করে জামা'আতবদ্ধ জীবনযাপনকে অস্বীকার করেন। অথচ এর জন্য দল বা সংগঠন মূলত দায়ী নয়; দায়ী তার দায়িত্বশীলরা। এজন্য দায়িত্বশীলদের দায়ী করা যায়, কিন্তু ঐক্যের প্লাটফর্ম হিসাবে দল-সংগঠনকে দায়ী করা অবাস্তব। যেমনভাবে প্রায়শই আমরা দেখি সমাজে একজন আলেম সমসাময়িক অপর আলেমের প্রতি হিংসা বা বিদ্বেষ পোষণ করেন, তার অর্থ কি এই যে দ্বীনী ইলম অর্জন বন্ধ করতে হবে! আলেম হওয়ার

৩২. ইবনু খালদুন, তরীখু ইবনে খালদুন (বৈরাগত: দারুল ফিকর, ২য় প্রকাশ: ১৯৮৮ খ্রি), পৃ. ২৬১।

বিভিন্ন ধরনের বায়'আত গ্রহণ করেছেন। কখনও তা ছিল আনুগত্য অর্থে, কখনও শপথ বা চুক্তির অর্থে। বায়'আতকে পাঁচভাগে ভাগ করা যায়, যা নিম্নরূপ<sup>৩৩</sup> :

১. ইসলামের উপর বায়'আত (البيعة على الإسلام) : যেমন জরীর বিন আব্দুল্লাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, بَايَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى شَهَادَةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالسَّمْعِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالسَّمْعِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ 'আমি রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট এ মর্মে বায়'আত করেছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন (হক) মা'বুদ নেই এবং মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল— এ বাণীর সাক্ষ্য দেয়া, ছালাত কয়েম করা, যাকাত দেয়া, নেতার আদেশ শ্রবণ করা এবং প্রত্যেক মুসলিমের জন্য কল্যাণ কামনা করা'<sup>৩৪</sup>

২. সহযোগিতা ও সুরক্ষা প্রদানের বায়'আত (البيعة على النصرة والمنعة) : যেমন আনছার ছাহাবীগণ মিনায় আক্বাবার দ্বিতীয় বায়'আতে রাসূল (ছাঃ)-কে সহযোগিতা করা এবং সুরক্ষা দেয়ার ব্যাপারে বায়'আত করেছিলেন। সেই বায়'আতে রাসূল (ছাঃ) বলেছিলেন، وَعَلَى أَنْ تَنْصُرُونِي إِذَا قَدِمْتُ يَثْرِبَ، فَتَمْنَعُونِي مِمَّا تَمْنَعُونَ مِنْهُ، 'যখন আমি ইয়াছরিবে আগমন করব) তখন তোমরা আমাকে সাহায্য করবে। সেসব অনিষ্ট থেকে তোমরা আমার সুরক্ষা দেবে, যা থেকে তোমরা তোমাদের নিজেদের, তোমাদের স্ত্রীদের এবং তোমাদের সন্তানদের প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা করে থাক। আর (এর বিনিময়ে) তোমাদের জন্য রয়েছে জান্নাত'<sup>৩৫</sup>

৩. জিহাদের বায়'আত (البيعة على الجهاد) : যেমন বায়'আতুর রিয়ওয়ান। আল্লাহ বলেন، لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا 'অবশ্যই আল্লাহ মুমিনদের উপর সন্তুষ্ট হয়েছেন, যখন তারা গাছের নীচে আপনার হাতে বায়'আত গ্রহণ করেছিলেন। আল্লাহ জানতেন তাদের অন্তরে কী আছে, এজন্য তিনি তাদের উপর প্রশান্তি অবতীর্ণ করলেন আর পুরস্কার হিসাবে তাদেরকে দিলেন আসন্ন বিজয় এবং বিপুল পরিমাণ যুদ্ধলব্ধ সম্পদ, যা তারা গ্রহণ করবেন। আর আল্লাহ হ'লেন মহাপরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়' (ফাতহ ৪৮/১৮-১৯)।

৩৩. মুহাম্মাদ বিন ইবরাহীম আত-তুয়াইজিরী, মাওসুআতিল ফিকুহিল ইসলামী (রিয়াদ: বায়তুল আফকার আদ-দুয়ালিয়াহ, ১ম প্রকাশ: ২০০৯ খ্রি), পৃ. ৫/৩০৪-৬।

৩৪. বুখারী হা/২১৫৭; মুসলিম হা/৫৬।

৩৫. আহমাদ, হা/১৪৬৫৩, ছহীহ।



৪. হিজরতের বায়'আত (البيعة على الهجرة) : যেমন মুজাশে' ইবনে মাসউদ আস-সুলামী (রাঃ) বলেন, আমি আমার ভাই আবু মা'বাদকে নিয়ে রাসূল (ছা.)-এর নিকট আসলাম। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! একে আপনি হিজরত করার উপর বায়'আত নিন। তিনি বললেন, قَدْ مَضَتْ الْهَجْرَةُ بِأَهْلِهَا 'যারা হিজরত করেছে, তাদেরকে নিয়ে হিজরত শেষ হয়ে গেছে'। আমি বললাম, فَبِأَيِّ شَيْءٍ تُبَايعُهُ؟ 'তাহ'লে কোন ব্যাপারে তার বায়'আত নিবেন? তিনি বললেন, عَلَى الْإِسْلَامِ وَالْجِهَادِ 'ইসলাম, জিহাদ ও কল্যাণকর কাজে'।<sup>৩৬</sup>

৫. আনুগত্যের বায়'আত (البيعة على السمع والطاعة) : যেমন আক্বাবার তৃতীয় বা'ইনা রসূল الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ বলেন, (রা.) বলেন, عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي الْعُسْرِ وَالْيُسْرِ، وَالْمَنْشَطِ وَالْمَكْرَهِ، وَعَلَى أَثَرِ عَلَيْنَا، وَعَلَى أَنْ لَا تُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ، وَعَلَى أَنْ تَقُولَ بِالْحَقِّ أَيَّمَا كُنَّا، لَا نَخَافُ فِي اللَّهِ لَوْمَةً لَائِمَةً 'আমরা রাসূল (ছা.)-এর নিকট এ মর্মে বায়'আত করেছি যে, দুঃখে-সুখে, অনুরাগ-বিরাগে এবং আমাদের উপর অন্যকে প্রাধান্য দিলে সর্বাবস্থায় আমরা আপনার আনুগত্য করব। আর এ মর্মে বায়'আত করেছি যে, যোগ্য ব্যক্তির আনুগত্য করার ব্যাপারে আমরা পরস্পর দ্বন্দ্ব জড়াবো না, আমরা যেখানেই থাকি, হক কথা বলব এবং আল্লাহর ব্যাপারে কোন নিন্দকের নিন্দার তোয়াক্কা করব না'। অপর বর্ণনায় এসেছে, كَيْفَ يَدْفَعُ الْإِسْلَامُ إِلَّا أَنْ تَرَوْا كُفْرًا يَوَاحًا عِنْدَكُمْ مِنَ اللَّهِ فِيهِ بُرْهَانٌ 'কিন্তু যদি স্পষ্ট কুফরী দেখ, তোমাদের সে বিষয়ে আল্লাহর তরফ থেকে সুস্পষ্ট প্রমাণ বিদ্যমান, তাহ'লে আলাদা কথা'।<sup>৩৭</sup>

পর্যালোচনা : বায়'আতের উপরোক্ত প্রকারসমূহে স্পষ্ট হয় যে, বায়'আত বিভিন্ন প্রকারের হ'তে পারে। আবার তা ব্যক্তিবিশেষের জন্যও হ'তে পারে, রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রেও হ'তে পারে। রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও হ'তে পারে, অরাজনৈতিক ক্ষেত্রেও হ'তে পারে।<sup>৩৮</sup> যেমন ইবনুল আছীর বলেন, وَفِي الْحَدِيثِ أَنَّهُ قَالَ: أَلَا تُبَايَعُونِي عَلَى «الْإِسْلَامِ» هُوَ عِبَارَةٌ عَنِ الْمُعَاوَدَةِ عَلَيْهِ وَالْمُعَاهَدَةِ، أَلَا تُبَايَعُونِي عَلَى 'হাদীছে উল্লেখিত (আপনি কি আমাদের ইসলামের উপর বায়'আত করাবেন না)'<sup>৩৯</sup> বাক্যটি

৩৬. বুখারী হা/৪৩০৫; মুসলিম হা/১৮৬৩।

৩৭. বুখারী হা/৭০৫৬; মুসলিম হা/১৭০৯।

৩৮. ড. যুহায়ের উছমান আলী নূর, আল-বায়'আতু ফিস সুনাহ আন-নাবাতিয়াহ (শারজাহ : মাজাল্লাতুশ শারীআহ ওয়াল কানুন, ৩০তম সংখ্যা, এপ্রিল ২০০৭), পৃ. ৩৮৭।

৩৯. নাসাঈ হা/৪১৬২।

থেকে প্রকাশ পায় যে, এর অর্থ—কোন বিষয়ে পারস্পরিক চুক্তি করা’।<sup>৪০</sup> তিনি অন্যত্র বলেন, البيعة: المعاهدةُ على الإسلام، والإمامة، والإمامة، والمعاهدةُ على كل، ‘বায়’আত হল ইসলামের উপর, নেতৃত্বের উপর এবং যে কোন ঐক্যমতপূর্ণ বিষয়ে চুক্তিবদ্ধ হওয়া’।<sup>৪১</sup> সুতরাং বায়’আত সর্বদা রাষ্ট্রীয় খলীফা বা শাসকের কাছে আনুগত্য অর্থে ব্যবহৃত হবে তা মোটেই আবশ্যিক নয়, যেমনটি অনেকে ধারণা করেন। যদি তাই হ’ত তবে রাসূল (ছা.) কেবল একবারই বায়’আত গ্রহণ করতেন। তাঁর কাছে ছাহাবীরা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন উপলক্ষ্যে বায়’আত গ্রহণ করতেন না। এমনকি স্মর্তব্য যে, শাসক বা খলীফা নিযুক্ত হওয়ার জন্য অনেক ক্ষেত্রে বায়’আত অপরিহার্যও নয়।<sup>৪২</sup> সুতরাং বায়’আত বিষয়টি যে কোন প্রকার আনুগত্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যা ইবনু খালদূনের মন্তব্যে স্পষ্ট (البيعة هي العهد على الطاعة)। বিশেষ করে জিহাদ বা যে কোন শারঈ নেতৃত্বের ক্ষেত্রে।<sup>৪৩</sup> যেমন আধুনিক সউদী আরবের প্রতিষ্ঠাকালে ইমাম মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহ্‌হাব (১১১৫-১২০৬ হি./১৭০৩-১৭৯১ খ.)-এর নিকটে ১৭৪৪ সালে দির’ইইয়ার শাসক মুহাম্মাদ বিন সউদ (১৬৯৭-১৭৬৫ খ.)-এর বায়’আত গ্রহণের মাধ্যমে বৃহত্তর সউদী ইসলামী রাষ্ট্র গঠনের ভিত্তি রচিত হয়। যা দির’ইইয়ার বায়’আত (مُبايعة الدَّرَجِيَّة) নামে খ্যাত।<sup>৪৪</sup> ভারত উপমহাদেশের দুইশত বর্ষের ‘জিহাদ আন্দোলন’ ইমারত ও বায়’আতের উপরই প্রতিষ্ঠিত। উপমহাদেশে জিহাদ আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ ছাড়াও শিক্ষা আন্দোলনের সর্বোচ্চ নেতা সাইয়েদ নায়ীর হোসায়েন দেহলভী (১৮০৫-১৯০২ খ.) শিষ্যদের নিকট থেকে আনুগত্যের ‘বায়’আত’ নিতেন। বাংলা ১২৯২ সাল মোতাবেক ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে একবার বাংলাদেশ সফরে পশ্চিমবঙ্গে মুর্শিদাবাদের দেবকুণ্ডে এলে হাযার হাযার লোকের সমাগম হয়। তারা সকলে উক্ত মাহফিলে তাঁর নিকট ‘বায়’আত’ গ্রহণের সৌভাগ্য লাভ করে। অমনিভাবে পাঞ্জাব সফরেও বহু লোক তাঁর হাতে বায়’আত করে।<sup>৪৫</sup> বস্তুতঃ পাকিস্তান, আফগানিস্তান, ভারত এবং বাংলা-আসাম ও বিহারে আহলেহাদীছের যে সংখ্যাধিক্য দেখা যায়, তার মূলে ছিল জিহাদ আন্দোলন ও শিক্ষা আন্দোলনেরই অবদান।

৪০. ইবনুল আছীর, আন-নিহায়াহ ফী গারীবিল আছার (বৈরুত : আল-মাকতাবা আল-ইলমিয়াহ), ১৯৭৯ খ্রি. পৃ. ১/১৭৪।

৪১. ইবনুল আছীর, জামিউল উছুল (বৈরুত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ), ১৯৬৯ খ্রি. পৃ. ১/১৫০।

৪২. বদর বিন ইবরাহীম আর-রাখীছ, আল-বায়’আতু ফিল কিতাবি ওয়াস সুন্নাহ (মক্কা : উন্মুল কুরা বিশ্ববিদ্যালয়, মাস্টার্স থিসিস), ১৪০৭-০৮ হি. পৃ. ২।

৪৩. ড. যুহায়ের উছমান আলী নূর, আল-বায়’আতু ফিস সুন্নাহ আন-নাবাভিয়াহ, পৃ. ৪০৩।

৪৪. ইসলামী খেলাফত ও নেতৃত্ব নির্বাচন, পৃ. ৯৬।

৪৫. ফযল হোসায়েন মোযাফ্ফরপুরী বিহারী (মৃ. ১৩২৬ হি./১৯০৮ খৃ.) ‘আল-হায়াত বাদাল মামাত’ (উর্দু; করাচী : মাকতাবা শু’আইব, ১৩৭৯ হি./১৯৫৯ খৃ.) ২৬৬-৬৭ পৃ.; থিসিস ৩৪৩ পৃ.।

## আনুগত্যের বায়'আত (البيعة على السمع والطاعة) :

আনুগত্যের বায়'আতকে আমরা দুই ভাগে ভাগ করতে পারি। যথা-

(১) সাধারণ বায়'আত (البيعة العامة) : এই বায়'আত সাধারণ যে কোন আনুগত্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। সেটা জিহাদ, সৎকাজের নির্দেশ ও অসৎকাজ থেকে নিষেধ, দাওয়াতী সংস্থা, সংগঠন যে কোন ক্ষেত্রে হ'তে পারে।<sup>৪৬</sup> সাংগঠনিক বায়'আত এই প্রকারের অন্তর্ভুক্ত। এই বায়'আতের বৈশিষ্ট্য হ'ল- (১) নেতাকে হৃদ কায়মকারী শাসক হওয়া যরুরী নয়। ইবনুল 'আরাবী (রহঃ) বলেন, *وَذَلِكَ فِي الْأَمْوَالِ وَالْحُقُوقِ* বলেন, *أَلَّتِي تَخْتَصُّ بِالطَّالِبِ، فَأَمَّا الْحُدُودُ فَلَا يَحْكُمُ فِيهَا إِلَّا السُّلْطَانُ،* আর এটি হ'ল মাল-সম্পদ ও অন্যান্য দাবী-দাওয়ার বিচার-ফায়ছালার ক্ষেত্রে। কিন্তু দণ্ডবিধি সমূহ বাস্তবায়নের অধিকার থাকবে কেবল শাসকের'।<sup>৪৭</sup> (২) এই বায়'আত ঐচ্ছিক (إِخْتِيَارِي) অর্থাৎ যিনি বায়'আত করবেন কেবল তার জন্যই প্রযোজ্য, অন্যদের জন্য নয়। কারো জন্য বাধ্যতামূলকও নয় (৩) এই বায়'আত নির্দিষ্ট বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত অর্থাৎ যে বিষয়ে গ্রহণ করা হবে, তার জন্যই প্রযোজ্য। (৪) এই বায়'আত একাধিক হয় তথা একই ব্যক্তি একাধিক বিষয়ে একাধিক জনের কাছে বায়'আত গ্রহণ করতে পারে। (৫) এই বায়'আত করার পর শারঈ কারণ ব্যতীত তাঁর আনুগত্য থেকে বেরিয়ে যাওয়া কবীরা গুনাহ। কেননা আল্লাহ বলেন, *وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ* থেকে বেরিয়ে যাওয়া কবীরা গুনাহ। কেননা আল্লাহ বলেন, *كَانَ مَسْئُولًا* - আর তোমরা অঙ্গীকার পূর্ণ কর। নিশ্চয়ই অঙ্গীকার সম্পর্কে তোমরা জিজ্ঞাসিত হবে' (বনু ইসরাঈল ১৭/৩৪)। শায়খ মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহীম আত-তুওয়াইজিরী বলেন, 'অঙ্গীকার ও চুক্তি পূরণ করা ওয়াজিব সেই চুক্তি মুসলিমদের পরস্পরের মধ্যে হোক বা মুসলিম ও কাফেরদের মধ্যে হোক অথবা ব্যক্তি পর্যায়ে পরস্পরের মধ্যে হোক। আর সর্বপ্রকার বায়'আত এসব চুক্তি ও অঙ্গীকারের আওতাভুক্ত।'<sup>৪৮</sup>

(২) বিশেষ বায়'আত (البيعة الخاصة) : এই বায়'আত হ'ল রাষ্ট্রীয় বায়'আত যা খলীফার প্রতি আনুগত্য প্রকাশের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।<sup>৪৯</sup> এই বায়'আতের বৈশিষ্ট্য হ'ল- (১) এই বায়'আত কেবল হৃদ কায়মকারী শাসক গ্রহণ করতে পারবেন। (২) এই বায়'আত রাষ্ট্রের সকল নাগরিকের জন্য বাধ্যতামূলক (إِجْبَارِي), যতক্ষণ খলীফা আল্লাহর সার্বভৌমত্ব মেনে নিয়ে ইসলামী বিধান মোতাবেক দেশ পরিচালনা করেন।<sup>৫০</sup> (৩) এই বায়'আত যিনি গ্রহণ করবেন তাকে কুরায়শী বংশোদ্ভূত হ'তে হবে। (৪) এই বায়'আত একাধিক হয় না। অর্থাৎ একজন খলীফা বা আমীর থাকতে

৪৬. বদর বিন ইবরাহীম আর-রাখীছ, আল-বায়'আতু ফিল কিতাবি ওয়াস সুন্নাহ, পৃ. ২৬৬-৬৭।

৪৭. কুরতুবী, তাফসীর সূরা মায়দাহ ৪১ আয়াত, ৬/১৭১ পৃ. ১।

৪৮. মুহাম্মাদ বিন ইবরাহীম আত-তুওয়াইজিরী, মাওসুআতিল ফিকুহিল ইসলামী, পৃ. ৫/৩০৯-১০।

৪৯. বদর বিন ইবরাহীম আর-রাখীছ, আল-বায়'আতু ফিল কিতাবি ওয়াস সুন্নাহ, পৃ. ২৭১।

৫০. ড. যুহায়ের উছমান আলী নূর, আল-বায়'আতু ফিস সুন্নাহ আন-নাবাভিয়াহ, পৃ. ৩৮২।

অন্য কেউ আমীর হিসাবে বায়'আত গ্রহণ করলে তাকে হত্যা করা ওয়াজিব হয়। যেমন রাসূল (ছাঃ) বলেন, إِذَا بُويعَ لِخَلِيفَتَيْنِ فَاقْتُلُوا الْآخَرَ مِنْهُمَا 'যখন দুইজন খলীফার বায়'আত করা হবে, তখন পরের জনকে হত্যা কর'।<sup>৫১</sup> (৫) এই বায়'আত করার পর কুফরী ব্যতীত শাসকের আনুগত্য থেকে বেরিয়ে যাওয়া নিষিদ্ধ। কেননা রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَنْ خَلَعَ يَدًا مِنْ طَاعَةٍ، لَقِيَ اللَّهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا حُجَّةَ لَهُ, 'যে ব্যক্তি (শাসকের) আনুগত্য থেকে হাত গুটিয়ে নিবে, সে কিয়ামতের দিন দলীলবিহীন অবস্থায় আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করবে। আর যে ব্যক্তি এমন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করবে যে, তার ঘাড়ের কোন বায়'আত নেই, তার মৃত্যু জাহেলিয়াতের মৃত্যু হবে'।<sup>৫২</sup> এ ব্যাপারে হাফেয ইবনু হাজার আল-আসক্বালানী বলেন, وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ وَجُوبُ طَاعَةِ الْإِمَامِ الَّذِي أَنْعَقَدَتْ لَهُ الْبَيْعَةُ وَالْمَنْعُ مِنَ الْخُرُوجِ عَلَيْهِ وَلَوْ حَارَ فِي حُكْمِهِ وَأَنَّهُ لَا يَنْخَلِعُ, 'এ হাদীছে প্রমাণিত হয় যে, শাসকের হাতে বায়'আত করা হয়েছে, তার আনুগত্য করা ওয়াজিব। তিনি যুলম করলেও তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা যাবে না। কোন ফাসেকী কাজ করলেও তার আনুগত্য ছিন্ন করা চলবে না'।<sup>৫৩</sup>

**শাসক ব্যতীত কারো হাতে বায়'আত গ্রহণ করা যাবে কী?**

উপরোক্ত আলোচনায় ইতিমধ্যে স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, শাসকের জন্য যে বায়'আতটি খাছ, তা হ'ল খিলাফতের বায়'আত। আর শাসক ব্যতীত অন্যের কাছে সাধারণ আনুগত্যের বায়'আত করা যায়, যা রাসূল (ছাঃ)-এর আমল দ্বারা প্রমাণিত। যেমন-সুনান নাসাঈর 'বায়'আত' (الْبَيْعَةُ) অধ্যায়ে বিভিন্ন প্রকার বায়'আতের ১৭টি অনুচ্ছেদ রচনা করা হয়েছে। যাতে মোট ৬০টি ছহীহ হাদীছে সংকলিত হয়েছে।<sup>৫৪</sup> যেমন,

(১) بَابُ الْبَيْعَةِ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ 'আমীরের আদেশ শ্রবণ ও মান্য করা' অনুচ্ছেদ। (২) بَابُ الْبَيْعَةِ عَلَى أَنْ لَا تُنَازَعَ الْأَمْرَ أَهْلُهُ 'আমরা নেতৃত্ব নিয়ে পরস্পরে ঝগড়া করব না' অনুচ্ছেদ। (৩) بَابُ الْبَيْعَةِ عَلَى الْقَوْلِ بِالْحَقِّ 'সত্য কথা বলার উপরে বায়'আত' অনুচ্ছেদ। (৪) بَابُ الْبَيْعَةِ عَلَى الْقَوْلِ بِالْعَدْلِ 'ন্যায্য কথা বলার উপরে বায়'আত' অনুচ্ছেদ। (৫) بَابُ الْبَيْعَةِ عَلَى الْأَثَرَةِ 'অন্যকে প্রাধান্য দেওয়া হ'লে তাতে দৈর্ঘ্যধারণের উপর বায়'আত' অনুচ্ছেদ। (৬) بَابُ الْبَيْعَةِ عَلَى التَّصْحِاحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ 'প্রত্যেক মুসলমানের জন্য সদুপদেশ দেওয়ার উপর

৫১. মুসলিম হা/১৮৫৩; মিশকাত হা/৩৬৭৬ রাবী আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ)।

৫২. মুসলিম হা/১৮৫১।

৫৩. ইবনু হাজার, ফাতহুল বারী, ১৩/৭১-৭২।

৫৪. শায়েখ আলবানীর তাহকীক কৃত নাসাঈতে হা/৪১৪৯ হ'তে ৪২১১ পর্যন্ত ৪১৬০ ও ৪১৬৮ দু'টি যঈফ হাদীছ বাদে।

বায়'আত' অনুচ্ছেদ)। (৭) **بَابُ الْبَيْعَةِ عَلَى أَنْ لَا نَفَرَ** ('যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন না করার উপর বায়'আত' অনুচ্ছেদ)। (৮) **بَابُ الْبَيْعَةِ عَلَى الْمَوْتِ** ('আমৃত্যু দৃঢ় থাকার উপর বায়'আত' অনুচ্ছেদ)। (৯) **بَابُ الْبَيْعَةِ عَلَى الْجِهَادِ** ('জিহাদের উপর বায়'আত' অনুচ্ছেদ)। (১০) **بَابُ الْبَيْعَةِ عَلَى الْهَجْرَةِ** ('হিজরত করার উপর বায়'আত' অনুচ্ছেদ)। (১১) **بَابُ الْبَيْعَةِ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ** ('পসন্দনীয় ও অপসন্দনীয় সকল বিষয়ে আনুগত্য করার উপর বায়'আত' অনুচ্ছেদ)। (১২) **بَابُ الْبَيْعَةِ عَلَى** **بَابُ** (১৩) **بَابُ** ('মুশরিক হ'তে পৃথক থাকার উপর বায়'আত' অনুচ্ছেদ)। (১৪) **بَابُ بَيْعَةِ مَنْ بِهِ عَاهَةٌ** ('মহিলাদের বায়'আত' অনুচ্ছেদ)। (১৫) **بَابُ بَيْعَةِ الْعُلَامِ** ('ব্যাধিস্ত ব্যক্তির বায়'আত' অনুচ্ছেদ)। (১৬) **بَابُ بَيْعَةِ الْمَمَالِكِ** ('ক্রীতদাসদের বায়'আত' অনুচ্ছেদ)। (১৭) **بَابُ الْبَيْعَةِ فِيمَا يَسْتَطِيعُ الْإِنْسَانُ** ('মানুষের সাধ্যের অধীন কাজে আনুগত্য করার উপর বায়'আত' অনুচ্ছেদ)।

হাদীছের উপরোক্ত অধ্যায়গুলোর শিরোনাম থেকেই স্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয় যে, বায়'আত বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে শপথ, চুক্তি, অঙ্গীকার প্রভৃতি অর্থে ব্যবহৃত হয়। এটি কেবল খেলাফত বা রাষ্ট্রের সাথে খাছ নয় অথবা কেবল শাসকের সাথেও সম্পৃক্ত নয়। এমনকি বায়'আত খেলাফত রাষ্ট্রব্যবস্থার জন্য সৃষ্ট বিশেষ কোন শারঈ পরিভাষাও নয়, বরং দুই পক্ষের মধ্যে কৃত যে কোন চুক্তি বা অঙ্গীকারের জন্য জাহেলী আরব থেকেই এর প্রচলন ছিল। যা আব্দুবার শপথ থেকেই প্রমাণিত। কেননা **প্রথমতঃ** সেখানে বায়'আতের জন্য আল্লাহর রাসূল (ছাঃ) নন, বরং নবমুসলিম আনছারী ছাহাবীরাই হাত বাড়িয়েছিলেন। এতে স্পষ্ট হয় যে, রাসূল (ছাঃ) তাদেরকে বায়'আতের পদ্ধতি শিখিয়ে দেননি। যা প্রমাণ বহন করে যে, এটি আরবের পূর্ব আচরিত নিয়ম ছিল। **দ্বিতীয়তঃ** তারা একথা চিন্তা করেননি যে, তারা কোন শাসকের কাছে বায়'আত নিচ্ছেন, বরং ব্যক্তি নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে তারা সুরক্ষা দেয়ার কাজ আঞ্জাম দিতেই তার প্রতি পূর্ণ আনুগত্য প্রকাশ করেছেন। সুতরাং একথা বলাও দলীলবিহীন যে, রাসূল (ছাঃ) ভাবী রাষ্ট্রের অধিপতি হিসাবে বায়'আত গ্রহণ করেছিলেন বলে সেটা শাসকদের বায়'আতেরই সমতুল্য হবে! সুতরাং উক্ত আলোচনা থেকে এটা স্পষ্ট হওয়া প্রয়োজন যে, বায়'আত যেমন স্থান-কাল-পাত্র ভেদে কখনও ব্যক্তিগত চুক্তি বা শপথের জন্যও প্রযোজ্য হ'তে পারে, তেমনি জামা'আতে 'আম্মাহ ও খাছছাহ উভয় জামা'আতে প্রতি আনুগত্যের প্রকাশকারী হ'তে পারে।<sup>৫৫</sup> কিন্তু এর পরিবর্তে বায়'আতকে শুধুমাত্র খেলাফত বা শাসকের জন্য এবং হাদীছে বর্ণিত অন্যান্য বায়'আতসমূহকে রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে খাছ করা অতি উৎসাহী চিন্তাপ্রসূত অথবা পরবর্তী বিদ্বানদের ব্যক্তিগত ইজতিহাদ, যার কোন দলীল

নেই। ছাহাবায়ে কেরাম, তবেঈনে এযাম, পূর্বসূরী বিদ্বানগণ কেউ এমন কথা বলেননি।<sup>৫৬</sup> তবে নিঃসন্দেহে খিলাফতের বায়'আতই সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ এবং সর্বোচ্চ স্তরের মর্যাদাসম্পন্ন। হাদীছে মূলত উক্ত বায়'আত অবলম্বনেরই নির্দেশ দেয়া হয়েছে।<sup>৫৭</sup> উল্লেখ্য যে, বায়'আতের সাথে ইসলামী রাষ্ট্রের কোন বিধি-বিধান বাস্তবায়নের কোন সম্পর্ক নেই। এটা শ্রেফ আনুগত্যের ঘোষণা মাত্র, যা নেতার সাথে কর্মীদের সম্পর্কের বন্ধন তৈরী করে।

### আনুগত্য প্রকাশের জন্য বায়'আত কি সর্বদা যন্ত্রণী?

না, বরং কেবল খলীফার আনুগত্য প্রকাশে 'আহলুল হাদ্বি ওয়াল আকদে'র মাধ্যমে আনুষ্ঠানিক বায়'আত যন্ত্রণী। আর অন্য ক্ষেত্রে সেটা প্রয়োজন ও গুরুত্বমাক্ষিক, কেননা সেটি ইখতিয়ারী বা ঐচ্ছিক। স্মর্তব্য যে, দেশে ইসলামী খেলাফত না থাকলেও সমাজ পরিচালনায় ইসলামী নেতৃত্ব থাকতে হবে। আর নেতৃত্ব মানে সেখানে আনুগত্যের প্রশ্ন অপরিহার্য। নইলে নেতৃত্ব অকার্যকর হয়ে সমাজ বিপর্যস্ত হবে, যা ইসলামের কাম্য নয়। এ কারণেই এর গুরুত্ব বুঝাতে রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, **وَمَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِي عُنُقِهِ بَيْعَةٌ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً**, 'যে ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করল এমন অবস্থায় যে, তার গর্দানে আমীরের প্রতি আনুগত্যের বায়'আত নেই, সে জাহেলিয়াতের মৃত্যু বরণ করল'।<sup>৫৮</sup> এর অর্থ কুফরী নয়, বরং নাবিকহীন নৌকার মত বিশৃংখল অবস্থায় থাকা। ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ) বলেন, **وَالْمَرَادُ بِالْمِيتَةِ الْجَاهِلِيَّةِ وَهِيَ بِكَسْرِ الْمِيمِ حَالَةُ الْمَوْتِ كَمَوْتِ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ عَلَى ضَلَالٍ وَلَيْسَ لَهُ** 'জাহেলী হালতে মৃত্যুর' অর্থ হ'ল জাহেলী যুগের লোকদের মৃত্যুর ন্যায়। যারা ভ্রষ্টতার উপরে ছিল এবং যাদের কোন অনুসরণীয় নেতা ছিল না' (ফাৎহুল বারী হা/৭০৫৩-এর ব্যাখ্যা ১৩/৭ পৃ.)। অতএব নেতৃত্বের অধীনে থাকা ইসলামের একটি সামাজিক নির্দেশনা। তবে সকল প্রকার নেতৃত্বে বায়'আতের আনুষ্ঠানিক ঘোষণার প্রয়োজন হয় না। যেমন পরিবারের পিতা-মাতার আনুগত্যের জন্য বায়'আতের প্রয়োজন নেই। আবার চাকুরীর ক্ষেত্রে আনুষ্ঠানিক আনুগত্য ঘোষণার প্রয়োজন নেই, বরং মৌখিক বা লিখিত স্বীকৃতিই যথেষ্ট। তবে সামাজিক নেতৃত্বের ক্ষেত্রে আনুষ্ঠানিক আনুগত্য প্রকাশের প্রয়োজন হয়। কেননা এর গুরুত্ব সাধারণ আনুগত্যের চেয়ে অধিক গুরুত্ববহ, যা সহজেই অনুমেয় এবং রাসূল (ছাঃ)-এর আমল দ্বারা প্রমাণিত।

### বায়'আত সম্পর্কে সংশয়ের কারণ :

**১. পূর্ববর্তী বিদ্বানদের আলোচনার স্বল্পতা :** ইসলামী খেলাফত প্রতিষ্ঠিত থাকায় রাষ্ট্রীয় বায়'আত ভিন্ন অন্য কোন বায়'আতকে পূর্বসূরী বিদ্বানগণ আলোচনায় নিয়ে আসেননি। বিশেষতঃ হাদীছে খিলাফতের আনুগত্য বিষয়ক ফরয বায়'আত সম্পর্কে

৫৬. ঐ পৃ. ২।

৫৭. ঐ পৃ. ২৭০।

৫৮. মুসলিম হা/১৮৫১; মিশকাত হা/৩৬৭৪।

জোর তাকীদ আসায় তাঁরা সাধারণ বায়'আত সম্পর্কে পূর্বাপর আলোচনায় প্রয়োজন বোধ করেননি। এছাড়া ইসলামী খেলাফত বা ইমারত বিষয়ে বাস্তবভিত্তিক পর্যালোচনা মূলক গ্রন্থের অপ্রতুলতাও এর একটি কারণ হ'তে পারে।

**২. একক খিলাফতকে একমাত্র আলোচ্য বিষয়বস্তু হিসাবে গ্রহণ করা :** পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী প্রায় সকল বিদ্বানই একক ইসলামী খেলাফতের আলোচনায় নিজেদের সীমাবদ্ধ রেখেছেন। ফলে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে যখন বিশ্বব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটেছে, দেশ ও এলাকা ভিত্তিক নেতৃত্ব ছড়িয়ে পড়েছে, তখন প্রয়োজনের তাগিদে নতুন কোন আলোচনা তারা উপস্থাপন করেননি এবং উদ্ভূত সমস্যাগুলোর যথার্থ সমাধানের প্রতি গুরুত্বারোপ করেননি। বিশেষ করে একজন মুসলিম অমুসলিম দেশে কিভাবে জীবন যাপন করবে, মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ট অথচ সেকুলার রাষ্ট্রে কিভাবে দ্বীনের পথে নিজেকে পরিচালনা করবে, সে সমস্ত বিষয়গুলোকে তারা যথাযথভাবে আলোচনায় নিয়ে আসেননি।

**৩. মুসলিম উম্মাহর পারস্পারিক বিভক্তি বৃদ্ধি পাওয়া :** মুসলিম উম্মাহর মধ্যে হাজারো দলের উপস্থিতি সংখ্যাগরিষ্ট ওলামায়ে কেরামকে বর্তমান বিশ্বপরিস্থিতি সম্পর্কে হতাশাবাদী অবস্থানে নিয়ে গেছে। ফলে নিদেনপক্ষে নিজেকে 'দলাদলি' থেকে মুক্ত রাখার সাধু চিন্তা গ্রাস করায় তারা বৃহত্তর দৃষ্টিকোন থেকে বাস্তব পরিস্থিতির মূল্যায়ন করতে সমর্থ হননি। আর তাই চটজলদি ফৎওয়া দিতে গিয়ে তারা অনেক সময় খিলাফত ও বায়'আতের আলোচনায় পূর্বধারণার শৃংখলে বন্দী থেকেছেন অথবা চুপ থেকেছেন। যেখান থেকে তারা বের হতে পারেননি। চেষ্টাও করেননি। এজন্য পরিবর্তিত পরিস্থিতির আলোকে কেবল ইমাম শাওকানী ব্যতীত অন্য কারো বক্তব্য তেমন পাওয়া যায়নি। ইমাম শাওকানী বলেন, *فمعلوم أنه قد صار في كل قطر أو أقطار الولاية إلى إمام أو سلطان وفي القطر الآخر أو الأقطار كذلك ولا ينفذ لبعضهم أمر ولا نهي في قطر الآخر وأقطاره التي رجعت إلى ولايته فلا بأس بتعدد الأئمة والسلاطين ويجب الطاعة لكل واحد منهم بعد البيعة له على* 'বর্তমান অবস্থা তো সবার জানা যে, প্রত্যেক অঞ্চলে কোন না কোন নেতা বা শাসক দেশ বা সমাজ শাসন করছেন। অন্য এলাকাতেও একই অবস্থা। এসব ক্ষেত্রে এক অঞ্চলের আদেশ-নিষেধ অন্য অঞ্চলে কার্যকর নয়। অতএব এমতবস্থায় নেতা বা শাসক বহু সংখ্যক হওয়াটা দোষনীয় নয়। বরং এ অবস্থায় করণীয় হবে যে, প্রত্যেক এলাকার শাসকদের কাছে বায়'আত করার পর তার আনুগত্য করা, যেখানে তার শাসনক্ষমতা কার্যকর'।

ইসলাম সামাজিক শৃংখলার বিষয়টি সর্বাধিক গুরুত্বারোপ করেছে। অথচ এ বিষয়ে আমরা সর্বাধিক গাফেল ও উদাসীন। অনৈসলামিক শাসনাধীনে থাকতে থাকতে আমরা এতটাই আত্মভোলা হয়ে পড়েছি যে, নিয়মতান্ত্রিকভাবে সমাজ সংশোধনের কোন তাকীদ ভেতর থেকে আমরা যেন অনুভব করি না। ব্যক্তিস্বার্থ আর আত্মকেন্দ্রিকতার ঘেরাটোপে আমরা ভুলে গেছি মানবতার প্রতি মহান প্রভুর পক্ষ থেকে আমাদেরকে

দেয়া দায়িত্ব। ফলে মুসলিম সমাজে একদিকে নেতৃত্বহীনতা, অপরদিকে কারো নেতৃত্বের অধীনে আনুগত্যশালী থাকতে না চাওয়া আমাদের গ্রাস করে ফেলেছে।

**৪. বায়'আতের হাদীছসমূহ পর্যালোচনা না করা :** বায়'আতের অসংখ্য হাদীছ বিদ্বানদের মধ্যে অনালোচিতই থেকে যাওয়া সংশয় সৃষ্টির একটি বড় কারণ। ফলে একদল বিদ্বান অজ্ঞাতসারে সকল বায়'আতকে এক লহমায় তাচ্ছিল্যের সাথে 'ছুফীদের বায়'আত' আখ্যায়িত করে আত্মতৃপ্তি লাভ করছেন। কোন চিন্তাভাবনা ছাড়াই যারা এমন লাগামহীন মন্তব্য করেন, তাদের আল্লাহকে ভয় করা উচিত। কেননা রাসূল (ছাঃ)-এর একটি প্রতিষ্ঠিত সুন্নাতকে তাচ্ছিল্য করার দায়ে তারা আল্লাহর কাছে ধরা পড়ে যেতে পারেন। তারা অবলীলায় সাংগঠনিক বায়'আতকে পীরের বায়'আতের সাথে তুলনা করেন। অথচ পীরের বায়'আতের সাথে সাংগঠনিক বায়'আতের কোন সম্পর্কই নেই। সাংগঠনিক বায়'আত সামাজিক আনুগত্যের বায়'আত, যা সামাজিক শৃংখলা রক্ষার অন্যতম মাধ্যম। অনেকে আবার খুব জোর গলায় সাংগঠনিক বায়'আতকে বিদ'আতী বায়'আত আখ্যা দেন, অথচ এই বায়'আত রাসূল (ছাঃ)-এর প্রতিষ্ঠিত একটি সুন্নাহ এবং ইসলামের একটি বিশেষত্বও বহন করে।

কেননা বায়'আত এমন একটি ব্যবস্থার নাম, যা বিশৃংখল সমাজকে এক আল্লাহর সাথে ওয়াদার মাধ্যমে একতাবদ্ধ করে পরস্পরকে সুসংগঠিত রাখে। পৃথিবীর অন্য কোন ধর্ম ও জাতির কাছে এমন ব্যবস্থা নেই। তাই মানবজাতির কল্যাণে ইসলামের প্রতিষ্ঠিত এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ আদর্শ এবং রাসূল (ছাঃ)-এর আমলকে অবলীলাক্রমে বিদ'আত আখ্যা দেয়ার পূর্বে শতবার ভাবা উচিত ছিল। আল্লাহ আমাদের হেফায়ত করুন। আমীন! সর্বোপরি যারা সাংগঠনিক বায়'আতের বিরুদ্ধে কথা বলছেন, তারা দলীলের ভিত্তিতে না বলে শুধু জুজুর মত কিছু অজুহাত পেশ করছেন মাত্র। তারা ফাসেক সমাজনেতা ও ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রনেতাদের প্রতি অকুণ্ঠ আনুগত্য পোষণ করলেও কোন ইমারতে শারঈর আনুগত্য মেনে চলতে রাযী নন।

**৫. জামা'আতবদ্ধ জীবনের গুরুত্ব অনুভব না করা :** রাসূল (ছাঃ) মুসলিম উম্মাহকে জামা'আতবদ্ধ জীবন যাপনের নির্দেশ দিয়েছেন। কিন্তু জামা'আত বলতে যদি শুধু রাষ্ট্রই বুঝায়, তবে কি এই হুকুম কেবলমাত্র খুলাফায়ে রাশেদীনের আমল পর্যন্ত সীমাবদ্ধ ছিল? কেননা খুলাফায়ে রাশেদীনের পর প্রকৃত ইসলামী খিলাফত বিদায় গ্রহণ করেছে এবং ১৯২৪ সাল থেকে নামমাত্র খিলাফতের যা বাকী ছিল, তাও পৃথিবী থেকে হারিয়ে গেছে। আর সেই সাথে মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর প্রায় সবগুলোই ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে। তাহলে এই পরিস্থিতিতে সমাজে দাওয়াত ও জিহাদের গুরুদায়িত্ব কিভাবে পালিত হবে? তেমনিভাবে অমুসলিম রাষ্ট্রের মুসলিম বাসিন্দারা কিভাবে ইসলামী জীবন যাপন করবে? এমতবস্থায় একাকী দাওয়াত ও জিহাদের দায়িত্ব পালন করা কি কখনও সম্ভব? কখনও নয়। এজন্য যে কোন বিবেকসম্পন্ন অনুধাবন করবেন যে, জামা'আতবদ্ধ জীবন ছাড়া বিকল্প কোন পন্থায় প্রকৃত ইসলামী জীবন যাপন সম্ভব নয়। আর জামা'আতবদ্ধ জীবন অর্থই হ'ল সেখানে নেতৃত্ব থাকা আর আনুগত্য থাকা। কেননা আনুগত্য ব্যতীত কোন ইমারত বা জামা'আত গঠিত হতে পারে না। যেকোন সংগঠনেই নেতাকে অনুসরণ ও তার



নিয়মনীতি মেনে চলতে হয়, কোন প্রতিষ্ঠানে কাজ করলেও তার নিয়ম-নীতির অনুসরণ করতে হয়, অথচ ইসলামী জীবনযাপনে কারা আনুগত্য বন্ধনে আবদ্ধ হতে হবে না, এ কথা কি গ্রহণযোগ্য হতে পারে! উমর (রাঃ) এজন্য দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেছেন, ইসলাম হয় না জামা'আত ছাড়া, জামা'আত হয় না ইমারত ছাড়া এবং ইমারত হয় না আনুগত্য ছাড়া (দারেমী হা/২৫১, সনদে বিচ্ছিন্নতা রয়েছে, তবে বক্তব্য ছহীহ হাদীছসমূহের অনুকূলে)।

সুতরাং একক নেতৃত্ব ও একক রাষ্ট্রব্যবস্থার না থাকার এই যুগে আমাদের জন্য জামাআতবদ্ধ জীবন যাপনই বিকল্প ব্যবস্থা। এজন্য শায়খ উছায়মীন (রহ.) ইসলামী সংগঠন এবং বায়'আতের বিষয়ে নেতিবাচক মন্তব্য করলেও বর্তমান যুগের বাস্তবতাকে উপলব্ধি করে বিভিন্ন দেশের আলাদা আলাদা নেতৃত্ব ও তার আনুগত্যের প্রয়োজনীয়তাকে অস্বীকার করেননি। তিনি তাঁর এক বক্তব্যে বলেন, إنه لا إمام للمسلمين اليوم، فلا بيعة لأحد!! — نسأل الله العافية — ولا أدرى أيريد هؤلاء أن تكون الأمور فوضى ليس للناس قائد يقودهم؟! أم يريدون أن يقال: كل إنسان لأن عمل المسلمين منذ أزمان متطاولة على أن من استولى على ناحية من النواحي، وصار له الكلمة العليا فيها، فهو إمام فيها موسلمانদের অবস্থা এমন যে, কোন এক স্থানে যদি কেউ কোন একভাবে কর্তৃত্বের অধিকারী হয় এবং তার কথা সমাজে কার্যকর হয়, তবে তিনিই সেখানে নেতৃত্ব দিয়ে সমাজ পরিচালনা করেন'।<sup>৫৯</sup> তিনি শায়খ বিন বাযের একটি উক্তি নকল করেছেন, إن هذا لا يمكن الآن تحقيقه، وهذا هو الواقع الآن، فالبلاد التي في ناحية واحدة تجدهم يجعلون انتخابات ويحصل صراع على السلطة ورشاوى وبيع للذمم إلى غير ذلك، فإذا كان أهل البلد الواحد لا يستطيعون أن يولوا عليهم واحداً إلا يمثل هذه आजকের যুগে একক রাষ্ট্রব্যবস্থা সম্ভব নয়, এটাই বাস্তবতা। তুমি দেখবে বিভিন্ন দেশে নির্বাচন হচ্ছে, ক্ষমতার লড়াই চলছে, সেখানে ঘুষের লেনদেন, ভোট ক্রয়-বিক্রয় চলছে। যেখানে একটি দেশের জনগণই এই বানোয়াট নির্বাচন ছাড়া তাদের নেতা নির্বাচন করতে পারছে না, সেখানে সমগ্র মুসলিমদের নেতা কিভাবে নির্বাচন করবে! এটা সম্ভব না।<sup>৬০</sup>

৫৯. ইবনুল উছায়মীন, আশ-শারহুল মুমতি' (রিয়াদ : দারুল ইবনুল জাওযী, ১৪২২ হি.), পৃ. ৮/১০।  
৬০. তদেব।

৬. রাসূল (ছাঃ)-এর মৃত্যুর পর খিলাফত ব্যতীত বায়'আতের ভিন্ন দৃষ্টান্তগুলো বিশেষ পরিলক্ষিত না হওয়া : প্রথমতঃ কোন বিষয়ে পরবর্তীদের আমল না থাকা রাসূল (ছাঃ)-এর আমলকে বাতিল করে না। দ্বিতীয়তঃ এর পিছনে কারণ এটাই হতে পারে যে, উক্ত বায়'আতের বিশেষ প্রয়োজন হয়নি। কারণ তখন সমাজে খেলাফতের অধীনে প্রতিষ্ঠিত ইসলামী নেতৃত্ব ছিল। ফলে আলাদা নেতৃত্বের প্রয়োজন হয় নি। কিন্তু বর্তমান যুগে নেতৃত্বহীনতা ও আনুগত্যহীনতার এই সময়ে এর প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য।

৭. খিলাফত ব্যতীত অন্যান্য বায়'আতকে রাসূল (ছাঃ)-এর জন্য খাছ মনে করা : এই বিভ্রান্তি বায়'আতের বিধানটি অবহেলিত হওয়ার অপর একটি কারণ। অথচ রাসূল (ছাঃ)-এর প্রতিটি আমলই উম্মাতের জন্য আদর্শ ও পালনীয়। যদি কোন আমল তার জন্য বিশেষভাবে খাছ হয়, তবে তার দলীল থাকতে হবে। ঢালাওভাবে কোন বিষয় তার জন্য খাছ করার দেয়ার সুযোগ নেই।

وما عمل به محمد صلى الله عليه وسلم تعمل به أمته، يعني: ইবনুল আরাবী বলেন, (ছা.) যে আমল করেছেন, তার উম্মাতও সেই আমল করবে। কেননা কোন বিষয়কে রাসূলের জন্য খাছ না করাই মূলনীতি।<sup>৬১</sup> ইবনুল আরাবী বলেন, إذا فعل شيئاً من أفعال الشريعة كان علينا إتباعه والإيتساء به، (ছা.) কোন শারঈ কাজ করে, তখন আমাদের দায়িত্ব তার যথাযথ অনুসরণ করা এবং তার সাথে কোন বিষয়কে খাছ করে দেয়ার জন্য দলীল আবশ্যক।<sup>৬২</sup> ইবনু কুদামাহ বলেন, وَلَمَّا أَنْ تَقْتَدِيَ بِالنَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ - আমাদের জন্য কর্তব্য হল রাসূল (ছা.)-এর অনুসরণ করা যতক্ষণ তা রাসূল (ছা.)-এর জন্য খাছ প্রমাণিত না হয়।<sup>৬৩</sup> ইমাম নববী বলেন، لو فتح باب هذا الخصوص لانسد كثير من ظواهر الشرع، যদি এভাবে রাসূল (ছা.)-এর জন্য (বিধানসমূহ) খাছ করে দেয়ার রাস্তা খুলে দেয়া হয়, তাহলে শরীআতের অনেক প্রকাশ্য বিধান অকার্যকর হয়ে পড়বে।<sup>৬৪</sup>

### উপসংহার :

প্রিয় পাঠক, উপরোক্ত আলোচনাই চূড়ান্ত আলোচনা নয়। এরপরও আলোচনা হ'তে পারে। তবে এর মাধ্যমে আমরা জনগণের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি করতে চেয়েছি। আমরা শরী'আতের আলোকে আমাদের ব্যক্তি ও সমাজ জীবনকে পরিপূর্ণ ঢেলে সাজাতে চাই। সে লক্ষ্যে পরিকল্পনা সাজাতে চাই। অতএব আমাদের ওলামায়ে কেরাম এবং দায়িত্বশীলদেরকে ব্যক্তিস্বার্থ এবং আত্মকেন্দ্রিকতার উর্ধ্বে উঠে জাতীয় কয়েকটি বিষয়ে বাস্তবভিত্তিক গভীরভাবে চিন্তা করা আশু কর্তব্য। যেমন-বর্তমান

৬১. ইবনুল আরাবী, আরেযাতুল আহওয়াযী, ৪/২৫৯-৬০।

৬২. উবায়দুল্লাহ মুবারকপুরী, মির'আতুল মাফাতীহ ৫/৩৭৫।

৬৩. ইবনু কুদামাহ, আল-মুগনী ২/৩৮২।

৬৪. শিহাবুদ্দীন কাস্তালানী, আল-মাওহিবুল লাদুনিয়াহ (কায়রো : মাকতাবা তাওফিকীয়াহ,) ৩/৩৯৭।

যুগে ইসলামী খেলাফতের অবর্তমানে বিশেষ করে যেসব দেশে ইসলামী আইন ও বিধান চালু নেই অথবা অমুসলিম রাষ্ট্র যেখানে প্রচুর সংখ্যক মুসলিম বসবাস করে, তারা কীভাবে জীবন যাপন করবে? তারা কী যে যার মত চলবে বা স্ব স্ব এলাকার ইমাম, দাঈদের বক্তব্য শ্রবণ ও সাধ্যমত অনুসরণ করাই তাদের জন্য যথেষ্ট হবে, নাকি ইসলামী সমাজ কায়েমের জন্য তাদের ঐক্যবদ্ধভাবে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত হবে! আর বর্তমান যুগে ঐক্যবদ্ধ হ'তে চাইলে জামা'আত বা সংগঠন ভিন্ন আর কোন বাস্তবসম্মত উপায় আছে কি?

মুসলিম উম্মাহ যখন সর্বদিক থেকে সমস্যার অতলে নিমজ্জিত, তখন কেবল দলাদলি ও পারস্পরিক হিংসা-বিদ্বেষকে বড় করে দেখে হতাশাগ্রস্ত হয়ে নিজেকে সবকিছু থেকে গুটিয়ে ফেলাই কি আমাদের কর্তব্য হবে, না সাধ্যমত সমাজকে ঐক্যবদ্ধ ও লক্ষ্যপূর্ণ পথে এগিয়ে নেয়ার জন্য প্রচেষ্টা চালাতে হবে? অপরের সমালোচনা আর কাল্পনিক ঐক্যের চিন্তা নিয়ে উদ্দেশ্যহীন বসে থাকাই সমাধানের পথ, নাকি ঐক্যের জন্য বাস্তবভিত্তিক ফলপ্রসূ কোন পদক্ষেপ নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে? এ ব্যাপারগুলো মুসলিম উম্মাহর এই ক্রান্তি লগ্নে ওলামায়ে কেরামকে যেমন দায়িত্বশীলতা ও দূরদর্শিতার সাথে ভাবতে হবে, তেমনি সচেতন দ্বীনদার মানুষকেও ভাবতে হবে।

সর্বোপরি বলব, আমাদের অবস্থা হয়েছে এমন যে, আমরা বর্তমানে সামান্য কোন প্রতিষ্ঠান চালাতেও আবশ্যিকভাবে নেতৃত্ব খুঁজি কিন্তু ইসলামী জীবন যাপনের জন্য, ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য, দাওয়াতী ময়দানকে অগ্রসর করার জন্য, ঐক্যবদ্ধভাবে বাতিলের মুকাবিলার জন্য কোন নেতৃত্বের প্রয়োজন অনুভব করি না। কেউ যদি জামা'আতবদ্ধ হয়ে কাজ করে, তবে তাদের প্রচেষ্টাকে শ্রেফ 'দলাদলি' আর 'সংকীর্ণতা' শব্দের মধ্যে বন্দী করে ফেলতে ভালবাসি। শুধু যার যার মত ব্যক্তিগতভাবে মসজিদে দাওয়াত দেয়া কিংবা মাদ্রাসায় দারস দেয়াই যদি ইসলামী সমাজ কায়েমের মাধ্যম হ'ত, তবে কোন নবীকেই সমাজ পরিবর্তনে এত বেগ পেতে হত না। কোন সমাজ সংস্কারকে এত বিপদ আর ঝুঁকির সম্মুখীন হ'তে হ'ত না।

এজন্য আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ মনে করে, বর্তমান পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে ইসলামী খেলাফতের অবর্তমানে জামা'আতবদ্ধ সাংগঠনিক জীবনের কোন বিকল্প নেই। আর জামা'আতবদ্ধ জীবন মানে তা কোন ক্লাবের মত আনুগত্যহীন জমায়েতকেন্দ্র নয়, বরং তা মহান আল্লাহর নামে বায়'আতের সাথে সম্পৃক্ত, যাতে থাকবে সমাজ সংস্কারের দৃঢ় অঙ্গীকার, থাকবে নেতৃত্বের আদেশ মেনে চলার মত সুশৃংখল দাঈ ইল্লাল্লাহ। যাদের ধারাবাহিক প্রচেষ্টায় সমাজে ইসলামের বিজয় আসবে ইনশাআল্লাহ। অনুরূপভাবে আমরা মুসলিম উম্মাহর পারস্পরিক বিরোধের মূল জায়গাগুলো সম্পর্কেও অনবহিত নই। আমরা চাই না এই বিরোধকে বাড়িয়ে সংকটকে আরো গভীর করতে। বরং পারস্পরিক দূরত্ব ও ব্যবধানগুলো কিভাবে কমিয়ে আনা যায়, সে পথ আমরা দরদভরা অন্তর নিয়ে খুঁজে বের করতে চাই। পরস্পর পরস্পরকে নেকীর কাজে সহযোগিতা করতে চাই। সালাফে সালাহীনের মানহাজের আলোকে সমাজ সংস্কারের সংগ্রামে ঐক্যবদ্ধভাবে সামনে অগ্রসর হতে চাই। আল্লাহ আমাদের সবাইকে তাওফীক দান করুন। আমীন!

## বিশুদ্ধ দ্বীনের প্রসারে আলেম সমাজের ভূমিকা

-মুহাম্মাদ আবুল কালাম<sup>১\*</sup>

**ভূমিকা :** **إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ** ‘নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট মনোনীত একমাত্র দ্বীন হ’ল ইসলাম’ (আল ইমরান ৩/১৯)। ইংরেজীতে বলা হয়, ওৎঘস রং ঙ্ঘব পড়সঢ়ঘবংব পড়ফব ডভ ঘরভব ‘ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা’। ধর্মীয়, পারিবারিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক সকল ক্ষেত্রে ইসলামের হুকুম-আহকাম রয়েছে। এই হুকুম-আহকামের প্রচার প্রসারে যারা অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন, তারা আলেম সমাজ। নিম্নের বিশুদ্ধ দ্বীনের প্রচার-প্রসারে আলেম সমাজের ভূমিকা সংক্ষেপে আলোচনার প্রয়াস পাব ইনশাআল্লাহ।

**(১) শিরক মুক্ত তাওহীদ প্রতিষ্ঠা :** মানুষ তাওহীদী চেতনাকে ভুলুপ্তিত করে শিরকী কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হয়। শিরকের ভয়াবহতা সম্পর্কে উদাসীন হওয়ার ফলে প্রতিনিয়ত শিরকের হিংস ছোবলে মানুষ আখেরাত হারায়। সূতরাং প্রতিটি মানুষ যদি আলেম সমাজের দ্বারা শিরক চিনতে পারে তাহ’লে কখনই সে শিরক করবে না। অতএব আলেম সমাজের উচিত তাদেরকে শিরকের পরিণতি সম্পর্কে জানানো। যাতে এর ভয়াবহ পাপ থেকে মানুষ বেঁচে থাকতে পারে। যেমন আল্লাহ বলেন, **إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ** ‘নিশ্চয়ই শিরক সবচেয়ে বড় পাপ’ (লোকমান ৩১/১৩)। অন্যত্র আল্লাহ বলেন, **وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا** ‘আর যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক সাব্যস্ত করল, সে ব্যক্তি মহাপাপের অপবাদ দিল’ (নিসা ৪/৪৮)। শিরক এমন একটি জঘন্য অপরাধ যা বিশেষভাবে তওবা ছাড়া আল্লাহ ক্ষমা করবেন না। আল্লাহ বলেন, **إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ**—‘নিশ্চয় আল্লাহ তাকে ক্ষমা করেন না, যে তাঁর সাথে কাউকে শরীক করে। এটা ব্যতীত যাকে ইচ্ছা তিনি ক্ষমা করে থাকেন’ (নিসা ৪/১১৬)। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, **مَنْ مَاتَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ** ‘যে আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করে মৃত্যুবরণ করেছে সে অবশ্যই জাহান্নামে প্রবেশ করবে’।<sup>৬৫</sup>

**(২) বিদ’আত মুক্ত সুন্নাত প্রতিষ্ঠা :** বিদ’আত একটি ভয়বাহ পাপ। যদিও তা নেকীর উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। ফলে মানুষ সহজে ছাড়তে চায় না। বিদ’আত সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, **مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا، فَهُوَ رَدٌّ** ‘যে ব্যক্তি এমন আমল করল যাতে আমাদের কোন নির্দেশ নেই তা প্রত্যাখ্যাত’।<sup>৬৬</sup> বর্তমানে

\* কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ শাহ আহলেহাদীছ যুবসংঘ, ২০২০-২০২২ সেশন।

৬৫. মুসলিম হা/৯২; মিশকাত হা/৩৮।

৬৬. মুসলিম হা/১৭১৮।

বিদ'আতের জঞ্জালে সমাজ হাবু-ডুবু খাচ্ছে। সাধারণ মানুষ দীর্ঘদিন ধরে সমাজে প্রচলিত বিদ'আতকে সুন্নাহ ভেবে নিয়েছে এবং সেটাকেই প্রকৃত সুন্নাহর বিপরীত হিসাবে পেশ করেছে। যদিও একশ্রেণীর ধর্মীয় নেতারা তাদের উসকে দিচ্ছে কখনো মাযহাবী তাক্বলীদের কারণে, কখনো পিতৃপুরুষ তথা পূর্বসূরীদের দোহাই দিয়ে। সুতরাং এই বিষয়ে আলেম সমাজকে সোচ্চার হ'তে হবে। শিরক-বিদ'আত ও কুসংস্কারমুক্ত সমাজকে তাদেরকেই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে। তবেই বিদ'আত মুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হবে ইনশাআল্লাহ।

(৩) মাদকমুক্ত সমাজ গঠন : মাদকের করালাঘাতে প্রতিদিন মানুষ নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে। এমনকি মাদকের কারণে প্রতিদিন অসংখ্য মানুষ মারা যাচ্ছে। অথচ রাসূল (ছাঃ) সেটা হারাম ঘোষণা করেছেন। তিনি বলেন, **كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ** 'সব নেশাদার দ্রব্য মদ। আর সব ধরনের মদ হারাম'।<sup>৬৭</sup> সুতরাং আলেম সমাজ যদি যথার্থভাবে নেশাদার দ্রব্য হারাম এই বিষয়টি নেশাদার ব্যক্তিদের নিকট উপস্থাপন করতে পারেন। তবে এখনও রাসূল (ছাঃ)-এর যামানার ছাহাবীদের মত আজও তারা নেশাদার দ্রব্য বর্জন করবে।- ইনশাআল্লাহ!

(৪) ইভটিজিং ও নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধ : ইভটিজিং বা নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে আলেম সমাজ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারেন। কেননা ইসলামে নারীর যে মর্যাদা রয়েছে, তা যদি আলেম সমাজ জাতির নিকট তুলে ধরেন এবং ইভটিজিং তথা অবৈধ যৌনাচারের ভয়াবহ শাস্তির বিবরণ কুরআন-সুন্নাহ অনুযায়ী জনগণের নিকট বর্ণনা করেন, তাহ'লে ইভটিজিং ব্যভিচার ইত্যাদি অপকর্ম দূরীভূত হবে ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ বলেন, **وَلَا تَقْرَبُوا الزَّانِيَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا** 'তোমরা ব্যভিচারের নিকটবর্তী হয়ো না। নিশ্চয়ই এটা অশ্লীল কাজ ও নিকৃষ্ট পথ' (বনু ইস্রাঈল ১৭/৩২)।

যেনার শাস্তি অত্যন্ত কঠিন। অবিবাহিত নারী পুরুষ যেনা করলে একশত বেত্রাঘাত করতে হবে। আল্লাহ বলেন, **الرَّائِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ** 'ব্যভিচারী নারী ও পুরুষের প্রত্যেককে তোমরা একশ' বেত্রাঘাত কর। আল্লাহর এই বিধান বাস্তবায়নে তাদের প্রতি যেন তোমাদের হৃদয়ে কোনরূপ দয়ার উদ্রেক না হয়' (নূর ২৪/২)।

আর বিবাহিত নারী পুরুষ যেনা করলে রজম করতে হবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, **خُذُوا عَنِّي خُذُوا عَنِّي فَدَّ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا، الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ، الْفَرْجُ بِالْفَرْجِ جَلْدُ مِائَةٍ** 'আমার থেকে (আল্লাহর বিধান) গ্রহণ কর। আমার থেকে গ্রহণ কর। আল্লাহ তাদের জন্য নির্ধারণ করেছেন, অবিবাহিত যুবক যুবতী যেনা করলে একশত বেত্রাঘাত করা হবে এবং এক বছরের জন্য দেশান্ত

রিত করা হবে। আর বিবাহিত নারী পুরুষ যেনা করলে বেত্রাঘাত করা হবে এবং রজম (পাথর নিক্ষেপে হত্যা) করা হবে’।<sup>৬৮</sup>

(৫) **পর্দার প্রসার ঘটানো** : ইসলাম পূর্ব যুগে নারীরা নগ্ন-অর্ধনগ্ন হয়ে নির্লজ্জ বেহায়ার মতো রাস্তা-ঘাটে চলাচল করত। ইসলাম পর্দাহীনতা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করেছে। আল্লাহ বলেন, *وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ*, ‘আর তোমরা নিজ নিজ গৃহে অবস্থান কর। পূর্বতন জাহেলী যুগের নারীদের ন্যায় সৌন্দর্য প্রদর্শন করে বেড়িয়ে না’ (আহযাব ৩৩/৩৩)। অন্যত্র আল্লাহ বলেন, *وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ*, ‘আর যা সাধারণত প্রকাশ পায় তা ছাড়া তাদের সৌন্দর্য তারা প্রকাশ করবে না। তাদের ঘাড় ও বুক যেন মাথার ওড়না দিয়ে ঢেকে দেয়’ (নূর ২৪/৩১)।

পর্দা নারীর রক্ষাকবচ। পর্দাহীনতার কারণে ঘটে পরকীয়া, ইভটিজিং, ব্যভিচারসহ নানা অঘটন। পরিবারে, সমাজে সৃষ্টি হয় অশান্তি। সুতরাং আলেম সমাজ যদি পর্দার উপকারিতা ও ক্ষতিকর দিকসমূহ কুরআন-সুন্নাহর আলোকে প্রচার-প্রসার ঘটানোর প্রয়াস চালান, তাহ’লে পর্দাহীনতা দূরীভূত হবে। সাথে সাথে পরিবার ও সমাজ শান্তি ময় হয়ে উঠবে। ইনশাআল্লাহ!

(৬) **মুসলিম ভ্রাতৃত্ব সূদৃঢ়করণ** : মানুষকে সম্প্রীতির সূদৃঢ় বন্ধনে আবদ্ধ করে শান্তি পূর্ণ সমাজ বিনির্মাণের লক্ষ্যে আলেম সমাজ বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখতে পারেন। আল্লাহ বলেন, *إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلَحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ* - ‘মুমিনরা পরস্পর ভাই ভাই, কাজেই তোমাদের ভাইদের মধ্যে শান্তি-সমঝোতা স্থাপন কর, আর আল্লাহকে ভয় কর, যাতে তোমরা দয়া প্রাপ্ত হও’ (হুজুরাত ৪৯/১০)। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, *الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبَيْنَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا تَمَّ شَبْكُ بَيْنِ* এক মুমিন অপর মুমিনের জন্য প্রাচীর বা ইমারতের মতো, যার একাংশ অপরাংশকে সূদৃঢ় করে। এটা বলে রাসূল (সাঃ) এক হাতের আঙ্গুলি অপর হাতের আঙ্গুলির মধ্যে প্রবেশ করালেন।<sup>৬৯</sup>

(৭) **মানবাধিকার রক্ষা করা** : মানুষ সামাজিক জীব। পারস্পরিক সহাবস্থানের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করেন। তাই সমাজে একে অপরের হক আদায় করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। হক বিনষ্ট করণ জাহান্নামে যাওয়ার কারণ হ’তে পারে। আলেম সমাজ মানুষে মানুষে পারস্পরিক অধিকার বিনষ্টের ক্ষতিকর দিকগুলো জাতির সামনে তুলে ধরে মানবাধিকার সংরক্ষণে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করতে পারেন। আল্লাহ বলেন, ‘আর সদ্ব্যবহার কর মাতা-পিতার সাথে, নিকট আত্মীয়ের সাথে, ইয়াতীম, মিসকীন, নিকট আত্মীয়- প্রতিবেশী, অনাত্মীয়- প্রতিবেশী, পার্শ্ববর্তী সাথী, মুসাফির এবং

৬৮. আবু দাউদ হা/৪৪১৫; ইবনু মাজাহ হা/২৫৫০; মিশকাত হা/৩৫৬৮।

১২. বুখারী হা/২৪৪৬; মিশকাত হা/৪৯৫৫।

তোমাদের মালিকানাভুক্ত দাস-দাসীদের সাথে। নিশ্চয় আল্লাহ পছন্দ করেন না তাদেরকে যারা দাস্তিক, অহংকারী’ (নিসা ০৪/৩৬)। মানুষকে কষ্ট দেয়া জাহান্নামে যাওয়ার কারণ। জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করেন, হে আল্লাহর রাসূল! অমুক মহিলা সম্পর্কে জনশ্রুতি আছে যে, সে বেশী বেশী ছালাত আদায় করে, ছিয়াম পালন করে এবং দান-ছাদাকায় খুব প্রসিদ্ধি লাভ করেছে; কিন্তু নিজের মুখ দ্বারা প্রতিবেশীকে কষ্ট দেয়। রাসূল (ছাঃ) বললেন, সে জাহান্নামে যাবে। লোকটি জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহর রাসূল! অমুক মহিলা, যার সম্পর্কে জনশ্রুতি আছে যে, সে কম ছিয়াম পালন করে, কম দান-ছাদাকা করে এবং কম ছালাত আদায় করে। সে শুধু কয়েক টুকরো পনির আল্লাহর রাস্তায় দান করে; কিন্তু নিজের কথার দ্বারা প্রতিবেশীকে কষ্ট দেয় না। রাসূল (ছাঃ) বললেন, সে জান্নাতে যাবে’।<sup>১০</sup>

(৮) হিংসা-বিদ্বেষ দূরীকরণ : শান্তি সম্প্রতি বন্ধন বিনষ্টের অন্যতম কারণ হিংসা-বিদ্বেষ। হিংসার বশবর্তী হয়ে মানুষ অন্যের ক্ষতি করার জন্য উদগ্রীব হয়ে পড়ে। ফলে পারিবারিক, সামাজিক বন্ধন বিনষ্ট হয়। আলেম সমাজ ইসলামের সুমহান আদর্শ তুলে ধরার মাধ্যমে হিংসা-বিদ্বেষ দূরীকরণে ভূমিকা রাখতে পারেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, **لَا تَبَاغُضُوا، وَلَا تَحْسَدُوا، وَلَا تَدَابَرُوا، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ** তোমরা পরস্পর বিদ্বেষ ভাবাপন্ন হয়ে না, হিংসা করো না এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন থেকে না। আর তোমরা সবাই আল্লাহর বান্দা ও পরস্পর ভাই-ভাই হয়ে যাও। কোন মুসলিমের জন্য বৈধ নয় যে, সে তার ভাই থেকে তিন দিনের অধিক সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে থাকবে।<sup>১১</sup> হিংসা-বিদ্বেষ ক্ষমা প্রাপ্তির অন্তরায়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, **تُفْتَحُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْاِثْنَيْنِ** সোমবার ও বৃহস্পতিবার জান্নাতের দরজা খোলা হয় এবং প্রত্যেক বান্দাকে ক্ষমা করা হয় এ শর্তে যে, সে আল্লাহ তা‘আলার সাথে কোন কিছুকে অংশীদার করবে না। আর সে ব্যক্তি এ ক্ষমা থেকে বঞ্চিত থেকে যায়, যে কোন মুসলিমের সাথে হিংসা ও শত্রুতা পোষণ করে। ফেরেশতাদেরকে বলা হয় যে, এদের অবকাশ দাও, যেন তারা পরস্পর মীমাংসা করে নিতে পারে’।<sup>১২</sup>

(৯) সম্ভ্রাস ও জঙ্গীবাদ প্রতিরোধ : জিহাদ ইসলামের অন্যতম একটি ফরয বিধান যা অস্বীকার করারও কোন সুযোগ নেই। কিন্তু জিহাদের নামে হানাহানি, রক্তপাত ইসলামে নিষিদ্ধ। একজন মানুষের জীবন, সম্পদ, সম্মান অন্য মানুষের জন্য হারাম। আল্লাহ বলেন, **مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا**

১৭. আহমাদ, বায়হাক্বী, মিশকাত হা/৪৯৯২।

১৯. বুখারী হা/৬০৬৫, ৬০৭৬; মিশকাত হা/৫০২৮।

২০. মুসলিম, মিশকাত হা/৫০২৯।

— وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا — ‘যে কেউ জীবনের বদলে জীবন অথবা জনপদে অনর্থ সৃষ্টি করা ব্যতীত কাউকে হত্যা করে, সে যেন সকল মানুষকে হত্যা করে। আর যে ব্যক্তি কারা জীবন রক্ষা করে, সে যেন সকল মানুষের জীবন রক্ষা করে’ (মায়দাহ ৫/৩২)। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ ‘যে ব্যক্তি কোন মু’মিনকে ইচ্ছাপূর্বক হত্যা করে, তার শাস্তি জাহান্নাম। যাতে স্থায়ীভাবে থাকবে, তার উপর আল্লাহর ক্রোধ ও অভিসম্পাত। আল্লাহ তার জন্য মহাশাস্তি নির্দিষ্ট করে রেখেছেন’ (নিসা ৪/৯৩)। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَتْلُ مُؤْمِنٍ أَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ ‘যাঁর হাতে আমার জীবন তাঁর কসম করে বলছি, একজন মুমিনকে হত্যা করা অবশ্যই আল্লাহর নিকটে দুনিয়া লয় হয়ে যাওয়ার চাইতে অধিক ভয়ংকর’।<sup>১৩</sup> সুতরাং যারা জিহাদের অপব্যাক্যার ফাঁদে পা দিয়ে জিহাদের নামে বোম হামলা করে, মানুষ হত্যা করে এগুলি মূলত জিহাদ নয়, জিহাদের নামে সন্ত্রাস ও জঙ্গীবাদ।

সুতরাং জিহাদের নামে ভুল ব্যাক্য্য দিয়ে যারা চরমপন্থা অবলম্বন করে, তাদের বিরুদ্ধে আলেমদেরকে সোচ্চার ভূমিকা রাখতে হবে।

(১০) দারিদ্র বিমোচনে সুদবিহীন ইসলামী অর্থনীতির প্রসার : ইসলামী অর্থনীতিতে সুদ হারাম। আল্লাহ বলেন, وَأَحْلَ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا — ‘আল্লাহ ব্যবসাকে হালাল করেছেন এবং সুদকে হারাম করেছেন’ (বাক্বারাহ ২/২৭৫)। আর সুদের সর্বনিম্ন পাপের তুলনা রাসূল স্বীয় মায়ের সাথে যিনার সমতুল্য বলেছেন। তিনি বলেন, الرَّبَا سَبْعُونَ ‘সুদের গুনাহর সত্তরটি স্তর রয়েছে। তার মধ্যে সবচেয়ে ক্ষুদ্র স্তর হ’ল আপন মাকে বিবাহ (যেনা) করা’।<sup>১৪</sup> এছাড়াও রাসূল (ছাঃ) যে সাতটি ধংসাত্মক বিষয় হ’তে দূরে থাকতে বলেছেন তার অন্যতম হ’ল সুদ খাওয়া।<sup>১৫</sup>

**উপসংহার :** আলেম সমাজ জাতির জন্য মূল পথপ্রদর্শক। তাদের চেষ্টাই সমাজ সংস্কারে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। সুতরাং আপোষহীন চেতনা নিয়ে বিশুদ্ধ দ্বীনের প্রচার-প্রসারে আলেম সমাজ সংঘবদ্ধভাবে আত্মনিয়োগ করতে পারলে খুব দ্রুতই সমাজ থেকে অন্যায়-অনাচার, পাপাচার, দুর্নীতি, মাদকতা, সন্ত্রাস-জঙ্গীবাদ দূরীভূত হবে। সমাজে শান্তির পরিবেশ ফিরে আসবে ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ দ্বীনদার সমাজ গঠনে আমাদের আলেম সমাজকে যথাযথ ভূমিকা রাখার তাওফীক দান করুন। আমীন!

২১. নাসাঈ হা/৩৯৮৬; ছহীছুল জামে’ হা/৪৩৬১।

২৪. ইবনু মাজাহ হা/২২৭৪; আলবানী (রহঃ) হাদীছটিকে ছহীহ বলেছেন।

২৬. বুখারী হা/২৭৬৬; আবুদাউদ হা/২৮৭৪; মিশকাত হা/৫২।



## আদর্শ কর্মীর দায়িত্ব ও কর্তব্য

-ড. মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম\*

**ভূমিকা :** আদর্শ ও যোগ্য কর্মীবাহিনী কোন সংগঠনের অন্যতম ভিত্তি। কর্মীবাহিনী যদি তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য যথাযথভাবে পালন করেন তাহলে সংগঠন যেমন তরতর গতিতে এগিয়ে যাবে, তেমনি এর মাধ্যমে একটি তাক্বওয়াশীল সমাজ প্রতিষ্ঠা সম্ভব হবে। কিন্তু তারা যদি অলস, দায়িত্বজ্ঞানহীন ও অদক্ষ হয় তবে সংগঠন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হতে বাধ্য। যেমন একজন যোগ্য ও দক্ষ ড্রাইভারের সাথে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কিছু হেলপার না থাকলে ড্রাইভার নিরাপদে যথাযথভাবে একটি গাড়ী গন্তব্যস্থানে নিয়ে যেতে পারেন না। তেমনিভাবে একদল নিবেদিতপ্রাণ আদর্শ কর্মীবাহিনী ব্যতীত কোন নেতার পক্ষে সংগঠনকে চূড়ান্ত লক্ষ্যে পৌঁছানো সম্ভব নয়। ‘বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ’ হকের অতন্দ্র প্রহরী নির্ভেজাল তাওহীদের ঝাঙকাবাহী এদেশের এক যুবসংগঠন। এটি পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ ভিত্তিক ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজ গঠনের এক পবিত্র প্ল্যাটফর্ম। এই কাফেলা সর্বশ্রেষ্ঠ নবী ও রাসূল মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর যুগ হতে চলে আসা অভ্রান্ত সত্যের প্রতীক। এই সংগঠন চায় মানুষের সার্বিক জীবনে তাওহীদে ইবাদত বা উলূহিয়াত বাস্তবায়ন করতে। তাই এ সংগঠন পরিচালনায় দরকার একদল আদর্শ ও দায়িত্ব সচেতন কর্মী। মূলত দুনিয়ার প্রতিটি জ্ঞান সম্পন্ন জিন ও ইনসানই দায়িত্বশীল। যদি তারা তাদের দায়িত্ব যথাযথ পালন করে তাহলে তাদের জন্য রয়েছে ইহকালে সফলতা ও পরকালে মুক্তি। অন্যথায় তাদেরকে পরকালে হাশরের মাঠে কঠিন বিচারের সম্মুখীন হতে হবে। আব্দুল্লাহ বিন ওমর (রাঃ) হতে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, - **لَا كُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ** ‘সাবধান! তোমরা প্রত্যেকে দায়িত্বশীল এবং প্রত্যেকেই নিজ নিজ দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে’।<sup>১</sup> নিম্নে আদর্শ কর্মীর কিছু দায়িত্ব ও কর্তব্য তুলে ধরা হ’ল।

**১. নির্ভেজাল তাওহীদের দাওয়াত পৌঁছে দেওয়া :** একজন আদর্শ কর্মী একজন আদর্শ দাঈ ইল্লাল্লাহ। তার প্রধান দায়িত্ব সর্বস্তরের মানুষের নিকট আল্লাহ প্রদত্ত নির্ভেজাল তাওহীদের দাওয়াত পৌঁছে দেওয়া। যাবতীয় শিরক, বিদ’আত ও তাক্বলীদী ফিকাঁবন্দীর বেড়া জাল থেকে মুক্ত হয়ে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ ও খোলা মনে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ অনুযায়ী নিজেদের জীবন, পরিবার ও সমাজ গঠনে তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করা। খালেছ নিয়তে তাদের নিকট তাওহীদের দাওয়াত পৌঁছে দিয়ে তাদের মধ্যে ইসলামের প্রকৃত জ্ঞান অর্জন এবং জীবনের সকল দিক ও বিভাগে

\* সাবেক কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক, বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ ২০১১-২০১৩ সেশন।

১. বুখারী হা/৭১৩৮; মিশকাত হা/৩৬৮৫।

পূর্ণাঙ্গ ইসলামী বিধান অনুশীলনের দায়িত্বানুভূতি সৃষ্টি করা। কেননা নবী-রাসূলগণ মূলত আল্লাহর পথের দাঈ হিসাবেই দুনিয়ায় আগমন করেছিলেন। আল্লাহ বলেন, يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا - وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا - 'হে নবী! নিশ্চয়ই আমরা তোমাকে প্রেরণ করেছি, সাক্ষ্যদাতা, সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে। এবং আল্লাহর আদেশক্রমে তাঁর দিকে আহ্বানকারীরূপে ও উজ্জ্বল প্রদীপরূপে' (আহযাব ৩৩/৪৪-৪৫)।

আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً، وَحَدِّثُوا عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا حَرَجَ، وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَّبِعُوا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ - 'একটি আয়াত জানা থাকলেও তোমরা তা আমার পক্ষ থেকে লোকদের নিকট পৌঁছে দাও। আর বনী ইসরাঈলের কাহিনী বর্ণনা কর তাতে কোন দোষ নেই। তবে যে ব্যক্তি আমার উপর ইচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যারোপ করল, সে যেন তার ঠিকানা জাহান্নামে নির্ধারিত করে নিল'।<sup>১</sup> দাওয়াত পৌঁছানো কিছু মাধ্যম নিম্নরূপ—

**ক. ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার ও সম্প্রীতির মাধ্যমে দাওয়াত পৌঁছে দেওয়া :** একজন আদর্শ কর্মী ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার ও সম্প্রীতির মাধ্যমে অন্যদের নিকট সংগঠনের দাওয়াত পৌঁছে দিবেন। দাওয়াতী কাজে এটিই হ'ল সর্বোত্তম পন্থা। পরিচিত বন্ধুদের মাঝে সময় ও সুযোগ মত বিশুদ্ধ দ্বীনের দাওয়াত পৌঁছে দিতে হবে। এক্ষেত্রে নিজের মহল্লা, কর্মস্থল, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ছাত্রাবাস প্রভৃতিকে বেছে নিবেন। ছহীহ দলীল ভিত্তিক বক্তব্য, সুন্দর আচরণ, হাসি মুখে কথা বলা, বিনয়ী চাল-চলন, নিরহংকার স্বভাব এবং সেবা ও সহমর্মিতা দিয়ে অন্যের হৃদয় জয় করা সম্ভব। এটি তার সৎকাজের পাল্লাকে ভারী করবে।

**খ. প্রতিদিন মসজিদে একটি হাদীছ শুনানো :** পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ ভিত্তিক আন্দোলনের অগ্রগতিতে প্রতিদিন বাদ এশা মহল্লার মসজিদে অনুবাদসহ একটি হাদীছ শুনানো অতীব যরুরী পদক্ষেপ। নিয়মিত এ আমলের ফলে মানুষের নিকট একটু একটু করে দ্বীনের সঠিক বিধান পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হয়। আবার নিয়মিত এ অভ্যাস করলে আল্লাহর নিকট প্রিয় আমলে পরিণত হয়। তাই দ্বীন পিয়াসী কর্মীগণ এ সুযোগ গ্রহণ করেন। 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ'-এর কর্মীদের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব এটি।

**গ. প্রতিদিন মসজিদে ছালাতের পর দারস প্রদান :** প্রতিদিন বাদ ফজর বা আছর/এশার ছালাতের পর দারসে কুরআন, দারসে হাদীছ, 'তায়ফসীরুল কুরআন', 'নবীদের কাহিনী-১, ২, ৩' অথবা 'ছালাতুর রাসূল (ছাঃ)' এবং প্রয়োজনমার্ফিক 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন' প্রকাশিত কোন বই থেকে মুছল্লীদের সম্মুখে ১০ মিনিট নিয়মিত পাঠ করা বা সমসাময়িক প্রয়োজনীয় বিষয়সমূহের উপর দারস প্রদান করা। এটি

জ্ঞানচর্চা ছড়িয়ে দেয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। বিশুদ্ধ ইলুম কেবল বইয়ের মলাটের মধ্যে আবদ্ধ না রেখে মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়াতেই নেকী রয়েছে এবং এ কাজের মধ্যেই সমাজ পরিবর্তনের বীজ নিহিত রয়েছে। কুরআনের বাণী ও তার বিশুদ্ধ ব্যাখ্যা এবং তা থেকে শিক্ষণীয় বিষয়সমূহ জনমনে গভীরভাবে রেখাপাত করে। ছালাতের পর প্রশান্ত চিন্তে আল্লাহ ও তাঁর নিষ্পাপ রাসুলের বিশুদ্ধ বাণীসমূহ আল্লাহভীরু বান্দাকে আল্লাহর দিকে আকৃষ্ট করবে। জান্নাত থেকে পতিত আদম সন্তান জান্নাতে ফিরে যাওয়ার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠবে। সংগঠনের কর্মীরা এই সময়টাকে কাজে লাগিয়ে দ্বীনে হকের দাওয়াত ছড়িয়ে দিবেন।

**ঘ. সাপ্তাহিক তা'লীমী বৈঠকে অংশগ্রহণ করা :** মানুষের আকীদা ও আমল সংশোধন এবং অহি-র বিধানের আলোকে ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজ গঠনের ক্ষেত্রে 'সাপ্তাহিক তা'লীমী বৈঠক' অত্যন্ত কার্যকর পদক্ষেপ। প্রত্যেক কর্মীর দায়িত্ব এই বৈঠকে নিয়মিত যোগদান করা এবং প্রত্যেকে কমপক্ষে একজনকে এই বৈঠকে নিয়ে আসা। আল্লাহর সম্ভৃতি লাভ ও দ্বীনী জ্ঞান অর্জনের উদ্দেশ্যে কোন কর্মী তা'লীমী বৈঠকে অংশগ্রহণ করলে আল্লাহ তার জন্য জান্নাতের পথ সহজ করে দিবেন ইনশাআল্লাহ।

তা'লীমী বৈঠকের অনুষ্ঠানসূচী হবে ছহীহ-শুদ্ধভাবে কুরআন তেলাওয়াত শিক্ষা, 'আরবী ক্বায়েদা' অবলম্বনে মাখরাজসহ বিশুদ্ধ তেলাওয়াত মাস্কুদ, 'ছালাতুর রাসুল (ছাঃ)' বই থেকে ধারাবাহিক পাঠ ও অর্থসহ দো'আসমূহ শিক্ষা, 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ' প্রকাশিত কোন একটি বই থেকে পূর্ব নির্ধারিত অংশ অথবা সংগঠনের 'পরিচিতি', আত-তাহরীক, তাওহীদের ডাক ও সোনাগণি প্রতিভা-এর সম্পাদকীয় অথবা 'প্রচারপত্র' থেকে সামষ্টিক পাঠ ও পর্যালোচনা, প্রশ্নোত্তর, বৈঠকী দান ও সম্ভব হ'লে ছালাতের বাস্তব প্রশিক্ষণ। পর্দার ব্যবস্থা থাকলে 'মহিলা সংস্থা'র কর্মীরাও এতে যোগদান করতে পারবেন। অতঃপর মজলিস ভঙ্গের দো'আ পাঠের মাধ্যমে বৈঠক শেষ হবে।

**২. সাপ্তাহিক পারিবারিক তা'লীম করা :** প্রত্যেক কর্মী তথা পিতা, স্বামী বা পরিবার প্রধানের সবচেয়ে বড় দায়িত্ব হ'ল পরিবারকে বিশুদ্ধ ইসলামী পরিবারে পরিণত করা। এজন্য করণীয় হ'ল পরিবারের সদস্যদেরকে সপ্তাহে একদিন একত্রে বসিয়ে বিশুদ্ধ দ্বীনের তা'লীম দেওয়া। তাদেরকে 'ছালাতের বাস্তব প্রশিক্ষণ' দেওয়া। 'বৈঠকী দান' জমা করে 'পারিবারিক লাইব্রেরী'র জন্য বই ও অন্যান্য প্রচার সামগ্রী ক্রয় করা।

**৩. তাবলীগী সফরে গমন করা :** একমাত্র আল্লাহকে রাযী-খুশী করা ও তাঁর সম্ভৃতি লাভের জন্য তাবলীগে বের হ'তে পারলে নিজের সকল কাজে ইখলাছ তৈরী হয়। যা অন্যের মনেও রেখাপাত করে। এটি দাওয়াতী অঙ্গনে প্রশিক্ষণ গ্রহণের অনন্য সুযোগও বটে। তাই আদর্শ কর্মীর দায়িত্ব তাবলীগী সফরে বের হওয়া। তাবলীগী সফর সাপ্তাহিক, পাক্ষিক, মাসিক কিংবা এক বা একাধিক দিনের জন্য হ'তে পারে। এই সফরে একজন কর্মী সংসারের ঝামেলা মুক্ত হয়ে একনিষ্ঠ মনে অনেক কিছু শেখার সুযোগ পান। এখানে তিনি ইসলামী আদব-কায়দার বাস্তব প্রশিক্ষণ লাভ করেন। সামষ্টিক পাঠের মাধ্যমে জ্ঞান বৃদ্ধি পায়। বক্তৃতার অভ্যাস গড়ে ওঠে। নফল

ইবাদত, অর্থসহ দো‘আ-দরুদ শিক্ষা, তাসবীহ তেলাওয়াত ও বিশেষ করে তাহাজ্জুদের অভ্যাস গড়ে তোলার মাধ্যমে তার মধ্যে আধ্যাত্মিক চেতনার উন্মোচ ঘটে। তাই একজন আদর্শ কর্মীর দায়িত্ব তাবলীগী সফরে গমন করা ও তাবলীগী ইজতেমায় যোগদান করা। কর্মীগণ নিজ খরচে এক বা একাধিক দিনের জন্য পার্শ্ববর্তী এলাকায় বা দূরে তাবলীগে বের হবেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বিভিন্ন সময় বিভিন্ন এলাকায় তাবলীগী কাফেলা প্রেরণ করতেন। এই তাবলীগী সফর নিজের জন্য যেমন বাস্তব অভিজ্ঞতার সঞ্চয় করে, তেমনি এর দ্বারা মনের মধ্যে ত্যাগের অনুভূতি সৃষ্টি হয়, যা ছাহাবায়ে কেরামের অতুলনীয় ত্যাগের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। যেমন-  
ক. ৪র্থ হিজরীর ছফর মাসে প্রতারণার মাধ্যমে ছাহাবীগণের ৭০ জনের তাবলীগী কাফেলার সবাইকে হত্যা করা হয়। কেবল একজন বেঁচে যান। উক্ত দলের প্রতিনিধি হারাম বিন মিলহানকে যখন পিছন থেকে বর্শা বিদ্ধ করা হয়, তখন তিনি নিজ দেহে রক্ত দেখে বলে উঠেছিলেন, **فُرْتُ وَرَبُّ الْكَعْبَةِ** ‘আল্লাহ আকবর! কা‘বার রবের কসম! আমি সফল হয়েছি’।<sup>৩</sup> অতঃপর তিনি শহীদ হয়ে যান। যেটি বি‘রে মাউনা-র ঘটনা হিসাবে প্রসিদ্ধ।

খ. একই মাসে ১০ জনের তাবলীগী কাফেলাকে প্রতারণার মাধ্যমে হত্যা করা হয়। যা রাজী‘-এর ঘটনা হিসাবে প্রসিদ্ধ। এই দলের প্রখ্যাত ছাহাবী খোবায়েকে শূলে বিদ্ধ করে হত্যা করার সময় তাঁর পঠিত কবিতার বিশেষ দু’টি লাইন ছিল নিম্নরূপ :

وَلَسْتُ أَبَالِي حِينَ أُقْتَلُ مُسْلِمًا + عَلَى أَيِّ حَنْبٍ كَانَ فِي اللَّهِ مَصْرَعِي  
وَذَلِكَ فِي ذَاتِ الْإِلَهِ وَإِنْ يَشَأْ + يُيَارِكْ عَلَى أَوْصَالِ شِلْوٍ مُمَزَّعٍ

‘আমি যখন মুসলিম হিসাবে নিহত হই তখন আমি কোন পরোয়া করি না যে, আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য আমাকে কোন পার্শ্বে শোয়ানো হচ্ছে’। ‘আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্যই আমার মৃত্যু হচ্ছে। তিনি চাইলে আমার দেহের খণ্ডিত টুকরাসমূহে বরকত দান করবেন’।<sup>৪</sup>

এত বড় মর্মান্তিক ঘটনার পরেও ছাহাবায়ে কেরাম দাওয়াত ও তাবলীগ থেকে পিছু হটেননি বা কারও প্রতি কোনরূপ অভিযোগ করেননি। আদর্শ কর্মীর দায়িত্ব একই ত্যাগের মনোভাব নিয়ে ‘আহলেহাদীছ আন্দোলনের’ দাওয়াতী কার্যক্রম চালিয়ে যাওয়া। একজন একনিষ্ঠ কর্মীকে সব সময় মনে রাখতে হবে যে, আমার সবকিছুই আল্লাহ দেখছেন ও শুনছেন। এমনকি আমার দেহ-চর্ম এবং পায়ের তলার মাটিও একদিন আমার কর্মের সাক্ষ্য দিবে। অতএব আমার সব কাজই আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য হ’তে হবে। যেকোন বিপদাপদ ও কষ্টসমূহ আল্লাহ্র পরীক্ষা হিসাবে হাসিমুখে বরণ করে নিতে হবে। বিশুদ্ধ নিয়ত ও বিশুদ্ধ আমলের কারণে এরূপ সফরে স্বাভাবিক মৃত্যু হ’লেও তাতে তবুক অভিযানে মৃত্যুবরণকারী যুবক যুল-বিজাদায়েন-

৩. বুখারী হা/২৮০১, ৪০৯১, ৪০৯২।

৪. বুখারী হা/৩০৪৫, ৩৯৮৯।

এর মত শহীদী মৃত্যুর আশা করা যায়'।<sup>৫</sup>

গ. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) এক সফরে বের হয়ে কিছুদূর যেতেই খবর পান যে, তার ছোটভাই অথবা মেয়ে মৃত্যুবরণ করেছে। খবর শুনে তিনি ইল্লালিল্লাহ..পাঠ করেন। অতঃপর রাস্তার পাশে গিয়ে উট বসান। দু' রাক'আত ছালাত আদায় করেন ও দীর্ঘক্ষণ বসে দো'আ করেন। তারপর উঠে বাহনের দিকে চলতে থাকেন ও তেলাওয়াত করেন, *وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ*, 'তোমরা ছালাত ও ছবরের মাধ্যমে আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা কর'।<sup>৬</sup> অর্থাৎ তিনি ফিরে যাননি। দ্বীনের দাওয়াতে কী ত্যাগ! 'যুবসংঘ'-এর একজন আদর্শ কর্মী ও আল্লাহর পথের দাঁড়দের জন্য অত্র ঘটনায় নিহিত রয়েছে চমৎকার উপদেশ।

**৪. সংগঠনের প্রকাশনাসমূহ ব্যাপকভাবে প্রচার করা :** দাওয়াতী কাজের জন্য এগুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। নিজস্ব সাহিত্য ও সংস্কৃতি এবং আকীদা ও আমলের প্রচার ও প্রসারের জন্য পত্র-পত্রিকা গুরুত্বপূর্ণ গণমাধ্যম হিসাবে বিবেচিত হয়ে থাকে। সাথে সাথে ইন্টারনেট ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে দাওয়াতী কার্যক্রম পরিচালনা করা যেতে পারে। বর্তমানে মাসিক 'আত-তাহরীক', 'তাওহীদের ডাক' ও 'সোনা মণি প্রতিভা' যথাক্রমে 'আন্দোলন' 'যুবসংঘ' ও 'সোনা মণি' সংগঠনের মুখপত্র হিসাবে কাজ করেছে। এছাড়াও বিভিন্ন উপলক্ষে বিশেষ সংখ্যা, স্মরণিকা, দেওয়াল পত্র, প্রচারপত্র বা সাময়িকীসহ বিভিন্ন প্রকাশনা অব্যাহত রয়েছে। সংগঠনের কেন্দ্রীয় প্রকাশনা সংস্থা 'হাদীছ ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ' ছহীহ হাদীছ ভিত্তিক সাহিত্য নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে। এখান থেকে প্রকাশিত বই ও অন্যান্য প্রকাশনাসমূহ ব্যাপকভাবে প্রচার করা প্রত্যেক কর্মীর দায়িত্ব। এজন্য প্রত্যেক কর্মী সংগঠনের 'বই বিতরণ প্রকল্পে' অংশগ্রহণ করবেন। নিজের এবং মৃত পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনের নামে বন্ধু ও সুধী মহলে এগুলো ছাদাক্বায়ে জারিয়া হিসাবে বিতরণ করবেন।

**৫. দাওয়াতী ময়দানে ছবর অবলম্বন করা :** দাওয়াতী ময়দানে টিকে থাকতে আদর্শ কর্মীর দায়িত্ব ছবর অবলম্বন করা। আল্লাহর পথের একনিষ্ঠ দাঁড়দের এই মহৎ গুণে গুণান্বিত হ'তে হবে। নচেৎ দাওয়াতী ও সাংগঠনিক জীবনে আশানুরূপ ফল পাওয়া যাবে না। বর্তমানে চারিদিকে বাতিলের জয়জয়কার। তাই বলে কি হকপন্থীরা মুখ লুকিয়ে থাকবে? না কখনোই তা হ'তে পারে না। তাদেরকে অবশ্যই ধৈর্যশীল হয়ে দ্বীনে হক-এর দাওয়াতে অটল থাকতে হবে।

বস্তুতঃ হক-এর উপদেশ দিলে বা হক-এর পথে দাওয়াত দিলে বাতিল ক্ষেপে যাবে। তারা হকপন্থীদের কণ্ঠ শুদ্ধ করার চেষ্টা করবে। তাদের উপরে নানাবিধ অত্যাচার চালাবে। এমতাবস্থায় হকপন্থী ব্যক্তিকে হক-এর উপরে দৃঢ় থেকে উপদেশ দান

৫. সীরাতুর রাসুল (ছাঃ), পৃ. ৬০১।

৬. বাক্বারাহ ২/৪৫; কুরতুবী, ইবনু কাছীর, তাফসীর উজ্জ্ব আয়াত; মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব, তাফসীরুল কুরআন ৩০তম পারা (রাজশাহী : হাদীছ ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২য় সংস্করণ, মে ২০১৩ খ্রি.), পৃ. ৪৬৯।

করতে হবে। কোন অবস্থাতেই হক থেকে বিচ্যুত হওয়া যাবে না বা পরিস্থিতির দোহাই দিয়ে বাতিলের সঙ্গে আপোষ করা যাবে না’।<sup>৭</sup>

হক-এর অনুসারী হওয়ার কারণে বাতিলের পূজারী আবু জাহল ও তার দোসরদের অত্যাচারে নিগৃহীত বেলাল, খাব্বাব, খুবায়েব, আছেম, ইয়াসির পরিবার প্রমুখ হকপন্থীরা ছবর ও দৃঢ়তার যে তুলনাহীন নমুনা রেখে গেছেন তা যুগে যুগে আদর্শ কর্মীর চলার পথের পাথেয় হয়ে থাকবে। ইয়াসির পরিবারের উপর নির্যাতনের মর্মান্তিক দৃশ্য দেখে ব্যথিত রাসূল (ছাঃ) সেদিন ছোট্ট একটি বাক্য উচ্চারণ করে বলেছিলেন, —*صَبِرًا يَا آلَ يَاسِرٍ فَإِنَّ مَوْعِدَكُمْ الْجَنَّةَ*— ‘ছবর কর হে ইয়াসির পরিবার! তোমাদের ঠিকানা হ’ল জান্নাত’।<sup>৮</sup> নির্যাতিত ইয়াসির পরিবারের প্রতি রাসূল (ছাঃ)-এর এই সান্ত্বনা বাক্য সেদিন যে আশার সঞ্চার করেছিল তা আজও আদর্শ কর্মীর অফুরন্ত শক্তির উৎস।

৬. জামা‘আতবদ্ধভাবে দাওয়াত দেওয়া : আল্লাহ থেরিত বিধান আপনা-আপনিই বাস্তবায়িত হয় না। প্রয়োজন হয় প্রচার ও প্রতিষ্ঠার দীর্ঘ ধারাবাহিক প্রয়াস। আর এজন্যই প্রয়োজন সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টা। তাই এককভাবে নয় বরং জামা‘আতবদ্ধভাবে আল্লাহর পথে দাওয়াত দেন আদর্শ কর্মী। কেননা এ নির্দেশ আল্লাহর। তিনি বলেন, *قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ*— ‘তুমি বল! এটাই আমার পথ। আমি ও আমার অনুসারীগণ ডাকি আল্লাহর দিকে জাগ্রত জ্ঞান সহকারে। আল্লাহ পবিত্র আর আমি অংশীবাদীদের অন্তর্ভুক্ত নই’ (ইউসুফ ১২/১০৮)।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, *مَنْ أَرَادَ بُحْبُوحَةَ الْجَنَّةِ فَلْيَلْزِمِ الْجَمَاعَةَ*— ‘যে ব্যক্তি জান্নাতের মধ্যস্থলে থাকতে চায়, সে যেন জামা‘আতকে অপরিহার্য করে নেয়’।<sup>৯</sup> অন্যত্র তিনি বলেন, *الْجَمَاعَةُ رَحْمَةٌ وَالْفُرْقَةُ عَذَابٌ* ‘জামা‘আতবদ্ধ জীবন হ’ল রহমত এবং বিচ্ছিন্ন জীবন হ’ল আযাব’।<sup>১০</sup> তিনি আরও বলেন, *يَدُّ اللَّهُ عَلَى الْجَمَاعَةِ* ‘জামা‘আতের উপর আল্লাহর হাত থাকে। আর শয়তান তার সাথে থাকে যে জামা‘আত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়’।<sup>১১</sup>

৭. আমীরের আনুগত্য করা : নেতৃত্ব ও আনুগত্য জামা‘আতবদ্ধ জীবনের অপরিহার্য শর্ত। নেতৃত্ব না থাকলে সমাজ হয় নাবিকবিহীন আর আনুগত্য না থাকলে সংগঠনের সর্বত্র বিশৃংখলা দেখা দেবে। তাই আল্লাহ ঈমানদারগণকে আমীরের আনুগত্য করার

৭. তাফসীরুল কুরআন, ৩০তম পারা, পৃ. ৪৭০।

৮. হাকেম হা/৫৬৪৬।

৯. তিরমিযী হা/২১৬৫।

১০. আহমাদ হা/১৮৪৭২; ছহীহাহ হা/৬৬৭।

১১. নাসাঈ হা/৪০২০; তিরমিযী হা/২১৬৬; মিশকাত হা/১৭৩।

নির্দেশ দিয়েছেন। এজন্য হকপন্থী আমীরের আনুগত্য করা আদর্শ কর্মীর দায়িত্ব। বান্দার ইহকালীন কল্যাণ ও পরকালীন মুক্তি এতেই নিহিত। আল্লাহ বলেন, **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ** **فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ**—‘হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহর আনুগত্য কর এবং রাসূলের আনুগত্য কর ও তোমাদের নেতৃবৃন্দের আনুগত্য কর। অতঃপর যদি কোন বিষয়ে তোমরা বাকবিতণ্ডা কর, তাহ’লে বিষয়টি আল্লাহ ও রাসূলের দিকে ফিরিয়ে দাও। যদি তোমরা আল্লাহ ও আখেরাতের প্রতি বিশ্বাসী হয়ে থাক। এটাই কল্যাণকর ও পরিণতির দিক দিয়ে সর্বোত্তম’ (নিসা ৪/৫৯)।

আমীর যতক্ষণ পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ মোতাবেক তার কার্যক্রম পরিচালনা করবেন, ততক্ষণ তার আনুগত্য করতে হবে। তবে তিনি পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের বাইরে কোন পাপ, অন্যায় বা সীমালংঘনের কাজে নির্দেশ দিলে তার আনুগত্য করা যাবে না।

প্রসঙ্গত এই আয়াতে **وَأُولِيَ الْأَمْرِ** বা দায়িত্বশীল-এর ব্যাখ্যায় ছহীহুল বুখারীর তাফসীর অধ্যায়ে এসেছে, আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) হ’তে বর্ণিত তিনি বলেন, **وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ** আয়াতটি নাযিল হয়েছে আব্দুল্লাহ ইবনু হুযাফাহ ইবনু কায়স ইবনু আদী সম্পর্কে যখন তাকে নবী করীম (ছাঃ) একটি সৈন্য দলের দলনায়ক করে প্রেরণ করেছিলেন’।<sup>১২</sup>

আলোচ্য হাদীছে সৈন্য দলের দলনায়ককে ‘উলুল আমর’ বলা হয়েছে। যদিও কেউ কেউ ‘উলুল আমর’ বা আমীর বলতে শেফ রাষ্ট্র প্রধান বা শাসককে বুঝাতে চেয়েছেন। অথচ অত্র হাদীছ দ্বারা বুঝা যায়, আমীর বলতে শুধু শাসকই নন বরং অন্যান্য পর্যায়ের নেতৃত্বও এর মধ্যে শামিল। তাই এই আমীর সংগঠনের আমীর হ’তে পারেন কিংবা দেশের শাসক হ’তে পারেন। একজন আদর্শ কর্মীর দায়িত্ব ও কর্তব্য হ’ল আমীরের আনুগত্যের মাধ্যমে দাওয়াতী কাজ আঞ্জাম দেয়া। উম্মুল হুছায়েন (রাঃ) হ’তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, **إِنْ أَمَرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ مُجَدِّعٌ أَسْوَدُ، يَقُودُكُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى فَاسْمَعُوا لَهُ وَأَطِيعُوا**—‘যদি তোমাদের উপর একজন নাক-কান কাটা কৃষ্ণকায় গোলামকেও আমীর নিযুক্ত করা হয়, যদি তিনি তোমাদেরকে আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী পরিচালিত করেন, তাহ’লে তোমরা তার কথা শোন ও তার আনুগত্য কর’।<sup>১৩</sup>

১২. বুখারী হা/৪৫৮৪; মুসলিম হা/১৮৩৪।

১৩. মুসলিম হা/১৮৩৮; মিশকাত হা/৩৬৬২।

হযরত উমামাহ (রাঃ) বলেন, বিদায় হজ্জের ভাষণে আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি যে, **اَتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ وَصَلُّوا حِمْسَكُمْ وَصُومُوا شَهْرَكُمْ وَأَدُّوا زَكَاةَ** বলতে শুনেছি যে, ‘তোমরা তোমাদের প্রভু আল্লাহকে ভয় কর (১) আম্বালিকুম্ وَأَطِيعُوا إِذَا أُمِرْتُمْ تَدْخُلُوا حَنَّةَ رَبِّكُمْ-’ আল্লাহকে ভয় কর (২) পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত আদায় কর (৩) রামাযান মাসের ছিয়াম পালন কর (৪) তোমাদের সম্পদের যাকাত প্রদান কর এবং (৫) আমীরের আনুগত্য কর; তোমাদের প্রভুর জান্নাতে প্রবেশ কর’।<sup>১৪</sup>

আলোচ্য হাদীছে আমীরের আনুগত্যকে ছালাত, ছিয়াম, যাকাত ইত্যাদি ফরয ইবাদতের সাথে যুক্ত করে বলা হয়েছে এবং একে জান্নাতে প্রবেশের অন্যতম মাধ্যম হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

**৮. নেতৃত্ব নিয়ে ঝগড়া না করা :** একজন যোগ্য কর্মীর দায়িত্ব উর্ধ্বতন নেতৃত্বের প্রতি সর্বদা আনুগত্যশীল থেকে দ্বীনি সংগঠনের উন্নতির জন্য কাজ করা। হুকুম মানার জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাকা। দুনিয়াবী লোভ লালসার উর্ধ্ব অবস্থান করা। আবু হুরায়রা (রাঃ) হ’তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, **تَعَسَّ عَبْدُ الدِّيَارِ وَعَبْدُ الدَّرْهِمِ** وَعَبْدُ الْخَمِيصَةِ، **إِنْ أُعْطِيَ رَضِيَ، وَإِنْ لَمْ يُعْطَ سَخِطَ، تَعَسَّ وَانْتَكَسَ، وَإِذَا شَيْكَ فَلَا اتَّقَشَ، طُوبَى لِعَبْدٍ أَخَذَ بِعِنَانِ فَرَسِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، أَشَعَّتْ رَأْسُهُ مُعْبِرَةً قَدَمَاهُ،** **إِنْ كَانَ فِي الْحِرَاسَةِ كَانَ فِي الْحِرَاسَةِ، وَإِنْ كَانَ فِي السَّاقَةِ كَانَ فِي السَّاقَةِ،** **إِنْ اسْتَأْذَنَ لَمْ يُؤْذَنَ لَهُ، وَإِنْ شَفَعَ لَمْ يُشَفَّعْ-** ‘ধ্বংস হোক দীনারের গোলাম, দিরহামের গোলাম ও উত্তম পোষাকের গোলাম, যাকে কিছু দিলে খুশি হয়। না দিলে অখুশি হয়। সে ধ্বংস হোক। যদি তার পায়ে কাঁটা বিধে তাহলে তা খুলে দেওয়ার মত কেউ না হোক। আর জান্নাতের সুসংবাদ ঐ বান্দার জন্য যে তার ঘোড়ার লাগাম ধরে আল্লাহর রাস্তায় সদা প্রস্তুত থাকে। তার চুল বিক্ষিপ্ত, পদযুগল ধুলি-ধুসরিত। যদি তাকে পাহারা দিতে বলা হয় সে পাহারা দেয়। যদি তাকে পিছনে থাকতে বলা হয় সে পিছনে থাকে। সে কারও সাক্ষাতের অনুমতি চাইলে তাকে অনুমতি দেওয়া হয় না। সে কারও জন্য সুফারিশ করলে তাও কবুল করা হয় না’।<sup>১৫</sup>

আদর্শ কর্মী কোন পদের জন্য লালায়িত হন না। তাকে কোন দায়িত্ব দেওয়া হ’লে সাধ্যমত দায়িত্ব পালনের চেষ্টা করেন। কোন পদ থেকে তাকে অব্যাহতি দেওয়া হ’লে প্রকাশ্যে বা গোপনে নেতৃত্ব নেওয়ার ব্যাপারে ঝগড়া বা ষড়যন্ত্র করেন না। ওবাদাহ বিন ছামেত (রাঃ) হ’তে বর্ণিত তিনি বলেন, **بَايَعَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي الْعُسْرِ وَالْيُسْرِ وَالْمَشْطِ وَالْمَكْرِهِ وَعَلَى أَثَرَةِ عَلَيْنَا**

১৪. তিরমিযী হা/৬১৬; আহমাদ হা/২২২১৫; মিশকাত হা/৫৭১; ছহীহাহ হা/৮৬৭।

১৫. বুখারী হা/২৮৮৭; মিশকাত হা/৫১৬১।



وَعَلَى أَنْ لَا تُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ وَعَلَى أَنْ نَقُولَ بِالْحَقِّ أَيُّمًا كُنَّا لَا نَخَافُ فِي اللَّهِ لَوْمَةً  
وَعَلَى أَنْ لَا تُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ وَعَلَى أَنْ نَقُولَ بِالْحَقِّ أَيُّمًا كُنَّا لَا نَخَافُ فِي اللَّهِ لَوْمَةً  
-আমরা রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট সচ্ছল-অসচ্ছল ও সমষ্টি সর্বাবস্থায় আপনার  
কথা শুনব ও মেনে চলব। আমাদের উপর কাউকে প্রাধান্য দিলেও নেতৃত্ব নিয়ে  
বগড়া করব না। আমরা যেখানেই থাকি হক কথা বলব, আল্লাহর জন্য নিন্দুকের  
নিন্দাকে পরোয়া করব না।<sup>১৬</sup>

৯. আমীর বা উর্ধ্বতন দায়িত্বশীলকে সুপরামর্শ দেওয়া : একজন আদর্শ কর্মীর  
দায়িত্ব হ'ল আমীর বা উর্ধ্বতন দায়িত্বশীলকে সুপরামর্শ দেওয়া। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-  
এর বাণী অনুযায়ী সৎ ও যোগ্য পরামর্শ দাতা তিনি, যিনি আমীর কোন বিষয়ে ভুলে  
গেলে তাকে স্মরণ করিয়ে দেন এবং তাকে সাহায্য করেন।<sup>১৭</sup> আমীর বা উর্ধ্বতন  
দায়িত্বশীলের কোন কাজ ভুল বা অসঙ্গত মনে হ'লে একজন আদর্শ কর্মী তাঁদেরকে  
উপযুক্ত পরামর্শ দিবেন। কেননা উত্তম ও উপযুক্ত পরামর্শ পেলে কাজের প্রেরণা  
পাওয়া যায় এবং কাজ সূদৃঢ় হয়। সেই সাথে কর্মীর উচিত দেশের শাসক, আমীর ও  
উর্ধ্বতন দায়িত্বশীলের জন্য দো'আ করা। যাতে তারা সঠিক পথে থেকে তাদের  
দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করতে পারেন। জুবায়ের বিন মুত্ত'ইম (রাঃ) হ'তে বর্ণিত,  
রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আরাফার দিন বিদায় হজ্জের ভাষণে সমবেত জনগণের উদ্দেশ্যে  
বলেন, وَأَعْلَمُوا أَنَّ الْقُلُوبَ لَا تَعْمَلُ عَلَى ثَلَاثٍ: إِخْلَاصِ الْعَمَلِ لِلَّهِ، وَمُنَاصَحَةِ أُولَى  
وَأَعْلَمُوا أَنَّ الْقُلُوبَ لَا تَعْمَلُ عَلَى ثَلَاثٍ: إِخْلَاصِ الْعَمَلِ لِلَّهِ، وَمُنَاصَحَةِ أُولَى  
-জেনে রেখ, وَالْأَمْرِ، وَعَلَى لُزُومِ جَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ، فَإِنَّ دَعْوَتَهُمْ تُحِيطُ مِنْ وَرَائِهِمْ-  
তিনটি বিষয়ে মুমিনের অন্তর খিয়ানত করে না : (ক) আল্লাহর উদ্দেশ্যে ইখলাছের  
সাথে কাজ করা। (খ) শাসকদের জন্য কল্যাণ কামনা করা এবং (গ) মুসলমানদের  
জামা'আতকে আঁকড়ে ধরা। কেননা তাদের দো'আ তাদেরকে পিছন থেকে  
(শয়তানের প্রতারণা হ'তে) রক্ষা করে।<sup>১৮</sup>

১০. অর্থ ব্যয় করা : রক্ত ছাড়া যেমন দেহ চলতে পারে না, তেমনি অর্থ ছাড়া  
সংগঠন চলতে পারে না। যে সংগঠন পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের দাওয়াত  
সর্বত্র ছড়িয়ে দিতে সদা তৎপর, সেই সংগঠনের জন্য অর্থ ব্যয় করা নিঃসন্দেহে  
ছাদাকায়ে জারিয়ার অন্তর্ভুক্ত। মুসলমানদের জান ও মাল আল্লাহর দান। এটা তিনি  
দান করেন পরীক্ষা করার জন্য যে, কে তা সৎ পথে ব্যয় করে, আর কে তা অন্যায়  
পথে ব্যয় করে? মানুষ সাধারণত দু'ভাবে ব্যয় করে। এক : দুনিয়াবী আনন্দ-ফুর্তির  
জন্য। দুই : পরকালীন মুক্তির জন্য আল্লাহর পথে। আর এটাই হ'ল মুমিনের  
সর্বোত্তম ব্যয়। একজন আদর্শ কর্মী তার অর্থ-সম্পদ সঠিকভাবে আল্লাহর পথে ব্যয়  
করে ইহকালীন শান্তি ও পরকালীন মুক্তি হাছিল করেন। আল্লাহ বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ

১৬. মুত্তাফাকু আলাইহ, মিশকাত হা/৩৬৬৬।

১৭. আবুদাউদ হা/২৯৩২; নাসাঈ হা/৪২০৪।

১৮. দারেমী হা/২২৭, সনদ ছহীহ।

أَمِنُوا هَلْ أَذِلَّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ - تَوْمُونٌ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ هُ، وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ - ঈমানদারগণ, আমি কি তোমাদেরকে এমন একটি ব্যবসার কথা বলে দিব, যা তোমাদেরকে জাহান্নামের যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি থেকে মুক্তি দিবে? তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে এবং তোমাদের জান ও মাল দ্বারা আল্লাহর পথে জিহাদ করবে। এটাই তোমাদের জন্য কল্যাণকর যদি তোমরা বুঝ' (ছফ ৬১/১০)। আল্লাহ আরও বলেন, إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنْ لَهُمْ الْجَنَّةَ يُفَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعَدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ - 'নিশ্চয়ই আল্লাহ মুমিনদের নিকট থেকে তাদের জান ও মাল খরিদ করে নিয়েছেন জান্নাতের বিনিময়ে। তারা আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করে। অতঃপর তারা হত্যা করে অথবা নিহত হয়। এর বিনিময়ে তাদের জন্য (জান্নাত লাভের) সত্য ওয়াদা করা হয়েছে তওরাত, ইনজীল ও কুরআনে। আর আল্লাহর চাইতে নিজের অঙ্গীকার অধিক পূরণকারী আর কে আছে? অতএব তোমরা এই ক্রয়-বিক্রয়ের বিনিময়ে (জান্নাতের) সুসংবাদ গ্রহণ কর যা তোমরা তাঁর সাথে করেছ। আর এটাই হ'ল মহান সফলতা' (তওবাহ ৯/১১১)।

আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'আল্লাহ বলেন, أَنْفِقْ يَا ابْنَ آدَمَ أَنْفِقْ عَلَيْكَ' হে আদম সন্তান! তুমি দান কর। আমি তোমাকে দান করব'।<sup>১৯</sup>

**১১. নিয়মিত অধ্যয়ন করা :** আদর্শ কর্মী নিয়মিত কুরআন, হাদীছ ও ইসলামী সাহিত্য অধ্যয়ন করবেন যা অবশ্যই শ্রেষ্ঠ আমলের অন্তর্ভুক্ত। পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ ইসলামী শরী'আতের মূল উৎস। সেই সাথে সাথে ইসলামকে জানা-বুঝা ও মানার জন্য দরকার ছহীহ হাদীছভিত্তিক তাফসীর, হাদীছের ব্যাখ্যাগ্রন্থ এবং ইসলামী সাহিত্য ও পত্র-পত্রিকা নিয়মিত পাঠ করা। এগুলো দ্বীনী জ্ঞানের ভিত্তি, যার জ্ঞান লাভ আল্লাহর পক্ষ থেকে কল্যাণ লাভের শামিল। মু'আবিয়া (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفْقَهُهُ فِي الدِّينِ, 'আল্লাহ যার কল্যাণ চান, তাকে দ্বীনের গভীর জ্ঞান দান করেন'।<sup>২০</sup>

যদি তিনি নিয়মিত কুরআন, হাদীছ ও ইসলামী সাহিত্য অধ্যয়ন করেন, তাহ'লে তার জ্ঞান বৃদ্ধি পাবে, যা তাকে হক পথে টিকে থাকতে সহায়তা করবে। তিনি আল্লাহর

১৯. বুখারী হা/৫৩৫২; মিশকাত হা/১৮৬২।

২০. বুখারী হা/৭৩১২; মিশকাত হা/২০০।

রহমতের মধ্যে অবস্থান করবেন। আল্লাহ বলেন, وَنَزَّلَ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ ۖ ‘আর আমরা কুরআন নাযিল করি, যা বিশ্বাসীদের জন্য আরোগ্য ও রহমত স্বরূপ’ (বনু ইসরাঈল ১৭/৮২)। বিদায় হজ্জের ভাষণে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, ‘تَرَكْتُ فِيكُمْ أُمُورَ لَنْ تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهَا كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ-’ ‘আমি তোমাদের মাঝে ছেড়ে যাচ্ছি দু’টি বস্তু। যতদিন তোমরা এ দু’টি বস্তু আঁকড়ে থাকবে, ততদিন তোমরা পথভ্রষ্ট হবে না। আল্লাহর কিতাব ও তাঁর নবীর সূনাহ’।<sup>২১</sup> তিনি আরও বলেন, نَصَرَ اللَّهُ عَبْدًا سَمِعَ مَقَالَتِي فَحَفِظَهَا وَوَعَاهَا وَأَدَّاهَا فَرُبَّ حَامِلٍ فِقْهٍ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ- ‘আল্লাহ ঐ ব্যক্তির মুখ উজ্জ্বল করুন যে আমার কথা শুনেছে, যথাযথভাবে তা স্মরণে রেখেছে ও মুখস্থ করেছে এবং প্রচার করেছে। কেননা অনেক জ্ঞানের বাহক নিজে জ্ঞানী নয় (সে অন্যের নিকট জ্ঞান বহন করে নিয়ে যায়) এবং অনেক জ্ঞানের বাহক তার চাইতে অধিকতর জ্ঞানীর নিকটে জ্ঞান বহন করে নিয়ে যায়’।<sup>২২</sup>

**১২. প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করা :** একজন আদর্শ কর্মীর দায়িত্ব হ’ল সাংগঠনিক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করার মাধ্যমে দাওয়াতী ময়দানে নিজেকে আধুনিক জাহেলিয়াতের মুকাবিলায় যোগ্য ও উপযুক্ত করে গড়ে তোলা। কেননা প্রশিক্ষণের কাজ হ’ল সংগঠনের মাধ্যমে জামা‘আতবদ্ধ জনশক্তিকে নির্ভেজাল তাওহীদ ও ছহীহ সূনাহর আলোকে উপযুক্ত শিক্ষার মাধ্যমে যিন্দাদিল মর্মে মুজাহিদ রূপে গড়ে তোলা এবং ধর্ম ও প্রগতির নামে প্রচলিত যাবতীয় কুসংস্কার ও জাহেলিয়াতের বিভিন্নমুখী চ্যালেঞ্জের মুকাবিলায় ইসলামকে বিজয়ী করার মত যোগ্যতা সম্পন্ন কর্মী তৈরীর কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

প্রশিক্ষণ কর্মীকে দক্ষ ও যোগ্য করে গড়ে তোলে। উপযুক্ত প্রশিক্ষণ পেলে একজন কর্মী স্বার্থপর হ’তে পারে না। কেননা সে জানে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর বাণী- لَا يُؤْمِنُ ‘তোমাদের কেউ ততক্ষণ মুমিন হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত সে তার ভাইয়ের জন্য তাই ভালবাসবে যা সে নিজের জন্য ভালবাসবে’।<sup>২৩</sup> দ্বীনী জ্ঞান ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মী জীবনের চরম ঝুঁকিপূর্ণ মুহূর্তেও তার কর্তব্য ভুলে যায় না। এমনকি অপর দ্বীনী ভাইয়ের জীবন রক্ষার্থে নিজের জীবন বিলিয়ে দিতেও সে কুণ্ঠাবোধ করে না। এর মাধ্যমে হয়ত তার জীবন চলে যায়। কিন্তু সে অগণিত কর্মীর মনের মণিকোঠায় স্থায়ী আসন করে নেয়। ফলে যুগ যুগ ধরে তার নিকট থেকে কর্মীর অনুপ্রেরণা লাভ করে। জাহেলী আরবে আবির্ভূত হয়ে

২১. মুওয়াত্তা মালেক হা/৩৩৩৮. সনদ হাসান; মিশকাত হা/১৮৬।

২২. ইবনু মাজাহ হা/২৩০; তিরমিযী হা/২৬৫৮; মিশকাত হা/২২৮।

২৩. বুখারী হা/১৩।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) দ্বীনী জ্ঞান ও প্রশিক্ষণ দানের মাধ্যমে এরকম কিছু উৎসর্গিত প্রাণ কর্মী তৈরী করেছিলেন। তার বাস্তব প্রমাণ আমরা দেখতে পাই ইয়ারমুকের যুদ্ধে। হুযায়ফা (রাঃ)-এর চাচাতো ভাইসহ তিনজন মুসলিম যোদ্ধা নিজে খুবই তৃষ্ণার্ত থাকা সত্ত্বেও তারা অপর ভাইয়ের পানির পিপাসা মিটাবার জন্য এতই পাগলপারা ছিলেন যে, অবশেষে কেউ পানি পান করতে পারেনি। এমতাবস্থায় তারা শাহাদত বরণ করেন। অথচ তাদের সবারই প্রাণ ছিল ওষ্ঠাগত’।<sup>২৪</sup>

**১৩. নিয়মিত ‘ইহতিসাব’ সংরক্ষণ করা :** ‘ইহতিসাব’ অর্থ আল্লাহর নিকট ছওয়াবের আশায় সৎকর্ম করা। এটি কর্মী তৈরীর একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। যে কর্মীর রিপোর্ট যত উন্নত হবে, তিনি তত উন্নত মানের কর্মী হ’তে পারবেন। নিয়মিত ‘ইহতিসাব’ রাখা ও পর্যালোচনার মাধ্যমে একজন কর্মী তার ঈমান-আমলের হ্রাস-বৃদ্ধি পরখ করতে পারে। এতে সে ক্রমে নিজেকে সংশোধন করে আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার প্রেরণা লাভ করে। তাই একজন আদর্শ কর্মীর দায়িত্ব ও কর্তব্য হ’ল নিয়মিত ‘ইহতিসাব’ সংরক্ষণ করা এবং উর্ধ্বতন দায়িত্বশীলদের তা দেখানোর মাধ্যমে উপদেশ গ্রহণ করা।

মা আয়েশা (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে কোন এক ছালাতে পড়তে শুনলাম **اللَّهُمَّ حَاسِبِيْ حِسَابًا يَّسِيْرًا** ‘হে আল্লাহ তুমি আমার সহজ হিসাব গ্রহণ কর’। সালাম ফিরানোর পরে আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রাসূল **مَا أَنْ يَنْظُرَ فِي كِتَابِهِ فَيَتَجَاوَزَ عَنْهُ إِنَّهُ** ‘সহজ হিসাব কী?’ তিনি বললেন, **مَنْ نُوقِشَ الْحِسَابَ يَوْمَئِذٍ يَا عَائِشَةُ هَلْكَ** ‘বান্দার আমলনামা দেখা হবে। অতঃপর তা উপেক্ষা করা হবে। কেননা হে আয়েশা! ঐদিন যার হিসাব যাচাই করা হবে, সে ধ্বংস হবে’।<sup>২৫</sup> ওমর ফারুক (রাঃ) বলেন, ‘তোমরা আল্লাহর নিকট হিসাব দেওয়ার আগে নিজেদের হিসাব গ্রহণ কর’।<sup>২৬</sup>

তাই ‘ইহতিসাব’ রাখার উদ্দেশ্য হ’ল অধিক সৎকর্মের মাধ্যমে অধিক ছওয়াবের আকাঙ্ক্ষা করা এবং দুনিয়ায় জবাবদিহিতার মাধ্যমে আখেরাতে জবাবদিহিতার অনুভূতি তীব্রতর করা।

**১৪. হালাল রূযী গ্রহণে তৎপর থাকা :** হালাল রূযী ইবাদত কবুলের অন্যতম পূর্বশর্ত। হালাল খাদ্যের দ্বারা মানুষের চরিত্র উত্তম হয়। আর হারাম খাদ্যের দ্বারা চরিত্র নষ্ট হয়। তাইতো আল্লাহ হালাল খাদ্য গ্রহণের নির্দেশ দিয়ে বলেন, **يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ**

২৪. হাফেয ইবনু কাছীর, আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ, ৭/৮-১১।

২৫. আহমাদ হা/২৪২৬১; মিশকাত হা/৫৫৬২।

২৬. তিরমিযী হা/২৪৫৯, মাওকুফ।

مَيْبٍ ‘হে মানব জাতি! তোমরা পৃথিবী থেকে হালাল ও পবিত্র বস্তু ভক্ষণ কর এবং শয়তানের পদাংক অনুসরণ করো না। নিশ্চয়ই সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু’ (বাক্বারাহ ২/১৬৮)। আবুবকর (রাঃ) হ’তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ جَسَدٌ ‘হারাম খাদ্যে পরিপুষ্ট দেহ জান্নাতে প্রবেশ করবে না’।<sup>২৭</sup> ‘যুবসংঘ’-এর একজন কর্মীর দায়িত্ব ও কর্তব্য হ’ল : (ক) সকল প্রকারের হারাম উপার্জন হ’তে আত্মরক্ষা করা (খ) যাবতীয় বিলাসিতা ও অপচয় পরিহার করা এবং সর্বদা ‘অল্পে তুষ্ট থাকার’ ইসলামী নীতির অনুশীলন করা (গ) সংগঠনের বায়তুল মাল তহবিল সমৃদ্ধ করা এবং সৃষ্ট পরিকল্পনা মোতাবেক বায়তুল মালের সংগ্রহ ও বণ্টন ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে সহযোগিতা করা (ঘ) সমাজকল্যাণমূলক ইসলামী প্রকল্প সমূহ গ্রহণ করা ও তা বাস্তবায়নে সহযোগিতা করা (ঙ) সুদ ও ঘুষভিত্তিক অনৈসলামী অর্থব্যবস্থার বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তোলা এবং দেশের সরকারের নিকটে ইসলামী অর্থব্যবস্থা চালুর জন্য জোর দাবী পেশ করা।

**১৫. প্রচলিত গণতান্ত্রিক রাজনীতি ও নির্বাচন ব্যবস্থা থেকে দূরে থাকা :** বর্তমান সমাজে যাবতীয় অশান্তি ও হিংসা-হানাহানির অন্যতম প্রধান কারণ হ’ল প্রচলিত দল ও প্রার্থী ভিত্তিক গণতান্ত্রিক রাজনীতি ও নেতৃত্ব নির্বাচন ব্যবস্থা। অথচ ইসলামে নেতৃত্ব চেয়ে নেওয়া নিষিদ্ধ। আব্দুর রহমান বিন সামুরাহ (রাঃ) হ’তে বর্ণিত তিনি বলেন, رَأَى عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ لَا تَسْأَلُ ، وَإِنْ أُوتِيَتْهَا مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ الْإِمَارَةَ ، فَإِنَّكَ إِنْ أُوتِيَتْهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ وَكَلَّتْ إِلَيْهَا ، وَإِنْ أُوتِيَتْهَا مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ – ‘হে আব্দুর রহমান বিন সামুরাহ! তুমি নেতৃত্ব চেয়ে নিয়ো না। কেননা চাওয়ার ফলে যদি তোমাকে নেতৃত্ব দেওয়া হয় তাহ’লে তার দিকে তোমাকে সোপদ করা হবে। আর না চেয়ে যদি তুমি নেতৃত্ব পাও, তাহ’লে তুমি সাহায্যপ্রাপ্ত হবে’।<sup>২৮</sup> যেখানেই নির্বাচন সেখানেই ঞ্গপিং ও হানাহানি, মারামারি ও কাটাকাটি। একদল অন্য দলের প্রতি মিথ্যা অপবাদ, গালাগালি আর দলের ক্যাডারদের দিয়ে পরস্পরে খুনোখুনি। যেগুলি জাহেলী রীতি। আব্দুল্লাহ (রাঃ) হ’তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, سَبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ، وَقِتَالُهُ كُفْرٌ – ‘মুসলমানকে গালি দেওয়া ফাসেকী এবং পরস্পরে যুদ্ধ করা কুফরী’।<sup>২৯</sup> প্রচলিত নেতৃত্ব নির্বাচন ব্যবস্থা ভোটের নামে প্রহসন। এই ব্যবস্থা ইসলামী নেতৃত্ব নির্বাচন নীতির ঘোর বিরোধী। সে কারণ সংগঠনের কর্মীদের দায়িত্ব হ’ল এই নোংরা রাজনীতি থেকে সর্বোত্তমভাবে দূরে থাকা এবং মানুষকে ইসলামী ইমারত ও শূরা পদ্ধতির কল্যাণকারিতা সম্পর্কে সচেতন করে

২৭. বায়হাকী, ৩/আবুল ঈমান হা/১১৫৯; মিশকাত হা/২৭৮৭; ছহীহাহ হা/২৬০৯।

২৮. বুখারী হা/৬৬২২।

২৯. বুখারী হা/৪৮; মিশকাত হা/৪৮১৪।

তোলা। সেই সাথে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর তরীকা অনুযায়ী ‘ইমারত ও বায়’আতের’র মাধ্যমে দাওয়াত ও জিহাদের কর্মসূচী নিয়ে ইসলামী খেলাফত প্রতিষ্ঠার জন্য পূর্ণ ইখলাছের সাথে জামা’আতবদ্ধভাবে দাওয়াতী কাজ করে যাওয়া।

**১৬. নিজের কথায় ও কাজে মিল রাখা :** কথা ও কাজে মিল না থাকলে সে কর্মীর মাধ্যমে সংগঠনের দাওয়াত সমাজে প্রভাব বিস্তার করে না। তাই আদর্শ কর্মীর দায়িত্ব নিজের কথায় ও কাজে মিল রাখা। তাহ’লে তার মাধ্যমে হকের দাওয়াত সমাজে সহজে বিস্তার লাভ করবে। আর যার কথায় ও কাজে মিল থাকবে না সে ইহকালে লাঞ্ছিত হবে এবং পরকালে কঠিন শাস্তির সম্মুখীন হবে। আল্লাহ বলেন, *أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ*— ‘হে মুমিনগণ! তোমরা এমন কথা কেন বল যা নিজেরা কর না? তোমরা যা কর না তা বলা আল্লাহর দৃষ্টিতে অতিশয় অসন্তোষজনক’ (ছফ ৬১/২-৩)। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, ‘যখন আমাকে মি’রাজের রাতে নিয়ে যাওয়া হয়, তখন আমি কিছু লোককে দেখলাম, যাদের ঠোঁট আগুনের কাঁচি দ্বারা কেটে দেওয়া হচ্ছে। আমি বললাম, হে জিব্রীল! এরা কারা? তিনি বললেন, তারা আপনার উম্মতের বক্তাগণ, যারা মানুষকে ভাল কাজের জন্য আদেশ করত এবং নিজেদেরকে ভুলে যেত, অথচ তারা কুরআন তোলাওয়াত করত। কিন্তু তারা চর্চা করত না’।<sup>৩০</sup>

**১৭. সমাজ সংস্কারের লক্ষ্যে কাজ করা :** আল্লাহ প্রেরিত সর্বশেষ অহি-র বিধান অনুযায়ী সমাজের বুকে ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা ও অন্যায়ের প্রতিরোধে সর্বাঙ্গিক প্রচেষ্টা চালানো এবং এর মাধ্যমে পর্যায়ক্রমে ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র সংশোধনে সর্বোচ্চ চেষ্টা করা প্রত্যেক কর্মীর দায়িত্ব ও কর্তব্য। এটিই মুসলিম জীবনের প্রধান কর্তব্য। আল্লাহ বলেন, *كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ*— ‘তোমরাই শ্রেষ্ঠ জাতি; তোমাদের উদ্ভব ঘটানো হয়েছে মানুষকে সৎকাজের আদেশ ও মন্দ কাজে নিষেধ করার জন্য’ (আলে ইমরান ৩/১১০)।

সমাজের বুক থেকে অন্যায় ও কুসংস্কার দূর করার নামই হ’ল সমাজ সংস্কার। যুগে যুগে মানবরচিত বিভিন্ন ধর্ম, মতবাদ, সামাজিক প্রথা ও রীতিনীতি এবং শাসক সম্প্রদায়ের গৃহীত নীতিমালাকেই ন্যায়-অন্যায়ের মাপকাঠি হিসাবে বিবেচনা করা হয়েছে। অথচ এসব মানুষের রচিত আইন-কানুন কখনই ত্রুটিপূর্ণ নয়। বরং আল্লাহর ‘অহি’ তথা পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের বক্তব্যই একমাত্র গ্রহণযোগ্য। এর বিরোধী সবকিছুই অন্যায় ও কুসংস্কার বলে বিবেচিত হবে। আর তা দূর করার জন্য সর্বশক্তি নিয়োজিত করে কাজ করা আদর্শ কর্মীর দায়িত্ব ও কর্তব্য।

**১৮. আত্মসমালোচনা করা :** একজন আদর্শ কর্মীর দায়িত্ব ও কর্তব্য হ’ল প্রতিদিন নিজের কর্মের জন্য আত্মসমালোচনা করা। এর দ্বারা তিনি নিজেকে আদর্শ মানুষে

পরিণত করতে পারবেন। ফলে তার সাথে কারও কোন বিষয়ে দ্বন্দ্ব হ'লে তিনি তার সাথে সেই বিষয়ে দ্রুত সমঝোতা করতে পারেন। তিনি অন্যের সমালোচনা ও গীবতে সময় ব্যয় না করে আত্মসমালোচনা করেন। এতে তার দ্বারা সংগঠন ক্ষতিগ্রস্ত হবে না ইনশাআল্লাহ। বরং তার দাওয়াতে অন্যরা সংগঠনের ছায়াতলে সমবেত হবেন।

আত্মসমালোচনায় নিজের আয়-রোজগার এবং পরিবারে পর্দা-পুশীদা বিষয়ে চেতনা থাকতে হবে। হারাম খাদ্য থেকে সর্বতোভাবে দূরে থাকতে হবে। আনাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, **كُلُّ بَنِي آدَمَ خَطَّاءٌ وَخَيْرُ** **الْخَطَّائِينَ** 'প্রত্যেক আদম সন্তান ভুলকারী। আর ভুলকারীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সেই, যিনি সর্বাধিক তওবাকারী'।<sup>৩১</sup> অতএব আদর্শ কর্মীর দায়িত্ব হ'ল, দৈনিক রাতে ঘুমানোর আগে নিজের সারা দিনের কর্ম তালিকা স্মরণ করা ও ভুলগুলো সংশোধনের জন্য তওবা করা।

আগার আল-মুযানী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'আমার ক্বলবের উপর মরিচা পড়ে। সেকারণ আমি আল্লাহর নিকট দৈনিক একশ' বার করে তওবা-ইস্তেগফার করি'।<sup>৩২</sup> তিনি আরও বলেন, 'তোমাদের দেহের মধ্যে ঈমান পুরানো হয়ে যায়, যেমন কাপড় পুরানো হয়। অতএব তোমরা আল্লাহর নিকট প্রার্থনা কর, যেন তিনি তোমাদের ঈমানকে তাজা করে দেন'।<sup>৩৩</sup> আর এজন্যেই আল্লাহ জিব্রীলকে ছাহাবীদের মজলিসে পাঠিয়ে রাসূল (ছাঃ)-কে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে ইসলাম, ঈমান, ইহসান ও ক্বিয়ামত সম্পর্কে শিক্ষা দেন'।<sup>৩৪</sup>

**উপসংহার :** হকের দাওয়াত সমাজের প্রচার ও প্রতিষ্ঠার জন্য দরকার একদল আদর্শ, সচেতন ও নিবেদিতপ্রাণ কর্মী। যারা সর্বদা নিজেদের দায়িত্ব পালনে একনিষ্ঠ থাকবেন। তারা হবেন তাওক্বয়ার বলে বলীয়ান। নিজেদের জীবন দিয়ে হ'লেও নির্ভেজাল তাওহীদের দাওয়াতী ময়দান থেকে পিছপা হবেন না। তাদের প্রতিটি কাজ হবে একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে নিবেদিত ও রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সুন্নাহী তরীকায় সম্পাদিত। তুচ্ছ দুনিয়ার লোভে তারা লক্ষ্যচ্যুত হয়ে দিগ্বিদিক ছুটোছুটি করবেন না। তারা নেতৃত্ব চেয়ে নেওয়া, নেতৃত্বের প্রতি হিংসা ও তার বিরুদ্ধে অন্যকে উসকে দেওয়ার শয়তানী আচরণ থেকে মুক্ত থাকবেন। নিজেদের কথা, কর্ম ও আচরণ দ্বারা তারা মানুষকে নিজেদের আদর্শ সংগঠনের প্রতি সর্বদা ডাকতে থাকবেন। ফলে তাদের মাধ্যমেই সমাজ বিপ্লব সংগঠিত হবে এবং কাক্ষিত সফলতা ফিরে আসবে ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ আমাদেরকে আদর্শ কর্মী হয়ে যথাযথ দায়িত্ব পালনের তাওফীক দান করুন।- আমীন!

৩১. তিরমিযী হা/২৪৯৯; মিশকাত হা/২৩৪১।

৩২. মুসলিম হা/২৭০২; মিশকাত হা/২৩২৪।

৩৩. হাকেম হা/৮৪৬০; ছহীহাহ হা/৮৭।

৩৪. মুসলিম হা/৮; মিশকাত হা/২।

## সংগঠনের অভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা রক্ষা

-মুস্তাকীম আহমাদ\*

**উপস্থাপনা :** মানুষ সামাজিক জীব। তাই তারা সমাজবদ্ধভাবে বসবাস করতে ভালবাসে। আর এই বসবাস যখন সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য নিয়ে একজন নেতার অধীনে সংঘবদ্ধ হয়, তখন তাকে সংগঠন বলে। আল্লাহর রাসূল মুহাম্মাদ (হাঃ) নবুঅতের পূর্বে সামাজিক স্থিতিশীলতা রক্ষার্থে ‘হিলফুল ফুযূল’ নামক একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। যা সর্বজনবিদিত। একটি সংগঠনকে সঠিক মানদণ্ডের উপর টিকে রাখতে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অতীব প্রয়োজন। সেই সাথে নেতার আনুগত্যের মাধ্যমে সংগঠনের কর্মীগণ উক্ত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়নে সর্বোচ্চ চেষ্টা করবে। সুতরাং সংগঠনকে পূর্ণজীবিত করতে গঠনতন্ত্র, কর্মপদ্ধতি অনুসরণের মাধ্যমে সাংগঠনিক নিয়ম শৃঙ্খলা মেনে চলা প্রত্যেক কর্মী ও দায়িত্বশীলের কর্তব্য। নিম্নে সংগঠনের অভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা রক্ষায় কর্মীদের করণীয় বিষয়গুলো উল্লেখ করার প্রয়াস পাব ইনশাআল্লাহ!

**গঠনতন্ত্রের আলোকে সাংগঠনিক শৃঙ্খলা মেনে চলা :** জীবনের প্রতিটি কাজে, প্রতিটি পদক্ষেপেই শৃঙ্খলা প্রয়োজন। রাষ্ট্র তো দূরের কথা, শৃঙ্খলা না থাকলে একটি ছোট পরিবারেও শান্তি থাকে না। একটি পরিবারের প্রত্যেক সদস্যকে অবশ্যই পরিবার প্রধানের কথা মতো চলতে হয়। যদি না শোনে, তাহ’লে পরিবারের আনুগত্য-শৃঙ্খলা নষ্ট হয়। এর ফলে সেখানে আর শান্তি থাকে না। আর শৃঙ্খলার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নিয়মটা হ’ল আনুগত্য করা বা আদেশ মেনে চলা। আর আদেশ পালন হ’ল শর্তহীন। সুতরাং প্রত্যেক সংগঠন সুশৃঙ্খলভাবে পরিচালনায় সংগঠনের একটি সুনির্দিষ্ট গঠনতন্ত্র থাকে। যাতে সংগঠনটির উর্ধ্বতন নীতিনির্ধারকগণ সাংগঠনিক নিয়মাবলী নির্ধারণ করে থাকেন। সেখানেই উল্লেখ থাকে প্রতিটি স্তরের কর্মীদের দায়-দায়িত্ব। তাই সংগঠনের অভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা রক্ষার্থে গঠনতন্ত্র মেনে চলা একান্ত যরুরী।

**সংগঠনের কর্মপদ্ধতি অনুসরণ করা :** দুনিয়া ও আখেরাতের জীবনে সফল হওয়ার জন্য ‘আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ’ ও ‘বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ’ পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে একটি কর্মপদ্ধতি বই প্রণয়ন করেছে। কর্মপদ্ধতির আলোকে সাংগঠনিক কাজ পরিচালনা করলে তা অত্যধিক ফলপ্রসূ হবে।

\*সাবেক কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ, ২০১৬-২০১৮, ২০১৮-২০২০ সেশন।



কেননা সেখানে দাওয়াত দেয়ার কৌশল, নতুন কর্মী তৈরী, অনুষ্ঠানাদি পরিচালনা পদ্ধতি ইত্যাদি বিষয় সংযোজিত থাকে। সাথে সাথে দক্ষ কর্মী তৈরীসহ নানান বিষয়ে দিক-নির্দেশনা থাকে। সেই সাথে একজন সফল কর্মীর সাংগঠনিক জীবন কেমন হবে তার বাস্তব প্রতিচ্ছবিও থাকে। তাই কর্মপদ্ধতি অনুসরণের মাধ্যমে সংগঠনকে পরিচালনা করা অতীব যরুরী বিষয়। এতে করে ব্যক্তি জীবনে যেমন শৃংখলা ফিরে আসে। সাথে সাথে পরকালীন পথেয় অর্জন হয়। সাংগঠনিক শৃংখলা রক্ষায় নিম্নোক্ত বিষয়াদি লক্ষ্য করা দরকার। যেমন—

**১. সংগঠনের আমীরের নির্দেশনা সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেওয়া :** আমীরে জামা'আত সংগঠনের মূল যিম্মাদার। তিনি যে কোন মুহূর্তে যে কোন সিদ্ধান্ত যরুরীভাবে নিতে পারেন। পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ বিরোধী না হলে সেই সিদ্ধান্ত মেনে নিতে হবে এবং তা বাস্তবায়নের আশ্রয় চেষ্টা চালাতে হবে। যদি তা প্রকাশ্য কুফুরী করা মত বড় পাপ না হয়।

**২. কেন্দ্রীয় নির্দেশকে অগ্রাধিকার দেওয়া :** সাংগঠনিক অভ্যন্তরীণ শৃংখলা রক্ষার্থে কেন্দ্রীয় নির্দেশনা অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বাস্তবায়ন করতে হবে। নিজেদের সিদ্ধান্ত অপেক্ষা কেন্দ্রের সিদ্ধান্তকে অগ্রাধিকার দিতে হবে এবং এই বিষয়ে ব্যক্তিস্বাধীনতার নামে মতবিরোধ বা মতভেদ করা যাবে না। কেননা তাতে উপকারের চেয়ে ক্ষতিই বৃদ্ধি পায়।

**৩. উর্ধ্বতন দায়িত্বশীলের পরামর্শকে অগ্রাধিকার দেওয়া :** সাংগঠনিক শৃংখলা রক্ষার জন্য অবশ্যই উর্ধ্বতন দায়িত্বশীলকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। সংগঠনের সকল স্তরেই এই নীতি অবলম্বন করা যরুরী। নতুবা বিশৃংখলা আসবেই।

**৪. সর্বদা পরামর্শের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা :** সাংগঠনিক অভ্যন্তরীণ শৃংখলা রক্ষার একটি আবশ্যকীয় মাধ্যম পরামর্শের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা। কেননা আল্লাহ পরামর্শের ভিত্তিতে কর্ম সম্পাদনের নির্দেশ দিয়েছেন। পবিত্র কুরআনের ভাষায়, وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ তারা নিজেদের মধ্যে পরামর্শের ভিত্তিতে কাজ করে' (শূরা ৪২/৩৮)। পরামর্শের সময় সকলের মত প্রকাশের সুযোগ রাখতে হবে। পরিশেষে সব চাইতে উপযুক্ত পরামর্শের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নিতে হবে এবং পরামর্শের গোপনীয়তা রক্ষা করতে হবে। কারো পরামর্শ গ্রহণ করা না হলে সেটা নিয়ে ক্ষোভ বা মনোমালিন্য রাখা সাংগঠনিক আচরণ নয়।

**৫. সংগঠনের অভ্যন্তরীণ সমস্যায় ধৈর্যধারণ করা :** আল্লাহর রাস্তায় অবিচল থেকে কে সংগ্রাম করতে চায় সেটা আল্লাহ দেখতে চান। কারণ শয়তান পরস্পরকে ধোঁকার মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ সমস্যার সৃষ্টি করে। ফলে দায়িত্বপালনের মধ্য দিয়ে শেষ গন্তব্য পৌঁছানো সম্ভব হয়না। তাই যে কোন সমস্যায় ধৈর্যহারা না হয়ে স্থিরচিত্ত হ'তে হবে।

নেতৃত্বের সফলতার জন্য ধৈর্য এবং আত্মবিশ্বাসের চেয়ে বড় গুণ আর নেই। আর এই গুণের অধিকারীদের জন্য আল্লাহ সুসংবাদ দিয়েছেন।

**৬. যুগোপযোগী পরিকল্পনা গ্রহণ করা :** সাংগঠনিক শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য সময় উপযোগী পরিকল্পনা গ্রহণ করা যরুরী। সামাজিক অবস্থার ভিত্তিতে কোন সময় কোন কাজটি করলে অপেক্ষাকৃত ভাল ফল পাওয়া যাবে, তার একটি সুশৃঙ্খল পরিকল্পনা থাকতে হবে। আধুনিক যুগে তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার অল্প সময়ে সকলের কাছে দাওয়াত পৌঁছানো ইত্যাদি বিষয়ে যুগোপযোগী পদক্ষেপ নিতে হবে।

**৭. রেকর্ডপত্র ও হিসাব সংরক্ষণ করা :** সাংগঠনিক শৃঙ্খলা রক্ষা ও জবাবদিহীতার ক্ষেত্রে সাংগঠনিক রেকর্ড রাখা অতীব যরুরী। কর্মী, কাউন্সিল ও উপদেষ্টাসহ বিভিন্ন স্তরের দায়িত্বশীল তালিকা থাকতে হবে। সাংগঠনের আয়-ব্যয় হিসাব সংরক্ষণ করা অত্যাবশ্যক। কেননা শয়তান এসবের মাধ্যমে খুব সহজে পরস্পরের মধ্যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে।

**উপসংহার :** একটি সংগঠনের প্রাণশক্তি হ'ল অভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা। যার অভাবে শক্তিশালী আদর্শিক সংগঠনও ব্যর্থ হয়ে যেতে পারে। সাংগঠনিক চেইন অফ কমান্ড ক্ষণিকের মধ্যে ভেঙ্গে তছনছ হয়ে যেতে পারে। এক মুহূর্তে ধূলিসাৎ হয়ে যেতে পারে একটি বিশুদ্ধ আদর্শ বাস্তবায়নের সমস্ত কর্মযজ্ঞ। সুতরাং সর্বস্তরের কর্মীদেরকে সংগঠনের অভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা রক্ষায় অত্যন্ত যত্নবান হতে হবে। আল্লাহ আমাদের সহায় হোন।-আমীন!

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

اتَّقِ الْمَحَارِمَ تَكُنْ عَبْدَ النَّاسِ، وَارْضَ بِمَا  
قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَعْنَى النَّاسِ

‘তুমি হারাম থেকে বেঁচে থাক, তাহ’লে তুমি  
লোকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ইবাদতকারী গণ্য হবে।  
আর আল্লাহ তোমাকে যা রুখী দিয়েছেন তাতে  
সন্তুষ্ট থাক, তুমি লোকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ধনী হবে’

-তিরমিযী হা/২৩০৫।

## সংগঠন পরিচালনায় দায়িত্বশীলদের আবশ্যিক গুণাবলী

-ড. ইহসান ইলাহী যহীর\*

**উপস্থাপনা :** দ্বীনে হকের দলীল ভিত্তিক প্রচার ও নিষ্ঠার সাথে তাওহীদ প্রতিষ্ঠার আন্দোলনই হ'ল 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' এবং তার যুব সংগঠন হ'ল 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'। এ সংগঠন পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ অনুযায়ী মানুষের সার্বিক জীবন গড়ায় দৃঢ় প্রত্যয়ী। পরকালীন মুক্তির আবশ্যিক পূর্বশর্ত হ'ল নির্ভেজাল তাওহীদী আক্বীদা পোষণ করা। সাথে সাথে আল্লাহ প্রেরিত পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ অনুযায়ী সার্বিক জীবন পরিচালনা করা। এই আন্দোলনে জান-মাল, সময়-শ্রমের কুরবানী দেওয়াকেই ইহকালীন মঙ্গল ও পরকালীন মুক্তির অসীলা বলে মনে করা হয়। কেননা আল্লাহ 'জান্নাতের বিনিময়ে মুমিনের জান ও মাল খরীদ করে নিয়েছেন' (তওবা ৯/১১১)। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'তোমরা মুশরিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ কর তোমাদের মাল দ্বারা, জান দ্বারা ও যবান দ্বারা'।<sup>১</sup> অতএব আল্লাহর দেওয়া জান-মাল, সময়-শ্রম আল্লাহর পথে কুরবানী করতেই চূড়ান্ত স্বার্থকতা নিহিত, আল্লাহ বিরোধী পথে নয়। এ দেশের তরুণ ছাত্রদের পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জান্নাত পিয়াসী যুবশক্তিতে রূপান্তরিত করার লক্ষ্যে বাংলা ১৩৮৪ সালের ২৩শে মাঘ, ইংরেজী ১৯৭৮ সালের ৫ই ফেব্রুয়ারী মোতাবেক ২৬শে ছফর ১৩৯৮ হিজরী রোজ রবিবার গঠিত হয় 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'। জান্নাতের সরলপথ অনুসন্ধানী মানুষকে এই পথে সম্পৃক্ত করার জন্য বাংলার বিশুদ্ধতম সংগঠন 'আহলেহাদীছ যুবসংঘ'। তবে একটি সংগঠনের মূল প্রাণ হ'ল তার কর্মীরা। যদি কর্মীরা আদর্শবান হয়, নৈতিকভাবে সৎ ও আমানতদার, সমাজের প্রতি দায়িত্বশীল হয়, তবে তাদের মাধ্যমে সমাজ সংস্কার হওয়া সম্ভব। নিম্নে দায়িত্বশীলদের কিছু আবশ্যিকীয় গুণাবলী তুলে ধরা হ'ল।

**১. সর্বদা ঈমানী শক্তিতে বলীয়ান থাকা :** সংগঠনের দায়িত্বশীলগণ সর্বদা ঈমানী শক্তিতে বলীয়ান থাকবেন। ছাহাবায়ে কেরামের ন্যায় ধৈর্য ও ত্যাগের বাস্তব নমুনা হবেন। আল্লাহ তার হৃদয়ে উথিত সর্বকিছু জানেন, তার সকল কথা শুনছেন ও সকল কাজ দেখছেন এই বিশ্বাস সর্বদা জাগরুক রাখবেন (বাক্বারাহ ২/২৮৫; ত্বোয়াহা ২০/৪৬)। তেমনি আল্লাহর সম্ভ্রষ্টি অর্জনে এবং জান্নাতের অতুলনীয় পুরস্কার লাভের আশায় সদা কর্মচঞ্চল থাকবেন। কোন প্রকার অলসতা ও বিলাসিতা যেন গ্রাস না করে। প্রগতির নামে জাহেলিয়াত ও শিরক-বিদ'আতের নাগপাশ থেকে সর্বদা দূরে থাকবেন।

\* কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক, বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ, ২০২০-২০২২ সেশন।

১. আবুদাউদ হা/২৫০৪; মিশকাত হা/৩৮২১।

২. প্রজ্ঞার সাথে দাওয়াতী কাজ করা : ‘আহলেহাদীছ আন্দোলনের’ কর্মীরা প্রজ্ঞাবান। তাই প্রজ্ঞার সাথে কাজ করা তাদের নৈতিক দায়িত্ব। আল্লাহ বলেন, اُدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ, ‘তুমি মানুষকে আহ্বান কর তোমার প্রতিপালকের পথে প্রজ্ঞা ও সদুপদেশের মাধ্যমে’ (নাহ্ল ১৬/১২৫)। দ্বীনের ছহীহ দাওয়াত দিতে গেলে মানুষের অনেক কথা শুনতে হবে; অনেকে উপহাস করবে। এমনকি আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)-কে পর্যন্ত বলা হয়েছে, لَوْلَا نَزَلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَيَّ، ‘এই কুরআন (মুহাম্মাদকে বাদ দিয়ে) দুই জনপদের কোন একজন প্রধানের উপর কেন নাযিল হ’ল না?’ (যুখরুফ ৪৩/৩১)। হযরত নূহ (আঃ) সাড়ে নয়শত বছর দাওয়াতী কাজ করে মাত্র ৮০ জনকে তাওহীদবাদী করতে পেরেছেন (আনকাবুত ২৯/১৪)। তিনি যখনই দ্বীনের দাওয়াত দিতে যেতেন। তখনই তারা কানে আঙুল দিয়ে রাখত এবং তাদের কাপড় দিয়ে ঢেকে রাখত যেন তাঁর দাওয়াত শুনতে না পায় (নূহ ৭১/৭)। এভাবে দাওয়াতী কাজ করতে গেলে পাহাড়সম ধৈর্য প্রয়োজন। ধৈর্যের সাথে দ্বীনের দাওয়াতী কাজ করাও এক ধরনের জিহাদ।

৩. ‘আমর বিল মা’রুফ ওয়া নাহী’ আনিল মুনকারের কাজ আঞ্জাম দেওয়া : সং কাজের আদেশ ও অসং কাজে নিষেধ করতে গেলে নানা ধরনের বাধা আসবে। বাধা আসাটাই স্বাভাবিক। এসব বাধা মোকাবিলা করে মা’রুফ আদেশ করা ও মুনকার বর্জনের আহ্বান জানানো এক ধরনের জিহাদ। আল্লাহ বলেন, كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ، ‘তোমরাই অুর্জাত লিল্লাস তাম্রুন بالمعرূف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله, হ’লে শ্রেষ্ঠ জাতি। যাদের উদ্ভব ঘটানো হয়েছে মানবজাতির কল্যাণের জন্য। তোমরা সৎকাজের আদেশ করবে ও অসৎকাজে নিষেধ করবে এবং আল্লাহর উপর বিশ্বাস রাখবে’ (আলে ইমরান ৩/১১০)। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ، ‘মুনকার মুনার, فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فليُسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فليُقَلِّبْهُ، وَذَلِكَ أضعفُ الإيمان، কিছু দেখলে তা হাত দিয়ে প্রতিরোধ করবে। নইলে যবান দিয়ে। নইলে অন্তর দিয়ে ঘৃণা করবে। আর এটি হ’ল দুর্বলতম ঈমান’।<sup>২</sup>

৪. নিজের সার্বিক জীবনে ইলাহী বিধানের পূর্ণাঙ্গ অনুসরণ করা : আল্লাহর পথে দাওয়াত দিতে গিয়ে সে কথাটিই বলতে হবে, যা আপনি আপনার বাস্তব জীবনে আমল করেন। মুখে দ্বীনের অনেক কথা বলা যায়, কিন্তু বাস্তব জীবনে সেসব অনুসরণ করা কঠিন। এজন্য যতটুকু জানেন, ততটুকু মানুন। আর যতটুকু মানেন, ততটুকু বলুন। কেননা আল্লাহ বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ - ‘হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা এমন কথা কেন

বল যা তোমরা কর না? আল্লাহর নিকটে বড় ক্রোধের বিষয় এই যে, তোমরা বল এমন কথা যা তোমরা কর না? (হুফ ৬১/২-৩)। এজন্য আল্লাহর পথের দাঙ্গিগণ সর্বপ্রথম নিজের জীবনে ইলাহী বিধানের পূর্ণাঙ্গ অনুসরণ করবেন।

**৫. বাতিলের মোকাবিলা করা :** যদি মিডিয়ার মাধ্যমে ইসলামের বিরোধিতা করা হয়, তাহ'লে মিডিয়ার মাধ্যমে তার জবাব দিতে হবে। যদি সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে বিরোধিতা হয়, সংস্কৃতির মাধ্যমে তার জবাব দিতে হবে। যদি বুদ্ধিবৃত্তিক কুটকৌশলে বিরোধিতা হয়, বুদ্ধিবৃত্তিক কৌশলে তার জবাব দিতে হবে। কলমের মাধ্যমে বিরোধিতা হ'লে, কলমের মাধ্যমে উপযুক্ত জবাব দিতে হবে। আল্লাহ বলেন, 'وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً', 'তোমরা মুশরিকদের বিরুদ্ধে সমবেতভাবে যুদ্ধ কর, যেমন তারা তোমাদের বিরুদ্ধে সমবেতভাবে যুদ্ধ করে' (তওবা ৯/৩৬)। অতএব 'আহলেহাদীছ আন্দোলনে'র বিরোধিতা যে ভাবেই করা হোক না কেন, তার মোকাবিলায় ভূমিকা পালন করা মুসলমানদের উপর অপরিহার্য।

**৬. জনপ্রিয়তার স্রোতে গা না ভাসানো :** সকল পর্যায়ে দায়িত্বশীলকে কেবলমাত্র আল্লাহর কালেমা উড্ডীন করার জন্য সর্বদা তৎপর থাকতে হবে। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বিভিন্ন জাঁকজমকপূর্ণ আলোচনা ও বক্তাদের দেখে জনপ্রিয়তার স্রোতে গা ভাসানো যাবে না। মাল ও মর্যাদার লোভ অবশ্যই পরিহার্য। কেননা 'মাল ও মর্যাদার লোভ মানুষের দ্বীনের জন্য ধ্বংসকর'।<sup>১০</sup> সুতরাং নির্দিষ্ট লক্ষ্যে অবিচল থেকে সাধ্যমত দাওয়াতী কাজ করে যেতে হবে।

**৭. অন্যের দুনিয়াবী জৌলুস দেখে প্রতারিত না হওয়া :** সংগঠনের 'গঠনতন্ত্র' ও 'কর্মপদ্ধতি'র আলোকে শাখা, এলাকা, উপযেলা, যেলা ও কেন্দ্রের সমস্ত কার্যক্রম সুচারুরূপে পরিচালনা করতে হবে। প্রত্যেক সম্পাদক তার অধস্তন স্ব স্ব সম্পাদকের কর্মতৎপরতার উপর নিয়মিত মনিটরিং করবেন। প্রতি উর্ধ্বতন সাংগঠনিক স্তর তার অধস্তন সাংগঠনিক স্তরের কর্মতৎপরতার উপর নিয়মিত মনিটরিং করবেন। তবেই দফতর সম্পাদক থেকে সভাপতি এবং শাখা থেকে কেন্দ্র পর্যন্ত সংগঠনের সকল পর্যায়ের দাওয়াতী ক্ষেত্রে আমূল পরিবর্তন সাধিত হবে। এক্ষেত্রে অন্যান্য সংগঠনের ধনবল ও জনবল এবং দুনিয়াবী জৌলুস দেখে প্রতারিত হওয়া যাবে না। কেননা আল্লাহর শোকরওয়ার বান্দার সংখ্যা স্বল্পই হয়ে থাকে (সাবা ৩৪/১৩)।

**৮. অল্পে তুষ্ট থাকা :** বৈধ পন্থায় জীবিকা অন্বেষণ প্রতিটি মুমিনের জন্য আবশ্যিক। আর তাক্বদীরের লিখন নির্ধারিত জীবিকায় সম্ভুষ্ট থাকাই হ'ল 'অল্পে তুষ্ট নীতি'। পৃথিবীর বুকে বিচরণশীল প্রতিটি প্রাণীর জীবিকার দায়িত্ব স্বয়ং আল্লাহর হাতে (হুদ ১১/৬)। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'সে ব্যক্তিই প্রকৃত সফলকাম যে ইসলাম গ্রহণ করেছে, তাকে প্রয়োজনীয় জীবিকা দেওয়া হয়েছে এবং আল্লাহ প্রদত্ত জীবিকায়

তাকে পরিতুষ্টি দান করা হয়েছে’।<sup>৪</sup> আর সেই মানুষের মধ্যে সর্বাপেক্ষা ধনবান, যে ব্যক্তি তাক্বদীরের প্রতি সন্তুষ্ট ও আস্থাবান’।<sup>৫</sup> সাংগঠনিক দায়িত্বশীলদের জন্য ‘অল্পে তুষ্টি’ নীতি আবশ্যিক। কারণ তাদের মধ্যে এটা না থাকলে সংগঠন ক্ষতিগ্রস্ত হবে। কারণ সরেযমীনে দেখা গেছে যে, একই ব্যক্তি শিক্ষকতা বা ব্যবসা করেন, ইমামতি করেন ৫ ওয়াক্ত ছালাতের, বিকালে টিউশনী করেন, জুম‘আর দিনে অন্য মসজিদে খুত্বা দেন, বাড়ীতে গবাদিপশু প্রতিপালন করেন এবং এছাড়াও তার থাকে সাংসারিক ঝামেলা। এতগুলি বন্ধি-ঝামেলা সামলিয়ে সংগঠনের উল্লেখযোগ্য কোন উপকার সাধন করা তার মাধ্যমে সম্ভবপর হয় না। মানুষের রিযিকের প্রতিটি কতা তাক্বদীর কর্তৃক পূর্ব নির্ধারিত। কিন্তু সে তার জীবিকার জন্য সারাদিন ব্যতিব্যস্ত থাকে। তেমনিভাবে দ্বীন হেফাযতের দায়িত্বও কিন্তু আল্লাহ নিয়েছেন (হিজর ১৫/৯)। কিন্তু সে দ্বীনি কাজে সময় ব্যয় করতে চায় না। সে ক্ষণস্থায়ী নগদ লাভের উদ্দেশ্যে সর্বস্ব বিলিয়ে দেয়। কিন্তু চিরস্থায়ী ব্যবসায়ের জন্য আত্মোনিয়োগ করে না। অথচ আল্লাহ জান্নাতের বিনিময়ে মুমিনের জান-মাল ক্রয় করে নিয়েছেন (তওবা ৯/১১১)। অতএব সংগঠনের সকল স্তরের দায়িত্বশীলদের জন্য ‘অল্পে তুষ্টি’ নীতি পালন করা আবশ্যিক।

**৯. পরস্পরের আমানতে সন্দেহপ্রবণতা পরিহার করা :** সংগঠনের প্রত্যেক দায়িত্বশীল পরস্পরের প্রতি ভালোবাসার সর্বোচ্চ নমুনা স্থাপন করবেন। কাজ-কর্মে, কথা-বার্তায় সর্বাধিক নমনীয় থাকবেন। সকল প্রকার সাংগঠনিক আমানত হেফাযত করবেন। পরস্পরের আমানতে সন্দেহপ্রবণতা পরিহার করবেন। তাতে দায়িত্বশীলগণের মধ্যে হৃদয়তা জোরালো হবে এবং সামষ্টিক কাজে পারস্পরিক পূর্ণ সহায়তার মাধ্যমে সংগঠন শক্তিশালী হবে। সেকারণ সংগঠনের সকল স্তরের দায়িত্বশীলগণ রসিদের মাধ্যমে আয় ও ভাউচারের মাধ্যমে ব্যয় ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা আবশ্যিক।

**১০. দ্বি-মুখীদের সম্পর্কে সর্বদা সজাগ থাকা :** মুনাফিক ও দ্বি-মুখী লোকেরা সমাজ ও সংগঠনের জন্য সবচেয়ে ক্ষতিকর। তারা সংগঠনের অন্তর্ভুক্ত হ’তে চাইবে, কিন্তু সংগঠনের ক্ষতি ছাড়া তেমন কোন উপকার সাধন করবে না। তারা তাদের ব্যক্তিগত স্বার্থে সংগঠনে অনুপ্রবেশ করতে চাইবে বা সংগঠনের দায়িত্বশীলদের তাদের বেনামী প্লটফরমে সমবেত করতে জান-মাল দিয়ে কোশেশ করে যাবে। তারা তাদের ব্যক্তিগত বা সাংগঠনিক হীন স্বার্থকে চরিতার্থ করতে ‘আহলেহাদীছ আন্দোলন’-কে ঢাল হিসাবে ব্যবহার করবে। কখনোবা দায়িত্বশীলদের মরীচিকাময় ‘জাতীয় বৃহত্তর ঐক্য’ নামক গোলক ধাঁধার বিষাক্ত পুরীষ উদ্দীর্ণ করবে। কখনো লোভ দেখাবে। কখনো টোপ দিবে। দায়িত্বশীলদের মোটা অংকের বেতন অফার করবে। অজ্ঞাতজাত কুলশীল ব্যক্তিবর্গ বাড়ী-গাড়ী হাদিয়া পাঠাবে। বিভিন্ন অকেশনে পরবী-সালামী দিবে। উদ্দেশ্য একটাই দায়িত্বশীলদের সংগঠন থেকে বিচ্ছিন্ন করা ও

‘আহলেহাদীছ আন্দোলন’-কে খতম করা। তারাই মুনাফিক। আর মুনাফিকরা হ’ল ঘরের শত্রু। অতএব দ্বি-মুখীদের সম্পর্কে সর্বদা সজাগ থাকা আবশ্যিক।

**১১. সর্বোত্তম পন্থায় গঠনমূলক আলোচনা :** দ্বীনে হক প্রচারের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ কোমলতা প্রদর্শন করতে হয়। যেমন আল্লাহ বলেন, اِدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ, ‘তুমি সর্বোত্তম দ্বারা অনুত্তমকে প্রতিহত কর’ (হা-মীম সাজদাহ ৪১/৩৪)। তিনি বলেন, وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ, ‘এবং সুন্দরতম পন্থায় তাদের সাথে বিতর্ক করতে পার’ (নাহল ১৬/১২৫)। কেননা সর্বোত্তম পন্থায় গঠনমূলক আলোচনা করলে তার মধ্যে চিন্তার খোরাক অঙ্কুরিত হয়। সত্য গ্রহণে সে উদগ্রীব থাকে। ফলে সে আল্লাহকে ভয় করে এবং উপদেশ গ্রহণ করে। যেমনটি মূসা ও হারুণ (আঃ) করেছিলেন (ত্বায়াহা ২০/৪৪)। অতএব দাওয়াতের ময়দানে সর্বোত্তম পন্থায় গঠনমূলক আলোচনা করা যেতে পারে। তবে কোনভাবেই সেটি যেন বাড়াবাড়ি কিংবা সমালোচনার উপাখ্যানে পর্যবসিত না হয়।

**১২. সংগঠনত্যাগকারীদের চাতুর্যপূর্ণ বাক্যবাণে প্রতারিত না হওয়া :** সংগঠন বহির্ভূত ও সংগঠন পরিত্যাগকারীদের বিষয়ে সর্বদা সতর্কবস্থায় থাকা সুসংগঠকদের জন্য অবশ্য কর্তব্য। তাদের কোন চাতুর্যপূর্ণ বাক্যবাণে প্রতারিত হওয়া যাবে না। সংগঠন বহির্ভূতরা যেন সংগঠনভুক্ত হয় এবং সংগঠন পরিত্যাগকারীরা জেনে-বুঝে ও ভুল-ত্রুটি স্বীকার করে আবার যেন ফিরে আসতে পারে, সেজন্য অব্যাহতভাবে প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ হলে তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতে হবে। আল্লাহ বলেন, وَلَا تَطْعَمَنَّ أَغْفَلْنَا قَلْبُهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرْطًا, ‘আর তুমি ঐ ব্যক্তির আনুগত্য করো না যার অন্তরকে আমাদের স্মরণ থেকে গাফেল করেছে এবং সে তার কুপ্রবৃত্তির অনুকরণ করে ও তার বাড়াবাড়ি সীমা অতিক্রম করেছে’ (কাহ্ফ ১৮/২৮)।

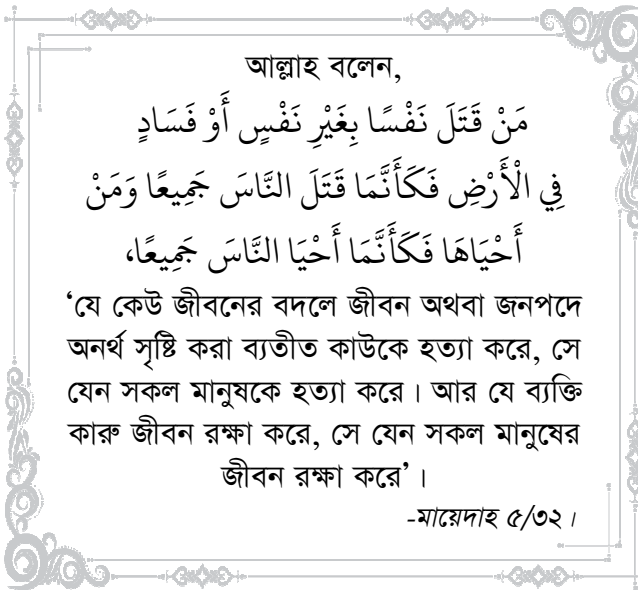
**১৩. বাতিলের অপপ্রচারের ব্যাপারে সতর্ক হওয়া :** ‘আহলেহাদীছ আন্দোলন’র সাথে সন্তাসের কোন সম্পর্ক নেই। আক্রমণাত্মক, বিদ্‌পাত্মক, ধ্বংসাত্মক বা সন্তাসমূলক অথবা উস্কানীমূলক কার্যকলাপের সাথে আহলেহাদীছ আন্দোলনের কোনই সম্পৃক্ততা নেই। থাকার কথাও নয়। কেননা ইসলাম সন্তাসবাদে বিশ্বাসী নয়। কিন্তু বর্তমানে আহলেহাদীছ আন্দোলন নানা ধরনের অপপ্রচার ও চ্যালেঞ্জের শিকার। আহলেহাদীছগণকে ফাভামেন্টালিস্ট, টেরোরিস্ট, এক্সট্রিমিস্ট, জিহাদিস্ট বা মিলিট্যান্ট আখ্যায়িত করে তাদের সম্পর্কে বিষাদগার করা হচ্ছে। সমাজের সকল স্তরের মানুষের সাথে মিশে সংগঠনের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য, মূলনীতি-কর্মপদ্ধতি বুঝিয়ে এই ‘আহলেহাদীছ ফোবিয়া’ বিদূরিত করতে হবে।

**উপসংহার :**

অন্যান্য সংগঠনে যারা কাজ করেন, তারা মূলত ইসলামের পূর্ণাঙ্গ অনুসরণের জন্য কাজ করেন না। তাদের অনেকেই দুনিয়াতে মানবরচিত বিশেষ কোন আদর্শ

প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করেন। আর এই কারণেই ইসলামী সংগঠনের সাথে সম্পৃক্ত জনশক্তির সাথে তাঁদের কর্মসূচী ও কর্মনীতিতে পার্থক্য দেখা যায়। ফলে তাদের শেষ পরিণতিও হয় দুঃখজনক।<sup>৬</sup> অপরদিকে জাগতিক সফলতা নয়, বরং আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জন করা এবং পরকালীন সফলতাই ‘আহলেহাদীছ আন্দোলনে’র চূড়ান্ত সফলতার মানদণ্ড। আর তা হচ্ছে জীবনের সর্বক্ষেত্রে কিতাব ও সুন্নাহের যথাযথ অনুসরণের মাধ্যমে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জন করা। বিশ্বমানবতার কল্যাণ কামনার মাধ্যমে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জন করা। দুনিয়াবী কোন হীনস্বার্থে তারা সংগঠনে সম্পৃক্ত হন না। তাঁদের চাওয়া-পাওয়ার মূল লক্ষ্য থাকে পরকাল। মূলতঃ জান্নাত লাভের প্রত্যাশায় তাঁরা লিলাহ কাজ করে থাকেন। আল্লাহকে রাযী-খুশী করার জন্য দুনিয়ার সকল দুঃখ-কষ্ট হাসিমুখে বরণ করেই জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত কাটানোর জন্য চেষ্টিত থাকেন এবং জাহান্নামের কঠিন আযাব থেকে আত্মরক্ষার জন্য আত্মসংশোধন, পরিবার ও সমাজ সংশোধন করতে সদা সচেষ্ট থাকেন। কিন্তু আত্মসংশোধনের চেষ্টা করতে গিয়ে তারা আত্মকেন্দ্রীক থাকেন না। জাহান্নামের লেলিহান অগ্নিশিখা থেকে আত্মরক্ষা করার জন্যই পরিবার-পরিজন, আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশী ও অন্যান্য মানুষদেরকেও আল্লাহ্র পথে আহ্বান জানানোর ঈমানী দায়িত্বে নিরলসভাবে পালন করে যান। কেননা আব্দীদা ও আমলের সার্বিক সংস্কার সাধনই ‘আহলেহাদীছ আন্দোলনে’র সামাজিক ও রাজনৈতিক লক্ষ্য।

৬. আহমাদ হা/১৭২০৯, ১৭৮৩৩, ২২৯৬১; তিরমিযী হা/২৮৩৬; মিশকাত হা/৩৬৯৪।





## সাংগঠনিক দক্ষতা অর্জনের উপায়

-আহমাদুল্লাহ\*

**উপস্থাপনা :** একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্যে একজন নেতার অধীনে সংঘবদ্ধ জনসমষ্টিকে জামা'আত বা সংগঠন বলে। সাংগঠনিক কর্মসূচী বাস্তবায়নের মূল চালিকাশক্তি হ'ল আনুগত্যশীল কর্মী। তাদেরকে আনুগত্যশীল রাখা এবং তাদের মাধ্যমে সাংগঠনিক কর্মসূচী বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজন সৃষ্টি ও দক্ষ নেতৃত্ব। আলোচ্য নিবন্ধে 'সাংগঠনিক দক্ষতা অর্জনের উপায়' শিরোনামে কিছু আলোচনার প্রয়াস পাব ইনশাআল্লাহ।

**সাংগঠনিক দক্ষতা :**

সাংগঠনিক দক্ষতা হ'ল সময়, শক্তি বা উভয়ই ব্যবহার করে একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নির্ধারিত ফলাফল সহ সাংগঠনিক কর্মসূচী ও সিদ্ধান্ত সম্পাদন করার সক্ষমতা।

**সাংগঠনিক দক্ষতা অর্জনের গুরুত্ব :** যে কোন বিষয়ে দক্ষতা অর্জনের গুরুত্ব অত্যধিক। দক্ষতা অর্জন ব্যতীত কোন কাজই সুষ্ঠু ও সুচারুরূপে সম্পন্ন করা সম্ভব নয়। সাংগঠনিক জীবনের ক্ষেত্রে এর প্রভাব ও গুরুত্ব অপরিসীম। সাংগঠনিকভাবে যে কোন কাজ বাস্তবায়ন করা যেমনিভাবে সহজ এবং ফলপ্রসূ, তেমনি দক্ষতার সাথে বাস্তবায়ন করাও যত্নসূরী। কেননা যে যত বেশী দক্ষ, তার চিন্তাধারা ও পরিকল্পনা ততবেশী নিখুঁত। তাই সাংগঠনিক কর্মসূচী বাস্তবায়নে দক্ষতার বিকল্প নেই।

**সাংগঠনিক দক্ষতা অর্জনের উপায় :** জন্মগতভাবে কেউ কোন বিষয়ে দক্ষতা অর্জন করে না। নানা ধাপ, ঘাত-প্রতিঘাত, চড়াই উৎরাই ও বিভিন্ন অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে কোন সুনির্দিষ্ট বিষয়ে দক্ষতা অর্জিত হয়। সাংগঠনিক দক্ষতা অর্জনও সেরূপ। নিম্নে সাংগঠনিক দক্ষতা অর্জনের কিছু উপায় আলোকপাত করা হ'ল।

**১. জ্ঞানার্জন করা :** যে কোন বিষয়ে দক্ষতা অর্জনের পূর্বশর্ত হ'ল সংশ্লিষ্ট বিষয়ে জ্ঞানার্জন করা। তাই সাংগঠনিক দক্ষতা অর্জনের পূর্বশর্ত হ'ল সংগঠন সম্পর্কিত জ্ঞানার্জন করা। বিশেষ করে সংগঠনের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য-মূলনীতি কর্মসূচী, গঠনতন্ত্র সর্বোপরী কর্মপদ্ধতি সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা রাখা।

**২. প্রশিক্ষণ গ্রহণ করা :** 'কঠিন প্রশিক্ষণ, সহজ যুদ্ধ' নামে সামরিক বাহিনীতে একটি স্লোগান প্রচলিত আছে। অর্থাৎ কঠিন প্রশিক্ষণ যুদ্ধকে সহজ করে তোলে। সাংগঠনিক কার্যক্রম সঠিকভাবে বাস্তবায়নে প্রশিক্ষণ গ্রহণের বিকল্প নেই। যে কর্মী হাতে-কলমে বেশী প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে সে সংগঠন সম্পর্কে হাতে-কলমে বেশী শিখতে পারে। সাথে সাথে যে কোন কাজ বা সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন পদ্ধতি ঐ কর্মী কিংবা দায়িত্বশীলের জন্য অনেক সহজ হয়। প্রতিকূল পরিস্থিতি মোকাবেলার ব্যাপারে ঐ কর্মী সচেতনভাবে দূরদর্শী পরিকল্পনা গ্রহণ করতে পারেন। তাই প্রশিক্ষণ একজন কর্মীর সাফল্য লাভের চাবিকাঠি।

**৩. পরীক্ষায় অংশগ্রহণ :** সাংগঠনিক দক্ষতা যাচাই ও বৃদ্ধির অন্যতম মাধ্যম হ'ল মানোন্নয়ন পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করা। পরীক্ষায় অংশগ্রহণের ফলে একজন কর্মীর তার স্বীয় জ্ঞান যাচাইয়ের সুযোগ হয় এবং প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণে তৎপরতা বৃদ্ধি পায়।

**৪. দায়িত্ব পালন :** একজন কর্মীকে সাংগঠনিক দায়িত্বসহ বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করতে হয়। এই দায়িত্ব বেশী বেশী পালনের মাধ্যমে নানাবিধ অভিজ্ঞতা অর্জন করে। এই অভিজ্ঞতাগুলি অর্জনের মধ্য দিয়ে একজন কর্মীর সাংগঠনিক দক্ষতা সঞ্চিত হয়। সেজন্য গঠনতাত্ত্বিক নিয়মানুযায়ী নিজের উপর অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করার মাধ্যমে সাংগঠনিক দক্ষতা বৃদ্ধি করা যায়।

**৫. পর্যবেক্ষণ :** সাংগঠনিক দক্ষতা অর্জনের অন্যতম মাধ্যম হ'ল অন্য দায়িত্বশীলদের পর্যবেক্ষণ করা। সংগঠনে দীর্ঘদিন থেকে যারা বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করেছেন তাদেরকে কাছ থেকে দেখা, তাদের চিন্তা-ভাবনাগুলি গভীরভাবে লক্ষ্য করা, তাদের পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন কৌশল অবলোকন করা মাধ্যমে একজন সংগঠকের সমস্যা সমাধান সম্পর্কে ধারণা স্পষ্ট হয় এবং দক্ষতা বৃদ্ধি পায়।

**৬. সাংগঠনিক শৃংখলা বজায় রাখা :** বিশৃংখলভাবে কাজ করার মধ্যে সংগঠনের ক্ষতি অনিবার্য। উর্ধ্বতন থেকে অধঃস্তন সকল পর্যায়ে নিয়ম-শৃংখলা মেনে কাজ না করলে সংগঠনের অগ্রগতি কোনভাবে সম্ভব নয়। তাই সকল পর্যায়ের দায়িত্বশীল ও কর্মীদের সর্বাবস্থায় সাংগঠনিক শৃংখলা মেনে চলা একান্ত কর্তব্য। সুতরাং একজন কর্মী সাংগঠনিক শৃংখল জীবন যাপনের মধ্য দিয়ে দক্ষ সাংগঠনিক হিসাবে গড়ে ওঠে। মেধাবী মানেই দক্ষ সংগঠক নয়, সংগঠক হওয়ার শর্তই হ'ল শৃংখলাবোধ, যার মাধ্যমে সে 'টীমম্যানশীপ' অর্জন করে।

**৭. ভুল স্বীকার না করা :** যারা কাজ করে তাদেরই ভুল হয়ে থাকে। সুতরাং কাজ করতে গিয়ে কখনও কোন ভুল হয়ে গেলে নিজেকে শুধরানোর জন্য ভুল স্বীকার করা দক্ষতা অর্জনের পথে অন্যতম ধাপ। আর একজন কর্মীর বড় সফলতাই হ'ল ভুল স্বীকার করে পরবর্তী কর্মপন্থা নির্ধারণ করা এবং সে অনুযায়ী কাজ করা। সংগঠনের প্রত্যেক স্তরের নেতা-কর্মীর উচিত সংগঠনের অগ্রগতির স্বার্থে খালেছ নিয়তে আল্লাহর সম্ভষ্টির উদ্দেশ্যে কাজ করা। আর সফলতার দায়িত্ব আল্লাহর উপর ন্যস্ত করা। তাতে ব্যর্থতা আসলেও মনে কোন গ্লানি থাকে না বরং প্রশান্তি আসে।

**৮. সাংগঠনিক সুসম্পর্ক বৃদ্ধি :** অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, রক্তের সম্পর্কের চাইতে দ্বীনী ভাতৃত্বের বন্ধন দৃঢ় হয়। কারণ এতে কোন স্বার্থপরতা থাকে না। সুতরাং যে কোন সমস্যায় সাংগঠনিক ভাইদেরকে সাথে নিয়ে সামনে এগিয়ে গেলে দুর্বিসহ কাজও সহজ হয়ে যায়। সেজন্য একে অপরের সাথে সুসম্পর্ক তৈরী করা এবং ধরে রাখা একজন দক্ষ কর্মীর কাজ।

পরিশেষে বলা যায় যে, সাংগঠনিক কার্যাবলী সুচারুরূপে সম্পন্ন করতে কিংবা সফলভাবে বাস্তবায়ন করতে দক্ষ কর্মীর কোন বিকল্প নেই। এই দক্ষতা অর্জনে চাই একনিষ্ঠতা, জানার তীব্র আকাঙ্ক্ষা এবং সর্বোপরি আল্লাহর উপর ভরসা রেখে কাজ করা। আল্লাহ আমাদেরকে সাংগঠনিক কর্মসূচিসমূহ ইখলাহ ও ইস্তিকামাতের সাথে বাস্তবায়ন করার তাওফীক দান করুন এবং পরকালীন পাথের হিসাবে তা কবুল করুন।- আমীন!

## যুবসমাজের মধ্যে নাস্তিক্যবাদের প্রসার : কারণ ও প্রতিকার

-আব্দুল্লাহ আল-মুহাদ্দিক\*

**ভূমিকা :** বিশ্বাসের সুর সর্বদা প্রাণবন্ত এবং অনুপম হয়। বিশ্বাসের শীতল পরশ যেন স্বচ্ছ বর্ণার ফল্লুধারার মতোই নির্মল। সভ্যতার সূচনা লগ্ন থেকে এই বিশ্বাস-অবিশ্বাসের দ্বন্দ্ব চলে আসছে সমানুপাতিক হারে। সভ্যতার ধ্বজাধারী ত্বাণ্ডী শক্তির ক্রমবর্ধমান বিদ্রোহ ও অপপ্রচারে বর্তমান পৃথিবীতে নাস্তিক্যবাদের সংখ্যা জ্যামিতিকভাবে বেড়েই চলেছে। এক্ষেত্রে সোশ্যাল মিডিয়াকে হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করে ইসলাম বিদ্রোহী শক্তি অত্যন্ত সুকৌশলে তরুণ প্রজন্মের ভাবনা জগতে সংশয়ের বীজ রোপণ করছে। আর সংশয় থেকে জন্ম নিচ্ছে অবিশ্বাস আর নাস্তিক্যবাদ। কিছু অযাচিত প্রশ্ন এবং মুখের বুলি কীবোর্ডের মাধ্যমে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে ওরা তরুণ-যুবাদের চেতনার মানচিত্রে বপন করছে সন্দেহের বীজ। অবিশ্বাস, ধর্মহীনতা তথা নাস্তিক্যবাদের অবিরাম ধ্যে আসা ঝড়ের মুখে পড়ে আমাদের যুবসমাজ আজ দিগ্বিদিকশূন্য। ফলশ্রুতিতে রক্তক্ষরণ হচ্ছে মুসলিম মিল্লাতের। আমাদের তরুণ সমাজ হাবুডুবু খাচ্ছে প্রগতির স্রোতে। বলা চলে তাদের আক্রোশের প্রধান শিকারই হচ্ছে মুসলিম যুবসমাজ। নিম্নে যুবসমাজের মধ্যে নাস্তিক্যবাদের প্রসার : কারণ ও প্রতিকার—শীর্ষক আলোচনার প্রয়াস পাব ইনশাআল্লাহ।

**নাস্তিক্যবাদের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ :** ইংরেজী শব্দ ‘এথিস্ট’ বা নাস্তিক শব্দটি এসেছে ফরাসী শব্দ Atheist থেকে যার অর্থ সেসব মানুষ যারা আল্লাহর অস্তিত্বকে প্রত্যাখ্যান করে। ইংরেজীতে নাস্তিক শব্দের ব্যবহার খুঁজে পাওয়া যায় ১৫৬৬ সালের পূর্বভাগে। তবে তখনো সেটি কোন মতবাদ হিসাবে প্রতিষ্ঠিত ছিল না। কারেন আর্মস্ট্রং-এর মতে, ১৬ এবং ১৭ শতকে নাস্তিক্যবাদ শব্দটি শুধু একটি বিতর্কিত তর্কশাস্ত্র হিসাবে প্রচলন ছিল। সেসময় নাস্তিক্যবাদ পদবাচ্যটি একপ্রকার অপমানজনক শব্দ হিসাবে বিবেচিত হত। কেউ নিজেকে স্বপ্নেও নাস্তিক পরিচয় দেওয়ার কথা ভাবত না। গত কয়েক শতাব্দীতে এটি মূলত একটি তত্ত্ব বা মতবাদ হিসাবে পরিচিতি লাভ করে। সাধারণভাবে নাস্তিক বলতে সেই সকল মানুষদেরকে নির্দেশ করে যারা স্রষ্টার অস্তিত্ব নেই বলে মনে করে এবং যারা প্রচলিত ধর্ম সমূহে অবিশ্বাসী হয়ে থাকে। জর্জ এইচ স্মিথ (১৭৭৯) এর মতে, সজ্ঞানে নাস্তিকতা মানে হ’ল কোন ধর্ম বা বিশ্বাসকে সচেতনভাবে প্রত্যাখ্যান করা। অর্থাৎ নাস্তিক্যবাদ মূলত জগতের সকল দ্বীন ও ধর্মকে অস্বীকার করার নাম।

\* বি.এস.সি (সম্মান), অর্থনীতি বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ও সভাপতি, আহলেহাদীছ যুবসংঘ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, সেশন ২০১৮-২০২০/২০২০-২০২২।

নিজেকে নাস্তিক হিসাবে অভিহিত করার প্রথম ধাপ শুরু হয় ইউরোপে ১৮ শতকের শেষ ভাগে। তাছাড়া ইউরোপ এবং আমেরিকার বেশীর ভাগ তরুণরাই ধর্মহীন। তারা ধর্ম-কর্মে বিশ্বাসের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করে না। বর্তমানে প্রাচ্য দুনিয়ার সবচেয়ে বড় রাষ্ট্র রাশিয়া হ'ল নাস্তিক্যবাদের লীলাভূমি। তাছাড়া বর্তমানে মুসলিম বিশ্বের তরুণদের মধ্যে নাস্তিক্যবাদ হু হু করে বৃদ্ধি পাচ্ছে। এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকার ২০১০ সালের প্রাপ্ত ফলাফল থেকে দেখা যায়, পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার ৯.৬ শতাংশ মানুষ ধর্মকে বিশ্বাস করে না। মার্কিন ফ্যামিলি সার্ভের ২০১৭ সালে জরিপ অনুযায়ী প্রায় ৩৪ শতাংশ লোক নিজেকে ধর্মের সাথে সংযোগহীন বলে দাবী করে। যাদের মধ্যে ৬ শতাংশ সংশয়বাদী এবং ৫ শতাংশ নাস্তিক।

## যুবসমাজে নাস্তিক্যবাদ প্রসারের কতিপয় কারণ

**১. পুঁজিবাদের প্রলোভন :** পশ্চিমা ক্রীড়ানকরা গণতন্ত্রকে কুক্ষিগত করে ক্যাপিটালিজম বা পুঁজিবাদের মাধ্যমে যুবকদের সামনে ভোগবিলাস, আনন্দ-ফুর্তি, নাচ, গান, পার্টি, খেলাধুলা আর রাত জেগে মুত্তি দেখাকেই জীবনের একমাত্র অবলম্বন হিসাবে প্রমোট করছে। প্রজন্মের বিশাল অংশ এখন বিশ্বাস করে যে,

‘যাবজ্জীবন সুখং জীবৎ,  
ধনং কৃত্বা মৃতং পিবেৎ’॥  
‘নগদ যা পাও হাত পেতে নাও  
বাকির খাতায় শূন্য থাক।  
দূরের বাদ্য লাভ কি শুনে?  
মাঝখানে যে বেজায় ফাঁক’॥

অর্থাৎ তাদের চিন্তায়-চেতনায় মানুষের পারলৌকিক জীবনের কোন ঠাই নেই। ধর্ম, বিশ্বাস, পরোপকার, আমল, আখলাক এসবকে নিছক কুসংস্কার হিসাবে তুলে ধরে তারা যুবকদেরকে নিয়ন্ত্রণহীন জীবন তথা নাস্তিক্যবাদের দিকে ঠেলে দিচ্ছে।

পুঁজিবাদীদের লাগামহীন প্রলোভনের শিকার হয়ে মুসলিম যুবকরা আজ স্বচ্ছ-সুন্দর জীবন বিনির্মাণে ধর্মীয় অনুশাসনের প্রয়োজনীয়তা ভুলতে বসেছে। তাদের এখন চাই টেকনোলজির আপডেট ভার্সন। নতুন মডেলের গাড়ি, খোশ-আনন্দে বন্ধু-বান্ধবীর বার্থে সেলিব্রেশন। ধর্ম-কর্ম এসবের সময় কোথায়? পুঁজিবাদের বিষবাক্ষেপে যুবকরা ধর্মকে আজ ঐচ্ছিক বা ব্যাকডেটেড কোন বিষয় মনে করে।

**২. ধর্মহীন শিক্ষা ব্যবস্থা :** রাতের অন্ধকারে কেউ যদি একজন অন্ধ ব্যক্তির হাতে আগুনের মশাল দিয়ে বলে, ‘যাও এবার তুমি ঘর আলোকিত করো’। সে কি তা পারবে, নাকি আগুনের মশাল দিয়ে উল্টো এখানে ওখানে আগুন লাগাবে? অনুরূপভাবে বর্তমানে দেশে প্রচলিত সেকুলার শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে যুবক এবং শিশু-কিশোররা আলোর পথের অভিযাত্রী না হয়ে বরং বিপথগামী হওয়ার সম্ভাবনাই বেশী। ধর্মহীন এ শিক্ষাব্যবস্থা পরোক্ষভাবে তাদেরকে নাস্তিকতার দিকে ধাবিত করেছে।

ধর্মহীন শিক্ষা ব্যবস্থার প্রভাবে এমন একটি প্রজন্ম তৈরী হচ্ছে যারা নিজেদের ঈমান, আকীদা-মানহায সম্পর্কে কিছুই জানে না। ওরা এক নিঃশ্বাসে প্রিয় ক্লাবের এগারো জন খেলোয়ারের নাম বলতে পারলেও জান্নাতের সুসংবাদ প্রাপ্ত কোন ছাহাবীর নাম জানে না। ওরা শরৎচন্দ্র, হুমায়ুন আর তিন গোয়েন্দার হাযারো পৃষ্ঠা বইয়ের অ্রাণ নিলেও প্রিয় নবী করীম (ছাঃ)-এর জীবনী পড়ার সৌভাগ্য তাদের হয়নি। হলিউড, বলিউডের প্রিয় অভিনেতাদের নামের ফিরিস্তি জানা থাকলেও ইসলামের বীর মুজাহিদদের সম্পর্কে কিছুই জানে না।

**৩. লাগামহীন জীবনের বিরামহীন ছুটে চলা :** জীবন উপভোগের চিন্তায় মত্ত হয়ে ভোগ বিলাসের সমুদ্রে মানুষ হাবুডুবু খাচ্ছে। প্রাত্যহিক রুটিনের ভারে মনের অজান্তে সে যান্ত্রিক মেশিনে পরিণত হচ্ছে। ফলে ধর্ম নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করার কথা সে ভুলে যায়। ফলশ্রুতিতে তার ভাবনা জুড়ে কখনই উদিত হয় না কে এই বিশ্ব ধরিত্রীর স্রষ্টা? আর কেনই বা তিনি আমাকে সৃজিয়েছেন? আমি কোথা থেকে এসেছি এবং আমার গন্তব্য কোথায়? জীবনচক্রের অবিরাম পথ চলায় এর উত্তর খোঁজার অবকাশ কখনও আর হয়ে উঠে না। আর এভাবে মনের অজান্তে সে পা বাড়ায় ধর্মহীনতার অতল গহ্বরে।

**৪. পরিবারিক ব্যবস্থার বিলুপ্তি :** মানবীয় সমাজ ব্যবস্থার প্রধান উপাদান হচ্ছে পরিবার। পরিবারের মাধ্যমেই শিশু-কিশোরের প্রতিভা জাগ্রত হয়। শিশু কিশোরদেরকে নীতি-নৈতিকতা আচার-আচরণ, ধর্ম-সংস্কৃতি, মানবীয় আদর্শ মূলত পরিবারের থেকেই শেখে। কিন্তু বর্তমান শিল্পায়নের যুগে যৌথ পরিবার ভেঙ্গে ক্ষুদ্র পরিবারে পরিণত হচ্ছে। ফলে অল্প বয়সেই সন্তানেরা তাদের দাদা-দাদী, চাচা, ফুফুর স্নেহ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। অনেক সময় সামাজিকীকরণের সকল উপাদান তাদের মধ্যে পূর্ণতা পাচ্ছে না। একক পরিবারে সদা ব্যস্ত পিতা-মাতা সন্তানদেরকে সময় দিতে পারছে না। যখন পারিবারিক দ্বন্দ্ব-কলহ লেগেই থাকে তখন শিশু-কিশোরদের মনে বিষন্নতার ছাপ দেখা যায়। যৌবনের প্রারম্ভে তারা তীব্র হতাশাগ্রস্ত হয়। আর এভাবে সুস্থ সুন্দর জীবন ছেড়ে দিয়ে ওরা গেইমস এবং বিভিন্ন মুভি সিরিজে ব্যস্ত হয়ে উঠে। যার চূড়ান্ত পর্যায়ে যুবকরা এক সময় নাস্তিকতার দিকে পা বাড়ায়।

**৫. সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের বিরূপ প্রভাব :** বর্তমানে নাস্তিক্যবাদ প্রসারের সর্ববৃহৎ প্ল্যাটফর্ম হচ্ছে বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম। বিভিন্ন ওয়েবসাইট, ব্লগ, ফেইসবুক, টুইটার এসব সাইটসমূহে নাস্তিকরা বেশ সক্রিয়। এসব সাইট ব্যবহার করে নাস্তিকরা যুবকদের মধ্যে অবিশ্বাসের বীজ বপন করতে সক্ষম হচ্ছে। মজার বিষয় হচ্ছে, কাগজে-কলমে নাস্তিকদের সকল ধর্ম অস্বীকার করার কথা থাকলেও বাস্তবে তাদের একমাত্র টার্গেট হচ্ছে ইসলাম ও মুসলমান। পরকাল, জান্নাত-জাহান্নাম, মুহাম্মাদ (ছাঃ) এবং উম্মুল মুমিনীনরা হচ্ছে ওদের আলোচনার হট টপিকস।

**৬. ধর্মীয় জ্ঞানের অপ্রতুলতা :** ধর্ম সম্পর্কিত সঠিক জ্ঞান না থাকার কারণে বেশীরভাগ তরুণ-তরুণী নাস্তিকতার পথে হাঁটছে। দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা সামাজিক রীতি-নীতি এবং কুসংস্কারকে ধর্ম ভেবে যুবকরা ইসলামের প্রতি অনুরাগ হারাচ্ছে এবং ধীরে ধীরে দ্বীন থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। তাছাড়া কুরআনের বিভিন্ন আয়াতের ব্যাখ্যা সম্পর্কে অজ্ঞতা এবং তার মর্মার্থ বাস্তবতার নিরিখে উপলব্ধি করতে না পারার অক্ষমতাও এক্ষেত্রে প্রভাবক হিসাবে কাজ করে। এক সময় গোটা ইউরোপ জুড়ে গির্জার অত্যাচারকে মানুষ যেমন ধর্ম ভেবে বসেছিলেন। অনুরূপভাবে বর্তমানে বিভিন্ন পীর, ফকীর, দরবেশরা সাধারণ মানুষদেরকে ধর্মের নাম ভঙ্গিয়ে সস্তা কথায় ধোঁকা দিয়ে বোকা বানাচ্ছে। দীর্ঘদিন ধরে সমাজে চলে আসা এসব অসাধুতাকে অনেক জেনারেল শিক্ষিত তরুণরা ধর্মের মূলমন্ত্র ভেবে ইসলাম থেকে শত সহস্র ক্রোশ দূরে চলে যাচ্ছে।

**৭. ধর্মীয় বক্তাদের আত্মকলহ :** বর্তমান ফেইসবুক এবং ইউটিউবে আমরা প্রায়শই ধর্মীয় বক্তাদের পরস্পর বিরোধী বক্তব্য দেখতে পাই। সেখানে তারা একে অপরকে নোংরাভাবে আক্রমণ করতে কুঠাবোধ করে না। বিশেষতঃ শীতকাল কেন্দ্রিক ওয়ায মাহফিলে আমাদের দেশের যেসব বক্তারা বক্তব্য দিয়ে থাকেন তাদের সিংহভাগই ইসলামের মৌলিক বিষয়াদি সম্পর্কে অজ্ঞ। সুরেলা কণ্ঠের এসব বক্তারা মানুষকে দ্বীনের পথে আহ্বানের চেয়ে নিজের স্বার্থসিদ্ধি ও বিনোদনের কথাই বেশী ভাবে। নিজের জনপ্রিয়তা এবং শ্রোতাদের মনোরঞ্জননের জন্যে তারা যাচ্ছেতাই বলে যায়। তুচ্ছ কারণে এক বক্তা অপর বক্তাকে কটুক্তি করতে দ্বিধা করে না। তাদের পরস্পর বিরোধী এসব বক্তব্য রাতারাতি ভাইরাল হয়ে ট্রলে পরিণত হয়। এসব অযাচিত কারণে যুবক-যুবতীদের কাছে ইসলামের ভুল মেসেজ যাচ্ছে। যার কারণে তারা হরহামেশা ইসলাম থেকে দূরে সরে যাচ্ছে।

**৮. বিজ্ঞানকে ধর্মের বিকল্প হিসাবে উপস্থাপন :** বর্তমান ইসলাম বিদেষ্টা একটি চক্র অত্যন্ত সুকৌশলে বিজ্ঞানকে ধর্মের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে দাঁড় করিয়ে দিচ্ছে। তারা ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে বিজ্ঞানকে ধর্মের বিকল্প হিসাবে উপস্থাপন করার অপপ্রয়াস চালাচ্ছে। বিজ্ঞানের এ যুগে ধর্মের প্রয়োজনীয়তা অত্যন্ত ক্ষীণ বলে যুবকদের কাছে এ ভুল মেসেজই পৌঁছানোর চেষ্টা চালাচ্ছে। খুব স্ফূর্তভাবে তারা ধর্ম এবং বিজ্ঞানের একই সড়কে এনে মুখেমুখি দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। বর্তমান প্রায়শ তাদের একটি কবিতার পংক্তি গাইতে দেখা যায়—

যদি বেঁচে যাও এবারের মতো / যদি কেটে যায় ভয়।

জেনো বিজ্ঞান একা লড়েছিল / মন্দির মসজিদ নয়।

অথচ মহান রাক্বুল আলামীনের কৃপা ব্যতিরেকে বিজ্ঞান বড়ই অসহায়। মহান স্রষ্টার ক্রোধের সামনে আধুনিক বিজ্ঞান যে কত অসহায় করোনাকালীন সময়ে তা আমরা হাঁড়ে হাঁড়ে টের পেয়েছি। ভ্যাক্সিন আবিষ্কারের আগ পর্যন্ত বিনা চিকিৎসায় যারা মারা গেছে তাদের ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের কোনো অবদান নেই। বিজ্ঞান মানব কল্যাণের এক বিশেষ জ্ঞানের নাম। আর সকল জ্ঞানের মূল উৎস আল্লাহর অহি যা পাওয়া যায়

পবিত্র কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহে। অতএব ধর্ম ও ধর্মীয় জ্ঞান যার নেই, সে সবদিক দিয়ে অন্ধ।

### নাস্তিক্যবাদের প্রতিকার

**তাওহীদের বীজ বপন :** তাওহীদী আকীদা হ'ল ঐ মহাশক্তি যা নিউক্লিয়ার পাওয়ারের চেয়েও ক্ষমতায় অনেক গুণ বেশী শক্তিশালী। সুতরাং যুবকদের মধ্যে নাস্তিক্যবাদ প্রতিরোধ করতে হলে শৈশবেই শিশু-কিশোরদের মধ্যে তাওহীদের শিক্ষা ছড়িয়ে দিতে হবে। শিশু মনোবিজ্ঞানী হাইম গিনোটের মতে, 'শিশুরা হচ্ছে ভেজা মাটির মতো। এর উপর যা কিছু পতিত হয় তার ছাপ ফুটে ওঠে'। আবার কেউ কেউ বলেন, শিশু কিশোররা হচ্ছে বাগানের কাঁদা মাটির মত। সুতরাং তাদের যৌবনপ্রাপ্ত হওয়ার পূর্বে তাদেরকে খুব সতর্কতার সাথে তাওহীদের জ্ঞান শিক্ষা দিতে হবে। আর হাদীছে এসেছে, হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, **كُلُّ** 'প্রতিটি শিশু স্বভাবজাত ইসলামের উপর জন্মগ্রহণ করেছে। তারপর পিতা-মাতা তাকে ইহুদী, খ্রিস্টান এবং মুশরিক বানিয়ে দিয়েছে'।<sup>১</sup>

**দাওয়াতী কার্যক্রম পরিচালনা :** পথদ্রষ্ট মানবতার শান্তি ও সফলতা নিশ্চিত করতে দাওয়াতের গুরুত্ব অপরিসীম। আল্লাহ বলেন, **وَلَتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ** 'আর তোমাদের মধ্যে একটা দল থাকা আবশ্যিক, যারা সৎকাজে আদেশ দিবে ও অসৎ কাজে নিষেধ করবে। আর তারা হ'ল সফলকাম' (আলে ইমরান ২/১০৪)। নাস্তিক্যবাদে আবেষ্টিত পথ ভোলা মানুষদেরকে দাওয়াতের মাধ্যমে সঠিক ইসলামের দিকে ফিরানো সম্ভব।

**উত্তম চরিত্র গঠনে মনোনিবেশ :** নাস্তিক্যবাদকে দূরীভূত করতে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর উত্তম চরিত্র তুলে ধরা সময়সাপেক্ষ। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর আদর্শই উৎকৃষ্ট। আল্লাহ বলেন, **وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ** 'আর নিশ্চয়ই তুমি মহান চরিত্রের অধিকারী' (ক্বলাম ৬৮/৪)। তিনি অন্যত্র বলেন, **لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ** 'নিশ্চয়ই আল্লাহর রাসূলের মধ্যে তোমাদের জন্য উত্তম আদর্শ নিহিত রয়েছে' (আহযাব ৩৩/২১)।

**নাস্তিক্যবাদের সমসাময়িক চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা :** কুফর ও নাস্তিকতা হ'ল বাস্তবতা বিবর্জিত এক অন্তঃসারশূন্য মতাদর্শ। নাস্তিকরা আল্লাহর অস্তিত্বকে অস্বীকার করে। পরকাল ও জান্নাত-জাহান্নাম বলতে কিছু আছে বলে তারা মনে করে না। এসব অনুমান হচ্ছে তাদের দর্শনের মূল ভিত্তি। অথচ এসব অজ্ঞতা ও অনুমান কখনও বিচারের মানদণ্ড হ'তে পারে না।

তাদের অবিশ্বাসের মূল কারণ এটা নয় যে আল্লাহর অস্তিত্বের নির্দেশনাবলী তাদের চোখে পড়ে না। বরং তাদের গোপন স্বার্থসিদ্ধি হাছিলের জন্যই তারা অবিশ্বাসের পথ বেছে নিয়েছে। কেননা মিথ্যা ও অসুন্দর কখনও কখনও সত্য ও সুন্দরের আবরণে মানুষকে মন্ত্রমুগ্ধ করে মন-মগজ আচ্ছন্ন করে নেয়। আর মানুষও তখন সত্যকে বাদ দিয়ে মিথ্যাকেই ভালবাসতে থাকে। এই পরিস্থিতিতে সমসাময়িক বিভিন্ন বিষয়ে নাস্তিকদের সমুচিত জওয়াব দেওয়া আমাদের ঈমানী দায়িত্ব।

যেমন ধরুন, আপনার হাতে একটি স্মার্টফোন আছে। সেটা দিয়ে আপনার ফেইসবুকে লগইন করা আছে। আপনি মনের আনন্দে ফেইসবুকে স্ক্রল করতে গিয়ে হাত থেকে পড়ে ফোনটা টুকরো টুকরো হয়ে গেল। এখন ফোন ভেঙে যাওয়ার সাথে সাথে কি আপনার শখের ফেইসবুক আইডিও নষ্ট হয়ে গেল? না! বরং বাস্তবে কিছুই হয়নি। আপনি যখন রুমে এসে আপনার ল্যাপটপে মেইল পাসওয়ার্ড দিয়ে লগইন করবেন, দেখবেন আপনার এতদিনের ভার্চুয়াল লাইফ, ফ্রেন্ড, ফলোয়ার, তথ্য সবকিছু পূর্বের মতই রয়ে গেছে।

মার্ক জুকারবাগ যদি আপনার পুরোনো আইডি ফিরে পাওয়ার সুযোগ রাখতে পারে। তাহ'লে আল্লাহ সুবহানাহ তা'আলা আপনাকে পুনরুত্থান করতে পারবেন না কেন? মানুষের শরীরটাকে ফোনের সাথে তুলনা করুন। আর রুহটাকে তুলনা করুন ফেইসবুক আইডির সাথে। এখন আপনার দৈহিক শরীর নষ্ট হয়ে গেলেও, পরকালে যখন আপনার রুহটাকে আপনারই প্রতিকপিতে লগইন করানো হবে তখন কি আপনার শরীরকে ফিরে পাওয়া যাবে না? কাজটা কি আল্লাহর জন্য খুব কঠিন?

তাদের আর একটি বক্তব্য হচ্ছে বর্তমান জ্ঞান-বিজ্ঞান যেহেতু এগিয়ে গেছে, পদার্থের অণু হ'তে পরমাণু পর্যন্ত ভেঙে পরীক্ষা করা হচ্ছে, সেহেতু পরকাল, জান্নাত-জাহান্নাম বলে যদি কিছু থেকে থাকে তাহ'লে তার সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে না কেন? অথচ বিজ্ঞান বলছে তার সম্পূর্ণ উল্টো। নাস্তিকরা যখন হাবলের টেলিস্কোপ দিয়ে সৌরজগতে জান্নাত-জাহান্নাম খুঁজতে ব্যস্ত, তখন বিজ্ঞান আমাদের জানাচ্ছে যে, মহাবিশ্ব সম্পর্কে আমাদের জানার পরিধি নিতান্তই সীমিত। তারা জানাচ্ছে এত এত প্রযুক্তি, বিজ্ঞান, কলা-কৌশল প্রয়োগ করেও আমরা এখন পর্যন্ত মাত্র ৫% মহাবিশ্বকে জানতে পেরেছি। বাকী ৯৫% সম্পর্কে আমরা কিছুই জানিনা। বাকী ৯৫% তাহ'লে কী? বিজ্ঞান এর নাম দিয়েছে 'ডার্ক ম্যাটার'। এই ডার্ক ম্যাটার সম্পর্কে নাশা বলছে More is unknown than is known. No one expected this no one know how to explain it. But something was causing it. It is a complete mystery 'অজানা বিষয়গুলো জানার পরিধি খুবই কম। কোন মানুষই না জেনেই এর কিইবা ব্যাখ্যা দিবে। আর এগুলো জানার কিছু বাস্তবতা তো রয়েছেই। মূলত এটি একটি সম্পূর্ণ রহস্যময় জগৎ'।

সেই জগৎটা কেমন, সেখানে কী হয় তা নিয়ে আমাদের কোন ধারণা নেই, অতএব মহাবিশ্ব সম্পর্কে এতো ক্ষুদ্র জ্ঞান নিয়ে জান্নাত। জাহান্নাম খোঁজা নিতান্তই হাস্যকর। অধ্যাপক জাফর ইকবাল উনার কোয়ান্টাম মেকানিক্স বইয়ের শুরুতে এই সত্যটা



অকপটে স্বীকার করেছেন। ‘যদি কখনও দেখি কোনো একটা কিছু ব্যাখ্যা করতে পারছি না তখন বুঝতে হবে, এর পেছনের বিজ্ঞানটা জানা হয়নি। যখন জানা হবে তখন সেটা চমৎকারভাবে ব্যাখ্যা করতে পারব’ (কোয়ান্টাম মেকানিক্স পৃ.১০)।

অতএব মানুষের উচ্চ যাবতীয় অবিশ্বাস আর সংশয় ছুড়ে ফেলে মহান প্রভুর সামনে নিজেকে সমর্পণ করা। কেননা আল্লাহর নিকট এগুলি কোন বিষয়ই নয়। তিনি বলেন, **‘تَدْبِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ’**—‘তিনিই নভোমণ্ডলের ও ভূমণ্ডলের উদ্ভাবক। তখন তিনি কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেন, তখন তাকে বলেন, হও! অতঃপর তা হয়ে যায়’ (বাক্বারাহ ২/১১৭)।

অতএব আধুনিক যুগের নাস্তিক্যবাদ মুকাবিলা করতে হলে আমাদেরকে ব্যাপক বুদ্ধিভিত্তিক প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে এবং জীবনের সর্বক্ষেত্রে ইসলামকে শ্রেষ্ঠ ও উপযোগী হিসাবে প্রমাণ করতে হবে।

**উপসংহার :** মক্কার কাফের-মুশরিকরা ১৪০০ বছর আগে যেমনিভাবে মহান আল্লাহকে মানে নি, আজকের কাফেররাও তেমনিভাবে মানবে না। ওদের মানানোর জন্যে যদি চাঁদও দ্বিখণ্ডিত করা হয় তাহলে তারা বলবে এটা ছিল যাদু। তাই হে যুবক! শেষ পর্যন্ত বিষয়টা আপনার ওপরেই। আমাদের জীবনটা খুবই ছোট। জীবনটা আসলে বুঝে উঠার আগেই শেষ হয়ে যায়। আপনি জীবনের যে স্তরে আছেন তা ধীরে ধীরে বুঝার চেষ্টা করুন। আপনি যে কাজগুলো করছেন সেটা কি সঠিক হচ্ছে নাকি ভুল হচ্ছে একটু মনোযোগ দিন। ইসলাম হচ্ছে আলোর প্রদীপ। এ প্রদীপ থেকে যে হেদায়াতের আলো পায় না তার অন্তর রোগাক্রান্ত। ঠিক যেমন চোখ বন্ধ করে থাকা ব্যক্তি সূর্যের আলো থেকে উপকৃত হয় না। হে আল্লাহ আমাদের যুব সমাজকে নাস্তিকতার বিষাক্ত ছোবল থেকে হেফাযত করুন।- আমীন!

**তথ্য সহায়িকা :** ১. আল-কুরআন এক মহাবিস্ময়/ ড. মরিস বুকাইলি। ২. সমাজ পরিবর্তনের স্থায়ী কর্মসূচী ও এঞ্জিডেন্ট/ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব। ৩. আরজ আলী সমীপে/ আরিফ আজাদ। ৪. কিতাবুল ঈমান। ৫. সত্যকথন।



## ইসলাম বনাম পাশ্চাত্য সভ্যতা

-মুহাম্মাদ আব্দুর রউফ\*

**ভূমিকা :** পৃথিবীতে সর্বশ্রেষ্ঠ জীব হিসাবে আল্লাহ মানব জাতির অস্তিত্বের সূত্রপাত ঘটান আদি পিতা আদম (আঃ) ও মাতা হাওয়া (আঃ)-এর মাধ্যমে। ক্রমান্বয়ে মানব অস্তিত্বহীন এই পৃথিবীতে মানব জাতির বিস্তার ঘটে। অতঃপর বিভিন্ন জাতি গোষ্ঠীতে বিভক্ত হ'তে হ'তে বর্তমান পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে। মহান কুশলী আল্লাহ শুরুর থেকেই মানুষকে সভ্য করে গড়ে তোলার জন্য জীবনব্যবস্থা হিসাবে ইসলাম নামক সনাতন ধর্ম দিলেন এবং শিক্ষকরূপে প্রত্যেক জাতি গোষ্ঠীতে সেই ধর্ম বাহক এক বা একাধিক নবী-রাসূল প্রেরণ করলেন। মানুষের শিক্ষার সুবিধার্থে ধর্মের বাণী সম্বলিত ছোট কিতাব, আবার কারও কাছে তাওরাত, যাবুর ও ইঞ্জীল নামক বড় কিতাব পাঠালেন। মানুষ শিক্ষা-দীক্ষা ও সংস্কৃতিতে সভ্য হ'তে লাগলো। যুগের এই বিবর্তনের ধারাবাহিকতার মাঝে সর্বশেষ রাসূল মুহাম্মাদ (ছাঃ) এসে চূড়ান্ত ও অপরির্তনীয় কিতাব কুরআন মাজীদ এবং নববী আদর্শের আদলে গড়ে তুললেন আদর্শ ইসলামী সমাজ। সে সমাজের শিক্ষা ও সংস্কৃতি ইসলামী সভ্যতারূপে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গোটা বিশ্বকে নেতৃত্ব দিয়েছিল। কিন্তু ইসলাম বর্জনকারী ইহুদী ও খ্রিষ্টান জাতি ইসলামী সভ্যতার বিকল্পস্বরূপ নিজেদের মস্তিষ্ক প্রসূত বিভিন্ন দার্শনিক মতবাদের জন্ম দেয়। ফলে সে সভ্যতার সংস্পর্শে কালক্রমে ইসলামী সভ্যতা তার স্বকীয়তা হারিয়ে ফেলে।

**পাশ্চাত্য সভ্যতা কী?** সভ্যতাকে ফারসী ও উর্দুতে 'তামাদ্দুন' এবং ইংরেজীতে Civilization বলা হয়। Civilization শব্দটি লাতিন Civitas থেকে উৎপত্তি যার অর্থ নগর। ঐতিহাসিক ওয়াল্টার ওয়াল ব্যাংক (Walter Wall Bank) সভ্যতার নিম্নোক্ত সংজ্ঞা দিয়েছেন, Civilization may be defined as a type of advanced human life based usually on city living and involved pattern of activities made up such forces as writing, law, government, commerce and refined concepts of religion 'সভ্যতাকে এমন এক উন্নত জীবন পদ্ধতিরূপে ব্যাখ্যা করা যায় যা সাধারণত নগর জীবনের উপর ভিত্তিশীল। এছাড়া (এই জীবন ব্যবস্থায়) লিখন পদ্ধতি, আইন সরকার ব্যবস্থা বাণিজ্য ও ধর্মের পরিপূর্ণ (refined) ধারণার অন্তর্নিহিত কর্মকাণ্ডের শক্তির উপর ভিত্তিশীল'।<sup>১</sup> কিন্তু অলৌকিকভাবে কোনো নগর কেন্দ্রিক সভ্যতা গড়ে উঠে না। নগর কেন্দ্রিক সভ্যতা গড়ে উঠার জন্য সমাজবদ্ধ মানুষের আচার-আচরণ তথা সংস্কৃতির

\* কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক, বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ; সাবেক সভাপতি, বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় শাখা, সেশন ২০২০-২০২২।

১. ড. এ.এফ.এম শামসুর রহমান, প্রাচীন পৃথিবী : পূর্ব ও পশ্চিমে এশিয়া এবং আফ্রিকা মহাদেশের সভ্যতা, পৃ. ২৪-২৫।

উপর নির্ভর করতে হয়। ইংরেজী Culture শব্দের অর্থ সংস্কৃতি বা কৃষ্টি। কুলি, এনজেল ও লার বলেন, Culture is the sumtotal of the transmittable result of living together ‘সংস্কৃতি হচ্ছে মানুষের সম্মিলিত জীবন যাপনের ফলাফলের সামগ্রিক রূপ’<sup>২</sup>। সাধারণত কৃষ্টি বা Culture অভ্যাসগত আচার পদ্ধতি বা Way of life ভিন্ন কিছু নয়। তার পিছনে মানব জীবন সম্বন্ধে একটি মূল ভাবধারা থাকে। এই মূল ভাবধারাটাই প্রত্যেক সভ্যতার পটভূমি বা Background যাকে কেন্দ্র করে সভ্যতা গড়ে উঠে। প্রকৃতপক্ষে Civilization হচ্ছে Culture বা কৃষ্টির বহিঃপ্রকাশ মাত্র’।<sup>৩</sup>

সুতরাং উপরোক্ত তথ্যের ভিত্তিতে বলা যায় যে, আদি সমাজে অহি-র আলোকে জীবন যাপন করার সংস্কৃতি নিয়ে যে সভ্যতা গড়ে উঠেছিল তাই ইসলামী সভ্যতা। এই সভ্যতার বিরুদ্ধে ইহুদী ও খ্রিষ্টান জাতি দার্শনিক মতবাদ ভিত্তিক সমাজ গঠন করে যে সভ্যতা গড়ে তুলেছে তাই পাশ্চাত্য সভ্যতা। যার ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয় প্রাচীন খ্রিস্ট নগরীতে। তাই গিলবার্ট মারে বলেন, ‘ঐতিহাসিকভাবে আমরা অনেকাংশে চিন্তা, শিল্প-সাহিত্য, নীতিশাস্ত্র, রাজনীতিতে এবং ধর্মে খ্রিস্টের সন্তান’।<sup>৪</sup> এ কারণে ১৪৯২ সালে আমেরিকা আবিষ্কারের পর দেশটি ক্রমে ক্রমে খ্রিস্টীয় সভ্যতার ধ্বজ্বাধারীতে রূপান্তরিত হয়। ১৮ শতকের মাঝামাঝিতে উপনিবেশ আমলে শিল্প বিপ্লব ঘটলে এ সভ্যতা যান্ত্রিক সভ্যতারূপে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে। রাষ্ট্র প্রধানরা দার্শনিক মতবাদগুলোকে রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি ঘোষণা করে। এতে ইসলামী সভ্যতা তাদের কাছে এক বিরাট চ্যালেঞ্জ হিসাবে দাঁড়ায়। শুধু এ শতাব্দীতে নয় বরং রাসূল (ছাঃ)-এর যুগ থেকেই ইসলামী সভ্যতা কাফেরদের মাথা ব্যাখার কারণ। আলোচ্য নিবন্ধে আমরা বর্তমান পাশ্চাত্য সভ্যতার অসার ভিত্তিগুলো নিয়ে আলোচনা করব।

## জাতীয়তাবাদ

উপমহাদেশ শাসন করার জন্য ব্রিটিশরা ‘ভাগ করো শাসন করো’ নীতি অবলম্বন করেছিল। সে একই নীতির আধুনিক স্লোগান One nation one state বা এক জাতি এক দেশ। জাতিগত বিভেদ সৃষ্টি করে দার্শনিক যুক্তিতে বিভক্ত করে পৃথিবী শাসন করার সাম্রাজ্যবাদী দর্শনের নাম জাতীয়তাবাদ। ইংরেজীতে Nation শব্দের অর্থ-জাতি, Nationality অর্থ-জাতীয়তা। ইংরেজী এ শব্দ দু’টি উদ্ভূত হয়েছে ল্যাটিন শব্দ Natio বা Natus থেকে যার অর্থ হ’ল born বা জন্ম। শব্দগতভাবে জাতি ও জাতীয়তা বলতে বুঝায় একই বংশোদ্ভূত জনসমষ্টি<sup>৫</sup> অর্থাৎ একই বংশোদ্ভূত জনসমষ্টি জাতি ভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করলে বা করতে চাইলে তাকে জাতীয়তাবাদ বলা হয়। পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতকে ইউরোপে এ মতবাদের উদ্ভব হয়। ১৭৮৯ সালে ফরাসী বিপ্লবের পর হিটলার (১৮৮৯-১৯৪৫) ও

২. সমাজ বিজ্ঞান, ১ম পত্র, ওপেন স্কুল বুক, পৃ. ৩০১।

৩. তর্জমানুল হাদীছ, ৭ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, ফেব্রুয়ারী-১৯৫৭, পৃ. ১১৭।

৪. পাশ্চাত্য সভ্যতার উৎস, মূল : আব্দুল হামীদ সিদ্দীকী, অনুবাদ : এ. কে. এম নাজির আহমাদ, পৃ. ১৭।

৫. প্রফেসর মোজাম্মেল হক, পৌরনীতি ১ম পত্র, একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণী, পৃ. ২৯০।

মুসোলীনির (১৮৮৩-১৯৪৫) মাধ্যমে এ মতবাদ চাঙ্গা হয়। অতঃপর ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দী এর স্বর্ণ যুগে পরিণত হয়। এ মতবাদের ফলে বিশাল এ পৃথিবী আরবী, ইরাকী, সিরিয়ান, ইরানী, ভারতী, বাঙালি ইত্যাদি খণ্ড খণ্ড বহু জাতি রাষ্ট্রে রূপ নিয়েছে। ভৌগলিক সীমারেখার শিকলে বিচ্ছিন্ন হয়েছে ঐক্য। সকলেই তাদের জাতির শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদা বিকাশের প্রতিযোগিতায় লিপ্ত। ফলশ্রুতিতে এক জাতি থেকে আরেক জাতির মধ্যে বর্ণ, গোত্র, অঞ্চল ও ভাষার পার্থক্য করায় পারস্পরিক সৌহার্দের পরিবর্তে সংকীর্ণতা জন্ম নিয়েছে। খোদ হিটলার বলেন, ‘যে কোন ব্যক্তি যে জাতীয় লক্ষ্য উদ্দেশ্যকে এতটা উর্ধ্বে তুলে ধরার জন্য প্রস্তুত, যার ফলে তার কাছে স্বজাতির মঙ্গল ও কল্যাণের উর্ধ্বে আর কোন কিছুই থাকতে পারে না। এবং যে আমাদের জাতীয় সংস্কীত **Germany above all** জার্মানী সকলের উর্ধ্বে এ কথার তাৎপর্য ভালোভাবে হৃদয়ঙ্গম করে নিতে সক্ষম হয়েছে। অর্থাৎ এ বিশাল বিস্তীর্ণ বিশ্বে জার্মান দেশ ও জাতির চেয়ে উন্নত কোন বস্তু তার দৃষ্টিতে প্রিয় ও সম্মানযোগ্য থাকতে পারবে না।’<sup>৬</sup>

হিটলারের ন্যায় নিজ জাতিকে শ্রেষ্ঠ ভাবা এবং অপর জাতিকে হীন চোখে দেখার সংকীর্ণ চিন্তার কারণে জাতিতে জাতিতে বিদ্বেষ তৈরী হয়। যার বাস্তব উদহারণ আফ্রিকার কৃষ্ণাঙ্গ জাতির নেতা নেলসন মেন্ডেলা (১৯১৮-২০১৩)। যিনি কৃষ্ণাঙ্গ জাতির অধিকার প্রতিষ্ঠায় শেতাঙ্গদের সাথে আজীবন সংগ্রাম করেছেন। চীনের জিনজিয়াং প্রদেশের তুর্কি বংশোদ্ভূত উইঘুর জাতি আজও নির্যাতিত, বৌদ্ধ রাষ্ট্র মায়ানমারের হিন্দু-মুসলিম রোহিঙ্গারা এখন বাংলাদেশে আশ্রিত, ভারতের আসামে বাঙ্গালি অযুহাতে ১১ লক্ষেরও বেশী মানুষের নাগরিকত্ব দিতে চাচ্ছে না ভারত। আর কাশ্মীর, সিরিয়া, ফিলিস্তিনের কথা নাই বা লিখলাম। তাইতো পাশ্চাত্য এই অসম নীতির প্রতি আক্ষেপ করে কবি ইকবাল (১৮৭৩-১৯৩৮) বলেন,

شرع یورپ بی نزع قتل و قاتل

برہر آکر دواست بر گرگان حلال

‘ইউরোপের মতবাদ বাগড়া-বিবাদ ছাড়া

নেকড়ের তরে হালাল করেছে ভেড়ার হানা’।<sup>৭</sup>

ইসলামী জাতীয়তাবাদের মূল ভিত্তি হ’ল আল্লাহ ভীতি ও ভ্রাতৃত্ব। এখানে সাদা-কালো, জাতি-গোষ্ঠী, ধনী-গরিব কিংবা ভাষা ভিত্তিক কোন বিভেদ নেই। পার্থক্য শুধু কাফের আর মুসলিম। আল্লাহ বলেন, **يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ**— ‘হে মানুষ! আমরা তোমাদের সৃষ্টি করেছি একজন পুরুষ ও নারী থেকে। অতঃপর

৬. সাইয়েদ আবুল আ’লা মওদুদী, ইসলাম ও জাতীয়তাবাদ, অনুবাদ : মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম, আধুনিক প্রকাশনী, ঢাকা, পৃ. ৯৩-৯৪।

৭. আল্লামা ইকবাল, পাস চে বয়াদ কার্দ কাব্য গ্রন্থ থেকে গৃহীত।

তোমাদের বিভক্ত করেছি বিভিন্ন জাতি গোত্রে, যাতে তোমরা পরস্পরে পরিচিতি হ'তে পার। নিশ্চয় তোমাদের মধ্যে আল্লাহর নিকট সর্বাধিক সম্মানিত ঐ আল্লাহভিষ্ণু। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বজ্ঞ ও সবকিছুর খবর রাখেন' (হুজুরাত ৪৯/১৩)।

রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, لَا فَضْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلَى أَعْجَمِيٍّ وَلَا لِعَجَمِيٍّ عَلَى عَرَبِيٍّ وَلَا لَأَحْمَرَ عَلَى أَسْوَدَ وَلَا أَسْوَدَ عَلَى أَحْمَرَ إِلَّا بِالتَّقْوَى 'আরবীদের জন্য অনারবের উপরে কোন প্রাধান্য নেই। অনারবদের জন্য আরবীয়ের উপরে কোন প্রাধান্য নেই। কালোর উপরে লালের বা লালের উপরে কালোর কোন প্রাধান্য নেই তাক্বওয়া ব্যতীত'।<sup>৮</sup>

অত্র আয়াত ও হাদীছ থেকে সুস্পষ্ট প্রমাণিত যে, ইসলামে জাতি, বর্ণ বা ভাষাগত কোন পার্থক্য নেই। যদি থাকতো তাহ'লে ইথিওপিয়ার কালো বেলালের সাথে সাদা ওমরের কিংবা পারস্য জাতির সন্তান সালমান ফারসী (রাঃ)-এর কোন মেলবন্ধন ঘটত না। অঞ্চলগত পার্থক্য যদি থাকতো তাহ'লে মক্কাবাসী মুহাজিরদের মদীনাবাসী আনসাররা জায়গা দিত না। ভ্রাতৃত্বের দৃষ্টান্ত স্বরূপ শুধু জায়গা নয় বরং তাঁরা নিজ দু'টি স্ত্রী হ'তে একটি দিতেও প্রস্তুত ছিল!<sup>৯</sup> মানুষে মানুষে ভেদাভেদহীন সাম্য প্রতিষ্ঠার এই যে সভ্য সমাজের কথা ইসলাম বলে তাতে নির্দিষ্ট একটি জাতির সুবিধা দেওয়া হয় না উপরন্তু কাফেরদেরও স্বার্থ সংরক্ষণ করা হয়। এ সম্পর্কে রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'অমুসলিমদের জীবন আমাদের জীবন এবং তাদের সম্পদ আমাদের সম্পদের মতই'।<sup>১০</sup>

সুতরাং জাহেলী আরবের ন্যায় তথাকথিত আধুনিক জাতীয়তাবাদ মুসলমানদের বর্ণ, গোত্র অথবা ভাষাগত বিভেদের পরাধীনতার নাগপাশে বন্দি করতে পারবে না। কারণ সারা পৃথিবী আমাদের সবার, নির্দিষ্ট কোনো জাতির নয়। তাই কবি বলেন,

چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا

مسلم ہیں ہم، وطن سارا جہاں ہمارا

'চীন ও আরব আমাদের, হিন্দুস্তান আমাদের  
মোরা মুসলিম, নিখিল বিশ্ব জন্মভূমি মোদের'।<sup>১১</sup>

## পুঁজিবাদ

ষোড়শ শতাব্দীতে ইউরোপের কয়েকটি দেশে পুঁজিবাদ প্রতিষ্ঠা লাভ করে। জাঁকজমকপূর্ণ জীবন ধারণের সহজাত প্রবৃত্তি নিয়ে এক সময়ের দাসরা কালক্রমে জমির মালিকানার ভিত্তিতে সামন্তপতি হয় এবং ভূমিহীন কৃষক তাদের শ্রমিকে পরিণত হয়। ফরাসী বিপ্লবের পর যন্ত্রপাতির ব্যাপক আবিষ্কার হলে যারা যন্ত্রপাতির

৮. আহমাদ ০৫/৪১১, আত তাহরীক (জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী) ২০০০. পৃ. ৯।

৯. বুখারী হা/৩৭৮০-৮১; মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব, সীরাতুর রাসূল (ছাঃ), পৃ. ২৬৬।

১০. বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/ ৩৬১০।

১১. আল্লামা ইকবালের 'বঙ্গে দারা কাব্য' হতে গৃহীত।

মালিক হ'ল তারা দেখল ভূমিহীনরা সামন্তপতিদের ভূমির দাস মাত্র। তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক শাসক ও শোষিত। এ পর্যায়ে যন্ত্রের মালিক বুর্জোয়াদের প্রভাবে সামন্তবাদ দুর্বল হ'ল। ভূমি মূল্যহীন হ'ল, যন্ত্রের মালিক সমাজের প্রভু বনে গেল। তারা নির্দিষ্ট মজুরীতে যন্ত্রহীন মানুষ দিয়ে যন্ত্র চালায়, অধিকতর উৎপাদন করে, দেশ-বিদেশে পণ্য বিক্রয় করে অর্থ সঞ্চয় করে সম্পদের পাহাড় গড়ে তুলে। অসহায় শ্রমিক সমাজ সামন্তবাদীদের হাত থেকে মুক্ত হয়ে যন্ত্রবাদীদের খপ্পরে পড়ে। এভাবে সম্পদশালীরা দুর্বলদের মাথার উপর ছড়ি ঘুরিয়ে যে সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করেছিল তাই 'পুঁজিবাদী বা ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা'।<sup>১২</sup>

বর্তমানে পুঁজিবাদী অর্থ ব্যবস্থা বিলুপ্ত হলেও পুঁজিবাদী রাষ্ট্র ব্যবস্থা জোর কদমে চলছে। শ্রমিকদের অসহায়ত্বের সুযোগ নিয়ে কলকারখানাগুলোতে এখনো ধনীরা কলুর বলদের মত শ্রমিকদের খাটায়। নায্য মজুরী থেকে বঞ্চিত করে। যার প্রেক্ষাপটে অতীতে ১৮৮৬ সালের ১লা মে শ্রমিক আন্দোলন ঘটেছিল। শ্রমিকদের অধিকার আদায়ের সংগঠন ILO প্রতিষ্ঠিত হয়। ১লা মে আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস ঘোষিত হয়। কিন্তু এখনো পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে পুঁজিবাদী রাষ্ট্র ব্যবস্থার দরুণ শ্রমিকরা নির্যাতিত। বাংলাদেশের পত্র-পত্রিকায় দেশের গার্মেন্টসসহ বিভিন্ন কলকারখানার শ্রমিকদের বেতন-ভাতার দাবিতে বিক্ষোভের ঘটনার শিরোনাম প্রায়শই দেখা যায়।

এক্ষণে ইসলাম পুঁজিবাদের বিপরীতে ধন সম্পদ সঞ্চয়কারীদের তিরস্কার করেছে। এটি প্রতিযোগিতামূলক ব্যবস্থা হওয়ায় পুঁজিপতিদের পুঁজির বিকাশ ঘটাতে সূদ ভিত্তিক ঋণ দেওয়া হয়।<sup>১৩</sup> যা সূদ নির্ভর ইসলাম বিরোধী সভ্যতা। পুঁজিপতিদের হুশিয়ার করে আল্লাহ বলেন, **الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ** 'যে ধন সম্পদ জমা করে আর বার বার গণনা করে সে মনে করে যে, তার ধন-সম্পদ চিরকাল তার সাথে থাকবে' (হুমায়হ ১০৪/১-২)।

অপর এক আয়াতে বলেন, 'যে ধন সম্পদ আল্লাহ জনপদবাসীদের কাছ থেকে নিয়ে তার রাসূলকে দিলেন তা আল্লাহ ও রাসূলের জন্য, আর রাসূলের আত্মীয়-স্বজন ইয়াতীম, মিসকীন ও পথিকদের জন্য, যাতে তা সম্পদশালীদের মধ্যেই আবর্তিত না হয়' (হাশর ৫৯/৭)। আবার ধনীদের সম্পদে গরিবের হক রেখে আল্লাহ যাকাতের বিধান রেখেছেন এবং যাকাত আদায় না করলে ক্বিয়ামতের দিন কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করেছেন।<sup>১৪</sup>

ধন সম্পদ আল্লাহর দান তাতে কারও একচ্ছত্র অধিকার নেই। ধনীদের জন্য ধন কুক্ষিগত করে রাখা ইসলামে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। ক্বিয়ামতের দিন ৫টি প্রশ্নের উত্তর দেওয়া ব্যতীত আদম সন্তান এক ধাপ অতিক্রম করতে পারবে না। তন্মধ্যে একটি

১২. সর্দার ফয়লুল করীম, দর্শনকোষ, প্যাপিরাস প্রকাশন, পৃ. ৯৯।

১৩. অর্থনীতি ১ম পত্র, একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণী, কাজল ব্রাদার্স লিমিটেড, পৃ. ১৫।

১৪. সূরা আত-তাওবা, আয়াত : ৩৪-৩৫, বুখারী হা/৪৫৬৫, মুসলিম হা/৯৮৮।

প্রশ্ন হ'ল- ধন কোন পথে উপার্জন করা হয়েছে এবং কোন পথে ব্যয় করেছে'।<sup>১৫</sup> অপরদিকে মালিক ও শ্রমিকের বৈরিতা দূর করার জন্য রাসূল (ছাঃ) বলেন, *أَعْطُوا* 'শ্রমিকের ঘাম শুকানোর পূর্বেই পারিশ্রমিক দিয়ে দাও'।<sup>১৬</sup> তিনি আরও বলেন, আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, *ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصَصُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ أُعْطِيَ بِي ثُمَّ غَدَرَ وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ* 'কিয়ামতের দিন ৩ শ্রেণীর লোকের বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হবে। তাদের একজন ঐ ধনী মালিক, যে শ্রমিকের নিকট থেকে পূর্ণ শ্রম গ্রহণ করে কিন্তু পূর্ণ মজুরী প্রদান করে না'।<sup>১৭</sup> সুতরাং পাশ্চাত্য এই পুঁজিবাদী সভ্যতা সম্পূর্ণ শোষণের হাতিয়ার যা ইসলাম কোনভাবেই গ্রহণ করতে পারে না।

### সমাজতন্ত্র

উনবিংশ শতকে কার্ল মার্কস (১৮০৬-১৮৮৩) ও এ্যাংগেলস (১৮২০-১৮৯৬) সমাজতন্ত্রের দার্শনিক মতবাদ ব্যক্ত করেন। সমাজতন্ত্র মূলত পুঁজিবাদের হাত ধরেই প্রতিষ্ঠিত হয়। তারা মনে করতেন পুঁজিবাদী সমাজে মালিক পক্ষ চিরন্তন নিয়মে বঞ্চিতদের শোষণ করতে ও তাদের বঞ্চিত রাখতেই চায়। ফলে পরস্পরের মধ্যে সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে উঠে। এই শ্রেণী সংগ্রামই সমাজ পরিবর্তনের এক অমোঘ হাতিয়ার'।<sup>১৮</sup> সম্পত্তির ব্যক্তিগত মালিকানা থাকায় পুঁজিপতিরা একদিকে ধনী হয়ে ধন সঞ্চয়ের মাধ্যমে সামাজিকভাবে মর্যাদাবান হচ্ছে, অপরদিকে সম্পদ পুঁজিবাদী মুষ্টিমেয় কতকের হাতে কেন্দ্রীভূত থাকায় সাধারণ মানুষ প্রয়োজনীয় নূন্যতম অনু-বস্ত্রের অভাব অনুভব করছে। এই সুযোগে ধনীরা গরীবদের উপর প্রাধান্য বিস্তারের মাধ্যমে শোষণ করে অর্থনৈতিক দাসত্বে শৃঙ্খলিত করছে'।<sup>১৯</sup>

এতে করে যেমন মানুষে মানুষে শ্রেণী বৈষম্য তৈরী হচ্ছে, তেমন এই অর্থনৈতিক শ্রেণী বৈষম্যের কারণে মানবজাতির ইতিহাস পরিবর্তিত হচ্ছে। তাই এই শ্রেণী সংগ্রাম আর অর্থই সকল অনর্থের মূল। সেজন্য সমাজের শ্রমিক ও সর্বহারাদের বাঁচিয়ে ন্যায় প্রতিষ্ঠা করতে হলে শ্রমিকদের মালিকদের বিরুদ্ধে অসন্তোষ সৃষ্টি করে ক্ষেপিয়ে বিদ্রোহ করতে হবে। এতে যদি রক্ত ঝরে তবুও শ্রমিকদের দিতে হবে।<sup>২০</sup>

পুঁজিপতিদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি কেড়ে নিয়ে রাষ্ট্রীয়ভাবে তা জনগণের সম্পত্তি বলে ঘোষণা দিতে হবে। তবেই সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা পাবে। অতঃপর পুনরায় সেই সম্পত্তি শ্রমিক ও সর্বহারাদের মাঝে বণ্টন করে দিলেই সমাজে হিংসা-বিদ্বেষ শ্রেণী সংগ্রাম দূর হবে। এ সমস্ত পর্যায়গুলোকে কার্ল মার্কস ৫টি পর্বে বিভক্ত করেছেন। ৫ম পর্ব

১৫. তিরমীযি হা/ ২৪১৬, সনদ হাসান।

১৬. ইবনু মাজাহ হা/২৪৪৩; মিশকাত হা/২৯৮৭।

১৭. বুখারী হা/ ২২২৭, মিশকাত হা/২৯৮৪।

১৮. মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম, পাশ্চাত্য সভ্যতার দার্শনিক ভিত্তি, খায়রুন প্রকাশনী, পৃ. ১১৪।

১৯. বিস্তারিত ড. আমীনুল ইসলাম, সমকালীন পাশ্চাত্য দর্শন, মাওলা ব্রাদার্স প্রকাশনী, পৃ. ৯২।

২০. প্রাগুক্ত : পৃ ৯৩।

অনুযায়ী সম্পত্তি সর্বহারাদের মাঝে বিভক্ত করে দিলেই সে সমাজ হবে সাম্যবাদী সমাজ, যার নাম কম্যুনিউজম’।<sup>২১</sup>

আবার মার্কস নিজেই বলেন, ‘একাধিক সমান অধিকারের মধ্যে যখন দ্বন্দ্ব দেখা দেয়, তখন শক্তিই তার মীমাংসা করে’।<sup>২২</sup> তাহ’লে সমান অধিকারও যদি দ্বন্দ্ব করে তবে এই সাম্যবাদের অর্থ নিছক গোজামিল নয় কী? বর্তমানে সাম্যবাদ ভুল প্রমাণিত হলেও সমাজতান্ত্রিক মনোভাব ও রাষ্ট্র ব্যবস্থা রয়ে গেছে। মার্কসের সমসাময়িক জার্মান দার্শনিক Lassal বিবর্তন ধারার সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় বিশ্বাসী ছিলেন। তার মতে গণতন্ত্রকে জিইয়ে রেখে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে হবে। নতুন নতুন আইন প্রণয়ন করে দেশের শিল্প-কারখানা ব্যবসা-বাণিজ্যে হস্তক্ষেপ করে মালিকদের একচেটিয়া অধিকার হ’তে মুক্ত করতে হবে’।<sup>২৩</sup> বর্তমান বাংলাদেশের রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি এবং পাশ্চাত্য নীতির দিকে তাকালে Lassal-এর দর্শনের ছাপ লক্ষ করা যায়। সরকারকে শিল্পপতিরা বিভিন্ন ট্যাক্স দিয়ে কারখানা চালাচ্ছে এবং সরকার তাদের নিয়ন্ত্রণ করছে। কিন্তু তাতেও কী বৈষম্য কমেছে?

মূলত লক্ষণীয় ব্যাপার হ’ল—মার্কস ও লেসাল কেউই পুঁজিবাদের বিরোধী নয়। উভয়েই পুঁজিবাদকে সমর্থন দিয়ে পুঁজিবাদী সমাজে সৃষ্ট বৈষম্য দূর করার তদবির করেছেন মাত্র। লেসালের দর্শনে পুঁজিপতিরা সরকারের নিয়ন্ত্রণে থাকছে আর মার্কসের দর্শনে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় পুঁজিবাদই প্রাথমিক পর্যায়ে। তাই যে সমাজে পুঁজিবাদ নেই সে সমাজে মার্কসের দর্শন সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হবে না। কারণ মার্কস গণতন্ত্রের বিরোধী ছিল। তার মতে, গণতন্ত্রই ধনকুবেরদের জন্ম দিয়েছে। তাই গণতন্ত্রকে টুটি চিপে হত্যা না করলে গরীব ও অসহায়দের স্বার্থ সংরক্ষণ হবে না’।<sup>২৪</sup> পরবর্তীতে অসহায় মানুষদের অসহায়ত্বের সুযোগ নিয়ে মার্কস দর্শনের কিয়দংশ গ্রহণ করে রাশিয়ার লেনিন (১৮৭০-১৯২৪) এবং চিনে মাও সেতুং (১৮৯৩-১৯৭৬) সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেছিল, কিন্তু ২ কোটি প্রাণের বিনিময়ে!<sup>২৫</sup>

সুতরাং এখানে স্পষ্ট যে, মার্কসবাদ লেনিনবাদের সাথে ইসলামের সংঘর্ষ গুরুত্বপূর্ণ অর্থাৎ পুঁজিবাদ সমর্থন। ইসলাম পুঁজিবাদ ও শ্রমিক নির্যাতন নিষিদ্ধ। যা আমরা পুঁজিবাদ দর্শনে আলোচনা করেছি। অথচ পুঁজিবাদ ছাড়া সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হবে না। তাহ’লে ইসলাম কী রাষ্ট্রকে পুঁজিবাদী করতে চায়? সেটাও না। কারণ ইসলাম সর্বক্ষেত্রে মধ্যপন্থা অবলম্বন করে। তাই যেমন কারও ব্যক্তিগত সম্পত্তি ছিনিয়ে নেয় না, তেমন ধন কুক্ষিগত করতেও উৎসাহ দেয় না। অপর দিকে ব্যক্তির ব্যক্তিগত মালিকানা সম্পদ ছাড়া যা কিছু রাষ্ট্র গ্রহণ করে তা জনগণের কল্যাণেই ব্যয় করে। এটিই ইসলামের বিধান। যদি তা জনগণের মধ্যে ভাগাভাগি করা হয় তাহ’লে রাষ্ট্র ব্যবস্থাই মিটে যাবে’।<sup>২৬</sup>

২১. প্রাগুক্ত : পৃ. ৯৪।

২২. প্রাগুক্ত : পৃ. ৯৬

২৩. তর্জমানুল হাদীছ, দশম বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা, নভেম্বর- ১৯৬১, পৃ. ১২৫; প্রবন্ধ : সোস্যালিজম ও ইসলাম।

২৪. প্রাগুক্ত : পৃ. ১২৫।

২৫. আন্তির বেড়ালালে ইক্বামতে দ্বীন, পৃ. ১৮৪

২৬. পাশ্চাত্য সভ্যতার দার্শনিক ভিত্তি, পৃ. ১১৬।



বাকি থাকলো মার্কসের শ্রেণী সংগ্রাম ও অর্থই সব দর্শন। এটি একেবারেই অযৌক্তিক। কারণ এ পর্যন্ত ইতিহাসে জাতিতে জাতিতে যে যুদ্ধ দেখা গেছে তা সবই অর্থের জন্য নয়। অর্থ ইতিহাস ভাঙা গড়ার নিয়ামক নয়। আসলে লেলিন ও মার্কসবাদীরা ধর্ম বিদ্বেষী নাস্তিক হওয়ায় ইসলামী সভ্যতার বিকল্প তৈরী করতে গিয়ে খেই হারিয়ে গৌজামিল দিয়েছে।<sup>২৭</sup> সেজন্য কপোল কল্পিত ব্যাখ্যার আশ্রয় গ্রহণ করা ছাড়া গত্যন্তর পায়নি।

### গণতন্ত্র

পাশ্চাত্য সভ্যতার লীলাভূমি প্রাচীন গ্রিসের এথেন্সে গণতন্ত্রের উৎপত্তি। খৃষ্টপূর্ব ৬ষ্ঠ শতকের প্রথম ভাগে এর সূচনা হলেও আধুনিক গণতন্ত্রের যে রূপ পরিলক্ষিত হচ্ছে তার সূত্রপাত ঘটে আঠারো শতকে। গণতন্ত্র শব্দের অর্থ জনগণের শাসন অর্থাৎ এটি একটি শাসন ব্যবস্থা সম্পর্কিত মতবাদ। একটি দেশের শাসন ব্যবস্থা তথা আইন-কানুন, রীতি-নীতি, রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি, সরকার নির্বাচনের পদ্ধতিসহ যাবতীয় কার্যাবলী কোন মাধ্যমে সম্পাদিত হবে সেটাই বর্ণনা করে এ মতবাদ। এর আগ্রাসী চিন্তাধারা মানব জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে এমনভাবে বিস্তৃত হয়েছে যে, এটি কেবল রাষ্ট্রের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে বর্তমানে একটি সমাজ ব্যবস্থাকে নির্দেশ করছে। সেটাই চমৎকারভাবে ফুটিয়ে তুলেছিলেন প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিংকন (১৮০৯-১৮৬৫)। ১৮৬৩ সালে গেটিসবার্গের এক জনসভায় তিনি বলেন, Democracy is the government of the people by the people and for the people' অর্থাৎ গণতন্ত্র এমন একটি সরকার ব্যবস্থা, যা মানুষের উপর মানুষের দ্বারা পরিচালিত মানুষের প্রভুত্বভিত্তিক শাসন ব্যবস্থা বুঝায়।<sup>২৮</sup> চমকপ্রদ এই সংজ্ঞায় জনগণকে সবকিছুর উর্ধ্বে স্থান দিলেও বস্তুত তা : 'Buy the people, for the people off the people' অর্থাৎ জনগণকে ক্রয় করো, জনগণ থেকে দূরে থাকো এবং জনগণকে সবকিছুর বাইরে রাখো।<sup>২৯</sup> কেননা গণতন্ত্রের মধ্যে জনগণকে রাষ্ট্রীয় কাজে অংশ গ্রহণের সুযোগ দেওয়া হচ্ছে মর্মে যে নাটক সাজানো হয় তার শেষে জনগণকে সব কিছুর বাইরে রেখে মুষ্টিমেয় কতক শিক্ষিত বা অশিক্ষিত শ্রেণীকে তাদের উপর প্রভুত্বগিরি করতে দেখা যায়। তাই তো কবি ইকবাল লিখেছেন-

توئی کیا دیکھا نہیں مغرب کا جمہوری نظام

چمہ روشن اندرون چنگیزی تاریکتر

তুমি কি দেখনি পাশ্চাত্যের গণতন্ত্র

চেহারার কেমন উজ্জ্বল জৌলুশ অন্তরে চেঙ্গিস খানের অন্ধকার।<sup>৩০</sup>

২৭. 'মার্কসের ভাষায় ধর্ম হচ্ছে আফিম' প্রাণ্ডক্ত পৃ. ১০৭।

২৮. ভাস্তির বেড়ালালে ইক্বামতে দ্বীন, পৃ. ১৮৪।

২৯. দৈনিক ইত্তেফাক, ২৮শে ডিসেম্বর ২০১৭, প্রবন্ধ : আব্রাহাম লিংকনের সংজ্ঞাটি কি স্বয়ংসম্পূর্ণ, পৃ. ০৫।

৩০. গবেষণা পত্রিকা, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, কলা অনুষদ (২০১৬-১৭), ভলিয়াম-২২, পৃ. ১৪০, কুল্লিয়াতে ইকবাল (উর্দু), পৃ. ২০৫।

গণতন্ত্র প্রধান দু'টি ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত রয়েছে তা হ'ল- (ক) সকল ক্ষমতার উৎস জনগণ (খ) সংখ্যাধিক্যের রায়ই চূড়ান্ত। ইসলামের সাথে গণতন্ত্রের সম্পর্ক তেল ও পানির ন্যায় অবিমিশ্রিত। একটি মানুষের তৈরী কুফুরীতন্ত্র আর অপরটি আল্লাহ প্রদত্ত শাশত বিধান। গণতন্ত্রে সকল ক্ষমতার উৎস জনগণ যা সরাসরি কুরআনের সাথে সাংঘর্ষিক। কারণ সকল ক্ষমতার উৎস আল্লাহ তা'আলা এবং ইসলামী সভ্যতায় জনগণ তারই হুকুম পালনকারী দাস মাত্র। তিনি যাকে ইচ্ছা রাজত্ব দেন এবং যার থেকে ইচ্ছা কেড়েও নেন।<sup>৩১</sup> আল্লাহ বলেন, تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ 'বরকতময় তিনি, যার হাতেই সকল রাজত্ব। আর তিনি সকল কিছুর উপরে সর্বশক্তিমান' (মূলক ৬৭/০১)।

গণতন্ত্রে শাসক নির্বাচন ও মানুষের কার্যাবলী নিয়ন্ত্রণের জন্য আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে মানুষের বিবেক বুদ্ধির সাহায্য নেওয়া হয়। কোন এলাহী গ্রন্থ সত্যের বা আইন প্রণয়নের মাপকাঠি হ'তে পারে না। তাই সকলের মতামত গ্রহণ করে সংখ্যাধিক্যের মতামতের ভিত্তিতে শাসক নির্বাচন ও আইন প্রণয়ন গণতন্ত্রের দাবি। যা ইসলামী বিধান অনুযায়ী স্পষ্ট কুফুরী। কারণ মানুষের স্রষ্টা আল্লাহ যেমন মানুষ সৃষ্টি করে তাদের কার্যাবলী নির্ধারণ করেছেন। অনুরূপ দুষ্টির দমন ও শিষ্টের পালন হেতু আইন প্রণয়ন করেছেন। সে আইন বাস্তবায়ন করাই শাসকের কর্তব্যের অধিন এবং আল্লাহর আইনের পরিবর্তে শিক্ষিত-মূর্খ সকলের ভোটের মাধ্যমে নতুন আইন জারি করা ও তা দ্বারা বিচার ফায়ছালা করা কুফুরী। আল্লাহ বলেন, مَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ- 'আল্লাহ যা নাযিল করেছেন সে অনুযায়ী যারা বিচার ফায়ছালা করে না তারা ই কাফির' (মায়দাহ ৫/৪৪)।

সুতরাং গণতন্ত্র যে কুফুরীতন্ত্র এতে কোন সন্দেহ নেই। মানব রচিত এই বিধানের দরুন গোটা পৃথিবী আজ অশান্তি, বিশৃঙ্খলা, ন্যায়-নীতিহীনতা এবং অশ্লীলতায় ডুবে আছে। মানুষের মতামতকে অদ্রান্ত সত্যের মাপকাঠি বিবেচনা করাই অশ্লীলতাও সংখ্যাধিক্যের রায়ে নৈতিকতার সার্টিফিকেট পাচ্ছে। উদহারণস্বরূপ বলা যায় যে, আমেরিকার সমাজে ব্যভিচার শাস্তিযোগ্য অপরাধ হলেও এক সময় তা বিবাহের সাথে পার্থক্য করতে ম্যারেজ সার্টিফিকেট ছাড়া কিছুই খুঁজে পাই না (?) পারস্পারিক সম্পর্ক থাকা সত্ত্বেও ধর্মীয় বাধায় কেউ অবাধ যৌনাচারে লিপ্ত হ'তে পারতো না। তাই তারা সংখ্যাধিক্যের ভোটের ভিত্তিতে আইন প্রণয়ন করলো পারস্পারিক সম্মতিতে যৌনসম্পর্ক ব্যভিচার নয় এবং তা ধর্ষণও নয় যা বাংলাদেশ সংবিধানেও রয়েছে'<sup>৩২</sup>

এই আইনের কারণে সমাজে প্রেমের সংস্কৃতি অবৈধ বা অন্যায্য হচ্ছে না। হাযারও তরুণ-তরুণী অবৈধ প্রেমের নামে দেহ বিলিয়ে দিচ্ছে। ধর্ষণের জয়জয়কার হলেও

৩১. সূরা আলে ইমরান আয়াত-২৬।

৩২. ড. আবু আমীনাহ বিলাল ফিলিপস, সভ্যতার সংকট, ভাষান্তর : জিম তানভীর, সিয়ান পাবলিকেশন লিমিটেড পৃ. ৩৯; আইনটি বাংলাদেশ সংবিধানে দেখুন : দণ্ডবিধির ধারা ৩৭৫, নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন।

কার্যত বিচার আদালত প্রাঙ্গণেই মুখ খুবড়ে পড়ছে। অথচ স্বচক্ষে উম্মাহর এমন দুদর্শী দেখেও পটা এ মতবাদের পূর্বে ইসলাম শব্দ জুড়ে দিয়ে এটাকে আধুনিকায়ন করতে ব্যতিব্যস্ত কতিপয় ইসলামী নেতারা। তারা ইসলামকে ব্যবহার করে পাশ্চাত্যের দুর্গন্ধময় এ মতবাদকে ইসলামী গণতন্ত্র নামে চালিয়ে দিতে চাচ্ছেন। ভোট পদ্ধতি তাদের কাছে সাক্ষ্য দান করা'।<sup>৩৩</sup> যা মূলত কাকের পাখায় ময়ূরের পালক স্থাপনের নামান্তর বৈকী। সুতরাং ইসলাম স্বয়ং সম্পূর্ণ। ইসলামী রাষ্ট্র খেলাফাতের আদর্শে জ্ঞানীদের পরামর্শের ভিত্তিতে পরিচালিত হবে। ইসলাম কায়েমের জন্য অন্য সভ্যতার দর্শন ধার করার কোন দরকার পড়ে না। ইসলামে কোন একটা আইন জারির পূর্বে সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটের প্রয়োজন হয় না। কারণ তা অশাস্ত সত্য বিধান। কেউ ভোট দিলেও সত্য, না দিলেও তা সত্যই থাকবে এবং সকলকে আল্লাহর সে বিধান বিনা দ্বিধায় ভোটভুটি ছাড়া মেনে নিতে হবে। সুতরাং তথাকথিত ইসলামী গণতন্ত্র ও বস্তুবাদী গণতন্ত্র উভয়ই ইসলামী সভ্যতার পরিপন্থী।

### ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ

পাশ্চাত্য সভ্যতার সবচেয়ে নিকৃষ্ট মতবাদ হ'ল ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ। এটি সম্পূর্ণরূপে একটি দর্শন হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হ'তে না পারলেও সমাজ বিনষ্টকারী মতবাদরূপে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছে। এ মতবাদ বিশালাকায় হাতির উন্মুক্ত ভয়ংকর দু'টি দাঁত সদৃশ। যার একটি দাঁত সরাসরি কুফুরী ও নাস্তিকতার প্রতিনিধিত্ব করে এবং অপরটি পরোক্ষভাবে কুফুরী ও নাস্তিকতাকে প্রতিপালন করে। ইংরেজী Secularism শব্দের অর্থ ইহজাগতিক বৈষয়িক যাকে ধর্মনিরপেক্ষ বলা হয়। এটি এমন একটি সামাজিক আন্দোলনের নাম যা মানুষকে আখেরাত থেকে মুখ ফিরিয়ে কেবল পার্থিব বিষয়ের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করায়। যার মূল শ্লোগান হ'ল : Religion Should not be allowed to come into politics. It is merely a matter between man and god. অর্থাৎ ধর্মকে রাজনীতির অঙ্গনে প্রবেশাধিকার দেওয়া উচিত নয়। ইহা মানুষ ও ইশ্বরের মধ্যকার একটি (আধ্যাত্মিক) বিষয় মাত্র'।<sup>৩৪</sup>

সুতরাং এখানে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে, মানুষকে পরকালীন ভাবনা থেকে সরিয়ে দুনিয়ামুখী করা এবং ধর্মকে কতিপয় অনুষ্ঠানাদির মধ্যে বন্ধ করে ব্যক্তির সমাজনীতি, রাষ্ট্রনীতি, শিক্ষানীতি, অর্থনীতি, ব্যবসা-বাণিজ্য তথা সমগ্র জীবন থেকে ধর্মের অস্তিত্ব মুছে ফেলাই ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের একমাত্র লক্ষ্য। প্রাচীন এ মতবাদ উনিশ শতকে জর্জ জেকব হোলিয়ক (১৮১৭-১৯০৪) ও তার সহোযগী চার্লস ব্রেডলাফ (১৮৩৩-১৮৯০)-এর মাধ্যমে প্রসারিত হয়। অতঃপর রাষ্ট্রীয় মতবাদ রূপে বিশ শতকে ফ্রান্সে অ-ধর্মীয় ব্যবস্থা বা লেইসিজম নামে প্রতিষ্ঠিত হয়। ইউরোপের সমাজে পোপরা সমাজ ও রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রক ছিল। তাদের তৈরীকৃত ঈসায়ী ধর্মের বিকৃত আদর্শের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে ধর্মকে রাষ্ট্র থেকে বিচ্ছিন্ন করার জন্যই এ মতবাদের জন্ম হয়। এ মতবাদের ফলে অন্যান্য ধর্মের কোন ক্ষতি না হলেও ইসলাম ধর্ম তার

৩৩. ইসলাম ও আধুনিক রাজনীতি, মূল : মুফতী মুহাম্মাদ তাকী ওসমানী, অনুবাদ : আবুল কাশেম মুহাম্মাদ আশরাফুল হক, দারুল হক প্রকাশনী, পৃ. ১২-১৩।

৩৪. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব, তিনটি মতবাদ পৃ. ১৯।

গৌরব হারায়। কেননা পাশ্চাত্যের পুঁজিবাদ শোষণ করছে, জাতীয়তাবাদ বিভেদ সৃষ্টি করছে, সমাজতন্ত্র সেগুলো উস্কে দিয়ে ফায়দা লুটছে। অপরদিকে গণতন্ত্র ও ধর্ম ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ এর সাথে একাত্বতা প্রকাশ করে ধর্মকে রাজনীতি ও ব্যক্তি জীবন থেকে সরিয়ে সংখ্যাধিক্যের রায়ের মাধ্যমে মানুষের তৈরী বিধান রচনা করে পৃথিবীতে আধিপত্য বিস্তার করেছে। পাশ্চাত্যের সাথে ইসলামের দ্বন্দ্ব সভ্যতা কেন্দ্রিক। কারণ ইসলাম শুধুমাত্র কয়েকটি ধর্মীয় উৎসবে বন্দি নয়। ইসলামে রয়েছে সুবিন্যস্ত সার্বজনীন রাষ্ট্রনীতি। যা ব্যক্তির ব্যক্তি জীবন থেকে রাষ্ট্র পর্যন্ত বিস্তৃত থাকায় সতন্ত্র একটি সভ্যতা ধারণ করে। সেই সভ্যতাই পাশ্চাত্যের মাথা ব্যাথার কারণ। সেটাই হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক স্যামুয়েল পি হাষ্টিংস প্রকাশ করে বলেন : ‘ইসলামী মৌলবাদ পশ্চিমাদের জন্য মূল সমস্যা নয়, বরং সম্পূর্ণ ভিন্ন একটি সভ্যতার ধারক হওয়ার কারণে ইসলামই তাদের মূল সমস্যা। কারণ এ ধর্মের অনুসারীরা তাদের নিজেদের জীবনচারণ বা ইসলামের সংস্কৃতিকে শ্রেষ্ঠ বলে মনে প্রাণে বিশ্বাস করে; যদিও নিজেদের শক্তি সামর্থের দীনতা বর্তমানে তাদের মনকে কিছুটা দুর্বল করে রেখেছে। একইভাবে ইসলামের জন্যও CIA কিংবা আমেরিকার প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় সত্যিকার কোন সমস্যা নয়। বরং পুরো পশ্চিমা সভ্যতাই তাদের জন্য একটি বড় সমস্যা’।<sup>৩৫</sup>

উক্ত মন্তব্য থেকে নির্দিষ্ট প্রমাণিত হয় যে, ইসলামের সতন্ত্র সভ্যতাই পাশ্চাত্য ধ্বংসাত্মকদের মূল টার্গেট। আর তা বাস্তবায়নের জন্য ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ একাই যথেষ্ট। কারণ এটি মানুষের পরকালীন বিশ্বাস নস্যাত্মক করে মানুষকে দুনিয়াদার বানাচ্ছে। ফলে মানুষ দুনিয়ার চাকচিক্যে বিভোর হয়ে নিজেদের সুবিধামত আইন প্রণয়ন করে দেশ পরিচালনা করছে। তার প্রভাবে ব্যক্তির ব্যক্তিগত জীবন থেকে রাজনৈতিক জীবন পর্যন্ত ধর্মহীন করার কারণে কোন অন্যায়কেই পাপ বিবেচনা করা হচ্ছে না। কেননা এখানে মানবীয় আনন্দ উপভোগই মূল্য। পরকালীন জবাবদিহিতা নিছক বিশ্বাস যা এ মতবাদ অস্বীকার করে। সেজন্য বলা হচ্ছে- ধর্মীয় বিশ্বাস যতক্ষণ পর্যন্ত মানবীয় আনন্দ ফুটিরের সম্মুখে বাস্তব প্রতিবন্ধকতা দাঁড় না করাচ্ছে সেকিউলারিজম ততক্ষণ পর্যন্ত তাকে সে অবস্থাতেই থাকতে দেয়’।<sup>৩৬</sup>

আমাদের সমাজে সেকিউলারিজম প্রতিষ্ঠার জন্য যারা স্লোগান দেন কিংবা আন্দোলন করে যাচ্ছেন তারা বলেন, ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা কায়ম হলে একটি দেশে বসবাসরত ভিন্ন ধর্মালম্বীদের উপর অন্য ধর্মের আইন চাপিয়ে দেওয়া হয়। তাদের সাথে ন্যায় বিচার করা হয় না। তাই তারা ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদ পেয়ে সেটাকে সার্বজনীন আখ্যা দিয়ে তৃপ্তির ঢেকুর তোলেন। তাদের ধারণা এ মতবাদে যেহেতু নির্দিষ্ট কোন ধর্মের আওতায় রাষ্ট্র চলে না সেহেতু এটাই সকল ধর্ম-বর্ণের মানুষের জন্য সার্বজনীন ব্যবস্থা। এখানে লক্ষণীয় ব্যাপার হ’ল ইসলাম ছাড়া পৃথিবীর অন্য কোন ধর্মে সমৃদ্ধ অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা নেই। যাদের রাষ্ট্র ব্যবস্থায় নেই তাদের ন্যায় বিচারের

৩৫. সভ্যতার সংকট, পৃ. ১৬-১৭।

৩৬. পাশ্চাত্য সভ্যতার দার্শনিক ভিত্তি, পৃ. ৩০।

স্নোগান মুখের বুলি ছাড়া আর কী? অপরদিকে মতবাদ ভিত্তিক রাষ্ট্র পরিচালনার ফসল বর্তমান হানাহানির সমাজ, যার চিত্র আমাদের সামনে আজ দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট। সুতরাং সেই হানাহানির দর্শনে ন্যায় বিচার রূপকথার গল্পের মোরগের কাছে শিয়াল মামার দেওয়া বন্ধুত্বের প্রতিশ্রুতি ভিন্ন কিছু নয়। কাজেই বিধর্মীদের নিরাপত্তা ও ন্যায় বিচার একমাত্র ইসলামেই রয়েছে। যার ভুরি ভুরি প্রমাণ হাদীছে মণ্ডুদ রয়েছে। কার্যত : ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ ধর্মহীনতাবাদ যা মানুষকে দুনিয়ামুখী করে স্রষ্টার গোলামী থেকে পৃথক করে মানুষের গোলামীতে আবদ্ধ করেছে। বর্তমানকালে অনেক মুসলিম দেশ ইসলাম বিরোধী এই কুফুরীতন্ত্রের তাবেদারী করে পশ্চিমাদের হাতের ক্রীড়নকে পরিণত হয়েছেন। এদের প্রতি আক্ষেপ করে আল্লামা ড. ইকবাল বলেন,

آدم ابي بصرى بندگی آدم کرد  
من ندیدم که سگی پیش سگی سر خم کرد

অর্থ : মানুষ অজ্ঞতাবশত মানুষের গোলামী করে

আমি দেখিনি কোন কুকুর কোন কুকুরের কাছে মাথা নত করে'।<sup>৩৭</sup>

**উপসংহার :** পরিশেষে বলতে চাই, ইসলাম আগমনে পৃথিবীর অজ্ঞতা দূর হয়েছিল এবং মানব জাতির ঐতিহ্যবোধ ও সাংস্কৃতিক ধারার পরিবর্তন ঘটেছিল। জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার মাধ্যমে অসভ্য মানুষগুলো সোনার মানুষে পরিণত হয়েছিল। ধূলির তখত ও খেজুর পাতার তৈরী মসজিদ কানায় কানায় পরিপূর্ণ ছিল। ধূলি ধুসরিত প্রাসাদ হ'তে ন্যায় ও শান্তির আলোকবর্তিকা পৃথিবীময় ঝলকানী দিয়েছিল। জ্ঞান-বিজ্ঞানের জৌলুসে আজ ধূলির প্রাসাদ স্বর্ণখচিত সিংহাসন এবং খেজুর পাতার মসজিদ টাইলসে ঘেরা প্রাসাদ হওয়ায় মুসলমানরা যখন স্বীয় আধ্যাত্মিক শক্তি হারালো ঠিক তখনই ইসলামী দুনিয়া দ্রুতগতিতে পশ্চিমের দিকে ধাবিত হ'ল। নিজস্ব সভ্যতা ভুলে গিয়ে ইউরোপের অশান্ত, মূল্যবোধহীন বৈষম্যের সভ্যতায় গা ভাসিয়ে মুসলমানগণ ইহুদী-খ্রিষ্টানের হাতের পুতুলে পরিণত হ'ল। বর্তমানে তারই প্রভাবে স্বার্থসর্বস্ব জাতীয়তাবাদ গোটা পৃথিবীতে জাতিগত বিভেদ সৃষ্টি করে কদর্য চেহারায় মানবতা বিধ্বংসী যুদ্ধে জড়িয়ে পৃথিবীকে গ্রাস করে রেখেছে। পুঁজিবাদীদের দংশনে মানবতা জর্জরিত, নাস্তিক্যবাদী সমাজবাদ উদ্ধারকারী নায়কের ভূমিকায় জর্জরিত মানবতাকে জলন্ত অগ্নিকুণ্ডে আত্মাহুতি দিতে উদ্বুদ্ধ করেছে। গণতন্ত্রের মানব রচিত বিধান পৃথিবীর আকাশে নীপিড়িত ও নির্যাতনের আতনাদে ভারী করেছে। রাষ্ট্রকে ধর্মহীন করায় রাষ্ট্রের নৈতিক কাঠামো ধ্বংস হয়ে গেছে এবং মূল্যবোধের অবক্ষয় হানাহানির মাত্রা বৃদ্ধি করে মানুষকে দুনিয়াপুঁজারী রাক্ষুসে পরিণত করেছে। এহেন পরিস্থিতিতে শান্তি কেবল ইসলামের আদি সভ্যতায় নিহিত রয়েছে। যা মানুষের ধর্মীয় মূল্যবোধ ফিরিয়ে আনলেই মানবতার শাস্বত জয়যাত্রা পুনরায় আগের মতো আলোকজ্বল হয়ে উঠবে। তাই আসুন! পৃথিবীর এই নৈরাজ্যের মুক্তিহেতু আবার ইসলামী সভ্যতার ছায়াতলে ফিরে আসি। আল্লাহ আমাদের কবুল করুন।- আমীন!

## বাংলাদেশের কতিপয় ভ্রান্ত ফের্কা

-আব্দুল্লাহ আল-মাক্কাফ\*

**ভূমিকা :** রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ইত্তিকালের পর তাঁর ভবিষ্যতবাণী অনুযায়ী মুসলিমদের মাঝে বিভিন্ন বিদ'আতী ও ভ্রান্ত দলের অবির্ভাব ঘটতে থাকে। ৩৭ হিজরী থেকে শুরু হয়ে বর্তমানে সেই পথদ্রষ্ট দলসমূহ পরিণত হয়েছে অসংখ্য দলে। যুগে যুগে ভ্রান্ত আক্কাদার ভিত্তিতে সৃষ্ট এই ফের্কাবন্দীর কারণেই মুসলিম উম্মাহ দলে-উপদলে বিভক্ত হয়ে যায় এবং তাদের পারস্পরিক সম্প্রীতি ও ভ্রাতৃত্বের সেতুবন্ধন হারিয়ে ফেলে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ভাষ্য অনুযায়ী একমাত্র জান্নাতী ফের্কা হ'ল নাজী ফের্কা বা ফিরক্বা নাজিয়া, যার প্রথম যুগে ছাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈ ও তাবে তাবেঈদের দল এবং তার পরে সর্বযুগে আহলেহাদীছদের দল। আর এই নাজী ফের্কা ব্যতীত যত ফের্কা ও দল রয়েছে, সবগুলোই পথদ্রষ্ট ও ভ্রান্ত। বক্ষ্যমাণ নিবন্ধে আমরা বাংলাদেশের কতিপয় ভ্রান্ত ফের্কার স্বরূপ তুলে ধরার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ।

**ফের্কা বলতে কি বুঝায় :** ফের্কা (الْفِرْقَةُ)-এর অর্থ হ'ল (طَائِفَةٌ مِنَ النَّاسِ) দল, সম্প্রদায়, শ্রেণী। পারিভাষিক অর্থে এটা সাধারণ কোন মতানৈক্য বা দলকে বুঝায় না; বরং আক্কাদাগত বিভক্তির কারণে সৃষ্ট দলকে ফের্কা বলা হয়। আর ভ্রান্ত আক্কাদার কারণে সৃষ্ট বিভক্তিকে ফের্কাবন্দী বলা হয়। মূলত ফের্কাবন্দীর কারণেই মুসলিমদের ঐক্য বিনষ্ট হয় এবং তাদের মাঝে শত্রুতা-বিদ্বেষ তৈরী হয়। কেননা ফের্কা বন্দীর মূল কারণ হ'ল প্রবৃত্তিপরায়ণতা। ইমাম শাত্তেবী (মৃ. ৭৯০ হি.) বলেন, وَهَذِهِ الْفِرْقَةُ مُشْعِرَةٌ تَفَرِّقُ الْقُلُوبَ الْمُسْعِرَ بِالْعِدَاوَةِ وَالْبُغْضَاءِ 'এই ফের্কা অন্তরের বিভক্তির দিকেও ইঙ্গিত করে, যার মাধ্যমে পারস্পরিক শত্রুতা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি হয়।'¹

আব্দুল ক্বাহের ইবনু ত্বাহের আত-তামীমী (রহঃ) বলেন, 'নবী করীম (ছাঃ) নিন্দিত ফের্কা বলতে ফিক্বহী শাখা-প্রশাখাগত মাসআলা-মাসায়েলে মতভেদকারীদেরকে বুঝাননি, বরং নিন্দা দ্বারা উদ্দেশ্য তরাই, যারা তাওহীদের মূলনীতি, তাক্বদীরের ভাল-মন্দ, নবুঅত ও রিসালাতের শর্ত, ছাহাবায়ে কেরামের সাথে আন্তরিক সম্পর্ক বজায় রাখা ইত্যাদি ক্ষেত্রে হকপন্থীদের বিরুদ্ধাচরণ করে। কারণ এসব ক্ষেত্রে হকপন্থীদের বিরুদ্ধাচরণকারীরা পরস্পরকে কাফের হিসাবে আখ্যায়িত করে থাকে। কিন্তু প্রথম প্রকারের মতভেদকারীরা পরস্পরকে কাফের তো বলেই না, এমনকি বিভক্তিও সৃষ্টি করে না।'²

\* সভাপতি, বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ, ঢাকা-দক্ষিণ সাংগঠনিক যেলা।

১. শাত্তেবী, আল-ইতিহাম, (সউদী : দারু ইবনু আফফান-১৪১২হি., ১৯৯২ খৃ.) পৃ. ৭০১।

২. আব্দুর রহমান মুবারকপুরী, তুহফাতুল আহওয়াযী (বৈরুত: দারুল কুতুব, তাবি) পৃ. ৭/৩৩২।

সুতরাং উম্মতের ফের্কাবন্দী বলতে কস্মিনকালেও ছাহাবায়ে কেরাম, তাবৈঈন এবং মুজতাহিদ আলিমগণের ইজতিহাদপ্রসূত মতভেদকে বুঝানো হয়নি। অনুরূপভাবে এ ব্যাপারে ইজমা হয়েছে যে, শরী‘আতের ব্যবহারিক শাখা-প্রশাখাগত মাসআলা-মাসায়েলের মতপার্থক্যও ফের্কাবন্দীর আওতাভুক্ত নয়’।<sup>৭</sup> বরং এই প্রকার মতভেদ হওয়া খুবই স্বাভাবিক। ইমাম ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) যথার্থই বলেছেন, ‘মানুষের মধ্যে মতভেদ অবশ্যম্ভাবী একটি বিষয়। কেননা তাদের উদ্দেশ্য, বুঝা এবং অনুধাবন শক্তি এক নয়। তবে এ নিয়ে একজন আরেকজনের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করা নিন্দনীয়’।<sup>৮</sup>

**বাংলাদেশের কতিপয় ভ্রান্ত ফের্কা :** মিথ্যা, উদ্ভট ও ভ্রষ্ট আক্বীদা ও দর্শনের উপর ভিত্তি করে রাজনীতির নামে এবং ধর্মের নামে বিভিন্ন ভ্রান্ত ফের্কা বাংলাদেশে প্রচলিত আছে। দেশের বিভিন্ন প্রান্তে এই সকল ফের্কার বিষ বাস্পে বাংলার সাধারণ ধর্মপ্রাণ মানুষের আক্বীদা কলুষিত হচ্ছে। বিভ্রান্তির ধুমজালে দিশেহারা হয়ে মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর আনীত স্বচ্ছ-সুন্দর দ্বীন থেকে তারা বহু দূরে সরে যাচ্ছে। তাই তাদের স্বরূপ সম্পর্কে অবগত হওয়া এবং মানুষকে এই ব্যাপারে সতর্ক করা আমাদের সকলের ঈমানী দায়িত্ব। নিম্নে বাংলাদেশের কতিপয় ভ্রান্ত ফের্কার পরিচিতি ও আক্বীদা সংক্ষিপ্তাকারে তুলে ধরা হ’ল-

## ১. হিব্বুত তাওহীদ

‘হিব্বুত তাওহীদ’ বাংলাদেশের এক ঈমান বিধ্বংসী ফের্কা। নামধারী এই দলটি হলেও মূলত এটি বাংলাদেশ ভিত্তিক একটি ভয়ংকর পথভ্রষ্ট ধর্মীয় সংগঠন। ১৯৯৫ সালে টাঙ্গাইলের করটিয়া গ্রামের পন্থী পরিবারের সন্তান মোহাম্মাদ বায়াজিদ খান পন্থী (১৯২৫-২০১২ খৃ.) দলটি প্রতিষ্ঠা করেন।

সম্রাট আকবর যেমন সব ধর্ম মিলিয়ে ‘দ্বীনে এলাহী’ নামক একটি জগাখিচুড়ি ধর্মের গোড়াপত্তন করেছিল ঠিক তেমনি বায়াজিদ খান পন্থীও সম্রাট আকবর প্রতিষ্ঠিত ‘দ্বীনে এলাহী’ নামক ধর্মের মতই ‘হেব্বুত তাওহীদ’ নামক এ নতুন ধর্মটি আবিষ্কার করেন। খুব অল্প সময়ে উদ্ভট সব থিউরী দিয়ে বেশ কিছু ভক্ত যুগিয়ে ফেলেন পন্থী ছাহেব। ইসলামের মৌলিক বিধানাবলীর নতুন সব অপব্যাক্ষ্য করে পুরো দ্বীনটাকেই প্রশ্নবিদ্ধ করে রাখার দুষ্কর্ম তিনি আমরণ করে যান।

**নিজেকে যামানার ইমাম দাবী করার ব্যাপারে পন্থীর ধৃষ্টতা :** নবী দাবীদার মির্জা গোলাম আহমাদ কাদিয়ানীর মতবাদের সাথে বায়াজীদ খান পন্থীর অনেক মতবাদ হুবহু মিলে যায়। পন্থী আল্লাহর পক্ষ থেকে মু‘জেযা প্রাপ্তির দাবী করে প্রকারান্তরে নিজেকে নবী দাবী করেছেন। যেমন তিনি নিজের একটি ১০ মিনিটের ভাষণকে আল্লাহর মু‘জেযা হিসাবে দাবী করেন এবং প্রচার করেন যে, এই মু‘জেযার মাধ্যমে আল্লাহ তাকে এবং ‘হেব্বুত তাওহীদ’কে হক হিসাবে ঘোষণা করেছেন। তিনি বলেন,

৩. আল-ই‘তিহাম, পৃ. ৭০০; তুহফাতুল আহওয়ায়ী, ৭/৩৩২।

৪. আছ-ছওয়া‘ইকুল মুরসালাহ ফির-রদ্দি আলাল-জাহমিইয়াহ ২/৫১৯।

‘এর চেয়ে বড় রহমত আর কি হ’তে পারে যে, মু’জেয়া তিনি নবীদের সময় ঘটাতেন একটা একটা করে, এখন তিনি নিজে এক সাথে ৮টা মু’জেয়া ১০ মিনিটের মধ্যে ঘটিয়ে দিলেন’।<sup>৫</sup> শুধু তাই নয় তারা এই ভাষণটিকে কুরআনের মর্যাদা দিয়ে বলেন, ‘কুরআন ও ইমামের এই ভাষণটি একই পর্যায়ভুক্ত। যারা বায়াজিদ খান পল্লীর উপর আল্লাহ প্রদত্ত এই মু’জেয়ায় বিশ্বাস করবে না এবং এতে সন্দেহ রাখবে, তারা কুরআনকে অবিশ্বাস করার মত অপরাধী এবং তাদের জন্য উভয় জাহানে রয়েছে ভয়াবহ শাস্তি’।<sup>৬</sup>

**বর্তমানের ইসলাম প্রকৃত ইসলাম নয় :** বায়াজিদ খান পল্লী মনে করেন যে, বর্তমান ইসলাম বিকৃত। এজন্য তিনি মানুষকে ‘প্রকৃত ইসলাম’-এর পথ দেখাতে দলটির সূচনা করেন। বর্তমান যুগে একশ’ বিশ কোটি মুসলমানের মধ্যে কেবল তার অনুসারী ‘পাঁচ লক্ষ’ মানুষকে তিনি ‘প্রকৃত মুসলমান’ মনে করেন’।<sup>৭</sup> তিনি নিজেকে এই যুগের ইমাম বা এমামুয়্যামান হিসাবে দাবী করেন। এই দলের অনুসারীদের বিশ্বাস হ’ল, বায়াজিদ খান পল্লীকে আল্লাহ বর্তমান যুগে সমগ্র মানবজাতির ত্রাতা হিসাবে পাঠিয়েছেন’।<sup>৮</sup> তাদের মতে, রাসূল (ছাঃ)-এর মৃত্যুর একশত বছরের মধ্যেই ইসলাম বিকৃত হয়ে যায়। অতঃপর দীর্ঘ তেরশ’ বছর এই উম্মাহকে (হেযবুত তওহীদের) এই পবিত্র কর্মসূচী থেকে মাহরুম, বঞ্চিত রাখার পর আল্লাহ তাঁর অসীম করুণায় তাঁর দেওয়া কর্মসূচীর পরিচয় মাননীয় এমামুয়্যামানকে বোঝার তাওফীক দিয়েছেন’।<sup>৯</sup> তারা বিশ্বাস করে যে, ‘যাত্রাদলের বন্দুকের সঙ্গে আসল বন্দুকের যতটা পার্থক্য, প্রকৃত এসলামের সঙ্গে বর্তমান এসলামের ততটাই পার্থক্য। এদু’টির চলার পথ সম্পূর্ণ বিপরীত’।<sup>১০</sup>

**‘হিযবুত তওহীদের’ অনুসারী ছাড়া সকল মুসলিম পথভ্রষ্ট :** তারা অন্য মুসলমানদের সাথে ছালাত আদায় করে না এবং তাদের সাথে কোন ইবাদতেও অংশগ্রহণ করে না। এই দলে যারা যুক্ত হবে তাদের শপথ বাক্যে উল্লেখ করা হয়েছে যে, এই দলভুক্ত যারা নয় অর্থাৎ বাকি দুনিয়ার সমস্ত মুসলমান পথভ্রষ্ট ও বিকৃত ইসলামের অনুসারী। অতএব তাদের সাথে কোন ইবাদতে অংশগ্রহণ করা যাবে না। কেবল এই আন্দোলনের সাথে যুক্তদের সাথেই এবাদতে অংশগ্রহণ করা যাবে’।<sup>১১</sup> এই দলটি আলেম-ওলামার প্রতি চূড়ান্ত বিদ্বেষ পোষণ করে এবং তারা মনে করে যে, হাদীছ, তাফসীর, ফিক্‌হসহ ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা-প্রশাখা কেবল অপ্রয়োজনীয়ই নয়; বরং মুসলিম উম্মাহর বিভক্তির কারণ’।<sup>১২</sup> তারা বলে, দাড়ি-টুপি-

৫. আল্লাহর মো’জেজা হিজবুত তওহীদের বিজয় ঘোষণা, পৃ. ৬৯

৬. হিজবুত তওহীদের গঠনতন্ত্র, পৃ. ১৬; আল্লাহর মো’জেজা হিজবুত তওহীদের বিজয় ঘোষণা, পৃ.

১১-১৭, ৩৩, ৯৩; মহাসত্যের আহবান, পৃ. ২৬-২৭।

৭. এসলামের প্রকৃত রূপরেখা, পৃ. ১১।

৮. হিজবুত তওহীদের গঠনতন্ত্র, পৃ. ১৩।

৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৯, ৭১।

১০. এসলাম শুধু নাম থাকবে, পৃ. ৯।

১১. হিজবুত তওহীদের গঠনতন্ত্র, পৃ. ৭৩।

১২. এ, পৃ. ১৩; আকিদা, পৃ. ২৩।



বোরকা ইত্যাদি ইসলামের কোন লেবাস নয়। তাদের আক্বীদা হ'ল, আল্লাহর রাসূল (ছাঃ) কোন ধর্মকেই বাতিল করেননি, বরং সবগুলোকে সংরক্ষণ ও সত্যায়ন করেছেন। তাই সব ধর্মই সত্য। সকল ধর্মের মর্মকথা, সবার উদ্দেশ্যে মানবতা'।<sup>১৩</sup>

তারা মনে করে যে, আল্লাহ 'হেযবুত তওহীদ'কেই মানবজাতির উদ্ধারকর্তা হিসাবে মনোনীত করেছেন। কাজেই এই সময়ে যারা মুমিন-মুসলিম হ'তে চায়, আল্লাহর সঠিক দিক-নির্দেশনা, সত্যপথ লাভ করতে চায় তাদের আনুগত্য করা ছাড়া মুক্তি নেই। 'হেযবুত তওহীদ'র মাধ্যমে গোটা বিশ্বে প্রকৃত ধর্ম প্রচার হবে। এটা আল্লাহরই নির্দেশ'।<sup>১৪</sup>

**দাজ্জাল হ'ল 'ইহুদী-খৃষ্টান সভ্যতা'** : তাদের মতে, হাদীছে বর্ণিত দাজ্জাল কোন প্রাণী নয়, বরং দাজ্জাল হ'ল 'ইহুদী-খৃষ্টান সভ্যতা'। আধুনিক যুগে তথা পল্লী প্রথম এই দাজ্জালকে চিহ্নিত করেছেন এবং তিনি প্রমাণ করেছেন যে, পাশ্চাত্য বস্তুবাদী ইহুদী-খৃষ্টান যান্ত্রিক সভ্যতাই হচ্ছে সেই দাজ্জাল, যেই দানব ৪৮১ বছর আগেই জন্ম নিয়ে তার শৈশব-কৈশোর পার হয়ে বর্তমানে যৌবনে উপনীত হয়েছে এবং দোদগু প্রতাপে সারা পৃথিবীকে পদদলিত করে চলেছে। আজ মুসলিমসহ সমস্ত পৃথিবী অর্থাৎ মানবজাতি তাকে প্রভু বলে মেনে নিয়ে তার পায়ে সিজদায় পড়ে আছে'।<sup>১৫</sup> তারা নিজ দলের সদস্যদেরকে শেষ যামানায় দাজ্জালের বিরুদ্ধে যোদ্ধা ভাবে এবং তাদের পুরুষ ও নারী সদস্যদের যথাক্রমে মোজাহিদ ও মোজাহিদা সম্বোধন করে। শুধু তাই নয়, মুজাহিদ হিসাবে শাহাদত লাভের প্রমাণ হিসাবে তাদের কর্মীদের মৃত লাশ অন্যদের মত শক্ত বা শীতল হয় না বলে তারা দাবী করে।

**জিহাদ ত্যাগকারী দ্বীন থেকে বহিষ্কৃত** : এই দলের নিকট প্রকৃত ইসলাম হ'ল তাওহীদ ও জিহাদ। আর ইবাদত হ'ল খেলাফত। অর্থাৎ প্রকৃত ইবাদত হ'ল আল্লাহর দেওয়া দ্বীন (জীবন-ব্যবস্থা) মোতাবেক তাঁর পক্ষ হয়ে শাসন করা। ছালাত, ছিয়াম, হজ্জ, যাকাত এগুলো প্রকৃত ইবাদতের কাজ নয়; বরং এগুলো জীবন পরিচালনার জন্য কিছু বিধান মাত্র'।<sup>১৬</sup> এই ইবাদত তথা খেলাফত প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে তাদের আক্বীদা ও ঈমানের মূল কেন্দ্রবিন্দু হ'ল জিহাদ। এমনকি ঈমানের মূল শর্তই হ'ল জিহাদ'।<sup>১৭</sup> তাই সশস্ত্র জিহাদ ত্যাগ করলে সে আর মুমিন থাকে না, বরং দ্বীন থেকেই সে বহিষ্কৃত হয়ে যায়। ছালাতকে তারা মনে করেন জিহাদের প্রশিক্ষণ। এজন্য তারা সামরিক কুচকাওয়াজের মত সটান ও দ্রুতগতিসম্পন্ন হাস্যকর নব্য এক ছালাত পদ্ধতি চালু করেছে। তারা মনে করে, উম্মতে মুহাম্মাদী সম্পূর্ণ জাতিটাই সামরিক বাহিনী'।<sup>১৮</sup>

১৩. <http://www.hezbollah.org>

১৪. <http://www.hezbollah.org>। মাসিক আত-তাহরীক, ২৩ তম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ২০১৯ খৃ। প্রস্তোত্তর: ১/১।

১৫. দাজ্জাল? ইহুদী-খৃষ্টান 'সভ্যতা'!, পৃ. ৫; মহাসত্যের আহ্বান, পৃ. ১৩।

১৬. দাজ্জাল? ইহুদী-খৃষ্টান 'সভ্যতা'!, পৃ. ৮৭।

১৭. ইসলামের প্রকৃত সালাহ, পৃ. ৪২।

১৮. মাসিক আত-তাহরীক, ২৩ তম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ২০১৯ খৃ। প্রস্তোত্তর: ১/১।

পনীর ভাষ্যমতে, কোন ব্যক্তি ‘হেযবুত তওহীদে’ যোগ দিলেই দুই শহীদের মর্যাদা পাবে, যদি সে শেষ পর্যন্ত থাকে। শুধু তাই নয়, ‘হেযবুত তওহীদে’ যারা সত্যিকারভাবে এসেছে তাদের জন্য জান্নাত নিশ্চিত। এ ব্যাপারে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নেই। এখন কে কোন জান্নাতে যাবে তা আমলের উপর নির্ভর করবে।<sup>১৯</sup>

**হজ্জ কোন ইবাদত নয়-একটি বার্ষিক সম্মেলন :** হজ্জ সম্পর্কে তাদের ধারণা, এটি কোন ইবাদত নয়, বরং গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য মুসলমানদের বার্ষিক সম্মেলন। তাদের ভাষায়- ‘হজ্জ কোন তীর্থ যাত্রা নয়, আন্তর্জাতিক কনফারেন্স। এসলামের অন্য সব কাজের মতোই আজ হজ্জ সম্বন্ধেও এই জাতির আকীদা বিকৃত হয়ে গেছে। এই বিকৃত আকীদায় হজ্জ আজ সম্পূর্ণরূপে একটি আধ্যাত্মিক ব্যাপার, আল্লাহর সান্নিধ্য অর্জন করার পথ। প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে- আল্লাহ সর্বত্র আছেন, সৃষ্টির প্রতি অণু-পরমাণুতে আছেন, তবে তাঁকে ডাকতে, তাঁর সান্নিধ্যের জন্য এত কষ্ট করে দূরে যেতে হবে কেন?’

১৬ই জানুয়ারী ২০১২ সালে পনীর মৃত্যুর সময় তার ভ্রাতা দলের কর্মী হাযার ছাড়িয়ে যায়। বর্তমান তারা তাদের নতুন এমাম হোসাইন মোহাম্মদ সেলিমের নেতৃত্বে নিজস্ব ওয়েবসাইট ও পত্রিকা দৈনিক দেশের পত্র ও দৈনিক বজ্রকণ্ঠ প্রভৃতির মাধ্যমে তাদের বিকৃত আকীদা ও আমল ব্যাপকভাবে প্রচার করছে এবং বাংলাদেশের বহু মানুষকে পথভ্রষ্ট করে চলেছে। সুতরাং এদের ব্যাপারে ইশিয়ার থাকা এবং অপরকে সতর্ক করা একান্ত যরুরী।

## ২. শী‘আ

শী‘আ অর্থ অনুসারী, গোষ্ঠী, দল, সম্প্রদায় ইত্যাদি। যে সমস্ত ভ্রাতা ফের্কা সম্পর্কে রাসূল (ছাঃ) ভবিষ্যদ্বাণী করে গেছেন, সেগুলোর মধ্যে একটি হ’ল ‘শী‘আ’। ইহুদীদের ষড়যন্ত্রের ফসল হিসাবে আলী (রাঃ) এবং মু‘আবিয়া (রাঃ)-এর মধ্যে যে যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল তাকে কেন্দ্র করেই এই পথভ্রষ্ট শী‘আ সম্প্রদায়ের জন্ম। যুদ্ধে পরাজিত হওয়ার আশঙ্কায় মু‘আবিয়া (রাঃ)-এর পক্ষ যুদ্ধ বিরতির আহ্বান জানায়। ফলে মীমাংসার জন্য আলী (রাঃ)-এর পক্ষে আবু মুসা আশ‘আরী (রাঃ) আর মু‘আবিয়া (রাঃ)-এর পক্ষে আমর ইবনুল আছ (রাঃ)-কে শালিস নিযুক্ত করা হয়। এতে একশ্রেণীর লোক আলী (রাঃ)-এর পক্ষ ত্যাগ করে। তারা ইতিহাসে ‘খারেজী’ বলে পরিচিত। আরেক শ্রেণী এই প্রক্রিয়াকে সমর্থন করে। কিন্তু তারা নিষ্ক্রিয় থেকে যায়। তারা আলী (রাঃ)-কে কোন প্রকার সহযোগিতা করেনি। তাদেরকেই ‘শী‘আ’ বলা হয়।<sup>২০</sup> রাসূল (ছাঃ)-এর পরিবার ও ছাহাবীদের নিয়ে কটুক্তিকারী এই শী‘আদের ফেৎনা প্রকাশিত হয়েছে ইরাকের কূফা নগরী থেকে। শী‘আরা বহু দলে বিভক্ত। তাদের মধ্যে সবচেয়ে নিকৃষ্ট হ’ল রাফেযী। বর্তমানে ইরানের খোমেনী ও তার সমর্থকরা রাফেযী আকীদা পোষণ করে থাকে।

১৯. আল্লাহর মো‘জেজা হিজবুত তওহীদের বিজয় ঘোষণা, পৃ. ৬৫।

২০. আত-তারীখুল ইসলামী, পৃ. ২৭৪-২৭৭।

বাংলায় শী'আ মতবাদ প্রচারিত হয় সতেরো শতকের প্রথমভাগে। পারস্যের বণিক ও ভ্রমণকারীরা এ মতবাদ প্রচার করে। মুঘল সম্রাট শাহজাহানের আমলে বাংলার সুবেদার শাহ সুজা-এর নৌ সেনাপতি সৈয়দ মীর মুরাদ সর্বপ্রথম ১৬৪১ সালে পুরান ঢাকা এলাকায় শী'আ উপাসনালয় ইমামবাড়া বা হোসেনী দালান নির্মাণ করেন (উইকিপিডিয়া)।

শুধু তাই নয়, আঠারো শতকের অধিকাংশ নবাবই ছিলেন শী'আ সম্প্রদায়ভুক্ত। নবাব মুর্শিদকুলী খান সর্বপ্রথম মুহররম মাসের প্রথম দশদিন ছুটি ঘোষণা করেন এবং তা'যিয়া মিছিলের প্রচলন করেন। সুতরাং এটা নিশ্চিত যে, তাদের পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলার মুসলিম সমাজে শী'আ সম্প্রদায়ের দ্রুত সম্প্রসারণ ঘটেছিল। সেকারণ বাংলার অধিকাংশ সুন্নীদের কতিপয় কৃষ্টি-কালচারে এখনো শী'আদের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।

বাংলাদেশে শী'আরা সংখ্যা কম এবং তারা প্রধানত ঢাকা শহরে বসবাস করে। পুরান ঢাকার হোসেনী দালান এবং রাজধানীর মোহাম্মাদপুরের তাজমহল রোডে অবস্থিত শী'আ মসজিদ তাদের প্রধান উপাসনালয়।

শী'আরা ফের্কা, যারা পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহ বিরোধী অসংখ্য ভয়ংকর আক্বীদা পোষণ করে থাকে। তাদের উদ্ভট আক্বীদা হ'ল, আলী (রাঃ)-ছিলেন রাসূল (ছাঃ)-এর অঙ্গী। আর ক্বিয়ামত পর্যন্ত তাঁর পরিবার থেকেই খলীফা নির্বাচিত হবে। তাই শী'আরা আবু বকর, ওমর এবং ওছমান (রাঃ)-কে খলীফা বলে স্বীকার করে না; বরং আলী (রাঃ)-কে বাদ দিয়ে যে সমস্ত ছাহাবী তাঁদের হাতে বায়'আত করেছেন তারা সকলেই কাফের'।<sup>২১</sup>

শী'আদের গ্রন্থ 'হাক্কুল ইয়াক্বীন'-এর মধ্যে বলা হয়েছে, 'দায়মুক্তির ব্যাপারে আমাদের (শী'আদের) আক্বীদা ও বিশ্বাস হ'ল, আমরা আবু বকর, ওমর, ওছমান ও মু'আবিয়ার মত চার মূর্তি থেকে মুক্ত। আমরা আরও মুক্ত আয়েশা, হাফছা, হিন্দা ও উম্মুল হেকামের মত চার নারী এবং তাদের অনুসারী ও তাদের বিভিন্ন দল-গোষ্ঠী থেকে। তারা হ'ল পৃথিবীর বৃকে আল্লাহর নিকৃষ্ট সৃষ্টি'।<sup>২২</sup> অন্যত্র আরও বলা হয়েছে, 'যখন ইমাম মাহদী আত্মপ্রকাশ করবেন, তখন তিনি অতিসত্ত্বর আয়েশাকে জীবিত করবেন এবং ফাতেমার প্রতিশোধ হিসাবে তার উপর শাস্তির বিধান কায়েম করবেন'।<sup>২৩</sup> তাদের আক্বীদা হ'ল- আল্লাহ কখনও কখনও ভুলও করেন মিথ্যাও বলেন'।<sup>২৪</sup> তারা মনে করে, রাসূল (ছাঃ)-এর মৃত্যুর পর সকল ছাহাবী মুরতাদ হয়ে যায়'।<sup>২৫</sup>

২১. ইবনু হায়ম আন্দালুসী, আল-ফাছল ফিল মিলাল (কায়রো: মাকতাবা আল-খানেলী, তাবি) পৃ. ৪/১৩৭।

২২. হাক্কুল ইয়াক্বীন, পৃ. ৫১৯।

২৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭৮।

২৪. ইয়াকুব কুলায়নী, উছুল-ই-কাফী, পৃ. ৩২৮।

২৫. রওয়ায়ে কাফী, পৃ. ২৪৫।

তারা আরও দাবী করে যে, ‘নিশ্চয় আবু বকর এবং ওমর উভয়েই হলেন ফেরাউন ও হামান’।<sup>২৬</sup> তারা সরাসরি বলে থাকে যে, তারা উভয়ে কাফির ছিলেন। আর যে ব্যক্তি তাদেরকে ভালবাসবে, সেও কাফির’।<sup>২৭</sup> এছাড়া তারা কুরআনকে বিকৃত করেছে, তারা তাদের ইমামদেরকে পৃথিবীর স্রষ্টা হিসাবে বিশ্বাস করে, তারা গায়েবের খবর রাখেন বলেও আক্বীদা পোষণ করে। তারা মৃত‘আ বিবাহকে হালাল করেছে এবং তাদের দৃষ্টিতে গুণ্ডাঙ্গ ধার করা বা বেশ্যাবৃত্তিও বৈধ’।<sup>২৮</sup>

এ সমস্ত জঘন্য আক্বীদার কারণে শী‘আদেরকে মুসলিম বলার কোন সুযোগ নেই। যদিও বাংলাদেশের কতিপয় ভ্রান্ত সুন্নী শী‘আদেরকে মুসলিম মনে করে। কিন্তু উম্মতের শ্রেষ্ঠ বিদ্বানগণ তাদের ব্যাপারে কঠোর মন্তব্য করে গেছেন। বিশিষ্ট তাবেঈ ইমাম ত্বাহা বিন মুহাররাফ (মৃ. ১১২ হি.) বলেন, ‘রাফেযী সম্প্রদায়ের মহিলাদেরকে বিয়ে করা যাবে না এবং তাদের যবেহকৃত প্রাণীর গোশত খাওয়া যাবে না। কারণ তারা মুরতাদ বা ধর্মত্যাগী সম্প্রদায়’।<sup>২৯</sup> ইমাম আবু হানীফা (৮০-১৫০ হি.)-এর ছাত্র ইমাম আবু ইউসুফ (মৃ. ১৮২) বলেন, ‘আমি কোন জাহমী, রাফেযী শী‘আ ও তাক্বদীর অস্বীকারকারী ক্বাদারিয়াদের পিছনে ছালাত আদায় করি না’।<sup>৩০</sup>

ইমাম বুখারী (১৯৪-২৫৬ হি.) বলেন, ‘আমি কোন পরওয়া করি না, আমি জাহমী ও রাফেযীর পিছনে ছালাত পড়লাম, নাকি ইহুদী ও খ্রীষ্টানের পিছনে ছালাত পড়লাম। তাদেরকে সালাম দেওয়া যাবে না, তারা অসুস্থ হলে দেখতে যাওয়া যাবে না, তাদেরকে বিয়ে করা যাবে না, তারা মারা গেলে তাদের জানাযায় শরীক হওয়া যাবে না এবং তাদের যবেহকৃত প্রাণীর গোশত খাওয়া যাবে না’।<sup>৩১</sup> আব্দুল করীম শাহরাস্তানী (৪৭৯-৫৪৮ হি.) বলেন, ‘শী‘আদের দাবীসমূহ কুরআনের উপরও দলীল নির্ভর নয়, মুসলিমদের উপরও নয়। কারণ শী‘আরা মুসলিমদের অন্তর্ভুক্ত নয়’।<sup>৩২</sup>

ইমাম ইবনু হাযম আন্দালুসী (৩৮৪-৪৫৬ হি.) বলেন, ‘রাফেযীদের দাবী সমূহের অন্যতম হ’ল, কুরআনের ইবারতের পরিবর্তন। কারণ তারা মুসলিমদের অন্তর্ভুক্ত নয়; বরং তারা নতুন একটি ফেরী। এটি এমন একটি দল যারা মিথ্যাচার ও কুফরীর দিক থেকে ইহুদী-খ্রীষ্টানদের স্রোতে পরিচালিত হয়’।<sup>৩৩</sup> শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনু তায়মিয়াহ (৬৬১-৭২৮ হি.) শী‘আ রাফেযীদের সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন, ‘তাদের কুফরী ইহুদী-খ্রীষ্টানদের চেয়েও ভয়ানক। কারণ ইহুদী-খ্রীষ্টানরা হ’ল সত্ত্বাগত কাফির। পক্ষান্তরে তারা (রাফেযীরা) হ’ল দ্বীন থেকে বের হয়ে যাওয়া মুরতাদ। আর মুরতাদ হওয়ার কুফর ঐকমত্যের ভিত্তিতে সত্ত্বাগত কুফরের চেয়েও গুরুতর। এ জন্যই তারা মুসলিমদের বিরুদ্ধে (মুসলিম জনপদে গণহত্যা

২৬. হাক্কুল ইয়াক্বীন, পৃ. ৩৬৭

২৭. হাক্কুল ইয়াক্বীন, পৃ. ৫২২

২৮. আল-ইসতিবহার, ৩/১৩৬।

২৯. ফাতাওয়া ইসলাম: ৯০৭২ নং।

৩০. শাহহ উছুলিল ই‘তিক্বাদ, ৪/৭৩৩।

৩১. খালকু আফ‘আলিল ইবাদ, পৃ. ১২৫।

৩২. আল-মিলাল ওয়ান নিহাল, ২/৭৮।

৩৩. আল-ফিছাল ফিল মিলাল, ২/৬৫।

পরিচালনাকারী) তাতার সম্প্রদায়কে সহযোগিতা করছে'।<sup>৩৪</sup> অতএব শী'আদের ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে এবং তাদের আকীদা ও কর্মকাণ্ড সম্পর্কে মুসলিম জনসাধারণকে সতর্ক-সাবধান করতে হবে। আল্লাহ মুসলিম উম্মাহকে শী'আদের যাবতীয় অনিষ্ট থেকে হেফাযত করুন-আমীন!

### ৩. আহলে কুরআন

বর্তমান যুগে হাদীছ অস্বীকারকারী ভ্রান্ত ফেরকার লোকেরা নিজেদেরকে 'আহলে কুরআন' বলে দাবী করে। বাংলাদেশেও এই ভ্রান্ত ফেরকার আনাগোনা লক্ষ্য করা যায়। মোটাদাগে তাদের ভ্রান্ত আকীদা মৌলিকভাবে তিন ভাগে বিভক্ত:

**এক.** তাদের প্রথম ভ্রান্ত দাবী হ'ল- আল্লাহ নবী করীম (ছাঃ)-কে পাঠিয়েছেন কুরআন পৌছানোর জন্য এবং কুরআন শেখানোর জন্য। সুতরাং আমাদের জন্য কুরআনই যথেষ্ট (حَسْبُنَا كِتَابُ اللَّهِ)। একমাত্র কুরআনের আনুগত্য এবং কুরআনী নির্দেশনার অনুসরণ আমাদের জন্য ওয়াজিব। রাসুলের আনুগত্য ও অনুসরণের কোন প্রয়োজন নেই। কেননা, কুরআনই স্বয়ংসম্পূর্ণ, যার ঘোষণা আল্লাহ নিজেই কুরআনে দিয়েছেন যে, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ 'আমি কুরআনকে সহজ করে দিয়েছি' (ক্বামার ৫৪/১৭, ২২, ৩২, ৪০)। অন্যত্র তিনি বলেন, مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ, 'এই কিতাবে (কুরআনে) আমরা কোন কিছু বাদ দেইনি (সূরা আন'আম ৬/৩৮)। সুতরাং কুরআনের ব্যাখ্যা হিসাবে হাদীছের অনুসরণ নিষ্প্রয়োজন।

**দুই.** তাদের আরেক ভ্রান্ত দাবী হ'ল- আমাদের কাছে যে হাদীছ এসেছে, তা নির্ভরযোগ্য নয়। এত শত বছর পরেও হাদীছের বিশাল ভাণ্ডার সংরক্ষণ করা এত সহজ নয়। সুতরাং আমাদের কাছে যেসব হাদীছ আছে, সেগুলো যে নবীরই হাদীছ, এতে সন্দেহ থেকে যায় (নাউয়বিয়াহ)। সুতরাং এই সন্দেহপূর্ণ হাদীছ কখনও জীবনদর্শ হ'তে পারে না।

**তিন.** হাদীছ ছাহাবাদের জন্য মেনে চলা যক্ররী ছিল। আমাদের জন্য তা অনুসরণ করা যক্ররী নয়। এগুলোই তাদের দাবীর মূল সূত্র। তারা যেসব কথা মানুষকে বুঝায়, মোটামুটি এই তিনটা বিষয়কে ভিত্তি করেই বুঝায়। অথচ কুরআনের অসংখ্য আয়াতে হাদীছ তথা রাসূল (ছাঃ)-এর আদেশ-নিষেধ মেনে চলার নির্দেশ রয়েছে,<sup>৩৫</sup> যা তারা মানেনা। বস্তুতঃ রাসূল (ছাঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণীর একটি বাস্তব চিত্র হ'ল এই ভ্রান্ত ফেরকা আহলে কুরআন।

রাসূল (ছাঃ) উক্ত দল সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করে বলেন, 'জেনে রাখো আমাকে কিতাব (কুরআন) এবং তার সাথে অনুরূপ একটি বস্তু দেওয়া হয়েছে। অচিরেই এমন এক সময় আসবে যখন কোন পেটপুরে খাদ্য গ্রহণকারী (প্রাচুর্যবান) ব্যক্তি তার আসনে

৩৪. মাজমুউ ফাতাওয়া, ৬/৪২১।

৩৫. হাশর ৫৯/৭; আলে ইমরান ৩/৩১; আহযাব ৩৩/২১; নাজম ৫৩/৩-৪; জুম'আ ৬২/২; নিসা ৪/৬৫।

বসে বলবে, তোমরা শুধু এ কুরআনকেই গ্রহণ কর, তাতে যা হালাল পাবে তা হালাল আর তাতে যা হারাম পাবে তা হারাম মনে কর’।<sup>৩৬</sup> অন্য হাদীছে এসেছে, ‘আমি যেন তোমাদের মধ্যে কাউকে এমন অবস্থায় না পাই যে, সে তার সুসজ্জিত আসনে হেলান দিয়ে বসে থাকবে এবং তার নিকট যখন আমার আদিষ্ট কোন বিষয় অথবা আমার নিষেধ সম্বলিত কোন কিছু (হাদীছ) উত্থাপিত হবে তখন সে বলবে, আমি তা জানি না, আল্লাহর কিতাবে আমরা যা পেয়েছি, তারই অনুসরণ করব’।<sup>৩৭</sup>

রাসূল (ছাঃ)-এর উক্ত ভবিষ্যদ্বাণী হিজরী দ্বিতীয় শতকের শেষের দিকে বাস্তবে দেখা দেয়। এ সময় এমন কিছু লোকের আবির্ভাব ঘটে, যারা সুন্নাতকে অস্বীকার করে। ইমাম শাফেঈ এমন একজন হাদীছ অস্বীকারকারী ব্যক্তির সাথে তার মুনাযারার কথা উল্লেখ করেছেন’।<sup>৩৮</sup> সেখানে তিনি তার দাবীর অসারতা প্রমাণ করেছেন। অতঃপর দীর্ঘ এগারো শত বছর হাদীছ অস্বীকারকারীদের অস্তিত্বের কোন প্রমাণ মিলেনি। বিগত শতাব্দী তথা ত্রয়োদশ হিজরীতে এই ফিৎনার পুনরাবির্ভাব ঘটে মিসর, ইরাক এবং ভারতে। বর্তমানে বাংলাদেশেও এই ভ্রষ্ট আক্কাঁদার কিছু ব্যক্তির আবির্ভাব লক্ষ্য করা যাচ্ছে, যা থেকে সতর্ক থাকা প্রয়োজন’।<sup>৩৯</sup>

ইমাম সুয়ুত্বী (রহঃ) বলেন, ‘তারা কাকের এবং ইসলাম হ’তে খারিজ। তাদের হাশর হবে ইহুদী ও নাছারা বা অন্যান্য ভ্রান্ত মতাবলম্বীদের সাথে’।<sup>৪০</sup>

মূলতঃ যারা কুরআন মুখস্থ করে ও অর্থ অনুধাবন করে এবং তদনুযায়ী আমল করে তারাই মূলতঃ আহলে কুরআন। রাসূল (ছাঃ) বলেন, ‘কতক লোক আহলে কুরআন। ছাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! তারা কারা? তিনি বলেন, কুরআন তেলাওয়াতকারীগণ আহলে কুরআন এবং তাঁর বিশেষ বান্দা’।<sup>৪১</sup> অত্র হাদীছের ব্যাখ্যায় মানাভী বলেন, ‘অর্থৎ কুরআনের হাফেযগণ এবং তদনুযায়ী আমলকারী আল্লাহর ওলীগণ’।<sup>৪২</sup> তথাকথিত ‘আহলে কুরআন’ নামক ভ্রান্ত ফেকী থেকে আল্লাহ আমাদেরকে পরিত্রাণ দান করুন।

## ৪. সুরেশ্বরী

সুরেশ্বরী বলতে শরীয়তপুর যেলার অন্তর্গত নড়িয়া থানার সুরেশ্বর গ্রামের পীর শাহ ছফী সৈয়দ আহম্মদ আলী সুরেশ্বরী পীরের মতাদর্শকে বুঝানো হয়।<sup>৪৩</sup> তারা অনেক ভ্রান্ত ও ভয়ঙ্কর আক্কাঁদা পোষণ করে থাকে। তন্মধ্যে কয়েকটি উল্লেখ করা হ’ল-

৩৬. আবুদাউদ হা/৪৬০৪; মিশকাত হা/১৬২; সনদ ছহীহ।

৩৭. আবুদাউদ হা/৪৬০৫; মিশকাত হা/১৬৩; সনদ ছহীহ।

৩৮. কিতাবুল উম্ম ৭/২৮৭-২৯২।

৩৯. মাসিক আত তাহরীক, প্রগোত্তর: ১/১২১: ২১তম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, জানুয়ারী ২০১৮। বিস্তারিত:

প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব প্রণীত ‘হাদীছের প্রামাণিকতা’ বই।

৪০. জালালুদ্দীন সুয়ুত্বী, মিস্তাহিল জান্নাহ ফিল ইহতিজাজি বিস-সুন্নাহ, পৃ. ৫।

৪১. ইবনু মাজাহ হা/২১৫; ছহীছল জামে’ হা/২১৬৫; ছহীহ আত-তারগীব হা/১৪৩২।

৪২. ফায়যুল কাদীর, হা/২৭৬৮, ৩/৬৭।

৪৩. ইসলামী আক্কাঁদা ও ভ্রান্ত মতবাদ, পৃ. ৪৬১।

(১) সামা, নাচ ও গান-বাজনা জায়েয : সুরেশ্বরী পীরের অনুসারীরা বলেন, ‘সুরেশ্বরী সুরকে ভালবাসতেন। সুরের মূর্ছনায় তিনি পরমাত্মার মাঝে লীন হয়ে যেতেন। সুরের প্রতি তার ভালবাসার কারণেই সকলেই তাকে সুরের ঈশ্বর বা সুরেশ্বর নামে অভিহিত করেন’।<sup>৪৪</sup> মাসিক সুরেশ্বরে গান-বাদ্যের উপর একটা প্রবন্ধ লেখা হয়েছে। তার শেষে লেখা হয়েছে- ‘গান, সামা, বাজনা, হাতের তালি বাজানো ও নৃত্য সবই বৈধ’।<sup>৪৫</sup> ইউটিউবে সুরেশ্বরী পীর-মুরীদদের অনেক ভিডিও পাওয়া যায়, যেখানে তারা গান-বাজনার বৈধতার ব্যাপারে চ্যালেঞ্জ করার মূর্খতা প্রদর্শন করেছেন।

**পর্যালোচনা :** সকল প্রকার গান-বাজনা ও বাদ্যযন্ত্র ইসলামী শরী‘আতে হারাম। আল্লাহ বলেন, *وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ* ‘কতক লোক আছে যারা মানুষকে আল্লাহর পথ থেকে গোমরা করার উদ্দেশ্যে অজ্ঞতাভ্রমত অসার বাক্য (গান-বাজনা) ক্রয় করে এবং আল্লাহর পথকে ঠাট্টা-বিদ্রোপ করে’ (লোকমান ৩১/৬)। প্রায় সকল মুফাসসিরীনে কেরাম এই আয়াতের ব্যাখ্যায় অসার বাক্য (*لَهْوَ الْحَدِيثِ*) বলতে গান-বাজনা বুঝিয়েছেন’।<sup>৪৬</sup> আব্দুল্লাহ ইবনু মাস‘উদ (রাঃ) তিন তিনবার কসম করে বলেছেন, ‘উক্ত আয়াতে ‘অসার বাক্য’ বলতে গানকে বুঝানো হয়েছে’।<sup>৪৭</sup> নাফে‘ বলেন, একদা ইবনু ওমর (রাঃ) বাদ্যযন্ত্রের শব্দ শুনতে পেয়ে উভয় কানে আঙ্গুল ঢুকিয়ে রাস্তা থেকে সরে গিয়ে আমাকে বললেন, ‘হে নাফে‘! তুমি কি কিছু শুনতে পাচ্ছে? বর্ণনাকারী বলেন, আমি বললাম, না। বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর তিনি কান থেকে হাত তুলে বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সঙ্গে ছিলাম। তখন তিনি এ ধরণের শব্দ শুনে এরূপ করেছিলেন’।<sup>৪৮</sup> সুতরাং গান-বাজনা হারাম হওয়ার ব্যাপারে কোন সন্দেহের অবকাশ থাকে না।

অপর দিকে সৃষ্টির পরমাত্মার মাঝে বিলীন হওয়াকে ‘ওয়াহদাতুল ওজুদ’ বলে। মূলত এটি ‘ফানাফিল্লাহ’ ভিত্তিক কুফুরী আক্বীদা।

(১) পীরের দীক্ষা ছাড়া ইবাদত কবুল হয় না : যেমন সুরেশ্বরী লিখেছেন, ‘পীরের নিকট দীক্ষিত না হইলে কোন বন্দেগী কবুল হয় না’।<sup>৪৯</sup>

**পর্যালোচনা :** এটি একটি শিরকী আক্বীদা। কেননা আল্লাহ আমাদেরকে কেবল তার ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছেন (যারিয়াত ৫১/৫৬)। তিনিই একমাত্র ইবাদত পাওয়ার হকদার এবং কোন মাধ্যম ছাড়াই তিনি বান্দার ইবাদত কবুল করেন।

৪৪. ভূমিকা-ছফিনায়ে ছফর, সুরেশ্বর দরবার শরীফ থেকে প্রকাশিত, ৪র্থ সংস্করণ-১৯৯৯। ইসলামী আক্বীদা ও দ্রাস্ত মতবাদ, পৃ. ৪৬৩।

৪৫. মাসিক সুরেশ্বর, ৪র্থ বর্ষ, ১০ম সংখ্যা, এপ্রিল-২০০৩, পৃ. ৩৪।

৪৬. কুরতুবী ২১/৪০; ইবনু কাছীর ৩/৪৫১।

৪৭. তাফসীর ইবনু কাছীর ৩/৪৪১।

৪৮. আবু দাউদ হা/৪৯২৪; মিশকাত হা/৪৮১১; সনদ ছহীহ।

৪৯. নূরে হক গঞ্জ নূর, (সুরেশ্বর দরবার: সৈয়দ শাহ নূরে মজ্বুর মোর্শেদ, একাদশ সংস্করণ-১৯৯৮) পৃ. ২৫।

(২) কামেলে ওলীর কোন ইবাদত-বন্দেগীর প্রয়োজন হয়না : সুরেশ্বরী রচিত ‘মাতলাউল উলূম’ থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে মাসিক সুরেশ্বরে উল্লেখ আছে, ‘যাঁরা পুরাপুরিভাবে আল্লাহ পাকের একত্ববাদের সাথে মিশে গেছেন, তাদের নিকট তো ফরয বলতে কিছু নেই। এমতাবস্থায় যাহেরী শরী‘আতের কোন বালাই থাকে না’।<sup>৫০</sup>

**পর্যালোচনা :** এটি একটি কুফুরী আক্বীদা। কেননা নবী-রাসূলসহ সকল বান্দা আমরণ আল্লাহর ইবাদত বন্দেগী করতে আদিষ্ট। আল্লাহ তার রাসূল (ছাঃ)-কে উদ্দেশ্য করে বলেন, *وَأَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ* ‘আপনি মৃত্যু অবধি আপনার প্রতিপালকের ইবাদত করুন’ (সূরা হিজর ১৫/৯৯)। হযরত ঈসা (আঃ) সম্পকে আল্লাহ ইরশাদ করেন, *قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتَانِيَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا \* وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنْتُ* ‘সে বলল, আমি (ঈসা) আল্লাহর বান্দা। তিনি আমাকে কিতাব দান করেছেন এবং আমাকে নবী করেছেন। আমি যেখানেই থাকি তিনি আমাকে বরকতমণ্ডিত করেছেন। আর আমি যতদিন জীবিত থাকি, ততদিন আমাকে ছালাত ও যাকাত আদার করার নির্দেশ দিয়েছেন’ (মারইয়াম ১৯/৩০)।

## ৫. আটরশী

‘আটরশী’ বলতে ফরিদপুর শহরের নিকস্থ আটরশী বিশ্ব জাকের মঞ্জিল-এর প্রতিষ্ঠাতা শাহ ছুফী হাশমত উল্লাহর মতাদর্শকে বুঝানো হয়েছে। তিনি ছিলেন এনায়েতপুরী পীর শাহ ছুফী ইউনুস আলীর মুরীদ ও খলীফা। এনায়েতপুরী পীরের নির্দেশে তিনি ফরিদপুরে ‘জাকের ক্যাম্প’ নামে একটি ক্যাম্প স্থাপন করেন, যা পরবর্তীকালে ‘বিশ্ব জাকের মঞ্জিল’ হিসাবে পরিচিতি লাভ করে। পরবর্তীতে আটরশী পীর ছাহেব ১৯৮৯ সালে ‘জাকের পার্টি’ প্রতিষ্ঠা করেন (উইকিপিডিয়া)।

আটরশী পীর ছাহেবের মৌলিক বিভ্রান্তিগুলোর অন্যতম হ’ল-

(১) মানুষের ভাল-মন্দ পীরের উপর নির্ভরশীল : পীর ছাহেব বলেছেন, এনায়েতপুরী ছাহেব তিরোধানের পূর্বে আমাকে বলে গেছেন, ‘বাবা তোর ভাল-মন্দ উভয়টাই আমার হাতে রইল। তোর কোন চিন্তা নেই’।<sup>৫১</sup>

**পর্যালোচনা :** এই আক্বীদা পীরকে সরাসরি আল্লাহর আসনে বসিয়ে দেওয়ার শামিল। অথচ আল্লাহ বলেন, *قُلْ كُلُّ مَنْ عِنْدَ اللَّهِ* ‘(হে নবী!) বলুন! সবকিছু আল্লাহর তরফ থেকে হয়’ (নিসা ৪/৭৮)। অন্যত্র তিনি বলেন, *وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ* ‘যদি আল্লাহ তোমাকে কষ্টে নিপতিত করেন,

৫০. মাসিক সুরেশ্বর, ৫ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, জুলাই-২০০৩, পৃ. ১৭।

৫১. শাহসুফী হযরত ফরিদপুরী ছাহেবের নসিহত, ৩/১১১; প্রকাশক: পীরজাদা মোস্তফা আমীর মুজাদ্দেদী, বিশ্ব জাকের মঞ্জিল ফরিদপুর, ৩য় মুদ্রণ ১লা মে-১৯৯৯ খৃষ্টাব্দ।



তাহ'লে তিনি ব্যতীত তা দূর করার কেউ নেই। আর তিনি যদি তোমার কোন কল্যাণ চান, তবে তা প্রতিরোধের কেউ নেই' (ইউনুস ১০/১০৭)।

(২) পরকালে মুক্তির জন্য ইসলাম ধর্ম গ্রহণের আবশ্যিকতা নেই : যেমন পীর ছাহেব বলেছেন, 'হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ ও খৃষ্টানগণ নিজ নিজ ধর্মের আলোকেই সৃষ্টিকর্তার নৈকট্য অর্জনের চেষ্টা করতে পারে এবং তাহ'লেই কেবল বিশ্বে শান্তি আসতে পারে'।<sup>৫২</sup>

**পর্যালোচনা :** অথচ মানবজাতির জন্য আল্লাহর মনোনীত একমাত্র দীন হ'ল ইসলাম (আলে ইমরান ৩/১৯)। আল্লাহ বলেন, وَمَنْ يَتَّبِعْ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي 'কেউ ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন ধর্ম তালাশ করলে, তা কখনওই কবুল করা হবে না। এমন ব্যক্তি পরকালে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে' (আলে ইমরান ৩/৮৫)। রাসূল (ছাঃ) বলেন, وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَا يَسْمَعُ بِي أَحَدٌ مِنْ هَذِهِ الْأُمَمِ يَهُودِيٍّ، وَلَا نَصْرَانِيٍّ، ثُمَّ يَمُوتُ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ، إِلَّا كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ- 'যার হাতে মুহাম্মাদের জীবন তার শপথ করে বলছি, এই উম্মতের কেউ যদি আমার আনীত দীন গ্রহণ ব্যতিরেকে মৃত্যুবরণ করে, সে ইহুদী হোক বা খৃষ্টান হোক, অবশ্যই সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে'।<sup>৩০</sup>

(৩) পীর দুনিয়াতে সব ধরনের বিপদ-আপদ থেকে রক্ষা করতে পারেন : আটরশী পীর ছাহেব বলেন, ‘মুর্শিদে কামেল তদীয় মুরীদ পৃথিবীর যে স্থানেই থাকুক না কেন সেই স্থানেই তাহাকে কুওতে এলাহিয়ার হেফাযতে রাখিতে পারেন। মুর্শিদে কামেলকে আল্লাহ এইরূপ ক্ষমতা দান করেন। শুধু মুরীদকেই নয় মুরীদের আত্মীয়-স্বজন, মাল সামানা, বাড়ী-ঘর যাহা কিছুই খেয়াল করুক, তাহার সব কিছুই আল্লাহর কুওতে কেব্লায় বন্দী করিয়া দেন’।<sup>৫৪</sup>

**পর্যালোচনা :** এটি স্পষ্টত কুরআন বিরোধী আক্বীদা। কেননা আল্লাহ কারও কোন বিপদের ফায়সালা করলে, তা থেকে কেউ রক্ষা করতে পরবে না। আল্লাহ বলেন, **وَأَنَّ يَمْسَسَنَكَ اللَّهُ بَضْرًا فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ** ‘যদি আল্লাহ তোমার কোন অকল্যাণ ঘটাত, তাহ’লে তা প্রতিহত করার কেউ নেই’ (ইউনুস ১০/১০৭)।

(৪) পীর পরকালে মুক্তির ব্যবস্থা করে দিবে : আটরশী পীর ছাহেব বলেন, ‘দুনিয়াতে থাকাবস্থায় তোমরা খোদা প্রাপ্তির পথে তোমরা যে যতটুকুই অগ্রসর হওনা কেন, তোমাদের ছায়ের-চুলক যদি জীবৎকালে সম্পন্ন নাও হয়, তবুও ভয় নাই। মৃত্যুর

৫২. আটরশীর কাফেলা, সংকলন: মাহফুযুল হক, আটরশী দরবার থেকে প্রকাশিত, পৃ.৮৯, সংস্করণ-১৯৮৪; তাসাউফ: তত্ত্ব ও পর্যালোচনা, পৃ.১৪৭, প্রকাশকাল-২০০০ খৃষ্টাব্দ।

৫৩. মুসলিম হা/১৫৩; মিশকাত হা/১০।

৫৪. শাহসূফী হযরত ফরিদপুরী (মার্গজিঃআঃ) ছাহেবের নহিহত (বিশ্ব জাকের মঞ্জিল ফরিদপুর: পীরজাদা মোস্তফা আমীর ফযসাল মুজাদ্দেদী, ২য় মুদ্রণ, ১৭ই জুলাই-১৯৯৭ খৃষ্টাব্দ) ৬/৩৬।

পরে কবরের মধ্যে দুই পূণ্যাত্মা (অর্থাৎ রাসূল পাক (সাঃ) এবং আপন পীর) তোমাকে প্রশিক্ষণ দিবেন। মা'রফাতের তালিম দিবেন; ফলে হাশরের মাঠে সকলেই আল্লাহর অলী হইয়া উঠিবেন। এই কারণেই বলা হয়- এই তরিকায় যিনি দাখিল হন, তিনি আর বঞ্চিত হন না'।<sup>৫৫</sup>

**পর্যালোচনা :** এটি একটি কুফরী আক্বীদা, যা খৃষ্টানদের 'প্রায়শ্চিত্যের আক্বীদা'-এর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। খৃষ্টানরা বিশ্বাস করে যে, ঈসা (আঃ) নিজের প্রাণ বিসর্জন দিয়ে তার অনুসারীদের মুক্তির ব্যবস্থা করে গেছেন। অথচ স্বয়ং রাসূল (ছাঃ) নিজ কন্যা ফাতেমা (রাঃ)-কে লক্ষ্য করে বলেছেন, 'হে ফাতেমা বিনতু মুহাম্মাদ! তুমি নিজেকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাও। কেননা আমি আল্লাহর আযাব থেকে তোমাকে রক্ষায় কিছুই করতে পারব না'।<sup>৫৬</sup> আল্লাহ বলেছেন, وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ (কেউ কারও বোঝা বহন করবে না) (আন'আম ৬/১৬৪; নাজম ৫৩/৩৮)।

## ৬. মাইজভাগুরী

'মাইজভাগুরী' বলতে চট্টগ্রামের মাইজভাগুর দরবার-এর প্রতিষ্ঠাতা সৈয়দ আহমাদ উল্লাহ মাইজভাগুরী (১৮২৬-১৯০৬ খৃ.)-এর মতবাদকে বুঝানো হয়েছে। বাংলাদেশের অধিকাংশ সেকুল্যার রাজনৈতিক দলগুলো ধর্মীয় দিক দিয়ে মাইজভাগুরীর মতবাদে বিশ্বাসী। কেননা তারা 'ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ' কে চরমভাবে প্রমোট করে এবং এই ভ্রান্ত মতবাদকে সকল ধর্মের ঐক্যের বাহন মনে করে। এই জন্য তারা ধর্মনিরপেক্ষতার নাম দিয়েছে 'তাওহীদে আদ্বীয়ান'। তাদের বক্তব্য হ'ল যে কোন ধর্ম গ্রহণের স্বাধীনতা থাকলে মানুষের মাঝে ধর্ম বিরোধ থাকে না এবং তাদের মাঝে ধর্ম ঘৃণা থেকে বিমুখ করে তোলা যায়। এইভাবে তারা ধর্মনিরপেক্ষতার বুলি কপচিয়ে সকল ধর্মের মাঝে সমন্বয় সাধনের অপচেষ্টা চালায়। তারা তাদের বাতিল মতবাদকে সত্য প্রমাণ করার জন্য কুরআনের আয়াতকে অপব্যাখ্যা করারও ধৃষ্টতা প্রদর্শন করেছে। তারা বলে, 'মানবের রুচি অনুযায়ী ধর্ম মত গ্রহণের এখতিয়ার বা অধিকার প্রত্যেকের আছে। ইহার নাম ধর্ম স্বাধীনতা। এই বিষয়ে তৌহীদে আদ্বীয়ান প্রবন্ধে বলা হয়েছে। ইহা বেলায়াত মোতলাকার যুগোপযোগী ব্যবস্থা, যাহা জনগণকে ধর্ম ঘৃণা বিমুখ করে'।<sup>৫৭</sup>

অথচ আল্লাহর নিকট একমাত্র মনোনীত ধর্ম হ'ল ইসলাম (আলে-ইমরান ৩/১৯)। আল্লাহ বলেন, 'কেউ ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন ধর্ম তালাশ করলে কস্মিনকালেও তার থেকে সেটা গ্রহণ করা হবে না। এমন ব্যক্তি আখেরাতে ক্ষতিগ্রস্তদের দলে থাকবে' (আলে-ইমরান ৩/৮৫)। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) দ্ব্যর্থহীনভাবে ঘোষণা করেছেন-  
وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَا يَسْمَعُ بِي أَحَدٌ مِنْ هَذِهِ الْأُمَمَةِ يَهُودِيٍّ وَلَا نَصْرَانِيٍّ ثُمَّ

৫৫. সাহসুফী হযরত ফরিদপুরী (মাগজিঃআঃ) ছাহেবের নহিহত (বিশ্ব জাকের মঞ্জিল ফরিদপুর: পীরজাদা মোস্তফা আমীর ফয়সাল মুজাদ্দেরী, ৪র্থ মুদ্রণ, ৮ই এপ্রিল-১৯৯৮ খৃষ্টাব্দ) ৪/৯৩।

৫৬. মুসলিম হা/২০৪; মিশকাত হা/৫৩৭৩।

৫৭. বেলায়াত মোতলাকা, গাউজুল আজম মাইজভাগুরী, ৮ম সংস্করণ, এপ্রিল ২০০১, পৃ.১২৯।

يَمُوتُ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَّا كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ 'যেই সত্তার হাতে মুহাম্মাদের জীবন তার কসম, এই উম্মতের ইহুদী, খৃষ্টান যে কেউ আমার নবুওয়াতের কথা শুনা সত্ত্বেও আমাকে যা সহ প্রেরণ করা হয়েছে তার প্রতি ঈমান না এনে মৃত্যুবরণ করবে, সে অবশ্যই জাহান্নামের অধিবাসী হবে'।<sup>৫৮</sup> এই হাদীছের ব্যাখ্যাতে ইমাম নববী (রহঃ) বলেন, وَالنَّصْرَانِي تَنْبِيْهَا عَلَى مَنْ سِوَاهُمَا وَذَلِكَ لِأَنَّ الْيَهُودَ النَّصَارَى لَهُمْ كِتَابٌ فَإِذَا كَانَ هَذَا شَأْنُهُمْ مَعَ أَنَّ لَهُمْ - 'এখানে ইহুদী-নাছারাদের কথা উল্লেখ করে অন্যদেরকেও সতর্ক করা হয়েছে। কেননা, ইহুদী-নাছারাদের নিকট আসমানী কিতাব রয়েছে, এতদসত্ত্বেও তাদের অবস্থা যদি এমন হয়। তাহ'লে যাদের নিকট কোন আসমানী কিতাব নেই তাদের অবস্থা তো অবশ্যই ভয়াবহ হবে'।<sup>৫৯</sup> অন্যত্র রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'মূসা (আঃ)-ও যদি আজ বেঁচে থাকতেন, তাহ'লে আমার অনুসরণ ব্যতীত তার পক্ষে আর কোন উপায় থাকত না'।<sup>৬০</sup>

তারা মনে করে যে, ভাণ্ডারীর পীরে কামেলদের জন্য ছালাত, ছিয়াম ইত্যাদির বিধান শিথিল করা হয়েছে। এই জন্য তার বাতেনী ছালাতের নামে বাহ্যিক ছালাত থেকে বিরত থাকে'।<sup>৬১</sup> অথচ আল্লাহ তার রাসূল (ছাঃ)-কে উদ্দেশ্য করে বলেন, وَأَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ 'আপনি মৃত্যু অবধি আপনার প্রতিপালকের ইবাদত করুন' (হিজর ১৫/৯৯)।

এছাড়াও তারা বিভিন্ন গানে-কবিতায় মাইজভাণ্ডারী আল্লাহর আসনে বসানোর জঘণ্য ধৃষ্টতা প্রদর্শন করেছে। যেমন তাদের এক কবিতায় বল হয়েছে-

‘আউয়াল আখের তুমি জাহের বাতেন তুমি,  
তুমি হে নূরের ছটা সারা ভূবন মোহন ॥  
ওহে কর্তা জগরক্ষা ভিক্ষুকের দেও ভিক্ষা  
কর হাদীর প্রাণ রক্ষা প্রিয়া গাউছ দন’ ॥<sup>৬২</sup>

এসব কবিতায় আল্লাহর ক্ষেত্রে সে সব ছিফাত প্রযোজ্য তা মাইজভাণ্ডারীর জন্য প্রয়োগ করা হয়েছে। এভাবে তাদের আরওও অনেক গোমরাহীমূলক পটা আকীদা তার পোষণ করে এবং গানে-কবিতায় সেগুলো প্রচার করে। এমনকি তার এতটুকু পর্যন্ত বলতে দ্বিধা করেনি যে, আল্লাহ ও মাইজভাণ্ডারীর মাঝে তাদের কোন পার্থক্য নেই (নাউয়ুবল্লাহ)।<sup>৬৩</sup>

৫৮. মুসলিম হা/১৫৩; হুহীহাহ্ হা/১৫৭; হুহীহল্ জামে' হা/৭০৬৩; মিশকাত হা/১০।

৫৯. শারহে নববী, ২/১৮৮ পৃ.।

৬০. আহমাদ হা/১৪৭৩৬; মিশকাত হা/১৭৭; সনদ হাসান।

৬১. বেলায়তে মোতলাকা, পৃ. ১১৮।

৬২. রত্নভাণ্ডার, প্রকাশক সৈয়দ মুনিরুল হক, ৮ম সংস্করণ, ১৯৯৭, ২য় খ-, পৃ. ১১।

৬৩. প্রাপ্ত, পৃ. ০২।

মাইজভাগুরীগণ বিশ্বাস করে যে, তাদের পীরদের মধ্যে মানুষের হায়াত-মওতের ব্যাপারে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা আছে’।<sup>৬৪</sup> পীরবাবা মৃত্যুকালে কষ্ট থেকে মুক্তি দিবেন, কবরে আরামের ব্যবস্থা করবেন, হাশরের দিন মুক্তির ব্যবস্থা করে দিবেন এবং আমলের জ্রুটি থাকলে উদ্ধারের ব্যবস্থা করে দিবেন (নাউয়িবিল্লাহ)।<sup>৬৫</sup> এগুলো সব স্পষ্ট শিরকী আক্বীদা, যা একজন সাধারণ মুমিনের চোখেও ধরা পড়বে। এছাড়াও তারা গান-বাজনা, বাদ্যযন্ত্র হালাল মনে করে এবং বাদ্যের তালে তালে যিকিরের নামে ভাগুমী করে।

## ৭. রাজারবাগী

রাজারবাগী পীরের মূল নাম যিল্লুর রহমান। রাজারবাগ দরবারে অবস্থান ঢাকার মালিবাগ মোড় সংলগ্ন, ৫ নং আউটার রোড, রাজারবাগে। রাজারবাগীরা সবুজ পাগড়ী এবং সাদা জুব্বা-পয়জামা পরে থাকে। অনেক সময় বেশভূষা দেখলেই তাদেরকে চেনা যায়। রাজারবাগী পীর একজন কলেজ শিক্ষিত ব্যক্তি হ’লেও নিজেকে ‘বাহরুল উলুম ওয়াল হিকাম’ বা জ্ঞান-প্রজ্ঞার সমুদ্র মনে করেন। তার দাবী হ’ল তাকে ‘ইলমে লাদুনী’ দেওয়া হয়েছে এবং তিনি কোন সাধারণ পীর নন; বরং গাউছুল আযম এবং আমীরুল মু’মিনীন ফিত তাছাওউফ বা ছুফীবাদের সর্বোচ্চ নেতা। তিনি নিজের নামের আগে পরে প্রায় ৫২টি খেতাব সংযুক্ত করেছেন এবং বলা হয় যে, রাজারবাগী পীরের পূর্বে যে সব লক্বব রয়েছে, তিনি তারও উর্দ্ধে। এমনকি কথিত গাউছুল আযম লক্ববেরও উর্দ্ধে’।<sup>৬৬</sup> আর এই লক্ববগুলোর মধ্যে প্রায় সবগুলোই কুফরী লক্বব। যেমন: ‘হাবীবুল্লাহ’ এর মাধ্যমে তিনি নিজেকে রাসূল (ছাঃ)-এর সমান মর্যাদা দাবী করেছেন। ‘ইমামুছ ছিন্দীকীন’, মূলত এখানে আবুবকর ছিন্দীকের চেয়েও তার বেশী মর্যাদা বুঝানো হয়েছে। ‘কাইয়ুমুয যামান’, অথচ এটি আল্লাহর একটি ছিফাতী নাম। এর মাধ্যমে বুঝানো হয় যে, পীরের হাতে জগৎ পরিচালোনার ক্ষমতা ন্যাস্ত। যেমন- রাজারবাগী পীর বলেছেন, ‘কোন চাঁদ উদিত হয় না, কোন সূর্য অস্ত যায় না আমার অনুমতি ব্যতীত’ (নাউয়িবিল্লাহ)।<sup>৬৭</sup> এছাড়াও আরও তার অনেক কুফরী লক্বব রয়েছে। তারা রাসূল (ছাঃ)-এর জন্মবার্ষিকী পালন করতঃ ১২ই রবীউল আওয়ালকে মুসলিমদের সকল ঈদের শ্রেষ্ঠ ঈদ মনে করে।

রাজারবাগীর এক মুরীদ বলেন, তিনি নাকি আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)-কে স্বপ্নে দেখেছেন এবং রাসূল (ছাঃ) তাকে বলেছেন, মাসলা-মাসায়েল যা কিছু জানতে হয় রাজারবাগের দিল্লুর কাছ থেকে জেনে নিয়ো’।<sup>৬৮</sup>

৬৪. মাইজভাগুরীর জীবনী ও কেরামত, (শাহছুফী সৈয়দ দেলোয়ার হোসাইন মাইজভাগুরী, পঞ্চদশ প্রকাশ, জুলাই-২০০২) পৃ. ১২৯।

৬৫. ইসলামী আক্বীদা ও ভ্রান্ত মতবাদ, পৃ. ৫০৫। রত্নভাগর, ১/১৭।

৬৬. মাসিক আল-বাইয়্যিনাত, ৭৩তম সংখ্যা, সেপ্টেম্বর, ১৯৯৯, পৃ. ৪৬।

৬৭. মাসিক আল-বাইয়্যিনাত, ৭১তম সংখ্যা, জুলাই, ১৯৯৯, পৃ. ১৩৯।

৬৮. ইসলামী আক্বীদা ও ভ্রান্ত মতবাদ, পৃ. ৪৯৪।

তাদের মুখপত্র মাসিক আল-বাইয়্যিনাতে তাদের কুফরী ও শিরকী বিবিধ আক্কাঁদা প্রচার করা সত্ত্বেও এই পত্রিকা সম্পর্কে পীর ছাহেব এত বাড়াবাড়ি করেছেন যে, আল-বাইয়্যিনাত, জুলাই ১৯৯৯ সংখ্যার ১৪৩ পৃষ্ঠায় লেখা হয়েছে, ‘আল্লামা রুমী (রহঃ)-এর মছনবী শরীফকে যেমন ফার্সী ভাষার ‘কোরআন শরীফ’ বলা হয়, তদ্রূপ আল-বাইয়্যিনাতও যেন ‘বাংলা ভাষার কোরআন শরীফ’। না‘উযুবিল্লাহ মিন যালিক।

সুতরাং স্পষ্টত বোঝা যায়, রাজারবাগী একটি চরম ভ্রান্ত ফের্কা। তারা যে সকল কুফরী আক্কাঁদা পোষণ করে তা থেকে বিরত থাকা এবং অপরকে বিরত রাখা আবশ্যিক।

## ৮. ব্রেলভী বা রিজভী

ব্রেলভী বা রেজভী হ’ল দক্ষিণ এশিয়ায় হানাফী মাযহাবের একটি ভ্রান্ত ফের্কার নাম। ভারতের উত্তর প্রদেশের বেরেলি শহরে ১৮৮০ সালে এই ব্রেলভী মতবাদের সূচনা হয়। হানাফী মাযহাবের অনুসারী ও ছুফীবাদে বিশ্বাসী আহমেদ রেযা খান ব্রেলভী (১৮৫৬-১৯২১ খ্রিঃ) এই মতবাদের প্রতিষ্ঠাতা ও জনক’।<sup>৬৯</sup> আহমদ রেযা খানের শিক্ষক ছিলেন মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানীর ভাই মির্জা গোলাম কাদের বেগ’।<sup>৭০</sup> তার ভক্তবৃন্দ তাকে ‘আ’লা হযরত’ নামে স্মরণ করে থাকেন। এরা ভারতে এবং পাকিস্তানে বেরলভী বা ব্রেলভী নামে পরিচিত। কিন্তু বাংলাদেশে এরা রেজভী নামে বেশি পরিচিত। বাংলাদেশে আহমদ রেযা খান ব্রেলভীর অনুসারীর সংখ্যা কম নয়। চট্টগাম বিভাগে এদের সংখ্যা বেশি দেখা যায়। চট্টগ্রামে প্রায় ৪০ থেকে ৪৫ লক্ষ মানুষ নিয়ে ‘আনজুমান-এ রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্ট’ এর উদ্দ্যোগে প্রতি বছর জশনে জুলুস অনুষ্ঠিত হয়। এরা ছুফীবাদে বিশ্বাসী এবং ১২ রবিউল আউয়ালে মহা সমারোহে ‘ঈদে মিলাদুনবী’ ‘জশনে জুলুস’ বা আনন্দ শোভাযাত্রা করে (উইকিপিডিয়া)।

ব্রেলভীরা হানাফী মাযহাবের অনুসারী হলেও তাদের বিশ্বাসের মূলে রয়েছে শী‘আদের ভ্রান্ত আক্কাঁদা। যার মধ্যে তিনটি হ’ল প্রধান : (১) প্রাচ্য দর্শন ভিত্তিক মাযহাব, যা দক্ষিণ এশীয় হিন্দু-বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের নিকট থেকে এসেছে। (২) খ্রিষ্টানদের নিকট থেকে আগত মাযহাব, যা হুলুল (حلول) ও ইত্তিহাদ (اتحاد) দু’ভাবে বিভক্ত। হুলুল (حلول) অর্থ ‘মানব দেহে আল্লাহর অনুপ্রবেশ’। হিন্দু মতে নররূপে নারায়ণ। (৩) ইত্তেহাদ বা ওয়াহাদাতুল ওজুদ (وحدة الوجود) বলতে ‘অদ্বৈতবাদী দর্শন’কে বুঝায়, যা হুলুল এর পরবর্তী পরিণতি হিসাবে রূপ লাভ করে। এর অর্থ হ’ল- আল্লাহর

৬৯. তবে বালাকোট যুদ্ধের সিপাহসালার সাইয়েদ আহমাদ শহীদ ব্রেলভী (রহঃ) (জন্ম ১২০১ হি.- শাহাদত ১২৪৬ হি.) রায়বেরেলীর অধিবাসী ছিলেন। এজন্য তিনিও ‘ব্রেলভী’ বলে প্রসিদ্ধ। কিন্তু আহমদ রেযা খান রায়বেরেলীর নয়; বরং ‘বেরেলীর’ অধিবাসী ছিলেন। তাকে ‘ব্রেলভী’ বলা হয় বেরেলী এলাকার হিসেবে। ব্রেলভী ফের্কা তারই অনুসারী।

৭০. কাদিয়ানী মতবাদ, পৃ. ২৯৭।

সত্তার মধ্যে বান্দার সত্তা বিলীন হয়ে যাওয়া (الفناء في الله)। তাদের দৃষ্টিতে পৃথিবীতে অস্তিত্বশীল সব কিছুই আল্লাহর অংশ’।<sup>৭১</sup>

**ব্রেলভীদের আকীদা :** ব্রেলভীরা নিজেদেরকে ‘সুল্লা’ বা ‘আহলুস সুন্নাহ’ বলে পরিচয় দিয়ে থাকলেও তাদের অনেক ভিত্তিহীন শিরকী আকীদা, ভ্রান্ত ধ্যানধারণা ও মনগড়া রসম- রেওয়াজ রয়েছে। খুব সংক্ষেপে তার একটি তালিকা এখানে তুলে ধরা হ’ল-

(ক) ব্রেলভীরা শুধু রাসূল (ছাঃ)-কেই নয়, বুয়ুর্গানে দ্বীনকেও হাযির-নাযির মানে। তাদের মতে, বর্তমানে নবী করীম (ছাঃ) সৃষ্টির যাবতীয় কর্ম নিজে উপস্থিত থেকে দেখছেন। তিনি নূরের তৈরী এবং সর্বত্র হাযির (উপস্থিত) ও নাযির (দ্রষ্টা)।<sup>৭২</sup> অথচ আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে হাযির-নাযির মনে করা সুস্পষ্ট ভ্রান্তি ও শিরকী আকীদা। এই শিরকী আকীদার প্রবক্তা এরাই।

মশহুর ব্রেলভী আলেম আহমদ ইয়ার খান লিখেন, ‘জগতে হাযির-নাযির থাকার শরঈ অর্থ হচ্ছে, পবিত্র শক্তির অধিকারী কোনো সত্তা একই স্থানে অবস্থান করে সমস্ত দুনিয়াকে নিজের হাতের তালুর মত দেখেন। দূরের ও কাছে সমস্ত আওয়ায শোনেন। আবার মুহূর্তের মাঝে সমস্ত পৃথিবী ভ্রমণ করতে পারেন। শত শত মাইল দূর থেকে প্রয়োজনগ্রস্তের প্রয়োজন পূরণ করেন। এ ভ্রমণ শুধু রহানীভাবে হোক অথবা মিছালী দেহের সাথে হোক, অথবা এমন দেহের সাথে যা কোন কবরে সমাহিত বা কোন স্থানে মওজুদ। হাযির-নাযিরের উল্লেখিত অর্থ কুরআন-হাদীছ ও উলামায়ে কেরামের বিভিন্ন উক্তির মাধ্যমে বুয়ুর্গানে দ্বীনের জন্য প্রমাণিত’।<sup>৭৩</sup>

(খ) ব্রেলভী জনসাধারণের একটি বড় অংশ মাজার পূজারী। ব্রেলভী সম্প্রদায়ের আলেমরা তাদের জনসাধারণকে যখন এই সবক দিয়েছে যে, প্রত্যেক বুয়ুর্গই হাযির-নাযির, হাজত পূরণকারী ও বিপদাপদ বিদূরণকারী। তখন তারা মনোবাস্তা পূরণের জন্য ও বাল্লা-মুছীবত থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য বুয়ুর্গানে দ্বীনের কবরে তাওয়াফ ও সেজদা করে। তারা কবরওয়ালার কাছে প্রার্থনা ও ফরিয়াদ, তাদের নাম জপা, গায়রুল্লাহর নামে মান্নত মানা, এবং গায়রুল্লাহর নৈকট্য অর্জনের জন্য পশু কুরবানীর মতো প্রকাশ্য শিরকী কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হয়। ব্রেলভীরা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে আল্লাহর মত ‘ক্ষমতাশীল’ ও ‘কুন ফায়াকুন’এর অধিকারী মনে করেন। এই বিশ্বাস পোষণ করতে তাদের বুক কাঁপেনি। তাদের গুরু আহমদ রেযা খান লিখেছেন,

‘মহাপরাক্রমশালী প্রভু আপন দানের ভার নে’মতের খাযানা হুযুরের কজায় দিয়ে দিয়েছেন। তিনি যাকে ইচ্ছা দিবেন যাকে ইচ্ছা দিবেন না। সমস্ত ফায়সালা কার্যকর হয় একমাত্র হুযুরের দরবার থেকেই। আর যে কেউ যখনই কোন নিয়ামত কোন দৌলত পায়, তা পায় হুযুরের রাজ-ফরমান থেকেই’।<sup>৭৪</sup>

৭১. মুযাফফর বিন মুহসিন, ভাষ্টির বেড়াডালে ইক্বামতে দ্বীন (রাজশাহী: বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ, দ্বিতীয় সংস্করণ, জুলাই/২০১৪ খ্রি), পৃ. ১০৪।

৭২. আহমাদ ইয়ার খান, মাওয়াইয়ু নাদিমিয়াহ, পৃ. ১৪।

৭৩. জা-আল্ হাক্ক, আহমদ ইয়ার খান, ১/১৩১।

৭৪. আহমদ রেযা খান, মালফুজাত, ৪/৭০-৭১।

ব্রেলভীরা শুধু রাসূল (ছাঃ)-কেই নয়, অনেক বুয়ুর্গানে দ্বীনকেও ‘মুখতারে কুল’ বা সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী ও ‘কুন ফায়াক্বনের’ অধিকারী মনে করে। এ প্রসঙ্গে আহমদ রেযা খানের পুত্র মুস্তফা রেযা খান লিখেছেন- ‘আউলিয়ায়ে কেরামের অন্যতম একটি মর্যাদা হচ্ছে আসহাবে ‘তাকভীন’গণের মর্যাদা। তারা যখন যা ইচ্ছা করেন তৎক্ষণাত তা হয়ে যায়। যে সম্পর্কেই ‘কুন’ (হও) বলেন, তা-ই হয়ে যায়’।<sup>৭৫</sup>

স্বয়ং আহমদ রেযা খান শায়েখ আব্দুল কাদির জিলানী (রহঃ) সম্পর্কে লিখেছেন- শায়েখ আব্দুল কাদের জিলানী সৃষ্টির উপর কর্তৃত্বের অধিকারী, অনুমতি প্রাপ্ত ও ইচ্ছা-ইখতিয়ারের অধিকারী এবং জগতের কার্যাবলীর পরিচালক’।<sup>৭৬</sup>

(গ) ব্রেলভীরা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে ‘আলিমুল গায়েব’ মনে করে। আহমদ রেযা খান বলেন, ‘রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) গায়েবের খবর রাখেন। আল্লাহ রব্বুল আলামীন, কুরআনের ধারক আমাদের সরদার এবং আমাদের মাওলা মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে লাওহে মাহফুযের যাবতীয় কিছু দান করেছেন’।<sup>৭৭</sup>

(ঘ) আমহাদ ইয়ার খান বলেন, ‘তিনি [রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)] তার অবস্থানস্থল থেকেই দুনিয়ার সব কিছু দেখেন নিজ হাতে তালু দেখার ন্যায়। তিনি নিকটের ও দূরের সব আওয়ায শুনেন। তিনি মুহূর্তের মধ্যে পৃথিবী চক্রর দিতে পারেন ও বিপদগ্রস্তকে সাহায্য করতে পারেন এবং আহ্বানকারীর আহ্বানে সাড়া দেন’।<sup>৭৮</sup>

(ঙ) আল্লাহর ওলীরা রবের মর্যাদা তুল্য। সুতরাং তাদের থেকেও রহমত পাওয়া যায়। অর্থাৎ, ওলীদের কাছেও দো‘আ করা যায়’।<sup>৭৯</sup>

এছাড়াও বাংলাদেশে ব্রেলভীদের মাধ্যমে অনেক শিরক-বিদ‘আত চালু হয়েছে। নিম্নে তার কয়েকটি নমুনা পেশ করা হ’ল-

১. ঈদে মিলাদুন্নবী নামে ইসলামে নতুন ঈদের আবিষ্কার। ২. রসমী মিলাদকেই দ্বীন মনে করা। ৩. উরস করা। ৪. মাযার পাকা করা ও তার উপর গম্বুজ নির্মাণ করা। ৫. কবরে বাতি জ্বালানো। ৬. কবরের উপর চাদর বিছানো ও ফুল ছড়ানো। ৭. মাযারে এক ধরনের মু‘তাকিফ বনে থাকা। ৮. জানাযার পরে দো‘আর রসম। ৯. কবরের উপরে আযান দেওয়ার রসম। ১০. আযান ও ইকামতে ‘আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ’ বলার সময় বৃদ্ধাঙ্গুল চুম্বন করে উভয় চোখে রগড়ানো। ১১. ঈছালে ছাওয়াবের জন্য কুরআনে কারীম তিলাওয়াত করে বিনিময় গ্রহণ করাকে বৈধ মনে করা। ১২. খাবার সামনে নিয়ে বিশেষ পদ্ধতিতে ফাতেহা পড়ার রসম। ১৩. আযানের পূর্বে দুরুদ ও সালামের রসম প্রভৃতি।

৭৫. শরহে ইসতিমাদ, পৃ. ২৮।

৭৬. আহমদ রেযা খান, হাদায়েকে বখশিশ, ১/২৭।

৭৭. খালেদুল ই‘তিক্বাদ, পৃ. ৩৩।

৭৮. জা-আল হাক্ব, ১/১৬০।

৭৯. আল্লামা ইহসান ইলাহী যহীর, ব্রেলভী তা‘লীমাত, পৃ. ১৬।

## ৯. দেওয়ানবাগী

বাংলাদেশের শীর্ষস্থানীয় চরম ভ্রান্ত ফের্কাগুলোর অন্যতম হ'ল দেওয়ানবাগী। দেওয়ানবাগী পীরের মূল নাম মাহবুবে খোদা (!), যিনি সর্বপ্রথমে নারায়ণগঞ্জের বন্দর থানায় দেওয়ানবাগে তার আস্তানা গড়ে তুলেছিলেন এবং পরবর্তীতে 'সূফী সম্রাট' খেতাব ধারণ করে ঢাকার মতিঝিলে ১৪৭ আরামবাগ, ঢাকা-১০০০ তে 'বাবে রহমত' নামে আরেকটি দরবার স্থাপন করেন। বর্তমান তারা রাজধানী ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন প্রান্তে, প্রভাবশালী লোক মহলে, রাজনৈতিক ক্ষমতাসীনদের আঙিনায় নিজেদের প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছে।

**দেওয়ানবাগীদের কতিপয় ভ্রান্ত আকীদা :** দেওয়ানবাগী ও তার ভণ্ড অনুসারীরা এমন সব ভ্রান্ত আকীদা ও চিন্তা-চেতনা লালন করে, যা একজন ব্যক্তিকে অনায়াসে ইসলাম থেকে খারিজ করে দিতে পারে। তারা আল্লাহর কলাম ও নবীর হাদীছের অপব্যখ্যা করে বিভিন্ন বই ও পত্রিকার মাধ্যমে তাদের ভ্রান্ত ও বিকৃত আকীদা বাংলার যমীনে প্রচার করছে। দেওয়ানবাগীর অন্যতম গ্রন্থ 'আল্লাহ কোন পথে?' থেকে তাদের কতিপয় ভ্রান্ত আকীদার নমুনা পেশ করা হ'ল-

**ক.** তাদের অন্যতম ভ্রষ্ট আকীদা হ'ল মুক্তির জন্য ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করা যরুরী নয়; বরং যে কোন ব্যক্তি স্বধর্ম ত্যাগ না করেও ইসলামের বিধান পালন করার মাধ্যমে মুক্তি পেতে পারে।<sup>৮০</sup> দেওয়ানবাগীর দাবী হ'ল- তার মতবাদের বাইরে সারা বিশ্বে যে ইসলাম চালু রয়েছে এটা আসল ইসলাম নয়, সেটা এজিদ্দী ইসলাম, এজিদ্দী চক্রান্তের ফসল। আল্লাহ নাকি পৃথিবীর সকল নবী-রাসূল, ওলী-আওলিয়াগণকে নিয়ে এক মহা সমাবেশে দেওয়ানবাগীকে মুহাম্মাদী ইসলামের প্রচারক নির্বাচিত করেন। অতঃপর আল্লাহ নিজেই এক বিশাল মিছিল বের করেন। এই মিছিলের প্রথম সারিতে আল্লাহ, দেওয়ানবাগী এবং তার পীর এই তিন জন ছিলেন এবং পিছনের সারিতে ছিলেন সকল নবী-রাসূল। মিছিলে নাকি আল্লাহ নিজেই শ্লোগান দিচ্ছিলেন- মোহাম্মাদী ইসলামের আলো ঘরে ঘরে জ্বালো (নাউয়ুবিল্লাহ মিন যালিক)।<sup>৮১</sup> তার আরও দাবী হ'ল- রাসূল (ছাঃ) তাকে নাকি স্বপ্নযোগে 'ইসলাম ধর্মের পুনর্জীবনদানকারী' খেতাবে ভূষিত করেছেন।<sup>৮২</sup>

**খ.** জান্নাত সম্পর্কে তাদের আকীদা হ'ল- 'প্রভুর সাথে পুনরায় মিলনে আত্মার যে প্রশান্তি ও আনন্দ লাভ হয় উহাই শ্রেষ্ঠ। এই মহামিলনের নামই প্রকৃত জান্নাত'।<sup>৮৩</sup>

**গ.** জান্নাতের হ্রস্ব সম্পর্কে তাদের বক্তব্য হ'ল- 'হ্রস্ব বলতে মানুষের জীবাত্মা বা নফসকে বুঝায়'।<sup>৮৪</sup>

৮০. আল্লাহ কোন পথে? (ঢাকা: দেওয়ানবাগী দরবার, ৩য় সংস্করণ, ডিসেম্বর, ১৯৯৭ খ্রী) পৃ. ১১৩-১১৪।

৮১. সাপ্তাহিক দেওয়ানবাগ পত্রিকা, প্রকাশ: ১২ই মার্চ, ১৯৯৯ খ্রী, শুক্রবার।

৮২. রাসূল সত্যিই কি গরীব ছিলেন?, চতুর্থ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর/২০০১, পৃ.১১।

৮৩. আল্লাহ কোন পথে?, পৃ. ৪০।

৮৪. প্রাপ্ত, পৃ. ১১২।



ঘ. জাহান্নাম সম্পর্কে বলা হয়েছে- ‘আত্মার চিরস্থায়ী যন্ত্রনাদায়ক অবস্থাকেই জাহান্নাম বলে’।<sup>৮৫</sup>

ঙ. হাশর বা পুনরুত্থান সম্পর্কে তাদের আকীদা বক্তব্য হ’ল- ‘সূফী সাধকগণের দৃষ্টিতে মানুষের হাশর পৃথিবীর বুকে সংঘটিত হয়ে থাকে। মানুষকে তার কর্মের প্রতিফল সঙ্গে সঙ্গেই প্রদান করা হয়। অর্থাৎ, কর্ম সম্পাদনের সাথে সাথে পরিণতি হিসাবে মানুষের উন্নতি বা অবনতি লাভ হয়’।<sup>৮৬</sup> এখানে মৃত্যুর পর স্বশরীরে পুনরুত্থানকে অস্বীকার করা হয়েছে।

চ. পুলছিরাত সম্পর্কে তাদের আকীদা হ’ল- ‘পুলছিরাত পার হওয়া বলতে জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত ঈমানের উপর ক্বায়েম থাকা এবং ঈমানের সাথে মৃত্যুবরণ করাকে বুঝায়’।<sup>৮৭</sup>

ছ. মীযান সম্পর্কে বলা হয়েছে- ‘মীযান বলতে মানুষের ষড়রিপুমুক্ত পরিশুদ্ধ বিবেককে বুঝায়’।<sup>৮৮</sup>

জ. মুনকার-নাকীর সম্পর্কে তারা বলে- ‘মুনকান-নাকীর বলতে কোন ব্যক্তির ভাল ও মন্দ কর্ম বিবরণীকে বুঝায়’।<sup>৮৯</sup>

ঝ. আমালনামা সম্পর্কে তাদের আকীদা হ’ল- ‘মানুষের সৎ কর্মের দ্বারা আত্মার উন্নতি এবং অপকর্মের দ্বারা আত্মার অবনতিই হ’ল আমালনামা’।<sup>৯০</sup>

এই জাহেল পীর নিজেকে ফাতেমা (রাঃ)-এর স্বামী দাবী করে এবং নিজেকে আল্লাহর সমপর্যায়ের দাবী করে। তার আরওও ঘোষণা হ’ল- তিনি বর্তমান যামানার মোজাদ্দের, মহা সংস্কারক ও শ্রেষ্ঠতম অলী-আল্লাহ।<sup>৯১</sup>

তাছাড়া এই ভণ্ড পীর মক্কাস্থিত বায়তুল্লাহতে গিয়ে হজ্জ পালনের ফরযিয়াতকে অস্বীকার করে। যা স্পষ্ট কুফুরী। সেকারণ দেওয়ানবাগী নিজে কখনও হজ্জ করেননি। এই বিষয়ে তার ‘আল্লাহ কোন পথে?’ গ্রন্থে লেখা হয়েছে- ‘তার জনৈক মুরীদ আহমাদ উল্লাহ দেওয়ানবাগী সাহেব হজ্জ করেননি- এটা চিন্তা করতে করতে ঘুমিয়ে যান। স্বপ্নে দেখেন হযরত ইব্রাহীম (আঃ) নির্মিত মক্কার কা’বা ঘর এবং স্বয়ং রাসূল (ছাঃ) [দেওয়ানবাগী দরবার] বাবে রহমতে হাজির হয়েছেন। রাসূল (ছাঃ) তাকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন, তুমি যে ধারণা করতেছ যে, শাহ দেওয়ানবাগী হজ্জ করেননি, আসলে এটা ভুল। আমি স্বয়ং আল্লাহর নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) তার সাথে আছি এবং সর্বক্ষণ থাকি। আর কা’বা ঘরও তার সম্মুখে উপস্থিত আছে। আমার

৮৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪।

৮৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৪।

৮৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬০।

৮৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৭।

৮৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৯।

৯০. প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৮।

৯১. রাসূল কি সত্যিই গরীব ছিলেন, পৃ. ১২।

মুহাম্মদী ইসলাম শাহ দেওয়ানবাগী প্রচার করতেন। তার হজ্জ করার কোন প্রয়োজন নেই’।<sup>৯২</sup>

এ ছাড়াও ঈমাদের মৌলিক বিষয়গুলোতে তারা গোমরাহি ও ভ্রান্ত আক্বীদা পোষণ করে, তাতে একথা অকপটে বলা যায় যে, ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে তাদের কোন আশ্রয় নেই। তারা দিন দিন বাংলার দ্বীন ভোলা মানুষকে পথভ্রষ্ট করছে। সুতরাং দেওয়ানবাগীদের ভ্রান্ত আক্বীদা সম্পর্কে সতর্ক থাকা এবং অপরকে সদা সতর্ক করা আমাদের সকলের ঈমানী দায়িত্ব।

## ১০. চরমোনাই

বাংলাদেশের আরেকটি ভ্রান্ত ফের্কার নাম চরমোনাই। বরিশাল যেলার মাওলানা সৈয়দ মোহাম্মাদ এছহাক ছাহেব ছিলেন এই চরমোনাই তরীকার প্রতিষ্ঠাতা। তিনি চরমোনাই এলাকা নিবাসী তার চাচাতো মামা উজানীর পীরের প্রথম খলীফা আব্দুল জাব্বার ছাহেবের কাছে লালিত পলিত হন এবং শিক্ষা লাভ করেন। অবশেষে তার একমাত্র কন্যাকে এসহাক ছাহেবের সাথে বিবাহ দেন। উক্ত স্থানের সাথে সংশ্লিষ্ট বলেই তাকে পীর ছাহেব চরমোনাই বলা হয়’।<sup>৯৩</sup> তিনি মৃত্যুবরণ করলে তার ছেলে সৈয়দ মোহাম্মাদ ফজলুল করীম খেলাফত লাভ করেন। তিনি পিতার তরীকা অনুসারে মানুষকে মুরীদ করেন। তার মৃত্যুর পর তার ছেলে সৈয়দ রেজাউল করীম বর্তমান খেলাফতের দায়িত্ব পালন করছেন। সৈয়দ এছহাক ছাহেব ছুফীবাদের বলিষ্ট প্রচারক ও সমর্থক ছিলেন।

**চরমোনাইদের কতিপয় ভ্রান্ত আক্বীদার নমুনা :** সৈয়দ মোহাম্মাদ এসহাক ছাহেব ছিলেন চিশতীয়া ছাবেরিয়া তরীকার অনুসারী। তার রচনাগুলো শিরক-বিদ‘আত ও কুসংস্কারে ভরপুর। মানুষকে সহজে ইসলাম শিক্ষা দেওয়ার জন্যে ছোট-বড় ২৭ খানা কিতাব রচনা করেছেন। তন্মধ্যে আশেক মাশুক, ভেদে মারেফত, মা‘রেফতের হক, যিকিরে জলি, এশকে দেওয়ানা, তাবিজের কিতাব ইত্যাদি লেখনীগুলো চরম আপত্তিকর। কিতাবগুলো লেখার পর তিনি বলেন, ‘২৭ খানা কিতাব বাংলা ভাষায় লিখিয়া দিলাম। ইহা পাঠ করিয়া আমল করণ, আপন বাড়ী বেহেশতে চলুন’।<sup>৯৪</sup> নিম্নে তার লেখনী থেকে সংক্ষিপ্তাকারে কতিপয় বিভ্রান্তি তুলে ধরা হ’ল-

ক. মারে‘ফতের পীর ও ওলীদের মর্যাদা নবীদের চেয়েও বেশী’!<sup>৯৫</sup> খ. আখেরাতে পীরগণ মুরীদের জন্য সুপারিশ করবে’।<sup>৯৬</sup> গ. পীরের হুকুম মৃত ব্যক্তিকে জীবিত

৯২. আল্লাহ কোন পথে? দ্বিতীয় সংস্করণ, মে/১৯৯৭ খ্রী, পৃ. ১৯২-১৯৩। ইসলামী আক্বীদা ও ভ্রান্ত মতবাদ, পৃ.৪৮৯।

৯৩. মাওলানা মুহাম্মাদ ইউসুফ আলী খাঁন, চরমোনাই মরহুম পীর সাহেব সৈয়দ মুহাম্মাদ এসহাক (রহঃ)-এর জীবনী (ঢাকা: আল-এসহাক প্রকাশনী, বাংলাবাজার, নভেম্বর ২০০৮ খ্রী) পৃ. ১১ ও ৪৮-৪৯। আন্তির বেড়া জালে ইক্বামতে দ্বীন, পৃ.১১৯।

৯৪. ভেদে মারেফত, পৃ. ৯৪।

৯৫. আশেক মাশুক, পৃ.৮৮-৯০।

৯৬. ভেদে মারেফত, পৃ. ৬০।

করে'।<sup>৯৭</sup> ঘ. পীরের কাছে মুরীদ হওয়া ফরয'।<sup>৯৮</sup> ঙ. আল্লাহর আন্দায নাই'।<sup>৯৯</sup> চ. শরীয়ত বহির্ভূত হলেও পীরের হুকুম মানা মুরীদের জন্য বাধ্যতামূলক'।<sup>১০০</sup> ছ. পীর কাফন চোরকে পুলসিরাত পার করিয়া দিবেন'।<sup>১০১</sup> জ. পরকালে পীর ও ওলীদের ক্ষমতার সীমা থাকিবে না'।<sup>১০২</sup> ঝ. পীর কেয়ামতের দিন সকল মুরীদের গুনাহ মাফ করিয়ে দিবেন'।<sup>১০৩</sup> ঞ. আমি আল্লাহ পাকের দরবার থেকে জোরপূর্বক করে রুহ নিয়ে আসিয়াছি'।<sup>১০৪</sup> ট. পীরগণ কেয়ামতের দিবসে মুরীদগণকে সাহায্য করবে'।<sup>১০৫</sup> ঠ. মৃত্যুর সময় পীর স্বীয় মুরীদকে শয়তান থেকে বাঁচাতে পারেন'।<sup>১০৬</sup> উল্লিখিত বক্তব্য গুলো বিশ্বাস স্থাপন করা স্পষ্ট কুফুরী এবং শিরক। অথচ তাদের নিকটে এগুলোই ইসলাম। তাছাড়া চরমোনাই পীর ছাহেব তার মুরীদগণের মুক্তির জন্য ১২৬টি তরীক্বার কথা উল্লেখ করেছেন, অথচ পবিত্র কুরআন ও রাসূল (ছাঃ)-এর হাদীছ সমূহে যার কোন ভিত্তি নেই। সুতরাং আমাদের কর্তব্য হ'ল নির্ভেজাল তাওহীদের প্রচার ও প্রসারের মাধ্যমে সমাজ থেকে এই সকল ভ্রান্ত ও কুফুরী আত্মীদার মূলোৎপাটন করা।

**উপসংহার :** বিশ্বের মানচিত্রে বাংলাদেশ একটি মুসলিম দেশ হিসাবে চিত্রিত হলেও, এই দেশের সিংহভাগ মুসলিমদের অবস্থান প্রকৃত ইসলাম থেকে অনেক দূরে। শিরক, বিদ'আত, কুসংস্কার ও দ্বীনের ব্যাপারে প্রবৃত্তিপরায়াণতা যেন এই দেশের মুসলিমদের এক আরাধ্য স্বভাবে পরিণত হয়েছে। ইসলামের চির সুন্দর বিধি-বিধান থেকে যেন তারা গাফেল হয়ে পড়েছে। তাই নির্ভেজাল তাওহীদের বাগ্ম হাতে নিয়ে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' বাংলাদেশের আনাচে-কানাচে নববী পদ্ধতিতে বিশুদ্ধ ইসলামের দাওয়াত দিতে বদ্ধপরিকর। তারা মাযহাবী সংকীর্ণতা এবং যাবতীয় ভ্রান্ত মতবাদ ও থিওরীর ময়লা সাফ করে সমাজ সংস্কার করতে চায়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর বাৎলে দেওয়া এই সংস্কারের মাধ্যমে তারা কেবল আল্লাহ সন্তুষ্টি কামনা করে, দুনিয়াবী স্বার্থ ও লালসা থেকে তার নিজেদেরকে মুক্ত রাখতে সচেষ্ট থাকে। আল্লাহ আমাদেরকে এই দাওয়াতী কাফেলায় শরীক হয়ে শিরক-বিদ'আতে আবিষ্ট বাংলার সমাজকে রাসূলের আদর্শে ঢেলে সাজানোর তাওফীক দান করুন।- আমীন!

৯৭. ভেদে মারেফত, পৃ. ১৫।

৯৮. মাওয়ায়েজে এহছাকিয়া, পৃ. ৫৫।

৯৯. ভেদে মারেফত, পৃ. ১৫।

১০০. আশেক মাশুক বা এক্সে এলাহী, পৃ. ৩৫।

১০১. ভেদে মারেফত, পৃ. ২৭-২৮।

১০২. আশেক মাশুক, পৃ. ৮১।

১০৩. ভেদে মারেফত, পৃ. ৩৪।

১০৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫।

১০৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫-২৬; আশেক মাশুক, পৃ. ৬৬-৮১।

১০৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১।



## ‘সোনামণি’ সংগঠনের সংক্ষিপ্ত জীবন কথা

-রবীউল ইসলাম\*

আজকের শিশুরাই আগামী দিনের জাতির ভবিষ্যৎ কর্ণধার। তারা শিক্ষায়, চিন্তা-চেতনায়, শারীরিক-মানসিক স্বাস্থ্যে ও মননে যত সমৃদ্ধ হবে জাতির ভবিষ্যৎ তত শক্তিশালী ও সুন্দর হবে। আর যদি তারা অপসংস্কৃতির বিষাক্ত ছোবলে আক্রান্ত হয় তাহ’লে তারা আদর্শচ্যুত ও বিপথগামী হয়ে পরিবার, সমাজ ও দেশের বোঝা এবং ক্ষতিকর কীটে পরিণত হবে। পরবর্তীতে হাযার চেষ্টা করেও তাদেরকে আর ফিরিয়ে আনা সম্ভব হবে না। যার কারণে ফুলের মত পবিত্র, নিষ্পাপ ও নিষ্কলুষ সোনামণিদেরকে অভ্রান্ত সত্যের একমাত্র উৎস পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে সর্বোৎকৃষ্ট ও সর্বশ্রেষ্ঠ জীবন গড়ার মহান বাসনা নিয়েই ‘সোনামণি’ একটি আদর্শ জাতীয় শিশু-কিশোর সংগঠন প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

**সোনামণি সংগঠনের প্রয়োজন অনুভূত হয়েছিল কেন?** বাংলাদেশে বেশ কিছু শিশু-কিশোর সংগঠন রয়েছে। যেমন : কচিকাঁচার মেলা, খেলাঘর আসর, মুকুল ফৌজ, চাঁদের হাট, ফুলকুড়ি, নতুন কুঁড়ি, সংশপ্তকসহ আরও অনেক। এ সংগঠনগুলো থাকা সত্ত্বেও সোনামণি সংগঠনের প্রয়োজন অনুভূত হয়েছিল এই জন্য যে, এ সংগঠনগুলো শিশু-কিশোরদেরকে অপসংস্কৃতির বেড়াঝাল থেকে মুক্ত করে সুস্থ সংস্কৃতি ও ইসলামী চেতনায় উদ্বুদ্ধ না করে বরং ঢোল-তবলা, হারমোনিয়াম, বাদ্যযন্ত্র ইত্যাদি শিক্ষায় ব্যস্ত ছিল। ফলে কোমল মতি নিষ্পাপ শিশু-কিশোরদেরকে অহি-র আলোয় আলোকিত করার দৃঢ় প্রত্যয় নিয়েই ‘আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ’-এর মুহতারাম আমীর প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব এ সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন।

**নামকরণ ও প্রতিষ্ঠাকাল :** এ সংগঠনটির নাম কি হবে তানিয়ে মুহতারাম আমীর প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব স্যার প্রায় ১০০ জন মজলিশে শূরা সদস্যদের নিয়ে আলোচনা করেন। কিন্তু কেউ এর নাম দিতে পারেননি। ফলে সকল সদস্য এ দায়িত্বটি মুহতারাম আমীরে জামা’আতের উপর ছেড়ে দেন। আমীরে জামা’আত সে সময় রাজশাহীর হড়গ্রামে একটি ভাড়া বাসায় থাকতেন। বাসায় ফিরে গিয়ে ছালাতুল ইসতিখারার মধ্য দিয়ে সূরা হজ্জের ২৩ ও ২৪ নং আয়াতের আলোকে ‘সোনামণি’ নামটি চয়ন করেন। পরের দিন ১৯৯৪ সালের ২৩শে সেপ্টেম্বর রোজ শুক্রবার ‘আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ’-এর কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী’র পূর্ব পার্শ্বস্থ মসজিদে এ নামটি মাজলিশে শূরা সদস্যদের সামনে ঘোষণা করলে সকলেই সমঃস্বরে আলহামদুলিল্লাহ বলে গ্রহণ করেন।

\* কেন্দ্রীয়-পরিচালক, সোনামণি।

**কার্যক্রমের সূচনা :** যে কোন কাজের সূচনা খুব একটা সহজ হয় না। এ সংগঠনের ক্ষেত্রেও ব্যতিক্রম হয়নি। ‘যুবসংঘ’-এর সদস্যরা সবাই বড়। তারা কথা বুঝে। তাদের নিয়ে কাজ করা সহজ। কিন্তু সোনামণিরা ছোট। সব কথা বুঝে না। এ অবুঝ শিশুদের আদর্শ ও নৈতিক জ্ঞানে গুণান্বিত করার গুরু দায়িত্বটি কাকে দিবেন। এ নিয়ে মুহতারাম আমীরে জামা‘আত ভাবছিলেন। একপর্যায়ে ‘সোনামণি’র প্রথম পরিচালক জনাব মুহাম্মাদ আযীযুর রহমানের কাঁধে এ মহান দায়িত্বটি অর্পণ করেন।

**এক চিলতে আলোর বলক :** সৎ উদ্দেশ্যে ও খালেছ অন্তরে কোন কাজের সূচনা হলে ফলাফল অত্যন্ত চমৎকার ও স্থায়ী হয়। যার বাস্তব নমুনা ‘সোনামণি’র প্রথম কেন্দ্রীয় পরিচালক মুহাম্মাদ আযীযুর রহমান ভাই নিজেই। একদিন তিনি সোনামণিদের আদর্শ ও নৈতিক শিক্ষার অংশ হিসাবে কিছু প্রশিক্ষণ দিচ্ছিলেন। তার মধ্যে একটি শিক্ষা ছিল সম্ভাষণ বিষয়ে। সোনামণিরা কিভাবে একে অন্যের সাথে কুশল বিনিময় করবে। তিনি বললেন, তোমরা পরিচিত-অপরিচিত সকলকে সালাম দিয়ে মুছাহাফা করবে। তাহ’লে একদিকে যেমন তোমাদের ভালবাসার বন্ধন দৃঢ় হবে। অন্যদিকে তোমাদের ছোট পাপগুলো ঝরে পড়বে। এ প্রশিক্ষণে ছিল একটি ছোট্ট বালিকা। সে প্রশিক্ষণ নিয়ে বাড়িতে ফিলে গেল। সন্ধ্যা বেলায় পিতা অফিস থেকে প্রতিদিনের মতই বাড়িতে ফিরেছেন। কলিং বেল টিপে দরজা নক করলেন। সোনামণি দরজায় এসে বলল, বাবা দরজা খুলব তবে; আগে সালাম দিতে হবে। বাবা হতবাক চোখে মেয়ের দিকে তাকিয়ে বলল, মা লজ্জা লাগে। আজ দরজা খুলে দাও অন্যদিন সালাম দিয়ে প্রবেশ করব। সোনামণি নাছোড় বান্দা। কোন ভাবেই ছাড়ল না। একপর্যায়ে বাবা সালাম দিতে বাধ্য হলেন। কয়েকদিন পর সোনামণির বাবা পরিচালক ছাহেবের সাথে সাক্ষাৎ করে বললেন, আপনারা আমার সোনামণিকে এমন কিছু শিক্ষা দিয়েছেন যার দ্বারা সে আমাদের পরিবারকে পরিবর্তন করে ফেলেছে। এখন আমরা সবাই সালাম দিয়েই বাড়িতে প্রবেশ করি। এরূপ বহু ঘটনার স্বাক্ষী এখন সোনামণি সংগঠন। প্রশিক্ষণের মাধ্যমে অনেক পরিবারে তারা আলোর মশাল জ্বালাতে সক্ষম হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ।

**শিশু-কিশোরদের চরিত্র গঠনে সোনামণি সংগঠন :** চরিত্র মানুষের অমূল্য সম্পদ। এ সম্পদ একবার ভুলুপ্তি হলে আর সহজে ফিরে পাওয়া সম্ভব হয় না। এজন্য সোনামণি সংগঠন শিশু-কিশোরদের চারিত্রিক মাধুর্যতা ও কমনিয়তার প্রতি অত্যন্ত গুরুত্ব প্রদান করে থাকে। উত্তম চরিত্রের অধিকারি ব্যক্তি সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, ‘নিশ্চয়ই মুমিন ব্যক্তি তার উত্তম চরিত্রের কারণে রাত্রিতে তাহাজ্জুদের ছালাত আদায়কারী ও দিনে নফল ছিয়াম পালনকারীর মর্যাদা লাভ করবে’।<sup>১</sup> অন্যত্র তিনি বলেন, ‘ক্বিয়ামতের দিন মুমিনের পাল্লায় সবচেয়ে ভারী হবে উত্তম চরিত্র’।<sup>২</sup> তিনি আরও বলেন, ‘তোমরা কি জান, মানুষকে সবচেয়ে বেশি জান্নাতে নিয়ে যায় কোন বস্তু? তিনি বলেন, আল্লাহভীতি ও উত্তম চরিত্র। তিনি বলেন, তোমরা কি জান,

১. আব্দাউদ হা/৪৭৯৮; মিশকাত হা/৫০৮২।

২. তিরমিযী হা/২০০২; মিশকাত হা/৫০৮৯।

মানুষকে সবচেয়ে বেশি জাহান্নামে নিয়ে যায় কোন বস্তু? তা হ'ল যবান ও লজ্জাস্থান'।<sup>৩</sup>

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর আদর্শে ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রকে টেলে সাজানোর এক ঐকান্তিক বাসনা নিয়েই 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' সমাজের সর্বস্তরের মানুষের নিকট ইসলামের প্রকৃতরূপ তুলে ধরার জন্য চারটি স্তরে কাজ করে যাচ্ছে। এর মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ অথচ গুরুত্বপূর্ণ হ'ল সোনামণি। ৭-১৫ বছরের শিশু-কিশোররা এ সংগঠনের আওতাভুক্ত থাকবে। শিশু-কিশোরদের সার্বিক জীবন সুন্দর ও গঠনমূলক করার জন্য সোনামণি সংগঠনের রয়েছে বহুমুখী কর্মসূচী। সেগুলো নিম্নে সংক্ষিপ্ত আকারে তুলে ধরা হ'ল-

**সাপ্তাহিক সোনামণি প্রশিক্ষণ :** সোনামণি সংগঠন সাপ্তাহিক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শিশু-কিশোরদের বিশুদ্ধ আকীদা ও আমলের মূল ভিত্তিকে ময়বৃত্ত করে থাকে এবং সুস্থ সংস্কৃতি ও জ্ঞান চর্চার মাধ্যমে মনোজগতকে আলোকিত করে থাকে। নিম্নে সাপ্তাহিক তা'লীমী বৈঠকের আলোচ্য বিষয়সমূহ তুলে ধরা হ'ল-

১. অর্থসহ বিশুদ্ধভাবে কুরআন তেলাওয়াত শিক্ষা। ২. অর্থসহ বিশুদ্ধভাবে হাদীছ পাঠ শিক্ষা। ৩. বিশুদ্ধ আকীদা ও আমল সম্পর্কে বাস্তব প্রশিক্ষণ প্রদান। ৪. ছালাতের বাস্তব প্রশিক্ষণ ও দো'আ মুখস্থ করণ। ৫. আদব বা শিষ্টাচার বিষয়ে বাস্তব প্রশিক্ষণ প্রদান। ৬. পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, চুল-নখ ও পোশাক পরিধান বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান। ৭. সামষ্টিক পাঠ ও পর্যালোচনা। ৮. সোনামণি প্রতিভা পাঠ প্রভৃতি।

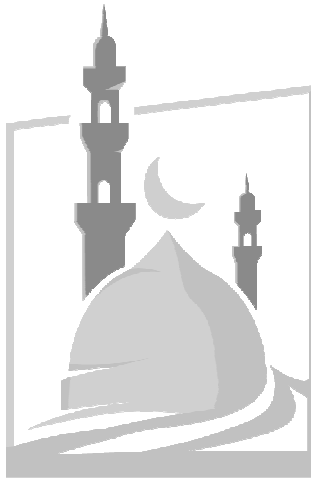
**সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা :** সোনামণি সংগঠন শিশু-কিশোরদেরকে সুনাগরিক ও চরিত্রবান করে গড়ে তোলায় লক্ষ্যে প্রতিবছর কেন্দ্রীয়ভাবে সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার আয়োজন করে থাকে। সেখানে আকীদা, হিফযুল কুরআন, হিফযুল হাদীছ, দো'আ, আযান, ইসলামী জাগরণী, সাধারণ জ্ঞান, গল্পপাঠ, হস্তলিখন ইত্যাদি বিষয়ে প্রতিযোগিতার আয়োজন করে তাদেরকে পুরস্কার দিয়ে উৎসাহিত করত সোনামণি সংগঠন জ্ঞানবৃদ্ধির মাধ্যমে চরিত্রবান সোনামণি গড়ে তুলতে বদ্ধ পরিকর।

**পত্রিকা :** রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এর বিশুদ্ধ ও চিরন্তন আদর্শের প্রচার-প্রসার এবং সোনামণিদের সুপ্ত প্রতিভা বিকাশের মাধ্যমে তাদেরকে চরিত্রবান করে গড়ে তোলার দৃষ্ট অঙ্গীকার নিয়ে অক্টোবর ২০১২ হ'তে দ্বি-মাসিকভাবে প্রকাশিত হয়ে আসছে 'সোনামণি'র মুখপত্র 'সোনামণি প্রতিভা'। ১৬ পৃষ্ঠার 'সোনামণি প্রতিভা' প্রথম সংখ্যা ছাপানো হয়েছিল মাত্র ৫০০ কপি। যা ফটোকপি করে স্বল্প পরিসরে ৫ টাকা মূল্যে বিতরণ করা হত। কিন্তু এখন তার কলেবর বৃদ্ধি পেয়েছে। উন্নত পেজ ও সুন্দর কভারে প্রেস থেকে ছাপানো হচ্ছে। পৃষ্ঠা সংখ্যাও বৃদ্ধি করে ৪০ করা হয়েছে। এটি পাঠকের ছোট্ট মণিকোঠায় স্থান করে নিয়েছে। যার বাস্তব প্রমাণ আমরা পাঠকদের মাঝে দেখতে পাই। 'সোনামণি প্রতিভা' ৪২তম সংখ্যা জুলাই-আগস্ট '২০-এর ২০

পৃষ্ঠায় ‘দানের পুরস্কার শিরোনামে একটি হাদীছের গল্প প্রকাশিত হয়। গল্পটির মূলকথা হ’ল- ‘এক ব্যক্তি তার উৎপাদিত ফসলের এ তৃতীয়াংশ দান করত। ফলে মেঘের মধ্যে আওয়াজ হচ্ছে অমুকের বাগানে পানি দাও’। হাদীছের গল্পটি পড়ে ঢাকার জনৈক পাঠক সম্পাদকের নিকট ফোনে কথা বলে অনুভূতি ব্যক্ত করে বলেন, তিনিও তার ফসলের এক তৃতীয়াংশ আল্লাহর পথে দান করবেন ইনশাআল্লাহ। কত চমৎকার অনুভূতি সুবহানাল্লাহ! এমনি অনেক ঘটনা আমাদের অগোচরে ঘটেই চলেছে। যার ফলে বর্তমানে প্রায় ৫০০০ কপি ছাপানো হচ্ছে। ভবিষ্যতে আরও বৃদ্ধি পাবে ইনশাআল্লাহ।

**বর্তমান সাংগঠনিক রূপরেখা :** ১৯৯৪ সালের ২৩শে সেপ্টেম্বর, শুক্রবার থেকে হাঁটি হাঁটি পা পা করে পথ চলা এ ক্ষুদ্রে সংগঠনটি ফুলে ফলে সুশোভিত হয়েছে। বর্তমান ৪৭টি সাংগঠনিক যেলা, ১৮টি উপজেলা, ১১টি এলাকা ও ৩১০টি শাখা নিয়ে সাংগঠনিক কার্যক্রম পরিচালনা করে যাচ্ছে। আদর্শ এ সংগঠনটির কার্যক্রম বাংলার প্রতিটি পাড়া, মহল্লায় প্রস্ফুটিত হোক, জেগে উঠুক প্রতিটি মায়ের ঘুমন্ত সন্তান তাওহীদী চেতনায় এটা আমাদের ঐকান্তিক কামনা।

**উপসংহার :** শৈশব থেকেই যাতে সোনামণিদের মধ্যে সততা, নৈতিকতা, মানবিকতা ও মূল্যবোধের চেতনা চর্চার উপযুক্ত পরিবেশ তৈরী হয় এবং পরিণত বয়সে যেন তারা আদর্শ ও যোগ্য নাগরিক হিসাবে গড়ে উঠতে পারে সে স্বপ্নই সোনামণি সংগঠনের। যেহেতু আজকের সোনামণিরা আগামী দিনে বাতিলের বিরুদ্ধে লড়াকু সৈনিক ও মর্দে মুজাহিদ হয়ে সমাজের বুকে কাজ করবে; তাই তাদের উন্নতি ও অগ্রগতির রাস্তাকে প্রসারিত করতে হবে। সকলের সমন্বিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে সারা দুনিয়ায় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর প্রকৃত আদর্শ বাস্তবায়িত হবে ইনশাআল্লাহ।



## আল-হেরা শিল্পীগোষ্ঠী : ইতিহাস ও প্রভাব

-মুহাম্মাদ আজমাল\*

মক্কার ছয় মাইল অদূরে অবস্থিত এক গুহার নাম হেরা। ১৪শ বছর পূর্বে যেখানে বেজেছিল তাওহীদের সুর। সে সুরের মূর্ছনায় জাহেলী আরবে ছড়িয়ে পড়েছিল শান্তি র বাণী। যাবতীয় অন্ধকার ছিন্ন করে ফুটেছিল সোনালী আলোর আভা। দিনে দিনে সেই আলো ছড়িয়ে পড়েছে সারা দুনিয়ায়। একদিকে বীর মুজাহিদদের ঢাল-তলোয়ারের বনবনানিতে বিস্তৃত হয়েছে ইসলামী সাম্রাজ্য। অন্যদিকে ধৈর্য সহিষ্ণুতার অকৃত্রিম আলো ছড়িয়েছে যালিম-মাযলুম, শত্রু-মিত্র সকলের হৃদয়ে। এর মাঝে কবি-সাহিত্যিকদের বলিষ্ঠ উচ্চারণ আর কলমের কালি প্রভাব ফেলেছে মানসপটে। শিখিয়েছে সাম্য, সম্প্রীতি, মানবতা তথা নির্ভেজাল তাওহীদের অনুসরণই জীবনের প্রকৃত সৌন্দর্য। অদ্রাস্ত সত্যের এই চেতনা সূচিত হয়েছে হাসসান বিন সাবিত, আলী বিন আবী তালিবসহ কত ছন্দ রূপকারের কাব্যগাঁথায়। কখনও পাথরে, কখনও কাগজের পাতায়, আবার কখনও সুউচ্চ আওয়াজে বাতাসে ভেসে দিকদিগন্তে ছড়িয়েছে এই শান্তির বাণী। সেই পুরাতন সুরকে নতুন করে বাজিয়েছে ‘আল-হেরা শিল্পীগোষ্ঠী’। ১৯৯১ সালে শফীকুল ইসলাম নামে এক যুবকের ঝঙ্কারি কণ্ঠে শুরু হয় যার পথ চলা। মৃতপ্রায় সমাজকে জীবিত করতে, বিলুপ্তপ্রায় ইসলামী সংস্কৃতি ফিরিয়ে আনতে যার অবদান অনস্বীকার্য। মুসলিম যুব সমাজ যখন পাশ্চাত্যের অনুসরণে নাস্তিক্যবাদ, অশ্লীলতা আর প্রেমকাব্যে নিমজ্জিত, তখন ‘আল-হেরা শিল্পীগোষ্ঠী’ সুরে সুরে তুলে ধরেছে ইসলামের সৌন্দর্য। জুয়া, নেশা আর অশ্লীলতায় লিপ্ত যুবকদের বিকৃত চেতনা জাগ্রত করে নারী জাতির প্রতি গড়ে তুলেছে গভীর শ্রদ্ধা ও সম্মানবোধ মাদক, ধর্ষণ, খুন, গুম, ইত্যাদি সকল অন্যায়ের বিরুদ্ধে যেমন তেজদীপ্ত কণ্ঠস্বর, তেমনি দয়া, মমতা আর সেবা, সহযোগিতার প্রতি উৎসাহ যুগিয়েছে। সৃষ্টি করেছে তাওহীদী আলোড়ন।

**আল-হেরা শিল্পীগোষ্ঠীর সংক্ষিপ্ত ইতিহাস :** ১৯৯১ সালের ২৫ ও ২৬ শে এপ্রিল রাজশাহী মহানগরীর নওদাপাড়ায় অনুষ্ঠিত ‘বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ’-এর ২য় জাতীয় সম্মেলন ও তাবলীগী ইজতেমার পরপরই মুহতারাম আমীরে জামা‘আত প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব স্যারের প্রস্তাবক্রমে ‘যুবসংঘ’-এর কেন্দ্রীয় কমিটি ও কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা পরিষদের যৌথ বৈঠকের পরামর্শ অনুযায়ী এ শিল্পীগোষ্ঠী’র যাত্রা শুরু হয়। ইসলামী গান ও কবিতা সমূহকে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছমুখী করার মহান বাসনা নিয়ে আল্লাহ পাকের সর্বশেষ অহি-র প্রথম অবতরণস্থল ঐতিহাসিক ‘হেরা’ গুহার নামানুসারে আহলেহাদীছ তরুণ শিল্পীদের এই

\* কেন্দ্রীয় সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক, বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ।



সংগঠনকে মুহতারাম আমীরে জামা'আত 'আল-হেরা শিল্পীগোষ্ঠী' নামকরণ করেন। বৈঠকে জয়পুরহাটের শফীকুল ইসলামকে প্রধান ও সাতক্ষীরার আব্দুল মান্নান ও জাহাঙ্গীর আলমকে সদস্য করে কেন্দ্রীয়ভাবে 'আল-হেরা শিল্পীগোষ্ঠী' গঠন করা হয়। এই সম্মেলনের প্রথম দিন ২৫ শে এপ্রিল বাদ আছর শফীকুল ইসলাম জাগরে যুবক নওজোয়ান' জাগরণীটি অত্যন্ত সুললিত কণ্ঠে পরিবেশন করে উপস্থিত সবাইকে মুগ্ধ করেন। সেদিন থেকেই সূচিত হয় শিরক ও বিদ'আত মুক্ত ইসলামী সংস্কৃতির নব দিগন্ত। একে একে পরিবেশিত হয় ৯টি এ্যালবাম। বাংলার দিক-দিগন্তে ছড়িয়ে পড়ে নির্ভেজাল তাওহীদী সুরের বাৎকার। আল-হেরা শিল্পীগোষ্ঠীর প্রাণভোমরা প্রথম পরিচালক জনাব শফীকুল ইসলাম তার শিল্পীজীবনের শুরুতে ছিলেন একজন থিয়েটার শিল্পী। সফিপুর আনছার একাডেমীতে আনছার হিসাবে কর্মরত ছিলেন। ১৯৮৩ সালে জয়পুরহাটে কোন এক সফরে গিয়ে মুহতারাম আমীরে জামা'আত তার খোঁজ পেয়ে তার কণ্ঠকে ইসলামের জন্য ব্যয় করার আহ্বান জানালে তিনি সানন্দে সাড়া দেন এবং নিজেকে ইসলামের পথে বিলিয়ে দেওয়ার অঙ্গীকার করেন। তারপর থেকে একে একে ২৫ বছর যাবৎ বাংলার আনাচে-কানাচে সুরে সুরে তাওহীদের জাগরণ ছড়িয়ে দিয়েছেন তিনি। আল-হেরার জাগরণী ছড়িয়েছে দেশ থেকে বিদেশে তাওহীদ ও সুল্লাতের জয়গান। লক্ষ্য কণ্ঠে উচ্চারিত হয়েছে— 'ভয় কিরে তোর বীর মুজাহিদ লা—শারিক তোর পরিচয়!' জাগরণীর জন্য দেশব্যাপী তিনি এতই সুপরিচিত হয়ে ওঠেন যে, তার নামই হয়ে যায় শফীকুল ইসলাম জাগরণী।

২০১৫ সালের ১৩ই ডিসেম্বর। বগুড়ার গাবতলী থানাধীন মেন্দীপুর-চাকলা সালাফিইয়াহ হাফেযিয়া মাদ্রাসায় বক্তৃতারত অবস্থায় রাত্রি পৌনে এগারোটায় হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন। পরবর্তীতে রাত্রি দেড় ঘটিকায় বগুড়া শহরের জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে তিনি ইন্তেকাল করেন। তার সেই শূন্যতা এখনো অনুভব করে তাওহীদী চেতনা লালনকারী প্রতিটি হৃদয়। নানান সীমাবদ্ধতার মাঝেও সমাজে প্রচলিত বিজাতীয় সংস্কৃতির জোয়ার এবং ইসলামী সংগীতের ভুবনে আসন গেড়ে থাকা বিভিন্ন শিরক-বিদ'আতী গান ও কবিতা সমূহের বিপরীতে আল-হেরা শিল্পীগোষ্ঠী সমাজকে উপহার দিয়ে চলেছে নির্ভেজাল তাওহীদ ও ছহীহ হাদীছ ভিত্তিক ইসলামী কবিতা ও জাগরণী সম্ভার। সমাজ সংস্কার ও তাওহীদী জাগরণের দৃঢ় আহ্বানের জন্য তারা তাদের সংগীতকে 'জাগরণী' বলে অভিহিত করে।

**সাংস্কৃতিক অঙ্গনে আল-হেরার ভূমিকা :** হাদীছে এসেছে, 'কবিতার ভালগুণি ভাল ও মন্দগুণি মন্দ' (আল-আদাবুল মুফরাদ হা/৮-৬৫)। এজন্য আল-হেরা যাবতীয় জাহেলী কর্মকাণ্ডের বিপরীতে জাতির সামনে পেশ করেছে সুমহান ইসলামী আদর্শ। প্রচলিত ইসলামী সঙ্গীতের বিপরীতে ইসলামী জাগরণী প্রচলন ছিল যার প্রথম ধাপ। আত্মভোলা জাতিকে পথের দিশা, ঘুমন্ত যুবসমাজকে জিহাদের প্রেরণায় উজ্জীবিত করা, শতধা বিভক্ত মুসলিম সমাজকে অহির পতাকা তলে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান নিয়ে 'আল-হেরা শিল্পীগোষ্ঠী'র সুর আলোড়ন সৃষ্টি করেছে বাংলার আনাচে-কানাচে সভা-সমাবেশ। এ পর্যন্ত প্রায় দেড় শতাধিক ইসলামী জাগরণী এই শিল্পীগোষ্ঠী

জাতির খেদমতে উপস্থাপন করেছে। ইসলামী সাংস্কৃতিক অঙ্গনে রেখেছে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। যার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নরূপ—

**১. শিরকী সমাজে তাওহীদের আবহ সৃষ্টি :** পরিসংখ্যান করলে দেখা যাবে ছাপ্পান্ন হাজার বর্গমাইলের এই দেশে লক্ষাধিক পীরের মাযার রয়েছে। মানুষের সরল বিশ্বাসকে পুঁজি করে যারা ফৈঁদে বসেছে রমরমা ব্যবসা। মাজার ব্যবসার এই হাইব্রিড ফলন দেশে মূল ইসলামকেই প্রশ্নবিদ্ধ করেছে। ফলে এদেশে সঠিক তাওহীদের প্রচার-প্রসার দুরূহ হয়ে পড়েছে। এই দুর্বিষহ মুহূর্তে গুরু হয় আল-হেরার যাত্রা। শানিত কণ্ঠে আল-হেরার শিল্পীরা গেয়েছে—

লক্ষ্য মোদের এক আল্লাহ বহু আল্লাহর পতন চাই  
মুহাম্মাদ রাসূল মোদের আল্লাহ ছাড়া মা'বুদ নাই। -ঐ  
শিরক ও বিদ'আত টুটবো মোরা ভাঙ্গব তাদের যত শির  
হানব তাদের কঠোর আঘাত আছে যত ভণ্ড পীর। -ঐ  
ঢেলাপীর আর তেনাপীর, নেংটাপীর আর আফিমপীর  
ভণ্ডদের ঐ আখড়াগুলি ভেঙ্গে দাও হে নতুন বীর। -ঐ (জাগরণী পৃ. ৬৩)

**২. বিদ'আতের অপসারণ ও সুন্নাতের প্রচলন :** ভারতীয় উপমহাদেশে বিদ'আতের প্রচলন তুলনামূলক বেশী। মৃত্যুর পরে কুলখানী, চেহলাম ইত্যাদি ছিল বহুল প্রচলিত আমল। এমনকি বিংশ শতাব্দীর গুরু দিকে পশু যবেহের জন্য হুজুরের কাছ থেকে ছুরিতে ফুঁ দেওয়ার রীতি চালু ছিল। ফলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে সুন্নাত ছিল উপেক্ষিত। তখন আল-হেরা আপোষহীন কণ্ঠে জানিয়ে দিয়েছে—

তাওহীদী এক বাগু নিয়ে আসলো নওজোয়ান  
শোন ওরে বিদ'আতীরা থাকরে সাবধান। -ঐ (জাগরণী পৃ. ৪২)

**৩. মৃত্যুকে স্মরণ :** মানুষের আমল পরিশুদ্ধ করার সবচেয়ে বড় মাধ্যম মরণকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া। কারণ মানুষ যখন মৃত্যুর পরের জীবনকে ভুলে দুনিয়াকে বড় জ্ঞান করে, তখনই পাপ-পঙ্কিলতা বৃদ্ধি পায়। তাই একদল নাস্তিক স্বেগান তুলেছিল, 'খাও-দাও, ফুটি কর, দুনিয়াটা মস্ত বড়'। কিন্তু 'আল-হেরা'র পাল্টা সুরে তাদের জানিয়ে দেয়—

ছেড়ে দে মন দুনিয়াদারী নইলে পরে  
বুঝবি যেদিন ধরবে কষে তোরে সেই অন্ধকার কবরে (জাগরণী পৃ. ৩৯)।

কতই রঙ্গে সাজোরে মন কতই রঙ্গে সাজো  
পরপারের ভাবনা কিছু ভাবার মত ভাব ॥

অন্ধকার কবরের কথা ভাবার মত ভাব  
হিসাব নিকাশ রাখলি না মন দিন যে গেল ফাঁকি  
ভেবে দেখ মন বসে বসে আর কটা দিন বাকী ॥ -ঐ  
রং-তামাশার দুনিয়াটায় রঙ্গের খেলা খেলি

যেতে হবে পরপারে শূন্য দু'হাত মেলি (জাগরণী পৃ. ৩১) ॥

**৪. বিগুহ্ব ইসলামের দিকে আহ্বান :** কালক্রমে সব কিছুই মত ইসলামেও ভেজাল প্রবেশ করেছে। তার পরিমাণ এত বেশি যে আসল-নকলের পার্থক্য করার উপায় নেই। মুহতারাম আমীরে জামা'আতের ভাষায়, 'জামা ছিড়তে ছিড়তে, তালি দিতে দিতে এমন অবস্থা হয়েছে যে, আসল জামার কাপড় কোনটা খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না'। তাই আল-হেরা শিল্লীগোষ্ঠী আহ্বান জানিয়েছে—

শিরক বিদ'আতের ঝুটি ধরি, আস্তাকুঁড়ে নিক্ষেপ করি  
রাসূলের নির্দেশ আমার কুরআন-হাদীছ মূল  
রায় ক্বিয়াসের মাথায় বাড়ি, সবাই মিলে কায়ম করি  
নির্ভেজাল তাওহীদ আর সূন্নাতে রাসূল।

**৫. কুসংস্কারসমূহ দূরীকরণ :** ভারতীয় উপমহাদেশে হিন্দু-মুসলিম সহাবস্থানের ফলে হিন্দুদের অনেক রীতি মুসলমানদের মধ্যে চালু ছিল। যেমন তারা মাথায় টিকি রাখত, প্রথম সন্তান সম্ভবা স্ত্রীর বাপের বাড়ি থেকে বিশেষ বাতাসা পাঠাত ইত্যাদি। এমনকি হিন্দুদের মনসা পূজার সময় সন্তান জন্ম নিলে 'মনসা' ও হোলির সময় জন্ম নিলে 'ফগওয়া' নাম রাখত। এছাড়া সন্তান মারা গেলে পরবর্তী সন্তানের কুৎসিত নাম রাখা হত যাতে মৃত্যুর ফেরেশতা ঘণায় কাছে না আসে। কিন্তু আল-হেরা এসব কুসংস্কারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ তুলেছে

কালি মাখা সে সমাজে কলংকের ছড়াছড়ি,  
শিরক-বিদ'আত কুসংস্কারের যত বাড়াবাড়ি।

ওরে ছেড়ে দে তুই এমন সমাজ, মধ্যম পন্থায় আয়রে (জাগরণী পৃ. ৩১)। —ঐ

**৬. মাযহাবী ফের্কাবন্দী ছেড়ে ঐক্যের আহ্বান :** রাসূল (রাঃ)-এর মৃত্যুর পরে তৃতীয় খলীফা হযরত উছমান (রাঃ)-এর শাসনামলে রাজনৈতিক কারণে মুসলমানরা দুই দলে বিভক্ত হয়ে পড়ে। এরপর থেকে বিভিন্ন কারণে মুসলমানদের মধ্যে বিভক্তির ইতিহাস বাড়তেই থাকে। পরবর্তীতে যা বিভিন্ন মাযহাব ও তরীকার দ্বন্দ্বের রূপ নেয়। সৃষ্টি হয় বহু শাখা-উপশাখা। মুসলিম উম্মাহ বিচ্ছিন্ন হ'তে হতে ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়ে। তাই অহি-র বিধানকে অভ্রান্ত মানদণ্ড ধরে 'আল-হেরা' ঐক্যের আহ্বান জানায়—

মুসলমান সব এক হয়ে যাও  
অহি-র আলোকে জীবন গড়াও  
রাসূল (ছাঃ)-কে নেতা মেনে  
শাসন চালাও সব খানে

জীবন সুন্দর সুখী হবে তোমার, সুখী হবে দু'জাহান ॥ —ঐ (জাগরণী পৃ. ৭২)

**৭. শরী'আতের বিধান বর্ণনা :** মানুষ স্বভাবত সৌন্দর্য পিয়াসী, ছন্দ প্রিয়। সুরের মূর্ছনায়, ছন্দের অলংকারে মানুষের মনে যে স্পন্দন সৃষ্টি হয় তা সাধারণ কথায়

বুঝানো সম্ভব নয়। এই অনুধাবন থেকেই আল-হেরা শিল্পীগোষ্ঠী শরী'আতের বিধি-নিষেধ, হালাল-হারাম ইত্যাদি বিষয়ে জাগরণী রচনা করে। যেমন—

শোন শোন মা ভগ্নিগণ শোন পর্দার বর্ণনা  
পর্দা করা আল্লাহর হুকুম কুরআন খুলে দেখ না। -ঐ  
সূরা নূরের চার রুকূতে ফরমিয়েছেন রব্বানা  
ওগো আমার দ্বীনের নবী বল যারা মোমেনা। -ঐ (জাগরণী পৃ. ৭৭)  
\* দাড়ি কাটা দাড়ি চাঁছা সবই যে হারাম  
সূদ খাওয়া ঘুষ খাওয়া এও যে হারাম  
মদ খাওয়া গাঁজা খাওয়া বিলকুল হারাম। -ঐ (জাগরণী পৃ. ৪৯)  
\* মুমিন ভাই এক ছা' করে ফিৎরা দিয়ে যাই  
পূর্ণ ছওমের নেকী যদি আমরা পেতে চাই  
ফিৎরা দিয়ে যাইরে ভাই ফিৎরা দিয়ে যাই  
আধা ছা' ফিৎরা দেওয়ার ছহীহ হাদীছ নাই। -ঐ (জাগরণী পৃ. ৬৬)

৮. জান্নাত প্রেমী খাঁটি বান্দা তৈরী : রাসূল (ছাঃ) প্রেরিত হয়েছিলেন জান্নাতের সুসংবাদ ও জাহান্নামের ভীতি প্রদর্শনের জন্য। তার মৃত্যুর পর এ দায়িত্ব উম্মাতের জ্ঞানী ব্যক্তিদের উপর অর্পিত হয়েছে। তাই 'আল-হেরা' সুললিত কণ্ঠে গেয়েছে—

সেই জান্নাত আমার কাম্য  
গুধু জান্নাত আমার কাম্য  
যে জান্নাতের তরে রাসূল জিহাদ করেছেন অদম্য  
জান্নাত সেতো ঘরে বসে পাওয়ার নয়  
প্রয়োজনে জীবন হবে বিনিময়  
তাহার লাগি মনের মুকুরে গড়েছি এক অরণ্য॥ (জাগরণী পৃ. ৮০)

\* জান্নাতের সুগন্ধি কেমন আমি জানি না,  
জাহান্নামের আগুন চোখে পড়ে না,  
গুনেছি, জাহান্নামের আগুন বড় ভয়ের কারণ (২)  
আল্লাহ তুমি জাহান্নামে দিয়ো না ...। -ঐ (জাগরণী পৃ. ১৫)

৯. পূর্বসূরীদের আত্মত্যাগ স্মরণ : ইসলামের সূচনা হয়েছে নির্যাতিত, নিপীড়িত মানুষের হাত ধরে। সেসব ইতিহাস প্রতিনিয়ত আমাদের প্রেরণা জোগায়, ঈমান চাঙ্গা করে। তাই আল-হেরা মানুষের সামনে সেই ত্যাগপূত ইতিহাস বর্ণনা করেছে—

আহলেহাদীছ আন্দোলনের কভু মরণ নাই  
সকল পথের মরণ হলেও হকের মরণ নাই  
ইমাম মালেক নির্যাতিত আবু হানীফা নিষ্পেষিত  
বিন তায়মিয়ার হ'ল মরণ অন্ধ কারাগারে  
জেলের মধ্যে বিন হাসলের আঘাতে খুন ঝরে

তাদের কথা স্মরণ করে শান্তি খুঁজে পাই। -এ (জাগরণী পৃ.১০)

**১০. জিহাদের অনুপ্রেরণা :** জিহাদ অর্থ সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা। অর্থাৎ প্রত্যেক মুসলমানের নিজ অবস্থানে ইসলামী কৃষ্টি-কালচার প্রতিষ্ঠার সার্বিক চেষ্টা করা আবশ্যিক। আর এ কাজে প্রেরণা যোগানোর জন্য আল-হেরা গেয়েছে-

মুজাহিদ জিহাদে মন ঢালো (২বার)

সকল আঁধার ঘুচবে জগৎ হবে আলোয় আলো॥ -এ (জাগরণী পৃ.৬৫)

\*এসো সবাই জিহাদ করি কুরআন-হাদীছের জন্য

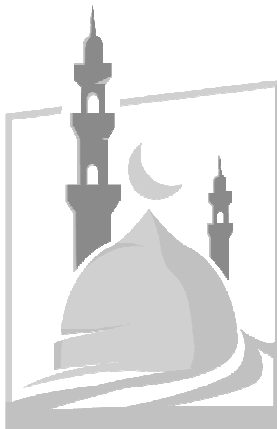
জিহাদ যদি কবুল করেন আল্লাহ

জান্নাত দিবেন তাতে কোন সন্দেহ নাই

সেই জিহাদে আমি যেন হ'তে পারি গণ্য॥ (জাগরণী পৃ.৮০)

### উপসংহার :

মানুষের অবচেতন মনকে আলোড়িত করতে পারে এমন একটি নে'মত হচ্ছে কঠিন। যে নে'মতের যথাযথ প্রয়োগ ঘটিয়ে 'আল-হেরা শিল্পীগোষ্ঠী' এই জাতির অন্তরে প্রবেশ করাতে চাই অহি-র বাণী। যে সুর শুনে তার দেহ-মন আন্দোলিত হওয়ার সাথে সাথে নির্ভেজাল তাওহীদকে মেনে রাসূলের আনুগত্যে নিজেকে সপে দিবে। 'আল-হেরা শিল্পীগোষ্ঠী' প্রত্যাশা, জাগরণীর প্রতিটি সুরে বাংলার মুসলিমরা খুঁজে পাবে অনুপ্রেরণা, উদ্দীপনা, সাহসিকতা এবং হতাশা থেকে মুক্তির পথ। সর্বোপরি আহলেহাদীছ আন্দোলনের অগ্রগতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছে 'আল-হেরা শিল্পীগোষ্ঠী'। ইনশাআল্লাহ রাসূল (ছাঃ) ও ছাহাবাদের সেই সোনালী অতীতকে সুরে সুরে উপস্থাপনের জন্য সর্বদা অগ্রসর থাকবে 'আল-হেরা শিল্পীগোষ্ঠী'। আল্লাহ 'আল-হেরা শিল্পীগোষ্ঠী'-এর এই প্রচেষ্টাকে কবুল করুন এবং আরো গতিশীলভাবে সম্মুখে অগ্রসর হওয়ার তাওফীক দিন- আমীন!



## আল-‘আওন-এর জন্মকথা

-আহমাদ আব্দুল্লাহ শাকির\*

আল-‘আওন হ’ল স্বেচ্ছাসেবী নিরাপদ রক্তদান সংস্থার নাম। আল-‘আওন অর্থ ‘সাহায্য’। অসহায় মানুষের কঠিন বিপদের সময় যখন রক্তদান অপরিহার্য হয়ে পড়ে, তখন তাকে মাদকমুক্ত, নিরাপদ ও তাযা রক্ত সরবরাহের প্রতিজ্ঞা নিয়ে ‘আল-‘আওন’-এর যাত্রা শুরু করে।

**আল-‘আওনের উৎপত্তি :** ২০১৫ সালের ৩০শে অক্টোবর ‘বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ’ রাজশাহী কলেজ শাখার ২০১৪-১৬ সেশনের সভাপতি রবীউল ইসলাম ও সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আজমাল কলেজের ছাত্রদের নিয়ে সীমিত পরিসরে রক্তদান কর্মসূচী শুরু করেন। এই মহতি কাজকে বেগবান করার জন্য ‘যুবসংঘ’-এর মাসিক দায়িত্বশীল মিটিংয়ে উপস্থাপন করা হয়। সকলের পরামর্শে ‘পবিত্র রক্তদান সংঘ’ নামে ‘যুবসংঘ’ রাজশাহী কলেজ শাখার অধীনে ধীর গতিতে রক্তদান কর্মসূচী চলতে থাকে।

২০১৬-১৮ সেশনের ‘যুবসংঘ’ রাজশাহী-সদর শাখার সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আজমাল ও রাজশাহী কলেজ শাখার সভাপতি আব্দুর রাক্কীবের সহযোগিতায় তৎকালীন ‘যুবসংঘ’-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মুস্তাকীম আহমাদ আরীফুল ইসলামকে আহ্বায়ক করে ‘পবিত্র রক্তদান সংঘ’-এর পাঁচ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠন করেন। উক্ত কমিটির অন্যান্য সদস্যরা হ’লেন আব্দুর রাক্কীব (মেহেরপুর), রাক্কীবুল ইসলাম (মেহেরপুর), ইমতিয়ায (রাজশাহী) ও আব্দুল বাছীর (চাঁপাই নবাবগঞ্জ)।

একদিন মেহেরপুরের এক দ্বীনী ভাইকে রক্ত দিয়ে মুহাম্মাদ আজমাল, আব্দুর রাক্কীব ও আরীফুল ইসলাম মুহতারাম আমীরে জামা‘আতের সাথে সাক্ষাত করে ‘পবিত্র রক্তদান সংঘ’ সম্পর্কে জানান। তারা আমীরে জামা‘আতের কাছে অবগত হন যে, তিনি অনেক আগে থেকেই রক্তদান সংস্থা খোলার ইচ্ছা পোষণ করতেন। তিনি মানুষকে সাহায্য করার হাদীছ ও সূরা মায়েরার ২নং আয়াতের অনুসরণে ‘আল-‘আওন’ নামও চয়ন করে রেখেছিলেন। এছাড়াও এই রক্তদান কর্মসূচী কিভাবে জীবন্ত ‘ব্লাড ব্যাংক’ হিসাবে কাজ করবে তার একটি রূপরেখাও ব্যক্ত করেন।

এরই প্রেক্ষিতে মুহতারাম আমীরে জামা‘আত ২০১৭ সালের তাবলীগী ইজতেমার কিছুদিন পূর্বে আরীফুল ইসলাম ও আব্দুর রাক্কীব সহ কয়েকজনকে ইজতেমায় আল-‘আওনের কাজ জোরালোভাবে করার জন্য উদ্বুদ্ধ করেন এবং সিটি কর্পোরেশন থেকে রেজিস্ট্রেশন নেওয়ার নির্দেশনা দেন। ফলে মুহাম্মাদ জাহিদ, আরীফুল ইসলাম,

\* কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক, আল-‘আওন।

আব্দুর রাব্বীব ও আব্দুল বাছীরের আন্তরিক প্রচেষ্টায় ২৩শে ফেব্রুয়ারী ২০১৭ ইজতেমার দিন বিকালে রেজিস্ট্রেশন (রেজিঃ নং রাজ ৫০৯১) সম্পন্ন হয়। ফলে মাগরিবের পূর্বেই মুহতারাম আমীরে জামা'আতের নেতৃত্বে ক্যাম্পিং গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যমে আল-‘আওনের আনুষ্ঠানিক পথ চলা শুরু হয়। ফালিল্লাহিল হামদ। ঐ দিনই আমীরে জামা'আত তাঁর জামাতা ডা. আব্দুল মতীনকে সভাপতি ও আরীফুল ইসলামকে সাধারণ সম্পাদক করে ‘আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ’ের সমাজকল্যাণ বিভাগের অধীনে ৮ সদস্য বিশিষ্ট আল-‘আওন কেন্দ্রীয় কমিটি অনুমোদন করেন। অতঃপর ১৪ই এপ্রিল ২০১৭ আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফীর পূর্বপার্শ্ব ভবনে আমীরে জামা'আত আল-‘আওনের কেন্দ্রীয় অফিস উদ্বোধন করেন। যেখানে সারা দেশ থেকে মাসিক বৈঠক উপলক্ষ্যে আগত ‘আন্দোলন’, ‘যুবসংঘ’ ও ‘সোনাগণি’র শতাধিক দায়িত্বশীল উপস্থিত ছিলেন।

সেখানে আমীরে জামা'আত তৎকালীন সর্বোচ্চ ১৭ ব্যাগ রক্তদানের জন্য আল-‘আওনের তৎকালীন সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুল্লাহ হাকিবকে একটা সীরাতুর রাসূল (ছাঃ) হাদিয়া দেন। বর্তমানে ৩৫টি যেলায় আল-‘আওন নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে আলহামদুলিল্লাহ। ফেব্রুয়ারী ২০১৭ সাল থেকে ডিসেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত কেন্দ্র ও যেলা মিলে সর্বমোট ১১,৫৭১ জন রক্তদাতা সদস্য ও ১৭,১৪৬ জনের ব্লাড গ্রুপিং হয়েছে। আর ১৫,৩৪৮ রক্তের চাহিদার বিপরীতে ৬,৪৭৮ ব্যাগ রক্ত সরবরাহ করা সম্ভব হয়েছে। ফালিল্লাহিল হামদ। এ পর্যন্ত সারাদেশে ৬৯৭টি ক্যাম্পিং হয়েছে। বর্তমানে আল-আওনের কর্মপরিধিকে আরো সুবিস্তৃত করার জন্য স্বাস্থ্যসেবা ও সমাজসেবা দু’টি বিভাগ খোলা হয়েছে।

### উপসংহার :

আব্বাহ বলেন, ‘তোমরা নেকী ও আব্বাহভীরতার কাজে পরস্পরকে সাহায্য কর’ (মায়দাহ ৫/২)। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, ‘আব্বাহ বান্দার সাহায্যে অতক্ষণ থাকেন, যতক্ষণ বান্দা তার ভাইয়ের সাহায্যে থাকে’। তিনি আরও বলেন, ‘যে ব্যক্তি দুনিয়াতে মুমিনের একটি কষ্ট দূর করবে, আব্বাহ তাকে কিয়ামতের দিনের কষ্ট সমূহ থেকে একটি কষ্ট দূর করে দিবেন’।<sup>৪</sup> তিনি আরও বলেন, ‘আব্বাহ তার প্রতি দয়া করেন না, যে মানুষের প্রতি দয়া করে না’।<sup>৫</sup>

আল-‘আওন সেই সকল নিঃস্বার্থ স্বেচ্ছাসেবীদের সংগঠন, যারা নিজেদের বা অন্যদের দেহের নিরাপদ রক্ত দিয়ে মানুষের সেবা করতে চায় এবং পারস্পরিক সাংগঠনিক যোগাযোগের মাধ্যমে বিপদগ্রস্ত অসহায় রোগীদের প্রাণে জাগাতে চায় সুস্থভাবে বেঁচে থাকার নতুন আশা ও প্রেরণা। আব্বাহ রাব্বুল আলামীন আমাদের এই প্রচেষ্টা কবুল করুন। আমীন!

৪. মুসলিম হা/২৬৯৯; মিশকাত হা/২০৪।

৫. বুখারী হা/৭৩৭৬; মুসলিম হা/২৩১৯; মিশকাত হা/৪৯৪৭।



# ঘটনা প্রবাহ





## আহলেহাদীছ আন্দোলন কী?

‘ইহা দুনিয়ার মানুষকে পবিত্র কুরআন ও  
ছহীহ হাদীছের মর্মমূলে জমায়েত করার জন্য  
ছাহাবায়ে কেরামের যুগ হ’তে চলে আসা  
নির্ভেজাল ইসলামী আন্দোলনের নাম।

## ফাঁসির কাছে দণ্ডায়মান খোবায়ের (রাঃ)-এর আপোসহীন স্বীকারোক্তি

‘আমি কোন কিছুই পরোয়া করি না, যখন  
আমাকে একজন মুসলিম হিসাবে হত্যা করা  
হয়। আল্লাহর রাহে আমাকে যেভাবেই  
ক্ষতবিক্ষত করা হোক, তা কেবল মহান  
আল্লাহর জন্যই। তিনি ইচ্ছা করলে আমার দেহ  
হ’তে বিচ্ছিন্ন করা প্রতিটি অঙ্গের বিনিময়ে  
বরকত দান করবেন’!!

-বুখারী হা/৩৯৮৯।

## বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ ঘটনা প্রবাহ (১৯৭৮-২০২২)

**সূচনাকাল :** ১৯৭৪ সালে খুলনা এম এম সিটি কলেজে বি.এ, পড়ার সময় উক্ত কলেজের ছাত্র মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব ‘আঞ্জুমানে শুব্বানে আহলেহাদীছ’ নামে প্রথম আহলেহাদীছ ছাত্রদের নিয়ে সংগঠন কায়েম করেন। মূলত এটাই ছিল ‘যুবসংঘ’ের সূচনা। তখন খুলনা ফেরিঘাট মোড়ে অবস্থিত আহলেহাদীছ জামে মসজিদে ছিল এর কেন্দ্র। যেখানে প্রতি ১৫ দিনে একটি করে ‘দৈয়ালিকা’ লিখে মুছল্লীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হ’ত। এই সময় আহলেহাদীছদের আদম শুমারী করার জন্য পরিসংখ্যান প্যাড ছাপানো হয় এবং শুমারী শুরুও করা হয়।

**১৯৭৮, ৫ই ফেব্রুয়ারী :** খুলনা থেকে এসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগে ভর্তি হওয়ার পর মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব জাতীয় ভিত্তিক আহলেহাদীছ যুবসংগঠন প্রতিষ্ঠার চিন্তা করেন। এ বিষয়ে তিনি জমঈয়ত সভাপতি ও রাবি ভিসি প্রফেসর ড. আব্দুল বারীর সঙ্গে ঢাকায় তার ভায়রা ভাই আব্দুস সালামের বাসায় আলোচনা করেন। এতে তিনি স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থন ও উৎসাহ দেন।

অতঃপর তিনি ‘বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ-এর কর্মসূচী’ শিরোনামে ৬ পৃষ্ঠার প্রথম গঠনতন্ত্র লেখেন। যেটা নিয়ে তিনি রাজশাহীতে জমঈয়তে আহলেহাদীছের সভাপতি ড. আব্দুল বারীর নিকটে যান। পরবর্তীতে সেটি পিরামিড প্রেস, দৌলতপুর, খুলনা হ’তে ১৯৭৮ সালে মুদ্রিত হয়। অতঃপর তিনি ঢাকার আহলেহাদীছ মহল্লা সমূহে নিয়মিত ছাত্র ও যুব সংযোগ করতে থাকেন। অবশেষে তার আহ্বানে ৭৮, উত্তর যাত্রাবাড়ীস্থ মাদ্রাসা মুহাম্মাদিয়া আরাবিয়ার মসজিদে বাংলা ১৩৮৪ সালের ২৩শে মাঘ, ইংরেজী ১৯৭৮ সালের ৫ই ফেব্রুয়ারী মুতাবিক ২৬শে ছফর ১৩৯৮ হিজরী রোজ রবিবার এক যুব সমাবেশের আয়োজন করা হয়। উক্ত সমাবেশে জমঈয়তে আহলেহাদীছের জেনারেল সেক্রেটারী আব্দুর রহমান বি, এ, বি, টি ছাহেব সভাপতিত্ব করেন। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন জমঈয়তে আহলেহাদীছের কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যক্ষ মুহাম্মাদ আব্দুছ ছামাদ (কুমিল্লা)। সেখানে মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিবকে আহ্বায়ক ও মাদ্রাসা মুহাম্মাদিয়া আরাবিয়ার শিক্ষক দেওয়ান হাসান শহীদ (টাঙ্গাইল)-কে যুগ্ম-আহ্বায়ক করে ৩৩ সদস্যের একটি ‘প্রস্তুতি কমিটি’ গঠিত হয় এবং আহ্বায়ক কর্তৃক রচিত ও উক্ত সভায় পঠিত কর্মসূচীর (গঠনতন্ত্র) ভিত্তিতে দেশব্যাপী সাংগঠনিক কাজ শুরুর পরিকল্পনা ঘোষণা করা হয়। অতঃপর যাত্রাবাড়ী ‘মাদ্রাসা মুহাম্মাদিয়া আরাবিয়া’য় আহ্বায়কের কক্ষ থেকেই দেশব্যাপী যুবসংঘের কার্যক্রম পরিচালিত হয়।

**১৯৭৮, মে :** রোহিঙ্গা শরণার্থীদের সাহায্যার্থে ১২ই মে থেকে ২৪ শে মে পর্যন্ত আহ্বায়কের নেতৃত্বে ১২ সদস্যের একটি টীম উখিয়া, নাইক্ষ্যংছড়ি প্রভৃতি এলাকায়

ত্রাণকার্য পরিচালনা করে। যা ঐ সময় ‘করণ অভিজ্ঞতা’ শিরোনামে পরপর ৩ সংখ্যা সাপ্তাহিক আরাফাত ২০/৩৭-৩৯ মোতাবেক ১৯৭৮ সালের ১৯ ও ২৬ শে জুন এবং ৩রা জুলাই তারিখে বের হয়।

**১৯৭৮, সেপ্টেম্বর :** বাংলাদেশ স্কুল টেক্সট বুক বোর্ড কর্তৃক প্রকাশিত নবম ও দশম শ্রেণীর ‘ইসলাম ধর্ম শিক্ষা’ বইয়ে ‘আহলেহাদীছগণ ইসলামের পঞ্চম মাযহাব’ ‘তাদের ইমাম দু’জন’ মর্মে বিভ্রান্তিকর তথ্য প্রকাশিত হয়ে আসছিল। এর বিরুদ্ধে ‘যুবসংঘ’ আনুষ্ঠানিকভাবে প্রতিবাদ জানায়। দীর্ঘ আড়াই বছর একটানা আন্দোলনের মুখে যুবসংঘের প্রস্তাব অনুযায়ী ১৯৮১ সালের জুন সংস্করণে তা সংশোধিত হয় (দ্র. আবিষ্কার বটে! শিরোনামে সাপ্তাহিক আরাফাত ২০/৪৮ সংখ্যা ৪.৯.১৯৭৮ এবং ‘ধন্যবাদ কিন্তু’ শিরোনামে ঐ ২৪/১৪-১৫ সংখ্যা, ১৯.৭.১৯৮২)।

**১৯৭৯, জুলাই :** ‘আহলেহাদীছ আন্দোলন কি ও কেন’ নামে প্রথম বই প্রকাশিত হয়।

**১৯৭৯, সেপ্টেম্বর :** রাজধানীতে ‘খাজার ডেগ’ চড়ানোর বিরুদ্ধে ‘যুবসংঘের’ সভাপতি লিখিত ‘ওহে খাজা! কি নামে তোমায় ডাকিব’ (সাপ্তাহিক আরাফাত ১৯/৪০ সংখ্যা ২৭.৬.১৯৭৭) এবং ‘দয়াল খাজাবাবা’ নামে (আরাফাত ২০/৩৪-৩৫ সংখ্যা ২৯ শে মে ও ৫ই জুন ১৯৭৮ প্রকাশিত নিবন্ধ) দু’টি ইশতিহার আকারে দু’বারে ১৫ হাজার কপি বিলি করা হয়।

**১৯৮০, ৫ ও ৬ই এপ্রিল :** রাজধানী ঢাকার বুকে বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘের ১ম জাতীয় সম্মেলন ঢাকা যেলা ক্রীড়া সমিতি মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন রাবি আরবী ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের চেয়ারম্যান ও জমঈয়তে আহলেহাদীছের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি প্রফেসর ড. আফতাব আহমাদ রহমানী। পরের দিন সকালে বংশাল জামে মসজিদে অনুষ্ঠিত হয় কর্মী সম্মেলন। জমঈয়ত সভাপতি ড. আব্দুল বারী সেখানে প্রধান অতিথি ছিলেন। এতদ্ব্যতীত মাওলানা মুনতাহির আহমাদ রহমানী ও অন্যান্য জমঈয়ত নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। সেখানে মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিবকে সভাপতি মনোনীত করে ৩৫ সদস্য বিশিষ্ট ‘যুবসংঘের’ কেন্দ্রীয় এডহক কমিটি গঠন করা হয়।

অতঃপর বিকালে জমঈয়ত সভাপতি ড. আব্দুল বারীর সভাপতিত্বে ‘ইসলামিক ফাউন্ডেশন মিলনায়তনে’ ‘যুবসংঘ’ কর্তৃক আয়োজিত ‘তাওহীদের শিক্ষা ও আজকের সমাজ’ শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। সেমিনারে যুবসংঘের আহ্বায়ক মূল প্রবন্ধ পাঠ করেন। উক্ত সেমিনারে দু’জন বিশেষ অতিথি ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের সাবেক প্রধান ও প্রফেসর এমেরিটাস ড. সিরাজুল হক (১৯০৫-২০০৫) এবং বাংলাদেশে প্রথম সউদী রাষ্ট্রদূত ফুওয়াদ আব্দুল হামীদ আল-খতীব (১৯২৫-১৯৯৫) এবং দেশের বিভিন্ন এলাকা হ’তে বহু বুদ্ধিজীবী ও ওলামায়ে কেরাম অংশগ্রহণ করেন। সম্মেলনে তাওহীদ ভিত্তিক ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা কয়েমের জন্য সরকারের নিকটে দাবী জানানো হয়। সম্মেলন শেষে ঢাকার রাজপথে ট্রাক যোগে মিছিল বের করা হয়। গণনবিদারী তাকবীর ধ্বনিতে রাজপথ মুখরিত

হয়। মাগরিবের ছালাতে বায়তুল মুকাররম জামে মসজিদ ‘আমীন’-এর আওয়াযে গুঞ্জরিত হয়। আহলেহাদীছ মহল্লার বাইরে ঢাকার এই সম্মেলনকে সর্ববৃহৎ সম্মেলন হিসাবে গণ্য করা হয় (দ্র. ‘তাওহীদের শিক্ষা ও আজকের সমাজ’ বইয়ের ভূমিকা)।

**১৯৮০, জুন :** কবরপূজার বিরুদ্ধে ‘বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘের’ উদ্যোগে ঢাকায় প্রথম ঐতিহাসিক মিছিল বের হয়। এতে ‘যরীফ শাহ’ মাযারের পূজারীদের হামলায় যাত্রাবাড়ী মাদ্রাসার তৎকালীন ছাত্র সাজ্জাদুল করীমের একটি হাত ভেঙ্গে যায় এবং মাদ্রাসাতুল হাদীছের ছাত্র আবুল কাসেমের একটি চোখ দারুণভাবে যখম হয়।

**১৯৮০, জুলাই :** ‘শিরক হইতে বাঁচুন’ বুকলেট আকারে ৫ হাজার কপি বিতরণ করা হয়।

**১৯৮০, সেপ্টেম্বর :** লণ্ডনের ‘নিউজ উইক’ পত্রিকায় রাসুলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কল্পিত ছবি ছাপার কারণে ঐ পত্রিকার বিরুদ্ধে ঢাকায় প্রতিবাদ মিছিল বের করার সিদ্ধান্ত হয় এবং ডান ও বাম সকল মুসলিম রাজনৈতিক ব্যক্তিকে যুবসংঘের পক্ষ হ’তে বংশাল জামে মসজিদে আমন্ত্রণ জানানো হয়। উক্ত সম্মেলনে আল্লাহর নবী (ছাঃ)-এর কল্পিত ছবি ছাপার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানানো হয়।

**১৯৮০, ১২ই সেপ্টেম্বর :** যুবসংঘ-এর কেন্দ্রীয় কার্যালয় স্থানান্তরিত হয় মাদ্রাসাতুল হাদীছ, ৯৪ কাযী আলাউদ্দীন রোড, ঢাকা-১।

**১৯৮১, এপ্রিল :** যুবসংঘের গঠনতন্ত্রের ১ম সংস্করণ প্রকাশিত হয়। যা ইতিপূর্বে বংশাল মসজিদে আহুত কর্মী সম্মেলনে অনুমোদিত হয়। অতঃপর এম.এ, বারী কর্তৃক আল-হাদীস পিন্টিং প্রেস এণ্ড পাবলিশিং হাউস, ৯৮, নওয়াবপুর রোড ঢাকা-১ হ’তে মুদ্রিত হয়। একই সালের অক্টোবর মাসে একই প্রেস থেকে ‘কর্মপদ্ধতি’ ১ম সংস্করণ মুদ্রিত হয়।

**১৯৮১, ৭ই জুন :** সর্বপ্রথম সাতক্ষীরা শহরে ‘বাংলাদেশ আহলেহাদীছ মহিলা সংস্থা’ গঠন করা হয়। মহিলা অঙ্গনে গুরুত্ব হয় জোরদার কার্যক্রম।

**১৯৮৩, এপ্রিল :** দেশের বিভিন্ন স্থানে বিশেষ করে শহরাঞ্চলে নগ্ন ছবি, ভি.সি.আর ও চরিত্র বিধবৎসী যৌন সুড়সুড়ি মূলক সাহিত্যের সয়লাব বন্ধের জন্য সরকারের নিকট দাবী পেশ করা হয়।

**১৯৮৩, জুন :** ঢাকার হাইকোর্ট মাযার প্রাঙ্গণকে দেশের জাতীয় ঈদগাহের মর্যাদা প্রদানের সরকারী সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানানো হয়।

**১৯৮৪, ফেব্রুয়ারী :** ঢাকায় অনুষ্ঠিত কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরা বৈঠকে যুবসংঘের কেন্দ্রীয় কার্যালয় রাজশাহীতে স্থানান্তরের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

**১৯৮৪, ৪ঠা মে :** ঢাকা থেকে রাজশাহীতে রাণীবাজার মাদ্রাসা মার্কেটের তৃতীয় তলায় যুবসংঘের কেন্দ্রীয় কার্যালয় স্থানান্তর করা হয়।

**১৯৮৪, জুন :** দুর্নীতি প্রতিরোধ ও ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা কায়মের দাবীতে ‘রামাযানের ডাক’ শিরোনামে রাজধানী সহ সারা দেশে ব্যাপক পোস্টারিং করা হয়। এরপর থেকে প্রতি বছর রামাযান মাসে ‘আমাদের আহ্বান’ নামে পোস্টার ছাপানো হয়।

**১৯৮৪, ৩১শে আগস্ট :** যুবসংঘের ৩য় শুরা সম্মেলন হয় কেন্দ্রীয় কার্যালয় রাণীবাজার, রাজশাহীতে। উক্ত সম্মেলনে কেন্দ্রীয় এডহক কমিটি বাতিল করে প্রথমবারের মত কেন্দ্রীয় সভাপতি ও কেন্দ্রীয় মজলিসে শুরার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রথমবারের মত কেন্দ্রীয় সভাপতি নির্বাচিত হন মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব। সাধারণ সম্পাদক হন মুহাম্মাদ মুনিরুল ইসলাম (যশোর)। উক্ত সম্মেলনে ৩৪ জন কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্যকে মনোনায়ন দেয়া হয়। একই দিনে যুবসংঘের একটি ‘মুখপত্র’ বের করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

**১৯৮৫, ফেব্রুয়ারী :** যুবসংঘের মুখপত্র হিসাবে প্রথম প্রকাশিত হয় তাওহীদের ডাক জানু- ফেব্রুয়ারী’৮৫। কিন্তু ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে সরকারী রেজিস্ট্রেশন না পাওয়ায় সে সময় আর কোন সংখ্যা বের হয়নি।

**১৯৮৫ :** তৎকালীন জমঙ্গয়তের কেন্দ্রীয় ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য এবং ‘যুবসংঘে’র কেন্দ্রীয় সভাপতি মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিবের লিখিত প্রস্তাবে ও জমঙ্গয়তের জেনারেল কমিটির সর্বসম্মত অনুমোদনক্রমে জমঙ্গয়তের গঠনতন্ত্র সংশোধিত হয় এবং ৮টি নতুন বিভাগ খোলা হয়। এতে ‘যুবসংঘে’র সভাপতি হিসাবে তাঁকে শুক্লান বিভাগের পরিচালক করা হয়।

**১৯৮৬, ২২ ও ২৩শে অক্টোবর :** রাজশাহী রাণীবাজার আহলেহাদীছ জামে মসজিদে অনুষ্ঠিত হয় বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘের ২য় কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সম্মেলন। উক্ত সম্মেলনে উদ্বোধনী ভাষণ প্রদান করেন বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি জনাব মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব। তাঁর উক্ত ভাষণটি পরবর্তীতে তা ‘সমাজ বিপ্লবের ধারা’ নামে পুস্তক আকারে প্রকাশিত হয়। উক্ত বক্তব্যের পর তিনি তিনটি প্রশ্নের উত্তর দেন, যা পরে ‘তিনটি মতবাদ’ নামে প্রকাশিত হয়।

**১৯৮৯, ১৭ই ফেব্রুয়ারী :** রাজশাহী রাণীবাজারে অনুষ্ঠিত হয় যুবসংঘের ৫ম কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সম্মেলন। উক্ত সম্মেলনে মুহাম্মাদ আবুবকর (মেহেরপুর)-কে কেন্দ্রীয় সভাপতি মনোনীত করা হয় এবং প্রধান উপদেষ্টা হিসাবে নবনির্বাচিত কর্মপরিষদ ও কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্যদের শপথ বাক্য পাঠ করান জমঙ্গয়ত সভাপতি প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আব্দুল বারী।

**১৯৮৯, ২রা জুলাই :** যুবসংঘের অন্যতম কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা সউদী মাবউছ শায়েখ আব্দুল মতীন সালাফীকে ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে মাত্র ৩ ঘন্টার নোটিশে সপরিবারে বাংলাদেশ থেকে স্বদেশ ভারতে ফিরে যেতে বাধ্য করা হয়।

**১৯৮৯, ২১শে জুলাই :** ‘জমঙ্গয়তে আহলেহাদীস’-এর ওয়ার্কিং কমিটির সভায় ‘যুবসংঘ’ সভাপতির অনুপস্থিতিতে একতরফাভাবে ‘যুবসংঘে’র সাথে ‘সম্পর্কহীনতা’ ঘোষণা করা হয় (সাপ্তাহিক আরাফাত, ৩০তম বর্ষ, ৪৮-৪৯ সংখ্যা, ২৪শে জুলাই, ১৯৮৯ইং, ৫ম পৃ., কলাম ৩)। যুবসংঘের কেন্দ্রীয় কমিটি সহ দেশের আহলেহাদীছ জনতা আরাফাতে এ সংবাদ পড়ে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যায়। আহলেহাদীছ

জামা'আতকে বিভক্ত করার সাথে সাথে যুবসংঘ ও তার উপদেষ্টাদের উপর দেশের বিভিন্ন প্রান্তে চালানো হয় নির্যাতন। সাংগঠনিক সফরের নামে জমঈয়ত নেতৃবৃন্দ সারাদেশে অপপ্রচারের মাধ্যমে পারস্পরিক বিভক্তি ও বিদ্বেষ জনমনে গঁথে দেন। 'যুবসংঘ' নামটিকে বৌদ্ধ শব্দ প্রমাণ করার জন্য 'বুদ্ধ সংঘ ঘচ্ছামী' বলে স্বয়ং জমঈয়ত সভাপতিসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ সারাদেশে ঘৃণা ছড়ান। 'যুবসংঘ' সভাপতি ঢাকায় গিয়ে এক আলোচনা সভায় তাঁকে বলেন, স্যার! আপনি 'জাতিসংঘ' বলেন, অথচ 'যুবসংঘ' বলতে আপনার আপত্তি কেন? উনি চুপ হয়ে যান। তথাপি অপপ্রচার চলতেই থাকে। এরপরেও 'যুবসংঘের' কর্মীরা অত্যন্ত ধৈর্যের সাথে দেশব্যাপী সাংগঠনিক কার্যক্রম চালিয়ে যান।

**১৯৮৯, ১২ই আগস্ট :** 'সম্পর্কহীনতা' ঘোষণার পর রাজশাহী কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে 'যুবসংঘের' ৭ম কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এ সম্মেলনে জমঈয়তের সম্পর্কহীনতার সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা ও তা প্রত্যাহার করার আহ্বান জানানো হয়। সেই সাথে যাবতীয় বাধা সত্ত্বেও যুবসংঘ-এর সাংগঠনিক কার্যক্রম অব্যাহত রাখার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

**১৯৮৯, ৫ই সেপ্টেম্বর :** সমাজকল্যাণ সংস্থা হিসাবে 'তাওহীদ ট্রাস্ট' প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এর মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন স্থানে বিদেশী সংস্থাসমূহের মাধ্যমে মসজিদ-মাদ্রাসা নির্মাণের পথ উন্মুক্ত হয়। এই ট্রাস্টের মাধ্যমে কুয়েতী দাতা সংস্থার সহযোগিতায় ১৯৯১ সালে রাজশাহীর নওদাপাড়ায় আহলেহাদীছদের অন্যতম বৃহৎ প্রতিষ্ঠান 'আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী' প্রতিষ্ঠা লাভ করে। অতঃপর ১৯৯৩ সালে একই ভাবে বাঁকাল, সাতক্ষীরায় আরেকটি মাদ্রাসা ও ইয়াতীমখানা প্রতিষ্ঠিত হয়।

**১৯৮৯, ২৮ শে ডিসেম্বর :** জমঈয়ত কর্তৃক বংশাল জামে মসজিদ মিলনায়তনে আহুত কেন্দ্রীয় জেনারেল কমিটির সম্মেলনে 'জমঈয়তে শুক্কানে আহলেহাদীস' নামে আহলেহাদীছ যুবকদের নতুন একটি সংগঠনের নাম ঘোষণা করা হয়। যা ছিল ১১ বছর পূর্বে প্রতিষ্ঠিত ও দেশব্যাপী কর্মরত 'আহলেহাদীছ যুবসংঘের' বিরুদ্ধে পাল্টা একটি যুব সংগঠন। এর মাধ্যমে আহলেহাদীছ জামা'আতকে সুস্পষ্টভাবে বিভক্ত করার প্রয়াস চালানো হয়।

**১৯৯০ :** পুরো বছরটা ছিল যুবসংঘের উপর নির্যাতনের বছর। বিভিন্ন স্থানে জমঈয়তের পক্ষ থেকে যুবসংঘ-এর প্রোথামসমূহ বন্ধ করার চেষ্টা হয়। এমনকি তাদের শী'আ বলেও অপবাদ দেওয়া হয়। তাদের অফিস লুট করা হয়। ঘর-বাড়ি পর্যন্ত পুড়িয়ে দেয়া হয়। যশোর, গাইবান্ধা ও কুমিল্লায় তাদের উপর দৈহিকভাবে হামলা চালানো হয়। নির্যাতনের শিকার ১৫ বছরের তরুণ কর্মী কুমিল্লার ফয়যুল ইসলাম হাসপাতালে কয়েক ঘণ্টা অজ্ঞান থেকে সাক্ষাৎ মৃত্যুর কোল থেকে ফিরে আসে। একদিকে যিদ-হিংসা, গীবত-তোহমত; অন্যদিকে অবর্ণনীয় নির্যাতন। স্বয়ং প্রধান উপদেষ্টা জনাব মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিবকে রাজশাহীতে তাঁর সাধুর মোড়ের ভাড়া বাসা ছেড়ে ১৯৯০ সালের ২০শে ডিসেম্বর অন্যত্র চলে যেতে বাধ্য

করা হয়। ‘যুবসংঘ’ দল ভেঙ্গেছে বলে সারা দেশে মিথ্যাচার করা হয়। এর পিছনে উদ্দেশ্য ছিল ‘যুবসংঘ’কে অঙ্কুরেই বিনাশ করা। তাদের দুর্দমনীয় গতিকে স্তব্ধ করা। অথচ ‘বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ’ কখনোই বিভক্তি চায়নি। বরং এত অপবাদ-নির্যাতন সত্ত্বেও তারা অসীম ধৈর্যের সাথে ঐক্যপ্রচেষ্টা চালিয়ে গেছে।

**১৯৯১, ২৫ ও ২৬শে এপ্রিল :** রাজশাহী মহানগরীর নওদাপাড়াতে অনুষ্ঠিত হয় যুবসংঘের ২য় জাতীয় সম্মেলন ও তাবলীগী ইজতেমা। এর পরপরই প্রধান উপদেষ্টার প্রস্তাবক্রমে গঠিত হয় ‘আল-হেরা শিল্পীগোষ্ঠী’।

**১৯৯১, ২৬ ও ২৭ ডিসেম্বর :** রাজশাহীতে অনুষ্ঠিত ‘যুবসংঘ’ের ৮ম কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সম্মেলনে ‘জমঈয়তে আহলেহাদীস’-এর কাছে ঐক্যের ব্যাপারে লিখিত প্রস্তাবনা পেশ করা হয়। সেখানে পরিষ্কারভাবে বলা হয় যে, ‘যুবসংঘ’ জগাখিচুড়ি ঐক্যে বিশ্বাসী নয়, বরং আদর্শিক ঐক্যে বিশ্বাসী। এজন্য জমঈয়তের যে সকল নেতৃবৃন্দ বিভিন্ন রাজনৈতিক সংগঠনের সাথে জড়িত তাদেরকে নেতৃত্ব থেকে সরাতে হবে। অন্য প্রস্তাবে দেশব্যাপী ‘যুবসংঘ’ের বিরুদ্ধে অপপ্রচার ও নির্যাতন বন্ধের আহ্বান জানানো হয়।

**১৯৯২, ১৯-২২শে জানুয়ারী :** ১৯৯০ সালের ২রা আগস্ট কুয়েতের উপর ইরাক হামলা করে। তাতে কুয়েতের বিপুল হতাহতের ঘটনা ঘটে। এই অন্যায় হামলার বিরুদ্ধে বিশ্ব জনমত গঠনের জন্য কুয়েত সরকার ৩৫টি দেশ হ’তে ৪২২ জন ব্যক্তিকে আমন্ত্রণ করেন। যাদেরকে নিয়ে কুয়েত বিশ্ববিদ্যালয়ে সাবাহ আস-সালেম আস-সাবাহ মিলনায়তনে ৩দিন ব্যাপী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সম্মেলনে বাংলাদেশের সাত জন প্রতিনিধির মধ্যে ‘বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ’ের তৎকালীন উপদেষ্টা ও সুধী পরিষদের প্রধান উপদেষ্টা জনাব মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব ছিলেন অন্যতম। সম্মেলনের এক ফাকে কুয়েতের আহলেহাদীছদের সংগঠন জমঈয়তু এহইয়াইত তুরাছিল ইসলামী কর্তৃক কর্তোবায় তাদের কেন্দ্রীয় অফিসে সম্মেলনে আগত ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশ, নেপাল, ইন্দোনেশিয়া, মিসর ও সুদান সহ ৭টি দেশের আহলেহাদীছ নেতৃবৃন্দকে সংবর্ধনা জানানো হয়। সেখানে জমঈয়ত সভাপতি ড. আব্দুল বারীর উপস্থিতিতে বাংলাদেশের পক্ষে প্রতিনিধি হিসাবে আরবীতে বক্তব্য রাখেন ‘যুবসংঘ’ের প্রতিষ্ঠাতা জনাব মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব।

উল্লেখ্য যে, সংবর্ধনা সভায় আসার আগে এহইয়াউত তুরাছের সভাপতি ড. আসাদুল্লাহ আল-গালিবকে হোটেল ‘মেরিডিয়ান’ থেকে নিয়ে আসেন। অতঃপর সরাসরি তাদের কেন্দ্রের একটি বড় কক্ষে প্রবেশ করেন। যেখানে আগে থেকেই জমঈয়ত সভাপতি ড. আব্দুল বারী সহ ৭টি দেশের নেতারা টেবিলের দু’পাশে বসা ছিলেন। শায়খ আব্দুর রহমান আব্দুল খালেকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত বৈঠকের তার বাম পাশের চেয়ারে ড. আসাদুল্লাহ আল-গালিবকে বসতে দেওয়া হ’ল। তার মুখোমুখি বসে আছেন ড. আব্দুল বারী। সভাপতি ছাহেবের হাতে আগে থেকেই তিনি

১৯৯২, ৩০শে সেপ্টেম্বর : লাহোরের 'মুরীদকে' ময়দানে ৫ লক্ষাধিক আহলেহাদীছের মহাসমাবেশে ১৪টি দেশের প্রতিনিধিদের মধ্যে বাংলাদেশ থেকে 'যুবসংঘ'র উপদেষ্টা ও সুধী পরিষদের প্রধান উপদেষ্টা ড. আসাদুল্লাহ আল-গালিবকে দাওয়াত দেওয়া হয়। তিনি সেখানে উর্দু ভাষায় ওজস্বিনী ভাষণ দেন। তাতে মুহম্মুহ তাকবীর ধ্বনির মধ্যে তিনি বলেন, তোমরা আজ স্বাধীন পাকিস্তানের নাগরিক। কিন্তু ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনে বাংগালী আহলেহাদীছ মুসলমানদের রক্ত মিশে আছে। ঐ দেখ অনতিদূরে মুলকা, সিভান্না, আস্তামান্ত, পাঞ্জতার, আম্বেলা, বালাকোটের ধূলি ও মাটিতে সে রক্ত আজও মিশে আছে। তাদের বংশধর অনেকে এখনো এদেশে স্থায়ীভাবে বসবাস করছে। ঐ সময় শ্রোতাদের সঙ্গে মঞ্চের অতিথিরাও উঠে দাঁড়িয়ে দ'হাত তুলে তাকবীর ধ্বনি করেন।



**১৯৯২, ১৫ই নভেম্বর :** প্রকাশনা সংস্থা হিসাবে রাজশাহী, কাজলায় ‘হাদীছ ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ’ প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

**১৯৯৩, ২৮-৩০শে আগস্ট :** শ্রীলংকার রাজধানী কলম্বোতে অনুষ্ঠিত ১৫টি এশীয় দেশের ১ম ইসলামী সম্মেলন, সউদী আরব ও শ্রীলংকা সরকারের যৌথ উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয়। বিষয় ছিল ‘এশিয়ার মুসলিমগণ ও সভ্যতার চ্যালেঞ্জ সমূহ’। উক্ত সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন শ্রীলংকার প্রেসিডেন্ট জয়বর্ধনে, স্পীকার হানুফা মুহাম্মাদ হানুফা, মালদ্বীপের বিচারমন্ত্রী, কিং সউদ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর, সউদী আরবের ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রী ড. তুর্কী ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। এতে ‘আহলেহাদীছ যুবসংঘের’ শীর্ষ নেতা হিসাবে বাংলাদেশ থেকে আমন্ত্রিত হন ড. আসাদুল্লাহ আল-গালিব। অপর দু’জন বাংলাদেশী প্রতিনিধি মাওলানা এ কে এম ইউসুফ, মাওলানা মুহিউদ্দীন খানের উপস্থিতিতে তিনিই দেশের পক্ষে বক্তব্য রাখেন। আন্তর্জাতিক সম্মেলনে সংগঠনের এই স্বীকৃতি ছিল অন্য প্রাপ্তি।

**১৯৯৪, ২১শে এপ্রিল :** ‘আহলেহাদীছ যুবসংঘ’ কর্তৃক খুলনা প্রেস ক্লাবে এক সাংবাদিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সম্মেলনে ড. আসাদুল্লাহ আল-গালিব যে বক্তব্য পেশ করেন, তা সুধী মহল বিশেষ করে সাংবাদিক মহলে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করে। বিভিন্ন পত্রিকায় বিভিন্ন শিরোনামে ঐ খবর প্রকাশিত হয়। কোন কোন পত্রিকা ‘অত্যন্ত সত্যের পথে পরিচালনার জন্যই আহলেহাদীছ আন্দোলন চাই’, ‘দল ও প্রার্থী ভিত্তিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা শোধনের রাজনীতি -ড. গালিব। ‘জামায়াতের রাজনীতির সাথে আমরা একমত নই’ -ড. আসাদুল্লাহ আল-গালিব ইত্যাদি শিরোনামে সেদিনকার সংবাদ প্রকাশ করে। এতে আহলেহাদীছ আন্দোলনের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি জাতির সামনে স্পষ্ট হয়।

উক্ত সাংবাদিক সম্মেলনের ফলে একটি চিহ্নিত ইসলামী রাজনৈতিক দলের গাত্রদাহ শুরু হয়। সেকারণ পরের দিন সিটি কর্পোরেশন মিলানায়তনে অনুষ্ঠিত বার্ষিক ইসলামী সম্মেলনে উক্ত কথিত ইসলামপন্থীদের ইংগিতে খুলনা আলিয়া মাদ্রাসা ও দারুল উলুম নেছারিয়া মাদ্রাসার কিছু উচ্চজ্বল ছাত্র সম্মেলনকে পণ্ড করার অপচেষ্টা চালায় এবং সরাসরি লাঠিসোটা নিয়ে হামলা চালায়। কিন্তু কর্মীদের ব্যাপক বাধার মুখে তারা পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়। অতঃপর তারা সম্মেলন শেষ হওয়ার পূর্বেই ড. আসাদুল্লাহ আল-গালিবকে এক নম্বর আসামী করে খুলনা সদর থানায় মামলা দায়ের করে। শুধু তাই নয়, পরদিন তথাকথিত ‘খুলনা যেলা ইমাম পরিষদের’ পক্ষ হ’তে প্রতিবাদ মিছিল বের করা হয় এবং ২৯শে এপ্রিল বাদ জুম’আ স্থানীয় ডাকবাংলা মোড়ে আহলেহাদীছদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সভা আহ্বান করে। অতঃপর বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে মিথ্যাচার করা হয়। অবশ্য আল্লাহর অশেষ রহমতে উক্ত মামলায় সকলকে বেকছুর খালাস দেওয়া হয়।

উল্লেখ্য যে, উক্ত ইমাম পরিষদই গত ৪ঠা ফেব্রুয়ারী ২০০০ খালিশপুর আহলেহাদীছ মসজিদ ভেঙ্গে তছনছ করে দেয়। তারা পবিত্র কুরআনের তাফসীর এবং হাদীছের

মূল্যবান কিতাবগুলো যেভাবে ছিড়ে পাশের দুর্গন্ধময় ড্রেনে নিক্ষেপ করে, তা কোন বিধর্মীও করতে পারে না।

**১৯৯৪, ২৯শে জুলাই :** পবিত্র কুরআন পরিবর্তনের দাবীদার নাস্তিক লেখিকা তাসলিমা নাসরীন ও তার দোসর ধর্মদ্রোহী ও মুরতাদদের বিরুদ্ধে ‘সম্মিলিত সংগ্রাম পরিষদে’র আহ্বানে দেশব্যাপী লংমার্চ ও ঢাকার ঐতিহাসিক মানিক মিয়া এভিনিউতে মহা সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে মাত্র দু’দিনের নোটিসে বিভিন্ন যেলা থেকে ৬২টি বাস ভরে ‘যুবসংঘে’র ছেলেরা যোগদান করে। মহাসমাবেশের মঞ্চে নিরাপত্তায় স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে নিযুক্ত হন আহলেহাদীছ ‘যুবসংঘে’র ৩০ জন কর্মী। যারা পূর্ব নির্দেশনা অনুযায়ী স্টেজের নিচ থেকে ফুল গাছের উপর ঝুলানো পলিথিন ব্যাগ থেকে দু’টি টাইম বোমা উদ্ধার করে পুলিশের হাতে দিয়ে দেয়। অতঃপর মাগরিবের কিছু আগে ‘বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে’র পক্ষ হ’তে প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব ২ মিনিট ১০ সেকেন্ডের জালাময়ী ভাষণ দেন। তিনি জাতীয় সংসদ ভবনের দিকে ইশারা করে সমবেত ২০ লক্ষাধিক জনতার কাছে জানতে চান, ‘আপনারা কি আল্লাহ্র অহি-র ভিত্তিতে এদেশের শাসন ব্যবস্থা চান? সকলে সমস্বরে বলে উঠেন, ‘চাই’। অতঃপর জনতার মধ্য থেকেই শ্লোগান উঠে, ‘সকল বিধান বাতিল কর, অহির বিধান কয়েম কর’। যা এখন সংগঠনের অন্যতম শ্লোগানে পরিণত হয়েছে।

**১৯৯৪, ২৩শে সেপ্টেম্বর :** ২১ শে জুলাই ‘যুবসংঘে’র সাথে ‘জমঙ্গিয়তে আহলেহাদীস’ সম্পর্কহীনতা ঘোষণার পর যুবসংঘের কেন্দ্রীয় কমিটি সহ দেশের বিভিন্ন যেলা হ’তে উপদেষ্টা ও দায়িত্বশীলগণ একপক্ষীয়ভাবে বহুবার ঐক্য প্রচেষ্টা চালান। দেশী-বিদেশী শুভাকাংখীরাও অনেক চেষ্টা করেন। কিন্তু জমঙ্গিয়ত নেতার কাছ থেকে কোন ইতিবাচক সাড়া পাওয়া যায়নি। অবশেষে ‘বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ’ তার উপদেষ্টা ও সুধী পরিষদের মাধ্যমে ১৯৯৪, ২৩শে সেপ্টেম্বর রাজশাহীর নওদাপাড়াতে ‘আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ’ নামে একটি প্রতিনিধিত্বশীল মুরব্বী সংগঠন প্রতিষ্ঠা করে। বর্তমানে ‘বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ’ উক্ত কেন্দ্রীয় সংগঠনের অঙ্গ সংগঠন হিসাবে কাজ করে যাচ্ছে। উল্লেখ্য যে, একই তারিখে প্রতিষ্ঠিত হয় জাতীয় আদর্শ শিশু-কিশোর সংগঠন ‘সোনামণি’। বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ ‘৯১ হ’তে ‘৯৫ সাল পর্যন্ত প্রতি বছর নওদাপাড়া, রাজশাহীতে দু’দিনব্যাপী জাতীয় সম্মেলন ও তাবলীগী ইজতেমা করে আসছিল। ১৯৯৪ সালের ২৩ সেপ্টেম্বর ‘আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ’ গঠিত হওয়ার পর ১৯৯৬ সাল হ’তে এ দায়িত্ব উক্ত সংগঠন অদ্যাবধি পালন করে যাচ্ছে। এছাড়া প্রতি বছর দেশের বিভিন্ন যেলা ও এলাকা সম্মেলন সহ বিভিন্ন প্রকার সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে।

**১৯৯৫, ২৪শে মার্চ :** কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় এবং এর ১২ নং প্রস্তাবনায় বলা হয়, ‘জামা’আতী ঐক্য পুনরুদ্ধারের জন্য পারস্পরিক আলোচনা সুষ্ঠু ও যথোপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে ‘বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে’র সাথে

‘বাংলাদেশ জমদায়তে আহলেহাদীস’ কর্তৃক ঘোষিত ‘সম্পর্কহীনতা’ আশু প্রত্যাহারের আহ্বান জানাচ্ছে’।

**১৯৯৬, ১৯শে মে :** আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহীতে যুবসংঘের কেন্দ্রীয় কার্যালয় আনুষ্ঠানিকভাবে স্থানান্তরিত হয়।

**১৯৯৬ :** এবছর যুবসংঘের ‘দ্বি-বার্ষিক কর্মী সম্মেলন’ অনুষ্ঠিত হয়। এটি ছিল ‘যুবসংঘের’ প্রথম জাতীয় কর্মী সম্মেলন। প্রায় প্রতিটি জাতীয় সম্মেলনে এ সংগঠন দেশের সার্বিক বিষয় উল্লেখ পূর্বক কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাবনা পাশ করে আসছে, যা পরবর্তীতে স্মারকলিপি আকারে সরকারের নিকটে পেশ করা হয়। এ সমস্ত সম্মেলনে দেশ-বিদেশের খ্যাতনামা ওলামায়ে কেরাম ও বিদ্বানগণ বিষয় ভিত্তিক তথ্যবহুল আলোচনা পেশ করেন। যার ফলে বহু পথ ভোলা মানুষ সঠিক পথের সন্ধান পেয়ে আলোর জগতে ফিরে এসেছে।

**১৯৯৬, ফেব্রুয়ারী :** ‘আহলেহাদীছ আন্দোলন উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ, দক্ষিণ এশিয়ার প্রেক্ষিতসহ’ শিরোনামে মুহতারাম আমীরে জামা‘আতের পিএইচডি গবেষণা অভিসন্দর্ভটি (১৯৯২ সালের ২০ আগস্ট ডিগ্রিপ্ৰাপ্ত) গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।

**১৯৯৭, সেপ্টেম্বর :** বাংলাভাষায় আহলেহাদীছদের সর্বাধিক প্রচারিত ও সুপ্রসিদ্ধ মাসিক আত-তাহরীক পত্রিকা প্রথম প্রকাশিত হয়।

**১৯৯৮, ১৫ই সেপ্টেম্বর :** উপমহাদেশে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে আহলেহাদীছদের প্রথম ফাতাওয়া বোর্ড ‘দারুল ইফতা’। একই সালে প্রকাশিত হয় জনপ্রিয় ছালাত শিক্ষার বিশুদ্ধ বই ‘ছালাতুর রাসূল (ছাঃ)’।

**১৯৯৮ :** এ বছর প্রতিষ্ঠিত হয় ‘আল-কাওছার হজ্জ প্রকল্প’ ও ‘আল-কাওছার সমবায় সমিতি’।

**২০০১ :** এ বছর ‘বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘের’ উদ্যোগে ৭ দিনব্যাপী কেন্দ্রীয় কর্মী প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়া যেলা ভিত্তিক ১২টি কর্মী প্রশিক্ষণ হয়। ১৯টি কর্মী ও সুধী সমাবেশসহ ছাত্র সমাবেশ, ছাত্র সংবর্ধনা, তাবলীগী সভা, ইফতার মাহফিল, কাউন্সিল সদস্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

উল্লেখ্য যে, ‘তাওহীদ ট্রাস্ট’-কে কেন্দ্র করে ‘আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ’-এর তৎকালীন কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক রেযাউল করীমকে সংগঠনের বিরুদ্ধে গোপন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হওয়ায় ২০০১ সালের ২৩শে জুন তাকে সংগঠন থেকে বহিষ্কার করা হয়। এসময় ‘তাওহীদ ট্রাস্ট’-এর আরো কয়েক সদস্য তার সাথে হাত মেলায়। আন্দোলনের সমাজ কল্যাণ সংস্থা ‘তাওহীদ ট্রাস্ট’-এর সমস্ত অর্থ ও সম্পত্তি হজম করে ফেলাই ছিল ঐ চক্রের মূল উদ্দেশ্য। তারা ‘আল-কাওছার হজ্জ প্রকল্প’ ও ‘আল-কাওছার সমবায় সমিতি’-এর অর্থসহ ‘তাওহীদ ট্রাস্ট’-এর বিভিন্ন প্রকল্পের অর্থ-সম্পত্তি নিয়ে সংগঠন থেকে সটকে পড়ে। গাইবান্ধা, জয়পুরহাট, ঢাকা সহ দেশের বিভিন্ন স্থানে ‘তাওহীদ ট্রাস্ট’-এর অনেক মূল্যবান ভূ-সম্পত্তি জাল দলীলে বিক্রি

করে বহু অর্থ কুক্ষিগত করে। সেই সাথে তাদের এই অপরাধের বিচার ঠেকাতে উল্টো আমীরে জামা'আতের বিরুদ্ধে বিভিন্ন মিথ্যা মামলা দিয়ে হয়রানি করা এবং নানা ভাবে সংগঠনকে নস্যাত করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। অনেক মানুষকে তারা মিথ্যা তথ্য দিয়ে সংগঠনের বিরুদ্ধে ভুল বুঝাতে সমর্থ হয়। ফলে আর্থিকভাবে এবং মার্তপর্যায় সংগঠন দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। হাদীছ ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, শিমুলবাড়ি মাদ্রাসাসহ 'তাওহীদ ট্রাস্ট'র বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের অবকাঠামো বেদখল হয়ে যায়। কিন্তু নানা মিথ্যাচার ও প্রলোভনের পরও আহলেহাদীছ যুবসংঘকে তারা প্রতারিত করতে পারেনি। বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ এই চক্রকে শক্ত হাতে অত্যন্ত দূরদর্শীতার সাথে দমন করে। ফালিল্লাহিল হামদ।

**২০০২, ২৬ ও ২৭ শে সেপ্টেম্বর :** 'যুবসংঘ'র দ্বি-বার্ষিক কর্মী সম্মেলন ২০০২ রাজধানী ঢাকায় প্রথমবারের মত ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন মিলনায়তনে ও সুরিটোল আহলেহাদীছ জামে মসজিদে সুষ্ঠু ও জাঁকজমকপূর্ণভাবে সুসম্পন্ন হয় আলহামদুলিল্লাহ।

**২০০৩ :** দেশব্যাপী কর্মী ও সুধী সমাবেশ, ছাত্র সমাবেশ, প্রশিক্ষণ কর্মসূচীসহ বিভিন্ন প্রোগ্রামের মধ্য দিয়ে ২০০৩ সাল অতিবাহিত হয়। এছাড়া ধারাবাহিক কর্মসূচী হিসাবে অভিজ্ঞ প্রশিক্ষকগণের মাধ্যমে পাঁচ দিনব্যাপী কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়া বিভিন্ন যেলার উদ্যোগে 'সাধারণ জ্ঞান প্রতিযোগিতা' অনুষ্ঠিত হয়।

**২০০৪ :** ৫ই জুলাই থেকে ৯ই জুলাই পর্যন্ত 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'র ৫ দিনব্যাপী কেন্দ্রীয় কর্মী প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। ১৩টি যেলা থেকে বাছাইকৃত অর্থ শতাধিক কর্মী ও অগ্রসর প্রাথমিক সদস্যগণ এতে অংশ নেন। এছাড়া আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ, যেলাভিত্তিক কর্মী সমাবেশ, ছাত্র সংবর্ধনা, রামায়ানে যেলাভিত্তিক প্রশিক্ষণ শিবির, কেন্দ্রীয় নির্দেশনায় 'সাধারণ জ্ঞান প্রতিযোগিতা' এবং তাবলীগী সভা অনুষ্ঠিত হয়।

**২০০৫ :** এই বছরের ১৫তম তাবলীগী ইজতেমার প্রাক্কালে ২২ ফেব্রুয়ারী মঙ্গলবার দিবাগত রাতে আমীরে জামা'আতসহ কেন্দ্রীয় চার নেতাকে ১০টি মিথ্যা মামলা দিয়ে কারাগারে নিক্ষেপ করে তথাকথিত ইসলামী মূল্যবোধের বিএনপি-জামায়াত জোট সরকার। এছাড়াও তারা দেশের বিভিন্ন স্থানে অনধিক ৪০ জন কর্মীকে গ্রেফতার করে। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক মিডিয়ায় ফলাও করে মিথ্যাচার করা হয়। এসময় ২০০১ সালে বহিষ্কৃত ব্যক্তিটি আবারও সক্রিয় হয় এবং আমীরে জামা'আত ও সংগঠনের নামে মিথ্যা প্রোপাগান্ডার মূল হোতা হিসাবে কাজ করে। এমনকি সাংবাদিকরা আত-তাহরীকের অনুমোদন বাতিলের জন্য রাজশাহী যেলা প্রশাসক বরাবর আবেদন করে। এই অন্যায় গ্রেফতারের বিরুদ্ধে এবং নেতৃবৃন্দের মুক্তির দাবীতে দেশব্যাপী মিছিল, সমাবেশ, সম্মেলন, প্রতিবাদ সভা, জাতীয় সমাবেশ, প্রতিনিধি সম্মেলন ইত্যাদি অনুষ্ঠিত হয়। এর মাঝেও যেলা ভিত্তিক কর্মী প্রশিক্ষণ, সুধী সমাবেশ, ছাত্র সংবর্ধনা প্রভৃতি প্রোগ্রাম অনুষ্ঠিত হয়। উর্ধ্বতন নেতৃবৃন্দের অনুপস্থিতিতে মার্চ মাস থেকে সংগঠনের ভারপ্রাপ্ত আমীর হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন ড. মুহাম্মাদ মুহলেছুদ্দীন।

২০০৬ : ৯ই জুলাই ২০০৬ নওগাঁ কারাগার থেকে মুক্তি পান নায়েবে আমীর শায়খ আব্দুছ ছামাদ সালাফী, সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক নূরুল ইসলাম ও ‘যুবসংঘ’র কেন্দ্রীয় সভাপতি আযীযুল্লাহ। বেরিয়ে এসে ভারপ্রাপ্ত আমীর হিসাবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন আব্দুছ ছামাদ সালাফী। বছরের শেষের দিকে ৯ই নভেম্বর সকালে রাজশাহী মারকাযের পূর্বপার্শ্বের মসজিদে নতুন রাজনৈতিক দল খোলার প্রস্তুতি স্বরূপ ‘আন্দোলন’ ও ‘যুবসংঘ’র কেন্দ্রীয় কমিটিসহ শূরা ও যেলা নেতৃবৃন্দের মতামত নেওয়ার জন্য বৈঠক আহ্বান করা হয়। সেই বৈঠকে প্রচলিত রাজনৈতিক দল গঠনের বিরুদ্ধে ‘যুবসংঘ’র দায়িত্বশীলগণ তীব্র প্রতিবাদ জানান। অতঃপর ঢাকায় অনুষ্ঠিত ১৭ই নভেম্বর ‘যুবসংঘ’র দ্বি-বার্ষিক কর্মী সম্মেলন’ ০৬-এ উক্ত দলের ঘোষণা দেয়ার আশ্রয় চেষ্টা চালানো হয়। কিন্তু ‘যুবসংঘ’র তীব্র বিরোধিতার কারণে তা সম্ভব হয়নি।

এর মধ্যে আহলেহাদীছ যুবসংঘ জানতে পারল যে ‘ইনছাফ পার্টি’ নামে রাজনৈতিক দল ঘোষণা দেয়ার প্রক্রিয়া শুরু হচ্ছে। তাৎক্ষণিকভাবে মজলিসে শূরার মিটিং আহ্বান করা হয় ১৭ই ডিসেম্বর ’০৬। উক্ত অধিবেশনে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়—(১) ‘প্রচলিত গণতান্ত্রিক নির্বাচন পদ্ধতি যেহেতু পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের সাথে সংঘর্ষশীল এবং অন্যান্য বস্তুবাদী ও ইসলামী দলের সাথে আহলেহাদীছ আন্দোলনের আদর্শিক পার্থক্যও পরিষ্কার, সেকারণে আমরা পাশ্চাত্য থেকে আমদানীকৃত দুনিয়াসর্বস্ব এই শিরকী গণতন্ত্রের সাথে আপোষ করার ঘোর বিরোধী। তাছাড়া আলোচিত ‘ইনছাফ পার্টি’ সম্পর্কে যেহেতু আন্দোলনের মজলিসে শূরাই দ্বিধা-বিভক্ত এবং ‘আহলেহাদীছ জাতীয় ওলামা পরিষদ’-এর প্রায় সকল সদস্য এর বিরুদ্ধে সোচ্চার, বিশেষ করে মুহতারাম আমীরে জামা’আত প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব স্বয়ং এর প্রকাশ্য বিরোধী, যা আত-তাহরীক ডিসেম্বর’০৬-এর ‘দরসে কুরআনের’ মাধ্যমে আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়েছে বিধায় ‘আন্দোলন’র গঠনতন্ত্রের ৯ (১) ধারা মোতাবেক তা স্থগিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। অতএব আমীরে জামা’আতের মুক্তি পর্যন্ত ‘ইনছাফ পার্টি’র ঘোষণা এবং প্রচলিত নির্বাচনে অংশগ্রহণসহ যাবতীয় কার্যক্রম স্থগিত রাখার জন্য ‘যুবসংঘ’ জোর দাবী জানাচ্ছে।

(২) ‘বর্তমানে দ্বিধাবিভক্ত পরিস্থিতিতে জাতিকে অন্ধকারে রেখে মুহতারাম আমীরে জামা’আতের নাম করে ‘ইনছাফ পার্টি’ ঘোষিত হলে ‘বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ’ প্রয়োজনে বিকল্প পদক্ষেপ গ্রহণ করতে বাধ্য হবে’।

‘বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ’র এই শক্ত প্রতিরোধে ‘ইনছাফ পার্টি’ গঠনের প্রক্রিয়া স্তিমিত হয়ে যায়। এরপরও ১৯শে ডিসেম্বর ২০০৬ তারিখে ঢাকা থেকে একতরফাভাবে ‘ইনছাফ পার্টি’র ঘোষণা দেওয়া হয়।

২০০৬, ১৭ই নভেম্বর : ‘বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ’র উদ্যোগে ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন মিলনায়তনে ‘দ্বি-বার্ষিক কর্মী সম্মেলন’ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সম্মেলনের মধ্যবিরতির সময় মুহতারাম আমীরে জামা’আতের মুক্তির দাবীতে একটি বিশাল

মিছিল ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন মিলনায়তনের প্রধান ফটক থেকে শুরু হয়ে মৎস ভবনের সম্মুখস্থ রাস্তা হয়ে পল্টন মোড় হয়ে বায়তুল মুকাররম পর্যন্ত পৌঁছে। অতঃপর জুম'আর ছালাতের পর বায়তুল মুকাররমের উত্তর গেইট হ'তে পুনরায় মিছিল শুরু হয়ে 'বাসস' অফিসের সম্মুখ দিয়ে কাকরাইল মোড় হয়ে পুনরায় বায়তুল মুকাররমের উত্তর গেইটে এসে এক বিক্ষোভ সমাবেশে মিলিত হয়। সমাবেশ শেষে মিছিলটি পুনরায় ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন মিলনায়তনে গিয়ে শেষ হয়। 'যুবসংঘ'র ইতিহাসে ঢাকার বুকে এটাই ছিল সবচেয়ে বড় মিছিল।

**২০০৭ :** কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের গ্রেফতারের পর থেকে সাংগঠনিক কার্যক্রম পরিচালনার সাথে সাথে কারামুক্তির দাবীতে বিভিন্ন ধরনের প্রোথ্রামের আয়োজন করা হয়। সম্মেলন, সেমিনার, সাংবাদিক সম্মেলন, তাবলীগী সভা, প্রতিবাদ সভা, মতবিনিময় সভা, কর্মী সম্মেলন, সুধী সমাবেশ, ছাত্র সংবর্ধনা ইত্যাদির মাধ্যমে কার্যক্রম পরিচালিত হয়। তবে দুঃখজনকভাবে 'ইনছাফ পাটি'র গঠনকে কেন্দ্র করে ২০০৭ সালে সংগঠনের দায়িত্বশীলদের কেন্দ্র ছাড়া করার জন্য নানাবিধ ষড়যন্ত্র করা হয়। ভারপ্রাপ্ত আমীর আব্দুছ ছামাদ সালাফী ২১শে মার্চ '০৭ তারিখে 'যুবসংঘ' ও 'সোনামণি'কে মারকাষ থেকে উচ্ছেদের নোটিশ দেন এবং জানিয়ে দেন যে, ৩১শে মার্চের মধ্যে রুম না ছাড়লে গোয়েন্দারা এসে তালা ভেঙ্গে সব বের করে ফেলে দিবে। ১লা এপ্রিল '০৭ 'আন্দোলন' অফিসে 'দারুল ইফতা'র বৈঠকে বসলে গোয়েন্দাদের খবর দেওয়া হয়। ফলে তাৎক্ষণিকভাবে বৈঠক বন্ধ করা হয়। ২রা নভেম্বর '০৭ কেন্দ্রের দু'জন দায়িত্বশীল ড. সাখাওয়াত হোসাইন ও মুযাফফর বিন মুহসিনকে নওদাপাড়া ছাড়ার নির্দেশ দেওয়া হয়। তাদের বিরুদ্ধে শাহ মখদুম থানায় মামলার আর্জি পেশ করা হয়। কিন্তু মিথ্যা মামলা জেনে থানা তাদেরকে ফিরিয়ে দেয়। এরপরও থানায় মামলা হয়েছে বলে আব্দুছ ছামাদ সালাফী ছাহেব প্রচার করেন এবং গ্রেফতার হলে আমার কিছু করার থাকবে না বলে জানিয়ে দেন। আমীরে জামা'আতের মুক্তির পূর্ব পর্যন্ত সংগঠনের কর্মীদের দিনগুলো এভাবেই যুলুমের মধ্যে কেটেছে। তবুও কোন অবস্থাতেই তারা আদর্শচ্যুত হননি এবং সংগঠনকে আদর্শের উপর টিকিয়ে রাখতে বন্ধপরিচর ভূমিকা পালন করেন।

**২০০৮, ২৮শে আগস্ট :** দেশের ৭টি কারাগারে দীর্ঘ ৩ বছর ৬ মাস ৬ দিন অতিবাহিত করার পর মুহতারাম আমীরে জামা'আত আল্লাহর রহমতে হাইকোর্ট থেকে যামিন নিয়ে বণ্ডা যেলা কারাগার থেকে মুক্তি লাভ করেন।

**২০০৯ :** কারামুক্তির পর মুহতারাম আমীরে জামা'আতকে পড়তে হয় আরেক আভ্যন্তরীণ চাপে। ২০০৯ সালের ফেব্রুয়ারীতে তাবলীগী ইজতেমার পূর্বে হঠাৎ ১৯ দফা দাবী উত্থাপন করা হয় আমীরে জামা'আত বরাবর। অতঃপর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখা যুবসংঘের মাধ্যমেও ১১ দফা দাবী পেশ করা হয়। তাতে অন্যতম প্রধান দাবী হিসাবে বলা হয় যে, 'সকল কেন্দ্রীয় অফিস ঢাকায় নিতে হবে'। ২০০৯ সালের ৭ই এপ্রিল আরেকটি কৌশল দেখা গেল। তারিখ বিহীন পত্রের মাধ্যমে এক সঙ্গে শায়খ

আব্দুছ হামাদ সালাফী, ড. মুহলেহুদ্দীনসহ ১০ জন পদত্যাগ করে চিঠি পাঠান কেন্দ্রীয় অফিস বরাবর।

তারপর মারকায দখলের প্রক্রিয়া শুরু হয়। ১৬ই এপ্রিল ২০০৯ সালাফী ছাহেবের স্বাক্ষরে আমীরে জামা'আতকে উচ্ছেদের নোটিশ দেয়া হয় (উল্লেখ্য যে, রেযাউল করীম ও তার দেওয়া উক্ত উচ্ছেদ মামলা এখনও চলমান রয়েছে। বিস্ময়ের ব্যাপার হ'ল যিনি 'তাওহীদ ট্রাস্ট' প্রতিষ্ঠা করলেন, ইংরেজী ভাষায় ট্রাস্ট মেমোরাণ্ডাম অফ এসোসিয়েশন লিখলেন, অতঃপর সর্বাধিক বিশ্বস্ত মনে করে যাদেরকে ট্রাস্টি মনোনয়ন দিলেন, তারাই নাকি ট্রাস্টের মালিক হওয়ার দাবীদার! আর স্বয়ং প্রতিষ্ঠাতা হলেন তাদের দ্বারা বহিস্কৃত!)। পরবর্তীতে ১৭ সেপ্টেম্বর (২৫ রামাযান) তারিখে যোহরের ছালাতের প্রাক্কালে তাদের পাঠানো ভাড়াটে সন্ত্রাসীদের মাধ্যমে গোটা প্রতিষ্ঠানে তালা মেরে দেয়া হয়। এমনকি মসজিদের ওয়ুখানা ও বাথরুম পর্যন্ত সীলগালা করে দেয়া হয়। ঘোষণা করা হয় মারকায ৬ মাসের জন্য বন্ধ থাকবে। এরপর এটি হাই স্কুল হবে।

অতঃপর ২৭ রামাযান ১৯শে সেপ্টেম্বর বাদ মাগরিব আমীরে জামা'আতকে মারকায থেকে বের করে দেয়া হবে মর্মে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয় সন্ত্রাসীরা। এটা ছিল 'আহলেহাদীছ আন্দোলন'ের গতিকে রুদ্ধ করা ও মারকাযকে বন্ধ করে দেওয়ার গভীর ষড়যন্ত্র। সর্বশেষ মারকাযকে জঙ্গী মারকায হিসাবে দেখানোর ন্যাকারজনক চেষ্টা চালানো হয় ২রা অক্টোবর'০৯ তারিখে। রাজশাহী শহরের একটি কমিউনিটি সেন্টারে মুহতারাম আমীরে জামা'আতের সুদীর্ঘকালের ঘনিষ্ঠ সহযোগী ও জেলখানার সাথী শায়খ আব্দুছ হামাদ সালাফী 'ইনছাফ পাটি'-এর এজেণ্ডা বাস্তবায়ন করতে না পেরে এতটা অন্ধভাবে প্রতিশোধপরায়ণ হয়ে ওঠেন যে, তিনি সাংবাদিক সম্মেলনে লিখিতভাবে মিথ্যা অভিযোগ পেশ করেন এই মর্মে যে, ড. গালিব মাদ্রাসায় জঙ্গী তৈরী করছেন। পরদিন পত্রিকায় রিপোর্ট আসে যে, 'ড. গালিবের বিরুদ্ধে আবারও জঙ্গী প্রশিক্ষণের অভিযোগ'। সেই সম্মেলনে তার সাথে উপস্থিত থেকে বক্তব্য রাখে ২০০১ সালে সংগঠন থেকে বহিস্কৃত সেই রেযাউল করীমও!

আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ পাকের অশেষ মেহেরবানীতে একসময় সকল মিথ্যাচার, অপপ্রচার ও কেন্দ্রীয় কার্যালয় দখলের লোমহর্ষক অপচেষ্টা মুখ থুবড়ে পড়ে। এই ফিৎনার চরম মুহূর্তগুলোতে ইতিপূর্বের ন্যায় আবারও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' হিমাঙ্গির মত শক্ত অবস্থানে থেকে এই চক্রকে নৈতিক ও আদর্শিকভাবে প্রতিহত করে। ফালিল্লাহিল হাম্দ।

**২০১০, জানুয়ারী :** এ বছরের জানুয়ারী মাসে তাওহীদের ডাক-এর ৩য় সংখ্যা প্রকাশিত হয় এবং তখন থেকে অদ্যাবধি দ্বি-মাসিক হিসাবে নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে। ফালিল্লাহিল হাম্দ।

**২০১০ :** ২৪শে সেপ্টেম্বর রাজধানী ঢাকার ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন মিলনায়তনে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'র উদ্যোগে দ্বি-বার্ষিক কর্মী সম্মেলন ২০১০

অনুষ্ঠিত হয়। প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ‘আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ’-এর মুহতারাম আমীর প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব। প্রাণবন্ত এ সম্মেলন কর্মীদের কর্মস্পৃহা, কর্মচাঞ্চল্য ও ঈমানী চেতনা বহুগুণে বাড়িয়ে দেয়। দীর্ঘ ৩ বছর যাবৎ চলমান ‘ইনছাফ পাটি’ ফিৎনার কবল থেকে মুক্তির পর ‘যুবসংঘে’র ইতিহাসে এটি এক স্মরণীয় ও স্বস্তিপূর্ণ সম্মেলন ছিল। ফালিগ্লাহিল হামদ। একই বছর ২৩, ২৪ ও ২৫শে ডিসেম্বর ২০১০ আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহীতে ‘বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে’র ‘তিন দিন ব্যাপী কেন্দ্রীয় কর্মী প্রশিক্ষণ ২০১০’ অনুষ্ঠিত হয়।

**২০১১ :** এ বছর ১৮ই ফেব্রুয়ারী ‘যুবসংঘে’র কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্যদের পরামর্শের ভিত্তিতে ২০১১-১৩ সেশনের জন্য ‘যুবসংঘে’র কেন্দ্রীয় কমিটি পুনর্গঠন করা হয়। নবগঠিত কমিটির সভাপতি হিসাবে মুযাফফর বিন মুহসিন (রাজশাহী) এবং সাধারণ সম্পাদক হিসাবে আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব (রাজশাহী)-কে মনোনীত করা হয়।

এবছর ১৪ ও ১৫ই জুলাই প্রথমবারের মত দু’দিন ব্যাপী ‘যেলা কর্মপরিষদ প্রশিক্ষণ’ ২০১১ অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়া দেশব্যাপী কর্মী ও কাউন্সিল পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়। ১৩ ও ১৪ই অক্টোবর কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে নতুন অনুমোদিত কর্মীদের শপথ অনুষ্ঠান ও দুই দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। ১৪৫ জন উত্তীর্ণ কর্মীদের মধ্য হ’তে সারা দেশ থেকে ১০৫ জন কর্মী উপস্থিত হয়।

**২০১১, ৮ ও ৯ই ডিসেম্বর :** ‘বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে’র উদ্যোগে কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে দুই দিনব্যাপী কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সম্মেলন ২০১১ অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে বিগত ৩৩ বছরে যারা কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্য হয়েছিলেন, সকল প্রবীণ সদস্যকে অতিথি হিসাবে আহ্বান করা হয়েছিল। পরবর্তীতে এই সম্মেলনকে কেন্দ্র করে ২০১৩ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে যুবসংঘের ইতিহাস ও ঐতিহ্য সমৃদ্ধ স্মারকগ্রন্থ-১ প্রকাশিত হয়, যা যুবসংঘের ইতিহাসকে নতুনভাবে জাতির সামনে তুলে ধরে।

**২০১২ :** এ বছর ২০ শে সেপ্টেম্বর রাজধানী ঢাকার ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয় ‘বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে’র দ্বি-বার্ষিক কর্মী সম্মেলন ২০১২। এই সম্মেলনে দেশের বিভিন্ন যেলা থেকে আগত কর্মীদের দ্বারা মিলনায়তন ছিল কানায় কানায় পূর্ণ। কর্মীদের মুহূর্ত্ত শ্লোগানে সম্মেলন কক্ষ প্রকম্পিত হয়ে ওঠে। প্রশাসনিক বাধার কারণে সম্মেলনের কার্যক্রম যথেষ্ট বাধাগ্রস্ত হয়ে পড়েছিল। এমনকি সম্মেলনের একদিন পূর্বে বিনা নোটিশে সম্মেলনের অনুমতি প্রত্যাহার করা হয় প্রশাসন থেকে। পরে বিশেষ প্রক্রিয়া অনুমতি পাওয়া গেলেও সম্মেলনের আগ পর্যন্ত এ নিয়ে সংশয় থেকে যায়। অতঃপর আল্লাহর রহমতে নির্ধারিত সময়ের ১ ঘন্টা পর থেকে শুরু করে দিনব্যাপী সুষ্ঠুভাবে সম্মেলনের কার্যক্রম পরিচালিত হয়। উক্ত সম্মেলনে আমন্ত্রিত অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কুয়েতের শারঈ আদালতের সম্মানিত বিচারপতি ও ‘আল-মারকাযুল ইসলামী আল-



আলামী'র পরিচালক ড. ফায়ছাল হাশেমী। তাঁর সংক্ষিপ্ত ও মূল্যবান বক্তব্যে অত্যন্ত উজ্জীবিত হন উপস্থিত কর্মী ও শ্রোতাবৃন্দ।

উল্লেখ্য যে, ছাত্র ও যুবকদের মধ্যে ইলম আহরণের উৎসাহ বৃদ্ধির লক্ষ্যে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' ২০১২ সালে প্রথমবারের মত দেশব্যাপী 'জাতীয় গ্রন্থাগার প্রতিযোগিতা'র আয়োজন করে।

**২০১৩ :** এই বছর নিয়মিত সাংগঠনিক কার্যক্রমসমূহ চলমান থাকে। ৭ই মার্চ 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'র কেন্দ্রীয় সভাপতি মুযাফফর বিন মুহসিন পীস টিভি বাংলার প্রোগ্রাম রেকর্ডিং এবং পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন যেলায় দাওয়াতী সফরের উদ্দেশ্যে ভারত গমন করেন। ১২ ও ১৩ই মে 'যুবসংঘ'র কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে দু'দিনব্যাপী কর্মী প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়।

**২০১৩, ২০শে নভেম্বর :** দীর্ঘ ৮ বছর ৮ মাস ২৮ দিন পর বগুড়া জজকোর্ট থেকে মুহতারাম আমীরে জামা'আত সর্বশেষ মামলায় বেকসুর খালাস পান।

**২০১৪ :** এ বছর নিয়মিত সাংগঠনিক কার্যক্রমসমূহ অব্যাহত থাকে। ১১ই এপ্রিল, 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'র উদ্যোগে কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে প্রথমবারের মত বার্ষিক কর্মী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ২৮শে আগস্ট'১৪ কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্যদের পরামর্শের ভিত্তিতে ২০১৪-১৬ সেশনের জন্য 'যুবসংঘ'র কেন্দ্রীয় কমিটি পুনর্গঠন করা হয়। নবগঠিত কমিটির সভাপতি হিসাবে আব্দুর রশীদ আখতার (কুষ্টিয়া) এবং সাধারণ সম্পাদক হিসাবে আরীফুল ইসলাম (চাঁপাই নবাবগঞ্জ)-কে মনোনীত করা হয়। এই বছরের নভেম্বর মাসে সদ্য সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি মুযাফফর বিন মুহসিন টিভি ব্যক্তিত্ব নূরুল ইসলাম ফারুকী হত্যা মামলায় সন্দেহভাজনভাবে গ্রেফতার হন এবং ৪ মাস কারাগারে থাকেন।

**২০১৫ :** এ বছর ১২ই ও ১৩ই মার্চ এবং ৭ই ও ৮ই মে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'র কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে দু'দফায় দু'দিন ব্যাপী যেলা কর্মপরিষদ সদস্য প্রশিক্ষণ ২০১৫ অনুষ্ঠিত হয়। ২৭শে মার্চ ২৫তম তাবলীগী ইজতেমা ২০১৫-এর ২য় দিন পৃথক প্যাঞ্জেলে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' কর্তৃক 'যুবসমাবেশ' অনুষ্ঠিত হয়। অতঃপর ১৮ই ডিসেম্বর কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে 'যুবসংঘ'র বার্ষিক কর্মী সম্মেলন ২০১৫ অনুষ্ঠিত হয়।

**২০১৬ :** বিগত বছরসমূহের ন্যায় নিয়মিত সাংগঠনিক কার্যক্রমসমূহ চলমান থাকে। ২৫শে আগস্ট'১৬, কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্য সম্মেলন ২০১৬ অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে কাউন্সিল সদস্যদের পরামর্শের ভিত্তিতে 'যুবসংঘ'র ২০১৬-২০১৮ সেশনের সভাপতি হিসাবে আব্দুর রশীদ আখতার (কুষ্টিয়া) ২য় বারের জন্য মনোনীত হন। অতঃপর মুস্তাক্কীম আহমাদ (রাজশাহী)-কে সাধারণ সম্পাদক করে পূর্ণাঙ্গ কমিটি ঘোষণা করা হয়।

উল্লেখ্য যে, এ বছরের মার্চ মাসে সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি মুযাফফর বিন মুহসিন ও সাধারণ সম্পাদক ইমামুদ্দীন বিন আব্দুল বাছীরসহ সংগঠনের বেশ কয়েকজন গুরুত্বপূর্ণ সাবেক কেন্দ্রীয় দায়িত্বশীল এবং কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্য অভ্যন্তরীণ কোন্দল ও স্বার্থদ্বন্দ্ব সৃষ্টি করে সংগঠন থেকে বের হয়ে যান। ফলে সারা দেশে যথেষ্ট বিশৃংখলা ও বিভ্রান্তি তৈরী হয়। অনেক দায়িত্বশীল ও কর্মী নিক্রিয় হয়ে যায়। বেশ কয়েকজন কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্যকে গঠনতন্ত্র লংঘনের জন্য অব্যাহতিও দেয়া হয়। ‘যুবসংঘ’ের বিগত ৩৮ বছরের ইতিহাসে এ ঘটনা ছিল নতুন। বিশেষত বিগত ফিৎনার সময়গুলোতে আদর্শের উপর টিকে থাকার যে সুনাম নিয়ে ‘যুবসংঘ’ অব্যাহত সংগ্রাম চালিয়ে এসেছিল, এ ঘটনায় তাতে যেন কিছুটা ছেদ পড়ে। বাধা পেরিয়ে সাফল্যের সোপান যারা রচনা করেছিলেন, সময়ের আবর্তে তারাই হারিয়ে গেলেন মাল ও মর্যাদার ফিৎনার অতল গভীরে। প্রায় একই সময়ে ‘আহলেহাদীছ বলা যাবে না’, ‘সংগঠন করা যাবে না’, ‘ছহীহ আক্বীদার দল’ ইত্যাদি ফিৎনাগুলো আহলেহাদীছ সমাজে ছড়িয়ে পড়ে, যার মোকাবিলা করতে ‘যুবসংঘ’-কে বহু শ্রম দিতে হয়।

২০১৭ : এ বছরটি ছিল পিছনের ফিৎনাময় পরিবেশ থেকে মুক্ত হয়ে নতুনভাবে এগিয়ে যাওয়ার বছর। ২৪শে ফেব্রুয়ারী ২৭তম তাবলীগী ইজতেমার ২য় দিন ‘বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ’ের উদ্যোগে গুরুত্বপূর্ণ ‘যুবসমাবেশ’ অনুষ্ঠিত হয়। ১২-১৪ই এপ্রিল কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে ৩ দিন ব্যাপী কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্য প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। ১৩ই জুলাই এবং ১৪ই সেপ্টেম্বর’১৭ দুই পর্বে যেলা কর্মপরিষদ প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। অতঃপর ২০শে অক্টোবর কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয় বার্ষিক কর্মী সম্মেলন। এ সম্মেলনের প্রথমবারের মত ‘যুবসংঘ’ের কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ কর্মীদের সারা বছরের কর্মতৎপরতার ভিত্তিতে উৎসাহ-উদ্দীপনাময় পরিবেশে সংগঠনের শ্রেষ্ঠ যেলা, শ্রেষ্ঠ সভাপতি, শ্রেষ্ঠ সাধারণ সম্পাদক এবং শ্রেষ্ঠ সংগঠক নির্বাচন করে।

২০১৮ : এ বছর ২রা মার্চ ২৮তম তাবলীগী ইজতেমা ২০১৮-এর ২য় দিন ‘বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ’ের উদ্যোগে ‘যুবসমাবেশ’ অনুষ্ঠিত হয়। এতে অন্যান্যদের মধ্যে অংশগ্রহণ করেন ইজতেমায় আগত পাকিস্তানী মেহমান ড. ইদরীস যুযায়ের এবং আমীরে জামা’আতের কারাসাখী বেক্সিমকো গ্রুপ-এর ভাইস চেয়ারম্যান সালমান এফ রহমান। উল্লেখ্য যে, অনুষ্ঠানে ‘যুবসংঘ’ের কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্য ড. শিহাবুদ্দীন আহমাদ ও সাবেক কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি ড. নূরুল ইসলামকে পি.এইচ-ডি ডিগ্রী লাভের জন্য সংগঠনের পক্ষ থেকে সম্মাননা স্মারক প্রদান করা হয়।

২১শে সেপ্টেম্বর কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে ‘বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ’ের বার্ষিক কর্মী সম্মেলন হয়। উক্ত সম্মেলনে কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্যদের সর্বসম্মত পরামর্শের ভিত্তিতে ২০১৮-২০২০ সেশনের জন্য আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিবকে কেন্দ্রীয় সভাপতি এবং মুস্তাক্কীম আহমাদ (২য় বার)-কে সাধারণ সম্পাদক করে ‘যুবসংঘ’ের পূর্ণাঙ্গ কেন্দ্রীয় কমিটি গঠন করা হয়।

**২০১৯ :** ‘অহি-র আলোয় উদ্ভাসিত হোক বাংলার প্রতিটি ঘর’ থীম নিয়ে নতুন সেশন শুরু হয়। বছরের শুরুতে ১০ ও ১১ই জানুয়ারী এবং পরে ১১ ও ১২ই এপ্রিল দুই পর্বে দু’দিন ব্যাপী যেলা কর্মপরিসদ প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়।

২৫শে জানুয়ারী কেন্দ্রীয় সভাপতি আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব ৫ দিনের দাওয়াতী সফরে সিঙ্গাপুর ও ইন্দোনেশিয়া গমন করেন এবং সিঙ্গাপুরে ‘আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ’ ও ‘বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘের’ উদ্যোগে বার্ষিক তাবলীগী ইজতেমায় প্রধান অতিথি হিসাবে যোগদান করেন। অতঃপর ২৭শে জানুয়ারী ইন্দোনেশিয়ার রাজধানী জাকার্তা গমন করেন এবং পশ্চিম জাকার্তার দারুস সালাম মাদ্রাসা এবং টাঙ্গেরাং যেলার মা’হাদুত তারবিয়া আল-ইসলামিয়া পরিদর্শন করেন। এসময় তিনি প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক ও ছাত্রদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখেন।

১লা মার্চ’১৯ ২৯তম তাবলীগী ইজতেমার ২য় দিন ‘বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘের’ উদ্যোগে ‘যুবসমাবেশ’ অনুষ্ঠিত হয়। অতঃপর দীর্ঘ ৮ বছর বিরতি দিয়ে ১৯শে জুলাই’১৯ পুনরায় রাজধানীর ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন মিলনায়তনে ‘বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘের’ বার্ষিক কর্মী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে বিশিষ্ট মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বেসরকারী শিল্প ও বিনিয়োগ বিষয়ক উপদেষ্টা এবং ঢাকা-১ (দোহার-নবাবগঞ্জ) আসনের সংসদ সদস্য ও বেক্সিমকো গ্রুপ-এর ভাইস চেয়ারম্যান জনাব সালামান এফ রহমান।

১৯শে সেপ্টেম্বর’১৯ আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী মিলনায়তনে ‘যুবসংঘের’ উদ্যোগে প্রথমবারের মত ‘কেন্দ্রীয় দাঈ প্রশিক্ষণ’ অনুষ্ঠিত হয়। দু’দিন ব্যাপী প্রশিক্ষণের শেষ অধিবেশনে ‘বর্তমান দ্বন্দ্বমুখর সমাজে দাঈদের ভূমিকা’ শীর্ষক প্যানেল ডিসকাশন ও প্রশ্নোত্তর পর্ব অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্যানেলিস্ট হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মাসিক আত-তাহরীকের সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, সহকারী সম্পাদক ড. কাবীরুল ইসলাম এবং পিস টিভির আলোচক মাওলানা মুখলেছুর রহমান মাদানী। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা ও সঞ্চালনায় ছিলেন ‘যুবসংঘ’ কেন্দ্রীয় সভাপতি ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব। উল্লেখ্য যে, ১৭ যেলা থেকে মোট ৪৫ জন বাছাইকৃত ইমাম, খতীব ও দাঈগণ উক্ত প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণ শেষে প্রশিক্ষণার্থীদেরকে সনদ প্রদান করা হয়।

১৬-১৮ই অক্টোবর’১৯ সুনামগঞ্জের তাহেরপুরে ‘যুবসংঘের’ কেন্দ্রীয় উদ্যোগে প্রথমবারের মত শিক্ষা সফর অনুষ্ঠিত হয়।

৪-৫ই ডিসেম্বর’১৯ পাকিস্তানের রাজধানী ইসলামাবাদে ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক ইউনিভার্সিটির অধীনস্থ ‘দাওয়াহ একাডেমী’র আয়োজনে তৃতীয় আন্তর্জাতিক দাওয়াহ কনফারেন্সে প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ‘বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘের’ কেন্দ্রীয় সভাপতি ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব। ৪ঠা ডিসেম্বর ইসলামাবাদের ফয়হাল মসজিদ সংলগ্ন আল্লামা ইকবাল অডিটোরিয়ামে কনফারেন্সের ৩য় অধিবেশনে তিনি আরবী ভাষায় লিখিত উক্ত প্রবন্ধ পেশ করেন। যার শিরোনাম ছিল- ‘ইসলামী দাওয়াত প্রসারে

আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ-এর গৃহীত পদ্ধতি : পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ'। কনফারেন্স শেষে 'যুবসংঘ'র সভাপতি ইসলামাবাদ, গুজরাট, গুজরানওয়ালা, শিয়ালকোট ও লাহোরের বিভিন্ন মাদ্রাসা পরিদর্শন করেন এবং মারকাযী জমঈয়তে আহলেহাদীছ পাকিস্তানের সভাপতি সিনেটর সাজেদ মীর, জামা'আতে আহলেহাদীছ পাকিস্তানের আমীর আব্দুল গাফফার রৌপড্রীসহ বিশিষ্টজনদের সাথে সাক্ষাৎ করেন। দশদিন ব্যাপী সফর শেষে ১২ই ডিসেম্বর তিনি দেশে প্রত্যাবর্তন করেন।

১২-১৩ই ডিসেম্বর'১৯ কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে ২দিন ব্যাপী কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্য প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়।

২০২০ : এ বছর ২৮শে ফেব্রুয়ারী 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর উদ্যোগে দু'দিনব্যাপী ৩০তম বার্ষিক তাবলীগী ইজতেমা'২০ এর ২য় দিন 'যুবসংঘ'র উদ্যোগে 'যুবসমাবেশ' অনুষ্ঠিত হয়।

১৪ই আগস্ট'২০ রাজশাহীর নওদাপাড়ায় 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'র বার্ষিক কর্মী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। করোনার কারণে সভা-সমাবেশ নিষিদ্ধ থাকায় অনলাইনে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে বিদেশী অতিথি হিসাবে অংশগ্রহণ করেন প্রখ্যাত পাকিস্তানী বিদ্বান লণ্ডনপ্রবাসী ড. ছুহায়েব হাসান (পাকিস্তানের খ্যাতনামা আলেম মরহুম মাওলানা আব্দুল গাফফার হাসানের জ্যেষ্ঠ পুত্র), লাহোরের পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের ডীন প্রফেসর ড. হাম্মাদ লাখভী, জমঈয়তে আহলেহাদীছ পাকিস্তানের চীফ অর্গানাইজার হাফেয ইবতিসাম ইলাহী যহীর (আল্লামা ইহসান এলাহী যহীরের জ্যেষ্ঠ পুত্র), আহলেহাদীছ ইউথ ফোর্স পাকিস্তানের সভাপতি ফায়ছাল আফযাল এবং ফিলিস্তিনের গায়ার শিক্ষক ও গবেষক ড. হাসান নাছর বাযাযো প্রমুখ। দেশ ও বিদেশ থেকে কর্মী ও সুধীগণ জুম এ্যাপসের মাধ্যমে উক্ত সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন।

২৮শে আগস্ট'২০ কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে 'যুবসংঘ'র কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্যদের পরামর্শক্রমে 'যুবসংঘ'র ২০২০-২০২২ সেশনের সভাপতি হিসাবে ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ হাকিব (২য় বার) ও সাধারণ সম্পাদক হিসাবে আবুল কালাম (জয়পুরহাট)-কে মনোনীত করা হয়।

২০২১ : ১০ ও ১১ই ডিসেম্বর'২০ এবং ৭ ও ৮ই জানুয়ারী'২১ দুই দফায় ২দিন ব্যাপী যেলা দায়িত্বশীল প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। এতে সারা দেশ থেকে ২১৫ জন দায়িত্বশীল অংশগ্রহণ করেন। করোনার কারণে মাঠপর্যায়ে সাংগঠনিক কাজ কিছুটা ব্যাহত হয়। ১৯ ও ২০শে আগস্ট'২১ ২দিন ব্যাপী এক অনলাইন কর্মী প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। ৯ই সেপ্টেম্বর'২১ কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'র বার্ষিক কর্মী সম্মেলন ২০২১ অনুষ্ঠিত হয়। ৯-১০ই ডিসেম্বর'২১ 'যুবসংঘ'র উদ্যোগে আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী মিলনায়তনে ২দিন ব্যাপী 'অগ্রসর কর্মী ও কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্য প্রশিক্ষণ' অনুষ্ঠিত হয়।

২০২২ : এ বছর ১১ই মার্চ ৩২তম তাবলীগী ইজতেমা ২০২২-এর ২য় দিন ‘যুবসংঘের’ উদ্যোগে আয়োজিত হয় যুবসমাবেশ। ‘যুবসংঘের’ বিভিন্ন স্তরের বিপুল সংখ্যক কর্মী ও সুধীমণ্ডলী অংশগ্রহণ করেন। বাদ মাগরিব ‘যুবসংঘের’ কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে ‘যুবসংঘের’ সাবেক কেন্দ্রীয় দায়িত্বশীল পুনর্মিলনী বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এতে বিভিন্ন সেশনে দায়িত্ব পালনকারী ‘যুবসংঘের’ সাবেক কেন্দ্রীয় দায়িত্বশীলগণের পারস্পরিক পরিচিতির পর সাংগঠনিক অগ্রগতি বিষয়ক আলোচনা উপস্থাপিত হয়।

১৭ই জুন রাজধানীর ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন মিলনায়তনে ‘বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘের’ বার্ষিক কর্মী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। নানা প্রশাসনিক বাধা সত্ত্বেও সফলতার সাথে সম্মেলনটি অনুষ্ঠিত হয়। এতে অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বেসরকারী শিল্প ও বিনিয়োগ বিষয়ক উপদেষ্টা ও ঢাকা-১ (দোহার-নবাবগঞ্জ) আসনের সংসদ সদস্য এবং বেক্সিমকো গ্রুপের ভাইস চেয়ারম্যান সালমান এফ রহমান।

২৩শে জুন ‘বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘের’ কেন্দ্রীয় সভাপতি ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব ও সাধারণ সম্পাদক আবুল কালাম পবিত্র হজ্জবৃত ১৪৪৩ হি. পালনের উদ্দেশ্যে সউদী আরব গমন করেন। সফরকালে তারা মক্কা ও মদীনায় বিভিন্ন সাংগঠনিক ও দাওয়াতী কর্মসূচীতে অংশগ্রহণ করেন। অতঃপর দীর্ঘ ৩৬ দিনের সফর শেষে ৩০শে জুলাই’২২ তারা দেশে প্রত্যাবর্তন করেন।

২৫শে আগস্ট’২২ কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে ‘যুবসংঘের’ কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্যদের পরামর্শক্রমে ২০২২-২০২৪ সেশনের জন্য মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলামকে ‘যুবসংঘের’ কেন্দ্রীয় সভাপতি এবং মুহাম্মাদ আবুল কালামকে সাধারণ সম্পাদক (২য় বার) মনোনীত করা হয়।

**উপসংহার :** নানা চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে সংগঠনের বয়স আল্লাহর অশেষ রহমতে প্রায় অর্ধশত বছর হ’তে চললো। ১৯৮৯ সালের ২১শে জুলাই ‘সম্পর্কহীনতা’ ঘোষণার ফিৎনা, ২০০১ সালের ‘তাওহীদ ট্রাস্ট’ ফিৎনা, ২০০৫ সালের জঙ্গীবাদ ফিৎনা, ২০০৯ সালের ‘ইনছাফ পার্টি’ ফিৎনা এবং ২০১৬ সালের ‘মাল ও মর্যাদা’র ফিৎনার মত বিপর্যয়কর কয়েকটি দীর্ঘস্থায়ী আঘাত সামলে ‘বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ’ মুহতারাম আমীরে জামা‘আত প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিবের নেতৃত্বে তার সাংগঠনিক নীতিমালা অনুযায়ী অদ্যাবধি অবিচল আস্থা নিয়ে দাওয়াতী কাজ অব্যাহত রেখেছে আলহামদুলিল্লাহ। সুসংগঠিত কর্মীবাহিনী দ্বারা বাংলাদেশ সহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে কুরআন ও ছহীহ সুন্যাহর দাওয়াত পরিচালিত হচ্ছে। ‘বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ’ এদেশে ইসলামের পূর্ণাঙ্গ বিজয় দেখতে চায়। অতএব বাধা যতই আসুক না কেন, যুবসংঘ-এর একজন সচেতন কর্মী জীবিত থাকা পর্যন্ত ইখলাছ ও ইন্তিকামাতের সাথে অভাবেই এ সংগঠন অহিভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য কার্যক্রম চালিয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ আমাদেরকে তাঁর দ্বীনের খাঁটি মুজাহিদ হিসাবে কবুল করুন এবং তাঁর চিরকাংখিত জান্নাতুল ফেরদাউসের জন্য মনোনীত করুন- আমীন!



# মহাশ্ৰুপ্ত প্রতিবেদন



## আহলেহাদীছ আন্দোলনের প্রয়োজন কেন?

নিজেদের রচিত অসংখ্য মাযহাব-মতবাদ,  
ইযম ও তরীক্বার বেড়াজালে আবেষ্টিত  
মানব সমাজকে আল্লাহ প্রদত্ত ও  
রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) প্রদর্শিত অভ্রান্ত সত্যের  
পথে পরিচালনার জন্যই আহলেহাদীছ  
আন্দোলনের প্রয়োজন।

## বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন (২০১৩-২০২২)

১৯৭৮ সালের ৫ই ফেব্রুয়ারী (বাংলা ১৩৮৫ ও হিজরী ১৩৯৮) রোজ রবিবার ৭৮, উত্তর যাত্রাবাড়ীস্থ মাদাসা মুহাম্মাদীয়া আরাবিয়ার মসজিদে এক যুব সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ‘বাংলাদেশ জমঈয়েতে আহলে হাদীস’-এর তৎকালীন সাধারণ সম্পাদক জনাব আব্দুর রহমান বি.এ.বি.টি। উক্ত সমাবেশে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের তৎকালীন কৃতি ছাত্র জনাব মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিবকে আহ্বায়ক করে ৩৪ সদস্য বিশিষ্ট একটি আহ্বায়ক কমিটি গঠন করা হয়। শুরু হয় ‘বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ’-এর পদযাত্রা।

সর্বস্তরের তরুণ ছাত্র ও যুবকদের মধ্যে ‘বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ’-এর দাওয়াত পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে দীপ্ত শপথ নিয়ে সংগঠনটি বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা শুরু করে। ফলে বর্তমানে সমাজের মানুষের মধ্যে আকীদা ও আমলের আমূল পরিবর্তনের ছাপ লক্ষ্য করা যাচ্ছে। ফালিল্লাহিল হামদ!

বর্তমানে যুবসংঘ মোট ৭৪টি সাংগঠনিক যেলা, ১১৬টি উপযেলা, ১৫৭টি এলাকা এবং ৮৮৮টি শাখা নিয়ে সারাদেশে তার কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এছাড়া বর্তমানে সংগঠনে মোট প্রাথমিক সদস্য ১১,০৩৮ জন, কর্মী ৭৪৫ জন এবং কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্য ৮৮ জন।

১৯৭৮-২০১২ সাল পর্যন্ত ‘যুবসংঘ’ের এই দাওয়াতী মিশনের সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন ২০১৩ সালে প্রকাশিত ‘স্মারকগ্রন্থ-১’-এ বর্ণনা করা হয়েছে। অত্র ‘স্মারকগ্রন্থ-২’-এ ২০১৩-২০২২ সাল পর্যন্ত সাংগঠনিক কার্যক্রমের সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন পেশ করা হ’ল।

### যুবসমাবেশ-২০১৩

নওদাপাড়া, রাজশাহী, ১লা মার্চ ১৩, শুক্রবার : ২৩তম জাতীয় তাবলীগী ইজতেমা ২০১৩ এর ২য় দিন বেলা সাড়ে ১০-টায় প্রস্তাবিত দারুলহাদীছ বিশ্ববিদ্যালয় (প্রাঃ) জামে মসজিদ প্রাঙ্গণে পৃথক প্যাঞ্জেলে ‘বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ’-এর উদ্যোগে যুবসমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সম্মেলনে স্বাগত ভাষণ প্রদান করেন ‘বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ’-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব। ‘যুবসংঘ’ের কেন্দ্রীয় সভাপতি মুযাফফর বিন মুহসিনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে প্রধান অতিথির ভাষণে ‘আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ’-এর মুহতারাম আমীরে জামা’আত প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব বলেন, ‘যুবসমাজকে পরিপূর্ণভাবে ইসলামে দাখিল হ’তে হবে। ইসলাম ও কুফর উভয়ের মিশ্রণে যে জীবনব্যবস্থা আজ সৃষ্টি হয়েছে, তা থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। তিনি যুবকদের উদ্দেশ্যে বলেন, মুক্তিযুদ্ধের চেতনার নামে কোথায় চলেছ তোমরা? মুক্তিযুদ্ধ কর জাহান্নাম থেকে মুক্তির জন্য, জান্নাত হারানোর জন্য যুদ্ধ করো না’।



তিনি সমাজ সংস্কার আন্দোলনে ঐক্যবদ্ধ ভূমিকা পালনের জন্য আলেম সমাজের প্রতি আহ্বান জানান।

সমাবেশে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন ‘আন্দোলন’-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক নূরুল ইসলাম, সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম, প্রচার ও প্রশিক্ষণ সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, যুববিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক মুহাম্মাদ আমীনুল ইসলাম, ‘যুবসংঘ’র সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম, সহ-সভাপতি অধ্যাপক আকবার হোসাইন প্রমুখ। অনুষ্ঠান সঞ্চালক ছিলেন ‘যুবসংঘ’র কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি নূরুল ইসলাম। বিপুল সংখ্যক যুবক ও সুধীমণ্ডলী এই প্রাণবন্ত সমাবেশে অংশগ্রহণ করেন।

### কেন্দ্রীয় সভাপতির মাসব্যাপী ভারত সফর

‘বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ’-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি মুযাফফর বিন মুহসিন গত ৭ই মার্চ ১৩ পীস টিভির প্রোগ্রাম রেকর্ডিং এবং পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন যেলায় দাওয়াতী সফরের উদ্দেশ্যে ভারত গমন করেন। সফরের বিভিন্ন পর্যায়ে তিনি দিল্লী, উত্তর প্রদেশ ও পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন আহলেহাদীছ মাদ্রাসা ও সাংগঠনিক অফিসসমূহ পরিদর্শন করেন। এ সময় তিনি মাওলানা ছালাহুদ্দীন মাক্ছুবুল ইউসুফ, মাওলানা মাহফুযুর রহমান, মাওলানা আব্দুল্লাহ সালাফীসহ ভারতের বেশ কয়েকজন খ্যাতনামা আহলেহাদীছ ওলামায়ে কেরামের সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। এছাড়াও ভারতের বিখ্যাত আহলেহাদীছ মাদ্রাসা জামে‘আ সালাফিয়া বানারাস, জামে‘আ ফয়যে আম, মউ-সহ বিভিন্ন মাদ্রাসার শিক্ষক ও ছাত্রদের সাথে তার মতবিনিময় হয়। সফরের শেষ পর্যায়ে মালদা, নদীয়া, কলকাতা ও মেটিয়াবুরগেজে সেদেশের আহলেহাদীছ যুব সংগঠনের নেতৃবৃন্দের আমন্ত্রণে কয়েকটি সাংগঠনিক বৈঠক ও প্রশিক্ষণেও অংশগ্রহণ করেন। মাসব্যাপী সফর শেষে তিনি ১২ই এপ্রিল দেশে প্রত্যাবর্তন করেন।

### শাপলা চত্বরে আলেম-ওলামাদের ওপর পুলিশী নির্যাতনের তীব্র নিন্দা

নওদাপাড়া, রাজশাহী, ৭ই মে ১৩, মঙ্গলবার : ‘বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ’-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি মুযাফফর বিন মুহসিন ও সাধারণ সম্পাদক আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব এক বিবৃতিতে ১৩ দফা দাবী আদায়ের জন্য আহূত হেফাজতে ইসলামের কর্মসূচিতে ক্ষমতাসীন সরকারের বর্বরোচিত হামলার তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন। তারা বলেন, এ দেশের আপামর ধর্মপ্রাণ জনতার প্রাণের দাবীকে অগ্রাহ্য করে এবং ইসলামী আইন ও বিধানের প্রতি তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে বর্তমান সরকার জনমনে যে ক্ষোভের সঞ্চার করেছিল, তারই স্বতঃস্ফূর্ত বহিঃপ্রকাশ ঘটেছিল শাপলা চত্বরে। এই শান্তিপূর্ণ গণ আন্দোলনকে দমন করার জন্য সরকার দিনব্যাপী সাধারণ মানুষের উপর যে প্রাণঘাতী মারণাস্ত্রের ব্যবহার করেছে এবং সবশেষে ঘুমন্ত, নিরস্ত্র আলেম-ওলামার প্রতি যে রক্তাক্ত আগ্রাসন ও নারকীয় হত্যাকাণ্ড চালিয়েছে, তা রীতিমত পৈশাচিক। তারা বলেন, এই নির্মম যুলুমের দায়ভার সরকারকেই বহন করতে হবে। তারা এ ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত দাবী করেন এবং এর জন্য দায়ী ব্যক্তিদের শাস্তি নিশ্চিত

করতঃ অবিলম্বে ইসলামপ্রিয় জনতার গণদাবীকে মেনে নেয়ার জন্য সরকারের প্রতি জোর দাবী জানান। প্রেস বিজ্ঞপ্তি।

### কর্মী প্রশিক্ষণ-২০১৩

**রাজশাহী, ১২ ও ১৩ই মে'১৩, বুধ ও বৃহস্পতিবার :** গত ১২ ও ১৩ই মে বুধ ও বৃহস্পতিবার আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহীতে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে দু'দিনব্যাপী কর্মী প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। সারাদেশ থেকে বিভিন্ন যেলার কর্মীরা এতে অংশগ্রহণ করেন। দু'দিনব্যাপী প্রশিক্ষণের উদ্বোধন করেন 'যুবসংঘের' কেন্দ্রীয় সভাপতি মুযাফফর বিন মুহসিন। অতঃপর বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান করেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার ও প্রশিক্ষণ সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, দফতর ও যুববিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক আমীনুল ইসলাম, 'আন্দোলন'-এর শূরা সদস্য ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী নওদাপাড়া রাজশাহীর অধ্যক্ষ মাওলানা আব্দুর রায়যাক বিন ইউসুফ, মুহাদ্দিছ মাওলানা আব্দুল খালেক সালাফী, 'যুবসংঘের' কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি নূরুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব প্রমুখ। বুধবার বাদ ফজর থেকে শুরু হয়ে বৃহস্পতিবার যোহর পর্যন্ত প্রশিক্ষণ চলে।

সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব।

### যুবসমাবেশ-২০১৪

**নওদাপাড়া, রাজশাহী, ১লা মার্চ'১৪, শনিবার :** 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর ২৪তম তাবলীগী ইজতেমা ২০১৪-এর দ্বিতীয় দিন সকাল সাড়ে ১০-টায় প্রস্তাবিত দারুলহাদীছ বিশ্ববিদ্যালয় (প্রাঃ) জামে মসজিদ প্রাঙ্গণে পৃথক প্যাওলে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর উদ্যোগে 'যুবসমাবেশ' অনুষ্ঠিত হয়। 'যুবসংঘের' কেন্দ্রীয় সভাপতি মুযাফফর বিন মুহসিনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে প্রধান অতিথির ভাষণে মুহতারাম আমীরে জামা'আত প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব বলেন, 'সমাজ পরিবর্তনের যে লক্ষ্য নিয়ে 'আহলেহাদীছ যুবসংঘ' প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল, তা পূরণ করতে গেলে সর্বাত্মে নিজেদের পরিবর্তন করতে হবে। কেননা আল্লাহ ঐ জাতির অবস্থা পরিবর্তন করেন না, যতক্ষণ না তারা নিজেরা নিজেদের অবস্থা পরিবর্তন করে'। তিনি সবাইকে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য স্ব স্ব দায়িত্ব যথাযথভাবে পালনের আহ্বান জানান।

সমাবেশে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর নয়রুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক নূরুল ইসলাম, সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম, প্রচার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, যুববিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক মুহাম্মাদ আমীনুল ইসলাম, প্রশিক্ষণ সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম, 'যুবসংঘের' সাবেক কেন্দ্রীয় ভারপ্রাপ্ত সভাপতি অধ্যাপক শেখ রফীকুল ইসলাম, সহ-সভাপতি অধ্যাপক আকবার

হোসাইন প্রমুখ। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন ‘যুবসংঘ’র কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি নূরুল ইসলাম। বিপুল সংখ্যক যুবক ও সুধীমণ্ডলী এই প্রাণবন্ত সমাবেশে অংশগ্রহণ করেন।

### বার্ষিক কর্মী সম্মেলন-২০১৪

**নওদাপাড়া, রাজশাহী, ১১ই এপ্রিল’১৪, শুক্রবার :** গত ১১ই এপ্রিল, শুক্রবার সকাল ৮-টায় ‘বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ’-এর উদ্যোগে আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী নওদাপাড়া, রাজশাহীর প্রস্তাবিত দারুল হাদীছ বিশ্ববিদ্যালয় (প্রাঃ) জামে মসজিদ প্রাঙ্গণে কর্মী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সম্মেলনে স্বাগত ভাষণ প্রদান করেন ‘বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ’-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক ইমামুদ্দীন বিন আব্দুল বাছীর। ‘যুবসংঘ’র কেন্দ্রীয় সভাপতি মুযাফফর বিন মুহসিনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে প্রধান অতিথির ভাষণে মুহতারাম আমীরে জামা’আত প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব বলেন, ‘আদর্শ যুবশক্তিই সমাজ পরিবর্তনের মূল নিয়ামক। তারা দেশ ও জাতির মেরুদণ্ড। অথচ সেই যুবশক্তিকে দেশের শত্রুরা আল্লাহর পথ থেকে সরিয়ে ভুল পথে পরিচালিত করছে। অতএব এ ব্যাপারে ‘যুবসংঘ’র প্রত্যেক কর্মীকে রাসূল (ছাঃ)-এর একনিষ্ঠ অনুসারী হয়ে এসব বিভ্রান্ত তরঙ্গদেবকে প্রকৃত ইসলামের দিকে ফিরিয়ে আনার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাতে হবে’।

সম্মেলনে বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সউদী আরবের দাম্মাম ইসলামিক সেন্টারের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ বিভাগের সাবেক পরিচালক শায়খ জাফর আব্দুল্লাহ ফায়েয (মালদ্বীপ)। তিনি তাঁর বক্তব্যে যুবকদের উদ্দেশ্যে বলেন, আমাদের যুবকদেরকে দ্বীনের বিস্কন্ধ জ্ঞানে আলোকিত হ’তে হবে। এজন্য তাদেরকে যাবতীয় পাপ ও অশ্লীলতা থেকে বিরত থাকতে হবে। তিনি উপস্থিত সকলকে দ্বীনের পথে দৃঢ় থাকার আহ্বান জানান। সম্মানিত বিশেষ অতিথির আরবীতে প্রদত্ত বক্তৃতা অনুবাদ করেন মাওলানা আমানুল্লাহ বিন ইসমাঈল।

সম্মেলনে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন ‘আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ’-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক নূরুল ইসলাম, সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম, প্রচার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, দফতর ও যুববিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক আমীনুল ইসলামসহ ‘যুবসংঘ’র বিভিন্ন পর্যায়ের দায়িত্বশীলবৃন্দ। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন ‘যুবসংঘ’র কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি নূরুল ইসলাম। উক্ত সম্মেলনে সরকারের নিকট ১১ দফা দাবী পেশ করা হয়।

**আসাম জমঈয়েতে আহলেহাদীছের কোষাধ্যক্ষ-এর আগমন :** মুহতারাম আমীরে জামা’আতকে তাঁদের প্রাদেশিক সম্মেলনে দাওয়াত প্রদানের চিঠি নিয়ে এদিন আগমন করেন আসাম জমঈয়েতে আহলেহাদীছ-এর কোষাধ্যক্ষ মাওলানা মীযানুর রহমান। মারকায জামে মসজিদে অনুষ্ঠিত ‘আন্দোলন’ ও ‘যুবসংঘ’র যৌথ সম্মেলনে প্রদত্ত সংক্ষিপ্ত ভাষণে তিনি বলেন, আপনাদের এই সুন্দর সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা দেখে আমি অভিভূত হয়েছি। আমাদের দেশে এত সুন্দর ও স্বাধীন পরিবেশ নেই। এখানকার অভিজ্ঞতা আমি স্বদেশে কাজে লাগানোর চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ। তিনি সবাইকে তাঁর প্রাদেশিক সংগঠনের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জানান।

### কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সম্মেলন ২০১৪

নওদাপাড়া, রাজশাহী, ২৮শে আগস্ট'১৪, বৃহস্পতিবার : অদ্য বাদ মাগরিব রাজশাহী মহাগরীর নওদাপাড়াস্থ কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে 'যুবসংঘ'র কেন্দ্রীয় সভাপতি মুযাফফর বিন মুহসিনের সভাপতিত্বে কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম দিন বাদ মাগরিব শুরু হয়ে রাত ১২-টা পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। পরদিন সকাল ১০-টায় মারকাযের পূর্ব পার্শ্বস্থ মসজিদে সমাপনী অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অধিবেশনে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মুহতারাম আমীরে জামা'আত প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব এবং বিশেষ অতিথি ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় দফতর ও যুববিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক আমীনুল ইসলাম। সমবেত কাউন্সিল সদস্যদের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত ভাষণে মুহতারাম আমীরে জামা'আত বলেন, পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে সমাজ সংস্কারের কঠিন ব্রত নিয়ে 'যুবসংঘ' প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল। আজও সে অভীষ্ট লক্ষ্য পথে এগিয়ে চলেছে দৃঢ় পদক্ষেপে। তোমাদের নেতৃত্বে এ দেশের তরুণ সমাজ ইসলামঙ্গী কুরবানীতে উদ্বুদ্ধ হোক, আল্লাহর নিকট আমরা সেই প্রার্থনা করি। অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্যদের পরামর্শের ভিত্তিতে ২০১৪-১৬ সেশনের জন্য 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় কমিটি পুনর্গঠন করা হয়। নবগঠিত কমিটির সভাপতি হিসাবে আব্দুর রশীদ আখতার (কুষ্টিয়া) এবং সাধারণ সম্পাদক হিসাবে আরীফুল ইসলাম (চাঁপাইনবাবগঞ্জ)-কে মনোনীত করা হয়।

### দু'দিন ব্যাপী যেলা কর্মপরিষদ সদস্য প্রশিক্ষণ-২০১৫

নওদাপাড়া, রাজশাহী, ১২ ও ১৩ই মার্চ'১৫, বৃহস্পতি ও শুক্রবার : অদ্য ১২ই ও ১৩ই মার্চ বৃহস্পতিবার ও শুক্রবার এবং ৭ই ও ৮ই মে যথাক্রমে বৃহস্পতিবার ও শুক্রবার বাদ ফজর হ'তে জুম'আ পর্যন্ত 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে দু'দফায় দু'দিন ব্যাপী যেলা কর্মপরিষদ সদস্য প্রশিক্ষণ ২০১৫ অনুষ্ঠিত হয়। 'যুবসংঘ'র কেন্দ্রীয় সভাপতি আব্দুর রশীদ আখতারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মুহতারাম আমীরে জামা'আত প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল- গালিব। উক্ত প্রশিক্ষণে পূর্ব নির্ধারিত বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ'র কেন্দ্রীয় দায়িত্বশীলবৃন্দ। উল্লেখ্য যে, উক্ত প্রশিক্ষণের প্রথম দফায় দ্বিতীয় দিন ১৩ই মার্চ শুক্রবার জুম'আর পূর্বে 'যুবসংঘ'র সদ্য সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি মুযাফফর বিন মুহসিন যোগদান করেন। তিনি গত নভেম্বর রোজ শুক্রবার ঢাকার মুহাম্মাদপুরস্থ আল-আমীন জামে মসজিদ থেকে 'চ্যানেল আই'-এর উপস্থাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম ফারুকী হত্যা মামলায় সন্দেহভাজনভাবে গ্রেফতার হন। অতঃপর দীর্ঘ ৪ মাস ২ দিন কারাভোগের পর গত ৮ই মার্চ তিনি যামিনে মুক্তি লাভ করেন। তিনি উক্ত অনুষ্ঠানে জেলখানার স্মৃতিচারণ করেন এবং সকলকে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন'-এর দাওয়াতকে বিশ্বময় ছড়িয়ে দেওয়ার উদাত্ত আহ্বান জানান।

### যুবসমাবেশ-২০১৫

নওদাপাড়া, রাজশাহী, ২৭শে মার্চ '১৫, শুক্রবার : অদ্য বেলা সাড়ে ১০-টায় ২৫তম তাবলীগী ইজতেমা ২০১৫-এর ২য় দিন প্রস্তাবিত দারুলহাদীছ বিশ্ববিদ্যালয় (প্রাঃ) জামে মসজিদ প্রাঙ্গনে পৃথক প্যাণ্ডেলে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' কর্তৃক 'যুবসমাবেশ' অনুষ্ঠিত হয়। 'যুবসংঘ'র কেন্দ্রীয় সভাপতি আব্দুর রশীদ আখতারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মুহতারাম আমীরে জামা'আত প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব। তিনি তার ভাষণে বলেন, 'জাহেলিয়াতে ভরা সমাজকে পরিবর্তনের জন্য চাই তাওহীদের আলোই আলোকিত দৃঢ়কল্প একদল যুবক। যারা ইমারতের অধীনে সীসাঢালা প্রাচীরের ন্যায় ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করে যাবে। তিনি বলেন, ইমারতের প্রতি ভালবাসা ও আল্লাহর নামে আনুগত্যের দৃঢ় অঙ্গীকার ব্যতীত ইসলামী সংগঠন কয়েম হয় না'।

অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন, 'আন্দোলন'র কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক নূরুল ইসলাম, সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম, যুববিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক আমীনুল ইসলাম, প্রচার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য অধ্যাপক জালালুদ্দীন, অধ্যাপক শেখ রফীকুল ইসলাম, 'যুবসংঘ'র সাবেক কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি অধ্যাপক আকবার হোসাইন, সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম, সদ্য সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি মুযাফফর বিন মুহসিন প্রমুখ। অনুষ্ঠানে সঞ্চালকের দায়িত্ব পালন করেন 'যুবসংঘ'র কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক আরীফুল ইসলাম।

### কর্মী সম্মেলন-২০১৫

নওদাপাড়া, রাজশাহী ১৮ই ডিসেম্বর '১৫, শুক্রবার : অদ্য সকাল ৯-টায় রাজশাহী মহানগরীর নওদাপাড়াস্থ আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী কমপ্লেক্স-এর পশ্চিম পার্শ্বস্থ ময়দানে 'যুবসংঘ'র বার্ষিক কর্মী সম্মেলন ২০১৫ অনুষ্ঠিত হয়। কেন্দ্রীয় সভাপতি আব্দুর রশীদ আখতারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মুহতারাম আমীরে জামা'আত প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব। প্রধান অতিথি মহোদয় তার ভাষণে যুবকদেরকে আছহাবে কাহফের মত দৃঢ়চিত্ত হওয়া উপদেশ দিয়ে বলেন, 'আছহাবে কাহফের যুবকরা তাদের জীবদ্দশায় সমাজ পরিবর্তন করতে পারেনি। কিন্তু দীর্ঘ তিনশ' বছরের নিন্দা শেষে জেগে উঠে তারা দেখতে পেয়েছিল যে, পুরা সমাজ ও রাষ্ট্র তাদেরই মত তাওহীদপন্থী হয়ে গিয়েছে। আজও জাহেলী শ্রোতের উল্টা চলার মত দৃঢ়চিত্ত আল্লাহভীরু যুবশক্তির মাধ্যমেই সমাজ পরিবর্তন করা সম্ভব যদি আল্লাহ চাহেন'। তিনি যুবশক্তির প্রতি নৈতিকভাবে বলিয়ান হওয়ার জন্য নিয়মিত নফল ইবাদতসমূহে অভ্যস্ত হওয়ার আহ্বান জানান।

উক্ত সম্মেলনে বিশেষ অতিথি হিসাবে বক্তব্য রাখেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম, সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম, প্রচার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, 'যুবসংঘ'র সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি মুযাফফর বিন মুহসিন প্রমুখ।

সম্মেলনে ‘তৃণমূল পর্যায়ে জনমত গঠনে সংগঠনের ভূমিকা’ বিষয়ে বক্তব্য প্রতियোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। প্রতियোগিতায় ১ম, ২য়, ও ৩য় স্থান অধিকার করেন যথাক্রমে কুমিল্লা যেলা ‘যুবসংঘে’র সাধারণ সম্পাদক আহমাদুল্লাহ, রংপুর ফেলা সভাপতি শিহাবুদ্দীন আহমাদ, গাযীপুর যেলা সভাপতি হাতেম বিন পারভেজ। এছাড়া শ্রেষ্ঠ যেলা জয়পুরহাট, শ্রেষ্ঠ সভাপতি শামীম আহমাদ (সিরাজগঞ্জ), শ্রেষ্ঠ সাধারণ সম্পাদক আহমাদুল্লাহ (কুমিল্লা), শ্রেষ্ঠ সংগঠক মুস্তাফীযুর রহমান সোহেল (নারায়ণগঞ্জ) নির্বাচিত ও পুরস্কৃত হন। অনুষ্ঠানের স্বাগত বক্তব্য পেশ করেন ‘যুবসংঘে’র কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক আরীফুল ইসলাম।

### যুবসমাবেশ-২০১৬

নওদাপাড়া, রাজশাহী, ২৬শে ফেব্রুয়ারী’১৬, শুক্রবার : ২৬তম জাতীয় ইজতেমা ২০১৬ এর ২য় দিন সকাল ১০-টায় প্রস্তাবিত দারুলহাদীছ বিশ্ববিদ্যালয় (প্রাঃ) জামে মসজিদ প্রাঙ্গণে পৃথক প্যাণ্ডেলে ‘যুবসংঘে’র উদ্যোগে ‘যুবসমাবেশ’ অনুষ্ঠিত হয় ‘যুবসংঘে’র কেন্দ্রীয় সভাপতি আব্দুর রশীদ আখতারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে প্রধান অতিথির ভাষণে মুহতারাম আমীরে জামা’আত বলেন, ‘১৯৭৪ সালে খুলনায় ‘আঞ্জুমানে শুক্কানে আহলেহাদীছ’ এবং ১৯৭৮ সালে ঢাকায় ‘বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ’ কায়েমের সূচনা থেকে এযাবৎ আমাদের একটাই লক্ষ্য, তরুণদের ফিরক্বা নাজিয়াহর অনুসারী করে গড়ে তোলা। এ পথে দৃঢ় থাকা বড়ই কঠিন। কিন্তু জান্নাত পিয়াসীদের জন্য খুবই সহজ। তিনি ‘আহলেহাদীছ যুবসংঘে’র ঘোষিত লক্ষ্য হাছিলে সকলকে দৃঢ় থাকার আহ্বান জানান।

সমাবেশে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন, ‘আন্দোলন’-এর সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম, সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম, দফতর ও যুববিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক মুহাম্মাদ আমীনুল ইসলাম, প্রচার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, প্রশিক্ষণ সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম প্রমুখ। স্বাগত ভাষণ দেন ‘যুবসংঘে’র কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আরীফুল ইসলাম। অনুষ্ঠানের সঞ্চালক ছিলেন ‘যুবসংঘে’র কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি জামীলুর রহমান। সমাবেশে বিপুল সংখ্যক কর্মী ও সুধীমণ্ডলী অংশগ্রহণ করেন।

### কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্য সম্মেলন-২০১৬

নওদাপাড়া, রাজশাহী, ২৫শে আগস্ট’১৬, বৃহস্পতিবার : অদ্য বাদ এশা ‘বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে’-এর কেন্দ্রীয় কার্যালয় নওদাপাড়া, রাজশাহীতে কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ‘যুবসংঘে’র কেন্দ্রীয় সভাপতি আব্দুর রশীদ আখতারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ‘যুবসংঘে’র প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান পৃষ্ঠপোষক মুহতারাম আমীরে জামা’আত প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ‘আন্দোলন’-এর কেন্দ্রীয় যুববিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক আমীনুল ইসলাম। সম্মেলনে কাউন্সিল সদস্যদের পরামর্শের ভিত্তিতে ‘যুবসংঘে’র ২০১৬-২০১৮ সেশনের সভাপতি হিসাবে আব্দুর রশীদ আখতার (কুষ্টিয়া) মনোনীত হন। অতঃপর মুস্তাক্বীম আহমাদ (রাজশাহী)-কে সাধারণ সম্পাদক করে পূর্ণাঙ্গ কমিটি ঘোষণা করা হয়।

### যুবসমাবেশ-২০১৭

নওদাপাড়া, রাজশাহী, ২৪শে ফেব্রুয়ারী'১৭, শুক্রবার : ২৭তম তাবলীগী ইজতেমার ২য় দিন সকাল ১০-টায় প্রস্তাবিত দারুলহাদীছ বিশ্ববিদ্যালয় (প্রাঃ) জামে মসজিদ প্রাঙ্গণে পৃথক প্যাঞ্জেলে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর উদ্যোগে 'যুবসমাবেশ' অনুষ্ঠিত হয়। 'যুবসংঘ'র কেন্দ্রীয় সভাপতি আব্দুর রশীদ আখতারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে প্রধান অতিথির ভাষণে মুহতারাম আমীরে জামা'আত প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব বলেন, 'লক্ষ্যে দৃঢ়তা ও কর্মে একনিষ্ঠতা ব্যতীত কোন উদ্দেশ্যই সফলকাম হয় না। তাই 'যুবসংঘ'র কর্মীদের প্রতি আমাদের একটাই মাত্র উপদেশ, আপনারা সংগঠনের লক্ষ্য পূরণে অবিচল ও একনিষ্ঠ থাকুন'।

সমাবেশে অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন, 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম, দফতর ও যুববিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক মুহাম্মাদ আমীনুল ইসলাম, শূরা সদস্য অধ্যাপক শেখ রফীকুল ইসলাম ও পাবনা যেলা 'আন্দোলন'-এর প্রবীণ উপদেষ্টা জনাব মুহাম্মাদ রবীউল ইসলাম এবং 'যুবসংঘ'র বিভিন্ন যেলা দায়িত্বশীলবৃন্দ। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন 'যুবসংঘ'র কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক আবুল কালাম। সমাবেশে বিপুল সংখ্যক কর্মী ও সুধী অংশগ্রহণ করেন।

### কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্য প্রশিক্ষণ-২০১৭

নওদাপাড়া, রাজশাহী, ১২-১৪ই এপ্রিল'১৭, বুধবার-শুক্রবার : অদ্য বাদ ফজর 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর উদ্যোগে আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী নওদাপাড়া, রাজশাহীর পূর্ব পার্শ্বস্থ ভবনে ৩ দিন ব্যাপী কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্য প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। 'যুবসংঘ'র কেন্দ্রীয় সভাপতি আব্দুর রশীদ আখতারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মুহতারাম আমীরে জামা'আত প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব। প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'র কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম, প্রচার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, দফতর ও যুববিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক আমীনুল ইসলাম, প্রশিক্ষণ সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম, সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক দুররুল হুদা, 'যুবসংঘ'র কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক আবুল বাশার আব্দুল্লাহ, সাবেক কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি নূরুল ইসলাম প্রমুখ। প্রশিক্ষণে সঞ্চালক ছিলেন 'যুবসংঘ'র কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক আবুল কালাম।

### যেলা কর্মপরিষদ প্রশিক্ষণ-২০১৭

নওদাপাড়া, রাজশাহী : গত ১৩ই জুলাই'১৭ বৃহস্পতিবার বাদ ফজর 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর উদ্যোগে আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী কমপ্লেক্স-এর পূর্ব পার্শ্বস্থ মিলনায়তনে ঢাকা, চট্টগ্রাম ও রাজশাহী বিভাগের যেলা দায়িত্বশীলদেরকে নিয়ে দু'দিনব্যাপী যেলা কর্মপরিষদ প্রশিক্ষণ ১ম পর্ব এবং ১৪ই সেপ্টেম্বর'১৭, বৃহস্পতিবার খুলনা, সিলেট, বরিশাল ও ময়মনসিংহ বিভাগের

যেলাসমূহের দায়িত্বশীলদেরকে নিয়ে ২য় পর্বের প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। ‘যুবসংঘে’র কেন্দ্রীয় সভাপতি আব্দুর রশীদ আখতারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মুহতারাম আমীরে জামা‘আত প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব। পূর্ব নির্ধারিত বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করেন ‘আন্দোলন’-এর কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম, কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম, অর্থ সম্পাদক বাহারুল ইসলাম, দফতর ও যুববিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক আমীনুল ইসলাম, প্রচার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন ‘যুবসংঘে’র কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মুস্তাক্কীম আহমাদ, প্রচার সম্পাদক আবুল বাশার আব্দুল্লাহ, প্রশিক্ষণ সম্পাদক আবুল কালাম, ছাত্র বিষয়ক সম্পাদক ইহসান ইলাহী যহীর, সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক মুখতারুল ইসলাম, ‘সোনামণি’র কেন্দ্রীয় পরিচালক আব্দুল হালীম ও আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী নওদাপাড়া, রাজশাহীরা ভাইস-প্রিন্সিপ্যাল ড. নূরুল ইসলাম প্রমুখ।

### কর্মী সম্মেলন-২০১৭

নওদাপাড়া, রাজশাহী, ২০শে অক্টোবর’১৭, শুক্রবার : অদ্য সকাল ৯-টায় আল মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী কমপ্লেক্স-এর পশ্চিম পার্শ্বস্থ জামে মসজিদে ‘বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ’-এর উদ্যোগে অনুষ্ঠিত কর্মী সম্মেলনে প্রধান অতিথির ভাষণে মুহতারাম আমীরে জামা‘আত প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব উপরোক্ত আহ্বান জানান। তিনি বলেন, ‘স্বপ্নহীন জীবন উদ্দেশ্যহীন পথিকের মত। আর সেই স্বপ্ন যদি জান্নাতের স্বপ্ন হয় তবে তার চাইতে উত্তম আর কিছু নেই। আসুন আমরা সেই স্বপ্ন নিয়ে কাজ করি এবং দেশ ও জাতি গড়ে তুলি’।

‘যুবসংঘে’র কেন্দ্রীয় সভাপতি আব্দুর রশীদ আখতারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে স্বাগত বক্তব্য পেশ করেন ‘যুবসংঘে’র কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মুস্তাক্কীম আহমাদ। বিশেষ অতিথি হিসাবে বক্তব্য রাখেন ‘আন্দোলন’-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক, অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম, যুববিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক আমীনুল ইসলাম, প্রচার সম্পাদক ড. সাখাওয়াত হোসাইন, দফতর সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম, সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম, সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা দুরুল হুদা, প্রশিক্ষণ সম্পাদক মাওলানা আলতাফ হোসাইনসহ ‘যুবসংঘে’র কেন্দ্রীয় দায়িত্বশীলবৃন্দ।

সম্মেলনে ‘নিজ যেলায় কর্মতৎপরতার বর্ণনা ও অগ্রগতি বিষয়ে পরামর্শ’ শীর্ষক বক্তব্য পর্ব অনুষ্ঠিত হয়। এতে সময়ের সংক্ষিপ্ততার কারণে মোট ৭ জন অংশগ্রহণ করেন। এছাড়া ‘যুবসংঘে’র কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদের পরামর্শের ভিত্তিতে শ্রেষ্ঠ যেলা রাজশাহী পশ্চিম), শ্রেষ্ঠ সভাপতি আব্দুর রহমান (নওগাঁ), শ্রেষ্ঠ সাধারণ সম্পাদক যিল্লুর রহমান (রাজশাহী পশ্চিম) এবং শ্রেষ্ঠ সংগঠক আসাদুল্লাহ (বিনাইদহ) নির্বাচিত হন। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক আবুল কালাম।

### যুবসমাবেশ-২০১৮

নওদাপাড়া, রাজশাহী, ২রা মার্চ’১৮, শুক্রবার : ২৮তম তাবলীগী ইজতেমা ২০১৮ এর ২য় দিন সকাল ১০-টায় প্রস্তাবিত দারুলহাদীছ বিশ্ববিদ্যালয় (প্রাঃ) জামে মসজিদ



প্রাঙ্গণে পৃথক প্যাণ্ডেলে ‘বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ’-এর উদ্যোগে ‘যুবসমাবেশ’ অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশে প্রধান অতিথির ভাষণে মুহতারাম আমীরে জামা’আত প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব বলেন, ‘সংগঠন যত শক্তিশালী হবে, নানা ধরনের বাধা তত দেখা দিবে। সে অবস্থায় আখেরাতের চেতনা সম্পন্ন যুবকরাই কেবল সংগঠনে টিকে থাকতে পারবে। আমাদের উপর ফরয দায়িত্ব হ’ল দাওয়াত দেওয়া। আর দাওয়াতকে বিজয়ী করার দায়িত্ব আল্লাহর। আর আল্লাহর রহমত নির্ভর করে আমাদের অকুণ্ঠ ত্যাগ ও নিঃস্বার্থ প্রচেষ্টার উপর। অতএব সংগঠনকে ময়বূত করান এবং আন্দোলনকে এগিয়ে নিন’। তিনি ইজতেমা থেকে ফিরে গিয়ে সকলকে স্ব স্ব এলাকায় দুর্বীর গতিতে সংগঠনকে এগিয়ে নেওয়ার আহ্বান জানান।

‘যুবসংঘের’ কেন্দ্রীয় সভাপতি আব্দুর রশীদ আখতারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন পাকিস্তানী মেহমান ড. ইদরীস যুবায়ের এবং আমীরে জামা’আতের কারাসাখী বেক্সিমকো গ্রুপ-এর মাননীয় ভাইস চেয়ারম্যান সালমান এফ. রহমান। উক্ত সমাবেশে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন ‘আন্দোলনের’ কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম, যুববিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক মুহাম্মাদ আমীনুল ইসলাম, ‘যুবসংঘের’ কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি মুহাম্মাদ আরীফুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক মুস্তাক্কীম আহমাদ, ‘আন্দোলনের’ সউদী আরব শাখার সহ-সভাপতি হাফেয মুহাম্মাদ আখতার, সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আব্দুল হাই প্রমুখ। উল্লেখ্য যে, অনুষ্ঠানে ‘যুবসংঘের’ কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্য ড. শিহাবুদ্দীন আহমাদ ও সাবেক কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি ড. নূরুল ইসলামকে পি.এইচ-ডি ডিগ্রী লাভের জন্য সংগঠনের পক্ষ থেকে সম্মাননা স্মারক প্রদান করা হয়।

### কর্মী সম্মেলন-২০১৮

নওদাপাড়া, রাজশাহী, ২১শে সেপ্টেম্বর’১৮, শুক্রবার : অদ্য সকাল ৬-টায় পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত ও ইসলামী জাগরণী পরিবেশনের মাধ্যমে ‘বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ’-এর বার্ষিক কর্মী সম্মেলনের কার্যক্রম শুরু হয়। প্রথমে স্বাগত ভাষণ পেশ করেন ‘যুবসংঘের’ কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মুস্তাক্কীম আহমাদ। উদ্বোধনী ভাষণ পেশ করেন কর্মী সম্মেলনের সভাপতি ও ‘যুবসংঘের’ কেন্দ্রীয় সভাপতি আব্দুর রশীদ আখতার। প্রধান অতিথির ভাষণে মুহতারাম আমীরে জামা’আত প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব বলেন, ‘আমরা যাওয়ার পথে। ভবিষ্যতে যুবসংঘের ছেলেরাই নেতৃত্ব দিবে। বিদায়বেলায় এটুকুই বলতে চাই, তোমরা লক্ষ্যে দৃঢ় থাকবে এবং স্থির অটল একটি দেহের বন্ধনে আবদ্ধ থাকবে। কেননা ঐক্যবদ্ধ একটি সংগঠনকে ধ্বংস করার ক্ষমতা কারও নেই। আমাদের লক্ষ্য দৃঢ় থাকার কারণেই আজ এ পর্যন্ত আসতে পেরেছি’।

অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য প্রদান করেন ‘যুবসংঘের’ সাবেক কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি ড. নূরুল ইসলাম, সাবেক কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক আহমাদ আব্দুল্লাহ হাকিব, কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি আরীফুল ইসলাম, কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক আবুল কালাম, ‘আন্দোলনের’ কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম, কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, কেন্দ্রীয় যুববিষয়ক

সম্পাদক অধ্যাপক আমীনুল ইসলাম প্রমুখ। অতঃপর ২য় দিনের সম্মেলনে সমাপনী বক্তব্য পেশ করেন ‘যুবসংঘে’র কেন্দ্রীয় সভাপতি আব্দুর রশীদ আখতার।

উল্লেখ্য যে, ২০শে সেপ্টেম্বর সকাল সাড়ে ৯-টায় ‘আন্দোলনে’র কেন্দ্রীয় কর্মী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সেদিন রাতে ‘যুবসংঘে’র কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্যদের সর্বসম্মত পরামর্শের ভিত্তিতে ২০১৮-২০২০ সেশনের জন্য ‘যুবসংঘে’র কেন্দ্রীয় সভাপতি হিসাবে মুহতারাম আমীরে জামা’আতের জ্যেষ্ঠ পুত্র ও সাবেক কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিবকে মনোনীত করা হয়। অতঃপর মুস্তাক্কীম আহমাদ (রাজশাহী)-কে সাধারণ সম্পাদক করে পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠন ও শপথ গ্রহণ সম্পন্ন হয়।

### যেলা কর্মপরিষদ প্রশিক্ষণ-২০১৯

নওদাপাড়া, রাজশাহী, বৃহস্পতি ও শুক্রবার : গত ১০ ও ১১ই জানুয়ারী বৃহস্পতি ও শুক্রবার ‘যুবসংঘে’র কেন্দ্রীয় উদ্যোগে আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী নওদাপাড়ার পূর্ব পার্শ্বস্থ হল রুমে দুই দিনব্যাপী যেলা কর্মপরিষদ প্রশিক্ষণ ১ম পর্ব এবং ১১ ও ১২ই এপ্রিল ২য় পর্ব অনুষ্ঠিত হয়। ১ম পর্বের প্রশিক্ষণে চট্টগ্রাম, সিলেট, খুলনা, বরিশাল ও রংপুর বিভাগ এবং ২য় পর্বে রাজশাহী, ঢাকা, খুলনা ও ময়মনসিংহ বিভাগের দায়িত্বশীলগণ অংশগ্রহণ করেন। উভয় পর্বের ১ম দিন সকাল পৌনে ৭-টায় প্রশিক্ষণ শুরু হয়ে দ্বিতীয় দিন জুম’আর পূর্বে শেষ হয়। ‘যুবসংঘে’র কেন্দ্রীয় সভাপতি আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিবের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মুহতারাম আমীরে জামা’আত প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব। অন্যান্যদের মধ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন ‘আন্দোলনে’র কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম, সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম, প্রচার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, যুব-বিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক আমীনুল ইসলাম, দফতর সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলামসহ ‘যুবসংঘে’র সাবেক ও বর্তমান কেন্দ্রীয় দায়িত্বশীলবৃন্দ। প্রশিক্ষণে কুইজ প্রতিযোগিতা ও উপস্থিত বক্তব্য পরিচালনা করেন কেন্দ্রীয় সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক শামীম আহমাদ, সমাজকল্যাণ সম্পাদক সা’দ আহমাদ ও দফতর সম্পাদক মুহাম্মাদ আজমাল।

### কেন্দ্রীয় সভাপতির সিঙ্গাপুর ও ইন্দোনেশিয়া সফর

গত ২৫শে জানুয়ারী’১৯, শনিবার সিঙ্গাপুরের কামবাজানে অবস্থিত দেশটির অন্যতম সালাফী মসজিদ ও কমিউনিটি সেন্টার মুহাম্মাদিয়া মসজিদ কমপ্লেক্সে আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ ও বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ-এর উদ্যোগে দিনব্যাপী বার্ষিক তাবলীগী ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ‘যুবসংঘে’র কেন্দ্রীয় সভাপতি ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সিঙ্গাপুর মুহাম্মাদিয়া এসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট উস্তায মুহাম্মাদ আযরী আযমান। সিঙ্গাপুর ‘আন্দোলন’-এর সভাপতি মুহাম্মাদ শফিকুল ইসলামের সভাপতিত্বে উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সিঙ্গাপুর ‘আন্দোলন’-এর প্রধান সমন্বয়ক আব্দুল হালীম, উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য মুহাম্মাদ যিয়াউল কারীম, মুহাম্মাদ মুনীরুল

ইসলাম, মোয়াজ্জেম হোসাইন ও মুহাম্মাদ ফারুক আহমাদ। সিঙ্গাপুর ‘আন্দোলন’-এর সাধারণ সম্পাদক আব্দুল মুকীতের সঞ্চালনায় অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন সিঙ্গাপুর আন্দোলন-এর প্রশিক্ষণ সম্পাদক হাফেয মুহাম্মাদ সাইফুল ইসলাম, সহ-প্রশিক্ষণ সম্পাদক মুহাম্মাদ মিল্লাত হোসাইন প্রমুখ। উক্ত অনুষ্ঠানে সিঙ্গাপুরের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে তিন শতাধিক কর্মী ও সুধী অংশগ্রহণ করেন।

পরদিন ২৬শে জানুয়ারী, রবিবার সিঙ্গাপুরের সেরাঙ্গুনে অবস্থিত দেশটির অন্যতম প্রাচীন মসজিদ ও কমিউনিটি সেন্টার আল-কাফ আপার সেরাঙ্গুন মসজিদে ‘আন্দোলন’ের সিঙ্গাপুর শাখার উদ্যোগে এক দায়িত্বশীল বৈঠকে কেন্দ্রীয় সভাপতি ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব উপস্থিত হন। এ সময় তিনি দায়িত্বশীলদের বক্তব্য শোনেন এবং দাওয়াতী কাজে গতিশীলতা বৃদ্ধির জন্য দিক-নির্দেশনামূলক বক্তব্য প্রদান করেন। বৈঠকে সিঙ্গাপুর আন্দোলন-এর ৭টি শাখা থেকে প্রায় অর্ধ শতাধিক দায়িত্বশীল উপস্থিত ছিলেন।

সিঙ্গাপুর সফর শেষে ২৭শে জানুয়ারী কেন্দ্রীয় সভাপতি ইন্দোনেশিয়ার রাজধানী জাকার্তা গমন করেন। দুই দিনের সফরে তিনি জাকার্তার প্রসিদ্ধ স্থানসমূহ পরিদর্শন করেন। এসময় তিনি পশ্চিম জাকার্তার দারুস সালাম মাদ্রাসা এবং টাঙ্গেরাং যেলার মাহাদুত তারবিয়া আল-ইসলামিয়া পরিদর্শন করেন এবং ছাত্রদের উদ্দেশ্যে হেদায়েতী বক্তব্য রাখেন। পরিশেষে ২৯শে জানুয়ারী বুধবার ৫দিন ব্যাপী সফর শেষে সিঙ্গাপুর হয়ে দেশে প্রত্যাবর্তন করেন।

### যুব সমাবেশ-২০১৯

নওদাপাড়া, রাজশাহী, ১লা মার্চ ১৯, বৃহস্পতিবার : ২৯তম তাবলীগী ইজতেমার ২য় দিন সকাল ৯-টায় আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী নওদাপাড়া, রাজশাহীর পূর্ব পার্শ্বস্থ ময়দানে ‘বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ’-এর উদ্যোগে ‘যুবসমাবেশ’ অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশে প্রধান অতিথির ভাষণে মুহতারাম আমীরে জামা‘আত সূরা আলে ইমরান ১৩৩ আয়াতের আলোকে বলেন, ‘আজকে আমি তোমাদেরকে নছীহত স্বরূপ বলব যে, তোমরা জান্নাত লাভের জন্য প্রতিযোগিতা কর এবং নিজেদের ঘোষিত লক্ষ্যে অবিচল থাকো। তিনি বলেন, তোমাদেরকে লক্ষ্যচ্যুত করার জন্য অতীতেও ষড়যন্ত্র হয়েছে, এখনো হচ্ছে এবং ভবিষ্যতেও হবে। তোমাদের সামনে লোভনীয় প্রস্তাব আসবে। দুনিয়াবী কোন লোভের বশবর্তী হয়ে লক্ষ্যচ্যুত হওয়া যাবে না’।

‘যুবসংঘ’ের কেন্দ্রীয় সভাপতি আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিবের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন ‘আন্দোলন’-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম, যুববিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক মুহাম্মাদ আমীনুল ইসলাম, ‘যুবসংঘ’ের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মুস্তাফীম আহমাদ, সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি আব্দুর রশীদ আখতার, সাবেক সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক জালালুদ্দীন প্রমুখ। এছাড়াও ‘যুবসংঘ’ের বিভিন্ন যেলা দায়িত্বশীলগণ বক্তব্য প্রদান করেন। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন ‘যুবসংঘ’-এর কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক আবুল কালাম। সমাবেশে ‘যুবসংঘ’ের বিভিন্ন স্তরের বিপুল সংখ্যক কর্মী অংশগ্রহণ করেন।

## কর্মী সম্মেলন-২০১৯

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন মিলনায়তন, রমনা, ঢাকা, ১৯শে জুলাই'১৯, শুক্রবার :  
 অদ্য সকাল ৯-টা হ'তে সন্ধ্যা পর্যন্ত রাজধানীর ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন মিলনায়তনে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর বার্ষিক কর্মী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। প্রথমে স্বাগত ভাষণ পেশ করেন 'যুবসংঘের' কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মুস্তাফী আহমাদ। উদ্বোধনী ভাষণ পেশ করেন কর্মী সম্মেলনের সভাপতি ও 'যুবসংঘের' কেন্দ্রীয় সভাপতি আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব। সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব। তিনি তাঁর ভাষণে বলেন, 'আল্লাহ কোন জাতিকে পরিবর্তন করেন না, যতক্ষণ না তারা নিজেদেরকে নিজেরা পরিবর্তন করে। তিনি বলেন, পৃথিবীতে দু'দল মানুষ আছে। একদল মানুষের লক্ষ্য হ'ল দুনিয়া। তাদের পথপ্রদর্শক হ'লেন তারাই যারা দুনিয়াতে বড় হয়েছেন তথা নমরুদ, ফেরাউন, কারুণ, হামান প্রমুখ লোকেরা। আরেকদল মানুষের লক্ষ্য হ'ল আখেরাত। ক্ষণস্থায়ী জীবনের বিনিময়ে তারা চিরস্থায়ী জীবনকে সমৃদ্ধ ও শান্তিময় করতে চান। নবী-রাসূলগণ হ'লেন তাদের পথপ্রদর্শক'।

সম্মেলনে বিশিষ্ট মেহমান হিসাবে উপস্থিত মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বেসরকারী শিল্প ও বিনিয়োগ বিষয়ক উপদেষ্টা এবং ঢাকা-১ (দোহার-নবাবগঞ্জ) আসনের মাননীয় সংসদ সদস্য ও বেক্সিমকো গ্রুপ-এর ভাইস চেয়ারম্যান জনাব সালমান এফ রহমান বলেন, 'পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছভিত্তিক পরিচালিত বিশুদ্ধ ইসলামী সংগঠন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন' দেশ থেকে শিরক ও বিদ'আত উৎখাতে এবং মাদক ও জঙ্গিবাদ নির্মূলে অবদান রেখে চলেছে। ভবিষ্যতেও এ ধারা অব্যাহত থাকবে বলে আমি আশা করি'।

সম্মেলনে বিশেষ অতিথি হিসাবে বক্তব্য রাখেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম। অন্যায়ের মধ্যে বিষয়ভিত্তিক বক্তব্য রাখেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, প্রশিক্ষণ সম্পাদক মাওলানা আলতাফ হোসাইন, শিক্ষা ও সাংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা দুররুল হুদা, যুববিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক আমীনুল ইসলাম, সহকারী সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুর রশীদ আখতার, দফতর সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম, কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য অধ্যাপক জালালুদ্দীন, বাংলাদেশ আহলেহাদীছ ওলামা ও ইমাম সমিতির সহ-সভাপতি মাওলানা আমানুল্লাহ বিন ইসমাইল মাদানী, 'যুবসংঘের' সাবেক কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি ড. নূরুল ইসলাম প্রমুখ।

সম্মেলনে 'যুবসংঘের' পক্ষ থেকে বাংলাদেশ সরকারের উদ্দেশ্যে ১০টি প্রস্তাবনা পেশ করা হয়। উক্ত প্রস্তাব ও দাবী সমূহ 'যুবসংঘের' কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক আবুল কালাম পাঠ করেন এবং উপস্থিত সকলে হাত তুলে সমন্বরে সেগুলির প্রতি জোরালো সমর্থন ব্যক্ত করেন।

### কেন্দ্রীয় দাঈ প্রশিক্ষণ-২০১৯

নওদাপাড়া, রাজশাহী, ১৯শে সেপ্টেম্বর'১৯, বুহস্পতিবার : অদ্য সকাল ৬টায় আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী মিলনায়তনে 'যুবসংঘের' কেন্দ্রীয় দাঈ প্রশিক্ষণ-২০১৯ অনুষ্ঠিত হয়। 'যুবসংঘের' কেন্দ্রীয় সভাপতি ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিবের সভাপতিত্বে আয়োজিত উক্ত প্রশিক্ষণ কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব। এতে বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান করেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, দফতর সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম, কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য মাওলানা দূরুরুল হুদা, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী নওদাপাড়ার ভাইস প্রিন্সিপ্যাল ড. নূরুল ইসলাম, যুবসংঘ-এর কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি মুস্তাফিয়ার রহমান সোহেল, সাংগঠনিক সম্পাদক আবুল কালাম, প্রচার সম্পাদক ইহসান ইলাহী যহীর প্রমুখ। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন যুবসংঘ-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মুস্তাকীম আহমাদ। প্রশিক্ষণের শেষ অধিবেশনে 'বর্তমান দ্বন্দ্বমুখর সমাজে দাঈদের ভূমিকা' শীর্ষক প্যানেল ডিসকাশন ও প্রশ্নোত্তর পর্ব অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্যানেলিস্ট হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মাসিক আত-তাহরীকের সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, সহকারী সম্পাদক ড. কাবীরুল ইসলাম এবং পিস টিভির আলোচক মাওলানা মুখলেছুর রহমান মাদানী। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা ও সঞ্চালনায় ছিলেন 'যুবসংঘ' কেন্দ্রীয় সভাপতি ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব। উল্লেখ্য যে, ১৭ যেলা থেকে মোট ৪৫ জন বাছাইকৃত ইমাম, খতীব ও দাঈগণ উক্ত প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণ শেষে প্রশিক্ষণার্থীদেরকে সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়।

### কেন্দ্রীয় সভাপতির পাকিস্তান সফর

ইসলামাবাদ, পাকিস্তান, ৪-৫ই ডিসেম্বর'১৯, বুধ ও বুহস্পতিবার : অদ্য পাকিস্তানের রাজধানী ইসলামাবাদে ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক ইউনিভার্সিটির অধীনস্থ 'দাওয়াহ একাডেমী'র আয়োজনে তৃতীয় আন্তর্জাতিক দাওয়াহ কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়। 'বর্তমান যুগে আল্লাহর পথে দাওয়াত : মূলনীতি, পদ্ধতি সমস্যা ও সমাধান' শীর্ষক উক্ত কনফারেন্সে প্রবন্ধ উপস্থাপনের জন্য আমন্ত্রিত হন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব। এ লক্ষ্যে তিনি ২রা ডিসেম্বর সোমবার ইসলামাবাদ গমন করেন এবং ৪ঠা ডিসেম্বর ইসলামাবাদের ফয়হাল মসজিদ সংলগ্ন আল্লামা ইকবাল অডিটোরিয়ামে কনফারেন্সের ৩য় অধিবেশনে স্বীয় গবেষণা প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। আরবী ভাষায় লিখিত উক্ত প্রবন্ধের শিরোনাম ছিল منهج جمعية

تحريك أهل الحديث بنغلاديش في نشر الدعوة الإسلامية : دراسات وتحليل - দাওয়াত প্রসারে আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ-এর গৃহীত পদ্ধতি : পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ'। দু'দিন ব্যাপী উক্ত কনফারেন্সে ১২টি দেশের মোট ৭০ জন গবেষক অংশগ্রহণ করেন এবং স্ব স্ব প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। কনফারেন্স শেষে 'যুবসংঘের' সভাপতি ইসলামাবাদ, গুজরাত, গুজরানওয়ালা, শিয়ালকোট ও লাহোরের বিভিন্ন

মাদ্রাসা পরিদর্শন করেন এবং মারকাযী জমঈয়তে আহলেহাদীছ পাকিস্তানের সভাপতি সিনেটর সাজিদ মীর, জামা'আতে আহলেহাদীছ পাকিস্তানের আমীর আব্দুল গাফফার রৌপড়ী, পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী ও ইসলামী শিক্ষা ফ্যাকাল্টির ডীন ড. মুহাম্মাদ হাম্মাদ লাখতী, জামে'আ মুহাম্মাদিয়া গুজরানওয়ালার অধ্যক্ষ শায়খ আব্দুল হামীদ হাযারতী, জামে'আ ইসলামিয়া সালাফিইয়ার অধ্যক্ষ শায়খ আসাদ মাহমূদ সালাফীসহ বিশিষ্ট বিদ্বানগণের সাথে সাক্ষাৎ করেন। দশদিন ব্যাপী সফর শেষে ১২ই ডিসেম্বর তিনি দেশে প্রত্যাবর্তন করেন।

### কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্য প্রশিক্ষণ-২০১৯

নওদাপাড়া, রাজশাহী, ১২-১৩ই ডিসেম্বর'১৯, বৃহস্পতি ও শুক্রবার : অদ্য বাদ ফজর 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর উদ্যোগে আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী নওদাপাড়া, রাজশাহীর-পূর্ব পার্শ্বস্থ ভবনে ২দিন ব্যাপী কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্য প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। 'যুবসংঘের' কেন্দ্রীয় সভাপতি ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিবের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মুহতারাম আমীরে জামা'আত প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব। প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলনের' কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম, প্রচার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক দুররুল হুদা, দফতর সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম, 'যুবসংঘের' কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক আবুল কালাম, কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ইহসান ইলাহী যহীর ও সাবেক কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি ড. নূরুল ইসলাম প্রমুখ। প্রশিক্ষণে সঞ্চালক ছিলেন 'যুবসংঘের' কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক আসাদুল্লাহ। প্রশিক্ষণ শেষে উপস্থিত বক্তৃতা, কুইজ ও লিখিত পরীক্ষায় বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

### যুব সমাবেশ-২০২০

নওদাপাড়া, রাজশাহী, ২৮শে ফেব্রুয়ারী'২০, শুক্রবার : 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর উদ্যোগে দু'দিনব্যাপী ৩০তম বার্ষিক তাবলীগী ইজতেমা'২০ এর ২য় দিন সকাল ১০-টায় আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী নওদাপাড়া, রাজশাহীর পূর্ব পার্শ্বস্থ ময়দানে 'যুবসংঘের' উদ্যোগে 'যুবসমাবেশ' অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সমাবেশে প্রধান অতিথির ভাষণে মুহতারাম আমীরে জামা'আত বলেন, 'তোমরা যুবসমাজ জাতির মেরুদণ্ড। তোমাদেরকে হকের দাওয়াত নিয়ে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়তে হবে। অলসতা ও বিলাসিতা ঝেড়ে ফেলে দিতে হবে। ভীরা ও কাপুরুষ দিয়ে আন্দোলন চলে না। 'যুবসংঘের' ত্যাগের মাধ্যমে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন' প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য তোমরা দাওয়াতী কাজ করবে, দুনিয়া লাভের জন্য নয়'। তিনি সকলকে 'আন্দোলনের' সার্বক্ষণিক কর্মী হিসাবে গড়ে উঠার আহ্বান জানান।

'যুবসংঘের' কেন্দ্রীয় সভাপতি ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিবের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন 'আন্দোলনের' কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম, যুববিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক মুহাম্মাদ

আমীনুল ইসলাম, প্রচার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, দফতর সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম, ‘যুবসংঘে’র সাবেক সহ-সভাপতি ড. নূরুল ইসলাম, সাবেক সভাপতি আব্দুর রশীদ আখতার, সাবেক সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক জালালুদ্দীন প্রমুখ।

এছাড়াও যেলা দায়িত্বশীলদের মধ্য থেকে কয়েকজন প্রতিনিধি বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন ‘যুবসংঘে’র কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক আবুল কালাম। সমাবেশে ‘যুবসংঘে’র বিভিন্ন স্তরের বিপুল সংখ্যক কর্মী অংশগ্রহণ করেন।

### কর্মী সম্মেলন-২০২০ (অনলাইন)

নওদাপাড়া, রাজশাহী, ১৪ই আগস্ট’১৯, শুক্রবার : অদ্য সকাল সাড়ে ৯-টা হ’তে রাত ৯-টা পর্যন্ত রাজশাহীর নওদাপাড়ায় ‘বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ’-এর বার্ষিক কর্মী সম্মেলনে প্রধান অতিথির ভাষণে ‘আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ’-এর মুহতারাম আমীরে জামা’আত প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব উপরোক্ত কথা বলেন। তিনি বলেন, ‘আহলেহাদীছ ‘যুবসংঘে’র জন্ম হয়েছিল বিশুদ্ধ ইসলাম প্রচারের জন্য। বাংলাদেশে যে ইসলাম চলছে তা বিশুদ্ধ ইসলাম নয়। ‘যুবসংঘে’র দাওয়াতের মাধ্যমে এদেশে বিশুদ্ধ ইসলামের বীজ রোপিত হয়েছে। শিরক ও বিদ’আত বিদূরিত হয়ে প্রকৃত সুনাত প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। তাই ‘যুবসংঘে’র ছেলেদেরকে আমাদের নছীহত, তোমাদেরকে আক্বীদায় হ’তে হবে মযবূত ও আচরণে থাকতে হবে নরম’।

সম্মেলনের উদ্বোধনী ভাষণ প্রদান করেন ‘যুবসংঘে’র কেন্দ্রীয় সভাপতি ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব এবং স্বাগত ভাষণ পেশ করেন ‘যুবসংঘে’র কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মুস্তাকীম আহমাদ। সম্মেলনে বিশেষ অতিথির বক্তব্য পেশ করেন ‘আন্দোলন’-এর কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম, কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম, প্রচার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, যুববিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক আমীনুল ইসলাম, দফতর সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম, সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুর রশীদ আখতার প্রমুখ।

সম্মেলনে বিদেশী অতিথিদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন প্রখ্যাত পাকিস্তানী বিদ্বান লগুনপ্রবাসী ড. ছুহায়েব হাসান (পাকিস্তানের খ্যাতনামা আলেম মরহুম মাওলানা আব্দুল গাফফার হাসানের জ্যেষ্ঠ পুত্র), লাহোরের পাজাব বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের ডীন ও প্রফেসর ড. হাম্মাদ লাখতী, জমঈয়তে আহলেহাদীছ পাকিস্তানের চীফ অর্গানাইজার হাফেয ইবতিসাম ইলাহী যহীর (আল্লামা ইহসান এলাহী যহীরের জ্যেষ্ঠ পুত্র), আহলেহাদীছ ইউথফোর্স পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ফায়ছাল আফযাল এবং ফিলিস্তিনের গায়ার শিক্ষক ও গবেষক ড. হাসান নাছর বাযাযো প্রমুখ। নিম্নের তাঁদের বক্তব্যের সারসংক্ষেপ উল্লেখ করা হল-

ড. হাসান নাছর খামীস বাযাযো সমাজে ছহীহ আক্বীদার প্রচার ও প্রসারে যুবকদের ভূমিকা প্রসঙ্গে তাঁর বক্তব্যে বলেন, সঠিক আক্বীদা একজন মুমিনের প্রকৃত মানদণ্ড

নির্ধারণ করে। কিন্তু বর্তমানে মুসলিম সমাজে সঠিক আকীদার বিষয়টি সবচেয়ে বেশী অবহেলিত ও অচর্চিত। তিনি সঠিক আকীদার প্রসারে যুবকদের ভূমিকার বিষয়ে গুরুত্বারোপ করে বলেন, যুবকরাই পারে মুসলিম সমাজকে সঠিক পথে নিয়ে আসতে। এজন্য তাদেরকে মানুষের দুয়ারে দুয়ারে যেতে হবে এবং নম্রভাষায় ইখলাছের সাথে দাওয়াতী কাজ করতে হবে, যেন মানুষ দাওয়াত কবুল করে। কিন্তু যদি তারা কর্কশভাষী ও অহংকারী হয় তবে নিশ্চয়ই মানুষ দাওয়াত গ্রহণ করবে না। এজন্য দাওয়াতী কাজে আখলাক ও হেকমতকে অগ্রাধিকার দেয়ার জন্য তিনি গুরুত্বারোপ করেন। তিনি বলেন, ফিলিস্তীনে সালাফী দাওয়াতের প্রচার ও প্রসার উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। এক্ষেত্রে সেখানকার ওলামায়ে কেরামের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা তিনি বিশেষভাবে উল্লেখ করেন।

আহলেহাদীছ ইউথফোর্স পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জনাব ফয়য়াল আফযাল পাকিস্তান জমঈয়েতে আহলেহাদীছের কার্যক্রম সম্পর্কে বলেন, পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের দাওয়াত প্রসারে জমঈয়েত বিভিন্ন কর্মসূচী হাতে নিয়েছে। তন্মধ্যে বেফাকুল মাদারিসের মাধ্যমে হাযারো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পরিচালনা, ওয়ায মাহফিল, সভা-সেমিনার, মসজিদ নির্মাণ ও সমাজসেবা ইত্যাদি কর্মসূচি অন্যতম। এছাড়া বর্তমানে রাজনীতিতেও জমঈয়েত সক্রিয় ভূমিকা রাখছে। আর জমঈয়েতের যুবশাখা হিসাবে আহলেহাদীছ ইউথফোর্স এসকল কার্যক্রমে পূর্ণ সহযোগিতা করছে এবং দাওয়াত ও খেদমতে খালককে তারা মূলমন্ত্র করে এগিয়ে যাচ্ছে। তিনি ‘যুবসংঘ’-এর কর্মী সম্মেলনে তাঁকে আহ্বান করার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, বিভিন্ন দেশের আহলেহাদীছ ব্যক্তিত্বদের সমন্বয়ে এই সম্মেলন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি পদক্ষেপ, যা আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে আহলেহাদীছ ভাইদের মাঝে পারস্পরিক সম্পর্ক তৈরী করবে এবং দাওয়াতী কাজে ব্যাপক অগ্রগতি সাধিত হবে ইনশাআল্লাহ।

হাফেয ইবতিসাম এলাহী যহীর উপমহাদেশে আহলেহাদীছ আন্দোলনের প্রসারে তাঁর পিতা আল্লামা ইহসান এলাহী যহীরের অবদান এবং যুবকদের মধ্যে তাঁর দাওয়াতের প্রভাব সম্পর্কে নাতিদীর্ঘ আলোচনা করেন। তিনি বলেন, লেখনী ও বক্তব্যের ময়দানে তিনি স্বল্প সময়েই বিপুল আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলেন, যা পাকিস্তানে আহলেহাদীছ আন্দোলনের প্রচার ও প্রসারে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল। তিনি একজন যুগসচেতন সংগ্রামী আলেম ছিলেন। সমাজ সংস্কার ছিল তাঁর মূল লক্ষ্য। কাদিয়ানী ও শী‘আ মতবাদসহ বাতিল ফেকীগুলোর জন্য তিনি ছিলেন মূর্তিমান আতংক। বাতিলের বিরুদ্ধে তাঁর কঠোর অবস্থান যুবসমাজকে খুবই প্রভাবিত করেছিল। বহু যুবক তাঁর আহ্বানে সাড়া দিয়ে হকের আন্দোলনে নেমে পড়ে। বিশেষতঃ বোমা হামলায় তাঁর মর্মান্তিক মৃত্যু এবং মদীনার বাকী‘ গোরস্তানে তাঁর দাফন বহু যুবকের মনে গভীর রেখাপাত করে এবং তাঁর দেখানো সংস্কারের পথে আত্মোৎসর্গ করার জন্য অনুপ্রাণিত করে। তিনি ‘যুবসংঘ’-এর কর্মী সম্মেলনে যোগদান করতে পেরে সন্তোষ প্রকাশ করেন এবং ভবিষ্যতে সশরীরে বাংলাদেশে আসার আশ্রয় প্রকাশ করেন।



**ড. হাম্মাদ লাখতী** দাওয়াতের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বলেন, দাওয়াত মানুষের জীবনের একটি অপরিহার্য অংশ। মানুষ প্রাকৃতিকভাবে কোন না কোন দাওয়াতের সাথে সংযুক্ত থাকে। হয় সেটা আল্লাহর পথে নতুবা শয়তানের পথে। যদি সে দাওয়াতদাতা না হয়, তবে সে দাওয়াতগ্রহীতা হয়ে পড়ে। আজকে মুসলিম উম্মাহ দাওয়াতের দায়িত্ব ছেড়ে দেওয়ার ফলে দাওয়াতগ্রহীতায় পরিণত হয়েছে। ফলে তারা অধিকাংশ ক্ষেত্রে পাশ্চাত্যের দাসত্ব করছে। সুতরাং প্রত্যেক মুসলমানকে প্রাত্যহিকভাবে দাওয়াতী কাজ করতে হবে এবং একে জীবনের অপরিহার্য কর্তব্য হিসাবে গণ্য করতে হবে। নইলে সে অন্যের দাওয়াতের শিকারে পরিণত হবে। তিনি সালাফী দাওয়াত প্রসারের প্রতিবন্ধকতা হিসাবে বেশ কিছু বিষয় উল্লেখ করেন এবং বিশেষতঃ আন্তঃধর্ম সংলাপকে তিনি ধ্বংসাত্মক বলে উল্লেখ করে একে ইসলাম থেকে মানুষকে দূরে সরানোর চক্রান্ত হিসাবে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, বাংলাদেশের যুবসমাজের প্রতি কিছু বলার সুযোগ পেয়ে তিনি সম্মানিতবোধ করছেন।

**ড. ছুহায়েব হাসান** যুবকদের উদ্দেশ্যে নছীহতমূলক বক্তব্যে দশটি বিষয় উল্লেখ করেন। আল্লাহ, রাসূল (ছাঃ) ও কুরআনের সাথে সুদৃঢ় সম্পর্ক তৈরীর পরামর্শ দিয়ে তিনি বলেন, প্রত্যেক যুবকের উচিত রাসূল (ছাঃ)-এর সীরাত জানা এবং জ্ঞানার্জনের জন্য ঘরে একটি লাইব্রেরীর ব্যবস্থা রাখা। সেই সাথে নিজেকে দাওয়াতী ও সমাজসেবামূলক কর্মকাণ্ডে ব্যস্ত রাখা, সর্বপ্রকার গৌড়ামি পরিহার করে আত্মতৃপ্তাব বজায় রাখা, সময়কে সঠিকভাবে কাজে লাগানো, ভাল বন্ধু নির্বাচন করা। তিনি সচ্চরিত্রতা অর্জনের উপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করেন। পরিশেষে তিনি 'যুবসংঘ'-এর কর্মী সম্মেলনের সার্বিক সফলতার জন্য দো'আ করেন।

অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক আবুল কালাম ও প্রচার সম্পাদক ইহসান ইলাহী যহীর। সম্মেলনে 'যুবসংঘে'র পক্ষ থেকে বাংলাদেশ সরকারের উদ্দেশ্যে ১৯ দফা প্রস্তাবনা ও দাবী পেশ করা হয়। উক্ত প্রস্তাব ও দাবী সমূহ 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক আবুল কালাম পাঠ করেন।

উল্লেখ্য যে, করোনার কারণে উক্ত সম্মেলন অনলাইনে অনুষ্ঠিত হয় এবং দেশ ও বিদেশ থেকে অতিথিবৃন্দ এবং কর্মী ও সুধীগণ জুম এ্যাপসের মাধ্যমে উক্ত সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন।

### কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্য সম্মেলন-২০২০

**নওদাপাড়া, রাজশাহী, ২৮শে আগস্ট'২০, শুক্রবার :** অদ্য বাদ ফজর 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় কার্যালয় নওদাপাড়া রাজশাহীতে 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সভাপতি ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিবের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘে'র প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান পৃষ্ঠপোষক মুহতারাম আমীরে জামা'আত প্রফেসর **ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলনে'র কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক নূরুল ইসলাম, যুববিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক আমীনুল ইসলাম প্রমুখ। সম্মেলনে কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্যদের

পরামর্শক্রমে ‘যুবসংঘে’র ২০২০-২০২২ সেশনের সভাপতি হিসাবে ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিবকে পুনরায় মনোনীত করা হয়। বাদ মাগরিব ‘আন্দোলনে’র কেন্দ্রীয় কর্মী সম্মেলনে সভাপতি ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব (রাজশাহী) ও সাধারণ সম্পাদক আবুল কালাম (জয়পুরহাট)-এর বায়‘আত গ্রহণ করেন মুহতারাম আমীরে জামা‘আত প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব। অতঃপর ১০ই সেপ্টেম্বর রোজ বৃহস্পতিবার বাদ আছর কেন্দ্রীয় কমিটির ২০২০-২০২২ সেশনের পূর্ণাঙ্গ তালিকা ঘোষণা করা হয় এবং মুহতারাম আমীরে জামা‘আত নবমনোনীত সদস্যদের বায়‘আত গ্রহণ করেন।

### যেলা দায়িত্বশীল প্রশিক্ষণ-২০২০-২১

নওদাপাড়া, রাজশাহী, বৃহস্পতি ও শুক্রবার : বাংলাদেশ আহলেহাদীছ ‘যুবসংঘে’র উদ্যোগে আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী নওদাপাড়া, রাজশাহীর পূর্ব পার্শ্বস্থ ভবনের মিলনায়তনে দুই দফায় ২দিন ব্যাপী যেলা দায়িত্বশীল প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। ১০ ও ১১ই ডিসেম্বর’২০-এ অনুষ্ঠিত ১ম দফায় রাজশাহী, রংপুর ও ময়মনসিংহ বিভাগের ২১টি যেলা থেকে ১১০ জন এবং ৭ ও ৮ই জানুয়ারী’২১-এ অনুষ্ঠিত ২য় দফায় ঢাকা, খুলনা, বরিশাল, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগের ২৩টি যেলা থেকে ১০৫ জন দায়িত্বশীল অংশগ্রহণ করেন। ‘যুবসংঘে’র কেন্দ্রীয় সভাপতি ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিবের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে আন্দোলন-এর কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম, প্রচার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, কেন্দ্রীয় যুববিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক আমীনুল ইসলাম, দফতর সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম প্রমথ প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন। অন্যান্যদের মাঝে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য কাযী হারুন, ‘যুবসংঘে’র সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি আব্দুর রশীদ আখতার, সাবেক সহ-সভাপতি ড. নূরুল ইসলাম, সাবেক সাধারণ সম্পাদক মুস্তাফীম আহমাদ, বর্তমান কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি ড. মুখতারুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক আবুল কালাম, সাংগঠনিক সম্পাদক ইহসান ইলাহী যহীর, প্রচার সম্পাদক আসাদুল্লাহ, প্রশিক্ষণ সম্পাদক আহমাদুল্লাহ, ছাত্রবিষয়ক সম্পাদক আব্দুন নূর প্রমুখ। প্রশিক্ষণ শেষে উপস্থিত বক্তৃতা, কুইজ ও লিখিত পরীক্ষায় বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

### কর্মী প্রশিক্ষণ-২০২১ (অনলাইন)

১৯ ও ২০শে আগস্ট’২১, বৃহস্পতি ও শুক্রবার : অদ্য ‘বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ’ কর্তৃক দেশব্যাপী এক অনলাইন কর্মী প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আবুল কালামের স্বাগত বক্তব্য এবং কেন্দ্রীয় সভাপতি ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিবের উদ্বোধনী বক্তব্যের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম শুরু হয়। ১ম দিন সকাল ৭টা থেকে শুরু হয়ে পরদিন সকাল ১০টা পর্যন্ত কর্মশালা অব্যাহত থাকে। এতে জুম এ্যাপসের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি ড. মুখতারুল ইসলাম, কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ, কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্য শরীফুল ইসলাম মাদানী, কেন্দ্রীয় ছাত্র বিষয়ক

সম্পাদক আব্দুন নূর, কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক আহমাদুল্লাহ, কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক ইহসান ইলাহী যহীর, কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আবুল কালাম, কেন্দ্রীয় সভাপতি ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ হাকিব, সাবেক কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি ড. নূরুল ইসলাম, ‘আন্দোলনে’র কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ড. সাখাওয়াত হোসাইন, কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক ড. কাবীরুল ইসলাম, সউদী আরব শাখা সহ-সভাপতি হাফেয আখতার মাদানী, কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক নূরুল ইসলাম প্রমুখ।

অনুষ্ঠানের সমাপ্তিলগ্নে প্রধান অতিথি হিসাবে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রাখেন মুহতারাম আমীরে জামা‘আত প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব। অতঃপর কেন্দ্রীয় সভাপতি ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ হাকিবের সমাপনী ভাষণের মাধ্যমে দু’দিন ব্যাপী কর্মী প্রশিক্ষণের সমাপ্তি ঘোষিত হয়।

### কর্মী সম্মেলন-২০২১

নওদাপাড়া, রাজশাহী, ৯ই সেপ্টেম্বর’২১, বৃহস্পতিবার : অদ্য সকাল ৮-টা থেকে যোহর পর্যন্ত রাজশাহী নওদাপাড়ায় দারুল হাদীছ বিশ্ববিদ্যালয় (প্রা.) জামে মসজিদে ‘বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ’-এর বার্ষিক কর্মী সম্মেলন ২০২১ অনুষ্ঠিত হয়। অর্থসহ কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে সম্মেলন শুরু হয়ে প্রথমে স্বাগত বক্তব্য পেশ করেন কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক আবুল কালাম, অতঃপর উদ্বোধনী ভাষণ পেশ করেন কর্মী সম্মেলনের সভাপতি ও ‘যুবসংঘ’ের কেন্দ্রীয় সভাপতি ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ হাকিব। এরপর যেলা সভাপতি ও প্রতিনিধিগণের মধ্য থেকে নির্বাচিত কয়েকজন পূর্ব নির্ধারিত বিষয়ে বিষয়ভিত্তিক বক্তব্য পেশ করেন। অতঃপর ‘যুবসংঘ’ের কেন্দ্রীয় দায়িত্বশীলদের মধ্য থেকে বক্তব্য পেশ করেন ‘যুবসংঘ’ের কেন্দ্রীয় সমাজকল্যাণ সম্পাদক মুজাহিদুর রহমান, অর্থ সম্পাদক মিনারুল ইসলাম, ছাত্রবিষয়ক সম্পাদক আব্দুন নূর, প্রশিক্ষণ সম্পাদক আহমাদুল্লাহ, প্রচার সম্পাদক আসাদুল্লাহ, সহ-সভাপতি ড. মুখতারুল ইসলাম এবং সাধারণ সম্পাদক আবুল কালাম। অতঃপর অতিথিদের মধ্য থেকে ‘আন্দোলনে’র কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম, প্রচার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, দফতর সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম, খুলনা যেলা সভাপতি মাওলানা জাহাঙ্গীর আলম, মাওলানা আমানুল্লাহ বিন ইসমাঈল প্রমুখ।

অতঃপর প্রধান অতিথির ভাষণ প্রদান করেন মুহতারাম আমীরে জামা‘আত প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব। সম্মেলনের বিভিন্ন অধিবেশনে সম্মেলক ছিলেন ‘যুবসংঘ’ের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক আবুল কালাম, সাংগঠনিক সম্পাদক ইহসান ইলাহী যহীর, প্রচার সম্পাদক আসাদুল্লাহ, প্রশিক্ষণ সম্পাদক আহমাদুল্লাহ ও ছাত্র বিষয়ক সম্পাদক আব্দুন নূর।

### অগ্রসর কর্মী ও কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্য প্রশিক্ষণ-২০২১

নওদাপাড়া, রাজশাহী, ৯-১০ই ডিসেম্বর’২১, বৃহস্পতিবার ও শুক্রবার : অদ্য সকাল ৬:৩০টা থেকে ‘বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ’-এর উদ্যোগে আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী মিলনায়তনে ২দিন ব্যাপী অগ্রসর কর্মী ও কেন্দ্রীয় কাউন্সিল

সদস্য প্রশিক্ষণ-২০২১ অনুষ্ঠিত হয়। হাফেয আহমাদ আব্দুল্লাহ শাকিরের অর্থসহ কুরআন তেলাওয়াতের পর স্বাগত ভাষণ ও প্রশিক্ষণ নির্দেশনা দেন কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি ড. মুখতারুল ইসলাম। অতঃপর উদ্বোধনী ভাষণ পেশ করেন কেন্দ্রীয় সভাপতি ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব। উক্ত প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় সভাপতি ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব, সহ-সভাপতি ড. মুখতারুল ইসলাম, কেন্দ্রীয় সমাজকল্যাণ সম্পাদক মুজাহিদুল ইসলাম, সাংগঠনিক সম্পাদক ইহসান ইলাহী যহীর, কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্য শরীফুল ইসলাম মাদানী, ‘আন্দোলন’ের কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, দফতর সম্পাদক ড. কাবীরুল ইসলাম প্রমুখ। প্রশিক্ষণে বিশেষ অতিথির ভাষণ প্রদান করেন ‘যুবসংঘ’ের সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি আব্দুর রশীদ আখতার। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে হৃদয়গ্রাহী, মর্মস্পর্শী হেদায়াতী ভাষণ দেন মুহতারাম আমীরে জামা‘আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**। অতঃপর সমাপনী বক্তব্যের মাধ্যমে প্রশিক্ষণের পরিসমাপ্তি ঘোষণা করেন কেন্দ্রীয় সভাপতি ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব।

### যুবসমাবেশ-২০২২

নওদাপাড়া, রাজশাহী, ১১ই মার্চ ২২, শুক্রবার : ৩২তম তাবলীগী ইজতেমা ২০২২-এর ২য় দিন শুক্রবার সকাল ৯-টায় নওদাপাড়া কেন্দ্রীয় মারকাযের পূর্ব পার্শ্বস্থ ময়দানে ‘যুবসংঘ’ের উদ্যোগে আয়োজিত যুবসমাবেশে প্রধান অতিথির ভাষণে মুহতারাম আমীরে জামা‘আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** বলেন, ‘তোমাদেরকে অবশ্যই সমাজ সংস্কারের লক্ষ্যে সীসাঢালা প্রাচীরের ন্যায় ঐক্যবদ্ধভাবে এগিয়ে যেতে হবে। মনে রাখবে, ঐক্যবদ্ধ যুবশক্তিই আহলেহাদীছ আন্দোলনের প্রাণশক্তি। আল্লাহ তোমাদেরকে সমাজ সংস্কারের গুরুদায়িত্ব পালনে সাহসের সাথে এগিয়ে যাওয়ার তাওফীক দান করুন’!

কেন্দ্রীয় সভাপতি ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিবের সভাপতিত্বে যুবসমাবেশ অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ দেন ‘যুবসংঘ’ের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আবুল কালাম এবং উদ্বোধনী ভাষণ পেশ করেন কেন্দ্রীয় সভাপতি ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব। বক্তব্যে তিনি জামা‘আতবদ্ধ জীবনের উপর গুরুত্বারোপ করেন এবং ইমারত ও বায়‘আতের ব্যাপারে অপপ্রচারের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন।

অতঃপর পূর্ব নির্ধারিত যেলা দায়িত্বশীলদের সংক্ষিপ্ত বক্তব্যের পর অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন ‘আন্দোলন’-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম, সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম, দফতর সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম, যুব বিষয়ক সম্পাদক আব্দুর রশীদ আখতার প্রমুখ। সমাবেশে ‘যুবসংঘ’ের বিভিন্ন স্তরের বিপুল সংখ্যক কর্মী ও সুধীমণ্ডলী অংশগ্রহণ করেন।

### কর্মী মতবিনিময় সভা

একই দিন বাদ আছর মারকাযের শিক্ষক মিলনায়তনে ‘যুবসংঘ’ের কর্মী মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। অর্থসহ কুরআন তেলাওয়াত করেন মারকাযের ছাত্র ফরীদুল ইসলাম। জাগরণী পরিবেশন করেন মারকাযের ছাত্র আব্দুর রহমান। অনুষ্ঠানে বিভিন্ন

যেলার কর্মীগণ সাংগঠনিক কাজের অগ্রগতি বিষয়ে মতামত ব্যক্ত করেন। প্রধান অতিথির বক্তব্যে ‘যুবসংঘে’র কেন্দ্রীয় সভাপতি ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব পরামর্শগুলিকে পর্যালোচনা করে সবাইকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। সমাপনী বক্তব্য প্রদান করেন ‘যুবসংঘে’র কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক ইহসান ইলাহী যহীর। উক্ত অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন ‘যুবসংঘে’র কেন্দ্রীয় সমাজকল্যাণ সম্পাদক মুজাহিদুর রহমান। অতঃপর মাগরিবের পূর্বে বৈঠক ভঙ্গের দো‘আর মাধ্যমে কর্মী মতবিনিময় সভার পরিসমাপ্তি ঘটে।

### সাবেক কেন্দ্রীয় দায়িত্বশীল পুনর্মিলনী বৈঠক

৩২তম তাবলীগী ইজতেমা ২০২২-এর ২য় দিন বাদ মাগরিব ‘যুবসংঘে’র কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে ‘যুবসংঘে’র সাবেক কেন্দ্রীয় দায়িত্বশীল পুনর্মিলনী বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন সেশনে দায়িত্ব পালনকারী ‘যুবসংঘে’র সাবেক কেন্দ্রীয় দায়িত্বশীলগণের পারস্পরিক পরিচিতির পর সাংগঠনিক অগ্রগতি বিষয়ক আলোচনা উপস্থাপিত হয়। ‘যুবসংঘে’র কেন্দ্রীয় সভাপতি ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব উক্ত বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন। উক্ত অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন ‘যুবসংঘে’র কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আবুল কালাম।

### কেন্দ্রীয় সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের হজ্জ সফর

২৩শে জুন ২০২২ইং রোজ বৃহস্পতিবার রাত্রি ১১-টায় ‘বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে’-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব ও সাধারণ সম্পাদক আবুল কালাম পবিত্র হজ্জব্রত ১৪৪৩ হিঃ পালনের উদ্দেশ্যে সউদী আরব গমন করেন। সফরকালে তারা মক্কা ও মদীনায়ে বিভিন্ন সাংগঠনিক ও দাওয়াতী কর্মসূচীতে অংশগ্রহণ করেন। এসময় তারা গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের সাথেও সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। যাদের মধ্যে ছিলেন মক্কাস্থ দাওয়াহ এসোসিয়েশনের পরিচালক এবং দারুল হাদীছ আল-খাইরিয়াহ-এর সাবেক পরিচালক ড. ছালেহ বিন ইউসুফ আয-যাহরানী, নির্বাহী পরিচালক শায়খ মুসা বিন সালমান আল-মালেকী, রাবেতা আলমে ইসলামীর কর্মকর্তা ও উম্মুল ক্বোরা বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ পরিচালনা পরিষদ সদস্য ড. হাশেম আলী আহমাদ আল-আহদাল, কা‘বার গিলাফের লিপিকার ও বাংলাদেশী বংশোদ্ভূত সউদী নাগরিক জনাব মুখতার আলম শিকদার, মাসজিদুল হারামে কর্মরত একমাত্র বাংলাদেশী মুফতী ড. মানছুর গোলাম (টেকনাফ) প্রমুখ। দীর্ঘ ৩৬ দিনের সফর শেষে গত ৩০শে জুলাই ২২ রাত ২টায় তারা ঢাকায় অবতরণ করেন।

### বার্ষিক কর্মী সম্মেলন-২০২২

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, রমনা, ঢাকা, ১৭ই জুন, শুক্রবার : অদ্য সকাল ১১-টায় রাজধানীর রমনাস্থ ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন মিলনায়তনে ‘যুবসংঘে’র কেন্দ্রীয় সভাপতি ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ‘বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে’র বার্ষিক কর্মী সম্মেলনে প্রদত্ত ভাষণে ‘আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ’-এর আমীরে জামা‘আত ও ‘যুবসংঘে’র প্রতিষ্ঠাতা প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব বলেন, ‘রাসূল (ছাঃ) কেবল ধর্মীয় ক্ষেত্রে নন, বরং

রাজনীতি, অর্থনীতি, সংস্কৃতি সর্বক্ষেত্রেই বিশ্ব মানবতার আদর্শ। তাঁর আদর্শ অনুসরণের মধ্যেই রয়েছে সমাজের প্রকৃত কল্যাণ ও অগ্রগতি। তিনি যুবসমাজকে রাসূল (ছাঃ)-এর আদর্শে জীবন গড়ার আহ্বান জানান।

সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসাবে বক্তব্য প্রদান করেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বেসরকারী শিল্প ও বিনিয়োগ বিষয়ক উপদেষ্টা ও ঢাকা-১ (দোহার-নবাবগঞ্জ) আসনের মাননীয় সংসদ সদস্য এবং বেক্সিমকো শিল্প গ্রুপের ভাইস চেয়ারম্যান সালমান এফ. রহমান। অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ পেশ করেন ‘যুবসংঘে’র কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আবুল কালাম। সম্মেলনে বিশেষ অতিথি হিসাবে বক্তব্য পেশ করেন ‘আন্দোলনে’র কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম। অন্যায়ের মধ্যে বিষয়ভিত্তিক বক্তব্য রাখেন ‘আন্দোলনে’র কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম, প্রচার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, প্রশিক্ষণ সম্পাদক মাওলানা আলতাফ হোসাইন, যুব বিষয়ক সম্পাদক সম্পাদক আব্দুর রশীদ আখতার, দফতর সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম প্রমুখ। অনুষ্ঠানে বিভিন্ন অধিবেশনে সঞ্চালক ছিলেন ‘যুবসংঘে’র কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক আহমাদুল্লাহ, ছাত্র বিষয়ক সম্পাদক আব্দুন নূর এবং সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আবুল কালাম।

সম্মেলনে দেশের সরকার ও প্রশাসনের প্রতি ‘যুবসংঘে’র পক্ষ থেকে ১৫টি প্রস্তাবনা পেশ করা হয়। ‘যুবসংঘে’র কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক আবুল কালাম প্রস্তাবনা পাঠ করেন ও উপস্থিত সকলে সমর্থন করেন।

### কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্য সম্মেলন-২০২২

নওদাপাড়া, রাজশাহী, ২৫শে আগস্ট’২২, বৃহস্পতিবার : অদ্য বাদ আছর আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফীর অফিস কক্ষে ‘যুবসংঘে’র কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ‘যুবসংঘে’র কেন্দ্রীয় সভাপতি ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিবের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ‘যুবসংঘে’র প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান পৃষ্ঠপোষক মুহতারাম আমীরে জামা’আত প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ‘আন্দোলনে’র কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম, সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম ও যুববিষয়ক সম্পাদক আব্দুর রশীদ আখতার প্রমুখ। সম্মেলনে কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্যদের পরামর্শক্রমে ‘যুবসংঘে’র ২০২২-২০২৪ সেশনের সভাপতি হিসাবে মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলামকে মনোনীত করা হয়। পরবর্তীতে মুহাম্মাদ আবুল কালামকে সাধারণ সম্পাদক করে পরদিন জুম’আর খুৎবার পূর্ব মুহূর্তে ‘আন্দোলন’-এর কেন্দ্রীয় কমিটি সম্মেলনে ‘যুবসংঘে’র পূর্ণাঙ্গ কমিটির বায়’আত গ্রহণ করেন মুহতারাম আমীরে জামা’আত প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব।

### জাতীয় গ্রন্থপাঠ প্রতিযোগিতা

ছাত্র ও যুবকদের মধ্যে ইলম আহরণের উৎসাহ বৃদ্ধির লক্ষ্যে ‘বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ’ ২০১২ সালে প্রথমবারের মত ‘জাতীয় গ্রন্থপাঠ প্রতিযোগিতা’র

আয়োজন করে। তখন থেকে ২০২১ সাল পর্যন্ত প্রতি বছর ‘আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ’ কর্তৃক আয়োজিত জাতীয় ‘তাবলীগী ইজতেমা’র ২য় দিন সকাল ১০টায় ‘যুবসংঘের’ কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে এ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় এবং সেদিনই বা’দ এশা ইজতেমা মঞ্চে বিজয়ী প্রতিযোগীদের হাতে মুহতারাম আমীরে জামা’আত প্রফেসর ড. আসাদুল্লাহ আল-গালিব পুরস্কার ও সম্মাননা সার্টিফিকেট তুলে দেন। অতঃপর ২০২২ সাল থেকে ইজতেমার পূর্বেই সুবিধাজনক সময়ে ‘যুবসংঘের’ নিজস্ব ওয়েবসাইটে অনলাইনের মাধ্যমে প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় এবং ‘যুবসংঘের’ ফেইসবুক পেজে বিজয়ীদের নাম ঘোষণা করা হয়। পরবর্তীতে ‘তাবলীগী ইজতেমা’র ২য় দিন সকালে ‘যুবসংঘের’ আয়োজনে অনুষ্ঠিত যুবসমাবেশে প্রধান অতিথি মুহতারাম আমীরে জামা’আত বিজয়ী প্রতিযোগীদের হাতে পুরস্কার ও সম্মাননা সার্টিফিকেট তুলে দেন। এক্ষেত্রে ২০১২-২০২২ সাল পর্যন্ত যে সমস্ত বইয়ের উপর প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে নিম্নে সেগুলোর বিবরণ পেশ করা হ’ল।

| সাল  | বইয়ের নাম                                                                                                                     | লেখক                                                        |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| ২০১২ | ক গ্রুপ : ডক্টরেট থিসিস, আহলেহাদীছ আন্দোলন : উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ; দক্ষিণ এশিয়ার প্রেক্ষিতসহ।<br>খ গ্রুপ : নবীদের কাহিনী ১ ও ২ | ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব                            |
| ২০১৩ | ছালাতুর রাসূল (ছাঃ)                                                                                                            | ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব                            |
| ২০১৪ | ১. স্মারকগ্রন্থ                                                                                                                | বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ                                   |
|      | ২. তিনটি মতবাদ                                                                                                                 | ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব                            |
| ২০১৫ | ১. সমাজ বিপ্লবের ধারা<br>২. ইক্বামতে দীন : পথ ও পদ্ধতি<br>৩. ফিরক্বা নাজিয়াহ                                                  | ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব                            |
| ২০১৬ | সীরাতুর রাসূল (ছাঃ)                                                                                                            | ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব                            |
| ২০১৭ | তাকসীরুল কুরআন ৩০তম পারা (২য় সংস্করণ)                                                                                         | ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব                            |
| ২০১৮ | আহলেহাদীছ আন্দোলন : উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ; দক্ষিণ এশিয়ার প্রেক্ষিতসহ (২০১-৫০৬ পৃ.)                                              | ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব                            |
| ২০১৯ | রিয়াজুছ ছালেহীন (প্রথমার্ধ : ১-৪৬৭ পৃ.)                                                                                       | মুহিউদ্দীন আবু যাকারিয়া ইয়াহইয়া বিন শারফ আন-নাবাবী (রহঃ) |
| ২০২০ | রিয়াজুছ ছালেহীন (ফাযায়েল অধ্যায় থেকে শেষ)                                                                                   | মুহিউদ্দীন আবু যাকারিয়া ইয়াহইয়া বিন শারফ আন-নাবাবী (রহঃ) |
| ২০২১ | তাকসীরুল কুরআন (২৬-২৮তম পারা)                                                                                                  | ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব                            |
| ২০২২ | ১. ইসলামী খেলাফত ও নেতৃত্ব নির্বাচন<br>২. ইক্বামতে দীন : পথ ও পদ্ধতি                                                           | ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব                            |
|      | ৩. ইসলামী আন্দোলনে বিজয়ের স্বরূপ                                                                                              | ড. নাছের বিন সোলায়মান আল-ওমর                               |

### বার্ষিক কেন্দ্রীয় শিক্ষা সফর

**১. তাহিরপুর, সুনামগঞ্জ, ১৬-১৮ই অক্টোবর ২০১৯ :** গত ১৬ই অক্টোবর দিবাগত রাত ১২টায় 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় উদ্যোগে প্রথমবারের মত শিক্ষা সফরের যাত্রা শুরু হয়। দেশের প্রায় ১০টি যেলা থেকে ৭০ জন কর্মী, সুধী ও 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় দায়িত্বশীলগণ এতে অংশগ্রহণ করেন। ১৭ই অক্টোবর দুপুর বারোটা নাগাদ সুনামগঞ্জ যেলার তাহিরপুর উপযেলার টাঙ্গুয়ার হাওরে পৌঁছে ৩টি ট্রলারে শুরু হয় প্রায় ১০০ বর্গকিমি বিস্তৃত বাংলাদেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম জলাভূমি টাঙ্গুয়ার হাওরের মধ্য দিয়ে যাত্রা। অতঃপর ওয়াচ টাওয়ার, সোয়াম্প ফরেস্ট হয়ে টেকেরহাট বাজারে এসে নৌকাতেই রাত্রিযাপন করা হয়। রাতের খাবারের পর দীর্ঘ সাংগঠনিক আলোচনা বৈঠক হয়। এতে সুনামগঞ্জ যেলার নতুন আহলেহাদীছ নয়জন ভাই তাদের জীবনের কাহিনী শোনান এবং আহলেহাদীছ হওয়ার পর তাদের আবেগময় অনুভূতি এবং পরিবার ও সমাজ থেকে নানা বাধা-বিপত্তির কথা ব্যক্ত করেন।

'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সভাপতি ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ হাকিব এসময় তাদের প্রতি দিক-নির্দেশনামূলক নীতিদীর্ঘ বক্তব্য পেশ করেন এবং সর্বসম্মতিক্রমে মুহাম্মাদ হানিফকে সভাপতি এবং নিয়ামুদ্দীনকে সাধারণ সম্পাদক করে সাত সদস্য বিশিষ্ট আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ, তাহিরপুর উপযেলা কমিটি গঠন করেন। এর মাধ্যমে সুনামগঞ্জে আহলেহাদীছ আন্দোলনের প্রথম সাংগঠনিক অগ্রযাত্রা শুরু হয়। ফালিল্লাহিল হামদ। পরদিন সকালে সফরকারী দলটি ভারতের মেঘালয় পাহাড়ের কোলে নীলাদ্রী লেক, রাজার বার্গা, লাকমা ছড়া প্রভৃতি স্পট পরিদর্শন করে বারিক টিলার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়। অতঃপর শিমুল বাগান হয়ে যাদুকাটা নদীপথে তাহিরপুরের উদ্দেশ্যে ফিরতি যাত্রা করে। সেখান থেকে রাত ২টায় নরসিংদী পৌঁছে যে যার গন্তব্যের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন।

**২. কিশোরগঞ্জ, নেত্রকোণা, ২৯-৩০শে অক্টোবর, বৃহস্পতি ও শুক্রবার ২০২০ :** গত ২৯-৩০শে অক্টোবর'২০ 'যুবসংঘে'র উদ্যোগে ২য় বার্ষিক কেন্দ্রীয় শিক্ষা সফর অনুষ্ঠিত হয়। দু'দিন ব্যাপী উক্ত শিক্ষা সফরে অংশগ্রহণ করেন 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় কমিটি ও দেশের ২১টি যেলা থেকে মোট ১০২ জন কর্মী। ২৯ই অক্টোবর সকাল ৭-টায় সফরকারী দলটি নারায়ণগঞ্জ যেলা থেকে যাত্রা শুরু করে এবং বেলা ১১-টায় কিশোরগঞ্জ যেলার বাজিতপুর উপযেলার গজারিয়া বাজার কেন্দ্রীয় জামে মসজিদে পৌঁছে। এসময় কেন্দ্রীয় ছাত্রবিষয়ক সম্পাদক আব্দুন নূরের সঞ্চালনায় স্থানীয় দ্বীনী ভাইদের সাথে মতবিনিময় বৈঠকে দিক-নির্দেশনামূলক বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রীয় সভাপতি ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ হাকিব এবং সাধারণ সম্পাদক আবুল কালাম। অতঃপর সেখান থেকে তারা বেলা ২-টার দিকে কিশোরগঞ্জ সদর থেকে ২৫ কি. মি. দূরে নিকলী বেড়িবাঁধে গমন করেন। অতঃপর ২টি ট্রলারে যাত্রা শুরু করে বাংলাদেশের অন্যতম বৃহৎ জলাভূমি 'নিকলী হাওরে'র মধ্য দিয়ে প্রায় ২ ঘন্টা নৌভ্রমণের পর তারা মিঠামইন বাজারে পৌঁছান এবং সেখান থেকে নিকলী হাওরের মধ্য দিয়ে নবনির্মিত মিঠামইন-অষ্টগ্রাম হাইওয়ে ধরে ভাতশালা বড় ব্রীজ এলাকায়



যান। সেখানে মাগরিবের ছালাত আদায় করে মিঠামইনে অবস্থিত রাষ্ট্রপতি আব্দুল হামীদের বাসভবন পরিদর্শন করে পুনরায় ট্রলারে চড়ে চাঁদনী রাতের সৌন্দর্য উপভোগ করতে করতে নিকলী বেড়িবাঁধ পৌঁছান। হোটেলের রাতের খাবারের পর সফরকারীরা স্থানীয় বাজারে দাওয়াতী কাজ করেন এবং বই ও প্রচারপত্র বিতরণ করেন। অতঃপর রাতেই সফরকারী দলটি নেত্রকোণার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে রাত ২-টায় নেত্রকোণার বিরিশিরিতে পৌঁছে। অতঃপর স্থানীয় এক রেস্টহাউজে তারা অবস্থান গ্রহণ করেন। পরদিন সকালে ভারতের মেঘালয় পাহাড়ের কোলে সোমেশ্বরী নদী ভ্রমণ করে। অতঃপর স্থানীয় বিজিবি ক্যাম্প, জিরো পয়েন্ট, কমলাবাগান প্রভৃতি স্পট পরিদর্শন করে চিনামাটির পাহাড়ে পৌঁছান। অতঃপর চিনামাটির পাহাড় ও লেক পরিদর্শন করে তারা রেস্টহাউজে ফিরে আসেন। বাদ মাগরিব বিরিশিরি থেকে রওয়ানা হয়ে তারা রাত ৯টায় নেত্রকোণা শহরের উপকণ্ঠে মাধবপুরে অবস্থিত একমাত্র আহলেহাদীছ মসজিদে পৌঁছান। অতঃপর রাতের খাবার গ্রহণ শেষে কেন্দ্রীয় সভাপতি সফরকারীদের ধন্যবাদ জানিয়ে তাদের উদ্দেশ্যে বিদায়ী বক্তব্য রাখেন। রাত ১১টায় তারা ঢাকার উদ্দেশ্যে স্ব স্ব গন্তব্যের পথে চলে যান।

**৩. বান্দরবান থানচি, বান্দরবান, ২৮ ও ২৯শে অক্টোবর ২০২১ :** গত ২৮ ও ২৯শে অক্টোবর ‘যুবসংঘের’ উদ্যোগে ৩য় বার্ষিক কেন্দ্রীয় শিক্ষা সফর অনুষ্ঠিত হয়। দু’দিন ব্যাপী উক্ত শিক্ষা সফরে অংশগ্রহণ করেন ‘যুবসংঘের’ কেন্দ্রীয় কমিটিসহ দেশের ২১টি যেলা থেকে মোট ৭৭ জন কর্মী ও সুধী। ২৮শে অক্টোবর ভোরে সফরকারীরা বান্দরবান শহরে পৌঁছান এবং হোটেল গ্রান্ড ভ্যালিতে অবস্থান গ্রহণ করেন। সকাল ৮টায় ৬টি চাঁদের গাড়ীতে সফরকারী দলটি বান্দরবান শহর থেকে যাত্রা শুরু করে। এসময় কেন্দ্রীয় সভাপতি ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব সফরকারীদের উদ্দেশ্যে ভ্রমণের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য বর্ণনা করেন এবং এবারের সফর থেকে তিনটি বিষয় তথা ধৈর্য, আনুগত্য ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার প্রশিক্ষণ গ্রহণের জন্য আহ্বান জানান। পাহাড়ী পথে ৩ ঘন্টা সফরের পর দুপুর সাড়ে বারোটা নাগাদ দলটি থানচি উপজেলা শহরে পৌঁছে। সেখান থেকে তারা ১৬টি ইঞ্জিন চালিত বিশেষ নৌকায় যাত্রা শুরু করে। অতঃপর স্রোতস্বিনী সাংগু নদী ধরে তিন্দু, বড় পাথর হয়ে প্রায় ৩ ঘন্টার সফর শেষে রেমাক্রি পৌঁছে। দুপাশে সুউচ্চ পাহাড় মধ্যখানে স্রোতের বিপরীতে উঁচু-নিচু খাদবিশিষ্ট নৌপথের রোমাঞ্চকর ভ্রমণ সফরকারীদের বিমোহিত করে তোলে। অতঃপর রেমাক্রি থেকে বাদ মাগরিব অন্ধকার নদীপথে এবং পাহাড়ী জঙ্গলে আরও প্রায় দু’ঘন্টা চলার পর নাফাখুম বার্ণার পার্শ্বস্থ গ্রামে অবস্থান নেয়। রাতের খাবারের পূর্বে ত্রিপুরা উপজাতিতের টং ঘরে দীর্ঘক্ষণ সাংগঠনিক আলোচনা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এতে মৌলভীবাজারের নওমুসলিম ভাই আব্দুল্লাহ, বান্দরবানের ইফতিদার মাহফীসহ বিভিন্ন যেলার দায়িত্বশীল ও সুধীবৃন্দ তাদের জীবনের কাহিনী শোনান এবং আহলেহাদীছ হওয়ার আবেগময় অনুভূতি ব্যক্ত করেন। অতঃপর ‘যুবসংঘের’ কেন্দ্রীয় সভাপতি ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব দিকনির্দেশনামূলক বক্তব্য পেশ করেন এবং সাংগঠনিক জীবন যাপনের গুরুত্ব তুলে ধরেন। অতঃপর ভোরের সূর্যোদয়ের পর অনিন্দ্যসুন্দর নাফাখুম বার্ণার পাশে দীর্ঘ সময় কাটিয়ে বেলা সাড়ে

আটটা নাগাদ দলটি রওনা হয় ফিরতি পথে। অতঃপর রেমাক্রি ঝর্ণায় যাত্রাবিরতি ও গোসল সেরে থানটির উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়। অতঃপর থানটি থেকে রওয়ানা হয়ে বলিপাড়া বিজিবি চেকপোস্ট এবং নীলিগিরির ক্যাফে নীল স্পটে যাত্রাবিরতির পর বাদ মাগরিব বান্দরবান শহরের নীলাচল পর্যটন কেন্দ্রে উপস্থিত হয়। এ সময় কেন্দ্রীয় সভাপতি তাদের উদ্দেশ্যে বিদায়ী নছীহত ও দো‘আ করেন।

৪. সাজেক, খাগড়াছড়ি, ২৮ ও ২৯শে অক্টোবর ২০২২ : অদ্য এক ঝাঁক কর্মী ও সুধীদের সাথে বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ-এর ৪র্থ বার্ষিক কেন্দ্রীয় শিক্ষাসফর আয়োজিত হয় পার্বত্য যেলা খাগড়াছড়ির সাজেক ভ্যালিতে। খাগড়াছড়ি শহরে ক্যান্টনপাবলিক স্কুলে শিক্ষক হিসাবে কর্মরত জালালুদ্দীন (বাগমারা, রাজশাহী)-এর সাথে সাক্ষাতের মাধ্যমে খাগড়াছড়ি সফর শুরু হয়, যিনি বর্তমানে খাগড়াছড়ি শহরে আহলেহাদীছ আন্দোলনের দাওয়াত প্রচারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছেন। তাঁর ভাষ্যমতে, খাগড়াছড়ি শহরে প্রায় দুই শতাধিক আহলেহাদীছ ভাই আছেন। এছাড়া যেলার বেশ কয়েকটি উপজেলাতেও বিচ্ছিন্নভাবে কিছু ভাই আছেন। গুইমারাতে একটি মসজিদ নির্মাণের প্রস্তুতি চলছে।

১০৭ জনের সফরকারী দলটি ২৮ তারিখ বিকালে সাজেক ভ্যালি পৌঁছে বিভিন্ন স্থান পরিদর্শন করেন। রাতে দাওয়াহ ও তারবিয়াতী বৈঠকের মাধ্যমে সফরে নবাগত সাথীদের কাছে আহলেহাদীছ আন্দোলনের দাওয়াত পৌঁছে দেয়া হয়। অতঃপর সেখানে রাত্রিযাপন শেষে পরদিন বেলা ১১টা নাগাদ সফরকারী দলটি খাগড়াছড়ি শহরের উদ্দেশ্যে রওয়ানা দেয়। বিকালে খাগড়াছড়ি শহরের বিভিন্ন পর্যটন কেন্দ্র পরিদর্শন শেষে কেন্দ্রীয় মসজিদে সফরকারী দলটির সাথে সাক্ষাৎ করেন আব্দুল হালীম, রেয়াউল করীম, গুইমারা উপজেলার নয়রুল ইসলামসহ বেশ কয়েক নতুন আহলেহাদীছ ভাই, যারা শিরক-বিদআত আর কুসংস্কারে ছড়াছড়ি এই পার্বত্য যেলায় অনেক সংগ্রাম করে টিকে আছেন। ফালিল্লাহিল হামদ। বাদ মাগরিব যুবসংঘ সভাপতি শরীফুল ইসলাম মাদানী, প্রশিক্ষণ সম্পাদক আব্দুন নূর ও হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষা বোর্ড চেয়ারম্যান ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব স্থানীয় ভাইদের সাথে মূল শহর থেকে দেড় কি.মি. দূরত্বে মসজিদের জন্য নির্ধারিত স্থান পরিদর্শন করেন। পরে শহরের কেন্দ্রীয় মসজিদ ও তৎসংলগ্ন এলাকায় সফরকারী দলটি সাধারণ মানুষের মাঝে দাওয়াতী কাজ করেন এবং বই ও প্রচারপত্র বিতরণ করেন, যা তাৎক্ষণিকভাবে শহরে যথেষ্ট সাড়া ফেলে। অতঃপর কেন্দ্রীয় সভাপতির বিদায়ী নছীহতের মাধ্যমে শিক্ষা সফর ২০২২ সমাপ্ত হয়।



## বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ তালিকা (১৯৭৮-২০২৪)

সেশন : ১৯৭৮-৮৪ (আহ্বায়ক কমিটি)

| ক্র. | পদবী           | নাম ও যেলা                                |
|------|----------------|-------------------------------------------|
| ১.   | আহ্বায়ক       | মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব (সাতক্ষীরা) |
| ২.   | যুগ্ম-আহ্বায়ক | দেওয়ান হাসান শহীদ (টাঙ্গাইল)             |

সেশন : ১৯৮৪-৮৭

|     |                         |                                           |
|-----|-------------------------|-------------------------------------------|
| ১.  | সভাপতি                  | মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব (সাতক্ষীরা) |
| ২.  | সহ-সভাপতি               | মাওলানা শামসুদ্দীন (সিলেট)                |
| ৩.  | সহ-সভাপতি               | মাওলানা আতিয়ার রহমান                     |
| ৪.  | সাধারণ সম্পাদক          | মুহাম্মাদ মুনীরুল ইসলাম                   |
| ৫.  | সাংগঠনিক সম্পাদক        | সিরাজুল ইসলাম (যশোর)                      |
| ৬.  | তাবলীগ সম্পাদক          | মুহাম্মাদ এনামুল হক (চাঁপাই নবাবগঞ্জ)     |
| ৭.  | অর্থ সম্পাদক            | আব্দুল হাফীয (ময়মনসিংহ)                  |
| ৮.  | সহিতা ও পাঠাগার সম্পাদক | ওছমান গণী (ঠাকুরগাঁও)                     |
| ৯.  | পাঠাগার সম্পাদক         | আব্দুল্লাহিল কাফী/মুহাম্মাদ তরীকুল ইসলাম  |
| ১০. | দফতর সম্পাদক            | গোলাম কিবরিয়া (দিনাজপুর)                 |

সেশন : ১৯৮৭-৮৯

|    |                  |                                        |
|----|------------------|----------------------------------------|
| ১. | সভাপতি           | মুহাম্মাদ আবু বকর (বিনাইদহ)            |
| ২. | সহ-সভাপতি        | মুহাম্মাদ এনামুল হক (চাঁপাই নবাবগঞ্জ)  |
| ৩. | সাধারণ সম্পাদক   | গোলাম কিবরিয়া (দিনাজপুর)              |
| ৪. | সাংগঠনিক সম্পাদক | সিরাজুল ইসলাম (যশোর)                   |
| ৫. | দফতর সম্পাদক     | শেখ মুহাম্মাদ রফীকুল ইসলাম (সাতক্ষীরা) |

সেশন : ১৯৮৯-৯১

|    |                  |                                        |
|----|------------------|----------------------------------------|
| ১. | সভাপতি           | মুহাম্মাদ আবু বকর (বিনাইদহ)            |
| ২. | সহ-সভাপতি        | মুহাম্মাদ এনামুল হক                    |
| ৩. | সাধারণ সম্পাদক   | সিরাজুল ইসলাম (যশোর)                   |
| ৪. | সাংগঠনিক সম্পাদক | মাসউদ বিন ইসহাক (খুলনা)                |
| ৫. | দফতর সম্পাদক     | শেখ মুহাম্মাদ রফীকুল ইসলাম (সাতক্ষীরা) |

সেশন : ১৯৯১-৯৩

|    |        |                         |
|----|--------|-------------------------|
| ১. | সভাপতি | আব্দুর রশীদ (গাইবান্ধা) |
|----|--------|-------------------------|

|    |                  |                                        |
|----|------------------|----------------------------------------|
| ২. | সহ-সভাপতি        | শেখ মুহাম্মাদ রফীকুল ইসলাম (সাতক্ষীরা) |
| ৩. | সাংগঠনিক সম্পাদক | সিরাজুল ইসলাম (যশোর)                   |
| ৪. | দফতর সম্পাদক     | তৌহিদুল আলম/আমীনুল ইসলাম               |

## সেশন : ১৯৯৩-৯৫

|    |                          |                           |
|----|--------------------------|---------------------------|
| ১. | সভাপতি                   | সিরাজুল ইসলাম (যশোর)      |
| ২. | সাধারণ সম্পাদক           | মুহাম্মাদ হারুণ (সিলেট)   |
| ৩. | সাংগঠনিক সম্পাদক         | মোফাক্কার হোসেন (পাবনা)   |
| ৪. | তাবলীগ সম্পাদক           | আনোয়ারুল হক (লালমনিরহাট) |
| ৫. | অর্থ সম্পাদক             | আহসান হাবীব (গাইবান্ধা)   |
| ৬. | সহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদক | আব্দুল হাই (রাজশাহী)      |
| ৭. | দফতর সম্পাদক             | আমীনুল ইসলাম (রাজশাহী)    |

## সেশন : ১৯৯৫-৯৭

|    |                          |                                 |
|----|--------------------------|---------------------------------|
| ১. | সভাপতি                   | মুহাম্মাদ হারুণ (সিলেট)         |
| ২. | সহ-সভাপতি                | এস.এম. আব্দুল লতীফ (পাবনা)      |
| ৩. | সাধারণ সম্পাদক           | আমীনুল ইসলাম (রাজশাহী)          |
| ৪. | সাংগঠনিক সম্পাদক         | আহসান হাবীব (গাইবান্ধা)         |
| ৫. | অর্থ সম্পাদক             | মোফাক্কার হোসেন (পাবনা)         |
| ৬. | তাবলীগ সম্পাদক           | মুহাম্মাদ আযীযুর রহমান (বগুড়া) |
| ৭. | সহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদক | ফারুক আহমাদ (রাজশাহী)           |
| ৮. | দফতর সম্পাদক             | আবুল কালাম আযাদ (জয়পুরহাট)     |

## সেশন : ১৯৯৭-৯৯

|    |                          |                                       |
|----|--------------------------|---------------------------------------|
| ১. | সভাপতি                   | আমীনুল ইসলাম (রাজশাহী)                |
| ২. | সহ-সভাপতি                | এস.এম. আব্দুল লতীফ (পাবনা)            |
| ৩. | সাধারণ সম্পাদক           | আবুল কালাম আযাদ (জয়পুরহাট)           |
| ৪. | সাংগঠনিক সম্পাদক         | হাবীবুর রহমান (কুষ্টিয়া)             |
| ৫. | অর্থ সম্পাদক             | মোফাক্কার হোসেন (পাবনা)               |
| ৬. | তাবলীগ সম্পাদক           | মুহাম্মাদ আযীযুর রহমান (বগুড়া)       |
| ৭. | প্রশিক্ষণ সম্পাদক        | ফারুক আহমাদ (রাজশাহী)                 |
| ৮. | সহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদক | মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন (কুমিল্লা) |
| ৯. | দফতর সম্পাদক             | মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম (গোপালগঞ্জ)   |

## সেশন : ১৯৯৯-০১

|    |           |                                       |
|----|-----------|---------------------------------------|
| ১. | সভাপতি    | হাফেয মুহাম্মাদ আযীযুর রহমান (বগুড়া) |
| ২. | সহ-সভাপতি | হাবীবুর রহমান (কুষ্টিয়া)             |

|    |                   |                                           |
|----|-------------------|-------------------------------------------|
| ৩. | সাধারণ সম্পাদক    | মুহাম্মাদ জালালুদ্দীন (কুমিল্লা)          |
| ৪. | সাংগঠনিক সম্পাদক  | এ.এস.এম আযীযুল্লাহ (সাতক্ষীরা)            |
| ৫. | অর্থ সম্পাদক      | মুহাম্মাদ শাহীদুজ্জামান ফারুক (সাতক্ষীরা) |
| ৬. | প্রশিক্ষণ সম্পাদক | আব্দুল গফুর (সাতক্ষীরা)                   |
| ৭. | দফতর সম্পাদক      | মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম (গোপালগঞ্জ)       |

## সেশন : ২০০১-০৩

|    |                          |                                           |
|----|--------------------------|-------------------------------------------|
| ১. | সভাপতি                   | আমীনুল ইসলাম (রাজশাহী)                    |
| ২. | সহ-সভাপতি                | হাবীবুর রহমান (কুষ্টিয়া)                 |
| ৩. | সাধারণ সম্পাদক           | মুহাম্মাদ জালালুদ্দীন (কুমিল্লা)          |
| ৪. | সাংগঠনিক সম্পাদক         | এ.এস.এম আযীযুল্লাহ (সাতক্ষীরা)            |
| ৫. | অর্থ সম্পাদক             | মুহাম্মাদ শাহীদুজ্জামান ফারুক (সাতক্ষীরা) |
| ৬. | প্রশিক্ষণ সম্পাদক        | মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম (গোপালগঞ্জ)       |
| ৭. | তাবলীগ সম্পাদক           | আবু ত্বাহের (গাইবান্ধা)                   |
| ৮. | সহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদক | মুহাম্মাদ আকবর হুসাইন (যশোর)              |
| ৯. | দফতর সম্পাদক             | মুযাফফর বিন মুহসিন (রাজশাহী)              |

## সেশন : ২০০৩-০৫

|    |                          |                                          |
|----|--------------------------|------------------------------------------|
| ১. | সভাপতি                   | আমীনুল ইসলাম (রাজশাহী)                   |
| ২. | সহ-সভাপতি                | কামারুজ্জামান বিন আব্দুল বারী (জামালপুর) |
| ৩. | সাধারণ সম্পাদক           | মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম (গোপালগঞ্জ)      |
| ৪. | সাংগঠনিক সম্পাদক         | এ.এস.এম আযীযুল্লাহ (সাতক্ষীরা)           |
| ৫. | অর্থ সম্পাদক             | শিহাবুদ্দীন আহমাদ (বগুড়া)               |
| ৬. | প্রশিক্ষণ সম্পাদক        | মুহাম্মাদ আব্দুল ওয়াদুদ (কুমিল্লা)      |
| ৭. | তাবলীগ সম্পাদক           | আবু ত্বাহের (গাইবান্ধা)                  |
| ৮. | সহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদক | রবীউল ইসলাম (যশোর)                       |
| ৯. | দফতর সম্পাদক             | মুযাফফর বিন মুহসিন (রাজশাহী)             |

## সেশন : ২০০৫-০৭

|    |                   |                                         |
|----|-------------------|-----------------------------------------|
| ১. | সভাপতি            | এ.এস.এম আযীযুল্লাহ (সাতক্ষীরা)          |
| ২. | সহ-সভাপতি         | মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম (গোপালগঞ্জ)     |
| ৩. | সাধারণ সম্পাদক    | মুহাম্মাদ আব্দুল ওয়াদুদ (কুমিল্লা)     |
| ৪. | সাংগঠনিক সম্পাদক  | মুহাম্মাদ আকবর হুসাইন (যশোর)            |
| ৫. | অর্থ সম্পাদক      | মুহাম্মাদ নয়রুল ইসলাম (চাঁপাইনবাবগঞ্জ) |
| ৬. | প্রশিক্ষণ সম্পাদক | মুযাফফর বিন মুহসিন (রাজশাহী)            |
| ৭. | তাবলীগ সম্পাদক    | আবু ত্বাহের (গাইবান্ধা)                 |

|    |                           |                                    |
|----|---------------------------|------------------------------------|
| ৮. | সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদক | নূরুল ইসলাম (রাজশাহী)              |
| ৯. | দফতর সম্পাদক              | মুহাম্মাদ আব্দুছ ছামাদ (সাতক্ষীরা) |

**সেশন : ২০০৭-০৯**

|    |                           |                                         |
|----|---------------------------|-----------------------------------------|
| ১. | সভাপতি                    | এ.এস.এম আযীযুল্লাহ (সাতক্ষীরা)          |
| ২. | সহ-সভাপতি                 | মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম (গোপালগঞ্জ)     |
| ৩. | সাধারণ সম্পাদক            | মুহাম্মাদ আব্দুল ওয়াদুদ (কুমিল্লা)     |
| ৪. | সাংগঠনিক সম্পাদক          | মুহাম্মাদ আকবর হুসাইন (যশোর)            |
| ৫. | অর্থ সম্পাদক              | মুহাম্মাদ নয়রুল ইসলাম (চাঁপাইনবাবগঞ্জ) |
| ৬. | প্রশিক্ষণ সম্পাদক         | মুযাফফর বিন মুহসিন (রাজশাহী)            |
| ৭. | তাবলীগ সম্পাদক            | আবু ত্বাহের (গাইবান্ধা)                 |
| ৮. | সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদক | নূরুল ইসলাম (রাজশাহী)                   |
| ৯. | দফতর সম্পাদক              | মুহাম্মাদ আব্দুছ ছামাদ (সাতক্ষীরা)      |

**সেশন : ২০০৯-১১**

|    |                           |                                         |
|----|---------------------------|-----------------------------------------|
| ১. | সভাপতি                    | মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম (গোপালগঞ্জ)     |
| ২. | সহ-সভাপতি                 | মুহাম্মাদ আকবর হোসাইন (যশোর)            |
| ৩. | সাধারণ সম্পাদক            | মুযাফফর বিন মুহসিন (রাজশাহী)            |
| ৪. | সাংগঠনিক সম্পাদক          | নূরুল ইসলাম (রাজশাহী)                   |
| ৫. | অর্থ সম্পাদক              | মুহাম্মাদ আব্দুছ ছামাদ (সাতক্ষীরা)      |
| ৬. | প্রশিক্ষণ সম্পাদক         | আব্দুর রশীদ আখতার (কুষ্টিয়া)           |
| ৭. | তাবলীগ সম্পাদক            | মুহাম্মাদ আরীফুল ইসলাম (চাঁপাইনবাবগঞ্জ) |
| ৮. | সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদক | আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব (রাজশাহী)        |
| ৯. | দফতর সম্পাদক              | মুহাম্মাদ হারুনুর রশীদ (ঝিনাইদহ)        |

**সেশন : ২০১১-১২**

|    |                           |                                         |
|----|---------------------------|-----------------------------------------|
| ১. | সভাপতি                    | মুযাফফর বিন মুহসিন (রাজশাহী)            |
| ২. | সহ-সভাপতি                 | নূরুল ইসলাম (রাজশাহী)                   |
| ৩. | সাধারণ সম্পাদক            | আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব (রাজশাহী)        |
| ৪. | সাংগঠনিক সম্পাদক          | আব্দুর রশীদ আখতার (কুষ্টিয়া)           |
| ৫. | অর্থ সম্পাদক              | মুহাম্মাদ আরীফুল ইসলাম (চাঁপাইনবাবগঞ্জ) |
| ৬. | প্রশিক্ষণ সম্পাদক         | মুহাম্মাদ আব্দুর রাকীব (সাতক্ষীরা)      |
| ৭. | তাবলীগ সম্পাদক            | মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম (রাজশাহী)        |
| ৮. | সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদক | মুহাম্মাদ হারুনুর রশীদ (ঝিনাইদহ)        |
| ৯. | দফতর সম্পাদক              | মুহাম্মাদ আব্দুর রাকীব (সাতক্ষীরা)      |

**সেশন : ২০১২-১৪**

|    |        |                              |
|----|--------|------------------------------|
| ১. | সভাপতি | মুযাফফর বিন মুহসিন (রাজশাহী) |
|----|--------|------------------------------|

|     |                                   |                                         |
|-----|-----------------------------------|-----------------------------------------|
| ২.  | সহ-সভাপতি                         | নূরুল ইসলাম (রাজশাহী)                   |
| ৩.  | সাধারণ সম্পাদক                    | আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব (রাজশাহী)        |
| ৪.  | সাংগঠনিক সম্পাদক                  | আব্দুর রশীদ আখতার (কুষ্টিয়া)           |
| ৫.  | অর্থ সম্পাদক                      | মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম (রাজশাহী)        |
| ৬.  | প্রচার সম্পাদক                    | মুহাম্মাদ আরীফুল ইসলাম (চাঁপাইনবাবগঞ্জ) |
| ৭.  | প্রশিক্ষণ সম্পাদক                 | আব্দুর রকীব (সাতক্ষীরা)                 |
| ৮.  | তাবলীগ সম্পাদক                    | হাসিবুল ইসলাম (রাজশাহী)                 |
| ৯.  | সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদক         | মেহবাজুল ইসলাম (গাইবান্ধা)              |
| ১০. | সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক | মুহাম্মাদ হারুনুর রশীদ (ঝিনাইদহ)        |
| ১১. | সমাজ কল্যাণ সম্পাদক               | হাফীযুর রহমান (সাতক্ষীরা)               |
| ১২. | দফতর সম্পাদক                      | আব্দুল বারী (চাঁপাইনবাবগঞ্জ)            |

## সেশন : ২০১৪-১৬

|     |                                   |                                         |
|-----|-----------------------------------|-----------------------------------------|
| ১.  | সভাপতি                            | আব্দুর রশীদ আখতার (কুষ্টিয়া)           |
| ২.  | সহ-সভাপতি                         | জামীলুর রহমান (কুমিল্লা)                |
| ৩.  | সাধারণ সম্পাদক                    | মুহাম্মাদ আরীফুল ইসলাম (চাঁপাইনবাবগঞ্জ) |
| ৪.  | সাংগঠনিক সম্পাদক                  | মুস্তাক্কীম আহমাদ (রাজশাহী)             |
| ৫.  | অর্থ সম্পাদক                      | মুহাম্মাদ আব্দুর রাকীব (সাতক্ষীরা)      |
| ৬.  | প্রশিক্ষণ সম্পাদক                 | আব্দুল্লাহিল কাফী (রাজশাহী)             |
| ৭.  | তাবলীগ সম্পাদক                    | মুখতারুল ইসলাম (রাজশাহী)                |
| ৮.  | সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদক         | আব্দুল্লাহ আল-মামুন (গাইবান্ধা)         |
| ৯.  | সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক | আবুল বাশার আব্দুল্লাহ (মেহেরপুর)        |
| ১০. | সমাজ কল্যাণ সম্পাদক               | কাযী আব্দুল্লাহ শাহীন (সাতক্ষীরা)       |
| ১১. | দফতর সম্পাদক                      | বেলাল হোসাইন (কুমিল্লা)                 |

## সেশন : ২০১৬-১৮

|     |                                   |                                         |
|-----|-----------------------------------|-----------------------------------------|
| ১.  | সভাপতি                            | আব্দুর রশীদ আখতার (কুষ্টিয়া)           |
| ২.  | সহ-সভাপতি                         | মুহাম্মাদ আরীফুল ইসলাম (চাঁপাইনবাবগঞ্জ) |
| ৩.  | সাধারণ সম্পাদক                    | মুস্তাক্কীম আহমাদ (রাজশাহী)             |
| ৪.  | সাংগঠনিক সম্পাদক                  | শেখ আবদুছ ছামাদ (সাতক্ষীরা)             |
| ৫.  | অর্থ সম্পাদক                      | আব্দুল্লাহিল কাফী (রাজশাহী)             |
| ৬.  | প্রচার সম্পাদক                    | আবুল বাশার আব্দুল্লাহ (মেহেরপুর)        |
| ৭.  | প্রশিক্ষণ সম্পাদক                 | মুহাম্মাদ আবুল কালাম (জয়পুরহাট)        |
| ৮.  | ছাত্র বিষয়ক সম্পাদক              | ইহসান ইলাহী যহীর (কুমিল্লা)             |
| ৯.  | তথ্য ও প্রকাশনা বিষয়ক সম্পাদক    | মুস্তাফীযুর রহমান সোহেল (নারায়ণগঞ্জ)   |
| ১০. | সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক | মুখতারুল ইসলাম (রাজশাহী)                |

|     |                     |                         |
|-----|---------------------|-------------------------|
| ১১. | সমাজ কল্যাণ সম্পাদক | সাদ আহমাদ (মেহেরপুর)    |
| ১২. | দফতর সম্পাদক        | মিনারুল ইসলাম (রাজশাহী) |

## সেশন : ২০১৮-২০

|     |                                   |                                       |
|-----|-----------------------------------|---------------------------------------|
| ১.  | সভাপতি                            | আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব (রাজশাহী)      |
| ২.  | সহ-সভাপতি                         | মুস্তাফীযুর রহমান সোহেল (নারায়ণগঞ্জ) |
| ৩.  | সাধারণ সম্পাদক                    | মুস্তাক্কীম আহমাদ (রাজশাহী)           |
| ৪.  | সাংগঠনিক সম্পাদক                  | মুহাম্মাদ আবুল কালাম (জয়পুরহাট)      |
| ৫.  | অর্থ সম্পাদক                      | আব্দুল্লাহিল কাফী (রাজশাহী)           |
| ৬.  | তাবলীগ সম্পাদক                    | ইহসান ইলাহী যহীর (কুমিল্লা)           |
| ৭.  | প্রশিক্ষণ সম্পাদক                 | মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ (বিনাইদহ)        |
| ৮.  | ছাত্র বিষয়ক সম্পাদক              | আব্দুল্লাহ আল-মামুন (বগুড়া)          |
| ৯.  | তথ্য ও প্রকাশনা বিষয়ক সম্পাদক    | মুখতারুল ইসলাম (রাজশাহী)              |
| ১০. | সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক | শামীম আহমাদ (সিরাজগঞ্জ)               |
| ১১. | সমাজ কল্যাণ সম্পাদক               | সাদ আহমাদ (মেহেরপুর)                  |
| ১২. | দফতর সম্পাদক                      | মুহাম্মাদ আজমাল (রাজশাহী)             |

## সেশন : ২০২০-২২

|     |                                   |                                       |
|-----|-----------------------------------|---------------------------------------|
| ১.  | সভাপতি                            | ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব (রাজশাহী)   |
| ২.  | সহ-সভাপতি                         | ড. মুখতারুল ইসলাম (রাজশাহী)           |
| ৩.  | সাধারণ সম্পাদক                    | মুহাম্মাদ আবুল কালাম (জয়পুরহাট)      |
| ৪.  | সাংগঠনিক সম্পাদক                  | ইহসান ইলাহী যহীর (কুমিল্লা)           |
| ৫.  | অর্থ সম্পাদক                      | মিনারুল ইসলাম (রাজশাহী)               |
| ৬.  | প্রচার সম্পাদক                    | মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ (বিনাইদহ)        |
| ৭.  | প্রশিক্ষণ সম্পাদক                 | আহমাদুল্লাহ (কুমিল্লা)                |
| ৮.  | ছাত্র বিষয়ক সম্পাদক              | আব্দুন নূর (জয়পুরহাট)                |
| ৯.  | তথ্য ও প্রকাশনা সম্পাদক           | আব্দুল্লাহ আল-মামুন (বগুড়া)          |
| ১০. | সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক | মুহাম্মাদ আজমাল (রাজশাহী)             |
| ১১. | সমাজ কল্যাণ সম্পাদক               | মুহাম্মাদ মুজাহিদুর রহমান (সাতক্ষীরা) |
| ১২. | দফতর সম্পাদক                      | আসাদুল্লাহ আল-গালিব (রাজশাহী)         |

## সেশন : ২০২২-২৪

|    |                  |                                  |
|----|------------------|----------------------------------|
| ১. | সভাপতি           | মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম (রাজশাহী) |
| ২. | সহ-সভাপতি        | মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ (বিনাইদহ)   |
| ৩. | সাধারণ সম্পাদক   | মুহাম্মাদ আবুল কালাম (জয়পুরহাট) |
| ৪. | সাংগঠনিক সম্পাদক | ইহসান ইলাহী যহীর (কুমিল্লা)      |
| ৫. | অর্থ সম্পাদক     | মিনারুল ইসলাম (রাজশাহী)          |



|     |                                  |                                       |
|-----|----------------------------------|---------------------------------------|
| ৬.  | প্রচার সম্পাদক                   | আহমাদুল্লাহ (কুমিল্লা)                |
| ৭.  | প্রশিক্ষণ সম্পাদক                | আব্দুন নূর (জয়পুরহাট)                |
| ৮.  | ছাত্র বিষয়ক সম্পাদক             | আসাদুল্লাহ আল-গালিব (রাজশাহী)         |
| ৯.  | তথ্য ও প্রকাশনা সম্পাদক          | মুহাম্মাদ মুজাহিদুর রহমান (সাতক্ষীরা) |
| ১০. | সহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক | মুহাম্মাদ আজমাল (রাজশাহী)             |
| ১১. | সমাজ কল্যাণ সম্পাদক              | ফায়ছাল মাহমুদ (সাতক্ষীরা)            |
| ১২. | দফতর সম্পাদক                     | মুহাম্মাদ আব্দুর রউফ (রাজশাহী)        |

### কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ সভাপতিদের নামের তালিকা

|     |                                                                      |         |
|-----|----------------------------------------------------------------------|---------|
| ১.  | মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব (সাতক্ষীরা)                            | ১৯৭৮-৮৪ |
| ২.  | মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব (সাতক্ষীরা)                            | ১৯৮৪-৮৭ |
| ৩.  | মুহাম্মাদ আবু বকর (বিনাইদহ)                                          | ১৯৮৭-৮৯ |
| ৪.  | মুহাম্মাদ আবু বকর (বিনাইদহ)                                          | ১৯৮৯-৯১ |
| ৫.  | আব্দুর রশীদ (গাইবান্ধা)<br>শেখ রফীকুল ইসলাম (সাতক্ষীরা) (ভারপ্রাপ্ত) | ১৯৯১-৯৩ |
| ৬.  | সিরাজুল ইসলাম (যশোর)                                                 | ১৯৯৩-৯৫ |
| ৭.  | মুহাম্মাদ হারুণ (সিলেট)                                              | ১৯৯৫-৯৭ |
| ৮.  | আমীনুল ইসলাম (রাজশাহী)                                               | ১৯৯৭-৯৯ |
| ৯.  | হাফেয মুহাম্মাদ আযীযুর রহমান (বগুড়া)                                | ১৯৯৯-০১ |
| ১০. | আমীনুল ইসলাম (রাজশাহী)                                               | ২০০১-০৩ |
| ১১. | আমীনুল ইসলাম (রাজশাহী)                                               | ২০০৩-০৫ |
| ১২. | এ.এস.এম আযীযুল্লাহ (সাতক্ষীরা)                                       | ২০০৫-০৭ |
| ১৩. | এ.এস.এম আযীযুল্লাহ (সাতক্ষীরা)                                       | ২০০৭-০৯ |
| ১৪. | মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম (গোপালগঞ্জ)                                  | ২০০৯-১১ |
| ১৫. | মুযাফফর বিন মুহসিন (রাজশাহী)                                         | ২০১১-১২ |
| ১৬. | মুযাফফর বিন মুহসিন (রাজশাহী)                                         | ২০১২-১৪ |
| ১৭. | আব্দুর রশীদ আখতার (কুষ্টিয়া)                                        | ২০১৪-১৬ |
| ১৮. | আব্দুর রশীদ আখতার (কুষ্টিয়া)                                        | ২০১৬-১৮ |
| ১৯. | আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব (রাজশাহী)                                     | ২০১৮-২০ |
| ২০. | ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব (রাজশাহী)                                  | ২০২০-২২ |
| ২১. | মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম (রাজশাহী)                                     | ২০২২-২৪ |